

বাবুরের মহত্ব  
কালিদাস রায়

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রচন্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেই বাড়ি-ঘর ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কূলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

- (ক) রণবীর চৌহান কে ছিলেন?
- (খ) ‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে’- কেন?
- (গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আবরণে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) উদ্দীপকটিতে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সম্ভাব ধারণ করে না- যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর

- (ক) রণবীর চৌহান ছিলেন চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা।
- (খ) ‘জীবন দেওয়া জীবন নেওয়ার চেয়ে কঠিন’- কারণ জীবন অমূল্য। জীবন একবারই পাওয়া যায়। অমূল্য সম্পদ জীবন নেওয়া যায় সহজে। রাগে দুঃখে বা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে যেকোনো মানুষকে হত্যা করে ফেললে জীবন নেওয়া যায়। কিন্তু ক্ষমা, উদারতা, মহত্ব দিয়ে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া কঠিন কাজ। তাছাড়া জীবন সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই জীবন দেওয়া জীবন নেওয়ার চেয়ে কঠিন বলা হয়েছে।
- (গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া একটি মহৎ চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তার ঘটনার সাথে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার দিল্লির রাজপথে হাতির আক্রমণ থেকে শিশুর জীবন বাঁচানোর ঘটনার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কালিদাস রায় রচিত ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি, সম্রাট বাবুর ছদ্মবেশ ধারণ করে দিল্লির রাজপথে হাঁটতেন। একদিন রাজপথে একটা পাগলা হাতি মানুষের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। সবাই হাতির ভয়ে ছুটে পালায়। এমন সময় একটি ছোট্ট শিশু পড়ে থাকে রাজপথে। বাবুর সবার নিষেধ অবজ্ঞা করে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। উদ্দীপকে আমরা দেখি বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া নৌকার যাত্রীরা সাঁতারে তীরে উঠে গেলেও একটি শিশু পানিতে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য বড় মিয়া নামের এক যুবক, তীব্র স্রোতের মধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের জীবনের মায়া না করে যুবক শিশুটিকে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যুবক বড় মিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অর্থাৎ উদ্দীপক ও বাবুরের মহত্ব কবিতায় আমরা দুজন মানুষের মানবিকতার পরিচয় পাই। মানবিক দৃষ্টিকোণের দিকটিই বড় মিয়ার আবরণে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় ফুটে উঠেছে।
- (ঘ) উদ্দীপকটিতে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে তবে পুরো কবিতার ভাব প্রকাশিত হয়নি। কালিদাস রায় রচিত ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি পুরো কবিতা জুড়ে মুঘল সম্রাট বাবুরের কৃতিত্ব, সাফল্য, মহানুভবতা, এসব প্রকাশিত হয়েছে। মুঘলদের বীরত্বের ইতিহাসের সাথে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কথাও প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়। এমনকি ভারতের মাটিতে টিকে থাকতে হলে শুধু ভূমি দখল করলেই চলবে না। এদেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে। এমন চিন্তা বাবুরের চেতনায় এসেছে। ফলে মানুষের জন্য ভালোবাসা ও জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানবিকতার নিদর্শন রেখেছেন বাবুর। অন্যদিকে উদ্দীপকে আমরা বড় মিয়া নামের এক যুবকের মানবীয় চেতনা ও আত্মত্যাগের ঘটনা পাই। সে নিজের জীবন দিয়ে একটি শিশুকে উদ্ধার করে। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপকটিতে সমগ্র কবিতার ভাব প্রকাশিত না হয়ে কবিতায় একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উদ্দীপকের বড় মিয়া চরিত্রটির মহানুভবতা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা বাবুরের মহত্ব কবিতার এই বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সম্ভাব ধারণ করে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১। কবি কালিদাস রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- বর্ধমানে (খ) ঢাকায়
- (গ) বিহারে (ঘ) যশোরে
- ২। কবি কালিদাস রায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
- ১৮৮২ (খ) ১৮৮৪
- (গ) ১৮৮৬ (ঘ) ১৮৮৮
- ৩। কালিদাস রায়ের পেশা ছিল-
- (ক) ডাক্তারি ● শিক্ষকতা

- ৪। কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় কোন শব্দের সার্থক ব্যবহার হয়েছে?
- (গ) ব্যবসা (ঘ) সাংবাদিকতা
- (ক) ইংরেজি (খ) হিন্দি
- আরবি-ফারসি (ঘ) উর্দু
- ৫। কবি কালিদাসের উপাধি হচ্ছে-
- (ক) কবিকুল (খ) কবিশ্রেষ্ঠ
- (গ) কবিগুরু ● কবিশেখর
- ৬। কবি কালিদাস রায়কে ডি. লিট উপাধি দেয়-
- (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- (খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
- (ঘ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
- ৭। কালিদাস রায় কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
- (ক) ১৯৫০ ● ১৯৬০
- (গ) ১৯৭০ (ঘ) ১৯৮০

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৮। কালিদাস রায়ের কাব্য-
- i. কিশলয়
- ii. বল্লরী
- iii. ঋতুমঙ্গল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৯। কালিদাস রায় লেখেন-
- i. কাহিনি কবিতা
- ii. বিচিত্র বিষয়ের কবিতা
- iii. রোমান্টিক কবিতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১০। লোদি কোন বংশের বাদশা ছিলেন?
- (ক) মোঘল ● পাঠান
- (গ) সেন (ঘ) রাজপুত
- ১১। বাবুর মহত্ব কার লেখা?
- কালিদাস রায়ের (খ) জসিমউদ্দীনের
- (গ) কাজী নজরুলের (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
- ১২। বাবুর কেন দেখল তাঁর জয় ফাঁকি?
- (ক) কারণ তিনি সম্পদ পাননি
- (খ) কারণ তিনি বারবার পরাজিত
- কারণ ভারত যাদের তাদের জানতে পারেননি
- (ঘ) কারণ তিনি নিজে ব্যর্থ হয়েছেন
- ১৩। সংগ্রাম সিংহ কী করে উঠলেন?
- গর্জে (খ) আঁতকে
- (গ) ভীত (ঘ) আনন্দিত
- ১৪। কোথায় সংগ্রাম সিংহের পতন হয়?
- (ক) খানকার প্রান্তরে (খ) পানি পথে
- (গ) দিল্লিতে ● খানুয়ার প্রান্তরে

- ১৫। কার কাছে সংগ্রাম সিংহের পতন হয়?  
 (ক) আকবর (খ) বাবুর  
 (গ) লোদি (ঘ) রণবীর
- ১৬। কে দিল্লির মসনদে জাঁকিয়া বসেন?  
 (ক) মুঘল সিংহ (খ) রণবীর চৌহান  
 (গ) ইব্রাহিম লোদি (ঘ) সংগ্রাম সিংহ
- ১৭। বিজিতের হৃদয় দখল করতে চাওয়ার কারণ কী?  
 (ক) শুধু লুণ্ঠন করা (খ) শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা  
 (গ) মানুষকে কাছে পাওয়া (ঘ) দখল বাড়ানো
- ১৮। বাবুর কেন শাসন করতে শুরু করেন?  
 (ক) মুসলমানের কল্যাণে  
 (খ) হিন্দুদের অত্যাচার করতে  
 (ক) হিন্দুদের হৃদয় জয় করতে  
 (ঘ) মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে
- ১৯। বাবুর কেন ছদ্মবেশ ধারণ করেন?  
 (ক) প্রজাদের দুঃখ ক্লেশ দেখতে  
 (খ) প্রজাদের সুখ দেখতে  
 (গ) প্রজাদের শোষণ করতে  
 (ঘ) প্রজাদের অত্যাচার করতে
- ২০। কে বাবুরের সন্ধান করছিল?  
 (ক) সংগ্রাম সিংহ (খ) রণবীর চৌহান  
 (গ) ইব্রাহিম লোদি (ঘ) দৌলত খাঁ
- ২১। রণবীর কুর্তার নিচে কী নিয়ে ঘুরছিল?  
 (ক) কৃপাণ (খ) দাঁত  
 (গ) ঢোল (ঘ) ঢাল
- ২২। রণবীর কার প্রাণ নিতে চায়?  
 (ক) সংগ্রাম সিংহের (খ) বাবুরের  
 (গ) ইব্রাহিম লোদির (ঘ) টোডল খানের
- ২৩। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রণবীর কী করছিল?  
 (ক) লোকজনের আনন্দ দেখছিল  
 (ক) লোকজনের যাতায়াত দেখছিল  
 (গ) লোকজনের বাঁধা দিচ্ছিল  
 (ঘ) লোকজনকে ধমক দিচ্ছিল
- ২৪। হঠাৎ পথে কী ছুটল?  
 (ক) মত্ত গাধা (খ) মত্ত ঘোড়া  
 (গ) মত্ত গরু (ক) মত্ত হাতি
- ২৫। লোকজন পথ ছেড়ে পালাল কেন?  
 (ক) ঘোড়ার ভয়ে (খ) হাতির ভয়ে  
 (গ) বাঘের ভয়ে (ঘ) সিংহের ভয়ে
- ২৬। রাজপথের ধুলায় কী পড়ে রইল?  
 (ক) একটি বৃদ্ধ (খ) একটি শিশু  
 (গ) একটি বাজু (ঘ) একটি ব্যাগ
- ২৭। শিশুকে বাঁচাতে কে ছুটে আসে?  
 (ক) দেশি পুরুষ (খ) হিন্দু পুরুষ  
 (গ) মেথর পুরুষ (ক) বিদেশি পুরুষ
- ২৮। শিশুটি কার ছিল?  
 (ক) ধনীর (খ) হিন্দুর  
 (গ) মুসলমানের (ক) মেথরের
- ২৯। কে শিশুকে বক্ষে চেপে রাখে?  
 (ক) শিশুর বাবা (খ) শিশুর ভাই

- শিশুর জননী (ঘ) শিশুর বোন
- ৩০। কে চিনল বিদেশি পুরুষকে? (খ) মেথর ছেলে  
(গ) সংগ্রাম সিংহ (ঘ) পথের লোক
- ৩১। বাবুরের করপুটে রণবীর কী রাখল? (খ) গুপ্তধন  
(গ) গুপ্তজামা ● গুপ্তকৃপাণ
- ৩২। অন্য কারেও নয় শুধু বাবুরের কী সাজে? (ক) ভারতের রাজপথ ● ভারতের রাজপদ  
(গ) ভারতের জনতা (ঘ) ভারতের সম্পদ
- ৩৩। রণবীরের কী কেটে গেছে? (ক) অন্ধ মোহ ● প্রতিহিংসার অন্ধ মোহ  
(গ) মোহ (ঘ) লোভ
- ৩৪। জীবন নেওয়ার চেয়ে দেওয়া কঠিন কেন? (ক) জীবনের মূল্য নাই (খ) জীবন শেষ করা সহজ  
● জীবন অমূল্য (ঘ) জীবন ফেরত দিতে পারে

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৩৫। বাবুর রণবীরকে যা বলেছিলেন—  
i. তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম  
ii. তোমাকে শাস্তি দিব  
iii. আজ হতে তুমি আমার দেহ রক্ষক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii ● i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৩৬। রণবীর যে জন্য নিজের দম্ চেয়েছিল—  
i. সে অপরাধ করেছিল  
ii. তার বোধোদয় হয়েছিল  
iii. তার মোহের ঘোর কেটে গিয়ে ছিল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৩৭। মেথর ছেলেকে বাঁচাতে দেখে বাবুর সম্পর্কে রণবীর যা বলল—  
i. আমি ঐকে হত্যা করতে এসেছি  
ii. এই ছুরি দিয়ে আপনাকে হত্যা করতে এসেছি  
iii. আমি ক্ষমা চাই  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৩৮। মেথর ছেলেকে বাঁচাতে দেখে লোকজন বলল—  
i. তুমি একটা বেআকুফ  
ii. খুদার দয়ায় নিজের প্রাণ পেয়েছ  
iii. এখন গিয়ে স্নান কর  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



রহমত ক্রাসে ঢুকল। সে যে বেঞ্চেই যায় সেখান থেকেই ছেলেরা সরে যায়। সবাই বলছে, ওর বাবা রিকশা চালায়। রমিজ রহমতকে কাছে বসাল। সে সবাইকে বলল, তোমরা এমন কর না। রহমতের বাবা রিকশা চালালেও তিনি মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অসম্মান করা ঠিক না।

৩৯। অনুচ্ছেদে রমিজের বক্তব্যের মধ্যে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার প্রকাশিত উপলব্ধি কী? (প্রয়োগ)

● মানুষ সবাই সমান

খ) জাতিভেদ প্রথা

গ) পৃথিবীতে মানুষ ছোট ও বড় আছে

ঘ) মানুষ কখনো সমান না

৪০। অনুচ্ছেদে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার যেদিকগুলো ধারণ করেছে-

i. সবার উপরে মানুষ সত্য

ii. জন্ম যেখানেই হোক মানুষ মানুষই

iii. সব মানুষ স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ৪১ ও ৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রনজু স্কুল থেকে ফিরছিল। পথে মুন্নার সাথে দেখা হলো। মুন্না তাকে দেখে পালাতে লাগল। কারণ এর আগে মুন্না তাকে মেরেছিল। রনজু মুন্নাকে ডাকল। বলল, পালাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে মারব না। তোমাকে ক্ষমা করেছে। তুমি তো আমার বন্ধু।

৪১। উদ্দীপকের রনজুর ভাবনা সাথে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় কোন দিকটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)

ক) সত্যতা

● ক্ষমা

গ) প্রতিহিংসা

ঘ) নিষ্ঠা

৪২। রনজু ও বাবুরের উদারতা যে কারণে সমার্থক-

i. রনজু ক্ষমা করেছে বলে

ii. বাবুর ক্ষমা করেছে বলে

iii. তারা উভয়েই ক্ষমা করেছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩। ‘হত’ শব্দের অর্থ কী?

ক) আহত

● নিহত

গ) পরাহত

ঘ) যুদ্ধাহত

৪৪। ‘রণ’- অর্থ কী?

● যুদ্ধ

খ) শাস্তি

গ) রওনা হওয়া

ঘ) রানওয়ে

৪৫। ‘প্রান্তর’ বলতে কী বোঝায়?

ক) বিস্তৃত ক্ষেত্রে

খ) বিস্তৃত সাগর

● বিস্তৃত মাঠ

ঘ) বিস্তৃত পাহাড়

৪৬। ‘করি-শুঁ’ এর অর্থ হচ্ছে-

ক) সাহার খুড়

খ) ঘোড়ার ডাক

গ) উটের গলা

● হাতির শুঁড়

৪৭। ‘বসুধা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে-

● পৃথিবী

খ) মাটি

গ) আসমান

ঘ) বাতাস

৪৮। ‘দম্‌বিধান’ শব্দের অর্থ কী?

ক) ডাশ্‌ মারা

● শাস্তি প্রদান

গ) জেলে পাঠানো

ঘ) ফাঁসি দেওয়া

৪৯। ‘পর্যটক’ হচ্ছে-

- ক দেশ ত্যাগী                      খ বিদেশি  
 ● ভ্রমণকারী                      ঘ ঘরকুনো
- ৫০। 'গুপ্ত কৃপাণ' হচ্ছে—  
 ক লুকানো টাকা                      খ লুকানো হাত  
 গ লুকানো মোহর                      ● লুকানো তলোয়ার
- ৫১। 'করতল' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
 ক পায়ের তালু                      খ মাথার তালু  
 ● হাতের তালু                      ঘ চৌকির তলা

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৫২। 'তৃপ্ত' শব্দটি দিয়ে বোঝায়—  
 i. তৃপ্ত  
 ii. আনন্দিত  
 iii. খুশি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii                      খ i ও iii  
 গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii
- ৫৩। পানিপথ হলো—  
 i. যুদ্ধক্ষেত্র  
 ii. দিল্লির উত্তর পশ্চিমের স্থান  
 iii. পানির পথ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii                      খ i ও iii  
 গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii
- ৫৪। দৌলত খাঁকে কৃতঘ্ন বলা হয়েছে যে কারণ—  
 i. সে ইব্রাহিম লোদির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য  
 ii. তিনি বাবুরের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য  
 iii. তিনি বাবুরের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii                      ● i ও iii  
 গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

#### সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. রতন চৌধুরী বদমেজাজি মানুষ। এক সময় ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। ডাকাতি করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন। এলাকার মানুষ তাকে ভয় পায়। একবার তিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হলেন। লোকজন ভাবল, তারা আর ন্যায় বিচার পাবেন না। কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা। রতন চৌধুরী মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগলেন। দুঃখ মানুষের খোঁজখবর নিয়ে তাদের সাহায্য করা শুরু করলেন। তিনি স্থির করলেন ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচাবেন।
- ক. খানুয়ার প্রান্তর কী?                      ১
- খ. 'মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর'— কথটির তাৎপর্য কী?                      ২
- গ. উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর সাথে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে তা উপস্থাপন কর।                      ৩
- ঘ. ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচানো আর হিন্দুর-হাদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন- সমার্থবোধক কথা – বিশ্লেষণ কর।

৪

#### উত্তর

- ক. খানুয়ার প্রান্তর হচ্ছে আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।
- খ. 'মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর'— কথটির দ্বারা কালিদাস রায় রচিত 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার মুঘল সম্রাট বাবুরের উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে।
- সম্রাট বাবুর মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তানে আসেন। তারপর অনেক চেষ্টার পর ভারত দখল করেন। দিল্লির সিংহাসন দখল করেও বাবুর বুঝতে পারে ভারতের মানুষের হৃদয় জয় করতে পারেননি তিনি। তার কাছে মনে হয় শুধু মাটির দখল নেওয়াই বড় কথা না। অথবা শুধু মাটির দখল নিয়েই সব পাওয়া যায় না, মানুষের হৃদয়ের দখলও নিতে হয়।
- গ. আলোচ্য উদ্দীপকের সাথে আমরা 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার সম্রাট বাবুরের চিন্তার সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

উদ্দীপকে আমরা দেখি রতন চৌধুরী নামের একজন ডাকাত। একবার তিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হন। অত্যাচারী মানুষ চেয়ারম্যান হওয়ায় সবাই ভাবে তার কাছে কেউ ন্যায়বিচার পাবে না। অথচ তিনি স্থির করেন ভালো কাজ করে বদনাম ঘোচাবেন। এটা তার বোধদয় ঘটনার বিষয়।

‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সশ্রীট বাবুর যুদ্ধ করে ভারত দখল করে। তিনি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লুণ্ঠন অত্যাচার চালিয়ে শুধু ধনবান হতে চাননি। সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় সশ্রীট বাবুরের ও উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর বোধ ও চিন্তার পরিবর্তনের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

- ঘ. উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোচানোর চিন্তা আর ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার হিন্দু-হাদি জিনিবীর লাগি করিতেছে সুশাসন এই দুটি কথা সমার্থক।

উদ্দীপকে আমরা রতন চৌধুরী নামের একজন ডাকাতের অত্যাচারের কাহিনি যেমন পাই, তেমনি ডাকাতির পরে চেয়ারম্যান হয়ে নিজের অপবাদ ঘোচানোর জন্য মানুষের প্রতি তার প্রতিভার কথাও জানতে পারি।

আবার ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা সশ্রীট বাবুরের ভারত জয়ের কাহিনির সাথে ভারতবাসীর জন্য তার হৃদয়ের টানের কথাও জানতে পারি। ভারত মাটির যারা প্রকৃত সন্তান তারা কখনো বাবুরের শাসন মেনে নেবে না; যদি না বাবুর তাদের হৃদয়ের খোঁজ রাখেন। এই সত্য কথাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাবুর। তাই মুসলিম হয়েও ভারতের হিন্দুর জন্য তিনি উদার হয়েছেন। জাতি বর্ণের বিভেদ ভুলে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। নিজে পথে পথে ঘুরেছেন সাধারণের বেশ নিয়ে। হিন্দুদের আচার আচরণ, তাদের জীবনাচার জেনে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাবুরের সুনাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও তাঁর নিজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ভারতের মানুষের কাছে তাকে মহান সশ্রীটে পরিণত করেছে। এখানেই উদ্দীপকের উক্তিটি ও ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার লাইনটি সমার্থবোধক।

২. রানা স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটা ছেলে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে গেছে। ছেলেটি সাঁতার জানে না। পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার অবস্থা। রানা দ্রুত স্কুল ব্যাগ রেখে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। ডোবার নোংরা পানি থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করল সে। এ সময়ের মধ্যে লোকজন জড়ো হলো। কেউ কেউ বলল, বস্তির ছেলের জন্য ডোবায় লাফ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করার কি দরকার ছিল?

- ক. পানিপথ কী?

১

- খ. ‘ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান’- এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা ও রানা চরিত্রের সাথে তোমার পঠিত ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর।

৩

- ঘ. ‘সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ কথাটি উদ্দীপক ও ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### উত্তর

- ক. দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধক্ষেত্রের নাম পানিপথ।

- খ. ‘ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান’- এই কথাটির মধ্য দিয়ে জাতিভেদে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সশ্রীট বাবুর একজন মেথরের ছেলেকে পাগল হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচায়। এই দেখে উপস্থিত জনতা তাকে একথা বলেছিল। মেথর সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। তার সামাজিক মর্যাদা নেই। তাকে স্পর্শ করলে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এমন চিন্তা থেকে বলা হয়েছে যে, মেথরের ছেলেকে ফেলে দিয়ে স্নান করতে হবে। এখানে স্নানের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

- গ. উদ্দীপকের ঘটনা ও রানা চরিত্রটির সাথে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় বাবুর চরিত্র ও শিশুকে বাঁচানোর ঘটনার প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উদ্দীপকে আমরা দেখি রানা স্কুলে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে থাকা একটি ছেলেকে উদ্ধার করে। লোকজন বলে বস্তির ছেলেকে বাঁচাতে নোংরা ডোবায় নামার কি প্রয়োজন ছিল। এটা একদিকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ চেতনাকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি মানবিকতা বোধের পরিচয় দেয়।

‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতাতেও আমরা এমন ঘটনা দেখি। বাবুর মেথরের ছেলেকে রাজপথে একটি হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচায়। লোকজনের অবজ্ঞা, অবহেলা ও তিরস্কার উপেক্ষা করে বাবুরের এমন কাজ মানবিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজ চিন্তা ও মানবিকতা উভয় বোধ প্রকাশিত।

অতএব আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক ও বাবুরের মহত্ব কবিতার চরিত্র ও ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

- ঘ. “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”- চন্দ্রাসের এ কথাটির মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে।

মানুষ সবাই সমান। মানুষই সৃষ্টির সেরা। কিন্তু শ্রেণি বিভক্ত সমাজ মাঝে মাঝে এই সত্য ভুলে যায়। তাই আমরা দেখি মানুষ বস্তির ছেলে বা মেথরের ছেলেকে সাধারণ ভাবে স্বীকৃতি দেয় না।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, রানা স্কুলে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে থাকা বস্তির একটি ছেলেকে বাঁচায়। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এই কাজে প্রশংসা না করে ধিক্কার দেয়। আবার ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা দেখি সশ্রীট বাবুর একটি মেথরের ছেলেকে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচালে মানুষ তাকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদ প্রথার ফলে সৃষ্ট সংকীর্ণতার জয় হয়নি। জয় হয়েছে মানবিকতার। উদ্দীপকের রানা ও কবিতার সশ্রীট বাবুর প্রকৃত মানবীয় মানুষ হিসেবে ধর্ম বর্ণের বিভেদ ভুলে মানুষের উপকারে নেমেছে। তাদের কারণে মানুষের জীবন বেঁচে গেছে।

অর্থাৎ মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতা ও সমাজ ব্যবস্থার বিভেদের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানুষের জয় হয়েছে। মানুষ পরিচয় যে সবার থেকে বড় পরিচয় সামাজিক অন্য পরিচয় সেখানে বৃথা- সে কথা এখানে পরিস্কার প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানবীয় মূল্যবোধের জয় হয়েছে।

৩. করিম সাহেব একজন সৎ মানুষ। তিনি গ্রামের সব মানুষকে ভালোবাসেন। সবার বিপদে সাহায্য করেন। কিন্তু রহমান নামে একজন করিম সাহেবকে সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা করিম সাহেব বদ মতলব নিয়ে মানুষের উপকার করেন। এ ধারণা থেকে রহমান করিম সাহেবের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ একদিন রহমান বিপদে পড়লে করিম সাহেব সবার আগে ছুটে আসেন। এতে রহমানের ভুল ভাঙে।

ক. 'মসনদ' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. 'বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়'—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের রহমানের সাথে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার বিশেষ চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত কর।

ঘ. 'মানুষের কল্যাণে যিনি নিয়োজিত থাকেন। যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### উত্তর

ক. 'মসনদ' শব্দের অর্থ রাজাসন বা সিংহাসন।

খ. 'বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়'—কথাটি রাজন্যদের কাছে অতি প্রসিদ্ধ একটি বাক্য। পৃথিবী যে বীর তথা ক্ষমতাবানদের হাতের মুঠোয়, সেই সত্যটি এখানে প্রকাশিত।

'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় আমরা দেখি রণবীর চৌহান সম্রাট বাবুরের মহত্ব দেখে এবং তার বীরত্ব ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই সম্রাটকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেও তার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তার মনে হয়, ভারতের যোগ্য সম্রাট বাবুর। পৃথিবী সবসময় যোগ্য পালকের অধীনে থাকবে। সত্যিকারের বীরের কাছে আত্মসমর্পণে দীনতা নেই বা এতে মর্যাদা হানি হয় না। এতে সম্মান বৃদ্ধি পায়। সত্যিকারের বীরের কাছে পৃথিবী নিরাপদ। এ সত্যটি কথাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে রহমানের সাথে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার রণবীর চৌহানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, করিম সাহেবের সমস্ত কল্যাণকর কাজে বাধা দেয় রহমান। তার সন্দেহ করিম সাহেব নিজের স্বার্থে মানুষের কল্যাণ করে। কিন্তু নিজের বিপদের দিনে তার ভুল ভাঙে। এখানে সন্দেহের পরে প্রকৃত মানবিক সত্য প্রকাশিত হয়। ফলে সন্দেহের কালো মেঘ কেটে যায়।

'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় আমরা প্রায় একই ঘটনা দেখি। রণবীর চৌহান বাবুরকে ভারতের শত্রু ভাবে। সে মনে করে বাবুর অন্যায় ভাবে ভারত শোষণ করতে এসেছে। কিন্তু রাজপথে মত্ত হাতির কবল থেকে একটি শিশুকে বাঁচাতে দেখে রণবীর চৌহানের ভুল ভাঙে। বাবুরকে তার প্রকৃত বীর মনে হয়। সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং আমরা উভয় ক্ষেত্রেই মানবিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। রহমান ও রণবীর চৌহান সমান দৃষ্টিভঙ্গির দুটি চরিত্র হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ঘ. মানুষের কল্যাণে যিনি নিয়োজিত থাকেন যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য। কথাটি মানবিক মানদণ্ডে সবসময় সবকালেই সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যুগে যুগে এই সত্যের প্রকাশ আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই।

উদ্দীপকের করিম সাহেবের কর্মকাণ্ড সত্য ও কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল। ফলে রহমানের শত চেষ্টা ও সন্দেহের পরও সেই সত্য আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে রহমানের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়।

'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় আমরা এই সত্যের প্রকাশ দেখতে পাই। বাবুর মানব কল্যাণে ও ভারতের প্রকৃত সেবক হতে চেষ্টা করেন। তাঁর এই কাজ সবাই সমান চোখে দেখে না। রণবীর চৌহান তাদের অন্যতম। রণবীর বাবুরকে হত্যার জন্য আসে। কিন্তু বাবুরের প্রকৃত মহত্ব তার সন্দেহের অবসান ঘটায়। ফলে রণবীর বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মহানুভব বাবুর আত্মোপলব্ধির জন্য চৌহানকে নিজের দেহ রক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে।

এভাবে দেখা যায় পৃথিবীতে যুগে যুগে মানবতার জয় হয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণকামী মানুষ যুগে যুগে সম্মানিত হয়েছে। তারাই প্রকৃত বীর হিসাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্মানিত হয়েছেন।

৪. রায়হান ও হাবিব দুজন একই পাড়ায় বাস করে। হাবিব রায়হানকে সহ্য করতে পারে না। সে ঠিক করল, রায়হানকে রাস্তায় ধরে মারবে। রায়হান কিন্তু হাবিবের মতো নয়। সে হাবিবকে ভালোবাসে। হাবিবের জন্মদিনে রায়হান তার বাসায় গেল। রায়হানকে দেখে হাবিব বিস্মিত হলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের অপরাধের কথা বলে ক্ষমা চাইল।

ক. কবিশেখর কার উপাধি?

১

খ. 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার সাদৃশ্য উপস্থাপন কর।

৩

ঘ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে—কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

#### উত্তর

ক. কবিশেখর কবি কালিদাস রায়ের উপাধি।

খ. 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'—কথাটি একটি চেতনাপূর্ণ কথা। মানুষের সন্দেহ তাকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই সন্দেহ প্রতিহিংসা তৈরি করে। এতে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় আমরা এই সত্য প্রকাশিত হতে দেখি। চিতরের তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান বাবুরকে সন্দেহ করে। ভাবে, বাবুর অন্যায় ভাবে ভারতের সম্রাট হয়েছে। কিন্তু বাবুরের মহত্বের ঘটনা দেখে তার সন্দেহের অবসান ঘটে। কারণ বাবুর একটি শিশুকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচায়। তাতেই রণবীর চৌহানের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি হয়।

- গ. উদ্দীপকে আমরা হাবিব ও রায়হানের মধ্যে বোধোদয়ের ঘটনা দেখি। আবার ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় সশ্রুট বাবুর ও রণবীর চৌহানের মধ্যে বোধোদয়ের ঘটনা ঘটে। এই দুটি ঘটনাই সাদৃশ্যপূর্ণ।  
উদ্দীপকের রায়হান সৎ ও প্রকৃত মানবীয় মানুষ। অথচ হাবিব তাকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু হাবিবের জন্মদিনে রায়হান উপস্থিত হলে হাবিবের সন্দেহের অবসান হয়। হাবিবের ভুল ভেঙে যায়। তারা বন্ধু হয়ে যায়।  
‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় আমরা এমনই ঘটনা দেখি। রণবীর চৌহান সশ্রুট বাবুরকে সন্দেহ করে। তাকে দেশপ্রেমিক ভাবে পাবে না। বিদেশি শত্রু ভাবে থাকে। কিন্তু মেথর শিশুকে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচানোর ঘটনা রণবীরের সন্দেহের অবসান ঘটায়। রণবীর এক পরম সত্যের মুখোমুখি হয়। শেষে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবুর তাকে হত্যা করতে আসা তরুণকে দেহ রক্ষক বানায়। এটা পরম মমত্ববোধের প্রকাশ। উভয় কবিতায় এভাবে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে প্রকৃত মানবিকতার জয়গান দেখতে পাই। প্রকৃত মানুষ এখানে বিজয়ী হয়েছে। এখানেই উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে।  
‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে।’ – কথাটি যথার্থ।
- ঘ. ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় ও আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, যে কোনো জীবন ধ্বংস করার চেয়ে সেই জীবনটা নিরাপদ করা অনেক বেশি কঠিন। কবিতায় সশ্রুট বাবুর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি মেথর শিশুকে বাঁচায়। পাগলা হাতির আক্রমণে লোকজন নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলেও শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ মানুষ বাবুরকে বাহবা দেয় না। বরং তারা তাঁকে গোসল করে শুদ্ধ হতে বলে। কারণ মেথর শিশু নিম্ন জাতের। বাবুর নিম্ন জাতকে স্পর্শ করছে। মানবতা এখানে জাতপাতের বাধায় আটকে আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বাবুর তা ভেঙে দিয়েছেন। আবার রণবীর চৌহান নিজে যখন এমন ঘটনা দেখে মুগ্ধ হয়। তখন সে বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের শান্তির আবেদন করে। বাবুর তার কথা শুনে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।  
‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় রণবীর চৌহান নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের শান্তি কামনা করেন। এ দিকটি উদ্দীপকের হাবিবের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। হাবিব ও বাবুর দুজনেই মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আসলে যেকোনো জীবন মূল্যবান। সৃষ্টিতেই আনন্দ। মানুষের কল্যাণেই প্রকৃত সুখ। এই সত্য বাবুরের উক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

#### অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

৫. আফগান যোদ্ধা বখতিয়ার খলজি বাংলা দখল করেন। তিনি লক্ষণ সেনের রাজধানী দখল করে তাকে বিতাড়িত করেন। এরপর বখতিয়ার বাংলা শাসনের দিকে মনোযোগ দেন। তাঁর শাসনামল বাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, সেটা ছিল অন্ধকার যুগ।
- ক. রাজপথে কে বাবুরের সন্ধান করছিল? ১
- খ. বাবুর রণবীরকে নিজের দেহরক্ষী বানালেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার ঐতিহাসিক সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. ‘বখতিয়ার খলজি ও বাবুর দুজনেই আফগান থেকে এলেও তাদের দু’জনের শাসন একই রকম ছিল না।’ – কথাটি উদ্দীপক ও ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

#### উত্তর

- ক. রাজপথে রণবীর চৌহান বাবুরের সন্ধান করছিল।
- খ. বাবুর দেখলেন রণবীর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। সে যে জন্য উন্মত্তের মতো হত্যার উদ্দেশ্যে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই ধারণা তার পরিবর্তন হয়েছে। যে মানুষের বোধোদয় হয়, তাকে আর কিছু বুঝতে হয় না। বোধোদয় হওয়া ব্যক্তি স্বশিক্ষিত ও প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। বাবুর নিজের দেহরক্ষী হিসেবে সে জন্যই রণবীর চৌহানকে নিয়োগ করেন।

#### নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

##### ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। বাবুরের জয় কেমন মনে হয়?

উত্তর : ভারত জয় বাবুরের কাছে ফাঁকি মনে হয়।

প্রশ্ন ২। সংগ্রাম সিংহ কী মেনে নিতে নারাজ?

উত্তর : মুসলমান জিতেছে এটা মেনে নিতে সংগ্রাম সিংহ নারাজ।

প্রশ্ন ৩। রাজপুত কী?

উত্তর : রাজপুত উত্তর ভারতের একটি জাতি।

প্রশ্ন ৪। খানুয়া কী?

উত্তর : একটি ইতিহাসখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র।

প্রশ্ন ৫। দস্যুর মতো কী পেয়ে সম্ভষ্ট না হওয়ার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : দস্যুর মতো লুণ্ঠিত সম্পদ পেয়ে সম্ভষ্ট না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬। কে দিল্লির সিংহাসনে জেঁকে বসেছে?

উত্তর : মুঘল সিংহ বাবুর দিল্লির সিংহাসনে জেঁকে বসেছে।

প্রশ্ন ৭ ॥ কী খাঁটি জয় নয়?

উত্তর : মাটির দখল খাঁটি জয় নয়।

প্রশ্ন ৮ ॥ বাবুর ভারত জয় করে কীসে মন দেয়?

উত্তর : বাবুর ভারত জয় করে প্রজাদের হিতসাধনে মন দেয়।

প্রশ্ন ৯ ॥ রণবীর কী নিতে ঘুরছিল?

উত্তর : রণবীর বাবুরের প্রাণ নিতে ঘুরছিল।

প্রশ্ন ১০ ॥ কী পথে ছুটল?

উত্তর : মত্ত হাতি পথে ছুটল।

প্রশ্ন ১১ ॥ সবাই সরে গেলে কে পথে পড়ে রইল?

উত্তর : সবাই সরে গেলে একটি শিশু পথে পড়ে রইল।

প্রশ্ন ১২ ॥ কে ভয়ে কাঁপে?

উত্তর : পথিকরা ভয়ে কাঁপে।

প্রশ্ন ১৩ ॥ কে পথের শিশুকে বাঁচাল?

উত্তর : বাবুর পথের শিশুকে বাঁচাল।

প্রশ্ন ১৪ ॥ পথের শিশুটি কার ছেলে?

উত্তর : পথের শিশুটি মেথরের ছেলে।

প্রশ্ন ১৫ ॥ কাকে ভারতের রাজপদ সাজে?

উত্তর : সশ্রুতি বাবুরের ভারতের রাজপদ সাজে।

প্রশ্ন ১৬ ॥ বাবুরের মহত্ব দেখে রণবীরের কী কেটেছে?

উত্তর : বাবুরের মহত্ব দেখে রণবীরের অন্ধ মোহের ঘোর কেটেছে।

#### ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ॥ বাবুরের জয় ফাঁকি কেন?

উত্তর : বাবুরের জয় ফাঁকি এ জন্য যে শুধু রাজ্য বা দেশ জয় করে বাবুর শ্রেষ্ঠ হতে পারেননি।

বাবুর আফগান মুসলমান। ভারত হিন্দু বসতিপূর্ণ একটি দেশ। ভিনদেশি মানুষকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারে না। বাবুর তাই ভাবল; তার ভারত জয় বৃথা। যদি না সে ভারতের মানুষের মন জয় করতে পারে।

প্রশ্ন ২ ॥ সংগ্রাম সিংহ কেন গর্জন করেছিলেন?

উত্তর : সংগ্রাম সিংহ রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি ভিন দেশি শাসক বাবুরকে নিজ মাতৃভূমিতে শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেছেন, লুণ্ঠিত ধন নিয়ে দেশে ফিরে যাও। এ মাটি তোমার নয় বাবুর। এ মাটি ভারতের মানুষের। এ কারণেই সংগ্রাম সিংহ গর্জে উঠেছিলেন।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাবুরকে প্রতিরোধ করার কেউ ছিল না কেন?

উত্তর : বাবুর ছিলেন অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। সংগ্রাম সিংহ, দৌলত খাঁ এরা সবাই বাবুরের আক্রমণে পরাজিত হয়। বাবুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি ভারতের মাটি যেমন জয় করবেন; তেমনি ভারতের মানুষের হৃদয়ও জয় করবেন। তার এই প্রতিজ্ঞার ফলেই বাবুরকে প্রতিরোধ করার কেউ ছিল না।

প্রশ্ন ৪ ॥ বিজিতের হৃদয় দখল করা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিজিতের হৃদয় দখল করা বলতে বোঝায়, ভারতের পরাজিত মানুষদের হৃদয়কে বুঝে তাদের কাছে যোগ্য শাসক হওয়া। যাতে তারা ভিনদেশি বাবুরকে দস্যু বা লুণ্ঠনকারী না ভাবে। প্রজাদের কল্যাণে কাজ করে বাবু তাই শ্রেষ্ঠ শাসক হতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ৫ ॥ রণবীর চৌহান কেন বাবুরের সন্ধান করছিলেন?

উত্তর : রণবীর চৌহান একজন দেশপ্রেমিক যুবক। সে ছিল রাজপুত জাতির এক তরুণ। বাবুর ভারত দখল করলে রাজপুতদের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয় সে মেনে নিতে পারেনি। তাই স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য রণবীর প্রতিজ্ঞা করে, সে বাবুরকে হত্যা করবে। এজন্যই সে বাবুরের সন্ধান করছিল।

প্রশ্ন ৬ ॥ পথের শিশুকে ফেলে দিয়ে স্নান করতে বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : পথের শিশুটি ছিল এক মেথর শিশু। মেথর ভারতে খুব ছোট একটি জাত। ভারতীয় সমাজ জাতপাতে বিভক্ত। সেখানে উঁচু জাতের মানুষ নিচু জাতের মানুষকে সম্মান করে না। তাদের মানুষ ভাবে না। ছোট জাতের মানুষের স্পর্শ লাগলে নিজের জাত চলে যায়। কুসংস্কার থাকার কারণে পথের শিশুকে ফেলে দিয়ে স্নান করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ॥ রণবীর কেন বাবুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ল?

উত্তর : রণবীর বাবুরকে হত্যার জন্য বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে একদিন হঠাৎ দেখল বাবুর সব লোকের বাধা উপেক্ষা করে রাজপথে একটি শিশুকে বাঁচায়। শিশুটি একটি মত্ত হাতির পায়ে তলায় পিষ্ট হতে যাচ্ছিল। নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে সামান্য মেথর শিশুকে বাঁচাতে দেখে বাবুর সম্পর্কে রণবীরের ধারণা পরিবর্তন হয়। সে জন্মই রণবীর বাবুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

রূপাই  
জসীমউদ্দীন

**সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**

পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওস্তাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে। বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে তার জুড়িমেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে; যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

- ক. চাষির ছেলের 'গা-খানি' দেখতে কেমন?  
খ. "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"-চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?  
গ. উদ্দীপক ও 'রূপাই' কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লি গ্রামের বর্ণনা দাও।  
ঘ. 'উদ্দীপকটি রূপাই কবিতার খংশ মাত্র'-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

**উত্তর**

- ক. চাষির ছেলের 'গা-খানি' শাওন মাসের তমাল তরুর মতো।  
খ. "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"- চরণটিতে কবি চাষির ছেলের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন। আমাদের দেশের কৃষকের শরীরের রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এই কৃষকই কঠোর শ্রমে ফসল ফলায়, মুখের অন্ন জোগায়। এই কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে। অর্থাৎ কবির মতে, কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়।  
গ. পল্লি গ্রামের বর্ণনার দিক দিয়ে উদ্দীপক, রূপাই কবিতা ও আমার দেখা গ্রাম সমার্থক হয়ে উঠেছে। 'রূপাই' কবিতায় চাষার ছেলে রূপাইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি গ্রামের বিভিন্ন উপাদান যেমন কচি ধানের চারা, জালি লাউয়ের ডগা, নবীন তুণের ছায়া, জারি গান, রঙিন ফুল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন। রূপময় সৌন্দর্যের আঁধার একটি গ্রামেই রূপাইয়ের বেড়ে ওঠা। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই। উদ্দীপকে পল্লিগ্রামের দুরন্ত বালক ছমির শেখের ছেলের কথা বলা হয়েছে। ফসল বোনায়ে সে ওস্তাদ। বন্যা-খরা কিংবা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো সবাই তাকে কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়েও সে দক্ষ। প্রকৃতি গ্রামটিকে যেমন স্নেহ করে গ্রামের সবাই তাকে তেমনি স্নেহ করে। উদ্দীপক ও কবিতায় পল্লিগ্রামের বর্ণনার পাশাপাশি আমার গ্রামের দৃশ্যটিও চিত্রাকর্ষক। সেখানে বিল-পুকুরে মাছ ধরার দৃশ্য, গরুর পাল নিয়ে কৃষকের মাঠে যাওয়া, শীতের উঠানে বসে মুড়ি-মুড়কি খাওয়া, বিকেলে খেলার মাঠে উত্তেজনার ফুটবল খেলা ইত্যাদি আমার গ্রামের চিরচেনা দৃশ্য। সবমিলিয়ে এ দেশটি আমাদের মায়ের মতো।  
ঘ. উদ্দীপকের দুরন্ত বালক ছমির শেখের সাথে চাষার ছেলে রূপাইয়ের মিল থাকলেও উদ্দীপকটি রূপাই কবিতার খংশ মাত্র। 'রূপাই' কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, লাউয়ের কচি ডগা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি বাস্তব সত্য তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন সেটি হলো কৃষকের অবদান। যে কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে কৃষক। উদ্দীপকে পল্লির দুরন্ত বালক ছমির শেখের কথা বলা হয়। ফসল বোনা, বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যাত্রাপালার অভিনয়ে সে দক্ষ। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে বড় হচ্ছে। উদ্দীপকের আলোচনা ছমির শেখকে ঘিরেই। সেই সাথে প্রকাশিত হয়েছে তার গুণাবলি কিন্তু রূপাই কবিতায় রূপাইয়ের কৃতিত্বই শুধু নয় কৃষকের অবদান, পল্লি প্রকৃতি ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকটি রূপাই কবিতার খংশ মাত্র।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

- ১। 'রূপাই' কবিতা কে লিখেছেন?  
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) কবি জসীমউদ্দীন  
(গ) কবি জীবনানন্দ দাশ (ঘ) কবি ফররুখ আহমদ
- ২। কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?  
(ক) ১৯০৩ (খ) ১৯১০  
(গ) ১৯৩৩ (ঘ) ১৯৩৫
- ৩। কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে এমএ পাস করেন?  
(ক) ১৯২০ (খ) ১৯৩১  
(গ) ১৯৩৪ (ঘ) ১৯৩৫
- ৪। জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন?  
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়

- (গ) করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- ৫। জসীমউদ্দীন কত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?
- (ক) ১০ বছর ● ৫ বছর
- (গ) ১৫ বছর (ঘ) ১২ বছর
- ৬। জসীমউদ্দীন সরকারের কোন বিভাগে উচ্চ পদে যোগ দেন?
- তথ্য ও প্রচার বিভাগ
- (খ) সংস্কৃতি ও তথ্য বিভাগ
- (গ) যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগ
- (ঘ) প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ
- ৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়?
- (ক) রূপাই ● কবর
- (গ) মুক্তিযোদ্ধা (ঘ) আসমানি
- ৮। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কোন ধরনের রচনা?
- (ক) উপন্যাস (খ) নাটক
- কাহিনিকাব্য (ঘ) ছোটগল্প
- ৯। 'রাখালি' কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?
- কবি জসীমউদ্দীন (খ) কবি শামসুর রাহমান
- (গ) কবি আল মাহমুদ (ঘ) কবি সৈয়দ শামসুল হক
- ১০। জসীমউদ্দীন রচিত নাটক কোনটি?
- (ক) নীলদর্পণ (খ) ভাস্তিবিলাস
- বেদের মেয়ে (ঘ) কৃষ্ণকুমারী
- ১১। 'রাঙিলা নায়ের মাঝি' কোন ধরনের রচনা?
- (ক) কাব্য (খ) উপন্যাস
- (গ) গীতি কবিতা ● গানের সংকলন
- ১২। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জসীমউদ্দীন সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন?
- (ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
- (গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- (ঘ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
- ১৩। জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
- ১৯৭৬ (খ) ১৯৭০
- (গ) ১৯৮০ (ঘ) ১৯৭৩

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১৪। জসীমউদ্দীনের লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ-
- i. হাসু
- ii. রাখালি
- iii. ডালিম কুমার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ১৫। কবি জসীমউদ্দীন সরকারের উচ্চপদে যোগ দেন-
- i. সরকারের তথ্য বিভাগে
- ii. সরকারের প্রচার বিভাগে
- iii. সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ১৬। জসীমউদ্দীনের লেখা কাহিনী কাব্য-
- i. বোবা কাহিনী



ii. নক্সী কাঁথার মাঠ  
iii. সোজন বাদিয়ার ঘাট  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৭। কবি জসীমউদ্দীন পদক পেয়েছেন—

i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি  
ii. বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক  
iii. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

মূলপাঠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০৬

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮। রূপাই কার ছেলে?

- চাষার ছেলে                      খ) বেদের ছেলে  
গ) ধনীর ছেলে                      ঘ) কুমোরের ছেলে

১৯। চাষার ছেলের মাতার চুল কেমন ছিল?

- ক) কোঁকড়ানো                      খ) খাট  
● লম্বা                      ঘ) কালো

২০। ‘রূপাই’ কবিতায় ভ্রমর কেমন?

- কালো                      খ) লাল  
গ) নীল                      ঘ) হলুদ

২১। কচি মুখের মায়া কীরূপ?

- ক) ফুলের পাপড়ির মতো  
খ) শরতের শেফালির মতো  
● কাঁচা ধানের পাতার মতো  
ঘ) লাল-নীল প্রজাপতির মতো

২২। ‘রূপাই’ কবিতায় কীসের ছায়া মাখিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে?

- নবীন তুণের ছায়া                      খ) বট বৃক্ষের ছায়া  
গ) বন-বনানীর ছায়া                      ঘ) নবীন ধানের ছায়া

২৩। বাহু দুখান কীসের মতো সরু?

- ক) গাছের সরু শাখার মতো                      ● জালি লাউয়ের ডগার মতো  
গ) সজনে উঁটার মতো                      ঘ) জালি কুমড়ার ডগার মতো

২৪। কার বাহু দুখান লাউয়ের ডগার মতো সরু?

- ক) গায়ের চাষা                      খ) খেলার সাথির  
● চাষার ছেলের                      ঘ) গায়ের ছেলের

২৫। ‘রূপাই’ কবিতার গা খানি কীসের মতো?

- তমাল তরুর মতো                      খ) হিজল তমালের মতো  
গ) কল্লতরুর মতো                      ঘ) পদ্মপাতার মতো

২৬। বাদল-ধোয়া মেঘে কী মাখিয়ে দিয়েছে?

- ক) মধু                      ● তেল  
গ) সুগন্ধ                      ঘ) কাদা

২৭। ‘রূপাই’ কবিতায় কে পিছলে পড়ে?

- ক) রূপাই                      খ) চাষা  
● বিজলি মেয়ে                      ঘ) চাষার ছেলে

২৮। বিজলি মেয়ে কী ছড়ায়?

- আলোর খেল                      খ) হাসি  
গ) লালিমা                      ঘ) মুক্তো

- ২৯। কচি ধানের চারা কে তুলে?  
 (ক) রূপাই (খ) চাষি  
 (গ) চাষির ছেলে (ঘ) চাষির বউ
- ৩০। 'রূপাই' কবিতায় রূপাইয়ের মুখে কতকটা কী জড়িয়ে গেছে?  
 (ক) কান্না (খ) বেদনা  
 (গ) হাসি (ঘ) আনন্দ
- ৩১। 'রূপাই' কবিতায় কী দিয়ে সকল ধরা দেখার কথা বলা হয়েছে?  
 (ক) দু চোখ দিয়ে (খ) মনে চোখ দিয়ে  
 (গ) রূপাইয়ের চোখ দিয়ে (ঘ) কালো চোখের তারা দিয়ে
- ৩২। কবিতার কালো দাঁতের কালি দিয়ে কী লেখে?  
 (ক) কেতাব কোরান (খ) খাতা পত্র  
 (গ) চিঠি লেখে (ঘ) মানপত্র লেখে
- ৩৩। রূপাই কবিতার কে সব জয় করেছে?  
 (ক) গায়ের চামা (খ) চাষিদের কালো ছেলে  
 (গ) বিজলি মেয়ে (ঘ) কবি নিজে
- ৩৪। 'রূপাই' কবিতায় কার 'গরব' এর কথা বলা হয়েছে?  
 (ক) যে-জন সোনা বানায়  
 (খ) যে-জন ফসল ফলায়  
 (গ) যে-জন ধানের চারা তোলে  
 (ঘ) রূপাইয়ের
- ৩৫। রূপাই কবিতার রং পেলো কী গড়তে পারে?  
 (ক) তৈলচিত্র (খ) বিশাল ছবি  
 (গ) রামধনুকের হার (ঘ) সোনার হার
- ৩৬। কে সবার মন ভুলায়?  
 (ক) রূপাই (খ) শাওন  
 (গ) সাহিনা (ঘ) সাহিদা
- ৩৭। 'রূপাই' কবিতার কে সবার বুক জুড়ায়?  
 (ক) চাষি (খ) চাষির ছেলে  
 (গ) আখড়ার লোক (ঘ) বাদল- ধোয়া মেঘ
- ৩৮। আখড়াতে কীসের লাঠি আছে?  
 (ক) বেতের (খ) কাঠের  
 (গ) বাঁশের (ঘ) পিতলের
- ৩৯। খেলার দলে কাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে?  
 (ক) রূপাইকে (খ) গায়ের ছেলেকে  
 (গ) যে সোনা বানায় (ঘ) যে ধানের চারা বোনে
- ৪০। 'রূপাই' কবিতায় মাঠের ধানের রং কেমন?  
 (ক) রূপালি (খ) সোনালি  
 (গ) কালো (ঘ) হলুদ
- ৪১। আখড়াতে অনেক মানী কী?  
 (ক) হাতের লাঠি (খ) বাঁশের লাঠি  
 (গ) বেতের লাঠি (ঘ) কাঠের লাঠি
- ৪২। 'রূপাই' কবিতার রূপার চেয়ে দামি কী?  
 (ক) রূপাই (খ) চাষি  
 (গ) আখড়া (ঘ) রামধনুকের হার
- ৪৩। এক কালে কার নামে গাঁ নামি হবে?  
 (ক) জসীমউদ্দীনের (খ) চাষিদের  
 (গ) রূপাইয়ের (ঘ) আখড়ার লোকদের
- ৪৪। রূপাই কবিতায় প্রধানত কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?  
 (ক) প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক দিক  
 (খ) রূপাইয়ের অবয়বের সৌন্দর্যের দিক

- গ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ক্ষেত্র প্রচারের দিক  
 ঘ) কৃষকের চাষাবাদের দক্ষতার দিক
- ৪৫। “কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লিখি” -এ চরণটিতে ‘কালো দাত’ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? (প্রয়োগ)
- ক) ভাতরান্নার পাত্র বিশেষ  
 ● লেখার কালি রাখার পাত্র বিশেষ  
 গ) মুড়ি ভাজার বালি রাখার পাত্র বিশেষ  
 ঘ) জালে গাব দেবার পাত্র বিশেষ
- ৪৬। “শাল সুন্দি বেত’ যেন ও সকল কাজে লাগে”-পঙ্ক্তিটিতে কবির কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?
- ক) সৌন্দর্য চেতনার  
 খ) কৃষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের  
 গ) গ্রামীণ জীবনের প্রতি গভীর মমতাবোধের  
 ● গ্রামীণ অনুভূতি প্রকাশের

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৪৭। ‘রূপাই’ কবিতায় কালো বলা হয়েছে-
- i. জনমকে  
 ii. মরণকে  
 iii. মেঘকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii  
 (খ) i ও iii  
 গ) ii ও iii  
 ঘ) i, ii ও iii
- ৪৮। ‘মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি’- বলতে বোঝানো হয়েছে-
- i. মলিন মুখ  
 ii. হাস্যোজ্জ্বল চেহারা  
 iii. হাসি-খুশি ভাব  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii  
 ● ii ও iii  
 গ) i ও iii  
 ঘ) ii ও iii
- ৪৯। তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন-এ প্রকাশিত হয়েছে-
- i. বৃন্দাবনের সৌন্দর্য  
 ii. রূপাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব  
 iii. রূপাইয়ের জনপ্রিয়তা  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii  
 ● ii ও iii  
 গ) i ও iii  
 ঘ) ii ও iii
- ৫০। কীসের রঙিন ফুল! বলতে রঙিন ‘ফুল’ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- (প্রয়োগ)
- i. তুচ্ছার্থে  
 ii. রঙিন আর্থে  
 iii. তুলন্যার্থে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii  
 ● i ও iii  
 গ) ii ও iii  
 ঘ) i, ii ও iii
- ৫১। তবে বাঁচি যত কাল  
 তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাই,  
 তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
 নব নব সংগীতে কুসুম ফুটাই  
 উল্লিখিত কবিতাংশের সাথে রূপাই কবিতার যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে- (প্রয়োগ)
- i. প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশের  
 ii. গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করার

iii. কৃষকের গুণগান প্রকাশের  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

গ) ii ও iii

খ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কৃষক জমির তার জমিতে ফসল ফলায়। সেদিন শিশুপুত্রকে নিয়ে তার জমিতে গেল। সরিষা খেতের হলুদের সমারোহ দেখে তারা খেতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। জমির মৃদু হেসে বলল, দেখছিস খোকা কী সুন্দর রঙিন ফুল!

৫২। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক) দুই বিঘা জমি

খ) আবার আসিব ফিরে

● রূপাই

ঘ) প্রার্থী

৫৩। উদ্দীপকে উক্ত কবিতায় প্রতিফলিত দিক হচ্ছে—

i. গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি

ii. রঙিন ফুল

iii. কৃষকের মুখের হাসি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

● i, ii ও iii

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪। ‘পদ-রজ’ শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক) পদযাত্রা

● চরণধূলি

গ) পথিক

ঘ) পদকর্তা

৫৫। ‘পাগাল’ অর্থ কী?

ক) লোহা

খ) তামা

● ইস্পাত

ঘ) সিসা

৫৬। ‘আখড়া’ শব্দের অর্থ কী?

● আড্ডার স্থান

খ) বাজার

গ) আস্তানা

ঘ) মেলা

৫৭। ‘নবীন তৃণ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) কচি পাতা

● নতুন ঘাস

গ) নতুন গাছ

ঘ) কচি চারা

৫৮। ‘শাওন’ শব্দের অর্থ কী?

● শ্রাবণ

খ) সঙ্ক্যা

গ) সাগর

ঘ) রাত

৫৯। ‘কালো দাত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) কালো রঙের দাঁত

খ) ময়লা দাঁত

● দোয়াত

ঘ) বিষ দাঁত

৬০। ‘গরব’ শব্দের অর্থ কী?

● গর্ব

খ) হিংসা

গ) নিন্দা

ঘ) উপহাস

৬১। ‘সিনান্’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক) সূর্য

খ) চন্দ্র

● গোসল

ঘ) সাঁতার

৬২। ‘বৃন্দাবন’ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

● তীর্থস্থান

খ) শাল বন

গ) গভীর বন

ঘ) পাহাড়ি বন

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩। ‘উজল’ বলতে বোঝায়—

- i. উজ্জ্বল  
ii. দীপ্তিমান  
iii. উৎফুল্ল  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii  
গ) i ও ii  
খ) i ও iii  
ঘ) ii ও iii

৬৪। 'ভ্রমর' শব্দের অর্থ হচ্ছে-

- i. মৌমাছি  
ii. প্রজাপতি  
iii. মধুকর  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i  
● i ও iii  
খ) i ও ii  
ঘ) i, ii ও iii

৬৫। 'জালি' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

- i. কুমড়ে  
ii. কচি  
iii. সদ্য অঙ্কুরিত  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii  
● ii ও iii  
গ) i ও iii  
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ পরিচিতি বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০৭

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের কী রং হয়?

● কালো  
গ) ফর্সা  
খ) শ্যামলা  
ঘ) গৌরবর্ণ

৬৭। সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয় কীসে?

ক) শ্রমিকের ঘামে  
গ) বিদ্যা শিক্ষায়  
● কৃষকের শ্রমে  
ঘ) মানবসেবায়

৬৮। 'রূপাই' কবিতায় পৃথিবীর সবকিছু কে জয় করেছে?

● কালো কৃষক  
গ) আখড়ায় লোকজন  
খ) রূপাই  
ঘ) খেলার সাথিরা

৬৯। 'নক্ষত্রী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্য থেকে কোন কবিতা সংকলিত?

ক) মুক্তিযোদ্ধা  
গ) আসমানি  
● রূপাই  
ঘ) কবর

৭০। সকল কাজে পারদর্শী কে?

ক) গায়ের বুড়োরা  
● কালো কৃষক  
খ) আখড়ার লাঠিয়াল  
ঘ) খেলার দল

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭১। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিতে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়-

- i. রঙিন ফুল  
iii. কালো ভ্রমর  
ii. কাঁচা ধানের পাতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii  
গ) i ও iii  
খ) ii ও iii  
● i, ii ও iii

৭২। পৃথিবীর সমস্ত কেতাব লেখা হয়-

- i. কালো কালিতে  
ii. নীল কালিতে  
iii. লাল কালিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ④ i ও ii

গ) i ও iii

ঘ) ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. সজল স্কুলের সেরা ছাত্র। সে যেমন পড়াশোনায় ভালো তেমনি খেলাধুলায়। সজল ভালো ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু তার চেহারা খুবই খারাপ। গায়ের রং যেমন কালো তেমনি বিশাল তার দেহ। দুষ্ট ছেলেরা তাকে কসাই বলে ডাকে। স্যারেরা ডাকে কালোমানিক নামে।
- ক. বুপাইয়ের বাছ কীসের মতো সরু? ১
- খ. 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া।' -বলে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল!' কথাটি উদ্দীপক ও বুপাই কবিতার মূল কথা- যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। ৪

### উত্তর

- ক. বুপাইয়ের বাছ জালি লাউয়ের ডগার মতো সরু।
- খ. 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া' কথাটি চাষার ছেলের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।  
'রুপাই' কবিতায় জসীমউদ্দীন গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও কৃষকের রূপ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে গাঁয়ের চাষার ছেলের কচি-মুখের মায়া কাঁচা ধানের পাতার মতো মনে হয়েছে। কালো একটি ছেলের চেহারাও কবির কাছে মায়াবি বলে মনে হয়েছে।
- গ. চেহারা খারাপ হলেও গুণের কারণে মানুষের প্রিয় হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।  
'রুপাই' কবিতায় চাষার ছেলে রুপাই। কবিতায় সে কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কালো রঙের এই রুপাই তার কাজে এতটাই দক্ষ যে কবিতায় তাকে কালোর বেটা বলা হয়েছে। তার আচরণ সবার বুক জুড়িয়ে যায়। খেলার সাথিরা খেলার সময় তাকে নিয়েই টানাটানি করে। তার জারি গানের কণ্ঠ শুনে সবাই মাতোয়ারা। রুপাইয়ের জন্য একদিন পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।  
উদ্দীপকের সজলও সেরা ছাত্র। পড়াশোনা, খেলাধুলায় সে ভালো, ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। স্যারেরা তাকে কালোমানিক নামে ডাকেন। কবিতায় রুপাইয়ের মতো সে কালো হলেও সে ছিল মেধাবী। সজল কিংবা রুপাই দুজনেই গুণবান। গুণের জন্য সবাই তাদের পছন্দ করে। শরীরের রং তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই উদ্দীপক ও বুপাই কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
- ঘ. 'কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!' কথাটি উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার মূলকথা- উক্তিটি যথার্থ।  
'রুপাই' কবিতায় গাঁয়ের চাষার ছেলে বুপাইয়ের দেহগত সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। কবির মতে, রুপাই কালো হলেও সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপনজন। রুপাইয়ের কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়ায় কাছে রঙিন ফুলও হার মানেন। রঙিন ফুলও নিতান্ত তুচ্ছ। কালো বরণ রুপাইয়ের গুণের শেষ নেই। সে সবার চোখ জুড়িয়েছে। তার নামেই পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।  
উদ্দীপকের সজলও স্কুলের সেরা ছাত্র এবং পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি খেলাধুলায়। ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। যদিও তার চেহারা খুব খারাপ। গায়ের রং কালো ও বিশালদেহ।  
'রুপাই' কবিতার রুপাই ও উদ্দীপকের সজল উভয়ে কালো চেহারার অধিকারী। কিন্তু তাদের মাঝে আছে বহুগুণ ও প্রতিভা। যে গুণের জন্য তারা সবার প্রিয়। চেহারা তাদের খারাপ হলেও তা তাদের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

২. গ্রামে কবিগান হচ্ছে। প্রথম কবিরায়াল কালোর পক্ষ নিয়েছে। দ্বিতীয় নিয়েছে সাদার পক্ষ। দ্বিতীয় কবিরায়াল কালোর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলল। বলল, কালো মন্দের প্রতীক। কালো মানে সব খারাপ। কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিরায়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে প্রথম কবিরায়াল বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?
- ক. জসীমউদ্দীনের গ্রামের নাম কী? ১
- খ. 'রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিরায়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে 'বুপাই' কবিতার বুপাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।"- কথাটি বুপাই কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### উত্তর

- ক. জসীমউদ্দীনের গ্রামের নাম 'তাম্বুলখানা'।
- খ. 'রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার' কথাটির মধ্যদিয়ে চাষার ছেলে বুপাইয়ের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে।  
রুপাই কবিতায় কবি বলেছেন, সোনা দিয়ে যে সোনার গহনা বানায় তার কীসের গর্ব। কিন্তু সে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। বুপাই সম্পর্কে কবির এই ধারণা বুপাইকে মহিমান্বিত করেছে।
- গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিরায়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই এক চাষার ছেলে, দেখতে কালো। কিন্তু তার গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি তাকে আরো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, কালো-বরণ চাষির ছেলে সবার বুক জুড়ায়। সে সবার প্রিয় তাই খেলার দলে তাকে পক্ষে নেওয়ার জন্য সবাই টানাটানি করে। তার জারি গানের সুর সবাইকে মুগ্ধ করে। বুড়োরা তাকে পাগাল লোহা বলে। তার মতো বাপের বেটা কেউ দেখেনি। তার কারণেই গ্রাম একদিন উজ্জ্বল হবে। সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিতায় কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকলে কাঁদো কেন? অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রথম কবিতায় কালোর যে বর্ণনা দিয়েছেন- তা ‘রূপাই’ কবিতার রূপাইয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রূপাই কালো হলেও সে কালো ভ্রমরের মতোই সবার প্রিয়। রূপাই এতটাই করিৎকর্মা যে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। গ্রামের সামান্য চাষির ছেলে কবির বর্ণনায় তাই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

ঘ. “গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।” উক্তিটি যথার্থ।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই এক অনবদ্য চরিত্র। চাষার ছেলে তার চেহারা কালো হওয়ার পরও সবার অতিপ্রিয়। তার সুন্দর ব্যবহার। সুন্দর গানের সুর সবার মন জয় করেছে। সে হয়ে উঠেছে বাপের ব্যাটা। এমন গুণবান ছেলে যেন কেউ কোথাও দেখেনি। সে অচিরেই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং গ্রামটি হয়ে উঠবে নামিদামি।

উদ্দীপকে কবিগানের পালায় সাদা-কালো নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। সেখানে সাদার পক্ষে যুক্তি থাকলেও কালোর পক্ষের যুক্তি বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। কালো যদি মন্দ হবে তবে কেশ পাকলে কাঁদো কেন? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কালোকে পরিহার করা সম্ভব নয়। বরং কালোই জগতের আলো।

উদ্দীপকে কবিগানের বিতর্কে কালো যেমন জয়যুক্ত হয়েছে তেমনি কবিতার রূপাই তার কালো মুখেই রঙিন ফুলকেও হার মানিয়েছে। কাজেই একথা সচেতনভাবেই বলা যায় যে, গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।

৩. অফিসের পিয়ন কামাল খুব বুদ্ধিমান। সে সারাদিন কাজে ফাঁকি দেয়। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু খুবই হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেব যা বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু অফিসের অন্য কারো কথা সে শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা সে বড় সাহেবের কাছে বলে। এজন্য সবাই তাকে অপছন্দ করলে ও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন।

ক. ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ কী ধরনের কাব্য? ১

খ. ‘শাল-সুন্দি-বেত’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে রূপাই কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র”- কথাটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

ক. ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ কাহিনীকাব্য।

খ. ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাইকে শাল-সুন্দি-বেতের মতো উপকারী বলা হয়েছে।

শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ। সুন্দি অর্থ স্নেহতপ্প। আর বেত দিয়ে তৈরি হয় নানা উপকরণ। রূপাইকে শাল-সুন্দি, বেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই উক্ত চরণটি দ্বারা রূপাই কবিতায় রূপাইয়ের উপকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘রূপাই’ কবিতার রূপাইয়ের জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাইকে সবাই ভালোবাসে। খেলার সাথিরা রূপাইকে নিয়ে টানাটানি করে। জারির গানের গলায় সবাই মুগ্ধ। শাল-সুন্দি বেতের মতো সে সবার কাজে লাগে। কালো হলেও সে সবার মন ভুলিয়েছে। মন জয় করেছে। রূপাইয়ের মতো বাপের বেটা কেউ যেন কখনো দেখেনি।

উদ্দীপকের কামাল কাজে ফাঁকি দেয়। দেখতে সে সুন্দর হলেও খুব হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেবের কথা শুনলেও সে আর কারো কথা শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা বড় সাহেবকে বলে তাই সে সবার অপ্রিয়। যদিও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন। কিন্তু রূপাই, সবার কাছে খুব জনপ্রিয়। তাই জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের সাথে কবিতায় রূপাইয়ের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. “উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।”- কথাটি যুক্তিযুক্ত।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই একজন চাষার ছেলে। তার গায়ের রং কালো। কিন্তু তার গুণে মুগ্ধ পুরো এলাকাবাসী। গায়ের মানুষ যেন এমন বাপের বেটা আর দেখেনি। এই কালো ছেলেটিই সবার মন জয় করেছে। কারণ সে সকল কাজের কাজি। গায়ের লোকেরা মনে করে এই ছেলেটির কারণেই এই গায়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

উদ্দীপকের পিয়ন কামাল ধূর্ত প্রকৃতির। সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না। সে শুধু তার চাকরি দাতা বড় সাহেবের কথা মেনে চলে। সকলের দোষত্রুটি বড় সাহেবের নিকট তুলে ধরে। সবাই তাকে অপছন্দ করে। তার চেহারা সুন্দর হলেও তার ব্যবহার ভালো না হওয়ায় সে সবার অপ্রিয়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।

৪. শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়াড়। এলাকায় তার সুনাম আছে। লাঠি খেলার পাশাপাশি সে ভালো কুস্তিও খেলে। তার শরীরে যেমন শক্তি তেমনি তার ভয়ঙ্কর চেহারা। তার চেহারা দেখেই প্রতিপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। এমন কোনো কাজ নেই যা শাহাদাত পারে না। ভালো খারাপ সব কাজই সে করে টাকার বিনিময়ে।

ক. জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম কী? ১

খ. ‘আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী’ কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে রূপাই কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যুক্তি দিয়ে দেখাও। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের শাহাদাত রূপাই কবিতার রূপাইর মতো নামি-দামি হলেও রূপাই কবিতার মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।” কথাটির যথার্থতা যাচাই কর।

8

উত্তর

ক. জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম ‘বোবা কাহিনি’।

খ. “আখড়াতে তার, বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী”- কথাটির মধ্যদিয়ে রূপাইয়ের বীরত্বের কথা বলা হয়েছে।

লাঠিয়াল, পালায় রূপাই ছিল সবার সেরা। তাই আখড়ার সবাই তার লাঠিটাকে সম্মান করে। সে সম্মানটি মূলত রূপাইর নিজেরই।

গ. লাঠি খেলায় পারদর্শিতা ও ন্যায়নীতির দিক দিয়ে উদ্দীপক ও রূপাই কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই লাঠি খেলায় ওস্তাদ। তার সাথে কেউ পেরে ওঠে না। এজন্য আখড়ায় সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে তার বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য। লেখক নিজেই বলেছেন- এমন বাপের বেটা কেউ কখনো দেখেনি।

উদ্দীপকের শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়ার। কুস্তিতেও সে ভালো। তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে প্রতিপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভেতর ন্যায় অন্যায়বোধ নেই। সে টাকার জন্য সব করতে পারে। লাঠি খেলায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে রূপাইয়ের সাথে শাহাদাতের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু রূপাই শাহাদাতের মতো লোভী নয়। আবার রূপাইয়ের চেহারা মায়াবী কিন্তু শাহাদাতের চেহারা ভয়ঙ্কর যা দেখে অন্যরা ভীত বা হতশ হয়ে পড়ে। তাই উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে রূপাইয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।

ঘ. “শাহাদাত ‘রূপাই’ কবিতার রূপাইয়ের মতো নামিদামি হলেও- ‘রূপাই’ কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি”- কথাটি যথার্থ। ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই তার সুন্দর ব্যবহার পরোপকার ও বীরত্বের জন্য সবার প্রিয়। মুরব্বি লোকেরা বলে, ছেলে না, ও যেন পাগাল লোহা। যেকোনো কাজেই সে দক্ষ। তার ন্যায়নীতিবোধের জন্য সে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপকের শাহাদাত লাঠি ও কুস্তি খেলায় পারদর্শী। এ ব্যাপারে তার সুনাম রয়েছে। শাহাদাত সব কাজ করতে পারে। টাকায় বিনিময়ে সে ভালো কাজ খারাপ কাজ সবই করে। ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই শুধু একটি চাষা পরিবারের সন্তান না। সে দিন দিন কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে বেড়ে উঠেছে। কবিতায় গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি কৃষকের রূপ ও কর্মোভোগ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে কালো, ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, কচি মুখের মায়াবি রূপ ইত্যাদি উপমা ও উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। কবি অপরিসীম দক্ষতায় নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু শাহাদাত প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই ‘রূপাই’ কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

**নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

■ **জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

**প্রশ্ন ১। চাষার ছেলের মাথার চুল কেমন?**

উত্তর : চাষারা ছেলের মাথার চুল লম্বা।

**প্রশ্ন ২। চাষার ছেলের মুখ কীসের মতো মায়াময়?**

উত্তর : চাষার ছেলের মুখ কাঁচা ধানের পাতার মতো মায়াময়।

**প্রশ্ন ৩। চাষার ছেলের বাহু কেমন?**

উত্তর : চাষার ছেলের বাহু বেশ সরু।

**প্রশ্ন ৪। কী দিয়ে কেতাব লেখার কথা বলা হয়েছে?**

উত্তর : কালো দেয়াতের কালি দিয়ে কেতাব লেখার কথা বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৫। কে সব জয় করেছে?**

উত্তর : চাষার ছেলে রূপাই সব জয় করেছে।

**প্রশ্ন ৬। রং পেলে কী গড় যায়?**

উত্তর : রং পেলে রামধনুকের হার গড়া যায়।

**প্রশ্ন ৭। কে সবার মন ভুলায়?**

উত্তর : যে কালোর আলো বানায়, সে সবার মন ভুলায়।

**প্রশ্ন ৮। কে বুক জুড়িয়ে দেয়?**

উত্তর : কালো বরণ চাষির ছেলে বুক জুড়িয়ে দেয়।

**প্রশ্ন ৯। কোথায় চাষির ছেলেকে নিয়ে সবার টানা টানি হয়?**

উত্তর : খেলার দলে চাষির ছেলেকে নিয়ে টানা টানি হয়।

**প্রশ্ন ১০। চাষির ছেলে সম্পর্কে বুড়োরা কী বলে?**

উত্তর : চাষির ছেলে সম্পর্কে বুড়োরা বলে, সে যেন পাগাল লোহা।

**প্রশ্ন ১১। চাষার ছেলের শরীর কেমন?**

উত্তর : চাষার ছেলের শরীর কালোতে উজ্জ্বল।

**প্রশ্ন ১২। কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : কবি জসীমউদ্দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।



প্রশ্ন ১৩ ॥ কবি জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন?

উত্তর : জসীমউদ্দীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন।

প্রশ্ন ১৪ ॥ কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবি জসীমউদ্দীন সন্মান সূচক ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন?

উত্তর : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবি জসীমউদ্দীন সন্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রশ্ন ১৫ ॥ কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : কবি জসীমউদ্দীন ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

#### ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ॥ ‘কালো মুখেই কালো ভ্রমর’- বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ‘কালো মুখেই কালো ভ্রমর’- কথাটি কবি জসীমউদ্দীনের রূপাই কবিতার বিশেষ একটি লাইন।

রূপাই কবিতায় চাষার ছেলে রূপাই এর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে। রূপাইয়ের গায়ের রং কালো। তার মুখমন্ডলও কালো কিন্তু সেটা ভ্রমরে মতো। কালো ও গুঞ্জরনপূর্ণ সুন্দর। রূপাই ফুলের মতোই সুন্দর। রঙিন ফুল রং দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করলেও রূপাই তার ভ্রমর কালো চেহারা দিয়ে সবাইকে মতিয়ে রাখে।

প্রশ্ন ২ ॥ ‘কালো চোখের তারা দিয়ে সকল ধরা দেখি’ - কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘কালো চোখের তারা দিয়ে সকল ধরা দেখি’- কথাটি কালোর মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পল্লিকবি জসীমউদ্দীন তাঁর ‘রূপাই’ কবিতায় চাষার ছেলে রূপাইয়ের রূপ বর্ণনা করেছেন। রূপাই খুবই কালো। ভ্রমরের মতো কালো। কিন্তু তবুও রূপাই সুন্দর। তার দেহে ও মনে যেমন সজীবতা আছে তেমনি আছে জীবনের উন্মাদনা। কালো সাধারণত অমঙ্গল বা খারাপ এর প্রতীক। কিন্তু আমাদের চোখের তারাও কালো। সেই কালো চোখের তারা দিয়েই আমরা পুরো জগতের আলো দেখি। এখানেই কালোর শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রশ্ন ৩ ॥ ‘জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়’- কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ‘জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়’- কথাটিতে কালোর ব্যাপ্তি ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

‘রূপাই’ কবিতায় চাষার ছেলে রূপাইয়ের কালো রূপ যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি সেই কালো রূপের ব্যাপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ যখন মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আসে তখন সে অন্ধকার থেকেই আসে। আবার যখন সে মৃত্যুর পরে কবরে যায় তখন সেটা কালো। এজন্য জন্ম ও মৃত্যুকে কালো বলা হয়েছে। আর কালো ভুবনময় হচ্ছে- পৃথিবীতে দিনের পরে রাত আসে। এই যে রাতদিন এটাকেই পৃথিবী জোড়া কালো বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪ ॥ ‘সোনায যে- জন সোনা বানায়, কীসের গরব তার’- কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘সোনায যে জন সোনা বানায় কীসের গরব তার।’ - কথাটি দিয়ে সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে।

‘রূপাই’ কবিতায় আমরা দেখি কবি জসীমউদ্দীন চাষার ছেলে রূপাইকে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। রূপাই যেমন কর্মী তেমনি সে বিনয়ী। এ লাইনটিতে তার বিনয়ের প্রকাশ ঘটেছে। যে স্বর্ণকার সোনার গহনা বানায় বা যে সাধারণ জিনিসকে নিজের হাতের স্পর্শে স্বর্ণে পরিণত করে সেতো নিজেই সোনার মানুষ। এমন মানুষের অহংকারের কিছু নেই। এই সত্যই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫ ॥ ‘যদিও বুপা নয়কো বুপাই, বুপার চেয়ে দামি’- কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘যদিও বুপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামি’ - এ কথাটি দিয়ে জসীমউদ্দীন তাঁর রূপাই কবিতার চাষার ছেলে রূপাই এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছেন।

রূপাই সাধারণ চাষার ছেলে। দেখতে কালো কিন্তু সেই কালোতেই তার রূপ। রূপার মতো উজ্জ্বল চকচকে না হলেও রূপাই নিজের কর্মগুণে শ্রেষ্ঠ। সে পরিশ্রমী। নিজের পরিশ্রমে সে নিজেকে গ্রামের শ্রেষ্ঠ বানিয়েছে। তাই তাকে রূপার চেয়েও দামি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬ ॥ ‘এক কালোতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি’- কথাটির মর্মার্থ লেখ।

উত্তর : ‘এ কালোতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি’- কথাটি দিয়ে গ্রামের সামান্য চাষার ছেলের কর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

‘রূপাই’ কবিতায় কবি জসীমউদ্দীন দেখিয়েছেন। চাষার ছেলে রূপাই নিজের কর্মগুণে গ্রামের শ্রেষ্ঠ। খেলাধুলা কাজ সব ক্ষেত্রে রূপাই সেরা। সারা গ্রামে তার সুনাম। গ্রামের মানুষও যে নিজের গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে সেই সত্য। কথাটি এই বাক্যে প্রকাশিত। রূপাইয়ের মতো সাধারণ চাষার ছেলে গ্রাম বাংলার প্রকৃত সম্পদ এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ॥ ‘বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন’- কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন’- কথাটি দিয়ে রূপাইয়ের কর্মতৎপরতা ও নিপুণতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

চাষার ছেলে রূপাই কালো। কিন্তু তার কর্ম তাৎপর্য তাকে গ্রামের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে। ফলে গ্রামের সবাই তাকে সমীহ করে, ভালোবাসে। পাগাল লোহা যেমন ধারাল, রূপাই তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম। এই বাক্য দিয়ে এই সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৮ ॥ ‘কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন, তারির পদ রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।’- কথাটির মর্মার্থ লেখ।

উত্তর : ‘কালো যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন, তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন’- কথাটি দিয়ে কর্মে শ্রেষ্ঠ মানুষের কাজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয়েছে।

‘রূপাই’ কবিতায় আমরা দেখি, চাষার ছেলে রূপাই কাজে ও কর্মে শ্রেষ্ঠ। তার চেহারাও সুশ্রী না তবুও সেই কালো মানুষটা নিজের কর্ম দিয়ে সবার মাঝে আলো ছড়ায়। আর তাই বলা হয়, যে মানুষ কর্মে শ্রেষ্ঠ তার পদধুলার জন্য বৃন্দাবন তথা বড় ব্যক্তিরও অপেক্ষা করে। অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে বড় হওয়া মানুষকে সবাই মাথা নোয়ায়।

প্রার্থনা  
কায়কোবাদ

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

কবি পরিচিতি বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১। কবি কায়কোবাদ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?  
ক) ১৮৫৬ ● ১৮৫৭  
গ) ১৮৫৯ ঘ) ১৮৬০
- ২। কবি কায়কোবাদের জন্ম কোন জেলায়?  
ক) বরিশাল খ) যশোর  
গ) গাজীপুর ● ঢাকা
- ৩। কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম কী?  
● আগলা পূর্বপাড়া খ) বায়রা দক্ষিণপাড়া  
গ) নবগ্রাম পূর্বপাড়া ঘ) হিজুলিয়া পূর্বপাড়া
- ৪। আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম কোন থানায় অবস্থিত?  
ক) সাভার খ) ধামরাই  
● নবাবগঞ্জ ঘ) দোহার
- ৫। কবি কায়কোবাদের আসল নাম কী?  
ক) মুহম্মদ কাজেম আলী  
● মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী  
গ) কায়কোবাদ আল কুবায়শী  
ঘ) মুহম্মদ কায়কোবাদ
- ৬। তিনি কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করেন?  
● প্রবেশিকা খ) উচ্চ মাধ্যমিক  
গ) স্নাতক ঘ) স্নাতকোত্তর
- ৭। কবি কায়কোবাদ কোন বিভাগে চাকরি নেন?  
● ডাক বিভাগ খ) শিক্ষা বিভাগ  
গ) সমাজসেবা বিভাগ ঘ) শিল্পকলা বিভাগ
- ৮। কবি 'কায়কোবাদ' কোথায় পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন?  
ক) ঢাকায় খ) রাজশাহী  
● নিজগ্রাম আগলা ঘ) নবাবগঞ্জ
- ৯। কবি কায়কোবাদের কবিতা লেখায় হাতেখড়ি হয় কখন?  
● ছেলেবেলায় খ) কৈশোরে  
গ) যৌবনে ঘ) মধ্যবয়সে
- ১০। 'মহাশ্মশান' কোন ধরনের রচনা?  
ক) কাব্যগ্রন্থ খ) গল্পগ্রন্থ  
গ) উপন্যাস ● মহাকাব্য
- ১১। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ মৃত্যুবরণ করেন?  
ক) ১৯৫০ ● ১৯৫১  
গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬০
- ১২। 'অশ্রুমালা' কোন ধরনের রচনা?  
ক) গল্পগ্রন্থ খ) উপন্যাস  
● কাব্যগ্রন্থ ঘ) প্রবন্ধ
- ১৩। কবি কায়কোবাদ কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?  
ক) কলিকাতায় ● ঢাকায়  
গ) মানিকগঞ্জে ঘ) সিরাজগঞ্জে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১৪। কবি কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- i. মরহম শরিফ  
ii. অমিয়ধারা  
iii. সঙ্কিতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫। কবি কায়কোবাদ ক্রমাগত কবিতা লিখেছেন-

- i. আপন স্বভাবে  
ii. জীবিকার জন্য  
iii. কারো দেখাদেখি  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i (খ) ii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬। কবি কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

- i. অশ্রুমালা  
ii. কিশলয়  
iii. শিবমন্দির  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii ● i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

মূলপাঠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৮৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কোথায় বল চেয়েছেন?

● হৃদয়ে (খ) শরীরে  
(গ) চেতনায় (ঘ) বাহুতে

১৮। কবি নিজেকে কী মনে করেছেন?

(ক) চিন্তাবান (খ) জ্ঞানী  
● নিঃসঙ্গ (ঘ) জ্ঞানহীন

১৯। কবিতায় বলা হয়েছে, 'কি দিয়া করিব, তোমার-

(ক) গুণগান ● আরতি  
(গ) সেবা (ঘ) প্রশংসা

২০। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কোথায় দাঁড়িয়েছেন?

● দুয়ারে (খ) বাহিরে  
(গ) ভেতরে (ঘ) দূরে

২১। প্রভুর দুয়ারে আজ কীভাবে দাঁড়িয়েছে?

(ক) অপরাধীর মতো (খ) ভয়ে ভয়ে  
● রিক্ত হাতে (ঘ) দু'হাত তুলে

২২। কবি প্রভুকে কী সাঁপিতে দাঁড়িয়েছে?

● আঁখি জল (খ) আবেদন-নিবেদন  
(গ) ভক্তি (ঘ) স্তুতি

২৩। কবি কার কাছে বল বা শক্তি চেয়েছেন?

(ক) মানুষের কাছে (খ) সূর্যের কাছে  
(গ) বাড়ের কাছে ● প্রভুর কাছে

২৪। প্রভুকে পথের কী বলা হয়েছে?

(ক) প্রদর্শক ● সঙ্কল  
(গ) স্রষ্টা (ঘ) আলো

২৫। নিকুঞ্জ বিতানে কারা আত্মহারা?

(ক) পশুপাখি ● কত জাতি পাখি

- ২৬। 'প্রার্থনা' কবিতার বিধাতার প্রসাদ কী?  
 (গ) ঘাস-ফুল (ঘ) মৌমাছির  
 (খ) গাছপালা (গ) পশুপাখি (ঘ) নীল আকাশ
- ২৭। বিধাতার স্নেহকণা কী?  
 (ক) ফসল (খ) ফুলফল  
 (গ) জগতের আয়ু (ঘ) ধান-চাল
- ২৮। একত্র হৃদয়ে কাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে?  
 (ক) বিধাতাকে (খ) তরুণতাকে  
 (গ) বসন্তের বায়ুকে (ঘ) কলকলকে
- ২৯। বিধাকে স্মরণ করলে কী নিভে?  
 (ক) আগুন (গ) শোকানল  
 (গ) ক্রোধানল (ঘ) দাবানল
- ৩০। 'প্রার্থনা' কবিতায় শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয় কী?  
 (ক) ধর্মবোধ জাগ্রত করা  
 (খ) নিসর্গ প্রেম জাগ্রত করা  
 (গ) সাম্যবোধ জাগ্রত করা  
 (ঘ) বাস্তবজীবনে অনুপ্রবেশ করা
- ৩১। বিপুল বিপদে, আপদে ও সুখে সবসময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করে। বিপুলের চেতনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?  
 (ক) নদীর স্বপ্ন (খ) প্রার্থনা  
 (গ) প্রার্থী (ঘ) বঙ্গভূমির প্রতি

---

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

---

- ৩২। 'প্রার্থনা' কবিতায় যে বিষয় না জানার কথা বলা হয়েছে-

i. ভকতি

ii. স্তুতি

iii. জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

- ৩৩। কবি এক মুহূর্তে প্রভুকে ভুলেননি তাঁর-

i. দারিদ্র্য পেষণে

ii. বিপদের ক্রোড়ে

iii. সুখের সাগরে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

- ৩৪। 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রভু পথের সম্বল হন-

i. জীবনে-মরণে

ii. শয়নে-স্বপনে

iii. দিনে-রাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

---

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

---

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এই সুন্দর ফল, সুন্দর ফুল  
 মিঠা নদীর পানি

খোদা তোমার মেহেরবাণী।

৩৫। অনুচ্ছেদের সাথে 'প্রার্থনা' কবিতায় কোন অংশের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

- তোমারি প্রসাদ চারু ফুল ফল  
খ) তুমি মোর পথের সম্বল  
গ) তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু  
ঘ) দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে

৩৬। অনুচ্ছেদে 'প্রার্থনা' কবিতায় প্রতিফলিত দিক হলো-

- i. প্রকৃতির সৌন্দর্য  
ii. মৃত্যু চিন্তা  
iii. সৃষ্টিকর্তার স্তুতি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii  
খ) ii ও iii  
গ) i, ii ও iii  
ঘ) i ও iii

শব্দার্থ ও টিকা বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭। 'বিষাদ' শব্দের অর্থ কী?

- বিষণ্ণতা  
খ) অনুগ্রহ  
গ) আনন্দবোধ  
ঘ) সুন্দর

৩৮। 'রিক্ত করে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) নিঃস্ব করে  
খ) শূন্য হাতে  
গ) অসহায় করে  
ঘ) ছন্নছাড়া করে

৩৯। 'পেষণে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?

- ক) পরিবর্তে  
খ) কষ্টে  
গ) অত্যাচারে  
ঘ) পিষ্ট হয়ে

৪০। 'ক্রেড়' শব্দের অর্থ কী?

- কোল  
খ) কোটি  
গ) মুদ্রা  
ঘ) টাকা-পয়সা

৪১। 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ কী?

- ক) ভবন  
খ) প্রভাত  
গ) অনুগ্রহ  
ঘ) খাবার

৪২। 'স্তুতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- প্রশংসা  
খ) দোষ বর্ণনা  
গ) আলোচনা  
ঘ) নিন্দা

৪৩। 'আরতি' অর্থ কী?

- ক) ভয়  
খ) খুশি  
গ) প্রার্থনা  
ঘ) গুণগান

৪৪। 'চারু' বলতে কী বোঝায়?

- ক) হরিণ  
খ) সুন্দর  
গ) ফাঁদ  
ঘ) জাল

৪৫। 'নিকুঞ্জ' মানে কী?

- ক) বন  
খ) গাছপালা  
গ) পাখি  
ঘ) বাগান

৪৬। 'পল' শব্দের অর্থ কী?

- মুহূর্তকাল  
খ) আজকাল  
গ) আদিকাল  
ঘ) মৃত্যুকাল

৪৭। 'বিভো' শব্দের অর্থ কী?

- ক) প্রকৃতি  
খ) স্রষ্টা  
গ) কবি  
ঘ) লেখক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮। প্রার্থনা বলতে বোঝায়-

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| i. অনুরোধ         | ii. মুনাজাত    |
| iii. আবেদন        |                |
| নিচের কোনটি সঠিক? |                |
| ক) i ও ii         | খ) i ও iii     |
| ● ii ও iii        | ঘ) i, ii ও iii |

৪৯। 'বিভো' বলতে বোঝায়-

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| i. বিভূ           | ii. বাঁশি      |
| iii. স্তম্ভা      |                |
| নিচের কোনটি সঠিক? |                |
| ক) i ও ii         | ● i ও iii      |
| গ) ii ও iii       | ঘ) i, ii ও iii |

পাঠ পরিচিতি বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কীভাবে নিজেকে নিবেদন করেন?

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| ক) দীঘির জলে | খ) নদীল জলে       |
| ● চোখের জলে  | ঘ) পরিশ্রম ও ঘামে |

৫১। কবি হৃদয়ে শক্তি চেয়েছেন কেন?

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● সৃষ্টির আরাধনার জন্য | খ) কাব্য চর্চার জন্য |
| গ) ভ্রমণ করার জন্য     | ঘ) কাজ করার জন্য     |

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২। বিধাতাকে স্মরণ করে-

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| i. গাছে গাছে পাখি |                |
| ii. বনে বনে ফুল   |                |
| iii. নদীনালা      |                |
| নিচের কোনটি সঠিক? |                |
| ● i ও ii          | খ) ii ও iii    |
| গ) i ও iii        | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. রহিম মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে দেখল, ইমাম সাহেব মুনাজাত করছেন। তিনি মোনাজাতে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে সবার জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন। সবার জানা- অজানা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন এবং বলছেন- প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।

ক. 'প্রার্থনা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১

খ. 'বিভো, দেহ হৃদে বল'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের মুনাজাতের সাথে প্রার্থনা কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।' - কথাটি 'প্রার্থনা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. 'প্রার্থনা' কবিতাটি 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ. 'বিভো, দেহ হৃদে বল' বলতে সৃষ্টির কাছে দেহ ও হৃদয়ে শক্তি কামনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার সাহায্য ও দয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তাই কবি সৃষ্টির কাছেই দেহ ও হৃদয়ে শক্তি কামনা করেছেন। কারণ আমরা যেন সৃষ্টির আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

গ. 'প্রার্থনা' কবিতায় নত হয়ে সৃষ্টির কাছে প্রার্থনা জানানোর দিক দিয়ে কবিতার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি সৃষ্টির প্রতি আরাধনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি স্বীকার করেছেন সৃষ্টির প্রতি তাঁর সেই রকম ভক্তি নেই। তিনি জানেন না কীভাবে সৃষ্টির প্রশংসা করতে হবে। তাই কবি নিঃস্ব রিদ্ধ হয়ে শুধু চোখের জল নিয়ে সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছেন। সৃষ্টা যেন মনে ও দেহে বল দেন। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে বিধাতাই একমাত্র পথের সঙ্কল।

উদ্দীপকে ইমাম সাহেব মুনাজাতে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে সবার জন্য ক্ষমা চান। উপস্থিত সকল মানুষের জানা- অজানা অপরাধের ক্ষমা চান। তিনি বলেন, প্রভু তুমি অন্তর্যামী। আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ইমাম সাহেবের বিনয় মিশ্রিত প্রার্থনা ছিল খুবই আবেগপূর্ণ। তার এই আবেগ 'প্রার্থনা' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'প্রভু তুমি অন্তর্যামী আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের এই মোনাজাত 'প্রার্থনা' কবিতায়ও সত্য হয়ে উঠেছে।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি বিপদে-আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় বিধাতার কাছে শক্তি কামনা করেছেন। সৃষ্টিকর্তার দয়া ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না। সর্বাবস্থায় তাই সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ভরসা। তাই কবি রিক্তহস্তে ভক্তি ভরে তার প্রার্থনা জানায়- হে প্রভু আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও।

উদ্দীপকে ইমাম সাহেব সকলের জন্য দোয়া করেছেন। বিনীতভাবে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে জানা- অজানা অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন, প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর কর।

উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের প্রার্থনা যেমন খুবই আবেগপূর্ণ যুক্তিযুক্ত। তিনি ইমাম হিসেবে সবার ক্ষমা কামনা করেছেন। 'প্রার্থনা' কবিতায়ও বিনয়ের সাথে একইরূপ প্রার্থনা জানিয়েছেন। কারণ আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউ চলতে পারে না।

২. পাহাড় সমুদ্র রাত্রি

সবই গড়েছেন তিনি।

সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে

স্মরণে রাখি আমরা তারে।

ক. কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম কী? ১

খ. 'ভুলি নি তোমারে এক পল'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার ভাবার্থের মিল আছে কি?- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "স্মরণে রাখি আমরা তারে"- কথাটির সাথে 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কায়কোবাদের একত্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে নিভে শোকানল"- কথাটি কীভাবে সম্পর্কিত বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. কবি কায়কোবাদের গ্রামের নাম আগলা পূর্বপাড়া।

খ. 'ভুলি নি তোমারে এক পল'- বলতে বিধাতাকে এক মুহূর্তের জন্য না ভোলার কথা বলা হয়েছে।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি বলেছেন, চরম দারিদ্র্য ও বিপদে যখন ছিলাম তখনো তোমাকে ভুলিনি আবার সম্পদে সুখের সাগরে যখন ভেসেছি তখনো তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি।

গ. স্রষ্টার মহিমা ও গুণগান প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার ভাবার্থের মিল রয়েছে।

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি মূলত স্রষ্টার অপার মহিমা তুলে ধরে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে আবেদন- নিবেদন করেছেন। পৃথিবীর ফুল-ফল, তরুলতা সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন জাতের পাখি তাঁরই গুণগান করে। তাঁরই মহিমা গায়। স্রষ্টার অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণ ধারণ করে আছে।

উদ্দীপকে স্রষ্টার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। তিনিই পাহাড়, সমুদ্র, রাত্রি সবই গড়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি সর্বব্যাপী। সবই তাঁর সৃষ্টি। মানুষের পক্ষে স্রষ্টার সৃষ্টি জগতের বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সৃষ্টিকর্তা সুমহান। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে আমরা তাঁকে স্মরণে রাখি। 'প্রার্থনা' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়স্থানে স্রষ্টার মহিমা ও গুণগান প্রকাশিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের সাথে কবিতার ভাবনার মিল রয়েছে।

ঘ. মনের প্রশান্তি লাভের দিক দিয়ে উদ্দীপকের চরণটি 'প্রার্থনা' কবিতার চরণের সাথে সম্পর্কিত।

'প্রার্থনা' কবিতার শেষাংশে বলা হয়েছে মানুষ যদি একত্র হৃদয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করে তবে তার মনের শোকানল নিভে যায়। কারণ যিনি স্রষ্টার করুণা লাভে ধন্য হন তার মনে কোন দুঃখ-বেদনা থাকে না। মনেপ্রাণে স্রষ্টাকে ডাকলে মন প্রশান্ত হয়। মনের দারিদ্র্য দূর হয়। মনে কোনো অভাববোধ থাকে না। মনের বা আত্মার অভাব দূর হলেই সে সুখী হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, স্মরণে রাখি আমরা তারে। যারা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণে রাখে তারা ইতো পরিপূর্ণ মানুষ। কারণ যার মনে স্রষ্টা সবসময় স্থান পায় সে পাপ পঙ্কিলতা থেকে আপনা আপনি দূরে থাকে। তার মন পবিত্র হয়ে ওঠে স্রষ্টাকে স্মরণের মধ্যদিয়ে। স্রষ্টার স্মরণ যে মনে জাগরুক থাকে সে দুঃখ বেদনার উর্ধ্বে উঠে যায়। স্রষ্টাই তার দুঃখ বেদনা লাঘব করে দেন।

উদ্দীপক ও প্রার্থনা কবিতার এই অংশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয় স্থানে স্রষ্টাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে মনে প্রশান্তি লাভের অভিপ্রায় রয়েছে। তাই উভয়ে সম্পর্কিত।

৩. রুণু তার বাবার সাথে পাহাড় দেখতে গেল। কী অপূর্ব সুন্দর! সবুজ গাছ পালায় ভরা পাহাড়। হরেকরকমের পাখি আর বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস। একটা বরনার কাছে গেল তারা। এত সুন্দর জলের ধারা মানুষ কি বানাতে পারে? রুণু মনে মনে ভাবল। নাহ্ এত অপার-অপূর্ব সৌন্দর্য মানুষের সৃষ্টি নয়। এই অসীম সৌন্দর্যের স্রষ্টা একজনই।

ক. 'নিকুঞ্জ' অর্থ কী? ১

খ. 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে'- কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রুণুর ভাবনা 'প্রার্থনা' কবিতার তৃতীয় শবকের ভাব ধারণ করেছে-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।" - যুক্তি সহকারে আলোচনা কর। ৪

উত্তর

ক. 'নিকুঞ্জ' অর্থ বাগান।

খ. 'সদা আত্মহারা তব গুণগানে'-চরণটি দ্বারা স্রষ্টার গুণগানের কথা বলা হয়েছে।

কবি বলেছেন- বাগানের বিভিন্ন জাতের পাখিরাও স্ট্রার গুণগানে ব্যস্ত থাকে। পাখিরা তাঁর গুণগানে আত্মহারা। স্ট্রার গুণগান আর কলকাকলিতেই তারা প্রকৃতিকে মুখরিত করে তোলে।

- গ. প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের রুনুর ভাবনা ‘প্রার্থনা’ কবিতার তৃতীয় শবকের ভাব ধারণ করেছে। ‘প্রার্থনা’ কবিতার তৃতীয় শবকে বলা হয়েছে, গাছে গাছে নানা জাতের পাখি, বাগানের ফুল সবই সৃষ্টিকর্তার গুণগান করে। সুন্দর ফুল ফল সবই স্ট্রার দান। কারণ এই ফুল ফল অন্য কেউ সৃষ্টি করেনি। পাখিরা তাই সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশে আত্মহারা হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের রুনু পাহাড়ের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়। সবুজ গাছপালায় ভরা পাহাড়। যেখানে হরেকরকমের পাখি আর বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস। আরো অবাক হয় একটি বরনা দেখে। তার মনে প্রশ্ন জাগে এত সুন্দর বরনা কি মানুষ বানাতে পারে? সে বুঝতে পারল এটি সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ‘প্রার্থনা’ কবিতায় তৃতীয় শবক ও উদ্দীপক বিবেচনা করলে আমরা লক্ষ করি এখানে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার তৃতীয় শবকের ভাব ধারণ করেছে।
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতায় সমগ্রভাব প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে।” - কথাটি যুক্তিযুক্ত।

‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি স্ট্রার মহিমা তুলে ধরেছেন আর স্ট্রার নিকট হৃদয়ে শক্তি সাহস প্রদানের প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভক্তি ও প্রশংসা প্রকাশে নিমগ্ন কবি চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে-আপদে সুখে-শান্তিতে বিধাতার কাছে শক্তি ও সাহায্য কামনা করেন। গাছের পাখি কিংবা বনের ফুল সকলেই স্ট্রাকে স্মরণ করে। স্ট্রাই একমাত্র ভরসা।

উদ্দীপকে পাহাড় ও বরনার রূপে মুগ্ধ রুনুর মনে প্রশ্ন জেগেছে কে এসব সৃষ্টি করেছে। সে নিশ্চিতই জানে কোনো মানুষের পক্ষে এসব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সে স্বীকার করে নিয়েছে পাহাড় ও বরনার অসীম সৌন্দর্যের স্ট্রা একজনই।

উদ্দীপকে স্ট্রার মহিমা প্রকাশিত হলেও কবিতায় যে রূপ শক্তি ও সাহায্য কামনা করা হয়েছে উদ্দীপকে তা নেই। বিধাতাকে স্মরণ ও তাঁকে আরাধনা করার বিষয়টিও উদ্দীপকে অনুপ্রাণিত। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি ‘প্রার্থনা’ কবিতায় সমগ্রভাব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪. সামান্য কারণে হাফিজ তার চাকরি হারালেন। বেকার হয়ে তিনি পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। মনে মনে তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তবুও তার চাকরির ব্যবস্থা হলো না। তিনি প্রভুর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কয়েক দিন পরে হাফিজ শুনল তার আগের অফিসে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদি তিনি অফিসে থাকতেন তবে দুর্ঘটনায় তার মারাত্মক ক্ষতি হতো। তিনি বিপদে পড়তেন। যেটা চাকরি হারানোর থেকেও ভয়াবহ। হাফিজ মনে মনে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন। তার মনের ক্ষোভ দূর হলো।

ক. মহাশাশান কবি কায়কোবাদের কী ধরনের রচনা? ১

খ. “তব নামে অশেষ মঙ্গল” - কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া, ‘প্রার্থনা’ কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

৩

- ঘ. “সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন, - ঈশ্বর প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়” - উক্তিটি উদ্দীপক ও প্রার্থনা কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. ‘মহাশাশান’ কবি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য।

খ. ‘তব নামে অশেষ মঙ্গল’ - কথাটিতে স্ট্রার নাম স্মরণের মাধ্যমে অশেষ কল্যাণ লাভের কথা বলা হয়েছে।

স্ট্রাকে স্মরণ করার মধ্যেই মানুষের সীমাহীন মঙ্গল নিহিত। স্ট্রার নাম স্মরণের মধ্য দিয়েই মানুষ আত্মিক পবিত্রতা লাভ করে। তার দুঃখ কষ্ট দূর হয়। কারণ সে তার অভাব অভিযোগের কথা স্ট্রার কাছেই নিবেদন করে।

- গ. মানুষ সর্বাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যেই বেঁচে থাকে। সেদিক দিয়ে উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া ‘প্রার্থনা’ কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কায়কোবাদ মানবজীবনের গভীরতম সত্যকে তুলে ধরেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলেছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিপদে-আপদে, সুখে-শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শান্তি কামনা করেন। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা।

উদ্দীপকের হাফিজ চাকরি হারিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেও কোনো চাকরির ব্যবস্থা হয়নি। প্রভুর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। আগের অফিসে দুর্ঘটনা ঘটানোর পর বুঝতে পারলেন সেখানে থাকলে তার কী ভয়াবহ ক্ষতিই না হতো। হাফিজ মনে মনে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন। ‘প্রার্থনা’ কবিতায় সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহের দিকটি উদ্দীপকের হাফিজের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের হাফিজের ক্ষোভ দূর হওয়া ‘প্রার্থনা’ কবিতায় প্রকাশিত কবি কায়কোবাদের অনুভবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

- ঘ. “সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন- ঈশ্বর প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়” - এ উক্তিটি যথার্থ।

‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি বিপদে, আপদে, সুখে শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শান্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলেছে। তাঁর কাছে সকলেই সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণ ধারণ করে আছে। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

উদ্দীপকেও হাফিজ চাকরি হারিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন এবং স্ট্রাকে ডাকেন। কিন্তু তার কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় প্রভুর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিছুদিন পরে জানতে পারলেন অফিসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেখানে চাকরি করলে হাফিজের মারাত্মক ক্ষতি হতো। যেটা তার চাকরি হারানোর চেয়েও ভয়াবহ। হাফিজ পরবর্তীতে ভুল বুঝতে পেরে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন।



‘প্রার্থনা’ কবিতা ও উদ্দীপকের আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ক্ষোভ-বিষাদ যাই আসুক না কেন- ঈশ্বর প্রেম আমাদের মুক্তি দেয়।

#### নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

##### ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১১ কায়কোবাদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : কায়কোবাদ ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১২ কবি কায়কোবাদ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : কবি কায়কোবাদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৩ কবি কায়কোবাদের আসল নাম কী?

উত্তর : কবি কায়কোবাদের আসল নাম কাজেম আল কুরায়শী।

প্রশ্ন ১৪ কায়কোবাদ কোন বিভাগে চাকরি করতেন?

উত্তর : কায়কোবাদ ডাক বিভাগে চাকরি করতেন।

প্রশ্ন ১৫ কবি কায়কোবাদের মহাকাব্যের নাম কী?

উত্তর : কবি কায়কোবাদের মহাকাব্যের নাম মহাশ্মশান।

প্রশ্ন ১৬ কবি কায়কোবাদ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : কবি কায়কোবাদ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৭ কবি কায়কোবাদ কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করেন?

উত্তর : কবি কায়কোবাদ প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

প্রশ্ন ১৮ কবি নিজেকে কী মনে করেন?

উত্তর : কবি নিজেকে নিঃসম্মল মনে করেন।

প্রশ্ন ১৯ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কীসে বল চেয়েছেন?

উত্তর : প্রার্থনা কবিতায় কবি হৃদয়ে বল চেয়েছেন।

প্রশ্ন ২০ বিধাতাকে স্মরণ করলে কী নিভে?

উত্তর : বিধাতাকে স্মরণ করলে শোকানল নিভে।

প্রশ্ন ২১ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় পাখিরা কোথায় গুণগান করে?

উত্তর : ‘প্রার্থনা’ কবিতায় পাখিরা নিকুঞ্জ বিতানে গুণগান করে।

প্রশ্ন ২২ স্তম্ভার নাম নিলে কী হয়?

উত্তর : স্তম্ভার নাম নিলে মঙ্গল হয়।

প্রশ্ন ২৩ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কীসে অবসাদ আসে?

উত্তর : প্রার্থনা কবিতায় প্রাণে অবসাদ আসে।

প্রশ্ন ২৪ একগ্র হৃদয়ে কাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে?

উত্তর : একগ্র হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২৫ ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি কাকে এক পল ভোলেননি?

উত্তর : ‘প্রার্থনা’ কবিতায় কবি প্রভুকে এক পল ভোলেননি।

প্রশ্ন ২৬ কবি কার কাছে শক্তি চেয়েছেন?

উত্তর : কবি প্রভুর কাছে শক্তি চেয়েছেন।

প্রশ্ন ২৭ কার নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু?

উত্তর : প্রভুর নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু।

প্রশ্ন ২৮ যে শোক হৃদয়কে দক্ষ করে তাকে কী বলে?

উত্তর : যে শোক হৃদয়কে দক্ষ করে তাকে শোকানল বলে।

প্রশ্ন ২৯ ‘প্রার্থনা’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : প্রার্থনা শব্দের অর্থ আবেদন বা মোনাজাত।

প্রশ্ন ৩০ ‘স্মরিলে’ শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : স্মরিলে শব্দটির অর্থ-মনে করলে।

প্রশ্ন ৩১ ‘নিকুঞ্জ’ শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর : ‘নিকুঞ্জ’ শব্দটির অর্থ বাগান।

##### ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ৥ ‘তুমি মোর পথের সন্মল’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ‘তুমি মোর পথের সন্মল’ -কথাটি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

দুঃখ-দারিদ্র্য, সুখ-দুঃখ মিলেই মানুষের জীবন। বিপদে-আপদে সকল সময়ে, মানুষ সৃষ্টিকর্তার উপরই নির্ভর করে। জীবনে শয়নে, মরণে-স্বপনে তিনি একমাত্র পথের সন্মল। কারণ সৃষ্টিকর্তার সাহায্য ছাড়া মানুষের এক মুহূর্তেও চলা সম্ভব না।

প্রশ্ন ২ ৥ তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ চারু ফুল ফল!- কথাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ-চারু ফুল ফল কবিতার এই অংশে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

প্রার্থনা কবিতায় তরুলতা সুন্দর ফুল-ফল সব কিছুই বিধাতার প্রসাদ বা অনুগ্রহ। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি, তাঁরই অনুগ্রহে বেঁচে আছে। তাঁর সৃষ্টি আবার তাঁর গুণগান করে।

প্রশ্ন ৩ ৥ ‘তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু’- উক্তিটির তাৎপর্য কী?

উত্তর : ‘তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু’- উক্তিটির মধ্যদিয়ে সৃষ্টি কর্তার মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে।

পৃথিবীর সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভে ধন্য। এই পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ তাঁর অপার করুণায় প্রাণধারণ করে আছে। সৃষ্টিকর্তার দয়া-স্নেহ ছাড়া একমুহূর্ত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ৪ ৥ ‘তোমার নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু’ - চরণটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘তোমার নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু’- চরণটিতে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ দান রূপ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির যে দিকেই আমরা তাকাই আমরা শুধু সৃষ্টিকর্তার দান ও অনুগ্রহই দেখতে পাই। বসন্তের বাতাসে আমরা যে সুখ ও শান্তি অনুভব করি তাও সৃষ্টিকর্তা থেকেই আমরা লাভ করি। বসন্তের বায়ুকে রূপক অর্থে তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫ ৥ ‘আমি নিঃসন্মল’- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘আমি নিঃসন্মল’- উক্তিটি দ্বারা কবি স্রষ্টার প্রতি অবনত হওয়াকে বুঝিয়েছেন।

কবি স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা জানাতে গিয়ে বলেছেন- আমি জানি না তাঁকে কীভাবে ভক্তি বা তাঁর প্রশংসা করতে হবে। কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে তাও জানি না, কারণ আমি নিঃসন্মল। নিঃস্ব রিক্ত। আর আমি নিঃসন্মল হওয়ার কারণে শুধু চোখের জলে তোমার কাছে নিবেদন করি।

ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

লেখক পরিচিতি ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?  
(ক) ১৮৯৩ (খ) ১৮৯৫  
(গ) ১৮৯৭ (ঘ) ১৮৯৯
- ২। কাজী নজরুল কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?  
(ক) ২১ মে (খ) ২৩ মে  
(গ) ২৫ মে (ঘ) ২৭ মে
- ৩। কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামের নাম কী?  
(ক) চুরুলিয়া (খ) চুরুলিয়া  
(গ) আসানলোল (ঘ) দরিরামপুর
- ৪। নজরুল ইসলাম কোন ক্লাসের ছাত্র থাকার সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়?  
(ক) ৭ম (খ) ৮ম  
(গ) ৯ম (ঘ) ১০ম
- ৫। কাজী নজরুল ইসলাম কোন পল্টনের সৈনিক ছিলেন?  
(ক) হিন্দি (খ) বাঙালি  
(গ) তামিল (ঘ) উর্দু
- ৬। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?  
(ক) সাপ্তাহিক বিজলী (খ) সাপ্তাহিক দর্শন  
(গ) সাধনা (ঘ) কৃষান
- ৭। কার রচনা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জ্বল?  
(ক) কবি কাজী নজরুল ইসলামের  
(খ) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের  
(গ) কবি জসীমউদ্দীনের  
(ঘ) কবি কায়কোবাদের

- ৮। কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম কঠিন রোগে আক্রান্ত হন?  
 (ক) ৪১ (খ) ৪৩  
 (গ) ৪৫ (ঘ) ৪৭
- ৯। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয়?  
 (ক) ১৯৭১ (খ) ১৯৭২  
 (গ) ১৯৭৩ (ঘ) ১৯৭৪
- ১০। কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?  
 (ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৪  
 (গ) ১৯৭৬ (ঘ) ১৯৭৮
- ১১। ‘অগ্নিবীণা’ কে রচনা করেছেন?  
 (ক) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম  
 (গ) কবি কায়কোবাদ (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- ১২। ‘যুগবাণী’ কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?  
 (ক) কবিতা (খ) নাটক  
 (গ) গল্পগ্রন্থ (ঘ) প্রবন্ধ
- ১৩। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস কোনটি?  
 (ক) মৃত্যুক্ষুধা (খ) বিলিমিলি  
 (গ) চক্রবাক (ঘ) সর্বহারা
- ১৪। ‘বিলিমিলি’ কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?  
 (ক) উপন্যাস (খ) নাটক  
 (গ) কবিতা (ঘ) প্রবন্ধ
- ১৫। কাজী নজরুল ইসলাম তার কাব্যে কোন শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন?  
 (ক) ইংরেজি-তামিল (খ) বাংলা-হিন্দি  
 (গ) আরবি-ফারসি (ঘ) তামিল-উর্দু

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ১৬। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে-  
 i. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ  
 ii. অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ  
 iii. সাম্প্রদায়িক চেতনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ১৭। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। কারণ-  
 i. তিনি সব দেখে চুপ থাকতেন  
 ii. তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন  
 iii. অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ১৮। কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন-  
 i. শ্যামা সংগীত  
 ii. ইসলামি গান  
 iii. সাম্যের কবিতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ১৯। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-  
 i. বিষের বাঁশি

ii. সিন্ধু-হিন্দোল  
iii. আলেয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

গ) ii ও iii

খ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

মূলপাঠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৬-০৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০। ভাব ও কাজের মধ্যে কী পরিমাণ তফাৎ?

● আসমান-জমিন সমান

গ) আকাশের সমান

খ) জমিন সমান

ঘ) পৃথিবীর সমান

২১। কী ভাবকে রূপ দেয়?

ক) ভাব

গ) স্পৃহা

● কাজ

ঘ) সৌন্দর্য

২২। লোককে কথায় মাতাইয়া রাখাটা কবি নজরুর ইসলামের মতে কী?

ক) ভালো কাজ

● বদখেয়াল

খ) শুভ খেয়াল

ঘ) আনন্দের কাজ

২৩। ভাবের সার্থকতা থাকে না-

ক) ভাবকে কাজের বন্ধু না বানাতে পারিলে

খ) ভাবকে কাজের শত্রু না বানাতে পারিলে

গ) ভাবকে কাজের যম না বানাতে পারিলে

● ভাবকে কাজের দাস না বানাতে পারিলে

২৪। ভাবাবেশ কখন কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়?

ক) লোককে শুধু মাতাইয়া তুললে

খ) লোককে ঝিমিয়া দিলে

● লোককে মাতাইয়া গরমাগরম কার্যসিদ্ধি না করিলে

ঘ) লোককে নিজের মতের বাহিরে নিয়ে গেলে

২৫। নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি কাকে হতে হবে?

● যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে নাচান

খ) যিনি শুধু ভাব ধরে থাকেন

গ) যিনি শুধু সবাইকে নাচান

ঘ) যিনি শুধু নিজে নাচেন

২৬। কোথায় ঘা দেওয়া পাপ?

ক) লোকের মাথায়

গ) লোকের হাতে

খ) লোকের পায়ে

● লোকের অনুভূতিতে

২৭। অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত হলে কী হয়?

ক) সুফল ফলে

● সুফল না হয়ে কুফল ফলে

ঘ) কোনো কিছুই হয় না

খ) কুফল ফলে

২৮। কখন কাউকে আর জাগানো যায় না?

ক) কেউ ঘুমাইলে

গ) কেউ হাসাহাসি করলে

● কেউ জাগিয়া ঘুমাইলে

ঘ) কেউ কান্নাকাটি করলে

২৯। কার নিদ্রা ঢোল কাঁসি বাজিয়ে ভাঙানো যায় না?

ক) দ্রৌপদীর

গ) যশোদার

● কুন্তকর্ণের

ঘ) সীতার

৩০। আমরা কী উপায়ে শিখেছি?

ক) পড়িয়া

গ) বুঝিয়া

খ) লিখিয়া

● ঠেকিয়া

৩১। অভিনয় করতে গিয়ে কোন জিনিসকে মুখ ভাঙানো হলো?

ক) হাইরেট

খ) হাই স্পিরিট

- স্পিরিট (ঘ) রেট
- ৩২। স্পিরিট কী? (খ) গতি  
(গ) তেল বিশেষ (ঘ) তেজ
- ৩৩। যুবসমাজ কী মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না? (ক) হঠকারিতা ● হঠকারিতার অনুশোচনা  
(গ) ভ্রম (ঘ) ত্যাগের মহিমা
- ৩৪। কার অভাবে সুযোগ মাঝ মাঠে মারা যাচ্ছে? (ক) সমাজকর্মী (খ) সাপুড়ে  
● সত্যিকার কর্মী (ঘ) সত্যিকার ভাবুক
- ৩৫। দেশে কী আছে? (ক) কর্মী  
(গ) সাপুড়ে (ঘ) মহাপুরুষ
- ৩৬। তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের কীসের অভাব আছে? (ক) যোগ সাধনার ● সত্য সাধনার  
(গ) ত্যাগের (ঘ) ভোগের
- ৩৭। বাজে লোক কী করছে? (ক) নিজের উদরপূর্ণ (খ) নিজের ভাগ্য ত্যাগ  
(গ) নিজের শ্রম ত্যাগ (ঘ) নিজের শরীর ত্যাগ
- ৩৮। কারা সত্যিকার কর্মীদের ঝুট বানায়? (ক) মুখোশ-পরা সৎমানুষেরা  
(খ) মুখোশ-পরা মহাপুরুষেরা  
● মুখোশ-পরা মহাপুরুষ নামি ভণ্ড জ্ঞানীরা  
(ঘ) মুখোশ-পরা মহামানবরা
- ৩৯। জনসাধারণের মন কেন সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিঘাইয়া ওঠে? ● মুখোশধারীদের ভণ্ডামি বুঝতে না পেরে  
(খ) মুখোশধারীদের কষ্ট বুঝতে না পেরে  
(গ) মুখোশধারীদের হট্টগোল বুঝতে না পেরে  
(ঘ) মুখোশধারীদের চালাকি বুঝতে না পেরে
- ৪০। ভাবকে নিজের দাস বানানো অর্থ হচ্ছে- (ক) ভাবের সাগরে গা ভাসানো  
(খ) ভাবের মধ্যে ডুবে থাকা  
(গ) ভাবের অনুগত হওয়া  
● ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়নের পথে কাজে লাগানো
- ৪১। কেন ভাব সাধনা করতে হবে? ● কর্মে শক্তি আনতে (খ) কর্মে জোশ আনতে  
(গ) কর্মে বেদনা আনতে (ঘ) কর্মে অনীহা আনতে
- ৪২। কী দেশকে আগাইয়া দেবে? (ক) ব্যক্তিগত গুণ ● ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য  
(গ) ব্যক্তির আচরণ (ঘ) ব্যক্তিত্ববোধ
- ৪৩। কোমর বেঁধে নামার আগে কী দেখতে হবে? (ক) কাজের লাভ (খ) কাজের দোষ  
● কাজের ফল (ঘ) কাজের গুণ
- ৪৪। উদ্‌মো ঝাঁড়ের মতো দেওয়ালে গা ঘেঁষড়াইলে কী হয়? ● চামড়া উঠে (খ) জ্ঞান আহরণ হয়  
(গ) লাভ হয় (ঘ) মূর্খ হয়
- ৪৫। বন্ধন দেওয়াল ভাঙতে হলে কী করতে হবে? (ক) দেওয়াল ঠেলতে হবে  
● ভিত্তিমূলে শাবল মারতে হবে  
(গ) জোরে ঠাক্কা দিতে হবে

- (ঘ) উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো ঘেঁষটাতে হবে
- ৪৬। কোথায় চুরি করতে নিষেধ করা হয়েছে?
- (ক) নিজের ঘরে (খ) পরের ঘরে
- ভাবের ঘরে (ঘ) মালিকের ঘরে
- ৪৭। কী করলে উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হয় না?
- সম্ভাবনা অসম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কাজে নামলে
- (খ) সম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে
- (গ) উৎসাহ নিয়ে কাজে নামলে
- (ঘ) অসম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে
- ৪৮। কী কাজে মানুষের নিজের অধিকার নাই?
- আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করতে
- (খ) আত্মার শক্তি বিলাতে
- (গ) আত্মার শক্তিকে অন্যের অধিকারে দিতে
- (ঘ) আত্মার শক্তিকে শুধু ভোগ করতে

---

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

---

- ৪৯। ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে বোঝায়—
- i. ভাবকে কাজে পরিণত না করা
- ii. ভাবের সাদৃশ্যে কাজ না করা
- iii. ভাবের আবেশ মনে রাখা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৫০। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যা করে—
- i. দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়
- ii. দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়
- iii. মুক্তির দিকে নিয়ে যায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii
- (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৫১। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যার মতো চলতে নিষেধ করেছেন—
- i. অন্ধের মতো কিছু না বুঝে
- ii. ভেড়ার মতো পিছন ধরে
- iii. ঘোড়ার মতো দ্রুত বেগে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৫২। মানুষকে কজায় আনা যায় যেভাবে—
- i. মানুষের সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে
- ii. মানুষকে ভয় দেখিয়ে
- iii. মানুষকে মাতিয়ে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii
- (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৫৩। মানুষের সৃষ্টি অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে—
- i. মানুষের লোভ পূরণের জন্য
- ii. মানুষের কল্যাণের জন্য
- iii. নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● ii ও iii

খ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৫৪। মানুষের উৎসাহ কাদা ঢাকা পড়ে—

i. মানুষের কল্যাণ কামনা নিয়ে ভাবের বন্যা না থাকা

ii. মহত্ত্বের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের আবেগ না থাকা

iii. নিজের সাথিসিদ্ধির জন্য কাজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রহমত সাহেব একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার এলাকার লোকজন সবসময় তার ভয়ে থাকে। কারণ তিনি যাকে তাকে বিপদে ফেলেন। এলাকার উন্নয়নের চেয়ে নিজে ঠাট-বাটে চলতে বেশি পছন্দ করেন। তাই মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে।

৫৫। রহমত সাহেবের স্বভাব ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের কীসের মতো? (প্রয়োগ)

i. ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হওয়ার মতো

ii. আত্মরশক্তি জাগিয়ে তোলার মতো

iii. কাঙ্ক্ষা হারানোর মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৫৬। ঠাটবাটে চলার মধ্য দিয়ে যাই প্রকাশ পাক এতে আত্মার উন্নতি হয় না। কারণ -

ক) এতে আত্মরশক্তির উন্নতি হয়

খ) ঠাটবাটে কর্মরশক্তির উন্নতি হয়

গ) এতে বুদ্ধি লোপ পায়

● এতে মানুষ ভাবের দাসে পরিণত হয়

শব্দার্থ ও টীকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৮

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৭। ‘আসমান’ অর্থ কী?

ক) বাতাস

খ) জমি

● আকাশ

ঘ) সাগর

৫৮। ‘সুবর্ণ’ অর্থ হচ্ছে—

● সোনা

খ) বুপা

গ) সুন্দর বর্ণ

ঘ) তামা

৫৯। ‘কাঙ্ক্ষাকান্ড’ বলতে কী বোঝায়?

ক) বোঝা অবোঝা

খ) দোষ-গুণ

● ভালোমন্দ

ঘ) আয়-ব্যয়

৬০। ‘প্ররোচনা’ অর্থ কী?

ক) বুঝানো

● উসকানি

গ) জ্বালা

ঘ) গুতা দেওয়া

৬১। ‘লা-পরওয়া’ বলতে কী বোঝায়?

ক) অনুমান করা

খ) বুঝতে না পারা

● গ্রাহ্য না করা

ঘ) কথা মতো চলা

৬২। ‘সংকল্প’ অর্থ কী?

ক) জ্ঞান

খ) রাগ

গ) ক্ষোভ

● শপথ

৬৩। ‘স্বাধি’ শব্দটির অর্থ কী?

ক) বটগাছে বসা

খ) ঘুমানো ব্যক্তি

● যোগী

ঘ) মূনিব

৬৪। ‘মশগুল’ শব্দটির অর্থ কী?

● মগ্ন

গ) জানা

খ) না বোঝা

ঘ) গলে যাওয়া

৬৫। ‘উদমো ষাঁড়’ বলতে কী বোঝায়?

ক) বাঁধা ষাঁড়

গ) তেজি ষাঁড়

খ) খোদাই ষাঁড়

● বন্ধনমুক্ত ষাঁড়

৬৬। ‘অনর্থক’ অর্থ কী?

● নিষ্ফল

গ) অর্থসহ

খ) কাজে আসা

ঘ) অর্থপূর্ণ

৬৭। ‘কুস্তকর্ণ’ বলতে কী বোঝায়?

● যাকে সহজে জাগানো যায় না

খ) যে সহজেই ঘুম থেকে উঠে

গ) যে বৃদ্ধ ক্ষেত্রে ঘুমায়

ঘ) যে কখনো ঘুমায় না

পাঠ পরিচিতি বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ০৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩। ভাব ও কাজের মধ্যে কী আছে?

● পার্থক্য

গ) একই

খ) সাদৃশ্য

ঘ) মিল

৫৪। শুধু কি দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন সম্ভব নয়?

ক) কাজ দিয়ে

● ভাব দিয়ে

খ) জোর দিয়ে

ঘ) সাহস দিয়ে

৫৫। কী ছাড়া ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়?

ক) বোধ বুদ্ধি

গ) জ্ঞান-চেতনা

● পরিকল্পনাস্পৃহা

ঘ) কাজ-গুণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৬। ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী-কর্মে তৎপর হওয়ার জন্য বলা হয়েছে কেন?

i. দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য

ii. মানুষের চেতনার জন্য

iii. মানুষের কল্যাণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

গ) ii ও iii

● i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৫৭। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য দরকার—

i. কর্মশক্তি

ii. কর্মতৎপরতা

iii. সঠিক উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

গ) ii ও iii

খ) i ও iii

● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. সমাজে এমন অনেক মানুষদের আমরা দেখি যারা কাজের চেয়ে কথা বলেন বেশি। এরা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। ফলে তাদের কথার মধ্যে প্রচুর মিথ্যা কথা চলে আসে। অনেকের ভাব ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয় এরা সবজাণ্ডা, আসলে এরা মূর্খের অধম।

ক. কাজ জিনিসটা কাকে রূপ দেয়? ১

খ. মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেওয়া প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ভাব ও কাজ প্রবন্ধের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩



ঘ. অনেকের ভাব ভঙ্গি, দেখে ও চলনে- বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মুখের অধম- কথাটি উদ্দীপক এবং ভাব ও কাজ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. কাজ জিনিসটা ভাবকে রূপ দেয়।

খ. কোমল (হৃদয়) জায়গায় স্পর্শ করতে হবে তাহলেই মানুষ দ্রুত জেগে ওঠে এবং তাকে দিয়ে অধিক কাজ করানো যায়। মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেয়া প্রয়োজন। কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না। আমাদের এই ভাব পাগল দেশে এটি খুবই অপরিহার্য।

গ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে ভাব বা অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। যিনি এই ভাব বা অনুভূতির সঞ্চার করবেন তাকে অবশ্যই নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। জনগণের এই জাগরণকে সততার সাথে পরিচালন করতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করলে জনগণের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তি পবিত্রতা নষ্ট হবে। লেখক বলেছেন সাপ নিয়ে খেলতে চাইলে দুষ্টুর মতো সাপুড়ে হতে হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সমাজে এমন মানুষ আছেন যারা কাজের চেয়ে কথা বেশি বলেন। যারা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। এরা প্রচুর মিথ্যে বলেন। নিজেদের সবজান্তা ভাবলেও এরা মুর্থ। আসলে এদের সততা বা সাধুতা নেই। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যারা সমাজকে জাগিয়ে তুলবেন তাদের আবশ্যই ত্যাগী ঋষি হতে হবে। তাই উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. অনেকের ভাব-ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মুখের অধম। উদ্দীপকের এই কথার সমর্থন মেলে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে পাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বহু মানুষের সম্পদ দেশের নামে, কল্যাণের নামে বাজে লোকেরা নিজেদের উদরপূর্ণ করে। এদের কারচুপিতে ঢাকা পড়ে যায় সত্যিকার দেশকর্মী। মুখোশপরা ওই মানুষগুলো সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের খেলো, ঝুটা প্রমাণ করে দেয়। এরা এদের মিথ্যাচার দিয়ে ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিধিয়ে তোলে।

উদ্দীপকে সমাজের অসৎ চাপাবাজদের কথা বলা হয়েছে। যারা কারণে অকারণে বেশি কথা বলে, কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে। ফলে প্রচুর মিথ্যে কথাও চলে আসে তাদের মুখে। তাদের চলনে-বলনে সবজান্তা মনে হলেও এরা মুর্থ।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে যে অসৎ ও মুখোশপরা শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। এরা দেশপ্রেমিক সেজে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আর উদ্দীপকে চাপাবাজ ও মিথ্যাবাদী শ্রেণি সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এরা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এরা নিজেদের যতই সজ্জন ও মহাপুরুষ দাবি করেন না কেন লেখকের ভাষায় এরা ভাবের ঘরে চুরি করে।

২. ছাত্রসমাজ শক্তি, ন্যায্য ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে তাদের সততা ও দক্ষতা দিয়ে যেকোনো কাজে নামালে সে কাজ সফল হয়। আমাদের দেশে অতীতেও এমন ঘটেছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে সমাজের বিশেষ উন্নয়ন হয় না। তাই, ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

ক. 'সাম্যবাদী' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ? ১

খ. হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা কেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না? ২

গ. উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. 'ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।' - উদ্দীপকের এ কথাটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের চेतনারই প্রতিভূ- বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. 'সাম্যবাদী' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ।

খ. হুজুগে মেতে হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সং সংকল্প ও মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করতে না পারলে তা অকল্যাণই ডেকে আনে। ছাত্রসমাজ সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেক সময় হঠকারী কর্মকাণ্ড করে বসে। এই হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট গ্লানি ও অনুশোচনা তারা ভুলতে পারে না।

গ. উদ্দীপকের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ছাত্রদের স্পিরিট বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। ছাত্রসমাজ বা যুবসমাজই জাতির প্রাণশক্তি। জাতির আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল যুবকরা যদি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে মুখোশধারী তথাকথিত ত্যাগী ব্যক্তির তাদের কাপুরুষের মতো ব্যবহার করে থাকে। ফলে সত্যিকার সত্যের ডাক এলেও সেদিন তারা সাড়া দিতে পারে না।

উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। তারা শক্তি, ন্যায্য ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে সততা দক্ষতা দিয়ে কোনো কাজে নামলে তা সফল হয়। অতীতেও ছাত্রসমাজ বড় বড় কাজ করেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে তা সমাজের কোনো উন্নয়ন বয়ে আনে না।

সাময়িক উত্তেজনার বশে হঠকারী কর্মকাণ্ডে তাদের জড়িত হলে চলবে না। সেটা করলে তাদের ভেতরের স্পিরিট বা আত্মার শক্তি নষ্ট হবে। তাই উদ্দীপক ও প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের এরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. 'ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব' উদ্দীপকের উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের চেতনার প্রতিভূ। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সমাজসচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম দেশের প্রাণশক্তি তরুণদের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারা অনেক সময় ভাবের বশবর্তী হয়ে হঠকারী কর্মকাণ্ড করে ফেলে। যার প্রায়শ্চিত্ত তারা নিজেরাই করে। হুড়মুড় করে হুজুগে মেতে তারা যে কাজটা করে তাদের সে ত্যাগ স্থায়ী কোনো ফলাফল বয়ে আনে না। লেখকের মতে, জাতির প্রাণশক্তি তরুণদের পরিচালনার জন্য ত্যাগী নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব প্রয়োজন।

উদ্দীপকেও ছাত্রসমাজকে শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক বলা হয়েছে। সততা, দক্ষতা দিয়ে তাদের কোনো কাজে নামালে সেকাজ সফল হয়। অতীতে ছাত্রসমাজ সেই সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে ব্যবহার করলে তা জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। তা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। তাদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ বিবেচনা করলে দেখা যায়, উদ্দীপকের মন্তব্য ও লেখকের মতামত একই সত্যকে ধারণ করে। উদ্দীপকে যুবসমাজকে পরিচালনার জন্য প্রাণশক্তি সম্পন্ন নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষির কথা। যারা যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

৩. বিষ্ণুপুর গ্রামে করিম নামে এক নেতা গোছের লোক আছে। তিনি সবসময় দলবল নিয়ে চলেন। এই করিম যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায়। তার দল কখনো উন্নয়নের কথা বলে, কখনো সমাজ সেবার কথা বলে, কখনো দুর্যোগে সহায়তার কথা বলে। আসলে এরা কখনো অন্যের উপকার করে না। নিজের স্বার্থ হাসিল করে। এদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী মানুষগুলো কোনো কাজই করতে পারে না। এদের মতো ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।
- ক. কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. 'দশচক্রে ভগবান ভূত'- কথটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।' - 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৪

উত্তর

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।
- খ. 'দশচক্রে ভগবান ভূত' বলতে দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে- সে কথাই বোঝানো হয়েছে। যখন কোনো বিষয়ে বহুলোক ষড়যন্ত্র করে তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। দশজন যখন মিথ্যাচার করে তখন মিথ্যাটাই সত্যের মতো প্রচারিত হতে থাকে। তখন দশজনের চক্রান্ত সাধুও অসাধু ব্যক্তিতে প্রতিপন্ন হতে পারে।
- গ. ত্যাগ স্বীকারে অনভ্যস্ত উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মীর মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মত দিয়েছেন, দেশ ও জাতি গঠনে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজন। সাপ খেলতে গেলে যেমন সামান্য বাঁশি বাজালেই চলে না। তাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হতে হয়। দেশে যদি সত্যিকার কর্মী থাকত তবে কোনো সুবর্ণ সুযোগই মাঠে মারা যেত না। দেশে অনেক ত্যাগী মানুষ আছেন। কিন্তু তারা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁরা কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করতে চান না। কোনো ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হন না।
- উদ্দীপকের করিম নেতা গোছের লোক। যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায় দলবল নিয়ে। উন্নয়ন, সেবা ও সহায়তার কথা বললেও কারো কোনো উপকার করে না। নিজের স্বার্থই শুধু হাসিল করে। এদের উৎপাতে ত্যাগী মানুষেরা কোনো কাজই করতে পারে না। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লোক দেখানো তথাকথিত কর্মীর সাথে তাই উদ্দীপকের করিমের সাদৃশ্য রয়েছে।
- ঘ. আলোচ্য উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সমাজ সচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম একটি সমৃদ্ধ দেশ, সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জনগণের মাঝে প্রকৃত ভাব সৃষ্টি ও কর্তব্য কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তার মতে, যারা জনগণের মাঝে ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে চান তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। হঠকারী কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। দরকার সঠিক নেতৃত্ব। আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সত্যিকার কর্মী হিসেবে কাজে বাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে তিনি যুবকদের প্রতি বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উদ্দীপকের করিম জনগণের উন্নয়ন ও সেবার কথা বলে নিজের আখের গোছায়। অর্থনৈতিক ফায়দা লাভ করে। সে ও তার দলবলের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। তাদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী ও কর্মী মানুষ ভালো কোনো কাজই করতে পারে না। অথচ এই ত্যাগী ও সত্যিকার কর্মী মানুষের সমাজে বেশি প্রয়োজন।
- উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি সত্যিকার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী। যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণ করবে। ব্যক্তি স্বার্থকে কখনো প্রাধান্য দেবে না।
৪. মানুষ বড় হয় তার কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তাই চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

- ক. হুজুগ কী? ১
- খ. লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়”- কথাটি উদ্দীপক এবং ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

8

উত্তর

ক. লক্ষ নির্ধারণ না করে সাময়িক কোনো আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়া গুজবকে হুজুগ বলে।

খ. লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি করা বলতে বোঝানো হয়েছে- মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তার চেতনা পরিবর্তনের মাধ্যমে সফলতা সৃষ্টি করা।

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা অনুভব আছে। তার নিজস্ব একটা চিন্তা ও চেতনা আছে। ব্যক্তির চিন্তার জায়গাটা তার নিজস্ব একটা কোমল জায়গা। মানুষ কোমল জায়গায় অর্থাৎ তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তার মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজে করা যায়।

গ. উদ্দীপকে ভাব ও কাজ প্রবন্ধে উল্লিখিত সঠিক কর্ম ও চিন্তার মধ্যদিয়ে সাফল্য লাভের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে লেখক মানুষের মাঝে ভাবের জাগরণ ঘটিয়ে মহৎকর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মনের সঠিক ভাব বা চিন্তা তাকে কল্যাণকরী কাজ সম্পাদনে প্রেরণা জোগায়। মানুষের মনের সবচেয়ে কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে মাতিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো সম্ভব হয় না। ভাবকে তাই কাজের দাস বানিয়ে কাজ সম্পাদন করতে হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় তার কাজের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের এই দিকটি ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হলো সঠিক চিন্তা ও কর্ম।

ঘ. ‘চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়’- কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ভাব জিনিসটা খুবই ভালো মানুষকে আয়ত্তে আনার জন্য তার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিতে হয়। আবার শুধু ভাব নিয়েই থাকব। লোককে শুধু কথায় জাগিয়ে রাখব। এটি একটা মস্ত বদখেয়াল। ভাবকে কাজের দাসরূপে নিয়োগ করতে না পারলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তাই চিন্তা পরিচ্ছন্ন না হলে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

উদ্দীপক এবং ‘ভাব ও কাজ’ প্রবন্ধে ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন বা পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ভাব বা চিন্তাটা যদি সঠিক হয় তবে কাজটাও সঠিক হতে বাধ্য। সঠিক কর্মের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ সম্ভব। চিন্তার জগতের পরিচ্ছন্নতা তাই অপরিহার্য।

**নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

■ **জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

**প্রশ্ন ১ ৥ ভাব জিনিসটা অবাস্তব কীসের মতো?**

**উত্তর :** ভাব জিনিসটা অবাস্তব উচ্ছ্বাসের মতো।

**প্রশ্ন ২ ৥ কাজ কোন জিনিসটাকে রূপ দেয়?**

**উত্তর :** কাজ জিনিসটা ভাবকে রূপ দেয়।

**প্রশ্ন ৩ ৥ কার্যসিদ্ধি না করলে ভাবাবেশ কীসের মতো উড়ে যায়?**

**উত্তর :** কার্যসিদ্ধি না করলে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়ে যায়।

**প্রশ্ন ৪ ৥ মানুষকে কজায় আনতে হলে তার কোথায় ছোঁয়া দিতে হবে?**

**উত্তর :** মানুষকে কজায় আনতে হলে তার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিতে হবে।

**প্রশ্ন ৫ ৥ যিনি জনসাধারণকে নাচাবেন তিনি কেমন হবেন?**

**উত্তর :** যিনি জনসাধারণকে নাচাবেন তিনি ত্যাগী ঋষি হবেন।

**প্রশ্ন ৬ ৥ লোকের কোমল অনুভূতিতে যা দেওয়া কী?**

**উত্তর :** লোকের কোমল অনুভূতিতে যা দেওয়া পাপ।

**প্রশ্ন ৭ ৥ ভাবকে কার দাসরূপে নিয়োগ না করলে ভাবের স্বার্থকতা থাকে না?**

**উত্তর :** ভাবকে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ না করলে ভাবের স্বার্থকতা থাকে না।

**প্রশ্ন ৮ ৥ কাকে আর জাগানো যায় না?**

**উত্তর :** যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগানো যায় না।

**প্রশ্ন ৯ ৥ ছাত্ররা কোন জিনিসে মুখ ভ্যাঙচানোর কথা বলা হয়েছে?**

**উত্তর :** ছাত্ররা স্পিরিটকে বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাঙচানোর কথা বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ১০ ৥ কোথায় চুরি করতে নিষেধ করা হয়েছে?**

**উত্তর :** ভাবের ঘরে চুরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন ১১ ৥ অন্যের প্ররোচনায় ব্যক্তির কী নষ্ট না করতে বলা হয়েছে?**

**উত্তর :** অন্যের প্ররোচনায় ব্যক্তির আত্মার শক্তি নষ্ট না করতে বলা হয়েছে।

■ **অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর**

**প্রশ্ন ১ ৥ ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর :** ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে- আত্মক্ষয় না করার কথা বোঝানো হয়েছে।

কাজে সফলতার জন্য ভাবের আবেশ প্রয়োজন। ভাব যেকোনো কাজকে সফল করতে সাহায্য করে। কিন্তু শুধু ভাব সর্বস্বতা মানুষকে ব্যর্থ করে তোলে। শুধু ভাব নিয়ে চলা মাকাল ফলের মতো। অন্তঃসারশূন্য অবস্থা তাদের। তাই ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে ব্যক্তির অন্তঃসার না হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

**প্রশ্ন ২ ৥ ‘তোমার আত্মার শক্তি অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই’- কথাটি দ্বারা কী বোঝায়?**

**উত্তর :** ‘তোমার আত্মার শক্তি অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই।’- কথাটি মানুষের নিজের সক্ষমতা ও স্রষ্টার প্রদত্ত বিবেচনা বোধের অপপ্রয়োগ না করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

আত্মার শক্তি মানুষের সামগ্রিক চিন্তাচেতনা ও স্রষ্টাপ্রদত্ত বিবেচনাবোধের সমষ্টিগত রূপ। অন্তরের শুভ শক্তি মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ পরিচিত হয়। বিনা কারণে সেই শক্তির অপপ্রয়োগ মানুষ হিসেবে নীচুতার পরিচয় দেয়। আর সে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেই কথাটি বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৩ ৥ কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

**উত্তর :** কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়া বলতে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করার প্রেরণার কথা বলা হয়েছে।

যেকোনো কাজ সঠিকভাবে করতে হলে সেই কাজ মনোযোগ সহকারে করতে হয়। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে মানুষের অমঙ্গল, জীবনের ব্যর্থতা। মনোযোগ, সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ধৈর্যসহকারে যেকোনো কাজ করলেই জীবনে সফলতা আসে। তাই সফল হওয়ার প্রসঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে নামার কথা বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৪ ৥ ‘তোমার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে’- কথাটি দ্বারা কী বোঝায়?**

**উত্তর :** ‘তোমার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে।’- কথাটিতে উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির নিজের কর্মশক্তি, নিজের বিচার বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়েছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চেতনা ও কর্মশক্তিকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে হয়। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব এই চেতনা ও কর্মশক্তির নাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। নিজের স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করার চিন্তা করা যেমন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন; তেমনি নিজের সামর্থ্যকে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজে লাগানোটাও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই সত্যটি- আলোচ্য কথাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ৫ ৥ ‘ভাবের দাস না হয়ে, ভাবকে নিজের দাস বানানো’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

**উত্তর :** ভাবের দাস না হয়ে ভাবকে নিজের দাস বানানো বলতে বোঝানো হয়েছে- ভাবসর্বস্ব না হয়ে কর্মনির্ভর হওয়া শ্রেষ্ঠ।

ভাব সবসময় কাজের পরে উদ্গত হওয়া উত্তম। কারণ ভাবের কারণে অনেকের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়। কী করতে হবে সেটা সঠিকভাবে বুঝতে বা জানতে ভাবহীন হয়ে কাজে লিপ্ত হতে হয়। ভাবসর্বস্বতা কখনো নতুন কিছু দিতে পারে না। এটা মানুষের সমস্ত অকল্যাণের জন্য দায়ী। তবে ভাবকে মাথায় নিয়ে কাজ না করে মাথা থেকে ভাবের ভূত সরিয়ে কর্মনির্ভর হতে হবে। প্রকৃত কার্যকে ভাবটা ভূতের মতো অনুসরণ করে।

**প্রশ্ন ৬ ৥ ‘ভাবের সূরা পান কর ভাই; কিন্তু জ্ঞান হারাইও না’ - কথাটি কী অর্থ প্রকাশ করে বুঝিয়ে লিখ।**

**উত্তর :** ‘ভাবের সূরা পান কর ভাই; কিন্তু জ্ঞান হারাইও না’ - কথাটি ভাবহীন কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করা বোঝায়।

সূরা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষণিকের জন্য লোপ করে দেয়। কিন্তু মানুষ সূরা পানের মাধ্যমে নতুনত্বের স্বাদ পায়। এখানে ভাবের সূরা বলতে ভাবের চোটে কর্মজ্ঞান লোপ পাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ভাবের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পেলে মানুষ নিজের দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে পারে না। তাই বলা হয়েছে ভাবের সূরা পান করে জ্ঞান অর্থাৎ কর্মতৎপরতা না হারাতে।

**প্রশ্ন ৭ ৥ স্পিরিটটাকে কুব্যবহারের আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধন করা বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর :** স্পিরিটটাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধন করা বলতে অতি উৎসাহে সঠিক কাজ না হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিরিট বলতে কাজের দক্ষতা ও মানুষের ভিতরের কর্মক্ষমতাকে বোঝায়। মানুষের কর্মদক্ষতা যদি সঠিক পথে পরিচালিত না হয় তবে দেশের বিশেষ উন্নয়ন সাধন না হয়ে অমঙ্গল ঘটে। তাই মানুষের স্পিরিটটাকে বিপথে ব্যবহার না করে সঠিক পথে ব্যবহার করে সার্বিক মঙ্গল সাধন করা অতি প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ৮ ৥ ত্যাগীরা ভালো কাজে অর্থ না দিতে চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** ত্যাগীরা ভালো কাজে অর্থ দিতে চায় না। কারণ ত্যাগীরা দেশের মঙ্গল চায়। তারা দেশকে ভালোবাসে। নিজের সঙ্কীর্ণ অর্থ তারা প্রকৃত কর্মীর হাতে দিতে চায়।

বর্তমান সময়ে দেশে প্রকৃত কর্মীর বড় অভাব। প্রকৃত কর্মী নীরবে নিভূতে কাজ করে। কিন্তু অনেকে কর্মী না হয়েও কর্মীর ভান ধরে প্রকৃত ত্যাগী মানুষদের বিপদে ফেলে। এই ভন্ডদের তৎপরতায় ত্যাগীরা বিপদে পড়ে। ফলে তারা আর সহযোগিতা করতে চায় না।

**প্রশ্ন ৯ ৥ স্পিরিটটাকে মুখ ভ্যাঙচানো বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর :** স্পিরিটটাকে মুখ ভ্যাঙচানো বলতে প্রকৃত কর্মীকে অবজ্ঞা করার কথা বলা হয়েছে।

স্পিরিট হচ্ছে অন্তরের শক্তি। যা মানুষকে প্রকৃত কর্মী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলে। এই কর্মতৎপরতা প্রকৃত কর্মীর স্পিরিটটাকে মুখ ভ্যাঙচানো মানে তাকে অবজ্ঞা করা। ব্যক্তির সামর্থ্যকে অবহেলা করা।

১. কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবোশেখি উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

(ক) চাটুয্যেদের

(খ) মুখুয্যেদের

● বাডুয্যেদের

(ঘ) গাঙ্গুলিদের

২. চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত অগ্রহের কারণ তা—

i. প্রচুর পাওয়া যায়

ii. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু

iii. নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ● i ও ii ঘ) iii

৩. লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্য' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি?

- শপথ খ) বিশ্বাস গ) সংশয় ঘ) অনবরত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুলের বাড়িদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো- এ অন্যায্য, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনোকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তাই করল।

৪. শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভু?

- ক) বাদল খ) বিধু  
● কথক ঘ) সিধু

৫. উলি-খিত তুলনাটা কোন মানদণ্ডে বিচার্য? উভয়েই-

- i. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ  
ii. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত  
iii. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

- i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii



## নির্বাচিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৬. 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি হবে-

- i. নৈতিক চেতনা ii. কর্তব্যপরায়ণতা  
iii. সততা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

৭. দুজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। -উক্তিটিতে বালকদের চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পায়-

- i. বিবেচনাবোধ ii. নৈতিকতাবোধ  
iii. ঐক্য চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. বিধুর বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরল না কেন?

- বিধুর বুদ্ধিমত্তা দেখে খ) ছেলেদের চঞ্চলতা দেখে  
গ) লোকটির কান্না দেখে ঘ) গ্রামের মানুষের কর্মতৎপরতা দেখে

৯. সব বন্ধুর মনের শঙ্কা দূর করল কে?

- বিধু খ) নিধু গ) বাদল ঘ) তিনু

১০. কার হাতের লেখা ভালো?

- ক) বিধুর খ) তিনুর গ) সিধুর ● বাদলের

১১. নিধুকে কে ধমক দিয়েছিল?

- ক) সিধু ● বিধু গ) তিনু ঘ) বাদল

১২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-

- i. পুরোহিতপুর গ্রামে ii. পিত্রালয়ে  
iii. মাতুলালয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ● iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. 'আজ এখানে দুটি ডালভাত খেও'-কাপালিকে বলা এ কথায় রয়েছে-

- সৌজন্যতা খ) সাম্যবাগিতা গ) ন্যায়বোধ ঘ) স্বজাত্যবোধ

১৪. বালকদের গুপ্ত মিটিং বসে বাদলদের-

- ক) চন্দ্রমন্ডপে ● নাটমন্দিরের কোণে  
গ) পাশের জামতলায় ঘ) বিচুলি গাদার পাশে

১৫. 'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল'- 'পড়ে পাওয়া গল্পে কাপালিকের উক্ত অনুভূতির কারণ কী?

- (ক) বাক্স হারানো (খ) বন্যায় আশ্রয়হীনতা  
(গ) ডাল-ভাতের আমন্ত্রণ ● বাক্স ফেরত পাওয়া

১৬. 'হীরামানিক জ্বলে'-কিশোর উপন্যাসটি রচনা করেন কে?

- (ক) সৈয়দ মুজতবা আলী (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) বিপ্রদাশ বড়ুয়া

১৭. ঘুড়ির মাপে কাটা কাগজগুলো কীসের আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছিল?

- (ক) আমের (খ) কাঁঠালের (গ) বাবলার ● বেলের

১৮. কোন চরের কাপালিরা বন্যার কারণে নিরাশ্রয় হয়ে গেল?

- (ক) মেহেরপুর ● অম্বরপুর (গ) বিঘুবপুর (ঘ) আজিবপুর

১৯. তেঁতুল গাছের ভূতের ভয় মন থেকে চলে যাওয়ার কারণ কী?

- (ক) সন্দেশ খাওয়ার পরিকল্পনা করায়  
(খ) প্রচন্ড শীতের প্রকোপে  
● পড়ে পাওয়া বাক্সের ভাবনায় ব্যস্ত থাকায়  
(ঘ) পড়ে পাওয়া বাক্সটি কীভাবে ভাঙতে হবে তাতে ব্যস্ত থাকায়

২০. ভাঙা নাটমন্দিরটি কাদের?

- বাদলদের (খ) লেখকদের (গ) বিধুদের (ঘ) তিনুদের

২১. 'দিব্য' শব্দের অর্থ কী?

- চমৎকার (খ) দিব্য (গ) নেহায়েত (ঘ) আলোকিত

২২. ডাবল টিনের বাক্সে যা থাকে তা হলো—

- i. টাকা কড়ি ii. গুপ্তধন  
iii. গহনা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) ii ● i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুল থেকে ফেরার সময় পুতুল রাস্তায় একটি মানিব্যাগ পেল। ফিরে গিয়ে, সে সরাসরি প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দিল।

২৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন রচনার প্রতি ইঙ্গিত করে?

- (ক) অতিথির স্মৃতি ● পড়ে পাওয়া  
(গ) সুখী মানুষ (ঘ) তৈলচিত্রের ভূত

২৪. উক্ত রচনায় প্রকাশ পেয়েছে—

- i. নৈতিকতাবোধ ii. জীবনপ্রেমের পরিচয়  
iii. মানবিকতাবোধ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

লেখক-পরিচিতি

//

২৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ১৮৯৪ (খ) ১৮৯৫ (গ) ১৮৯৬ (ঘ) ১৮৯৭

২৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- (ক) দিনাজপুর ● চক্ৰিশ পরগনা (গ) রাজশাহী (ঘ) খুলনা

২৭. কে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন? (জ্ঞান)

- (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
(গ) প্রমথ চৌধুরী ● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন কত সালে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯১০ (খ) ১৯১২ (গ) ১৯১৫ ● ১৯১৮

২৯. প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কত বছর পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন? (জ্ঞান)

- ক ২০ ● ২২ গ ২৪ ঘ ২৬
৩০. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি? (জ্ঞান)  
ক মেঘমল্লার খ তুণাসুর ● পথের পাঁচালী ঘ স্মৃতির রেখা
৩১. বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে কোন উপন্যাসটির নাম যুক্তিযুক্ত? (জ্ঞান)  
● অপরাজিত খ অক্টোপাস  
গ এলো সে অবেলায় ঘ ইছামতী
৩২. কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা? (জ্ঞান)  
ক অচল পদাবলী খ কুহেলিকা  
গ জীবন কথা ● মৌরীফুল
৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মারা যান? (জ্ঞান)  
ক ১৯২০ খ ১৯৩০ গ ১৯৪০ ● ১৯৫০
৩৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাহিত্যে কোন বিষয় অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে? (জ্ঞান)  
ক প্রকৃতি ও রাজনীতি ● প্রকৃতি ও মানবজীবন  
গ মানবজীবন ও রাজনীতি ঘ প্রকৃতি ও সমাজবাস্তবতা
৩৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে আনন্দ খুঁজে পান? (অনুধাবন)  
● সাহিত্য রচনায় খ গান রচনায়  
গ অভিনয় করে ঘ বই পড়ে

## ■ মূলপাঠ

//

৩৬. নৈতিক চেতনা ছাড়া ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?  
ক পারস্পরিক প্রতিদানের ● দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার  
গ পূজা-পার্বণের ঘ সামন্তদের বিলাস-ব্যসনের
৩৭. বিধু, সিধু, নিধু, তিনুদের মধ্যে বয়সে বড় ছিল কে? (জ্ঞান)  
● বিধু খ তিনু গ নিধু ঘ বাদল
৩৮. আকাশের কোন দিকে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ শোনা গেল? (জ্ঞান)  
ক পূর্ব ● পশ্চিম গ উত্তর ঘ দক্ষিণ
৩৯. বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে মেঘ ডাকার মানে কী? (অনুধাবন)  
ক ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা খ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা  
গ জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা ● কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা
৪০. বাড়ুষ্যেদের মাঠের বাগানে কী আম বিখ্যাত? (জ্ঞান)  
ক ফজলি আম খ ল্যাংড়া আম  
● চাঁপাতলীর আম ঘ রূপাতলীর আম
৪১. কালবৈশাখীর সময় শিলাবৃষ্টির মতো কী পড়ছিল? (জ্ঞান)  
ক জাম খ লিচু ● আম ঘ সফেদা
৪২. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কীসের ভায়ে একেকজন নুয়ে পড়ছিল? (জ্ঞান)  
● আম খ কাঁঠাল গ লিচু ঘ জাম
৪৩. লেখক কার সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরছিলেন? (জ্ঞান)  
ক তিনু ● বাদল গ নিধু ঘ বিধু
৪৪. লেখক কোন দিকের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন? (জ্ঞান)  
ক বাগানের ● নদীর ধারের  
গ স্কুলের পাশের ঘ মসজিদের পাশের
৪৫. কীসের ভয়ে লেখক ও বাদল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছিল? (জ্ঞান)  
ক পোকা খ ডালের আঘাত গ সাপ ● কাঁটা
৪৬. বাদলের পায়ে কী বেঁধে হেঁচট খেয়ে পড়ে গেল? (জ্ঞান)  
● একটি টিনের বাস্তু খ একটি গাছের ডাল  
গ একটি পাথর ঘ একটি বাঁশ
৪৭. পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ডাবল টিনের ক্যাশবাক্সে কী রাখে? (জ্ঞান)  
● টাকাকড়ি ও গহনা খ জমির দলিল ও টাকাকড়ি  
গ দামি কাপড় ও শীতের কাপড় ঘ দামি জিনিস ও পুরনো ছবি
৪৮. টিনের বাস্তু হাতে গল্পকথক ও বাদল কোথায় বসে পড়ল? (জ্ঞান)  
ক আমতলায় খ কাঁঠালতলায় ● তেঁতুলতলায় ঘ বাঁশতলায়

৪৯. কুড়িয়ে পাওয়া বাস্কাটি কোথায় লুকিয়ে রাখা হলো? (জ্ঞান)  
 ● বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় (খ) বিধুদের বাড়িতে মাটির নিচে  
 (গ) তিনুদের বাড়ির গোয়াল ঘরে (ঘ) সিধুদের বাড়ির বিচুলিগাদায়
৫০. 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে কোন ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে? (জ্ঞান)  
 (ক) গন্ধরাজ (খ) গোলাপ ● চাঁপাফুল (ঘ) রজনীগন্ধা
৫১. কোন ডোবায় ব্যাঙ ডাকছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) রহিমদের ডোবায় (খ) বাদলদের দিদিমার ডোবায়  
 ● নরহরি বোস্টমের ডোবায় (ঘ) গ্রামের উত্তর পাড়ের ডোবায়
৫২. কার নির্দেশমতো গুপ্ত মিটিং বসেছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) বাদল (খ) সিধু (গ) তিনু ● বিধু
৫৩. বিধু সবাইকে কী কেটে নিয়ে আসার হুকুম দিল? (জ্ঞান)  
 ● ঘুড়ির মাপে কাগজ (খ) ঘুড়ির মাপে কলাপাতা  
 (গ) টেবিলের মাপে কাপড় (ঘ) বইয়ের মাপে কাগজ
৫৪. বাস্কের মালিককে কোন বাড়িতে খোঁজ করার কথা বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) মলি-ক বাড়িতে ● রায় বাড়িতে (গ) খান বাড়িতে (ঘ) চৌধুরী বাড়িতে
৫৫. কাগজ তিনটি কীসের আঠা দিয়ে গাছে গাছে মেরে দেয়া হলো? (জ্ঞান)  
 ● বেলের আঠা (খ) কাঁঠালের আঠা  
 (গ) রাবারের আঠা (ঘ) বটগাছের আঠা
৫৬. নিরাশ্রয় লোকটিকে দু আড়ি ধান কারা ধার দিয়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) বাদলরা (খ) নিধুরা (গ) আকাসরা ● গোয়ালারা
৫৭. নিরাশ্রয় লোকটি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে কী বেচে ফিরছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) চুঁচুস (খ) কুমড়া (গ) শাক ● পটোল
৫৮. টিনের বাস্ক কত টাকার গহনা ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) সাড়ে তিনশ টাকার ● আড়াইশ টাকার  
 (গ) পাঁচশ টাকার (ঘ) তিনশ টাকার
৫৯. টিনের বাস্কটিতে পটোল বিক্রির কত টাকা ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) ত্রিশ (খ) চল্লিশ ● পঞ্চাশ (ঘ) একশত
৬০. টিনের বাস্কটি কী রঙের ছিল? (জ্ঞান)  
 ● সবুজ (খ) লাল (গ) বুপালি (ঘ) সোনালি
৬১. 'পড়ে পাওয়া' গল্পে সবাই কার সম্পর্কে উকিল হওয়ার ধারণা করত? (জ্ঞান)  
 (ক) তিনু (খ) বাদল ● বিধু (ঘ) সিধু
৬২. বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ● ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তির জন্য (খ) গায়ের ময়লা পরিষ্কারের জন্য  
 (গ) পুকুরে পানি না থাকার জন্য (ঘ) মাছ ধরার জন্য
৬৩. ঝড়ের সময় বড় বড় আমবাগানের তলাগুলো ছেলেমেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) পাতা কুড়ানোর জন্য (খ) ঝড়ের হাত হতে বাঁচার জন্য  
 (গ) আম পাড়ার জন্য ● আম কুড়ানোর জন্য
৬৪. বাদল ও লেখক সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে পথ ডিঙিয়ে চলছিল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) নোনাগাছের ডালে ব্যথা পাবার ভয়ে  
 ● সাঁইবাবলার কাঁটা ফুটবার ভয়ে  
 (গ) বড় কোনো পোকাকর কামড়ের ভয়ে  
 (ঘ) সাপের কামড়ের ভয়ে
৬৫. লেখক ও বাদল বাস্কটি ভাঙতে অস্বীকৃতি জানাল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) বিপদ হবে বলে ● অধর্ম হবে বলে  
 (গ) বাবা-মার বকা শুনবে বলে (ঘ) গ্রামের লোক চোর বলবে বলে
৬৬. বাদলদের দলের গুপ্ত মিটিং বসল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) বাস্কের ভিতরের টাকা সকলকে ভাগ করে দেবার জন্য  
 ● বাস্কের মালিককে খুঁজে পাবার উপায় বের করার জন্য  
 (গ) বাস্কের তালটি ভাঙার উপায় বের করার জন্য  
 (ঘ) বাস্কের ভেতরের জিনিসগুলো বের করার জন্য
৬৭. বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত কেন? (অনুধাবন)



৬৮. (ক) বড় বড় বলে (খ) অধিক মিষ্টি বলে  
(গ) কাঁচামিঠা বলে (ঘ) প্রচুর পাওয়া যায় বলে  
লেখকের পিতার কাছে দুজন প্রজা কেন এসেছিল? (অনুধাবন)  
(ক) নালিশ করার জন্য (খ) হুমকি দেয়ার জন্য  
(গ) টাকা নেয়ার জন্য (ঘ) চাকরির জন্য

৬৯. কাপালি কেন গহনা গড়িয়ে এনেছিল? (অনুধাবন)  
(ক) স্ত্রীকে খুশি করার জন্য (খ) ছোট মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য  
(গ) বড় মেয়েকে দেয়ার জন্য (ঘ) দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য

৭০. অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল কেন? (অনুধাবন)  
(ক) ভীষণ বন্যার কারণে (খ) ঝড়ের কারণে  
(গ) অধিক বৃষ্টির কারণে (ঘ) নদীভাঙনের কারণে

৭১. নিরাশ্রয় লোকটি কথকের বাবার কাছে এসেছিল কেন? (অনুধাবন)  
(ক) চাকরির খোঁজে (খ) চালের খোঁজে  
(গ) সাহায্যের খোঁজে (ঘ) বাজের খোঁজে

৭২. বৈশাখ মাসে দূর পশ্চিম আকাশে শীর্ণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু বুঝতে পারল কালবৈশাখী ঝড় আসবে। এতে তার কোন গুণটি প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা (খ) বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা  
(গ) সচেতনতা ও সহনশীলতা (ঘ) জ্ঞান ও গরিমা

৭৩. দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে বন্ধু মহলে রতনকে সবাই মেনে চলে। রতনের সঙ্গে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
(ক) বিধু (খ) তিনু (গ) বাদল (ঘ) সিধু

৭৪. আসলাম ও রাতুল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে চলার পথে একটি মানি ব্যাগ পেল। কিন্তু তারা দুজনই তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আসলাম ও রাতুলের চরিত্র ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
(ক) নিধু ও সিধু (খ) নিধু ও তিনু  
(ক) লেখক ও বাদল (ঘ) বিধু ও বাদল

৭৫. বিধু ও তার দল সকলে বাস্কাটি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে একমত হলো এবং তারা বাস্কের মালিককে খোঁজার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এ আচরণ দ্বারা তাদের কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) নিষ্ঠার (খ) এক্যবদ্ধতার  
(ক) দায়িত্বশীলতার (ঘ) একাগ্রতার

৭৬. বাস্ক নিজেই বলে দাবি করা লোকটি বিধুকে চৌকিদারের ভয় দেখালেও বিধু তাকে বাস্কটি দিল না। বিধুর এ আচরণ দ্বারা তার কোন গুণের প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) কর্তব্যপরায়ণতা (খ) সাহসিকতা  
(ক) চারিত্রিক দৃঢ়তা (ঘ) বিচক্ষণতা

৭৭. রহমান নামে এক দরিদ্র লোক বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে রসুলপুরের চেয়ারম্যানের কাছে চাকরির খোঁজে গেল। রহমানের সঙ্গে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কার চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
(ক) নির্বিষখোলার গোয়াল (খ) চৌকিদারের  
(ক) বন্যায় সর্বস্বান্ত কাপালির (ঘ) কালো মতো রোগা লোকটির

৭৮. বাস্কের মালিককে বাস্কটি হস্তান্তর করে দেয়ার সময় বিধু সাশী হিসেবে সিধু ও তিনুকে নিয়ে আসল। বিধুর এ আচরণের দ্বারা তার কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ ও বুদ্ধিমত্তা (খ) কর্তব্যপরায়ণতা ও একতা  
(গ) সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা (ঘ) দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা

৭৯. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে লেখক ও বাদলের চরিত্র হতে শিগ্গী বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) নিষ্ঠা ও দানশীলতা (খ) সম্মান ও কর্তব্যপরায়ণতা  
(ক) লোভহীনতা ও সততা (ঘ) ধৈর্যশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা

৮০. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বিধু চরিত্রটি থেকে শিগ্গী বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা (খ) সততা ও নিষ্ঠা  
(গ) সহনশীলতা ও দয়া (ঘ) ভালোবাসা ও করুণা

৮১. তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে বাদল ও লেখক আশ্রয় নিল কেন? (অনুধাবন)  
(ক) ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য (খ) ঝড়ের ঝাঁপটা থেকে বাঁচার জন্য  
(গ) শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য (ঘ) স্কুল পালাবার জন্য

৮২. মনিরা ও প্রিয়া দুজনে রাস্তায় একটি গহনার বাস্তু কুড়িয়ে পেলে মনিরা এগুলো বিক্রি করে সুন্দর জামা কেনার প্রস্তাব করল। মনিরার সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

(ক) গল্প কথকের (খ) বাদলের (গ) তিনুর (ঘ) সিধুর

৮৩. বাস্তুটি পাবার পর লেখক ও বাদল সবার সাথে একত্রিত হয়ে মিটিং করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের এ আচরণের মাধ্যমে কীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) এক্যচেতনার (খ) পরোপকারিতা (গ) ধৈর্যশীলতার (ঘ) কর্মনিষ্ঠার

■ শব্দার্থ ও টীকা //

৮৪. ‘বিচুলি গাদা’ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

(ক) ধানের খড়ের স্তূপ (খ) কাঠের স্তূপ  
(গ) ধানের স্তূপ (ঘ) আখের খেত)

৮৫. ‘কাপালি’ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

(ক) জোড় কপালবিশিষ্ট (খ) তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়  
(গ) সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় (ঘ) সমগ্র যোগী সম্প্রদায়)

৮৬. হরিনাম সংকীর্তন করে যে জীবিকা অর্জন করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

(ক) বৈষ্ণব (খ) বৈদ্য (ক) বৌদ্ধ (ঘ) কাপালি

■ পাঠ-পরিচিতি //

৮৭. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোরদের কাজের মাধ্যমে কোনটির প্রকাশ লক্ষ করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) এক্যচেতনা (খ) ধৈর্যশীলতা (গ) শৃঙ্খলা (ঘ) একাত্মতা

৮৮. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্প বিভূতিভূষণের কোন সময়ের? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) কর্মজীবনের স্মৃতি (খ) শৈশব স্মৃতি  
(গ) বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি (ক) কৈশোর স্মৃতি

৮৯. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোরদের কাজের মধ্যে কোন নৈতিক গুণটির প্রকাশ লক্ষণীয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) দায়িত্বশীলতা (খ) পরিশ্রমপ্রিয়তা (গ) ধৈর্যশীলতা (ঘ) পরোপকারিতা

৯০. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের লেখকের নাম কী? (জ্ঞান)

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

## ■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ লেখক-পরিচিতি //

৯১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যে বিষয়ের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে— (অনুধাবন)

i. প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ii. গ্রামবাংলার মানুষের জীবনচরণ  
iii. হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনচরণ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিশোর উপন্যাস হলো— (অনুধাবন)

i. চাঁদের পাহাড় ii. পথের পাঁচালী  
iii. হীরামানিক জ্বলে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (ক) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস— (অনুধাবন)

i. আরণ্যক ii. ইছামতী  
iii. তাল নবমী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্পগ্রন্থ— (অনুধাবন)

i. তৃণাঙ্কুর ii. মেঘমল্লার  
iii. স্মৃতির রেখা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ক) i, ii ও iii

■ মূলপাঠ

//

৯৫. মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু নদীর জলে নামতে নিষেধ করল যে কারণে— (অনুধাবন)

i. বাড় উঠবে বলে

ii. আম কুড়াতে যাবে বলে

iii. ভয় পেয়েছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

৯৬. ঝড় উঠলে বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে ভিড় হয়— (অনুধাবন)

i. আম কুড়ানোর জন্য

ii. চাপাতলীর মিষ্টি আমের জন্য

iii. গাছের তলায় আশ্রয় নেয়ার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

৯৭. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে ভীষণ বন্যায় যা ভেসে যেতে দেখা গেল— (অনুধাবন)

i. বড় বড় গাছ

ii. দু-একটা গরু

iii. খড়ের চালাঘর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

৯৮. বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল— (অনুধাবন)

i. ডবল টিনের ক্যাশবাক্স দেখে

ii. বাক্সে ঢাকাকড়ি থাকতে পারে ভেবে

iii. বাক্সে গহনা থাকতে পারে ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

৯৯. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বয়োজ্যেষ্ঠরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়— (অনুধাবন)

i. কিশোরদের সততা দেখে

ii. কিশোরদের নিষ্ঠা দেখে

iii. কিশোরদের কর্তব্যবোধ দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

১০০. গল্পকথক বাস্তুটি পাবার পরও গরিব মানুষের মনে করে ও অধর্ম হবে ভেবে বাস্তুটির তাল ভাঙতে অস্বীকৃতি জানায়। এ আচরণ দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সততার

ii. ধার্মিকতার

iii. নিষ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১০১. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পটির তাৎপর্য হলো—(উচ্চতর দক্ষতা)

i. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সকরে মাঝে জীবপ্রেম জাগ্রত হয়

ii. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার নৈতিক চেতনার উন্মোচন হয়

iii. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার সততা ও নিষ্ঠা জাগ্রত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

১০২. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধুর চরিত্র হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—(উচ্চতর দক্ষতা)

i. বিচণ্ণতা

ii. তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ

iii. চারিত্রিক দৃঢ়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

■ শব্দার্থ ও টীকা

//

১০৩. 'অপ্রতিভভাবে' বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)  
 i. আশাতীতভাবে ii. বিব্রত  
 iii. লজ্জিতভাবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৪. দিব্যি বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)  
 i. চমৎকার ii. আশাতীতভাবে  
 iii. অভূত  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ পাঠ-পরিচিতি //

১০৫. 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠের শিক্ষণীয় বিষয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. কর্তব্যপরায়ণতা বৃদ্ধি ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণ  
 iii. নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. কিশোরদের বিচক্ষণতার প্রকাশ  
 ii. কিশোরদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ  
 iii. কিশোরদের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আকাশে অনেকগুলো তারা দেখে মাসুদ তার ছোট বোনকে বলল যে, আজ বৃষ্টি হবে না। মাসুদের ছোট বোন দেখল দুপুরে মেঘ থাকলেও কোনো বৃষ্টি হয়নি।

১০৭. উদ্দীপকের মাসুদের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন কিশোরের মিল আছে?

ক কথক খ নিধু ● বিধু ঘ বাদল

১০৮. উদ্দীপকের মাসুদ ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের উক্ত কিশোরের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায়—

i. সহানুভূতিশীল ii. বুদ্ধিমান

iii. প্রতিনিধিত্বকারী ও বিজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনি ও জনি মাঠে ফুটবল খেলার সময় একটি মানিবাগ পেল। ব্যাগে অনেক টাকা ছিল। তারা ব্যাগে কোনো ঠিকানা না পেয়ে মাঠের পাশে ব্যাগ পেয়েছে বলে ৫-৬টি সাইনবোর্ড লাগাল ও কাছের থানায় খবরটি জানাল এবং ব্যাগটি আমানত হিসেবে সাবধানে রাখল।

১০৯. মনি ও জনির ঘটনার সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কাদের ঘটনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

● লেখক ও বাদলের টিনের বাস্তু পাবার ঘটনাটি

খ বিধুর কালবৈশাখী ঝড়ের আগাম খবর দেয়ার ঘটনাটি

গ বিধু, তিনু, মিঠু, বাদল সকলের গোপন মিটিং করার ঘটনাটি

ঘ বিধুর দলের আম কুড়ানোর ঘটনাটি

১১০. 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে মনি ও জনির আচরণ হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সততা ii. দায়িত্বশীলতা iii. কর্তব্যপরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজিব ও মামুন একটি যাত্রী ছাউনিতে বসে আছে বাসের জন্য। রাজিব হঠাৎ দেখল তার পেছন দিকে একটি কালো রঙের ব্রিফকেস পড়ে রয়েছে। সে মামুনকে সেটির ভেতর কী আছে দেখতে বলল। কিন্তু মামুন তাকে জানাল যে, এটি করা মোটেও ঠিক হবে না। এটি কোনো দরিদ্র

অসহায় লোকেরও হতে পারে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যেকোনোভাবে হোক ব্রিফকেসের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে ব্রিফকেসটি ফেরত দেবে।

১১১. উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনাকে ইঙ্গিত করে? (প্রয়োগ)

● পড়ে পাওয়া

খ) তৈলচিত্রের ভূত

গ) মংডুর পথে

ঘ) অতিথির স্মৃতি

১১২. উদ্দীপক ও উক্ত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে—(উচ্চতর দক্ষতা)

i. সততা

ii. শৃঙ্খলাবোধ

iii. নির্লোভ মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ)

i,

ii

ও

iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আরিফ ট্যাক্সিক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ পড়ে আছে সিটের ওপর। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল। নিরুপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।

ক. ‘পড়ে পাওয়া’ কী ধরনের রচনা?

খ. ‘ওর মতো কত লোক আসবে’। বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়?—বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. কলেবরে গুঁদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।—মূল্যায়ন কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ‘পড়ে পাওয়া’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প।

খ. ‘ওর মতো কত লোক আসবে’— ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বিধু, লোভী চরিত্রের মানুষদের উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলেছে।

আম কুড়াতে গিয়ে একটি বাস্ক কুড়িয়ে পেয়ে বিধু ও তার বন্ধুরা মিলে বাস্কটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে কাগজে খবরটি লিখে রাস্তার ধারে গাছে গাছে লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে নানা ধরনের অসৎ লোকেরা ভুয়া মালিক সেজে আসতে থাকে। প্রকৃত অর্থে লোভ সামলাতে না পেরে নিজেদের বাস্ক না হওয়া সত্ত্বেও তারা বাস্ক নিতে আসে। এসব লোভী অসৎ মানুষদের উদ্দেশ্যে বিধু এ মন্তব্যটি করেছে।

গ. সং ও দায়িত্বশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরিফকে বিধু চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধুরা বাস্কের প্রকৃত মালিকের কাছে বাস্কটি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লিফলেট ছাপিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। এতে তাদের নির্লোভ মনমানসিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের আরিফ ট্যাক্সিক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় গাড়ির ভেতরে একটি মানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এবং ব্যাগে অনেক ডলার দেখতে পায়। কিন্তু সে লোভের বশবর্তী না হয়ে মালিককে ব্যাগটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর ব্যবস্থা করে।

কোথাও কোনো জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া মানব চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। এই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণটিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের আরিফ এবং গল্পের বিধুদের মধ্যে। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়— নৈতিকতা ও সং মানসিকতার দিক থেকে আরিফ ও বিধু চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. “কলেবরে গুঁদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।”—মন্তব্যটি যথার্থ।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের লেখক এ গল্পটিতে একদল কিশোরের নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

গল্পে এক ঝড়ের রাতে বাদল ও গল্পকথক একটি টিনের বাস্ক কুড়িয়ে পায়। বিধুর নেতৃত্বে একদল গ্রাম্য কিশোর লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে সেই টিনের বাস্কের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করতে তৎপর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তারা টিনের বাস্কের প্রকৃত মালিক খুঁজেও পায় এবং তাকে টিনের বাস্কটি ফিরিয়ে দেয়। উদ্দীপকের আরিফও তার ট্যাক্সিক্যাবে কোনো এক আরোহীর ফেলে যাওয়া মানিব্যাগটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তা এ সততা ও নৈতিকতারই পরিচায়ক।

সততা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা এগুলো একজন সং লোকের গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এসব আদর্শে উজ্জীবিত মানুষ নৈতিক চেতনায় সবার উর্ধ্বে থাকেন। আর এ আদর্শেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের আরিফের মধ্যে।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল বিষয় সত্যতা ও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন উদ্দীপকের স্বল্প পরিসরে আরিফের মধ্যে উঠে আসায় প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সন্ধ্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আখালে ঢুকছে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এলো না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুণের মধ্যে দু ভাই দাদুর পরামর্শমতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

- ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত?
- খ. ‘দুজনেই হঠাৎ ধর্মিক হয়ে উঠলাম।’ কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফাঁকার ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের দাদু যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ- বিশ্লেষণ কর।

**▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিপ্রেমী ও জীবনধর্মী লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত।

খ. ‘দুজনেই হঠাৎ ধর্মিক হয়ে উঠলাম’- কথাটিতে কিশোরদের সং ও নির্লোভ মানসিকতার দিকটিকে বোঝানো হয়েছে।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে এ দুজন হচ্ছে বাদল এবং গল্পকথক। আম কুড়াতে গিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া বাস্কাটি হয়তো কোনো গরিব লোকের হবে, সে হয়তো বাস্কের চিন্তায় রাতে ঘুমোচ্ছে না, তার কষ্ট হবে এই চিন্তা করে কথক বাদলকে বাস্কের তালা ভাঙতে নিষেধ করে এবং বাস্কাটি ফেরত দেয়ার কথা চিন্তা করে। গরিব মানুষের প্রতি তাদের এ ভালোবাসা ও সহানুভূতি ধর্মেরই অঙ্গ। তাই বলা হয়েছে, দুজনেই হঠাৎ ধর্মিক হয়ে উঠলাম।

গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফাঁকার ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধু, নিধু, বাদলদের কাছে কাগজের লিফলেট লাগানোর ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ। সত্যতা, নির্লোভ মানসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি মানব চরিত্রের মহৎ গুণ। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পটির মধ্যে এই নীতিবোধগুলোর প্রকাশ লক্ষণীয়। লেখক এখানে গল্প বলার ছলে একদল কিশোরের নির্লোভ ও দায়িত্বশীল মানসিকতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পে বিধুরা নদীর ধারে রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে কাগজের লিফলেট লাগায়। কারণ তারা বাস্কের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে বাস্কাটি ফেরত দিতে চায়। এর মধ্য দিয়ে তাদের উন্নত নৈতিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে রফিক ও শফিকের বাড়িতে নিজেদের ছাগলের সঙ্গে অন্য একজনের ছাগল আখালে ঢুকে পড়ে। তাই তারা দাদুর পরামর্শমতো ছাগলের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার জন্য চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দেয়-যার ছাগল সে যেন এসে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। সূতরাং রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফাঁকার ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বাস্কাটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গাছে লিফলেট টানানোর ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ. “উদ্দীপকের দাদু যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ” মন্তব্যটি যথার্থ।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কিশোরদের ঐক্যচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরদের এমন সত্যতা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। গল্পকার কিশোরদের চরিত্রের দ্বারা আলোচ্য চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা বাস্কের মালিককে খুঁজে বের করে তার হাতে বাস্কাটি বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

উদ্দীপকের রফিক, শফিক দাদুর কথামতো মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে ছাগল পাওয়ার ঘোষণার প্রচার করে। কারণ দাদু জানে ছাগলটি তাদের নয়, আর যে ব্যক্তির ছাগলটি হারিয়েছে সে হয়তো ছাগলের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারবে না। তাই তিনি তাদেরকে ঘোষণা দিতে বলেন। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি ছাগলটি নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তার নির্লোভ মানসিকতা এবং কর্তব্যবোধ তাকে সত্যতার ব্যাপারে অটল থাকতে সাহায্য করেছে, যা গল্পের মূল চেতনাকে ধারণ করেছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দাদু ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেতনার প্রতিভূ।



**নির্বাচিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**



**প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

অর্ণব তার মায়ের অপারেশনের টাকা জোগাড় করার জন্য দিশেহারা। হঠাৎ সে হাসপাতালের সিঁড়িতে পাঁচশ টাকার এক বাউল নোট দেখতে পায়। তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। পরক্ষণেই যার টাকা তার কথা ভেবে সে মর্মান্বিত হয়। অবশেষে সে টাকাগুলো থানায় জমা দেয় এবং প্রকৃত মালিক তা ফেরত পায়।

ক. বালকদের মধ্যে কার হাতের লেখা ভালো ছিল? ১

খ. “দুজনে হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।”- ব্যাখ্যা কর।

২

?

গ. উদ্দীপকের অর্ণবের সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের  
কিশোরদের সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. “উদ্দীপকটিতে যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেনারই  
সন্ধান মেলে।”- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

#### ৳ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ৳

ক. বালকদের মধ্যে বাদলের হাতের লেখা ভালো।

খ. পাঠ্যপুস্তকের ২নং অনুশীলনী অংশের ‘খ’ নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. কুড়িয়ে পাওয়া অর্থসম্পদ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে গল্পের কিশোরদের সাথে উদ্দীপকের অর্ণবের সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থসম্পদের প্রতি লোভ চিরন্তন। তা পড়ে পাওয়া বা যেকোনোভাবেই হোক না কেন। তবে এ লোভ সংবরণের জন্য ভালো মানসিকতার অপকারী হতে হয়। এ ধরনের মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে উদ্দীপকের অর্ণব ও গল্পের কিশোররা। উদ্দীপকের অর্ণব মায়ের অপারেশনের টাকার ভাবনায় অস্থির। এ অবস্থায় হাসপাতালের সিঁড়িতে পেয়ে যায় অনেক টাকা। সে ক্ষণিকের জন্য উৎফুল্ল হলেও টাকার মালিকের কথা ভেবে পরক্ষণেই মর্মান্বিত হয়। যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে প্রকৃত মালিককে টাকা ফিরিয়ে দেয় সে। গল্পের কিশোররাও পড়ে পাওয়া অর্থসম্পদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, অর্ণব ও কিশোরদের ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. “উদ্দীপকটিতে যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চেনারই সন্ধান মেলে।” উক্তিটি যথার্থ।

লোভ লালসা জীবনেরই অনুষঙ্গ। তারপরও নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা থাকবে। থাকবে মানবীয় গুণের বহিঃপ্রকাশ। এ চেনারই মূর্ত প্রতীক উদ্দীপকের অর্ণব ও পড়ে পাওয়া গল্পের কিশোররা। তাদের মধ্যে লোভ থাকলেও কেউই লোভের কাছে নতি স্বীকার করেনি। উদ্দীপকের অর্ণবের মায়ের অপারেশন। টাকা জোগাড় করতে না পেরে সে দিশেহারা। এ পরিস্থিতিতে হাসপাতালের সিঁড়িতে অনেক টাকা পেয়েও অর্ণব লোভ সংবরণ করেছে। মায়ের চিকিৎসার খরচ হিসেবে ব্যবহার না করে প্রকৃত মালিককে তার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছে। অর্ণবের এ চেনাই প্রতিফলিত হয়েছে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোরদের মধ্যে। তারা পড়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ প্রথমে ভোগ দখলের চিন্তা করলেও পরক্ষণে সে চিন্তা বিসর্জন দিয়েছে। প্রকৃত মালিকের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ চেনায় অর্ণবের চেনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন -৪ ৳ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিকশাওয়ালা জাভেদ রাস্তায় ব্যাগ ভর্তি টাকা পড়ে পেল। প্রথমে সে মনে করল এই টাকা দিয়ে সে ব্যবসা করে বড়লোক হবে। কিন্তু সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ভাবল যার টাকা সে কতটা কষ্ট পাচ্ছে। একথা ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল যে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রকৃত মালিককে টাকা ফিরিয়ে দিবে। এজন্য সে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিল।

ক. ‘পত্রপাঠ বিদায়’ কথাটির অর্থ কী? ১

খ. ‘এখন জলে নামব না’-কথাটির প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা কর।

২

?

গ. উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের যে  
দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে জাভেদের মনোভাব ও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের  
বালকদের অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।”- উক্তিটির  
যথার্থতা বিচার কর। ৪

#### ৳ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ৳

ক. ‘পত্রপাঠ বিদায়’ কথাটির অর্থ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ বিদায়।

খ. ঝড় শুরু হতে পারে সে কারণে বিধু বন্ধুদেরকে বলেছিল ‘এখন পানিতে নামব না।’

কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হলে আম কুড়ানোর আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। বিশেষ করে বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম যেমন সুস্বাদু, তেমনি মিষ্টি। বন্ধুদের মধ্যে বিধুর কথা সকলে মানে। তাই যদি ঝড় শুরু হয় তাহলে আম কুড়াতে হবে, শুধু শুধু আর নদীতে স্থান করে লাভ নেই। বিধুর বিজ্ঞতাসুলভ উক্তিটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।



গ. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক কিশোরদের সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ। গল্পের এ দিকটির সাথে উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

লোভ সহজাত হলেও উদ্দীপক ও গল্পে তা ক্ষণস্থায়ী হয়েছে দায়িত্বশীলতার কাছে। বয়সে ছোট হলেও গল্পের কিশোররা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে পড়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। অনুরূপ দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছে রিকশাওয়ালা জাভেদ।

উদ্দীপকের রিকশাওয়ালা জাভেদ ব্যাগভর্তি টাকা পেয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের কাছে সব স্বপ্ন যেন ধুলিসাৎ হয়ে যায়। সে প্রকৃত মালিকের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপ পরিকল্পনা দেখা যায় গল্পের কিশোরদের মধ্যে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জাভেদের সিদ্ধান্ত ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. “উদ্দীপকের জাভেদের মনোভাব ও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বালকদের অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।” উক্তিটি যেকোনো বিচারেই যথার্থ।

মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত মানবিক বোধের পরিচয় দেয়। স্বার্থের বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হয়ে ওঠে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এ ধরনের দৃষ্টান্তের দেখা পাওয়া যায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে।

উদ্দীপকের জাভেদ রিকশাওয়ালা। অবর্ণনীয় কষ্টে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। এ অবস্থায় ব্যাগভর্তি টাকা তার চরম প্রার্থিত। যে টাকার লোভ সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু উন্নত মানবিকতাবোধসম্পন্ন জাভেদ তার মনোভাব পাশ্চাত্য ফেলে। সে উন্নত কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়। তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে যে ব্যক্তির টাকা হারিয়েছে তার কষ্টের চিত্র। এ মনোভাবের যথাযথ মূল্য দিয়ে সে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় প্রকৃত মালিককে টাকা ফিরিয়ে দিতে। অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বালকদের অনুভূতিতে। বালকরা অর্থ সম্পদ পেয়ে তা ভোগের চিন্তা পরিহার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

জসিম মাইক্রোবাস চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার এক যাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা তার গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেল, একটি তালা বন্ধ সুটকেস পড়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া না যাওয়ায় সে ঘটনা কাগজে লিখে প্রচার করল।

- ক. পড়ে পাওয়া কী ধরনের রচনা? ১  
খ. “ওর মত কত লোক আসবে”—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

?

- ২  
গ. উদ্দীপকে জসিমকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়? ৩  
ঘ. “জসিমের ঘটনাটি শ্রদ্ধা হলেও চরিত্রটি পড়ে পাওয়া গল্পের মূল চরিত্রকেই লালন করে আছে”—মূল্যায়ন কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

[বোড বই সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। শুধু আরিফের জায়গায় জসিম হবে এবং ট্যাক্সি ক্যাব চালকের স্থলে হবে মাইক্রো বাস চালক আর মানিব্যাগের স্থলে হবে তালাবন্ধ সুটকেস]



**অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**



**প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রাস্তায় যাওয়ার পথে একটি লোককে চিৎকার করে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়ায় মুহসীন। কী হয়েছে জানতে চাইলে লোকটি বলে একটি চোর তার মানিব্যাগ চুরি করেছে। মুহসীন চারদিকে তাকিয়ে চোরের গতিবিধি লক্ষ্য করে তার পিছু নিল। অনেক কষ্টে চোরটিকে ধরল, কিন্তু ততক্ষণে মানিব্যাগের মালিক অন্যত্র চলে গেল। মানিব্যাগ ভর্তি টাকা ছিল। মানিব্যাগে পাওয়া ঠিকানা অনুযায়ী টাকাসহ মানিব্যাগটি ফেরত দিয়ে আসল মুহসীন।

- ক. কোথায় ভূত আছে বলে সবাই জানে? ১  
খ. কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো! উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২  
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ‘সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মুহসীন মানিব্যাগ ফেরত দিয়েছিল’— ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. তেঁতুলগাছে ভূত আছে বলে সবাই জানে।



- খ. ‘কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো!’- উক্তিটি দ্বারা গ্রামবাংলার বৈশাখের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কালবৈশাখীর ঝড় এলেই গ্রামের দূরন্ত ছেলেরা আম কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কালবৈশাখী মানেই ধ্বংস আর দুর্যোগের ঘনঘটা। কিন্তু বিভীষিকাময় এ ঝড়ও ছেলেমেয়েদের দূরন্তপনার কাছে পরাজিত হয়। বৈশাখে আম পাকে। আর দূরন্ত গতির হাওয়ায় সেসব পাকা আম টপাটপ গাছ থেকে ঝরে পড়ে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শত দুর্যোগের মধ্যেও মনের আনন্দে সেসব আম কুড়ায়।
- গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোরদের বাস্তু পেয়ে সেটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে। গল্পে লেখক ও বাদল এক ঝড়ের রাতে একটি টিনের বাস্তু পায়। এ বাস্তুটি তারা নিজেরা আত্মসাৎ না করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং অবশেষে তারা সফল হয়। প্রকৃত মালিকের কাছে শেষ পর্যন্ত বাস্তুটি ফিরিয়ে দেয় কিশোররা। উদ্দীপকে দেখা যায়, মুহসীন রাস্তায় কাঁদতে দেখা লোকটিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য সে চোরের পেছনে ছোটে। অবশেষে কান্নারত লোকটির মানিব্যাগ সংগ্রহ করে তাতে প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও সে মানিব্যাগটি লোকটিকে ফেরত দিতে চায়। লোকটিকে না পেয়ে তার ঠিকানামতো মানিব্যাগটি পৌছে দেয়। পথেঘাটে বা অন্য কোথাও কারও কোনো জিনিস পেলে তা মালিকের কাছে পৌছে দেয়াই প্রকৃত বিবেকবান মানুষের কাজ। এমনই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে ও উদ্দীপকে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বাস্তু ফেরত দেয়ার ঘটনাটিকেই ইঙ্গিত করে।
- ঘ. সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মুহসীন মানিব্যাগ ফেরত দিয়েছিল। মন্তব্যটি যথার্থ। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে গল্পকথক ও তার বন্ধু একটি টিনের বাস্তু পড়ে পায়। ইচ্ছা করলে তারা এটি নিজেরা নিতে পারত। কিন্তু সততায় উৎসাহিত হয়ে নির্লোভ মানসিকতা থেকে তারা দায়িত্বশীলতার সাথে প্রকৃত মালিককে বাস্তুটি ফেরত দেয়। বর্তমান সমাজে লোভ ও অসততা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্দীপকে রাস্তায় যাওয়ার পথে একজন লোকের মানিব্যাগ চুরি হলে সেটি উদ্ধারে মুহসীন চোরের পিছু নেয়। কিন্তু মানিব্যাগ উদ্ধার করে নিয়ে এসে সেই লোকটিকে আর পায় না। সে ইচ্ছা করলে এই মানিব্যাগ নিজেই হস্তগত করতে পারত। কিন্তু সততা ও নির্লোভ মানসিকতা থাকলে কেউ অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করতে পারে না। সততা এবং নির্লোভ মানসিকতা মানুষকে সত্যিকারের মানুষে উন্নীত করতে পারে। এই মানসিকতার কারণেই মুহসীন মানিব্যাগে পাওয়া ঠিকানা অনুযায়ী ব্যাগের মালিককে ব্যাগটি ফেরত দিয়ে আসে। এই উন্নত নীতিবোধেরই প্রকাশ দেখা যায় উদ্দীপক এবং ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে। সুতরাং বলা যায়, সততা ও নির্লোভ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই উদ্দীপকের মুহসীন ও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কিশোররা প্রকৃত মালিককে জিনিসটি ফেরত দেয়।

#### প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাঠে অনেক শিশু-কিশোর মিলে খেলা করছিল। হঠাৎ মিল্টন বলল তার বলটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের মধ্যে শফিক ছিল সবাইর বড়। তাই শফিক মিল্টনকে শান্ত হতে পরামর্শ দিল। এবং সবাইকে বলল, বলটি খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। শফিকের নির্দেশমতো সবাই বল খোঁজা শুরু করল এবং বিজু বলটি খুঁজে পেয়ে মিল্টনকে দিয়ে দিল।

- ক. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১
- খ. ‘অলক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ।’ উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের শফিকের সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছে- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পটি লেখকের ‘নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।
- খ. ‘অলক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ।’ ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বিধু সম্পর্কে লেখক উক্তি করেছিলেন। একদিন পশ্চিম আকাশে মেঘের ক্ষীণ গুড় গুড় আওয়াজ শুনে বিধু বুঝতে পারে এটি ঝড়ের পূর্বাভাস। তার সঙ্গীরা প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করেনি কিন্তু বিধু চাঁপাতলীর আম কুড়াতে একাই যেতে চাইলে সবাই ততক্ষণে তার সাথে একমত হয়। এর কিছুক্ষণ পরই প্রচণ্ড বেগে ঝড় শুরু হয়। এ প্রসঙ্গেই গল্পকথক বলেন, ‘অলক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ।’
- গ. সৎ মানসিকতা এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের দিক থেকে উদ্দীপকের শফিকের সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধু চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বিধুর নির্দেশেই অন্যরা আম কুড়াতে গিয়েছিল এবং কুড়িয়ে পাওয়া টিনের বাস্তুটির মুখ খোলা থেকে বিরত করেছিল। পরে বিধুর নির্দেশেই বাস্তুটি যথাযোগ্য মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং অনেকদিন অপেক্ষার পর বাস্তুটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে বিধুই গল্পের মূল নায়ক এবং দলনেতা হিসেবে গল্পের অন্য চরিত্রগুলো বিধুকে মান্য করেছে। দলনেতার নির্দেশমতো কাজ করে তারা সুন্দর ও সুচারুভাবে একটি মহৎ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিল্টনের বলটি হারিয়ে গেলে শফিক বিজ্ঞের মতো মিল্টনকে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। সবাইকে বলটি খুঁজে বের করতে বলে। তার নির্দেশমতো বলটি খুঁজে বের করে মিল্টনকে ফেরত দেওয়া হয়। এখানে শফিক বিধুর মতো দলনেতা হয়ে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। তাই বলা যায় যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের শফিক চরিত্রের সাথে বিধু চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছে- মন্তব্যটি যথার্থ।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো কিশোরদের সুদৃঢ় নৈতিক অবস্থান। এ গল্পে কিশোরদের ঐক্যচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কিশোরদের সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ ও তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া ঐক্যচেতনা ও নেতার নির্দেশ মান্য করাও এ গল্পের শিক্ষণীয় দিক।

উদ্দীপকে মিল্টনের বল হারিয়ে গেলে শফিক দলনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলটি খোঁজার পরামর্শ দেয়। অন্য বালকরা তার নির্দেশমতো বল খুঁজে বের করে মিল্টনকে ফেরত দেয়। এতে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিবেচনাবোধ, ঐক্যচেতনা ও নেতার নির্দেশ মান্য করার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। যা উদ্দীপকের মূলসূরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানিক-তপন-শিবলুদের পুকুরঘাটে গতকাল দুপুরে মানিবাগসহ একটি জামা পাওয়া গেছে। যথাযথ প্রমাণসহ জামাটি নেয়ার জন্য অনুরোধ করে সর্বত্র মাইকিং করা হলো- পরের দিন জামা নিতে আসা চারজন লোককে ফিরিয়ে দিল শিবলু। কারণ প্রমাণের অভাব ছিল। অবশেষে দশ-বারো দিন পর পুকুরঘাটে আসা একটি লোকের মুখের বর্ণনা শুনে তপন ভাবল জামাটি তারই হবে। তাই শিবলুকে ডেকে নিয়ে এসে জামাটি তারা লোকটিকে ফেরত দিল।

- ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কী? ১
- খ. ‘না-ও উকিলই হবে’ কার সম্পর্কে কেন একথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “শিবলুর চরিত্রের সঙ্গে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধুর চরিত্রের বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?” মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ‘পথের পাঁচালী’ এবং ‘অপরাজিত’ উপন্যাস দুটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

খ. ‘না-ও উকিলই হবে’- এ কথাটি বিধুর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কুড়িয়ে পাওয়া বাস্তুটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বিধু যে বিচলিততার পরিচয় দিয়েছে তা উকিলদের মতোই। বিধু সাশী হিসেবে সিধু, তিনুকে হাজির করার পাশাপাশি বাস্তুটির মালিকের কাছ থেকে সব মালামাল বুঝে নেয়ার প্রমাণও রাখল। মূলত সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের জন্যই বিধু সম্পর্কে এ কথাটি বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বাদল, বিধু, তিনু, সিধুদের কুড়িয়ে পাওয়া বাস্তুটির খবর প্রচার করার দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বিধু, সিধু, তিনু, নিধু, বাদল- এরা কালবৈশাখী ঝড়ে আম কুড়াতে যায়। আম কুড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার মধ্যে একটি বাস্তু বাদলের পায়ে লাগে। নৈতিক মূল্যবোধের কারণে তারা কুড়িয়ে পাওয়া বাস্তুটি না খুলে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দিতে চায়। এজন্য বিধু কৌশল বের করে। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে তাতে বাস্তু পাওয়ার খবরটি লিখে গাছের গায়ে লাগিয়ে দেয়।

উদ্দীপকের ঘটনাটিও বিধুদের এ ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়। মানিক-তপন-শিবলুদের পুকুরঘাটে মানিবাগসহ একটি জামা পাওয়া যায়। তারা মানিবাগসহ পাওয়া জামাটি প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে প্রচার করে। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃত মালিককে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রচারের দিক দিয়ে উদ্দীপক ও গল্পের মিল রয়েছে।

ঘ. শিবলুর চরিত্রের সঙ্গে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বিধুর চরিত্রের সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের প্রধান চরিত্র বিধু। আম কুড়াতে গিয়ে একটি টিনের বাস্তু কুড়িয়ে পায় তারা। এ বাস্তুে টাকা পয়সা এবং সোনার গহনা ছিল। কিন্তু লোভ পরিহার করে কিশোররাও বাস্তু খোলা থেকে বিরত থাকে এবং বাস্তুটি ফেরত দেয়ার উদ্যোগ নেয়। বিধুই কৌশল বের করে এবং বাস্তু পাওয়ার খবর সবাই মিলে প্রচার করে। পরবর্তীতে বাস্তু ফেরত দেয়ার সময় উকিলের মতো কৌশল অবলম্বন করে প্রকৃত মালিকের হাতে বাস্তুটি ফিরিয়ে দেয় বিধু এবং অন্য কিশোররা।

উদ্দীপকে শিবলু পুকুরপাড়ে মানিবাগসহ জামা পেলে মাইকিং করে তা জানায়। এতে পরের দিন চারজন ভ্রূ লোক জামা নিতে এ শিবলু তাদের ভ্রূমি বুঝতে পারে। অবশেষে যথার্থ প্রমাণ পেয়ে দায়িত্বের সাথে শিবলু জামাটি যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেয়।

সুতরাং দেখা যায়, দলনেতা হিসেবে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণতার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ প্রভৃতি দিক দিয়ে বিধুর সঙ্গে শিবলুর মিল রয়েছে।

#### প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে বাস করে কিছু জেলে পরিবার। বন্যায় পাড় ভাঙনের ফলে তারা আশ্রয়হীন হয়ে গেছে। তাই পাশের থানা হরিপুরে আশ্রয় নিয়েছে। এক জেলে হরিপুরের এমপি সাহেবের কাছে গিয়ে তার দুঃখের কথা বর্ণনা করল। তখন এমপি সাহেব জেলেকে খেয়ে যেতে বললেন। জেলে যেন আগামীতে পরিবারসহ ঠিকমতো চলতে পারে সেজন্য একটি রিকশা কেনার টাকা দিয়ে দিলেন। জেলে এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বলেন— মানুষ তো মানুষেরই জন্য।

- ক. টিনের বাস্তুর ভেতরে কত টাকা ছিল? ১  
খ. 'এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।'— ঠাকুরমশাই কথটি কেন বলেছেন? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এমপি সাহেবের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের ঠাকুরমশাইয়ের মিল কোথায়? নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. 'মানুষ তো মানুষেরই জন্য'— উক্তিটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

### ৯৭ প্রশ্নের উত্তর

ক. টিনের বাস্তুর ভেতরে পঞ্চাশ টাকা ছিল।

খ. অনেক দূর থেকে কাপালি ঠাকুরমশাইয়ের সাথে দেখা করতে এলে তিনি কাপালিকে 'এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও'—এ কথা বলেছিলেন। কাপালি ঠাকুরমশাইয়ের দরবারে কাজের খোঁজে এসে নিজের পরিচয় দেয়। পরিচয়ের সাথে তার অতীতের অবস্থা বর্ণনা করে। সাথে সে এটিও বলে একটি কাজ তার অনেক বেশি দরকার। বন্যায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কথা শুনে ঠাকুরমশাইয়ের মনে সহানুভূতির জন্ম হয় কাপালির জন্য। তখন ঠাকুরমশায় তাকে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে যেতে বলেন।

গ. দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীলতার দিক থেকে ঠাকুরমশাই এবং এমপি উভয়ের চরিত্রেরই মিল রয়েছে। তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণির জমিদাররা গরিব চাষিদের অত্যাচার করত, শোষণ করত। কিন্তু ঠাকুরমশাই নামে খ্যাত 'পড়ে পাওয়া' গল্পের জমিদারের মধ্যে প্রজাদের প্রতি বেশ সহানুভূতি দেখা যায়। চাকরির খোঁজে আসা নিঃস্ব কাপালিকে চাকরি দিয়েছেন কিনা তা গল্পকথকের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও জমিদারসুলভ আতিথ্যেতা ঠাকুরমশাইয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাপালিকে তিনি খেয়ে যেতে বলেছেন।  
উদ্দীপকে বর্ণিত হরিপুর থানার এমপি সাহেবও জনগণের প্রতিনিধি। কিন্তু জনগণের জন্য এমপি হলেও অনেক এমপির আচরণেও তা বোঝা যায় না। কিন্তু হরিপুরের এমপি ছিলেন সং এবং জনদরদি। তিনি গরিব জেলেকে খাবার দিয়েই ক্ষান্ত হননি সাথে একটি রিকশা কেনার টাকাও তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিবের ব্যবধান ভুলে পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে আসাই আদর্শ মানুষের কাজ। উদ্দীপকের এমপি সাহেবের ও গল্পের ঠাকুর মশাইয়ের চরিত্রে একই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, অসহায়, দরিদ্র, পীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির দিক থেকে উভয় চরিত্রেরই মিল রয়েছে।

ঘ. 'মানুষ তো মানুষেরই জন্য'— 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বস্তুনিষ্ঠ।

'পড়ে পাওয়া' গল্পের সমাজে মানবতাবোধ, সততা, অপরের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। গল্পে কিশোর চরিত্রের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা পড়ে থাকা একটি বাস্তুকে সঠিক মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিচক্ষণতার সাথে তার মালিকের সন্ধান করেছে। এই গল্পে গোয়ালারা ধান দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছে অসহায় কাপালিদেরকে। সমাজের যারা প্রধান তারাও বিশ্বাস করে অপরের দুঃখে এগিয়ে আসতে হবে। এ কারণেই গরিব চাষি ঠাকুরমশাইয়ের কাছে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলে চাকরি চাইতে পেরেছে।

উদ্দীপকের এমপি সাহেবও একজন মানবতাবাদী মানুষ। গরিবের দুঃখে তারও প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই তিনি জেলেকে কিনে দিয়েছেন একটি রিকশা। যা দিয়ে সে জীবিকা অর্জন করতে পারবে। এখানেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, 'মানুষ মানুষের জন্য'— এই বিষয়টি উদ্দীপক এবং 'পড়ে পাওয়া' গল্পে যথার্থতার সাথে ফুটে উঠেছে।

### প্রশ্ন -১০৮ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একদিন রাত দশটায় সামান্য কৃষক মনু মিয়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। হাতে রয়েছে মাছ, তরকারি আর চালের পুঁটলি। গাছপালা ঘেরা রাস্তায় প্রকট অন্ধকারে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। মনু মিয়া গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল। ভাগ্যিস চেনা রাস্তা। নতুবা হাঁটতেই পারত না। হঠাৎ তার পায়ের সাথে কিসের যেন ধাক্কা লাগল। বস্তু যে নিরেট মাটির ঢেলা বা ইট নয়, এটা বুঝেই অন্ধকারে হাতড়িয়ে মনু মিয়া বস্তুটা নিল। ম্যাচ জ্বালিয়ে দেখল ছোট্ট লোহার বাস্তু। ভেতরে রয়েছে সোনার অলঙ্কার ও টাকা। রাতে আর মনু মিয়ার বাড়ি যাওয়া হলো না। বাঁশতলায় বসে রইল চুপচাপ। শেষরাতে দেখা গেল এক বৃদ্ধকে। ফুঁপিয়ে বিলাপ করতে করতে রাস্তায় যেন কী খুঁজছে। বাস্তুর প্রকৃত মালিক বুঝতে পেরে মনু মিয়া বৃদ্ধকে বাস্তুটা বুঝিয়ে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সে প্রশান্তি অনুভব করল।

- ক. কাদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আমগাছ আছে? ১  
খ. 'তৈঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে।'— বাক্যটি ব্যাখ্যা কর। ২

- গ. উদ্দীপকের ঘটনা তোমার পাঠ্য কোন গল্পের ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “তাৎপর্যগত দিক থেকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্প ও উদ্দীপক একই আদর্শ শিক্ষা দেয়।”— মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আমগাছ আছে।
- খ. ‘তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে।’— বাক্যটি দ্বারা গ্রামের মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ভূত। গ্রামের প্রায় সবার মনেই ভূতের ভয় কাজ করে। ভূতের আবাসন হিসেবেও বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। তেঁতুলগাছ এগুলোর অন্যতম। আকার-আয়তনে একটু বড় বা পুরাতন তেঁতুলগাছ মানেই সেখানে ভূতের আশানা— এটা গ্রামের মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করে।
- গ. উদ্দীপকের ঘটনা ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের টিনের বাস্ক কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনাকে নির্দেশ করে। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কালবৈশাখী ঝড়ে আম কুড়িয়ে অন্ধকার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল কথক আর তার বন্ধু বাদল। তারা একটা টিনের বাস্ক রাস্তায় কুড়িয়ে পায়। গ্রামের মানুষ এরূপ বাস্কে তাদের টাকা-পয়সা ও গহনা সংরক্ষণ করে। তারা দুজনেই সংকল্প করে যে, যেভাবেই হোক প্রকৃত মালিককে বাস্ক ফিরিয়ে দেবে। বন্ধুদের সঙ্গে এ নিয়ে মিটিংও করে। অবশেষে অনেকদিন পর তারা প্রকৃত মালিককে বাস্ক ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকেও এ ঘটনার মতোই একটি ঘটনার অবতারণা লক্ষণীয়। গরিব কৃষক মনু মিয়া বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে অন্ধকারে সে একটা বাস্ক কুড়িয়ে পায়। বাস্ক খুলে দেখতে পায় টাকা আর সোনার অলঙ্কার। কিন্তু মনু মিয়ার মনে লোভ না থাকায় সে প্রকৃত মালিককে বাস্ক ফিরিয়ে দেয়ার সংকল্প করে। সারারাত সে নির্জন বাঁশতলায় বসে থাকে বাস্কের মালিকের অপেক্ষায়, শেষে মনু মিয়া বৃদ্ধকে তার বাস্ক ফিরিয়ে দিয়ে সকালবেলা বাড়ি যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনা ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের ঘটনাকে নির্দেশ করে।
- ঘ. “তাৎপর্যগত দিক থেকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্প ও উদ্দীপক একই আদর্শ শিক্ষা দেয় মন্তব্যটি যথার্থ।”
- ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে লেখকের বন্ধু বাদল অন্ধকার রাস্তায় একটা মূল্যবান বাস্ক খুঁজে পায়। অনেকদিন পর ঘটনাক্রমে লেখক বাস্কের মালিককে খুঁজে পান। তখন বন্ধুদের ডেকে বাস্কটি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন। এর দ্বারা মূলত তাদের লোভহীন উন্নত চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।
- উদ্দীপকেও মনু মিয়া নামক এক কৃষকের সন্ধান পাওয়া যায়। দরিদ্র কৃষক মনু মিয়া গভীর রাতে বাজার থেকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে একটা মূল্যবান বাস্ক দেখতে পায়, যা টাকা ও গহনায় ভর্তি ছিল। প্রকৃত মালিককে বাস্ক ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মনু মিয়া আর রাতে বাড়ি যায়নি। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁশঝাড়ের নিচে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন রাত প্রায় শেষের দিকে, তখন কান্নারত এক বৃদ্ধকে পথে কিছু খুঁজতে দেখতে পায়। তখন মনু মিয়া তাকে সেই বাস্ক ফেরত দেয়। এতে মনু মিয়ার চরিত্রের লোভহীন, সৎ ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে আদর্শ ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পেও লেখক ও তার বন্ধুরা মূল্যবান বাস্ক ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মূর্ত করেছে।
- উপরিউক্ত আলোচনার সমাপ্তিতে বলা যায়, তাৎপর্যগত দিক থেকে উদ্দীপক ও পড়ে পাওয়া গল্প একই আদর্শ শিক্ষা দেয়।

#### প্রশ্ন -১১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘ক’ নদীর তীরবর্তী ‘খ’ একটি ছোট দ্বীপ। একটি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে এ দ্বীপে বন্যার পানি ওঠে। বন্যার তীব্র স্রোত এ দ্বীপের বিভিন্ন ফসলের সাথে অবলা পশুপাখিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন কৃষি জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। বড় বড় শিম, লাউ ও কুমড়োর মাচা নদীতে ভেসে যায়। বন্যার পানি নেমে গেলে এ দ্বীপের সংগ্রামী ও অসহায় মানুষগুলো তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। কঠোর পরিশ্রম করার মাধ্যমে নিঃস্ব কৃষকেরা তাদের স্ত্রী-সন্তানের মুখে হাসি ফোটায়।

- ক. বাস্ক ফেরত পেয়ে লোকটি কী করল? ১
- খ. পশ্চিম আকাশে মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু কী বোঝাতে চাইল? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কোন চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্দীপকের কৃষকেরা সমর্থ হলেও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কাপালিরা ব্যর্থ হয়েছে—বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বাস্ক ফেরত পেয়ে লোকটি হকচকিয়ে গেল এবং কাঁদতে লাগল।
- খ. বিধু পশ্চিম আকাশে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ শুনে বোঝাতে চাইল কালবৈশাখীর ঝড়ের কথা।

বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে মেঘ ডাকার মানে কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। তাই বিধু সবাইকে ঝড়ে বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে আম কুড়াতে যাওয়ার কথা বলল। মূলত বিধু বোঝাতে চাইল পশ্চিম আকাশে এমন মেঘ ডাকলে ঝড় আসবেই।

- গ. উদ্দীপকের ‘খ’ দ্বীপের বন্যার ঘটনার মাধ্যমে যেন ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের অম্বরপুর চরের মানুষের দুঃখদুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে অম্বরপুর চরের লোকজনের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। তারা জমিতে শাকসবজির আবাদ করে। কিন্তু বন্যা অম্বরপুর চরবাসীর ফসল, ঘরবাড়ি সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকে না। উদ্দীপকে দেখা যায়, ‘খ’ লোকজন অসহায় হয়ে যায় প্রলয়ঙ্করী বন্যায়। বন্যায় ভেসে যায় এ দ্বীপের জমির শিম ও লাউ-কুমড়োর মাচা। ভেসে যায় তাদের গবাদিপশু। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে অম্বরপুর চরের বাসিন্দাদের যেভাবে সর্বস্বান্ত করে দেয় প্রলয়ঙ্করী বন্যা, উদ্দীপকেও একইভাবে বন্যায় সর্বস্বান্ত হয় ছোট দ্বীপের বাসিন্দা। উদ্দীপকে ‘ক’ দ্বীপের একমাত্র অবলম্বন জমি তলিয়ে যায় পানির নিচে। আর ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে অম্বরপুরবাসীর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন জমিগুলোও বন্যায় তলিয়ে যায়। সুতরাং উদ্দীপকে ছোট দ্বীপের বাসিন্দা এবং ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে অম্বরপুরবাসীর সর্বস্বান্ত হওয়ার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

- ঘ. “ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্দীপকের কৃষকরা সমর্থ হলেও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কাপালিরা ব্যর্থ হয়েছে” মন্তব্যটি যথার্থ। ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে অম্বর চরের কাপালিরা ভয়ঙ্কর বন্যায় অসহায় হয়ে যায়। বন্যায় ভেসে যায় তাদের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, ফসলসহ সবকিছু। বন্যায় সবকিছু হারিয়ে অনেকেই আশ্রয় নেয় নির্বিষখোলার বিভিন্ন বাড়িতে। তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয় না। অসহায় মানুষগুলো তাদের জীবনে দুঃখ কষ্টকেই বরণ করে নেয়। উদ্দীপকেও ‘খ’ দ্বীপের কৃষকরা বন্যায় সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। বন্যায় সব হারিয়ে দ্বীপের অসহায় মানুষগুলো বন্যা-পরবর্তী সময়ে ভাগ্য ফেরাতে কঠোর পরিশ্রম করে। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষকদের সহায় সক্ষমসহ কৃষি জমি তলিয়ে নিয়ে যায়। বন্যা পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ আবার তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে কঠোর পরিশ্রম করে। ফিরে পেতে চায় আগের সুখ সমৃদ্ধি। উদ্দীপকের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে ক্ষী-সন্তানদের মুখে হাসি ফোটায়— অবশেষে সফল হয় ভাগ্য পরিবর্তনে। উদ্দীপকের কৃষকরা পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়। উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, বন্যাপরবর্তী সময়ে ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্দীপকের কৃষকদের ও ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের কাপালিদের অবস্থা বিপরীতমুখী।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-১২** ▶ শানু বৈশাখ মাসে মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। একদিন আকাশের অবস্থা ও মেঘের গুড়গুড় শব্দ শুনে বুঝতে পারে কালবৈশাখী ঝড় আসছে। সে তার মামাতো ভাই মনু ও বনুকে একথা বলে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তবে সত্যি সত্যি ঝড় আসে। তখন শানু, মনু ও বনুকে নিয়ে মামার হীমসাগর আমগাছ তলায় যায় আম কুড়ানোর জন্য। কারণ এ গাছের আম অনেক মিষ্টি। তারা সেখানে গিয়ে দেখে আম কুড়ানোর জন্য তাদের আগে আরও অনেকে এসে জড়ো হয়েছে।

- ক. নরহরি বোষ্টমের ডোবায় কী ডাকছে? ১  
খ. গল্পকথকরা বিধুর কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ রচনার কোন বিষয়ের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূলভাব ধারণ করে কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

**প্রশ্ন-১৩** ▶ সাজ্জাদ হোসেন একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে দীর্ঘদিন কর্মরত আছেন। কোম্পানির মালিকের সাথে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গত বছর কোম্পানির মালিক চৌধুরী সাহেব কোম্পানির সমস্ত দায়িত্ব সাজ্জাদ হোসেনের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে হজে চলে যায়। তখন সাজ্জাদ হোসেনের মধ্যে লোভী মানসিকতা কাজ করে। সে সুযোগ পেয়ে মালিকের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করে।

ক. বাদল কীসে হেঁচট খেয়ে পড়ে গেল? ১

খ. বাস্তবের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পেতে বাদলরা কী করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের সাথে কোনো সাদৃশ্য সূচিত করে কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



■ ■ জ্ঞানমূলক ■ ■

**প্রশ্ন ১** ১ ৥ বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?

উত্তর : বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালে।

**প্রশ্ন ২** ২ ৥ ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কিশোর দল কোথায় নাইতে গিয়েছিল?

উত্তর : ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কিশোর দল নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল।

**প্রশ্ন ৩** ৩ ৥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন ৪** ৪ ৥ বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানের কোন আম বিখ্যাত?

উত্তর : বাড়ুয়েদের মাঠের বাগানের চাঁপাতলীর আম বিখ্যাত।

**প্রশ্ন ৫** ৫ ৥ কালবৈশাখীর ঝড় মানেই কী?

উত্তর : কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো।

**প্রশ্ন ৬** ৬ ৥ কে লেখক ও তাঁর বন্ধুদের সংশয় চিরকাল দূর করে এসেছে?

উত্তর : বিধু, লেখক ও তাঁর বন্ধুদের সংশয় চিরকাল দূর করে এসেছে।

**প্রশ্ন ৭** ৭ ৥ ডাবল টিনের ক্যাশবাক্স কারা কুড়িয়ে পেয়েছে?

উত্তর : ডাবল টিনের ক্যাশবাক্স লেখক ও তাঁর বন্ধু বাদল কুড়িয়ে পেয়েছে।

**প্রশ্ন ৮** ৮ ৥ লেখক ও তাঁর বন্ধুদের গুপ্ত মিটিং কোথায় বসল?

উত্তর : লেখক ও তাঁর বন্ধুদের গুপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে।

**প্রশ্ন ৯** ৯ ৥ বন্যায় কারা নিরাশ্রয় হয়ে গেল?

উত্তর : বন্যায় অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল।

**প্রশ্ন ১০** ১০ ৥ ভাদুই কুমোর কী চাইতে এসেছে?

উত্তর : ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে।

**প্রশ্ন ১১** ১১ ৥ ‘আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও’-এটা কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর : ‘আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও’-এটা জনৈক কাপালিকে বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ১২** ১২ ৥ কাপালির হারানো বাস্তবের ভেতর নগদ কত টাকা ছিল?

উত্তর : কাপালির হারানো বাস্তবের ভেতর নগদ পঞ্চাশ টাকা ছিল।

**প্রশ্ন ১৩** ১৩ ৥ বিধু ভবিষ্যতে কী হবে বলে সবার ধারণা?

উত্তর : বিধু ভবিষ্যতে উকিল হবে বলে সবার ধারণা।

**প্রশ্ন ১৪** ১৪ ৥ কতক্ষণের মধ্যে চশ্মিপের সামনে ভিড় জমে গেল?

উত্তর : আধঘণ্টার মধ্যে চশ্মিপের সামনে ভিড় জমে গেল।

**প্রশ্ন ১৫** ১৫ ৥ লেখক নদীর চরে কাদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি দেখেছেন?

উত্তর : লেখক নদীর চরে কাপালিদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি দেখেছেন।

**প্রশ্ন ১৬** ১৬ ৥ কোথায় ব্যাঙ ডাকছে?

উত্তর : নরহরি বোষ্টমের ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে।

**প্রশ্ন ১৭** ১৭ ৥ ঝড় উঠলে কোথায় ভিড় হয়?

উত্তর : ঝড় উঠলে বাড়ুয়েদের চাঁপাতলীর আমের বাগানে ভিড় হয়।

**প্রশ্ন ১৮** ১৮ ৥ লেখকদের দলের মধ্যে বয়সে বড় কে?

উত্তর : লেখকদের দলের মধ্যে বয়সে বড় বিধু।

**প্রশ্ন ১৯** ১৯ ৥ বিধুদের মধ্যে কার হাতের লেখা ভালো?

উত্তর : বিধুদের মধ্যে বাদলের হাতের লেখা ভালো।

**প্রশ্ন ২০** ২০ ৥ ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কথকদের পাওয়া টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে কী বলে?

উত্তর : ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে কথকদের পাওয়া টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে ডাবল টিনের ক্যাশবাক্স বলে।

প্রশ্ন ২১ ॥ ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে পাওয়া টিনের বাস্কাটি কী রঙের ছিল?

উত্তর : ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে পাওয়া টিনের বাস্কাটি সবুজ রঙের ছিল।

### ■ ■ অনুধাবনমূলক ■ ■

প্রশ্ন ১ ॥ গল্পকথকদের জলে না নামার কারণ কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ঝড়ে আম কুড়াতে যাবে বলে গল্পকথকরা জলে নামে নি।

গল্পকথকরা অনেকে একত্রে দুপুরে গরম সহ্য করতে না পেরে নদীর ঘাটে যায় গোসল করতে। কিন্তু তাদের দলের বিধু নামের একজন আকাশে গুড় গুড় শব্দ শুনে বলে যে, কালবৈশাখী ঝড় আসছে, এখন জলে নামা যাবে না। কারণ ঝড় এলে আম কুড়াতে যেতে হবে। তবে বিধুর কথা গল্পকথকরা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সত্যি সত্যিই ঝড় আসে এবং বিধু সবাইকে নিয়ে আম কুড়াতে যায়। তাই গল্পকথকরা জলে নামে না।

প্রশ্ন ২ ॥ বিধু কীভাবে সবার সংশয় দূর করে দিল? বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : বিধু সবার আগে আমতলায় যাওয়ার কথা বলে সবার সংশয় দূর করে দিল।

বিধু তার দলকে বলে কালবৈশাখী ঝড় আসছে এখন জলে নামা যাবে না, আম কুড়াতে যেতে হবে। কিন্তু ঝড়ের কোনো লক্ষণ না বুঝতে পেরে এবং গাছের মাথায় রোদ দেখে বিধুর দল তার কথায় বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা ভেবেছিল বিধুর কথায় চাপাতলীর আমতলায় যাওয়া বোকামী হবে। তখন বিধু বলে যদি কারো ইচ্ছা হয় তাহলে তার সাথে যেতে পারে। এভাবে বিধু সবার সংশয় দূর করে দিল।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাদলরা কীভাবে টিনের বাস্কা পেয়েছিল?

উত্তর : ঝড়ের সময় বাড়ুয়েদের বাগানে বাদলরা টিনের বাস্কা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

বাড়ুয়েদের বাগানে আম কুড়ানোর পর লেখক ও বাদল আমের থলে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ঝড়ে গাছের ছোট-বড় ডালপালা পড়ে রাস্তা ঢেকে গিয়েছিল। কাঁটা বেঁধার ভয়ে বাদলরা ডিঙিয়ে পথ চলছিল অন্ধকারের মধ্যে। এমন সময় কী একটা পায়ে বিধে হেঁচট খেয়ে পড়ে যায় বাদল। যেটা পায়ে বিধেছিল সেটা তুলে দেখে যে একটা টিনের বাস্কা। এভাবে তারা টিনের বাস্কাটি পেয়েছিল।

প্রশ্ন ৪ ॥ বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন?

উত্তর : একটি টিনের বাস্কা পেয়ে বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

বাদল ও গল্পকথক আম কুড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরছিল। তখন বাদল একটি কিছুতে হেঁচট খেয়ে পড়ে যায়। গল্পকথক জিনিসটি তুলে দেখে একটি টিনের বাস্কা। গল্পকথক জানে এ ধরনের বাস্কাকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে ডাবল টিনের ক্যাশ বাস্কা বলে। গাঁয়ের লোক এ ধরনের বাস্কা টাকা পয়সা রাখে। বাদল গল্পকথকের হাতের বাস্কাটি দেখে ভাবে এতে গহনা এবং টাকা-পয়সা থাকতে পারে। তাই আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ৫ ॥ ভূতের ভয় গল্পকথকদের মন থেকে চলে যাওয়ার কারণ কী?

উত্তর : কুড়িয়ে পাওয়া বাস্কা গহনা, টাকা-পয়সা থাকতে পারে এ আনন্দে গল্পকথকদের মন থেকে ভূতের ভয় চলে যায়।

গল্পকথক এবং বাদল আম কুড়িয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার পথে একটি বাস্কা কুড়িয়ে পায়। তারা জানে এ ধরনের বাস্কা গ্রাম অঞ্চলের মানুষ গহনা এবং টাকা-পয়সা রাখে। বাস্কাটির ওজন বেশি দেখে কী আছে তা দেখার জন্য তারা তেঁতুল তলায় গিয়ে বসে। ঝড়ের ঝাপটা আবার এলে তেঁতুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নেয়। তারা জানে এ গাছে ভূত আছে। কিন্তু ডাবল টিনের ক্যাশ বাস্কা পাওয়ার আনন্দে তাদের সে ভয় দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৬ ॥ গল্পকথক বাদলকে বাস্কাটির তাল ভাঙতে নিষেধ করল কেন?

উত্তর : বাস্কাটির তাল ভাঙলে অধর্ম হবে ভেবে গল্পকথক বাদলকে বাস্কাটি ভাঙতে নিষেধ করল।

গল্পকথক ও তার বন্ধু বাদল আম নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় টিনের ক্যাশ বাস্কাটি পায় এবং সেটি নিয়ে তারা কী করবে তা ভাবতে থাকে। এক সময় বাদল তাল ভাঙে বাস্কের টাকা নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে গল্পকথক তা ভাঙতে অসম্মতি জানায়। বাস্কাটি ভাঙলে অন্যায্য ও অধর্ম হবে ভেবেই তাল ভাঙতে নিষেধ করেছিল সে।

প্রশ্ন ৭ ॥ লেখক ও তাঁর বন্ধুদের গুপ্ত মিটিংয়ে বসার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কুড়িয়ে পাওয়া বাস্কাটি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্যেই লেখক ও তার বন্ধুরা গুপ্ত মিটিংয়ে বসেছিল।

লেখক ও তাঁর বন্ধু বাদল একটা টাকা রাখার বাস্কা কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু বাস্কাটি কার, এটা তারা জানে না। তাই বাস্কা কোথায় গচ্ছিত রাখা হবে, কীভাবে বাস্কা প্রকৃত মালিকের হাতে পৌঁছে দেবে— এসব উপায় স্থির করার জন্যেই লেখক তাঁর সকল বন্ধুর সাথে গোপনে পরামর্শ করল।

প্রশ্ন ৮ ॥ কুড়িয়ে নেওয়া আমগুলো অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রইল কেন?

উত্তর : পড়ে পাওয়া টিনের ক্যাশবাস্কা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কুড়িয়ে আনা আমগুলো অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

আম কুড়িয়ে ফেরার সময় ছেলেরা একটি টিনের বাস্কা পায় এবং তারা বুঝতে পারে বাস্কাটি একটি ক্যাশবাস্কা। সেটিতে টাকাকড়ি বা গহনাও থাকতে পারে। এসব ভেবে তারা অন্ধকারে একটি তেঁতুলতলায় বসে বাস্কাটি নিয়ে কী করবে তা ভাবতে থাকে। তাদের এ ভাবনার মাঝে ঝড় উপেক্ষা করে কুড়িয়ে আনা প্রিয় আমগুলোও অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রইল।

প্রশ্ন ৯ ॥ কাগজের লেখা নিয়ে লেখক এবং বাদল আপত্তি করল কেন?

উত্তর : কাগজে অন্যদের নামের পাশে গল্পকথক ও বাদলের নাম দেওয়া হয়নি বলে তারা আপত্তি করল।

আম নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় গল্পকথক বাদল একটি টিনের বাস্কা পায় যা তারা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কাগজে যখন বাস্কা পাওয়ার সংবাদ আর তা ফেরত নেওয়ার জন্যে যোগাযোগ করতে বিধু অন্যদের নাম দিতে বলল, তখন নিজেদের নাম বাদ পড়ায় তারা আপত্তি করল।

প্রশ্ন ১০ ॥ তিনদিন পর বাস্কা খুঁজতে আসা লোকটিকে কেন ফিরিয়ে দেওয়া হলো?

উত্তর : তিনদিন পর বাস্কা খুঁজতে আসা লোকটি বাস্কা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে না পারায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

বাক্স পাওয়ার খবর ছড়িয়ে দেওয়ার তিনদিন পর একটি কালোমতো লোক চশমাম্পে গিয়ে বাক্সটির খোঁজ করল। কিন্তু বাক্সটির ধরন, রং এসব জানতে চাইলে লোকটি সঠিকভাবে বলতে পারল না এবং মনগড়া উত্তর করল। এসব বিবেচনা করে সবাই বুঝতে পারে লোকটি প্রকৃত মালিক নয়। তাই লোকটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

**প্রশ্ন ১১ ॥** বিধুকে একজন লোক শাসিয়ে গেল কেন?

**উত্তর :** বিধু কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটি লোকটিকে দিতে অস্বীকার করায় লোকটি তাকে শাসিয়ে গেল।

গল্পকথক ও বাদল একটি বাক্স কুড়িয়ে পায়। তারা বাক্সটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনটি কাগজে বাক্সের কথা এবং তাদের নাম লিখে পথের ধারে গাছে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়। এ বাক্স নেয়ার জন্য একজন লোক বিধুর কাছে আসে। কিন্তু লোকটি বাক্সের সঠিক বর্ণনা দিতে পারে না। তখন বিধু বুঝতে পারে এ লোক বাক্সের প্রকৃত মালিক নয়। তাই বিধু লোকটিকে বিদায় করে দেয়। বাক্সটি না পেয়ে লোকটি রেগে গিয়ে বিধুকে শাসিয়ে যায়।

**প্রশ্ন ১২ ॥** অম্বরপুরের কাপালি কীভাবে তার বাক্স হারিয়েছিল?

**উত্তর :** হাট থেকে ফেরার পথে কাপালি বাক্সটি হারিয়েছিল।

অম্বরপুরের কাপালির ছিল পটোলের ক্ষেত। সে নির্বিঘ্নে হাটে পটোল বিক্রি করে নগদ পঞ্চাশটি টাকা এবং তার ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য আড়াইশো টাকার গহনা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। গহনা আর টাকাগুলো ছিল একটি টিনের বাক্সের ভেতর। হাট থেকে গরুর গাড়িতে করে ফেরার পথে রাস্তায় কাপালির বাক্সটি পড়ে হারিয়েছিল।

**প্রশ্ন ১৩ ॥** গল্পকথক কীভাবে বাক্সের মালিককে চিনতে পারল?

**উত্তর :** প্রকৃত মালিকের কাছে বাক্সের বর্ণনা শুনে গল্পকথক বাক্সের মালিককে চিনতে পারল।

অম্বরপুর থেকে আসা এক চাকরিপ্রার্থী কাপালির কাছে তার দুর্দশা আর মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য রাখা একটি টিনের বাক্স হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে গল্পকথকের সন্দেহ হয়। গল্পকথক লোকটির কাছে বাক্সের রং জানতে চাইল। লোকটির দেওয়া সব বর্ণনা মিলে যাওয়ায় সে বাক্সের মালিককে সহজেই চিনতে পারল।

**প্রশ্ন ১৪ ॥** বিধুর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল কীভাবে?

**উত্তর :** বাক্সের মালিক খুঁজে পাওয়ার সংবাদ পেয়ে বিধু সাক্ষীরূপ তার বন্ধু সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসার কথা বলল। এ থেকে বিধুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে বর্ণিত কিশোরদের সর্দার বিধুর চরিত্রের নানা গুণের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা অন্যতম। প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়ার পর বাক্স ফেরত দেওয়ার আগে সাক্ষী জোগাড় এবং লিখিত বক্তব্য রাখার মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১। নগেন কার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত?

- (ক) মাসির (খ) পিসির (গ) মামার (ঘ) দাদার

২। নগেনের সাথে পরাশর ডাক্তারের প্রথম দেখা হয় কখন?

- (ক) ২ মাস আগে (খ) ৩ মাস আগে (গ) ৪ মাস আগে (ঘ) ৫ মাস আগে

৩। নগেন প্রায়ই তার মামাকে যমের বাড়ি পাঠাত কেন?

- (ক) পড়ার খরচ না দেয়ায় (খ) ভালো ব্যবহার না করায়  
(গ) বিরক্তির ভাব প্রকাশ করায় (ঘ) অন্যদের অবহেলা করায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আদনান সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। একসময় মনে হলো তার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে। সে পেছনে ফিরে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ফলে সে ভয়ে কাঁপছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তার মা বাতি নিয়ে ছুটে এসে দেখেন আদনানের পায়ের জুতার তলে পেরেক গাঁথা একটা কাঠি। এতক্ষণে আদনান ভয়ের কারণ খুঁজে পায়।

৪। উদ্দীপকের আদনান-এর সাথে ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ-

- (ক) তাদের বয়স কম (খ) তারা অন্ধকারকে ভয় করত  
(গ) তারা ভীষণ ভিত্তি ছিল (ঘ) তারা ভূত দেখেছিল

৫। এরূপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

- (ক) বাস্তবজ্ঞানের অভাব (খ) প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া  
(গ) মানসিক বিকাশ না হওয়া (ঘ) সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা



**নির্বাচিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**



৬। তৈলচিহ্নের ভূত গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নগেনের-

- i. অজ্ঞানতা ii. বিচারবুদ্ধিহীনতা  
iii. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



শনিবারে গজার মাছ খেলে অমঙ্গল হয়। বাড়ি থেকে বের হবার সময় খালি কলস দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।

৭। উদ্দীপকটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার চিন্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- (ক) পরেশ (খ) নগেন (গ) পরাশর ডাক্তার (ঘ) নগেনের মামা

৮। উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি—

- i. বিচারবুদ্ধির অভাব ii. কুসংস্কারে বিশ্বাস

iii. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?

- (ক) ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি (খ) আলৌকিক ঘটনার সমাবেশ  
(গ) শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা (ঘ) পাঠকদের নিছক আনন্দ দান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

“ইলিয়াস মাঝে মাঝে রাতে ভয়ে জেগে ওঠে। তার মনে হয় ভূতে তাকে তাড়া করছে। সে কাউকে বলে না। দিন দিন আরো ভয় বাড়ছে এবং শরীর খারাপ হচ্ছে।

১০। “তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের আলোকে ইলিয়াসের ভয় পাওয়ার কারণ—

- (ক) শিক্ষার অভাব (খ) মানসিক বিপর্যয়  
(গ) ভীতিকর মানসিকতা (ঘ) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব

১১। উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়—

- i. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন ii. আধুনিক চেতনা ধারণ

iii. কুসংস্কার মুক্ত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২। তৈলচিত্র থেকে কি যেন তার ভিতর থেকে কাঁপিয়ে তুলেছিল?

- (ক) বিদ্যুৎ (খ) ভূত প্রেত (গ) এসিড (ঘ) অশরীরী আত্মা

১৩। পরাশর ডাক্তার রাত কয়টায় নগেনদের বাড়িতে আসেন?

- (ক) ১০টায় (খ) ১১টায় (গ) ১২টায় (ঘ) ১টায়

১৪। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন জাতীয় রচনা?

- (ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) ছোটগল্প (ঘ) কাব্য

১৫। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে লেখক নগেন চরিত্রের মধ্যে কীসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন?

- (ক) ভূত বিশ্বাসের (খ) কুসংস্কারের (গ) কাল্পনিকতার (ঘ) বিজ্ঞান বুদ্ধির

১৬। ‘পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে’— পরাশর ডাক্তারের এ কথায় রয়েছে—

- i. উপহাস ii. তচ্ছল্য iii. প্রতিহিংসা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সন্ধ্যারাতে অন্ধকারে কলপাড়ে গিয়ে দড়ির ওপর পা পড়ায় চিৎকার দিয়ে ওঠে বানেছ। বড়ভাই দৌড়ে এসে পায়ের নিচ থেকে টেনে বের করা দড়ি দেখিয়ে বলে— সাপ কই, এ তো দড়ি।

১৭। উদ্দীপকের বানেছ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

- (ক) নগেন (খ) পরেশ (গ) মামা (ঘ) পরাশর ডাক্তার

১৮। উক্ত প্রতিনিধিত্বের কারণ—

- i. অন্ধবিশ্বাস ii. অন্তঃসারশূন্যতা

iii. বিচারবুদ্ধিহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯। নগেনের বর্ণিত কাহিনীকে পরাশর ডাক্তার চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেছেন কেন?

- (ক) বাস্তবতাবর্জিত (খ) কল্পকাহিনী বলে  
(গ) ভৌতিক বলে (ঘ) অলৌকিক বলে

২০। নিচের কোনটি পরাশর ডাক্তারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- (ক) সাহসী ও ন্যায্যপরায়ণ (খ) বুদ্ধিমান ও আধুনিক  
(গ) জ্ঞানী ও সং (ঘ) নম্র ও বিনয়ী

- ২১। পরাশর ডাক্তার পড়ে গেলেন কেন?  
 ● বিদ্যুতের ধাক্কায় (খ) পা হড়কে  
 (গ) ভূতের ধাক্কায় (ঘ) দুর্বলতার কারণে
- ২২। 'মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে'—এটি কার উক্তি?  
 (ক) ডাক্তারের (খ) দরবেশের (গ) আত্মার ● নগেনের
- ২৩। রাত বারোটায় পরাশর ডাক্তার নগেনকে কোথায় অপেক্ষা করতে বললেন?  
 ● বাইরের ঘরে (খ) বাড়ির সামনে  
 (গ) লাইব্রেরিতে (ঘ) নিজ কক্ষে
- ২৪। 'তৈলচিহ্নের ভূত' গল্পটিতে কোন মাসের উলে-খ আছে?  
 (ক) বৈশাখ (খ) জ্যৈষ্ঠ (গ) ফাল্গুন ● চৈত্র
- ২৫। 'ভর্ৎসনা' অর্থ কী?  
 (ক) কান্না ● তিরস্কার (গ) হাসি (ঘ) উৎসাহ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আজ সানির জেএসসি পরীক্ষা। মা তাকে সকালে কলা ও ডিম খেতে দিল না।

- ২৬। মায়ের ধারণাটি 'তৈলচিহ্নের ভূত' গল্পের কার চিন্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?  
 (ক) পরেশ (খ) পরাশর ডাক্তার ● নগেন (ঘ) মামা
- ২৭। উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি—  
 i. কুসংস্কারে বিশ্বাস  
 ii. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব  
 iii. বিচারবুদ্ধির অভাব  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- লেখক-পরিচিতি //
- ২৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৯৪৩ ● ১৯৫৬ (গ) ১৯৬০ (ঘ) ১৯৬৫
- ২৯। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির লেখক কে? (জ্ঞান)  
 (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
 (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- ৩০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৯০৭ ● ১৯০৮ (গ) ১৯০৯ (ঘ) ১৯১০
- ৩১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) চক্ৰিশ পরগনায় ● সাঁওতাল পরগনার দুমকায়  
 (গ) রাজশাহীর চারঘাটে (ঘ) সিলেটের শ্রীমঙ্গলে
- ৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপযোগী গল্পের সংখ্যা কতটি? (জ্ঞান)  
 (ক) ২৩ (খ) ২৫ (গ) ২৬ ● ২৭
- ৩৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) শাহবাজপুর (খ) জয়দেবপুর ● বিক্রমপুর (ঘ) শ্রীপুর
- ৩৪। 'পদ্মানদীর মাঝি'— কী ধরনের রচনা? (অনুধাবন)  
 ● উপন্যাস (খ) ভ্রমণকাহিনী (গ) রম্যরচনা (ঘ) নাটক
- ৩৫। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে? (জ্ঞান)  
 ● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
 (গ) আবু জাফর শামসুদ্দিন (ঘ) শওকত ওসমান
- ৩৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' কোন ধরনের রচনা? (অনুধাবন)  
 (ক) কাব্যগ্রন্থ ● ছোটগল্প (গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ
- ৩৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাঝির ছেলে' কোন ধরনের রচনা? (অনুধাবন)

● কিশোর-উপন্যাস

খ) কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প

গ) ভ্রমণকাহিনী

ঘ) রম্যরচনা

■ মূলপাঠ

//

৩৮। কে চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল? (জ্ঞান)

● নগেন

খ) পরাশর ডাক্তার গ) দাদামশায়

ঘ) দিদিমা

৩৯। কে মুখ না তুলেই নগেনকে বসতে বললেন? (জ্ঞান)

ক) দাদামশায়

খ) নিরঞ্জন

● পরাশর ডাক্তার

ঘ) দিদিমা

৪০। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে কার চাউনি একটু উদ্ভ্রান্ত ছিল? (জ্ঞান)

ক) দিদিমার

● নগেনের

গ) পরাশর ডাক্তারের

ঘ) নগেনের মামার

৪১। নগেন কোথায় থেকে কলেজে পড়ে? (জ্ঞান)

● মামাবাড়ি

খ) দাদাবাড়ি

গ) মাসির বাড়ি

ঘ) পরাশর ডাক্তারের বাড়ি

৪২। নগেনের মামা কেমন ছিলেন? (অনুধাবন)

● কৃপণ

খ) উদার

গ) উগ্র মেজাজি

ঘ) ভদ্র ও নম্র

৪৩। কার জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নগেনের মন ভরে গেল? (জ্ঞান)

● মামার জন্য

খ) পরাশর ডাক্তারের জন্য

গ) দিদিমার জন্য

ঘ) পরেশের জন্য

৪৪। নগেন মরিয়া হয়ে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল? (জ্ঞান)

ক) রাত একটায়

খ) রাত দুইটায়

● রাত তিনটায়

ঘ) রাত সাড়ে তিনটায়

৪৫। লাইব্রেরিটি কোন আমলের ছিল? (জ্ঞান)

ক) নগেনের বাবার আমলের

খ) নগেনের বড় ভাইয়ের আমলের

● নগেনের দাদামশায়ের আমলের

ঘ) নগেনের মামাদের আমলের

৪৬। লাইব্রেরির আলমারির ভেতরগুলোতে কী ছিল? (জ্ঞান)

ক) মামার প্রয়োজনীয় বই

● অদরকারি বাজে বই

গ) জরুরি বইপত্র

ঘ) দাদামশায়ের বিভিন্ন ফাইল

৪৭। লাইব্রেরির দেয়ালে কয়টি বড় বড় তৈলচিত্র ছিল? (জ্ঞান)

ক) ২

● ৩

গ) ৪

ঘ) ৫

৪৮। লাইব্রেরির দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারে ইংরেজি কোন মাসের তারিখ লেখা কাগজের ফলক ঝুলছিল? (জ্ঞান)

ক) জানুয়ারির

খ) মার্চের

● ডিসেম্বরের

ঘ) সেপ্টেম্বরের

৪৯। অন্ধকারে নগেন কার তৈলচিত্রের সামনে এগিয়ে গেল? (জ্ঞান)

ক) দাদামশায়ের

● মামার

গ) দিদিমার

ঘ) মায়ের

৫০। কখন নগেনের জ্ঞান ফিরল? (জ্ঞান)

ক) ভোর রাতে

● সকালে

গ) শেষ রাতে

ঘ) দুপুরে

৫১। নগেনের মামার তৈলচিত্রটি কীসের হ্রেমে বাঁধানো ছিল? (জ্ঞান)

ক) কাঠের

● রূপার

গ) সোনার

ঘ) তামার

৫২। নগেনকে কে একটা আস্ত গর্দভ বলল? (জ্ঞান)

ক) মামা

খ) দাদামশায়

● পরাশর ডাক্তার

ঘ) দিদিমা

৫৩। নগেনের মামার ছবির সঙ্গে কয়টি ইলেকট্রিক বাস লাগান হয়েছিল? (জ্ঞান)

ক) ১

● ২

গ) ৩

ঘ) ৪

৫৪। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল কে? (জ্ঞান)

ক) নগেন

● পরেশ

গ) সুজিত ঘ) সুরঞ্জিত

৫৫। বিদ্যুৎ কোন তার দিয়ে বেশি চলাচল করে থাকে? (জ্ঞান)

● তামার তার

খ) প-স্টিকের তার

গ) পিতলের তার

ঘ) রাবারের তার

৫৬। নগেনের মামা কত বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পেছনে একটি পয়সাও খরচ করেনি? (জ্ঞান)

ক) ২৫

খ) ২৭

● ৩০

ঘ) ৩২

৫৭। পরলোকগত মামার জন্য নগেনের মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পেল কেন? (অনুধাবন)

● মামা নিজের ছেলের মতো তাকে ভালোবাসত জেনে

খ) মামা নিজের সব সম্পদ তাকে দিয়েছে জেনে

- গ) মামা তার জন্য জমি দিয়েছিল জেনে  
ঘ) মামা তার লেখাপড়া চালানোর সুযোগ দিয়েছে জেনে
- ৫৮। নগেন রাত তিনটায় মরিয়া হয়ে বিছানা ছাড়ল কেন? (অনুধাবন)  
● মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মনকে শান্ত করার জন্য  
খ) ভূতের ভয় পেয়ে বাড়ির সবাইকে ডাকার জন্য  
গ) মামার তৈলচিত্রে মালা পরানোর জন্য  
ঘ) পরাশর ডাক্তারের কাছে সব ঘটনা জানানোর জন্য
- ৫৯। নগেন রাত্রিবেলায় লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় আলো বন্ধ রাখল কেন? (অনুধাবন)  
ক) চোর বুঝে ফেলবে এ ভয়ে ● কারো ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে  
গ) মামি বুঝে ফেলবে এ ভয়ে ঘ) বাড়ির সকলে রাগ করবে এ ভয়ে
- ৬০। নগেন লাইব্রেরিতে ঢুকে ডাক্তারের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপছিল কেন? (অনুধাবন)  
● মামার তৈলচিত্রের ভূতের ভয়ে খ) দাদামশায়ের তৈলচিত্রের উজ্জ্বলতার ভয়ে  
গ) পরাশর ডাক্তারের ভয়ে ঘ) মামির বকুনির ভয়ে
- ৬১। তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পরাশর ডাক্তারের শরীরটা ঝন ঝন করে উঠল কেন? (অনুধাবন)  
ক) ভূতের ধাক্কার কারণে খ) ফ্রেমের ধাক্কার কারণে  
গ) ভূতের ভয়ের কারণে ● বৈদ্যুতিক শকের কারণে
- ৬২। নগেনের তৈলচিত্রটিকে প্রেতাত্মা মনে করার কারণ কী? (অনুধাবন)  
ক) প্রাচীন ধ্যানধারণা খ) আধুনিক ধ্যানধারণা  
● জ্ঞানের অপ্রতুলতা ঘ) জ্ঞানের গভীরতা
- ৬৩। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে কে বৈদ্যুতিক শকে ভূত ভেবেছে? (জ্ঞান)  
● নগেন খ) পরেশ গ) মামি ঘ) পরাশর ডাক্তার
- ৬৪। বুপার ফ্রেমের নিচে কাঠ দেয়ার কারণ কী? (অনুধাবন)  
● বিদ্যুৎ যাতে দেয়ালে যেতে না পারে খ) তৈলচিত্র লাগাতে প্রয়োজন হয় বলে  
গ) সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঘ) সুরঞ্জার জন্য
- ৬৫। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে সংস্কারক হিসেবে লেখক কোন চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন? (জ্ঞান)  
ক) নগেন ● পরাশর ডাক্তার গ) পরেশ ঘ) নগেনের মামা
- ৬৬। রাসেল ফুটবল খেলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে দূরে জোনাকি পোকা জ্বলতে দেখে ভূতের ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রাসেলের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)  
● নগেনের খ) পরেশের  
গ) পরাশর ডাক্তারের ঘ) মামার
- ৬৭। রাজু তার চাচাকে সামনাসামনি খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মধ্যে চাচার প্রতি অনেক ঘৃণা লুক্কায়িত ছিল। রাজুর আচরণের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
ক) মামির প্রতি আচরণ খ) পরেশের প্রতি আচরণ  
গ) পরাশর ডাক্তারের প্রতি আচরণ ● মামার প্রতি আচরণ
- ৬৮। মাহমুদ সাহেব কৃপণ ব্যক্তি হলেও মৃত্যুর পূর্বে তার মৃত বোনের ছেলেকে নিজের ছেলেদের মতো অর্থসম্পদ দিয়ে যায়। মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
ক) পরাশর ডাক্তারের ● নগেনের মামার  
গ) নগেনের দিদিমার ঘ) নগেনের দাদামশায়ের
- ৬৯। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনকে কী অনুশোচনায় পোড়ায়? (জ্ঞান)  
ক) বুদ্ধি খ) আত্মগ-নি ● বিবেক ঘ) সাহস
- ৭০। সমস্ত সকালটা নগেন কীভাবে কাটাল? (অনুধাবন)  
ক) লাইব্রেরিতে বই পড়ে খ) ডাক্তারের চেম্বারে বসে থেকে  
গ) স্কুলের বারান্দায় বসে থেকে ● মড়ার মতো বিছানায় পড়ে থেকে
- ৭১। নগেন মামার তৈলচিত্রের ছবিটা কত বার ঝুঁয়েছে? (জ্ঞান)  
ক) দুইবার খ) তিনবার গ) চারবার ● বহুবার
- ৭২। মাঝরাতে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার কেমন বোধ করলেন? (অনুধাবন)  
ক) আনন্দ ● অস্বস্তি গ) ভয় ঘ) অহংকার
- ৭৩। ‘অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী’— প্রবাদটির বৈশিষ্ট্য ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)  
● পরেশ খ) পরাশর ডাক্তার গ) নগেন ঘ) মামা
- ৭৪। পরাশর ডাক্তার নগেনের দু’হাতের আঙুল ধরে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) রোগ নিরাময় ● রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা

- ৭৫। চেয়ারগুলো ‘পেনশন’ পেয়েছে। এই পেনশন বলে লেখক কী বুঝিয়েছেন? (অনুধাবন)  
 (গ) অভিজ্ঞতা (ঘ) সাহসিকতা প্রদর্শন  
 (ক) অবসর ● পুরাতন অবস্থা  
 (গ) নতুন অবস্থা (ঘ) স্বাভাবিক অবস্থা
- ৭৬। লাইব্রেরির পেছনে কেন পয়সা খরচ করা হয়নি? (অনুধাবন)  
 (ক) পড়ার প্রতি অনীহার কারণে (খ) লাইব্রেরির প্রতি ঘৃণার কারণে  
 ● কৃপণতার কারণে (ঘ) ভালোবাসার কারণে
- ৭৭। কোনটি নগেনকে বারবার ছবির কাছে টেনে নিয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) কৌতূহল (খ) শ্রদ্ধা (গ) ভালোবাসা ● অনুশোচনা
- ৭৮। কোন জিনিসটির ফলে পরাশর ডাক্তারও একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) কুসংস্কার (খ) অনুশোচনা  
 ● অবচেতন মনের সংস্কার (ঘ) ভয়
- ৭৯। রাসেলদের গ্রামে ভূতের ভয়ে এক মহিলা অজ্ঞান হলে ঐ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক আসাদ তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ভূতের ভয় দূর করলেন। আসাদের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কোন চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ? (জ্ঞান)  
 ● পরাশর ডাক্তার (খ) নগেন (গ) পরেশ (ঘ) মামি
- ৮০। ‘চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে চুরি করেছে কিনা’—এখানে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● অতি মাত্রায় বিব্রতকর অবস্থা (খ) ভয়ঙ্কর অবস্থা  
 (গ) হাস্যকর অবস্থা (ঘ) লজ্জাজনক অবস্থা
- ৮১। নগেন বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) চাকরির কারণে ● ভয়ের কারণে  
 (গ) ব্যবসার কারণে (ঘ) ডাক্তারের পরামর্শে

#### ■ শব্দার্থ ও টীকা //

- ৮২। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে ‘কম্বিনকাল’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) এক সময়ে (খ) শেষকালে (গ) কঠিন সময়ে ● কোনো কালে
- ৮৩। ‘উইল’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) ব্যবসায়িক পত্র (খ) শুভেচ্ছাপত্র  
 (গ) মানপত্র ● শেষ ইচ্ছাপত্র
- ৮৪। ‘মটকা’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) পশমের মোটা কাপড় ● রেশমের মোটা কাপড়  
 (গ) জর্জেটের মোটা কাপড় (ঘ) সুতির মোটা কাপড়
- ৮৫। ‘অশরীরী’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ● শরীরহীন (খ) মৃদুকার (গ) ভৌতিক (ঘ) সংকোচহীন

#### ■ পাঠ-পরিচিতি //

- ৮৬। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) সবুজপত্র (খ) যুগান্তর (গ) ইন্ডোফানক ● মৌচাক
- ৮৭। কত সালে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৯৩৫ ● ১৯৪১ (গ) ১৯৪২ (ঘ) ১৯৪৫
- ৮৮। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি পাঠের শিক্ষণীয় বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● ভিত্তিহীন কুসংস্কারকে বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধিতে দূর করা  
 (খ) ভয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা  
 (গ) ভৌতিক কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন করা  
 (ঘ) আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা
- ৮৯। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের মূল বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● কুসংস্কার থেকে মানুষকে সচেতন করা  
 (খ) সাহসিকতা প্রদর্শন করা  
 (গ) ভালোবাসার স্বরূপ তুলে ধরা  
 (ঘ) শ্রদ্ধার স্বরূপ তুলে ধরা
- ৯০। কোনোকিছু দেখে অস্বাভাবিক মনে হলে বা অবাস্তব মনে হলে করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা প্রয়োগ করা  
 ● বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা

- গ) আধুনিক মানসিকতা প্রয়োগ করা  
 ঘ) অন্যের মতামতকে সাদরে গ্রহণ করা
- ৯১। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিসের জয় দেখিয়েছেন? (জ্ঞান)  
 ● বিজ্ঞানসন্মত বুদ্ধির জয়      খ) কুসংস্কারের জয়  
 গ) অশরীরী শক্তির জয়      ঘ) অশিশির জয়

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

### লেখক-পরিচিতি //

- ৯২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস— (অনুধাবন)  
 i. দিবারাত্রির কাব্য      ii. পদ্মানদীর মাঝি  
 iii. প্রাগৈতিহাসিক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- ৯৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প— (অনুধাবন)  
 i. দিবারাত্রির কাব্য      ii. সমুদ্রের স্বাদ  
 iii. টিকটিকি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- ৯৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি— (অনুধাবন)  
 i. মানুষের মন বিশ্লেষণের কথা ভাবতেন  
 ii. শ্রমিক-কৃষকের কল্যাণের কথা ভাবতেন  
 iii. সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিরসনের চেষ্টা করতেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- ৯৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিশোরগল্প হলো— (অনুধাবন)  
 i. ভয় দেখানোর গল্প      ii. সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা  
 iii. তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

### মূলপাঠ //

- ৯৬। তৈলচিত্রজাত ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হিসেবে গণ্য করা যায়, কারণ—  
 i. ঘটনাটিতে চমৎকারিত্ব রয়েছে  
 ii. ঘটনাটি অলৌকিকতা আশ্রিত  
 iii. ঘটনাটিতে বাস্তবতার ঘাটতি আছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- ৯৭। 'মামার তৈলচিত্রে অশরীরী আত্মা প্রবেশ করেছে'— নগেনের এমন ধারণার কারণ—  
 i. কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন      ii. বিদ্যুৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা  
 iii. মামার প্রতি ভক্তি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- ৯৮। নগেনের মামার লাইব্রেরিতে তৈলচিত্রগুলো ছিল—  
 i. নগেনের মামার      ii. নগেনের দাদামশায়ের  
 iii. নগেনের দিদিমার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- ৯৯। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্প পড়ে শিক্ষার্থীরা—  
 i. অলৌকিক ভয় থেকে মুক্ত হবে

- ii. কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে  
iii. বিজ্ঞান চেতনায় আলোকিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০০। পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে বলে মনে করলেন যে কারণে— (অনুধাবন)

- i. নগেনের শুকনো চামড়া দেখে  
ii. নগেনের হাসিবিহীন মুখ দেখে  
iii. নগেনের খাপছাড়া কথা বলার ভঙ্গি দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০১। মামার শ্রাদ্ধের দিন রাতে বিছানায় শুয়ে নগেন ছটফট করতে লাগল— (অনুধাবন)

- i. সারাজীবন দেবতার মতো মামাকে ঠকিয়েছে বলে  
ii. সারাজীবন মামার সঙ্গে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয় করেছে বলে  
iii. সারাজীবন মামার সম্পদ লুট করেছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০২। নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল যে কারণে— (অনুধাবন)

- i. লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবে  
ii. মামার বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবে  
iii. মামির কথা ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৩। পরাশর ডাক্তার নগেনকে গর্দভ বলে গালি দিল— (অনুধাবন)

- i. তার নির্বুদ্ধিতার কারণে  
ii. ইলেকট্রিক বাত্বের খবর ডাক্তারকে না বলার কারণে  
iii. ইলেকট্রিক শক বুঝতে না পারার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৪। নগেনকে শেষ অবধি মামা টাকা উইল করে দেওয়ার কারণ— (অনুধাবন)

- i. কর্তব্যবোধ      ii. পরোপকার  
iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৫। যে কারণে নগেন বারবার ছবির কাছে যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. শ্রদ্ধা      ii. অনুশোচনা      iii. কৌতুহল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৬। নগেনের মামার লাইব্রেরিতে ছিল— (অনুধাবন)

- i. বই      ii. তৈলচিত্র      iii. ফুলদানি

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

■ শব্দার্থ ও টীকা

//

১০৭। ‘খাপছাড়া’ বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)

- i. বেমানান, উত্তম      ii. ব্যাকুল, বিচলিত  
iii. অসংলগ্ন, এলোমেলো

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৮। ‘উদ্ভাস্ত’ বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)



i. বিহ্বল

ii. দিশেহারা

iii. হতজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

১০৯। 'ইতস্তত' বলতে বোঝায়—

(অনুধাবন)

i. দ্বিধা

ii. সংকোচ

iii. গড়িমসি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১০ ও ১১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজন ফুটবল খেলে রাতে বাড়ি ফেরার পথে চাঁদের আলোতে বাঁশঝাড়ের পাতা চিকচিক করতে দেখে ভূত মনে করে বাড়িতে এসে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার শিক্ষক মানিক চৌধুরী তাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করে। তার ব্যাখ্যায় রাজন ব্যাপারটি বুঝতে পারে।

১১০। শিক্ষক মানিক চৌধুরী চরিত্রটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?(প্রয়োগ)

ক পরেশ

● পরাশর ডাক্তার

গ মামি

ঘ মামা

১১১। প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রটিতে উপস্থিত— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি

ii. কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা

iii. জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাকিবের বড় ভাই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তিনি রাকিবকে কড়া শাসন করেন। বড় ভাই হিসেবে রাকিব তাকে সম্মান করলেও মনে মনে তার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে। বহুদিন পর বাবার কাছ থেকে রাকিব জানতে পারে তার পড়াশোনা, ভরণ-পোষণের সব খরচ তার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আসে।

১১২। বড় ভাইয়ের প্রতি রাকিবের আচরণে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি

খ কুসংস্কার

● কৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি

ঘ আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ

১১৩। রাকিবের বড় ভাইয়ের চরিত্রে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের মামার যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. দায়িত্ববোধ

ii. উদারতা

iii. বিশ্বস্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রফিক সাহেব শীতের ছুটিতে ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। রাতের আকাশ দেখার জন্য তারা খোলা মাঠে যান। অদূরেই দেখতে পান মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে তা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। গুটা কিসের আলো তা জানতে চাইলে সাহানার মামা বলেন, ভূতের! সাহানা ভয় পেয়ে তার মামাকে জড়িয়ে ধরে। মামা তখন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খোলা মাঠের মাটিতে এক প্রকার গ্যাস থাকে, যা বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। সাহানা বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হয়।

ক. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা?

খ. নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায়? —ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রফিক সাহেব আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶

ক. 'তৈলচিত্রের ভূত' রচনাটি কিশোর উপযোগী ছোটগল্প।

খ. মামাকে সারাজীবন মিথ্যে ভক্তি ও ভালোবাসার ভান করে ঠকানোর জন্য নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল।



মামার বাড়িতে থেকে নগেন পড়ালেখা করত। মামা নগেনকে খুব বেশি আদর করতেন না। তবে মৃত্যুর পূর্বে নিজের ছেলেদের সমান সম্পত্তি নগেনকেও দিয়ে যায় তার মামা। নগেন মামার এ উদারতা কখনো কল্পনা করতে পারেনি। এ কারণে মামার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় তার মন ভরে ওঠে। নিজের আচরণের কথা ভেবে নগেন অনুতপ্ত হয়।

- গ. ভূত-বিশ্বাসের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল রয়েছে। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে পরলোকগত মামার প্রতি অনুশোচনা থেকে জেগে ওঠা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য মামার তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত রেখে প্রচন্ড ঝাড়া খেয়ে নগেন ভয় পায়। তার কাছে মনে হয় তার মামার আত্মা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নগেন বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টিকে ভূত মনে করেছিল। উদ্দীপকে শীতের ছুটিতে মামা তার ভাগ্নি সাহানাকে গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেখানে তারা রাতের আকাশ দেখতে খোলা মাঠে যায়। তখন তারা মাঠে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। কীসের আলো? সাহানার এমন প্রশ্নের উত্তরে মামা তাকে ভয় দেখানোর জন্য বললেন, এটা ভূতের আলো। এতে সাহানা প্রচন্ড ভয় পায়। তাই বলা যায়, অযথা ভূতের ভয়ে ভীত হওয়ার দিক দিয়ে সাহানা ও নগেনের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।
- ঘ. বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি দিয়ে কুসংস্কারকে জয় করার মানসিকতার দিক থেকে রফিক সাহেব এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তারকে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে লেখক পরাশর ডাক্তারের বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের ভূতে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়- এরূপ বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে, পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে। উদ্দীপকে রফিক সাহেব তার ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। খোলা মাঠে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠতে দেখে কৌতূহলবশত সাহানা জানতে চায় ওটি কীসের আলো। তার মামা ভূতের আলো বলে মজা করলে সাহানা ভয় পায়। পরে মামা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে বলেন, মিথেন নামক এক প্রকার গ্যাসের সঙ্গে বাতাসের সংস্পর্শে এরকম আলো জ্বলে বলে তার মামা সাহানাকে জানায়। এতে সাহানা স্বাভাবিক হয়। উদ্দীপকে রফিক সাহেবের মাঝে বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধি আছে বলেই খোলা মাঠের আলো জ্বলার কারণ তিনি জানতে পেরেছেন। আর গল্পে পরাশর ডাক্তার ছবির ফ্রেমে শক খাওয়ার কারণ নগেনকে বোঝাতে পেরেছেন। তাই তাদেরকে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়।



## নির্বাচিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিমন গোরস্তানের ধারে সবুজ ঘাসে গরুটিকে বেঁধে আসে। সে বিকালে গরুটি আনতে যেয়ে আর বাড়ি ফিরে আসে না। সন্ধ্যায় গোরস্তানের পাশে তার মৃতদেহটি পাওয়া যায়। গ্রামের সবাই বলল ভূতে রিমনকে মেরেছে। তারা রিমনের মৃতদেহটি ধরতেও ভয় পেল। ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায় সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপযোগী গল্পের সংখ্যা কত?  
১
- খ. নগেন অনুতপ্ত হয়েছিল কেন?  
২
- গ. উদ্দীপকের গ্রামবাসীর মধ্যে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।  
৩
- ঘ. "উদ্দীপকের কুসংস্কার এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মৃত্যু যেন একই সূত্রে গাঁথা।" উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।  
৪

### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপযোগী গল্পের সংখ্যা ২৭
- খ. বোর্ড বই ১ নং অনুশীলনী প্রশ্নের 'খ' নং অংশ দ্রষ্টব্য।
- গ. উদ্দীপকের গ্রামবাসীর মধ্যে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের ভূতের ভয় পাওয়া এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসের দিকটি ফুটে উঠেছে। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে দেখা যায় মামার তৈলচিত্র ছোঁয়ামাত্র নগেন টের পায় কেউ তাকে জোরে ধাক্কা দিয়েছে। তার বিশ্বাস মামা মৃত্যুর পর তার প্রতি নগেনের মিথ্যা ভক্তির কথা জানতে পেরে রেগে গেছেন। তাই তিনি নগেনকে নিজের ছবি স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। কুসংস্কার, বিবেচনাবোধের অভাব এবং অন্ধবিশ্বাসের কারণে নগেন অশরীরী আত্মার বিশ্বাস করে এবং ভয় পায়। উদ্দীপকের গ্রামবাসী গোরস্তানের পাশে মৃতদেহ পাওয়ায় তারা মনে করে গোরস্তানের প্রেতাত্মা রিমনকে মেরেছে। ভূতের হাতে রিমনের মৃত্যু হয়েছে ভেবে নিজেদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা রিমনের মৃতদেহ স্পর্শ করতে ভয় পায়। গ্রামবাসীর মাঝে ভূতে বিশ্বাস, কুসংস্কারের মতো অন্ধবিশ্বাস থাকায় তারা সাপের কামড়ে মৃত্যুকেও একটি অপার্থিব ভয়ের আবরণে প্রত্যক্ষ করে। বিবেচনাবোধ,

যৌক্তিকতার অনুপস্থিতিই গ্রামবাসীর চেতনায় এমন ধারণা সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গ্রামবাসী এবং তৈলচিহ্নের ভূত গল্পের নগেনের চরিত্রের মাঝে কুসংস্কারে বিশ্বাসের দিকটিই প্রতিফলিত হয়।

ঘ. “উদ্দীপকের কুসংস্কার এবং ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের মূল মর্মবাণী একই সূত্রে গাঁথা”- উক্তিটি যথার্থ।

‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেন তার মামার বাড়িতে আশ্রিত যিনি স্বভাবগতভাবে কৃপণ ছিলেন। মামার মৃত্যুর পর তার ছবিকে সম্মান জানাতে গেলে নগেন কিছুটা শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে এবং প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। তার ভাষ্যমতে ছবি থেকে মামা-ই তাকে ধাক্কা দিয়েছেন কারণ মৃত্যুর পর তিনি নগেনের মনোভাব জানতে পেরেছেন। কুসংস্কার, যৌক্তিক চিন্তাভাবনার অভাব ইত্যাদির উপস্থিতিই নগেনকে অশরীরী বস্তুতে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

উদ্দীপকের গ্রামবাসী রিমনের মৃতদেহ গোরস্তানের পাশে পাওয়ার কারণে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানসিকতা জাগ্রত হয়। তারা মনে করে ভূতে রিমনকে মেরে ফেলেছে। ফলে ভূতের আছরের ভয়ে তারা মৃতদেহকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না। গ্রামবাসী স্বল্পশিক্ষিত মানুষ, তদুপরি কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির নাগপাশে আবদ্ধ থেকে এই মানুষগুলো যখনই যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে কোনো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না তখনই তাকে অপার্থিব আখ্যা দেয়। যা ঘটেছে উদ্দীপকের কুসংস্কার এবং ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পে মূল পটভূমিতে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের কুসংস্কার এবং ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের মূল মর্মবাণী একই সূত্রে গাঁথা।

#### প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বৈশাখ মাসের খাঁ খাঁ দুপুরে গ্রামের বড় তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে যায় আসমানি। প্রচণ্ড রোদের তাপে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঐ পথে বাড়ি ফেরা হাটুরে আমজাদ মিয়ার মাধ্যমে পুরো গ্রামে এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীর সাথে সাথে আসমানির বাবাও ভাবে তেঁতুল গাছের নিচে যাওয়ায় ভূতে আসমানির এই অবস্থা করেছে। তাই মেয়ের সুস্থতার জন্য কবিরাজ ডেকে আনেন আসমানীর বাবা।

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কত সালে? ১

খ. মামার তৈলচিহ্নে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হলো কেন? ২

?

গ. উদ্দীপকের আসমানি ও ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেনের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের মূল বিষয় উপস্থাপনে উদ্দীপকটি সহায়ক হয়েছে কী? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

#### ▶◀ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পে নগেন মামাকে সারাজীবন মিথ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ভান করে ঠকিয়েছে বলে লজ্জায় অনুতপ্ত হয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নগেন তৈলচিহ্নে প্রণাম করার কথা ভেবেছে।

নগেনের কৃপণ মামার আচরণ তার ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেনি। নগেন বাইরে থেকে মামার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখালেও অন্তরের টান অনুভব করতে না। কিন্তু তার এই কৃপণ মামা মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্রদের সমান টাকা নগেনের নামে উইল করে গেছেন। মামার এমন উদারতার কারণে তার মধ্যে অনুশোচনা জাগ্রত হলো। আত্মদ্বন্দ্বি ও অনুশোচনা কমানোর জন্য তাই নগেন মামার তৈলচিহ্নকে প্রণাম করার কথা ভাবে।

গ. কুসংস্কারে বিশ্বাসের দিক থেকে উদ্দীপকের আসমানি ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেন মামার মানবিকতা এবং ভালোবাসার দিকটি উপলব্ধি করে ছবিতে প্রণাম করতে গেলে ছবির স্পর্শে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা অনুভব করে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং অজ্ঞানতার কারণে সে একে মামার ভূত বলে বিশ্বাস করে নেয় কারণ এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা তার ভেতরে কাজ করে না।

একইভাবে উদ্দীপকের আসমানি প্রচণ্ড রোদে তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমাদের সমাজে তেঁতুল গাছে ভূত থাকে এমন একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। ফলে আসমানি গাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে গেলে গ্রামবাসীরা একে ভূতের কাজ বলে অভিহিত করে। মূলত বহুদিন ধরে চলে আসা লোকজ বিশ্বাস এবং রোদের প্রচণ্ডতায় আসমানি জ্ঞান হারানো দুটি মিলেই ভূতের আছর হওয়ার ধারণা পাকাপোক্ত হয়। যা ভিন্ন ঘটনা ও পটভূমিতে গল্পের নগেনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায় যে কুসংস্কারে বিশ্বাস এবং যৌক্তিক দিক বিবেচনা না করার দিক থেকে উদ্দীপকের আসমানি ও গল্পের নগেনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. “তৈলচিহ্নের ভূত” গল্পের মূল বিষয় উপস্থাপনে উদ্দীপকটি সহায়ক বলে আমি মনে করি।

‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেন লেখাপড়া জানা হলেও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না। মামার ছবিকে স্পর্শ করে জোরে ধাক্কা খেলে এর কোনো যৌক্তিক উত্তর তার মাথায় আসে না। যার ফলশ্রুতিতে মামার ভূত রেগে গিয়ে তাকে আঘাত করেছে মতামতটি তার মস্তিষ্কে স্থান করে নেয়। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে সে পরাশর ডাক্তারের সহযোগিতা নেয় এবং মামার ভূতের একটি যুক্তিযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য উত্তর খুঁজে পায়।

অন্যদিকে উদ্দীপকের আসমানি প্রচণ্ড রোদে তেঁতুল গাছের নিচে পাতা কুড়াতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাটুরে আমজাদ মিয়ার মাধ্যমে গ্রামবাসী ধারণা করে তেঁতুল গাছের ভূতই আসমানির এই অবস্থার জন্য দায়ী। আসমানির বাবাও তা বিশ্বাস করেন এবং আসমানির অবস্থা উন্নত করার জন্য কবিরাজকে ডেকে আনেন। মূলত ভূতের কারণে নয় বরং প্রচণ্ড রোদের তাপে শারীরিক অবস্থার অবগতি ঘটায় আসমানি

অজ্ঞান হয়ে পড়ে যা আসমানীর বাবা কবিরাজ ডাকার মাধ্যমে জানা যায়। গল্পের নগেনও ভূত আছে এই বিশ্বাস নিয়েই পরাশর ডাক্তারের কাছে সাহায্য চাইতে যায় যা তাকে আসমানীর ঘটনার সাথে একই সূত্রে সম্পর্কযুক্ত করে তোলে। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের মূল বিষয় উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

**প্রশ্ন -৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

পিয়ারী কিছুতেই শ্রীকান্তকে শ্মশানে যেতে দেবে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস, শ্মশানে ভূত-প্রেতের বাস। শনিবারের অমাবস্যায়া শ্মশানে গেলে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু শ্রীকান্তের ভীষণ জেদ। পিয়ারীর শত অনুনয় উপেক্ষা করে বন্দুক হাতে সে ভূতের সন্ধানে শ্মশানের দিকে রওনা হয়।

ক. ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

১

খ. নগেন তার মামার প্রতি মিথ্যে ভক্তি দেখাত কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি কোন দিক থেকে ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং পঠিত গল্পের পরাশর ডাক্তার একই চেতনার মানুষ- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ সর্বপ্রথম ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ. নিজের থাকা খাওয়ার অর্থ যথাযথভাবে পাওয়ার জন্য নগেন তার মামার প্রতি মিথ্যে ভক্তি দেখাত।

নগেন মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই সে মামার বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে। কিন্তু তার মামা টাকা-পয়সা খরচ করতে চাইত না। এ কারণে নগেনের চলাফেরার খুব সমস্যা হতো। ফলে নগেনও তার মামার প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসার ভাব বজায় রাখলেও মনে মনে সে তার মামাকে ভালোবাসত না।

গ. উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি অন্ধবিশ্বাসের দিক থেকে নগেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের নগেন মৃত মামার ছবিতে প্রণাম করার জন্য হাত দিলে প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করে। এই ধাক্কা অনুভূত হওয়ার কোনো সদুত্তর নগেনের জানা নেই। আমরা যে বিষয়ে পরিষ্কার জবাব দিতে অক্ষম হই তাকে ভূতের উপর চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত। তাই ধাক্কা খাওয়ার কার্যকারণ পেতে অক্ষম হলে নগেন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একে মামার ভূত নামে অভিহিত করে।

উদ্দীপকের পিয়ারী চরিত্রটি শ্রীকান্তকে শ্মশানে যেতে দিতে রাজি নয়, কারণ সে বিশ্বাস করে সেখানে মৃত মানুষের আত্মা ভূত হয়ে বিচরণ করে। শনিবার অমাবস্যায়া শ্মশানে গেলে ভূতপ্রেত অবশ্যই ক্ষতি করবে এবং বেঁচে ফিরে আসার কোনো আশাই নেই। পিয়ারী ভূতপ্রেতের সাথে শনিবার এবং অমাবস্যায়া এদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারে এমন বিশ্বাস ধারণ করে। এই বিশ্বাসের মাধ্যমে পিয়ারী অন্ধবিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে যা আমরা গল্পের নগেনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তাই বলা যায় উদ্দীপকের পিয়ারী এবং গল্পের নগেনের চরিত্রের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. “উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং পরাশর ডাক্তার একই চেতনার মানুষ”- মন্তব্যটি যথাযথ।

‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তার ভূতে বিশ্বাস না করে ঠাণ্ডা মাথায় নগেনের ঘটনাটি নিয়ে ভেবেছেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ঘাটন করেন যে বৈদ্যুতিক সংযোগের কারণেই বুপার ফ্রেম তথা ছবিটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে এবং এর কারণেই নগেন ধাক্কা অনুভব করেছে। বিজ্ঞানের সূত্র ধরে বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি পুরো বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন।

উদ্দীপকের শ্রীকান্ত পিয়ারীর কথায় কান দেয় না। শত অনুনয় উপেক্ষা করে ভূতের সন্ধানে শ্মশানের দিকে রওনা হয়। প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে মানুষ তাকে অশরীরী আত্মার কাজ বা ভূতের উপস্থিতি বলে মনে করে। অথচ ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে সাধারণ অথচ যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ অবশ্যই থাকে। যা শ্রীকান্ত বিশ্বাস করে। ফলে সে জানে ভূত বলে কিছু নেই। এই কারণেই পিয়ারীর নিষেধ করা সত্ত্বেও শনিবার অমাবস্যার রাত ইত্যাদি নিয়ামকের প্রতি মনোযোগ দিতে আগ্রহী নয়। যা আমরা গল্পের পরাশর ডাক্তারের চরিত্রে দেখতে পাই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের শ্রীকান্ত এবং গল্পের পরাশর ডাক্তারের চেতনা সমতালে প্রবাহিত হয় বলে প্রতীয়মান।

**প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সৃজনের মা মারা যাওয়ার পর থেকে সৃজন তার মামাবাড়ি থাকে। তার মামা অনেক বড়লোক অথচ কৃপণ। সৃজনকে আদর যত্ন করলেও টাকা পয়সা দিত না। সৃজন তার মামাকে মনে মনে গালি দিলেও উপরে উপরে শ্রদ্ধা দেখাত। মামা যেন তার কাছে যমের মতো। কিন্তু সেই মামাই মৃত্যুর সময় সৃজনের নামে এক বিধা সম্পত্তি উইল করে রেখে যান।

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাঝির ছেলে’ কী ধরনের রচনা?

১

খ. নগেন তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করেনি কেন?

২

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের কোন

ঘটনার সাদৃশ্য আছে— ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. “উদ্দীপকটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের শিক্ষণীয়  
দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে”— বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাবির ছেলে’ কিশোর উপন্যাস।
- খ. নগেনের প্রতি মামার আচার-আচরণ এবং অত্যন্ত কৃপণতার জন্যই নগেন তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেনি।  
নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে লেথাপড়া করেছে এবং মানুষ হয়েছে। তার মামার সম্পদের অভাব ছিল না। তবু তিনি ছিলেন কৃপণ।  
তাছাড়া সারাক্ষণ তিনি নগেনকে বকাঝকা মধ্যস্থি রাখতেন। তাই সে সর্বদা মামার মৃত্যু কামনা করত এবং মন থেকে তার মামাকে শ্রদ্ধা-  
ভক্তি করত না।
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের মামার নগেনের নামে সম্পত্তি উইল করে দেওয়ার মতো দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার  
বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।  
‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে নগেনের মামা ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। কখনো নগেনকে এক পয়সা দিতে চাইতেন না এবং বকাঝকা করতেন। তাই  
নগেন তার মামাকে তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করত না। সর্বদাই মামার মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু তার মামা তাকে ঠিকই ভালোবাসত। তাই মৃত্যুর পূর্বে তার  
নামে সম্পত্তি উইল করে যান।  
উদ্দীপকে সৃজনও মামার বাড়িতে থাকে। তার মামাও অত্যন্ত কৃপণ। কখনো তাকে সামান্য অর্থ দিতে চায় না। তাই সেও তার মামাকে  
মনে মনে গালি দিত কিন্তু উপরে শ্রদ্ধা দেখাত। তবে মৃত্যুর সময় তার মামা ঠিকই তাকে এক বিঘা জমি উইল করে যান। এ ঘটনাটিই  
গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ঘ. উদ্দীপকে সৃজনের মামার ভগ্নের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, যা ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের শিক্ষণীয় দিকের প্রতিনিধিত্ব করে।  
‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে নগেনের মামার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। নগেনের মামা অত্যন্ত কৃপণ। তাই নগেন কখনই তার মামার  
ভালো চায়নি। উপরে উপরে শ্রদ্ধা করলেও নগেন তার মামার মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু তার মামা ঠিকই তাকে ভালোবাসত। তাইতো  
মৃত্যুর পূর্বে তার নামে সম্পত্তি উইল করে দিয়ে দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন।  
উদ্দীপকেও সৃজনের মামার গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সৃজন মামার বাড়িতে থাকে। কিন্তু তার মামা অত্যন্ত কৃপণ। তাই সে সর্বদা  
মামাকে মনে মনে গালি দিত। কিন্তু তার মামা তার প্রতি যথেষ্টই দায়িত্বশীল ছিলেন। যে কারণে মৃত্যুর সময় তার নামে সম্পত্তি উইল  
করে দিয়েছেন।  
উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপকটি গল্পের শিক্ষণীয় দিকের প্রতিনিধিত্ব করে।

**প্রশ্ন -৬▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কৃষক গনি মিয়ার বড় ছেলে ফটিক ডেস্কজুরে আক্রান্ত হলে কবিরাজের কাছ থেকে পানি পড়া এনে খাওয়ায় এবং তাবিজ দরজায় ঝুলিয়ে রাখে।  
বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলে খোঁড়া কোনো প্রাণী দেখলে যেন তাড়িয়ে দেয়। তার ধারণা ডেস্কজুর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে  
আসে। কিন্তু গনি মিয়ার অষ্টম শ্রেণিতে পড়া ছোট ছেলে রবিন বাবার ধারণা ভুল প্রমাণ করতে তার বিজ্ঞান বইয়ের ডেস্কজুরের বাহক এডিস  
মশার উদাহরণ দেয়।

- ক. নগেনের মামার গায়ে কীসের পাঞ্জাবি ছিল? ১  
খ. নগেন মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’  
গল্পের যে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর রবিন পরাশর ডাক্তারের যথার্থ  
প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. নগেনের মামার গায়ে ছিল মটকার পাঞ্জাবি।
- খ. নগেন আত্মগ্লানি কমানোর জন্য মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল।  
নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ত। তার মামা ছিল বঙ্ক কৃপণ। এ জন্য মামাকে বাইরে থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও ভিতরে  
প্রায়ই নগেন যমের বাড়ি পাঠাত। কিন্তু মামার মৃত্যুর পর যখন দেখল মামা তার জন্যও মোটা অঙ্কের টাকা উইল করে গেছেন তখন মামার  
প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মন ভরে গেল। এমন মানুষকে সে ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে বলে অনুতপ্ত হতে লাগল। এই আত্মগ্লানি  
কমানোর জন্য মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল নগেন।
- গ. উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের ভূতে বিশ্বাস নিয়ে যে কুসংস্কার সে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে।  
কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে  
ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে এসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে।  
উদ্দীপকের কৃষক গনি মিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন মানুষ। ছেলে ডেস্কজুরে আক্রান্ত হলে কবিরাজের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খাওয়ায়  
এবং দরজায় তাবিজ ঝুলিয়ে রাখে। তার ধারণা ডেস্কজুর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। এই বিষয়টি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের  
ভূতে বিশ্বাস নিয়ে কুসংস্কারের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে। নগেন আত্মগ্লানি কমাতে রাতে তার মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে যায় এবং

ছবির ফ্রেমের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটায় সেটি ছুঁলে তার বৈদ্যুতিক শক লাগে। কিন্তু নগেন ভাবে এটা আমার আত্মার ভূত। তার এই ভূতে বিশ্বাসের কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলেছে উদ্দীপকের গনি মিয়ার ধারণাটি।

ঘ. “উদ্দীপকের রবিন ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি”— এই মন্তব্যের সাথে আমি একমত।

আমাদের সমাজ তথা সমাজের মানুষ নানারকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসে তারা ডুবে আছে এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তারা থাকতে পছন্দ করে। যারা এই বিষয়ে সচেতন তাদের উচিত বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে সেই সব কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে তাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলা।

‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তার একজন বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন মানুষ। তিনি ভূতের কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। তাইতো নগেন যখন এসে তার মামার তৈলচিত্রের ভূতের কথা শোনায় তিনি সেটা বিশ্বাস না করে ঘটনাস্থলে নিজে গিয়ে নগেনের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করেন। এই পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি উদ্দীপকের রবিন। রবিন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা গনি মিয়ার ডেস্কজুর সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। গনি মিয়ার ধারণা ডেস্কজুর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। তাই সে দরজায় তাবিজ ঝুলিয়ে রাখে। রবিন ডেস্কজুরের সঠিক কারণটি বিজ্ঞান বই থেকে তার বাবাকে পড়ে শোনায়।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, রবিন পরাশর ডাক্তারের যথার্থ প্রতিনিধি।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৭▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আলিফের বাবা মারা যাওয়ার পর তার এক মামা ও এক চাচা তার দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। আলিফের মামা আব্দুল আউয়াল স্বল্পশিক্ষিত ও পীরভক্ত মানুষ। অপরপক্ষে, তার চাচা আব্দুল মান্নান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন শিক্ষক। একদিন আলিফ ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায় এবং সন্ধ্যায় জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে। আলিফের মামা চায় পীরের পানিপড়া খাওয়াতে এবং চাচা চায় ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খাওয়াতে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার নির্দেশিত ওষুধের পাশাপাশি পীরের পানি পড়াও আলিফ খায়। এক সপ্তাহ পর আলিফ সুস্থ হয়। আব্দুল আউয়ালের বিশ্বাস, পীরের পানিপড়া খেয়েই আলিফ সেরে উঠেছে।

ক. পরাশর ডাক্তার প্রকাশ্যে লাইব্রেরিতে বসে কী করছিলেন? ১

খ. মামার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নগেনের মন ভরে উঠল কেন? ২

?

গ. আব্দুল আউয়ালের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্দুল মান্নানকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তারের প্রতিক্রিয়া বলা যায় কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. পরাশর ডাক্তার প্রকাশ্যে লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন।

খ. মামা নিজের ছেলেদের মতোই নগেনকেও ভালোবাসতেন- এ কথা জনতে পেরে মামার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নগেনের মন ভরে উঠল। নগেনের মামা মারা যাওয়ার আগে নিজের ছেলেদের সমপরিমাণ টাকা তার জন্যও উইল করে গেছেন। মামার এ রকম উদারতা নগেনের কাছে কল্পনাতীত ছিল। তাই নগেন সে যখন বুঝতে পারল মামা তাকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন, তখন তার মন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ভরে উঠল।

গ. মনের চেতনাগত দিক দিয়ে আব্দুল আউয়ালের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘটনাগত অমিল থাকলেও নগেনের মধ্যে উপস্থিত কুসংস্কারের প্রতিফলন দেখা যায় উদ্দীপকের আব্দুল মান্নানের মধ্যে। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে দেখা যায়, মামার তৈলচিত্র ছোঁয়ামাত্র নগেনের মনে হয়েছে কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়েছে। তার বিশ্বাস মামার প্রতি মিথ্যা ভক্তির কথা মামা জানতে পেরেছেন। তাই তিনি তাকে ছবি স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার, বিবেচনাবোধ ও অন্ধবিশ্বাসের কারণেই নগেন অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করে ভয় পায়।

উদ্দীপকের আব্দুল আউয়াল স্বল্পশিক্ষিত মানুষ। ভুল বিশ্বাসের কারণে সে অন্ধভক্ত হয়ে পড়ে। সে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশে আলিফের অসুস্থতার সময় পীরের পানি পড়াকে আলিফের সুস্থতার জন্য যথেষ্ট মনে করে। তাই বলা যায়, মনের চেতনাগত দিক দিয়ে আব্দুল আউয়াল ও নগেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. আব্দুল মান্নানকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তারের প্রতিক্রিয়া বলা যায়।

চেতনাগত ভূতে বিশ্বাসের বিপরীতেই বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির অবস্থান। বিজ্ঞান কোনো ভৌতিক ঘটনা বিশ্বাস করে না বরং এসব ঘটনার পেছনের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ উপস্থাপন করে। তাই বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি খুব সহজেই যেকোনো ভুল বিশ্বাসজনিত সমস্যা দূর করতে পারেন। এর বাস্তব প্রমাণ লক্ষ করা যায় ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তার এবং উদ্দীপকের আব্দুল মান্নানের মধ্যে।

‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যয়নকারী। তিনি যুক্তি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করেন। নগেন তার কাছে ভূতে ভয়জনিত ঘটনা খুলে বললে তিনি ভূত নেই বলে নগেনকে আশ্বস্ত করেন। পরে তৈলচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে এবং স্পর্শ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ হিসেবে বৈদ্যুতিক সংযোগকে চিহ্নিত করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকে আব্দুল মান্নান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন শিক্ষক। তিনি আলিফের সুস্থতার জন্য পীরের পানিপড়াকে যথেষ্ট বা যৌক্তিক মনে করেননি। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমতো আলিফকে ওষুধ খাওয়ান। এতে তার মধ্যে পরাশর ডাক্তারের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির উপস্থিতি প্রকাশ পায়। উল্লিখিত আলোচনায় আব্দুল মান্নানকে পরাশর ডাক্তারের প্রতিক্রিয়া বলা যায়।

#### প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দীর্ঘদিন যাবৎ মিতুলদের বাড়ির পাশে একঘর হিন্দু পরিবারের বসতি ছিল। গত চৈত্র মাসে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সবাই পরপারে চলে গেলে বাড়িটিতে ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়। এলাকার যে কেউ রাতের বেলা এ বাড়িটির পাশ দিয়ে গেলে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। সবার ধারণা মৃতদের আত্মা ভূত হয়ে কাঁদে- এ নিয়ে এলাকার সবার মধ্যে একটি অস্থির ও অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

- ক. নগেনের মামা কত বছর লাইব্রেরির পেছনে একটি পয়সাও খরচ করেনি? ১  
খ. সমস্ত সকালটা নগেন মড়ার মতো পড়ে রইল কেন? ২

?

- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের বৈসাদৃশ্যগত দিকটি চিহ্নিত কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

#### ▶৮ নং প্রশ্নের উত্তর▶

ক. নগেনের মামা গত তিরিশ বছর লাইব্রেরির পেছনে একটি পয়সাও খরচ করেনি।

খ. তৈলচিত্রে প্রণাম করার সময় ধাক্কার রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পারায় নগেন সমস্ত সকালটা মড়ার মতো পড়ে রইল। রাতের অন্ধকারে নগেন যখন তার মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার জন্য হাত রাখে তখন কে যেন তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। নগেন তার মামাকে মন থেকে ঘৃণা করত কিন্তু মামা মারা যাওয়ার পর সে বুঝতে পারে তার মামা তাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। তাই সে তার ভুল বুঝতে পেরে রাতের অন্ধকারে মৃত মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেলে কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়। এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে সমস্ত সকালটা নগেন মড়ার মতো পড়ে রইল।

গ. উদ্দীপকের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের ঘটনাগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে মামার প্রতি অনুশোচনা থেকে জেগে ওঠা শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য মামার তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত রেখে প্রচন্ড ঝাড়া খেয়ে নগেন ভয় পায়। তার কাছে মনে হয় তার মামার আত্মা তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নগেন বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টিকে ভূত মনে করেছিল। উদ্দীপকে হিন্দু পরিবারের মৃত্যুতে হিন্দু বাড়িটিতে ভূতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এলাকার যে কেউ রাতের বেলা এ বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে কান্নার শব্দ শুনতে পায়। এলাকার সবার ধারণা মৃতদের আত্মা ভূত হয়ে কাঁদে। প্রকৃতপক্ষে এলাকাবাসী একটি মানসিক অস্বস্তিকর অবস্থার কারণেই মৃতদের আত্মাকে ভূত বলে বিশ্বাস করেছে। তাই বলা যায়, ভূত-বিশ্বাসের দিক দিয়ে উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্পের মিল থাকলেও এতে ঘটনাগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেনি। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন সে বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন চরিত্রের মধ্যে ভূতে বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তারের মধ্যকার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতা। উদ্দীপকে কলেরায় আক্রান্ত একটি পরিবারের মৃতের ঘটনায় এলাকাবাসী ভীত হয়ে পড়ে। এই ভয়ের সূত্র ধরেই বাড়িটির পাশে রাতে হাঁটার সময় কান্নার শব্দ শোনা যায়। এ ঘটনায় এলাকার সবাই মনে করে মৃতের আত্মা ভূত হয়ে কাঁদে। এখানে আলোচ্য গল্পে নগেন চরিত্রে প্রতিফলিত ভূত বিশ্বাসের বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু গল্পে উল্লিখিত বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ভূতে বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয়টি উদ্ঘাটনের জন্য ঘটনা বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি অনুপস্থিত। উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেনি।

#### প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সমুদ্রসৈকতে সৌন্দর্যভ্রম্ভা মেটানোর পর সজিব ও পিয়াস যখন হোটেলে নিজেদের রুমে প্রবেশ করল তখন দুজনই ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় চিৎকার করে রুমের বাইরে এলো। কারণ তারা রুমে একজন মানুষের ছায়ার মতো কিছু একটা দেখল। সজিব এই ছায়াকে অলৌকিক কিছু একটা মনে

করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু পিয়াস দমে যাওয়ার পাত্র নয় সে বিভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা ও ঐ রাতে হোটেলে অবস্থানরত মানুষের কাছে খোঁজ নিয়ে প্রমাণ করল ছায়াটি অলৌকিক কিছু নয়। হোটেলের দারোয়ান রুমের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার ছায়াটিই সজিবদের রুমে পড়েছিল।

- ক. নগেনের মামার ছবি কীসের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল? ১
- খ. নগেন পরাশর ডাক্তারের সাথে দেখা করেছিল কেন? ২
- গ. পিয়াসের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সজিবের মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব কিনা— ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের আলোকে এ ব্যাপারে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

### ▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. নগেনের মামার ছবি রূপার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল।
- খ. ভুতুড়ে কান্ধের ঘটনাটি জানানোর জন্য নগেন পরাশর ডাক্তারের সাথে দেখা করেছিল। মামার উদারতার পরিচয় পেয়ে মৃত মামার প্রতি নগেনের শ্রদ্ধা-ভক্তি বেড়ে যায়। সে অনুতপ্ত হয়ে মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেলে মামার প্রেতাত্মা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরদিনও একই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি জানানোর জন্যই নগেন পরাশর ডাক্তারের সাথে দেখা করেছিল।
- গ. বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহসের দিক দিয়ে উদ্ভীপকের পিয়াস ও ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক বিশ্বাস অবলম্বন করে মানুষ স্বাভাবিক ঘটনায়ও ভীত হয়। এর কারণ হলো বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার অভাব। এই গুণগুলো বর্তমান থাকলে ভূত বা অলৌকিক, অশরীরী কোনো বস্তুর ওপর মানুষ বিশ্বাস করত না। মানব চরিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোর অভাব রয়েছে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের মধ্যে। আবার এই গুণগুলোর প্রবলভাবে উপস্থিতি লক্ষণীয় উদ্ভীপকের পিয়াসের মধ্যে। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন রাতের অন্ধকারে তার মামার ছবির ফ্রেমে হাত দিলে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। এতে সে মনে করে মৃত মামার অশরীরী আত্মা ভূত হয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ছবির ফ্রেমে সে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। অপরপক্ষে, উদ্ভীপকের সজিব ছায়াটিকে অলৌকিক কিছু মনে করে বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পিয়াস চিন্তাভাবনা ও লোকের কাছে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় ছায়াটি প্রকৃতপক্ষে হোটেলের দারোয়ানের। এর মধ্যদিয়ে তার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যা আলোচ্য গল্পের নগেনের মধ্যে অনুপস্থিত। এই দিক দিয়েই তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সূচিত হয়েছে।
- ঘ. বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সজিবের মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব। বিজ্ঞান সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সকল প্রকার কুসংস্কারাচ্ছন্নতার অযৌজিকতা প্রমাণ করতে সক্ষম। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে এসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। যেমনটি আমরা উদ্ভীপকের পিয়াস ও ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাক্তারের ঘটনা বিশ্লেষণে দেখতে পাই। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে পরাশর ডাক্তার নগেনের ভয় পাওয়ার ঘটনা শুনে ভয় পাননি বরং তিনি নগেনের ভয় পাওয়ার ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। উদ্ভীপকের পিয়াসও রুমে দেখতে পাওয়া ছায়াটির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পরাশর ডাক্তারের মতোই বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞানচেতনার মাধ্যমে ঘটনা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিল। অপরপক্ষে, উদ্ভীপকের সজিব রুমের মধ্যে দেখতে পাওয়া ছায়াটিকে অলৌকিক কিছু মনে করে ভয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে তার মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার অভাব প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আলোচ্য গল্পের পরাশর ডাক্তার ও উদ্ভীপকের পিয়াসের মতো বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে পারলে সজিবের মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব।

### প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাতাশা মায়ের মৃত্যুর পর সৎ মায়ের সংসারে বড় হয়। সৎ মায়ের সঙ্গে নাতাশার সম্পর্ক ছিল খুব দূরের। আপন মায়ের স্থানে সে সৎ মাকে বসাতে পারেনি। তাদের মধ্যে কথাবার্তাও খুব কম হতো। নাতাশাকে মা কোনো টাকা পয়সা দিত না। সৎ মায়ের মনে কোথায় যেন একটি স্নেহধারা তার জন্য ছিল, যা নাতাশা অনুভব করতে পারেনি। একদিন নাতাশার প্রচণ্ড জ্বর হলে ওই সৎমা নাতাশার পাশে সারারাত জেগে থেকে তার সেবাশ্রমসাধ করে। নাতাশা তখন মায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার জন্য অনুতপ্ত হয়।

- ক. কে সমস্ত সকালটা মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল? ১
- খ. নগেন কেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে? ২

গ. উদ্দীপকের নাতাশা চরিত্রটির সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’  
গল্পের নগেন চরিত্রের কী সাদৃশ্য রয়েছে? নির্ণয় কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে নগেন চরিত্রের সবটুকু প্রকাশিত হয়েছে  
কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

### ◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶

ক. নগেন সমস্ত সকালটা মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল।

খ. ভূতের ভয়ে তথা মামার প্রেতাত্মার ভয়ে নগেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে।

মৃত্যুর পর নগেন তার মামার উদারতার পরিচয় পায়। সে মামার প্রতি মিথ্যা ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাকে ঠকিয়েছে ভেবে অনুতপ্ত হয়। তাই মামার তৈলচিত্রের কাছে শ্রদ্ধা চেয়ে আত্মগ-নি কমাতে চায়। কিন্তু ছবি স্পর্শ করা মাত্র সে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারায়। দিনরাত সে শুধু এ কথাই ভাবে। এ ভয়ের কারণে নগেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করে।

গ. উদ্দীপকের নাতাশা চরিত্রটির সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের মানসিকতার দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন মামার সংসারে বড় হলেও মামার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। সে মামাকে উপরে উপরে শ্রদ্ধা করত। নগেনের প্রতি তার মামারও যে ভালোবাসা ছিল তা সে বুঝতে পারেনি। মামা নগেনকে নিজের সন্তানের মতোই দেখত। তাই মৃত্যুর পূর্বে নিজের সন্তানের সমান টাকা নগেনের নামে উইল করে দিয়েছেন। নগেন তার মামার ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে অনুতপ্ত হয়। উদ্দীপকের নাতাশা মায়ের মৃত্যুর পর সৎ মায়ের সংসারে বড় হয়েছে। সৎ মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। সৎ মায়ের মনের কোণে নাতাশার জন্য যে ভালোবাসা জমা ছিল তা সে জানত না। নাতাশার অসুস্থ অবস্থায় সেবাশ্রমের মাধ্যমে সৎ মায়ের সে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। নাতাশা তখন অনুতপ্ত হয়ে মায়ের কাছে শ্রদ্ধা চায়। তাই বলা যায়, উল্লিখিত চরিত্র দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন চরিত্রের সবটুকু প্রকাশিত হয়নি।

‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নগেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে নগেন মামাকে ভুল বুঝে তার প্রতি মনে মনে অন্যায় মানসিকতা লালন করে। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা থেকে জেগে ওঠা শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের জন্য মামার তৈলচিত্রের ফ্রেমে হাত রেখে ধাক্কা খেয়ে ভয় পায়। এখানে নগেন বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টিকে না বুঝে ভূত মনে করে। এতে তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

অন্যদিকে উদ্দীপকে নাতাশার জন্য সৎ মায়ের ভালোবাসার বিষয়টি। সে না জেনে তার প্রতি অন্যায় মানসিকতা লালন করে। এরপর নাতাশা তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। এখানে নাতাশার মধ্যে নগেন চরিত্রের অন্যান্য বিষয়ের উপস্থিতি থাকলেও ভূতে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রকাশিত কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিষয়টি অনুপস্থিত।

উল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপকে নগেন চরিত্রের সবটুকু প্রকাশিত হয়নি।





**প্রশ্ন-১১** ▶ গালিব এসএসসি পরীক্ষার্থী। সে রাত জেগে পড়াশোনা করে। কয়েকদিন আগে তার দাদু মারা গেছেন। দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে রাতে জেগে পড়তে তার ভয় লাগে। সন্ধ্যার পর জানালা দিয়ে তাকালেই মনে হয় পাশের কলাবাগান থেকে দাদু তাকে হাত ইশারা করে ডাকছে। রাতে হালকা বাতাস বইতে থাকলেই সে দাদুকে কলাবাগানে দাঁড়িয়ে ডাকতে দেখে। কিন্তু দিনের বেলায় বাতাস থাকলেও দাদুকে কলাবাগানে দাঁড়িয়ে ডাকতে দেখা যায় না।

ক. রূপার ফ্রেমটা কে সিন্দুক তুলে রেখেছিল? ১

খ. নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্য কোন গল্পের বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গালিবের ভয় দূর করতে করণীয় কী? ‘তৈলচিহ্নের ভূত’ গল্পের আলোকে মতামত দাও। ৪

**প্রশ্ন-১২** ▶ মানিক প্রকৃতির ডাকে গভীর রাতে বেরিয়ে দেখতে পায় একটু দূরে সাদা মতো কী যেন দেখা যায় এবং তা হালকা বাতাসে দোল খাচ্ছে মনে হয়। মানিক একেই ভূত মনে করে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর মানিকের বাবা এসে মানিককে উদ্ধার করে এবং জানতে পারে ভূত দেখে সে ভয় পেয়েছিল। আসলে সেটা কোনো ভূত ছিল না। সেটা ছিল একটি ছোট গাছ, যা রাতের বেলায় হালকা জ্যোৎস্নার আলোতে সাদা দেখাচ্ছিল।

- ক. ‘অশরীরী’ মানে কী? ১  
 খ. নগেনের মামা কেমন লোক ছিলেন? ২  
 গ. উদ্দীপকের মানিকের ভূত দেখার সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কোনো ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি? নির্ণয় কর। ৩  
 ঘ. “উদ্দীপকটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের আংশিক ভাব ধারণ করে”— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

**প্রশ্ন-১৩** ▶ তনিমার স্কুলে ‘বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধিই পারে ভ্রান্তধারণার অবসান ঘটাতে’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্যার নবী মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। আর এ নিরক্ষরতার কারণেই তাদের মাঝে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক ও অশরীরী ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী। যা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য।’ তাই তিনি বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

- ক. কে মামার ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছিল? ১  
 খ. পরাশর ডাক্তার চুপ হয়ে গেলেন কেন? ২  
 গ. উদ্দীপকের নবী মাহমুদের সাথে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩  
 ঘ. ‘উদ্দীপকটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের মূলভাবের ধারক’— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ ■ জ্ঞানমূলক ■ ■

**প্রশ্ন ১১** নগেনের মামা কী রকম লোক ছিলেন?

উত্তর : নগেনের মামা কৃপণ লোক ছিলেন।

**প্রশ্ন ১২** নগেনের মামা শেষ সময়ে নগেনের জন্য কী করেছিলেন?

উত্তর : নগেনের মামা শেষ সময়ে নগেনের নামে টাকা উইল করেছিলেন।

**প্রশ্ন ১৩** নগেন মরিয়া হয়ে ডাক্তারকে কী জিজ্ঞাসা করেছিল?

উত্তর : নগেন মরিয়া হয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, সত্যিই প্রেতাত্মা আছে কিনা।

**প্রশ্ন ১৪** নগেন তার মামাকে কীভাবে ঠকিয়েছিল?

উত্তর : নগেন তার মামাকে ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছিল।

**প্রশ্ন ১৫** নগেন তার মৃত মামাকে কীভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল?

উত্তর : নগেন তার মৃত মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল।

**প্রশ্ন ১৬** অন্ধকারে নগেন তার মামার তৈলচিত্রের সামনে গিয়ে কী বলল?

উত্তর : অন্ধকারে নগেন তার মামার তৈলচিত্রের সামনে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল— ‘মামা, আমায় ক্ষমা কর।’

**প্রশ্ন ১৭** নগেন তার মামার ছবি ঝুঁতেই তার কী হলো?

উত্তর : নগেন তার মামার ছবি ঝুঁতেই তাকে কে যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

**প্রশ্ন ১৮** নগেনের মতে, নগেনের মামা দেয়ালে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?

উত্তর : নগেনের মতে, নগেনের মামা মটকার পাঞ্জাবির উপর দামি শাল গায়ে দিয়ে দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন।

**প্রশ্ন ১৯** নগেনের মামা তাকে দ্বিতীয় রাতে ধাক্কা দিলে নগেনের অবস্থা কী হলো?

উত্তর : নগেনের মামা তাকে দ্বিতীয় রাতে ধাক্কা দিলে নগেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেল।

**প্রশ্ন ২০** কেন পরাশর ডাক্তারের বুক ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল?

উত্তর : তৈলচিত্রের উপর দুটি জ্বলন্ত চোখ পরাশর ডাক্তারের দিকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে থাকার কারণে পরাশর ডাক্তারের বুক ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল।

**প্রশ্ন ২১** তীব্র চাপা গলায় পরাশর ডাক্তার নগেনকে কী বললেন?

উত্তর : তীব্র চাপা গলায় পরাশর ডাক্তার নগেনকে বললেন, ‘তুমি একটি আস্ত গর্দভ, নগেন।’

**প্রশ্ন ২২** নগেনের মামার ছবি দিনের বেলা স্পর্শ করলে কিছু হয় না কেন?

উত্তর : নগেনের মামার ছবি দিনের বেলা স্পর্শ করলে কিছু না হওয়ার কারণ হলো দিনের বেলা সব সুইচ বন্ধ থাকে।

**প্রশ্ন ২৩** নগেন কীভাবে ঘরে ঢুকল?

উত্তর : নগেন চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল।

**প্রশ্ন ২৪** নগেনের মামা নগেনের নামে কী উইল করে রেখে গিয়েছিলেন?

উত্তর : নগেনের মামা নগেনের নামে মোটা অঙ্কের টাকা উইল করে রেখে গিয়েছিলেন।

**প্রশ্ন ২৫** নগেনের মামার তৈলচিত্রটি দিনের বেলা কিরূপ থাকে?

উত্তর : নগেনের মামার তৈলচিত্রটি দিনের বেলায় নিস্তেজ হয়ে থাকে।

**প্রশ্ন ২৬** নগেনের মামাতো ভাই কোথায় ভর্তি হয়েছিল?

উত্তর : নগেনের মামাতো ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

**প্রশ্ন ২৭** নগেনের মামার তৈলচিত্রটি কে আঁকিয়েছিলেন?

উত্তর : নগেনের মামার তৈলচিত্রটি মামা নিজে আঁকিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১৮ ৥ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর : ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পটি মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ১৯ ৥ ‘সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?

উত্তর : ‘সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কিশোর উপযোগী গল্প।

প্রশ্ন ২০ ৥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগনার দুমকায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ২১ ৥ ‘উইল’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্রকে উইল বলে।

প্রশ্ন ২২ ৥ ‘মটকা’ কাকে বলে?

উত্তর : রেশমের মোটা কাপড়কে মটকা বলে।

### ■ ■ অনুধাবনমূলক ■ ■

প্রশ্ন ১ ৥ নগেনের কথা পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করেছিলেন কেন?

উত্তর : নগেন মিথ্যা গল্প বানিয়ে শোনাবার ছেলে নয়, তাই নগেনের কথা পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করেছিলেন।

নগেন বিমর্ষভাবে নিয়ে পরাশর ডাক্তারের লাইব্রেরিতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন কথার পরিপ্রেক্ষিতে একসময় চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য ভূতের কাহিনী বর্ণনা করে। কারণ নগেনের এ ভূতুড়ে কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন হলেও তিনি তা বিশ্বাস করলেন। নগেন কখনো মিথ্যা কথা বলে না।

প্রশ্ন ২ ৥ নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হওয়ার কারণ দর্শাও।

উত্তর : ভয়ের কারণে নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হয়।

নগেনের মামা ছিলেন কৃপণ স্বভাবের। কিন্তু তার মামা মারা যাওয়ার সময় তাকে অনেক টাকা উইল করে দিয়ে যায়। ফলে নগেন তার মামার প্রতি আগের খারাপ ধারণার কারণে আত্মগ্লানিতে ভুগতে থাকে। এই আত্মগ্লানি কমানোর জন্য সে তার মামার তৈলচিত্র ধরে ক্ষমা চাইতে গেলে কিসে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় ভয় পেয়ে নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩ ৥ ‘মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে।’- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : নগেন তার মামাকে জীবিত থাকতে ভালো না বাসার কারণে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিল। কারণ এতে তার আত্মগ্লানি কমবে বলে মনে হয়েছিল।

নগেনের মামা ছিলেন বেজায় কৃপণ স্বভাবের। এ কারণে সে তার মামাকে মুখে মুখে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখালেও মনে মনে ঘৃণা করত। কিন্তু তার মামা মারা যাওয়ার পর সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল।

প্রশ্ন ৪ ৥ নগেনের মামা কেমন লোক ছিল?

উত্তর : নগেনের মামা কৃপণ অথচ বিশেষ ক্ষেত্রে উদার লোক ছিলেন।

নগেনের মামার অটেল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কৃপণ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নগেনের নামে মোটা অঙ্কের টাকা উইল করে রেখে যান তিনি। এতে তার উদারতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আবার জীবিত অবস্থায় নগেনের প্রতি তার অনাদর আচরণের মাধ্যমে তার কৃপণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?

ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা

খ) নবাব আলীবর্দী খাঁ

● ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

ঘ) ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বছরকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়। কারণ তখন-

i. দেশে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত

ii. বড়মাছ ছোট ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলত

iii. শাসকবর্গ সুশাসনে অক্ষম ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশার দাদু তাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন যে, বাংলার নবাবকে শাসন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হতো। তবে তাকে এ কাজে অর্থের জন্য অন্য একটি কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী থাকতে হতো।

৩. আশার দাদুর বর্ণিত ঘটনায় কোন শাসনের চিত্র প্রতিফলিত হয়?

ক) নবাবী শাসন

● দ্বৈত শাসন

গ) সুবাদারী শাসন

ঘ) ইংরেজ শাসন

৪. বর্ণিত ঘটনার ফলে-

i. দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে

ii. জনগণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

iii. জনগণের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব জেগে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ iii

● ii

ঘ i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. কত সালে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি হয়?  
ক ১৬৪৭ ● ১৬৪৮ গ ১৬৪৯ ঘ ১৬৫০
৬. কিসের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে ও কম খরচে দেশে-বিদেশে চিঠি ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়?  
ক ই-কমার্স ● ই-মেইল গ ফেসবুক ঘ টুইটার
৭. ইংরেজরা কীভাবে অনুগত শ্রেণি তৈরি করেছিল?  
ক দেশ বিভাগের মাধ্যমে খ কুসংস্কার দূরিকরণের মাধ্যমে  
গ ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ● চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে
৮. 'বগী' কাদের বলা হতো?  
ক সেনদের খ তুর্কীদের গ আফগানদের ● মারাঠাদের
৯. দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্কের বড় ধরনের পরিবর্তনের কারণ-  
ক আকবরের মসনদে বসা খ হুমায়ূনের মসনদে বসা  
● জাহাঙ্গীরের মসনদে বসা ঘ বাবরের মসনদে বসা
১০. মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?  
ক মোঘল ● গুপ্ত গ পাল ঘ সেন
১১. কোন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়?  
● ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট খ ১৮৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর  
গ ১৮৫৮ সালের ২ অক্টোবর ঘ ১৮৫৮ সালের ২ নভেম্বর
১২. ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?  
● গবেষণার জন্য খ মুসলমানদের সমুদায় করার জন্য  
গ হিন্দুদের সমুদায় করার জন্য ঘ ব্রিটিশদের শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য
১৩. বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে কত সালে?  
ক ১২০৬ খ ১৩৩৮ ● ১৫৩৮ ঘ ১৫৭৬
১৪. এদেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে-  
● প্রচলিত বিশ্বাস ভঙ্গ হয় খ মানুষের মনে হিংসা দানা বাঁধে  
গ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে ঘ জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়
১৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাকে দুইভাগ করার প্রস্তাব দেন কে?  
ক লর্ড বেন্টিক ● লর্ড কার্জন গ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ লর্ড ক্লাইভ
১৬. কোন শক্তির হাতে সেন শাসনের অবসান ঘটে?  
ক আর্য খ মৌর্য গ পাল ● মুসলিম
১৭. কত সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন?  
ক ১২৩৮ ● ১৩৩৮ গ ১৪৪৮ ঘ ১৫৩৮
১৮. সতীদাহ প্রথা বিল কে পাস করেন?  
ক লর্ড ডালহৌসি খ লর্ড হার্ডিঞ্জ  
● লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ঘ লর্ড ওয়েলেসলি
১৯. কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?  
ক ১৬৫৭ খ ১৭৫৭ ● ১৮৫৭ ঘ ১৯৫৭
২০. ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন?  
ক লর্ড বেন্টিক ● লর্ড ক্যানিং গ লর্ড কার্জন ঘ লর্ড হার্ডিঞ্জ
২১. ইংরেজদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিলো-  
ক বাণিজ্য বিস্তার করা খ আয় বৃদ্ধি করা  
● শাসন স্থায়ী করা ঘ জনকল্যাণ করা
২২. বর্তমানে ঢাকা শহরকে উত্তর ও দক্ষিণ ঢাকা নামে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতিহাসের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।  
ক দেশ ভাগ ● বঙ্গভঙ্গ  
গ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘ ভারত পাকিস্তান সৃষ্টি
২৩. ব্রিটিশ শাসনামলে নারীসমাজ পিছিয়ে ছিল কেন?  
● সামাজিক অনুশাসনের জন্য খ ব্রিটিশদের কঠোর নীতির জন্য

২৪. (গ) ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য (ঘ) শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহের জন্য  
কারা সর্বপ্রথম বাংলা তথা ভারতবর্ষে আগমন করেন?  
(ক) ইংরেজরা (খ) পর্তুগিজরা (গ) দিনেমাররা (ঘ) ওলন্দাজরা
২৫. নিচের ছকে (?) স্থানে কাদের নাম বসবে?
- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ঘাঁটি স্থাপন       | ব্যবসায়ী |
| চন্দননগর, টুঁচুড়া | ?         |
- (ক) পর্তুগিজরা (খ) ওলন্দাজরা (গ) ফরাসিরা (ঘ) ইংরেজরা
২৬. কলকাতা মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন কে?  
(ক) লর্ড ডালহৌসি (খ) লর্ড ওয়েলেসলি  
(গ) ওয়ারেন হেস্টিংস (ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস
২৭. ব্রিটিশরা কেন বাংলা প্রদেশকে দ্বিখন্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল?  
(ক) হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন (খ) অধিক রাজস্ব আদায় করা  
(গ) তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ীকরণ (ঘ) নারী সমাজের উন্নয়ন
২৮. বঙ্গভঙ্গের ফলে—  
i. মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত হয়  
ii. সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়  
iii. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ-১ : বহিরাগত শাসকদের অধীনে বাংলাদেশ এবং ঔপনিবেশিক যুগ



### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯. ঔপনিবেশে প্রতিষ্ঠা করা শাসনকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
(ক) ঔপনিবেশিক (খ) দ্বৈত (গ) এককেন্দ্রিক (ঘ) প্রাদেশিক
৩০. বাংলা ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনযুগকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয় কেন? (অনুধাবন)  
(ক) ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায়  
(খ) কেন্দ্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায়  
(গ) এককেন্দ্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করায়  
(ঘ) দ্বৈত শাসননীতি মেনে চলায়
৩১. কাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বহিরাগত শক্তি প্রবেশ করেছিল? (জ্ঞান)  
(ক) মৌর্য (খ) গুপ্ত (গ) ইংরেজ (ঘ) পাল
৩২. বহিরাগত শাসকদের বাংলার দিকে দৃষ্টি ছিল কেন? (অনুধাবন)  
(ক) ধনসম্পদের কারণে (খ) খনিজ সম্পদের কারণে  
(গ) মৎস্য সম্পদের কারণে (ঘ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে
৩৩. নিচের কোন বংশ বাংলায় কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা করেনি? (জ্ঞান)  
(ক) মৌর্য (খ) গুপ্ত (গ) আর্য (ঘ) পাল
৩৪. কে খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতকে বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন? (জ্ঞান)  
(ক) মহামতি অশোক (খ) রাজা শশাঙ্ক  
(গ) রাজা লক্ষণসেন (ঘ) সম্রাট হুমায়ুন
৩৫. মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)  
(ক) পাল (খ) সেন (গ) গুপ্ত (ঘ) আর্য
৩৬. চার শতকে উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কিছু অংশ ‘ক’ নামক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ‘ক’ নামক সাম্রাজ্যের সাথে নিচের কোন সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)  
(ক) মৌর্য (খ) গুপ্ত (গ) মোগল (ঘ) পাল
৩৭. কত শতকে উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)  
(ক) চার (খ) পাঁচ (গ) ছয় (ঘ) সাত

৩৮. কাদের পতনের পর উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)  
 ● গুপ্ত (খ) সেন (গ) পাল (ঘ) আর্য
৩৯. কার মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে? (জ্ঞান)  
 ● শশাঙ্ক (খ) হুমায়ুন (গ) অশোক (ঘ) লক্ষণসেন
৪০. পাল রাজারা কত বছর বাংলা শাসন করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রায় দুইশ (খ) প্রায় তিনশ ● প্রায় চারশ (ঘ) প্রায় পাঁচশ
৪১. কাদের পতনের পর বাংলা পুনরায় বিদেশি শাসনের অধীনে চলে যায়? (জ্ঞান)  
 ● পাল (খ) সেন (গ) গুপ্ত (ঘ) মৌর্য
৪২. নিচের কোন ব্যক্তি তুর্কি সেনাপতি ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি  
 (খ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা  
 (গ) ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ  
 (ঘ) নবাব আলীবর্দী খাঁ
৪৩. কার মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি সুলতানদের শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ  
 (খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক  
 ● ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি  
 (ঘ) সম্রাট জাহাঙ্গীর
৪৪. বখতিয়ার খলজি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
 ● ১২০৬ (খ) ১২০৮ (গ) ১২১০ (ঘ) ১২১২
৪৫. ১২০৬ সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত বাংলাজুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১২৩৬ (খ) ১২৩৮ (গ) ১৩৩৬ ● ১৩৩৮
৪৬. কত সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)  
 ● ১৩৩৮ (খ) ১৩৩৯ (গ) ১৩৪০ (ঘ) ১৩৪১
৪৭. কখন বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে? (জ্ঞান)  
 ● ১৫৩৮ সালে (খ) ১৫৪০ সালে (গ) ১৫৪২ সালে (ঘ) ১৫৪৪ সালে
৪৮. কে ১৫৩৮ সালে ইকলিম লখনৌতি দখল করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) মহামতি অশোক (খ) রাজা লক্ষণসেন  
 (গ) সম্রাট আকবর ● সম্রাট হুমায়ুন
৪৯. বারো ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● ঈশা খাঁ (খ) মানসিংহ (গ) অশোক (ঘ) লক্ষণ সেন
৫০. কে চূড়ান্তভাবে বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) সম্রাট হুমায়ুন (খ) বখতিয়ার খলজি  
 ● ইসলাম খান চিশতি (ঘ) সম্রাট জাহাঙ্গীর
৫১. কত সালে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে? (জ্ঞান)  
 ● ১৭৫৭ (খ) ১৭৫৮ (গ) ১৭৬১ (ঘ) ১৭৬৭
৫২. বহিরাগত শাসকদের বাংলাদেশে আগমনের কারণ হিসেবে কোনটি যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● সম্পদের প্রাচুর্যতা (খ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা  
 (গ) ধর্ম নিরপেক্ষতা (ঘ) ভৌগোলিক অবস্থান
৫৩. ‘ক’ দেশটি উর্বর এবং ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। তাই একসময় ইংরেজসহ অনেক বহিরাগত শক্তি দেশটিতে প্রবেশ করেছিল। ‘ক’ দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেশ কোনটি? (প্রয়োগ)  
 ● যুক্তরাজ্য (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) রাশিয়া (ঘ) বাংলাদেশ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না  
 ii. দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে  
 iii. দখলকৃত দেশের ধন-সম্পদ নিজ দেশে পাচার করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৫. ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে— (অনুধাবন)  
 i. বাংলায় ii. ভারতে iii. যুক্তরাষ্ট্রে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫৬. ১২০৪ থেকে ১২০৬ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল — (অনুধাবন)  
 i. নদীয়া ii. পশ্চিমবঙ্গ iii. উত্তরবাংলার কিছুটা অংশ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫৭. আফগান শাসক শের খান সুর হুমায়ুনকে বিতাড়িত করেন যথাক্রমে — (অনুধাবন)  
 i. বাংলা থেকে ii. ভারত থেকে iii. আফগান থেকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫৮. ১৫৭৬ সালে মোগলদের অধিকারে আসে — (অনুধাবন)  
 i. পূর্ব বাংলা ii. পশ্চিম বাংলা iii. উত্তর বাংলার অনেকটা অংশ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৫৭ সালের একটি যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়। তার এ পতনের মধ্যদিয়ে বাংলায় ইউরোপীয় শক্তির শাসন শুরু হয়।

৫৯. অনুচ্ছেদে কোন যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) উপসাগরীয় (খ) পানিপথের ● পলাশীর (ঘ) বক্সারের
৬০. উক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় — (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মোগল শাসন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে  
 ii. শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়  
 iii. নতুন বিদেশি শক্তির আগমন ঘটে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-২ : বাংলায় ইউরোপীয়দের বিস্তার

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. ১৬৪৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত শক্তির চুক্তির নাম কী ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (খ) জেনেভা চুক্তি  
 (গ) ডেটন চুক্তি ● ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি
৬২. ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসেবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন কত সালে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৬৬২ (খ) ১৬৮৩ ● ১৬৮২ (ঘ) ১৭৬২
৬৩. ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কোন বন্দরে এসে পৌছেন? (জ্ঞান)  
 (ক) কোচিন ● কালিকট (গ) বোম্বাই (ঘ) গোয়া
৬৪. কখন ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ১২শ শতক (খ) ১৩শ শতক ● ১৪শ শতক (ঘ) ১৫শ শতক
৬৫. ভাস্কো-ডা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 ● পর্তুগীজ (খ) ইটালীয় (গ) ফরাসি (ঘ) আইরিশ
৬৬. বাংলায় যে সকল ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাণিজ্য করতে এসেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো— [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 i. ওলন্দাজ ii. পর্তুগীজ iii. ফরাসি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i ও iii ● i, ii ও iii
৬৭. ইউরোপের অর্থনীতি তেজি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি প্রভাব রেখেছিল? (জ্ঞান)  
 ● সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার (খ) শ্রমিকের সহজলভ্যতা



৬৮. (গ) কুটিরশিল্পের বিস্তার (ঘ) দাস প্রথার বিলোপ  
ইউরোপে বাণিজ্য বিপ্লবের ফলে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য কিসের সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? (জ্ঞান)
৬৯. (ক) বাজারের (খ) পরিবহনের (গ) শ্রমের (ঘ) শ্রমিকের  
ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল? (জ্ঞান)
- (ক) বার্নিয়ে (খ) ইবনে বতুতা  
(ক) ভাস্কো-ডা-গামা (ঘ) ইউলিয়াম হেজেজ
৭০. দক্ষ নাবিক আল বুকার্ক কোন মহাসাগরের কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন? (জ্ঞান)  
(ক) প্রশান্ত (খ) আটলান্টিক (ক) ভারত (ঘ) বঙ্গোপসাগর
৭১. কোন নাবিক প্রায় পুরো ভারতের বহির্বাণিজ্য করায়ত্ত করে নেন? (জ্ঞান)  
(ক) আল বুকার্ক (খ) কলম্বাস (গ) ম্যাগালান (ঘ) ভাস্কো-ডা-গামা
৭২. ১৬৪৮ সালের ওয়েস্ট ফলিয়ার চুক্তি মূলত কী ধরনের চুক্তি ছিল? (জ্ঞান)  
(ক) শান্তি চুক্তি (খ) অস্ত্রবিরোধী চুক্তি  
(গ) যুদ্ধবিরতি চুক্তি (ঘ) বৈদেশিক চুক্তি
৭৩. ইউরোপীয় জাতিসমূহের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশের লক্ষ্য কোন অঞ্চল ছিল? (জ্ঞান)  
(ক) আফ্রিকা (খ) উত্তর আমেরিকা (ক) ভারতবর্ষ (ঘ) পূর্ব এশিয়া
৭৪. কোন জাতিটি বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা করেছিল? (জ্ঞান)  
(ক) আফ্রিকান (খ) কিউন (গ) অসি (ক) দিনেমার
৭৫. ১৬৮০-৮৩ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আয় কত টাকা ছিল? (জ্ঞান)  
(ক) ১৬ লক্ষ টাকা (ক) ১৮ লক্ষ টাকা (গ) ২০ লক্ষ টাকা (ঘ) ২২ লক্ষ টাকা
৭৬. বার্নিয়ের কে ছিলেন?  
[ডা. খান্দেরার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম;  
রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট; ব্লু-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]  
(ক) জার্মান পর্যটক (ক) ফরাসি পর্যটক (গ) চীনা পর্যটক (ঘ) ব্রিটিশ পর্যটক
৭৭. বার্নিয়ের বর্ণনা অনুসারে কাসিমবাজারে কিসের ফ্যাক্টরি ছিল? (জ্ঞান)  
(ক) সিল্কের (খ) পাটের (গ) তাঁতের (ঘ) বস্ত্রের
৭৮. বার্নিয়ের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল কাসিমবাজারে বছরে কী পরিমাণ সিল্ক উৎপাদিত হতো? (জ্ঞান)  
(ক) ২২ হাজার বেল (খ) ২৩ হাজার বেল  
(গ) ২৪ হাজার বেল (ঘ) ২৫ হাজার বেল
৭৯. ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের কত সালে কাসিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরির কথা লিখেছেন? (জ্ঞান)  
(ক) ১৫৬৬ (ক) ১৬৬৬ (গ) ১৭৬৬ (ঘ) ১৮৬৬
৮০. ইউলিয়াম হেজেজ কত সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন? (জ্ঞান)  
(ক) ১৬৮৫ (ক) ১৬৮৬ (গ) ১৬৮৭ (ঘ) ১৬৮৮
৮১. কত সাল পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়? (জ্ঞান)  
(ক) ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ (খ) ১৬৯০ থেকে ১৬৯২  
(গ) ১৬৯২ থেকে ১৬৯৪ (ঘ) ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৬
৮২. প্রিয়ন্ত তার শিক্ষকের নিকট থেকে জানতে পারে, ১৪৯৮ সালে একজন পর্তুগিজ নাবিক দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসেন। প্রিয়ন্ত তার শিক্ষকের নিকট থেকে কার কথা জানতে পারে? (প্রয়োগ)  
(ক) ভাস্কো-ডা-গামা (খ) আল বুকার্ক  
(গ) ইউলিয়াম হেজেজ (ঘ) রবার্ট ক্রাইভ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩. ইউরোপে বাণিজ্য-বিপ্লবের সূচনার ফলে— (অনুধাবন)  
i. দস্যুপনা বৃদ্ধি পায় ii. অর্থনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী হয়  
iii. কাঁচামালের বাজার সন্ধান শুরু হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (ক) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৪. ইউরোপীয় জাতিগুলোর কাছে ভারতবর্ষের যে জিনিসগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে সেগুলো হলো— [অনুদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]  
i. বাংলার সিল্ক ii. কয়লা সম্পদ iii. মসলা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (ক) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



৮৫. বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে যার ভিত্তি – (অনুধাবন)  
 i. পুঁজির জোর ii. মেথার বিকাশ  
 iii. উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৮৬. ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ সাল পর্যন্ত মুঘল-ইংরেজদের মাঝে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধগুলোর পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল— (প্রয়োগ)  
 i. সৈন্য রেখে ব্যবসা করা ii. প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তন  
 iii. কুঠি ও কারখানা তৈরি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৮৭. যেসব কারণে ইউরোপের কোনো কোনো দেশের অর্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল তা হলো— (অনুধাবন)  
 i. কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিকাশ ii. খনিজ সম্পদের আবিষ্কার  
 iii. সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৮৮. এদেশে কলকারখানা স্থাপন ইউরোপিয়ানদের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. অধিক মুনাফা লাভ ii. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা  
 iii. ফায়দা উসূল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বলেন, সতেরো শতকে উপনিবেশবাদী বেশ কিছু দেশের বণিকের বাংলা তথা ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। বাণিজ্যের নামে তারা স্থায়ীভাবে বাংলায় অবস্থান করতে শুরু করে।

৮৯. অনুচ্ছেদে কোন উপনিবেশবাদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ● ইউরোপীয় খ ভারতীয় গ অস্ট্রেলীয় ঘ নিগ্রোয়েড
৯০. উক্ত উপনিবেশবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. বাংলা থেকে পুঁজি পাচার করে নিয়ে যায়  
 ii. বাংলার কয়েকটি স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে  
 iii. চিরস্থায়ীভাবে বাংলা তাদের অধিকারভুক্ত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

#### পাঠ-৩ : বাংলায় উপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯১. কত বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ক ২০ ● ২২ গ ২৪ ঘ ২৬
৯২. নবাব সিরাজউদ্দৌলার বড় খালার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)  
 ● ঘসেটি বেগম খ জাহানারা বেগম  
 গ আনোয়ারা বেগম ঘ বোঁধা বাঈ
৯৩. সিরাজউদ্দৌলা কাদের হাতে পরাজিত হন? (জ্ঞান)  
 ক মারাঠা ● ইংরেজ গ আফগান ঘ পাকিস্তানি
৯৪. সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ কোনটি? (জ্ঞান)  
 ● ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র খ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি  
 গ ধর্মীয় গোঁড়ামি ঘ প্রজাদের প্রতি শোষণ
৯৫. ভারতে ক্ষমতাভোক্তা বণিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটে কেন? (অনুধাবন)  
 ক সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য খ শিক্ষা বিস্তারের জন্য

- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের জন্য (ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য
৯৬. রাজু একটি ঐতিহাসিক নাটকে অভিনয় করে। রাজুর চরিত্রটি ছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের। নাটকে রাজুর চরিত্রের সাথে কার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) মীর জাফর আলী খানের (●) নবাব সিরাজউদ্দৌলার  
 (গ) মীর কাশিমের (ঘ) লক্ষ্মণ সেনের
৯৭. পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র। এজন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন কে? (অনুধাবন)  
 [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) মীর কাশিম (খ) মীর জাফর (গ) লর্ড ক্লাইভ (●) ঘসেটি বেগম
৯৮. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই কোনটির সম্মুখীন হয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) অর্থনৈতিক সংকট (●) ইংরেজ শক্তি সামলানো  
 (গ) দুর্যোগ মোকাবিলা (ঘ) বয়স নিয়ে সমালোচনা
৯৯. আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতায় বসে কোন সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● ষড়যন্ত্র (খ) দুর্ভিক্ষ (গ) জলদস্যু (ঘ) মহামারি
১০০. মারওয়াড়ীরা কোথা থেকে বাংলায় এসেছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) আফগান (খ) পাঞ্জাব (গ) সিন্ধু (●) রাজপুতনা
১০১. বাংলায় রাজপুতনা থেকে কারা এসেছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) বর্গীরা (খ) কাবুলিওয়ালারা  
 ● মারওয়াড়ীরা (ঘ) পাঠানরা
১০২. স্বাধীন সুলতানি আমল কত বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) একশ বছর (●) দুশ বছর (গ) তিনশ বছর (ঘ) চারশ বছর
১০৩. বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা বাংলার মানুষের মধ্যে ছিল না কেন? (জ্ঞান)  
 ● দরিদ্রতার কারণে  
 (খ) উদাসীনতার জন্য  
 (গ) যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞানের অভাবে  
 (ঘ) বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জন্য
১০৪. ইংরেজদের' উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির কারণ কী ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) জনশক্তি (●) সামরিক শক্তি  
 (গ) কৃষিভিত্তিক উৎপাদন শক্তি (ঘ) রাজনৈতিক শক্তি

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. সিরাজউদ্দৌলার বিরোধী শক্তি ছিল—(অনুধাবন)  
 i. মীর জাফর আলী খান ii. মারওয়াড়ি ব্যবসায়ীরা  
 iii. ফরাসি সৈন্যবাহিনী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (●) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১০৬. সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে বসার পর তার সামনে যে কাজটি কঠিন ছিল তা হলো— (প্রয়োগ)  
 i. ইংরেজদের সামলানো ii. রাজ্য পরিধি বৃদ্ধি  
 iii. ষড়যন্ত্র মোকাবিলা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (●) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১০৭. বহিরাগত শাসকদের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার সাধারণ মানুষ শিকার হয়েছে—(অনুধাবন)  
 i. চরম অর্থনৈতিক শোষণের ii. নির্যাতনের  
 iii. চরম দারিদ্র্যের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
১০৮. বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের কারণ হলো—  
 [গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]  
 i. শাসকের প্রতি জনগণের উদাসীনতা  
 ii. শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল  
 iii. প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

১০৯. সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষ কাজ করেছে। সেই তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ ছিল- (প্রয়োগ)

- i. ব্যবসায়িক                      ii. আর্থিক                      iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১১০. আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্রে বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থের কারণে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ের অনুরূপ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বলা যায়- (প্রয়োগ)

- i. নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় পক্ষ  
ii. শুধুমাত্র বাংলা অঞ্চলেই এদের প্রভাব ছিল  
iii. রাজপুতনা থেকে আগত ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১১১. ইংরেজরা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করলে দেশবাসীর এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। এতে সমাজের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সমাজে শিক্ষার অভাব ছিল  
ii. সমাজবাসী অসচেতন ছিল  
iii. সমাজে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১২ ও ১১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আফগানিস্তানের তালেবান শাসকদের হঠানোর জন্য মার্কিনরা প্রথমে তালেবান বিরোধীদের সাথে হাত মেলায়। তালেবান বিরোধীদের অস্ত্র ও বিভিন্ন রসদ দিয়ে সহায়তা করে। এতে তালেবানদের পতন ঘটে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আজীবন সরকারের নিকট আফগানিস্তানের ক্ষমতা তুলে দেয়।

১১২. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তালেবান শাসকদের পতনের সাথে বাংলার কোন শাসকের পতনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)

- নবাব সিরাজউদ্দৌলা                      খ) নবাব মীর কাসিম  
গ) নবাব আলীবর্দী খান                      ঘ) নবাব সুজাউদ্দৌলা

১১৩. উক্ত শাসকের পতনের মূলে কাজ করেছে ইংরেজদের- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. রাজনৈতিক সহনশীলতা                      ii. উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি  
iii. ধূর্ত পরিকল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

#### পাঠ-৪ : বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৪. দি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে স্থাপিত হয়? (জ্ঞান)

- ১৫৩৪                      খ) ১৬০০                      গ) ১৬২০                      ঘ) ১৭০০

১১৫. চন্দন নগরে বাণিজ্যকুঠি কারা স্থাপন করে? (জ্ঞান)

- ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি                      খ) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি  
গ) ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি                      ঘ) দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১১৬. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলায় প্রবেশ করে? (জ্ঞান)

- ক) ১৬২০                      ● ১৬৩০                      গ) ১৬৪০                      ঘ) ১৬৫০

১১৭. ফ্রেঞ্চ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রবেশ করে কত সালে? (জ্ঞান)

- ক) ১৬৩২                      খ) ১৬৫০                      গ) ১৬৬০                      ● ১৬৬৪

১১৮. কত সালে আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুবরণ করেন? [বিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বিনাইদহ]

- ক) ১৭২০                      খ) ১৭৩০                      ● ১৭৫৬                      ঘ) ১৭৭০

১১৯. কত সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়?

- ক ১৮২০ ● ১৮৫৮ গ ১৮৭৪ ঘ ১৯৩৭  
১২০. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ছেড়ে চলে যায় কেন? (অনুধাবন)  
ক বাংলায় তাদের ব্যবসায়ের সুযোগ না দেয়ায়  
● ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে টিকতে না পারায়  
গ ফরাসি কোম্পানির সাথে দ্বন্দ্ব হওয়ায়  
ঘ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায়  
১২১. সিপাহি বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কে? (জ্ঞান)  
● হাবিলদার রজব আলী (খ) রাজা রামমোহন রায়  
গ আলিবর্দী খাঁ (ঘ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা  
১২২. নারায়ণের মাসি একজন বিধবা মহিলা। তার মাসির মতো বিধবারা কবে থেকে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করে? (প্রয়োগ)  
ক সেন আমল ● ব্রিটিশ আমল গ মোঘল আমল ঘ সুলতানি আমল  
১২৩. বাণিজ্য বিস্তারের যুগে ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলো বহির্বিশ্বে বেরিয়ে পড়ে কেন? (জ্ঞান)  
ক শিক্ষা অর্জনের জন্য ● সম্পদের সন্ধানে  
গ ভ্রমণের জন্য (ঘ) ধর্মীয় স্থান দর্শনের জন্য  
১২৪. ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলোর লক্ষ্য ছিল কোন দেশ? (জ্ঞান)  
ক মিশর (খ) আমেরিকা ● ভারতবর্ষ ঘ অস্ট্রেলিয়া  
১২৫. ১৬৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে? (জ্ঞান)  
ক হুগলিতে ● কাসিমবাজারে গ কলকাতায় ঘ পাটনায়  
১২৬. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ কোম্পানির সাথে টিকতে না পেরে কোন দিকে চলে যায়? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]  
● মালয়েশিয়ার দিকে (খ) মিশরের দিকে  
গ ইরাকের দিকে (ঘ) আমেরিকার দিকে  
১২৭. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)  
ক ১৬০৮ (খ) ১৬১০ গ ১৬২৮ ● ১৬৬৪  
১২৮. চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় শক্ত খাঁটি গড়ে তুলেছিল কারা? [বরিশাল জিলা স্কুল]  
● ফরাসিরা (খ) পর্তুগিজরা গ ইংরেজরা ঘ ওলন্দাজরা  
১২৯. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?

[আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার]

- ক ১৬৫৭ ● ১৭৫৭ গ ১৮৫৭ ঘ ১৯৫৭  
১৩০. বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পশ্চাতে কোনটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক মীর কাসিমের মৃত্যু (খ) মীর জাফরের মৃত্যু  
গ মীর কাসিমের বিশ্বাসঘাতকতা ● প্রাসাদ ষড়যন্ত্র  
১৩১. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কে বাংলার নবাব হন? (জ্ঞান)  
ক রবার্ট ক্লাইভ (খ) মীর কাসিম ● মীর জাফর ঘ মীর নিসার  
১৩২. লর্ড ক্লাইভ কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
ক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ● ইংরেজ সেনাপতি  
গ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি (ঘ) মার্কিন সেনাপতি  
১৩৩. রবার্ট ক্লাইভ কত সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন? (জ্ঞান)  
ক ১৭৫৬ (খ) ১৭৫৭ গ ১৭৫৮ ● ১৭৬৫  
১৩৪. রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল কোন শাসন চালিয়ে ছিলেন? [বরগুনা জিলা স্কুল]  
ক সামরিক শাসন ● দ্বৈত শাসন  
গ সামন্ত শাসন (ঘ) একনায়ক শাসন  
১৩৫. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কত সালে হয়েছিল?

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

- ১১৭৬ (খ) ১২৭৬ গ ১৩৭৬ ঘ ১৪৭৬  
১৩৬. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়?

[গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট;  
নড়াইল সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়]

- ক ১৭৩৯ (খ) ১৭৭৬ গ ১৭৭৩ ● ১৭৯৩



১৩৭. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হয়- (অনুধাবন)  
 i. জার্মান ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ii. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি  
 iii. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৮. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হলো - (অনুধাবন)  
 i. জনগণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা  
 ii. ফসলে পোকাকার আক্রমণ  
 iii. তিন বছরের অনাবৃষ্টি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৯. সিপাহীদের বিদ্রোহে সমর্থন জানিয়েছিলেন- (অনুধাবন)  
 i. ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই ii. মহারাজের তাঁতিয়া টোপি  
 iii. দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও iii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৪০. সিপাহি বিদ্রোহে সিপাহিরা যেসব কারণে পরাজিত হয়েছিল? (অনুধাবন)  
 i. ইংরেজদের চতুরতা ii. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র  
 iii. ইংরেজদের উন্নত অস্ত্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii



#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪১ ও ১৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাহিয়ান এবার পিএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তার মায়ের ইচ্ছা তাকে একটি নামকরা স্কুলে ভর্তি করাবে। নাহিয়ানের মা নাহিয়ানের বাবাকে এ ব্যাপারে বললেন। নাহিয়ানের বাবা বললেন, দেখ সংসারের আয় রোজগারের দিকটা আমি সামলাই তাই তুমি বাচ্চাদের পড়াশোনার দিকটা দেখবে। এ ব্যাপারে মা হিসেবে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৪১. নাহিয়ানদের বাসায় যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

- ক পিতৃশাসন খ মাতৃশাসন ● দৈতশাসন ঘ গণতন্ত্র

১৪২. বাংলায় এ শাসনের ফলে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ii. পুঁজি পাচার হয়

iii. নবাব শক্তিশালী হন

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৩ ও ১৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইতিহাস প্রবন্ধ থেকে হামিম জানতে পারে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্ব ছিল ইংরেজ বণিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। ১৭৬৫-১৭৭২ সাল পর্যন্ত একটি নীতিতে দেশ পরিচালিত হয়। শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সবক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। [ভি.জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]

১৪৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১৭৬৫-১৭৭২ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেন কারা?

- ক চীনা কোম্পানি খ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘ ভারতীয় কোম্পানি

১৪৪. এ শাসন ব্যবস্থার গৃহীত পদক্ষেপ ছিল-

- i. পরিকল্পিত পরিবার গঠন ii. ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

iii. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৫ : বাংলায় ব্রিটিশ শাসন ১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রি.



#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৫. ভারত সচিব ভারত শাসনের ব্যবস্থা করেন কত সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে? (জ্ঞান)

- (ক) ১২ (খ) ১৫ (গ) ২০ (ঘ) ২৫

১৪৬. ভারত শাসন আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে কী নামে অভিহিত করা হয়? (জ্ঞান)

- (ক) প্রেসিডেন্ট (খ) ভাইসরয় (গ) জেনারেল (ঘ) সেক্রেটারি

১৪৭. কে ভারতবর্ষে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)

- (ক) লর্ড ক্যানিং (খ) লর্ড কর্নওয়ালিস  
(গ) লর্ড ডালহৌসি (ঘ) লর্ড বেন্টিনক

১৪৮. বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয় কত সালে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৮৬১ (খ) ১৮৭১ (গ) ১৮৭৫ (ঘ) ১৮৯১

১৪৯. বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৮৬২ (খ) ১৮৭২ (গ) ১৮৭৫ (ঘ) ১৮৮২

১৫০. বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল কতজন? (জ্ঞান)

- (ক) ১১ (খ) ১২ (গ) ১৫ (ঘ) ২৫

১৫১. কত সালে ব্রিটিশরা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৮৪৩ (খ) ১৮৫০ (গ) ১৮৫১ (ঘ) ১৮৫৩

১৫২. বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয় কত সালে? (জ্ঞান)

- (ক) ১৯০১ (খ) ১৯০৩ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯০৯

১৫৩. ভারতশাসন আইন ব্রিটিশ ভারতে একটি পরিবর্তন এনেছিল। সেই পরিবর্তনটি কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) ইংরেজি ভাষার বিকাশ (খ) কোম্পানি শাসনের অবসান  
(গ) ভারতের স্বাধীনতা (ঘ) ফারসি ভাষার বিলুপ্তি

১৫৪. কোন কারণে ১৯০৩ সালে ব্রিটিশরা সীমানা নির্ধারণ করে?

[রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- (ক) ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য (খ) বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য  
(গ) বার্মাকে আলাদা করার জন্য (ঘ) প্রশাসনিক সুবিধার জন্য

১৫৫. ব্রিটিশ শাসনামলে মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণিকে কী বলা হতো?

[বিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- (ক) বুদ্ধিজীবী শ্রেণি (খ) সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি  
(গ) বণিক শ্রেণি (ঘ) সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি

১৫৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কেন? (অনুধাবন)

- (ক) ভারত শাসন আইন জারির ফলে  
(খ) সার্বভৌম আইন জারি করার কারণে  
(গ) ভারত স্বাধীনতা আইন জারির ফলে  
(ঘ) ব্রিটিশ শাসন আইন জারি করার কারণে

১৫৭. ১৮৯২ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য বাড়িয়ে কতজন করা হয়? (জ্ঞান)

- (ক) ১২ (খ) ১৮ (গ) ২০ (ঘ) ২১

১৫৮. কত সালে বঙ্গবঙ্গ হয়েছিল? [নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- (ক) ১৯০৩ (খ) ১৯০৫ (গ) ১৯০৬ (ঘ) ১৯১১

১৫৯. পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের একটি পরিচয়। এই পরিচয়ের সাথে কোনটি সম্পৃক্ত? [গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর]

- (ক) ভারত শাসন আইন (খ) বঙ্গভঙ্গ  
(গ) বঙ্গভঙ্গ রদ (ঘ) সাইমন কমিশন

১৬০. ব্রিটিশ শাসনকালে কারা বাংলার সমাজে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল?

- (ক) শ্রমিক (খ) জমিদার (গ) কৃষক (ঘ) সৈনিক

১৬১. ব্রিটিশ শাসনকালে কারা বাংলার সমাজে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল?

- (ক) শ্রমিক (খ) জমিদার (গ) কৃষক (ঘ) সৈনিক

১৬২. ব্রিটিশ শাসনামলে সামাজিক অনুশাসনের দাপটে কারা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ে? (জ্ঞান)

- (ক) কৃষক সমাজ (খ) শিল্পী সমাজ (গ) নারী সমাজ (ঘ) কারিগর সমাজ

১৬৩. নাবিল ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারে, ব্রিটিশ শাসনকালে এক শ্রেণির লোক বিশেষ সুবিধা পেত। তবে তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। নাবিল কোন শ্রেণির লোকের কথা জানতে পারে? (প্রয়োগ)

- (ক) জমিদার (খ) কৃষক (গ) শিক্ষক (ঘ) আইনজীবী

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৪. বঙ্গীয় আইনসভা সম্পর্কিত তথ্য হলো— (অনুধাবন)
- i. ১৮৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয়      ii. ১৮৯২ সালে সদস্য ছিল ২৩ জন  
iii. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
১৬৫. ব্রিটিশদের শাসন মূলত ছিল শোষণ। তাদের শোষণের প্রমাণ বহন করে— (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. কৃষি ব্যবস্থার অবনতি      ii. অর্থনীতিতে দুর্বলতা সৃষ্টি  
iii. তাঁত শিল্পের অবনতি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      ঘ ii ও iii      ● i, ii ও iii
১৬৬. ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার সমাজজীবনে— (অনুধাবন)
- i. কৃষক শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল      ii. মধ্যবিত্ত সমাজ শক্তিশালী ছিল  
iii. জমিদার ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
১৬৭. ভাইসরয় সম্পর্কিত তথ্য হলো— [বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর]
- i. ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি      ii. হেন্টিংস প্রথম ভাইসরয়  
iii. ভারত শাসন আইনের দ্বারা সৃষ্টি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনোয়ার স্যার ক্রাসে বলেন, বর্তমানে জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশে ৩৫০ সদস্যবিশিষ্ট যে প্রতিষ্ঠানটি দেখ তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। দীর্ঘ বিবর্তনের পথ পাড়ি দিয়ে এটি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

১৬৮. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি নিচের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
- বঙ্গীয় আইনসভা      খ সিনেট  
গ গণপরিষদ      ঘ পার্লামেন্ট
১৬৯. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে স্থাপিত      ii. স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তিস্থল  
iii. গণতন্ত্রের ভিত্তি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৬ : বাংলায় নবজাগরণ

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭০. ১৭৯১ সালে কোনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়? (জ্ঞান)
- ক কলকাতা মাদ্রাসা      খ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  
● সংস্কৃত কলেজ      ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
১৭১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
- ক ১৭৫২      খ ১৮৪২      ● ১৮৫৭      ঘ ১৮৬৫
১৭২. বাংলার মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য ইংরেজরা কোনটি স্থাপন করে? (জ্ঞান)
- ক অট্টালিকা      খ রাজপ্রাসাদ      ● মুদ্রণযন্ত্র      ঘ বাণিজ্যকুঠি
১৭৩. ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন কেন? (অনুধাবন)
- ক হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য  
● মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য  
গ হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য  
ঘ সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য

১৭৪. রাজা রামমোহন রায় ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এর যথার্থ কারণ হিসেবে কোনটি ভূমিকা রেখেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) ব্যাকরণ বই লেখা (খ) মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা  
(ক) সংস্কার কার্যাবলি (ঘ) ব্যক্তিত্ব ও সততা
১৭৫. ইংরেজরা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয় কেন? (অনুধাবন)
- (ক) দেশের উন্নতির জন্য (খ) শিক্ষা বিস্তারের জন্য  
(গ) মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য (ক) শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য
১৭৬. ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কলকাতায় কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
- (ক) সংস্কৃত কলেজ (খ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়  
(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) কলকাতা মাদরাসা
১৭৭. মাসুমের পরদাদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথম দিককার একজন ছাত্র। তিনি কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
- (ক) ১৮৫৫ সালে (ক) ১৮৫৭ সালে (গ) ১৮৬০ সালে (ঘ) ১৮৬২ সালে
১৭৮. ১৮২১ সালে কোথায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)
- (ক) চন্ডিনগর (খ) পশ্চিমবঙ্গে (গ) কলকাতায় (ক) শ্রীরামপুরে
১৭৯. কোন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়? (জ্ঞান)
- (ক) হিন্দু (খ) মুসলমান (গ) বৌদ্ধ (ঘ) খ্রিস্টান
১৮০. কোন সমাজ থেকে সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হয়? (জ্ঞান)
- (ক) হিন্দু (খ) মুসলমান (গ) বৌদ্ধ (ঘ) খ্রিস্টান

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮১. কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল – (অনুধাবন)
- i. ফারসি চর্চা বাড়ানো ii. মুসলমানদের খুশি করা  
iii. অনুগতশ্রেণি তৈরি করা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (ক) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮২. ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ভূমিকা রাখে – (অনুধাবন)
- i. সতীদাহ বিলুপ্তকরণে ii. বিধবা বিবাহ চালুতে  
iii. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ক) i, ii ও iii
১৮৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন বাংলার অগ্রগতিতে যে ভূমিকা পালন করে তা হলো – (অনুধাবন)
- i. উপনিবেশকদের ভিত্তি মজবুতকরণ ii. জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি  
iii. গণতান্ত্রিক অধিকার বোধের উন্মেষ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (ক) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮৪. আজাদ সাহেব একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি নাগরিক অধিকার, সচেতনতা, পরিবেশ দূষণ রোধ, হত্যা, ছিনতাই ইত্যাদি সম্পর্কিত আন্দোলনে জড়িত। তার কর্মের সাথে মিল আছে – (প্রয়োগ)
- i. কাজী নজরুল ইসলামের ii. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের  
iii. রাজা রামমোহন রায়ের  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (ক) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৫ ও ১৮৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিজওয়ান পাঠ্যবই থেকে জানতে পারে, বহিরাগত একটি শক্তি বাংলায় তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা কলকাতা মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে।

১৮৫. অনুচ্ছেদে কোন বহিরাগত শক্তির ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)
- (ক) ফরাসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ওলন্দাজ (ক) ইংরেজ
১৮৬. উক্ত বহিরাগত শক্তি – (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. বাংলা থেকে ধনসম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়  
ii. বাংলার জনগণকে শোষণ করে



iii. ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭ : ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৭. কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল কেন? (অনুধাবন)  
● বাংলার সীমানা অনেক বড় ছিল বলে  
খ) কলকাতাকেন্দ্রিক উন্নয়নের মনোভাব থাকার ফলে  
গ) লর্ড কার্জনের অসহযোগিতার কারণে  
ঘ) শাসন কাজে অদক্ষতার ফলে
১৮৮. ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে কয়ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব রাখেন? (জ্ঞান)  
● দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ
১৮৯. লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে কোন শহরকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ করার প্রস্তাব রাখেন? (জ্ঞান)  
ক) খুলনা ● ঢাকা গ) রাজশাহী ঘ) চট্টগ্রাম
১৯০. কারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন? (জ্ঞান)  
ক) শিক্ষিত মুসলিম নেতারা খ) আইনজীবী পরিষদ  
● শিক্ষিত হিন্দু নেতারা ঘ) কতিপয় রাজনৈতিক দলের নেতারা
১৯১. বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে কেন? (অনুধাবন)  
● শিক্ষিত হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার কারণে  
খ) কতিপয় মুসলিম নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন বলে  
গ) হিন্দু নেতাদের সাম্প্রদায়িক আচরণ করার কারণে  
ঘ) মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে
১৯২. ১৯০৬ সালের পূর্বে কোনটি ভারতীয়দের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ছিল? (জ্ঞান)  
ক) মুসলিম লীগ খ) জামায়াতে ইসলামী  
গ) নেজামে পার্টি ● ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
১৯৩. ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড় নেতাদের অধিকাংশ কোন সম্প্রদায়ের ছিলেন? (জ্ঞান)  
ক) মুসলিম ● হিন্দু গ) বৌদ্ধ ঘ) খ্রিষ্টান
১৯৪. তারিন তার দাদুর কাছ থেকে জানতে পারে মুসলমানরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য ১৯০৬ সালে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। তারিন তার দাদুর কাছ থেকে কোন রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারে? (প্রয়োগ)  
● মুসলিম লীগ খ) আওয়ামী লীগ  
গ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘ) জামায়াতে ইসলামী
১৯৫. বঙ্গভঙ্গ কত সালে কার্যকর হয়? (জ্ঞান)  
ক) ১৯০৩ খ) ১৯০৪ ● ১৯০৫ ঘ) ১৯০৬
১৯৬. নিচের কোনটি কার্যকর হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে? (জ্ঞান)  
● বঙ্গভঙ্গ খ) রাওলাট আইন  
গ) ভারত শাসন আইন ঘ) লাহোর প্রস্তাব
১৯৭. ব্রিটিশ শাসনামলে কোনটি কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য বাঙালি হিন্দু নেতারা একের পর এক চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন? (জ্ঞান)  
ক) লাহোর প্রস্তাব খ) রাওলাট আইন  
● বঙ্গভঙ্গ ঘ) ভারত শাসন আইন
১৯৮. কারা 'ভাগ কর-শাসন কর নীতি' প্রয়োগ করে? (জ্ঞান)  
● ইংরেজরা খ) ফরাসিরা গ) পর্তুগিজরা ঘ) ওলন্দাজরা
১৯৯. 'ভাগ কর-শাসন কর নীতি' প্রয়োগ করা হয় কেন? (অনুধাবন)  
ক) হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য  
● পুনরায় বাঙালি নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য  
গ) হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরির জন্য  
ঘ) অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার জন্য
২০০. কোন রাজনৈতিক দল ১৯৪০ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মুলা প্রদান করে? (জ্ঞান)  
● মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস গ) ন্যাপ ঘ) গণতন্ত্রী পার্টি

২০১. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে কোন ধারণা কার্যকর করা হয়? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- (ক) হিন্দু স্বাধীনতা আইন (খ) লাহোর প্রস্তাব  
(গ) রাওলাট আইন (ঘ) ভারত শাসন আইন
২০২. পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে কাদের অধীনতা থেকে মুক্তি পায়? (জ্ঞান)
- (ক) ফরাসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ভারতীয় (ঘ) ব্রিটিশ
২০৩. পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর কী চাপিয়ে দিয়েছিল? (জ্ঞান)
- (ক) পরাধীনতা (খ) স্বাধীনতা (গ) সার্বভৌমত্ব (ঘ) স্বায়ত্তশাসন
২০৪. ব্রিটিশরা এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর ভারত, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির সাথে কোনটি জড়িত? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
- (ক) লাহোর প্রস্তাব (খ) পলাশীর যুদ্ধ  
(গ) ভারত শাসন আইন (ঘ) সিপাহি বিদ্রোহ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৫. ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল – (অনুধাবন)
- i. পশ্চিম বাংলা ii. পূর্ব বাংলা iii. উড়িষ্যা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০৬. ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন প্রদেশের – (অনুধাবন)
- i. নাম হবে ‘পূর্ব বঙ্গ ও আসাম’  
ii. একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রদেশ শাসন করবেন  
iii. একজন ভাইসরয় ও দুইজন মন্ত্রী প্রদেশ শাসন করবেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০৭. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য শুরু করা হয় – (অনুধাবন)
- i. সশস্ত্র আন্দোলন ii. বয়কট আন্দোলন  
iii. স্বদেশী আন্দোলন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০৮. ব্রিটিশরা এদেশে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করার জন্য ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতি অবলম্বন করে। এই তত্ত্বের আড়ালে তাদের কাজ ছিল – (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. হিন্দু মুসলিম বিভাজন ii. মুসলিম ব্রিটিশ বিভাজন  
iii. প্রশাসনিক বিভাজন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২০৯. কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা অসম্ভব করে তোলে – (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. ব্রিটিশ শাসনের অবসান ii. অবিভক্ত ভারতবর্ষ  
iii. অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২১০. বাংলায় দ্বৈতশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো – [ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]
- i. ইংরেজদের ক্ষমতাহ্রাস ii. ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি  
iii. নবাবের ক্ষমতাহ্রাস
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১১ ও ২১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাজিন একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখছিল। উক্ত প্রামাণ্যচিত্রে সে দেখত পায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বহিরাগত শাসকদের দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হয়েছে। এমন একটি বহিরাগত শাসকদের ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন।

২১১. অনুচ্ছেদে কোন বহিরাগত শাসকদের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

- (ক) পর্তুগিজ (খ) দিনেমার (গ) ওলন্দাজ ● ইংরেজ

২১২. উক্ত বহিরাগত শাসকরা বাংলাদেশে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করার পরিকল্পনা করে  
ii. বাঙালি নেতাদের সম্প্রীতিতে ফাটল ধরায়  
iii. পর্তুগিজদের সাথে নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



২১৩. ১৪ শতকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনার ফলে—

[উচ্চতর দক্ষতা]

- i. ইউরোপীয় শক্তির শাসন শুরু হয় ii. অর্থনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী হয়  
iii. কাঁচামালের বাজার সম্ভাবন শুরু হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৪. ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়  
ii. ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যের নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয়  
iii. ইউরোপীয় জাতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১৫. বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ— [প্রয়োগ]

- i. নবাবের ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র ii. নবাবের অনভিজ্ঞতা  
iii. সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৬. ভারত শাসন জারির ফলে বাংলায় যে বিষয়গুলো ঘটে তা হলো— [অনুধাবন]

- i. কোম্পানি শাসনের দেওয়ানি লাভ ii. কোম্পানি শাসনের অবসান  
iii. ভাইসরয় নিয়োগ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১৭. প্রতাপ চন্দ্র ১৮৫৩ সালে কলেজের ছাত্র। ইংরেজিতে সে ছিল তুখোড়। সে সময়— [প্রয়োগ]

- i. ছাত্ররা ইংরেজদের অনুগত হতো ii. বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়  
iii. বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৮. ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশদের 'ভার কর ও শাসন কর' নীতির উদ্দেশ্য ছিল— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. হিন্দু-মুসলিম বিভাজন ii. ব্রিটিশ-বাঙালি বিভাজন  
iii. ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্ত করা  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৯ ও ২২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঘটনা-১ : ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

ঘটনা-২ : ১৯৪৭ সাল ভারত বিভক্তি বাস্তবায়ন

২১৯. ঘটনা-১ এর প্রেক্ষাপটে কারা খুশি হয়েছিল? [প্রয়োগ]

- বাঙালি মুসলমানেরা (খ) ইংরেজ বণিকেরা  
 (গ) বাঙালি হিন্দুরা (ঘ) কলকাতার ব্যবসায়ীরা  
 ২২০. ঘটনা-২ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য- [উচ্চতর দক্ষতা]  
 i. ভারতের স্বাধীনতা ii. পাকিস্তানের স্বাধীনতা  
 iii. ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii



## অনুশীলনার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নবীনপুর শিলাদীয়ায় কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ফলে এলাকাবাসী সব ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল। উক্ত এলাকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে উক্ত এলাকার মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে। এলাকার শিক্ষিত যুবক রায়হান নারীশিক্ষা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলে।



- ক. ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন কে?  
 খ. বাংলা ১৯৭৬ সনে এ দেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন?  
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় কিসের উদ্ভব ঘটিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. 'রায়হানের মতো উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগের ফলই ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে'-উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড ক্যানিং।  
 খ. ১৯৬৫ সালে দেওয়ানি ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় ইংরেজরা বাংলার জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতে থাকে। এছাড়া ইংরেজি ১৯৬৮ সাল থেকে টানা তিন বছর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এ দুটি কারণেই বাংলা ১৯৭৬ সনে এদেশে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।  
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির মতো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছিল।  
 উদ্দীপকে দেখা যায়, নবীনপুর এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী ও সম্পদশালী এক ব্যক্তির উদ্যোগে এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। এছাড়া উক্ত এলাকার শিক্ষিত যুবক রায়হান নারী শিক্ষা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলে। এ পরিস্থিতির সাথে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিস্থিতি তুলনা করলে বলা যায়, ইংরেজদের সহযোগিতায় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুরূপ ভূমিকা পালন করে সমাজ সংস্কারের যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, নানা সংস্কার, বিধান সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হয়। বিধবা বিবাহের পক্ষের মত তৈরি হয়।  
 ঘ. রায়হানের মতো উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগের ফলই ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে- উক্তিটি যথার্থ।  
 উদ্দীপকের চরিত্র রায়হান যেমন এলাকাবাসীকে নারী শিক্ষা মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলে ঠিক তেমনি তৎকালীন সময়ে কিছু ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে সারা ভারতবাসী সচেতন হয়ে ওঠে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ইংরেজদের আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় কিছু মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হয়।  
 ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালের আধুনিক শিক্ষা ও জাগরণের আরেকটি দিক হলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। এভাবে বিভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কাজেই আলোচনার শেষে বলা যায়, উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -২▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুই বন্ধুর কথোপকথন :

১ম বন্ধু : আবিদ তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে, বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি?

২য় বন্ধু : হ্যাঁ জানি। একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য সুবিধাই বয়ে এনেছে।

১ম বন্ধু : তুমি ঠিকই বলেছ। তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।

- ক. ভাস্কো-দা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন? ১
- খ. 'ইকলিম' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ২য় বন্ধুর উক্তির শাসকদের প্রথম পর্যায়ের প্রধান প্রধান কাজগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ১ম বন্ধুর শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২২ং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভাস্কো-দা-গামা পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন।

খ. ১২০৬ সালের পর বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের যে বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোকে ফারসি ভাষায় 'ইকলিম' বলা হয়। উত্তর বাংলা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইকলিম লখনৌতি, পশ্চিম বাংলায় ইকলিম সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় ইকলিম সোনারগাঁও।

গ. ২য় বন্ধুর উক্তির শাসকদের তথা ইংরেজদের প্রথম পর্যায়ের অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল কাজের উদ্দেশ্য নেতিবাচক হলেও তা দ্বারা বাংলার সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরির প্রতি মনোযোগ দেয়। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে।

উদ্দীপকের ২য় বন্ধু তার আলোচনায় এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত করে বলেছে যে, সুবিধাভোগী ধূর্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

ঘ. “তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।” ১ম বন্ধুর শেষোক্ত এ উক্তিটি যথার্থ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহর মতো প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হয়। শাসকগণ ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে। এর দ্বারাও বাংলার সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। উদ্দীপকে ১ম বন্ধু তার শেষোক্ত উক্তির দ্বারা ঠিক এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত করে বলেছে যে, আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। এ সময়কালে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জনচর্চার ধারা তৈরি করেন। ফলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। সর্বোপরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলার সামাজিক অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটেছিল। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা জন্ম নেয়। এবং তারা পুরো দেশবাসীকে এ চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনায় ১ম বন্ধুর শেষোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন -৩১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প-১ : মাত্র ২২ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। তিনি দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত হন।

দৃশ্যকল্প-২ : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতায় চলে আসে। শাসন ব্যবস্থাকে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনায় ভাগ করে।

- ক. কত সালে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানী যুগ প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মদ্যস্তর” উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৩ং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৩৩৮ সালে ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানি যুগ প্রতিষ্ঠা করেন।
- খ. ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার জমি মালিকদের (সকল শ্রেণীর জমিদার ও স্বতন্ত্র তালুকদারদের) মধ্যে সম্পাদিত একটি যুগান্তকারী চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় জমিদার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী হন।
- গ. দৃশ্যকল্প-১ বাংলার ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থানকে ইঙ্গিত করে। তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, মীর কাসিম, উমিচাঁদ, জগতশেঠ ও রাজবল্লভ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজ বণিকরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এ সুযোগে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা দখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশির আশ্রয়লাভে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সে যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিজয়ের পর মীর জাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, মাত্র ২২ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত হন।
- ঘ. “দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর” উক্তিটি যথার্থ।  
দৃশ্যকল্প-২ এ বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ফুটে উঠেছে। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। দ্বৈতশাসন ছিল একটি অভূত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়, সামরিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা রইল কোম্পানীর হাতে। আর নবাব হলেন নামেমাত্র শাসক। এভাবেই নবাব হলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পালনকারী। অন্যদিকে কোম্পানীর শাসকরা হলেন দায়িত্বহীন ক্ষমতাবান। রাজস্বের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর ওপর ১৭৬৮ সাল থেকে তিন বছরের অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এটিই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।  
উদ্দীপকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতায় চলে এসে শাসন ব্যবস্থাকে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনায় ভাগ করার কারণেই ১৭৬৮ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত পায়। এ প্রেক্ষাপটে যথার্থই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

#### প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রায়ান তার দাদার কাছ থেকে ১৬৮০-৮৩ সালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শুনে বুঝতে পারে এদেশে একসময় বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করত। তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন কর থাকত। তবে এতে একটি দেশের ব্যবসায়ীরা বেশী লাভভান হয়।

- ক. ইউরোপের শান্তি চুক্তি কী নামে পরিচিত। ১
- খ. ‘ইকলিম’ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উল্লিখিত সময়ে লাভবানকৃত দেশটির বাণিজ্য বিস্তারের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দলই কি উক্ত দেশটির বিজয়ের পিছনে কাজ করেছে? পাঠপুস্তকের আলোকে তুরে ধর। ৪

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ইউরোপের শান্তি চুক্তি ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি নামে পরিচিত।
- খ. ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের তিনটি প্রদেশ বা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলোকে ফারসি ভাষায় ‘ইকলিম’ বলা হতো। উত্তর বাংলা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইকলিম লখনৌতি, পশ্চিম বাংলায় ইকলিম সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় ইকলিম সোনারগাঁও।
- গ. উল্লিখিত সময়ে তথা ১৬৮০ এই সময়ে যেমন : ১৬৮০-৮৩ এই চার বছরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আর দাঁড়ায় দুই লক্ষ পাউন্ড বা তৎকালীন হিসাবে আঠার লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ সময়ে লাভবানকৃত দেশটি হচ্ছে ইংল্যান্ড। আর এ সময়ে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিস্তারের কারণ হলো পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয়।  
পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ইংরেজ বণিকরা এদেশের স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। এ সময় ইংরেজরা অনেকগুলো কারখানা চালাত, এভাবে যখন এদেশে ইংরেজদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠে, তখন বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার হতো। পাচারকৃত সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ড পার্লামেন্টে সবিম্বয়ে উল্লেখ করেছিলেন। ১৬৮২ সালে বাংলার ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসেবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন। এ সময় বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে ইংরেজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি তিনি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বুঝিয়ে ১৬৮৬ সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করে এক টিলে দুই পাখি মারে। তারা এখানে তাদের কুঠি ও কারখানা তৈরি এবং সৈন্য রেখে ব্যবসায়ের অধিকার পায়। আবার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ইউরোপীয় শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে। এভাবেই বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে।

ঘ. বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দলই উক্ত দেশ তথা ইংল্যান্ডের বিজয়ের পেছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তার প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলেন। তার সামনে এক দিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গদের সামলানোর কঠিন কাজ আর অন্যদিকে বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীরজাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও কাজ করেছে যথা : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানোর সাথে সাথে ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতালোভী ভারতীয় বণিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় রাজপুতনা থেকে আগত মারওয়াড়িরা এই ক্ষমতাবান বণিক। তারাও ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের পক্ষে যোগ দেয় ও বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ এ কোন্দলকে যদিও ইংল্যান্ডের বিজয়ের প্রধান কারণ ধরা হয়, তবে এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে যেমন : শাসকদের প্রতি বাংলার জনগণের বিমুখতা ও উদাসীনতা; ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও সামারিক শক্তি ছিল বেশ শক্তিশালী; এবং সিরাজউদ্দৌলার অদক্ষতা। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দল ইংল্যান্ডের বিজয়ের পেছনে কাজ করেছে সত্য, কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয়।

#### প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘ক’ এলাকায় বণিক শ্রেণির কিছু লোক বাহির থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। স্থানীয় লোকজনকে বিভিন্নভাবে শাসন-শোষণ করে এবং নিজ দেশে সম্পদ পাচার করে। স্থানীয় জনগণ সচেতন হওয়ায় এক সময় তাদেরকে নিজ দেশে চলে যেতে হয়।

- ক. ভাস্কো-ডা-গামা কত সালে কালিকট বন্দরে পৌঁছে? ১
- খ. পুঁজি পাচার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত বণিক শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পিছনে রয়েছে বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত”- বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে কালিকট বন্দরে পৌঁছে।
- খ. ব্যাপকহারে অর্থ ও সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় পুঁজি পাচার বলে। ইতিহাস থেকে জানা যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বিভিন্ন অজুহাতে বাংলার কোষাগার থেকে টাকা ও সম্পদ নিতে শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান ও সুবেদার সুজাউদ্দিনও বাংলা থেকে প্রচুর টাকা ও সম্পদ দিল্লিতে নিয়ে যান। যা পুঁজি পাচার হিসেবে বিবেচিত।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাসের ইংরেজ শক্তির উত্থান ও তাদের পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে এদেশের তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নবাবের দরবারে প্রভাব বিস্তারের মতো ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করে। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় কোম্পানির কর্তারা তার সুযোগ নিতে কসুর করে নি। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। অতঃপর প্রায় দুইশ বছর ইংরেজরা স্থানীয় লোকজন তথা বাংলা ও ভারতবর্ষ শাসন শোষণ করে; নানাভাবে, নানা কৌশলে। তবে তাদের শত প্রচেষ্টাও তাদের শাসনকে স্থায়ী করেনি। ব্রিটিশদের অনুগত শ্রেণি সৃষ্টিতে তারা ইংরেজ শিক্ষার প্রসার ঘটায়। কিন্তু ফলাফলে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। সমগ্র বাংলাকে বরং পুরো ভারতবর্ষকে তারা কুসংস্কারমুক্ত, সচেতন ও দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। স্থানীয় জনগণের এ সচেতনতায় তথা জাতীয়তাবোধের চেতনার বলে ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের আগস্টে এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকটি ইংরেজদের এ উত্থান পতনের ঘটনাই স্মরণ করিয়ে দেয়।
- ঘ. উক্ত বণিক তথা ইংরেজ বণিক শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পেছনে রয়েছে বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা এটিকে বাংলার ক্ষমতা গ্রহণের মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীরজাফর মীরকাসিমসহ রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ ও রাজবল্লভদের মতো তৎকালীন ধনী অভিজাতদের একটি অংশ গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ইংরেজ বণিকরা চক্রান্তকারীদের মদদ দিতে থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে কলকাতা দখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সেই যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরই সাথে সাথে বাংলার শাসনক্ষমতা চলে যায় ইংরেজ বণিকদের হাতে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইংরেজ বণিক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পেছনে বাংলার শাসকদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্তই দায়ী।

**প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মোহাম্মদ আব্দুস ছামাদ যুবক বয়সে ঘিওর উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু প্রথম থেকেই তার কিছু নিকট আত্মীয়স্বজন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তার কাজকর্ম পরিচালনার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

- ক. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে কাশিম বাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে? ১
- খ. পুঁজি পাচার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের কোন কারণের সাথে মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত কারণটিই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের একমাত্র কারণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।
- খ. ব্যাপক হারে অর্থ ও সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় পুঁজি পাচার বলে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বিভিন্ন অজুহাতে বাংলার কোষাগার থেকে টাকা ও সম্পদ নিতে শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান ও সুবেদার সুজাউদ্দিনও বাংলা থেকে প্রচুর টাকা ও সম্পদ দিল্লীতে নিয়ে যান। এগুলোই পুঁজি পাচার হিসেবে বিবেচিত।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিকট-আত্মীয় বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীর জাফর আলী খানের ষড়যন্ত্রের সাথে মিল আছে।  
উদ্দীপকে বর্ণিত মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ যুবক বয়সে ঘিওর উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু প্রথম থেকেই তার কিছু নিকট আত্মীয়স্বজন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তার কাজকর্ম পরিচালনার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তার এ ঘটনার সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করলে দেখা যায়, তার আত্মীয়-স্বজন যেমন ঘসেটি বেগম ও মীর জাফর আলী খান তার পতনের জন্য প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনে এই ষড়যন্ত্র বিরাট ভূমিকা পালন করে। তিনি তরুণ বয়সে এদের ওপরই বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তার এসব নিকট আত্মীয়রা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিদেশিদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।
- ঘ. অনেকগুলো কারণেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়েছিল। এর মধ্যে তাঁর নিকট আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্দেহ নেই। তবে এ কারণটিই তার পতনের একমাত্র কারণ বলে আমি মনে করি না।  
নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনভিজ্ঞতা। কারণ তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনের বসেন, তাঁর রাজ্য পরিচালনার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি নবাবের ছিল না। ভারতীয় বণিক সমাজের অভ্যুদয়ও নবাবের পতনের একটি অন্যতম কারণ। রাজপুতনা থেকে আগত মাওয়াড়িরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের সাথে একযোগে নবাবের পতনে অংশগ্রহণ করে। কাজেই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কেবল নিকট আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয় নি। তার পতনের জন্য আরও কতকগুলো কারণ দায়ী ছিল।

**প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

৮ম শ্রেণির ছাত্র সাইম টেলিভিশনে মোগল শাসকের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখেছিল। তখন শাসকদের সম্পদের কোনো অভাব ছিলো না। জিনিসপত্রের দামও খুব সস্তা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্য ছিল না।

- ক. মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন কে? ১
- খ. ইউরোপে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রে কার শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির ফলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয় ঘটে”- মতামত দাও। ৪

**▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ।



- খ. ১৬৪৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়। একে বলে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি। এটি সম্পাদিত হওয়ার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি নতুন উদ্যমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ।
- গ. সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রে শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে জিনিসপত্রের দাম অনেক সস্তা ছিল। কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলে আসলে কিছুই ছিল না। তাই চালসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিস বা গরম ছাগলের দাম অবিশ্বাস্য রকম কম হলেও তা প্রজাদের কোনো উপকারে আসেনি। উদ্দীপকে সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রের শাসকেরও সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। জিনিসপত্রের দামও খুব সস্তা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং বলা যায়, সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রে সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকে মুঘল শাসক সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র ফুটে উঠেছে। তার শাসনামলে বর্ণিত পরিস্থিতির ফলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয় ঘটে। সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে জিনিসপত্রের দাম অনেক সস্তা তখন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলে আসলে কিছুই ছিল না। তার সময় বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ দিলি-তে পাচার হতো। শুধুমাত্র ১৬৭৮ সালে তিনি একবার নগদ ৩০ লাখ টাকা মূল্যের সোনা পাঠান দিলি-তে। এ ধারা পরবর্তী সময়ে কেবল বেড়েছেই। সুবেদার সুজাউদ্দিন তার ১১ বছরের সুবেদারি আমলে দিলি-তে প্রায় ১৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা পাঠান। এভাবে বহুকাল ধরে বাংলা থেকে ব্যাপক হারে অর্থ সম্পদ বাইরে চলে যায়। দীর্ঘকাল ধরে পুঁজি পাচারের ফলে বাংলার দারিদ্র্য ও গ্রাম সমাজের স্থবিরতা এতই প্রকট ও গভীর ছিল যে, বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা তাদের ছিল না। তারা শাসকদের প্রতি এতটাই উদাসীন ছিল যে, ইংরেজরা খুব সহজেই বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

**প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

| ছক-১                         | ছক-২                        |
|------------------------------|-----------------------------|
| প্রতিষ্ঠাকাল - প্রতিষ্ঠান    | সাল - ঘটনা                  |
| ১৭৮১ - কলকাতা মাদরাসা        | ১৮৫৭ - সিপাহি বিদ্রোহ       |
| ১৭৯১ - সংস্কৃত কলেজ          | ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ               |
| ১৮৫৭ - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৪৭ - ভারতবর্ষের স্বাধীনতা |

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কোন সালে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে? ১
- খ. ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ্য ছিল কেন? ২
- গ. ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি বাংলার ইতিহাসে কোন ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।” তুমি কি এর সাথে একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে।
- খ. ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ্য হওয়ার কারণ ছিল ভারতবর্ষের ধনসম্পদ। ভারতবর্ষ উর্বর দেশ ছিল এবং এখানে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা ইউরোপীয়দের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এসব কারণে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বণিকদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ।
- গ. ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি বাংলার ইতিহাসে যে ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে তাহলো বাংলায় নবজাগরণ। ছক-১ এ কলকাতা মাদরাসা, সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে যা বাংলায় নবজাগরণের বিষয়কে নির্দেশ করে। ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এ উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্য ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। তবে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়ে।

ঘ. “ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।” এ বিষয়টির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন।

১৭৫৭ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এ সময় ইংরেজ কোম্পানির শাসনে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে। তাদের এই শোষণের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহীদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেন। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এ বিদ্রোহ দমন করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দু নেতারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

#### প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব ‘ক’ একটি ভিনদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন। তারই ধূর্ততায় ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতার কারণে স্থানীয় শাসকরা হয়ে পড়েন ক্ষমতাহীন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা এক সময় সমগ্র দেশটাই দখল করে নেয়।

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ক. | পাল বংশের পর কোন রাজবংশ বাংলা শাসন করে?১                                                              |
| খ. | ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী? ২                                                                            |
| গ. | উদ্দীপকের ঘটনাটির সঙ্গে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩                             |
| ঘ. | উক্ত প্রতিষ্ঠানটির শাসনামলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল – পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪ |

#### ▶৭ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶৭

ক. পাল বংশের পর সেন রাজবংশ বাংলা শাসন করে।

খ. ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া ইংরেজি ১৭৬৮ সাল থেকে টানা তিন বছর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মূলত এ দুটি কারণেই বাংলা ১১৭৬ সনে দেশে যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেটাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ইংরেজদের ‘দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া’ কোম্পানির বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। প্রশাসনেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়, সামরিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে থাকে। এভাবেই নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কোম্পানির শাসকরা ক্ষমতাবান হন এবং এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করেন। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব ‘ক’ একটি ভিনদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন। তারই ধূর্ততায় ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতার কারণে স্থানীয় শাসকরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা এক সময় সমগ্র দেশটাই দখল করে নেয়।

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এসকল কাজের উদ্দেশ্য নেতিবাচক হলেও তা দ্বারা বাংলার সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরির প্রতি মনোযোগ দেয়। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হয়। সর্বোপরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলার সামাজিক অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটেছিল।

#### □ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

//

প্রশ্ন ১। মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : মৌর্যদের পর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ২। কখন উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : সাত শতকে উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১৩ ৥ কার মৃত্যুর পর বাংলায় একশ বছর ধরে অরাজকতা চলতে থাকে?

উত্তর : রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় একশ বছর ধরে অরাজকতা চলতে থাকে।

প্রশ্ন ১৪ ৥ মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ কোন দেশে পাচার হয়ে যায়?

উত্তর : মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৫ ৥ সিরাজউদ্দৌলা কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন?

উত্তর : সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন ১৬ ৥ বাংলা কত সালে ছিয়াত্তরের মদ্যস্তর হয়?

উত্তর : বাংলা ১১৭৬ সালে ছিয়াত্তরের মদ্যস্তর হয়।

প্রশ্ন ১৭ ৥ ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ কত সালে বাংলায় প্রবেশ করে?

উত্তর : ‘ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি’ ১৬৩০ সালে বাংলায় প্রবেশ করে।

প্রশ্ন ১৮ ৥ কখন বঙ্গভঙ্গ হয়?

উত্তর : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়।

প্রশ্ন ১৯ ৥ ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তর : ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ২০ ৥ ব্রিটিশরা কখন বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে?

উত্তর : ব্রিটিশরা ১৮৫৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ২১ ৥ ১৭৯১ সালে কাদের জন্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর : ১৭৯১ সালে হিন্দুদের জন্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন ২২ ৥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ২৩ ৥ কে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ২৪ ৥ ১৯০৩ সালে কে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন?

উত্তর : ১৯০৩ সালে ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন।

## □ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কোনো দেশের উপর অন্য কোনো দেশের জুড়ে বসাকে দখলদারদের উপনিবেশ স্থাপন বলে। আর এই উপনিবেশে প্রতিষ্ঠা করা শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়।

প্রশ্ন ২ ৥ মাৎসন্যায়ের যুগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : গুপ্তদের পতনের পর সাত শতকে উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্বাধীন রাজ্যের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তবে শশাঙ্কের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে। একেই সংস্কৃত ভাষায় মাৎসন্যায়ের যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন ৩ ৥ চতুর্দশ শতকে ইউরোপীয়দের নিকট বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কেন?

উত্তর : ইউরোপীয়দের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলোর জন্য ইউরোপীয়দের নিকট বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত চতুর্দশ শতকে ইউরোপীয়দের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে শুরু করলে তাদের কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এছাড়া উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তাদের জন্য বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৪ ৥ স্বদেশি আন্দোলনের কারণ কী?

উত্তর : ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গই স্বদেশি আন্দোলনের কারণ।

১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলাকে বিভক্ত করে দেয়। বাংলার এই বিভক্তিকে বাংলার মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সমাজ অপছন্দ করে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্যই তারা স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ৫ ৥ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলা ভূখণ্ডের ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বেশ কিছু কারণে বাংলা ভূখণ্ডের ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলা ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা হলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

প্রশ্ন ৬ ৥ বাংলার জনগণ হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে কেন?

উত্তর : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রেবারেঘিতে বাংলার জনসাধারণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দূরে সরে যায়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মুলা প্রদান করে। ফলে বাংলার জনগণ হিন্দু মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?  
 (ক) ২৬ শে মার্চ (খ) ২৭শে মার্চ (গ) ১০ই এপ্রিল ● ১৭ই এপ্রিল
২. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল-  
 i. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করা  
 ii. মতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের উদ্যোগ নেয়া  
 iii. হরতাল কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) ii (খ) i ও ii (গ) i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সামিয়া ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার ছবিতে একজন লোক চশমা পরা, কোট পরা, একটি আঙুল উঁচু করে ভাষণ দিচ্ছেন আর উপস্থিত জনতা উত্তেজনাতে ফেটে পড়ছে।

৩. সামিয়ার অঙ্কিত চিত্রে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  
 (খ) আবুল কাশেম ফজলুল হক  
 (গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী  
 (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৪. অনুচ্ছেদে উক্ত ব্যক্তির ভাষণ প্রধানত কীসের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

- (ক) ভাষা আন্দোলনের ● স্বাধীনতা আন্দোলনের  
 (গ) ছয় দফা বাস্তবায়নের (ঘ) অসহযোগ আন্দোলনের



### গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে কোনটি?  
 (ক) ভাষা আন্দোলন ● ১৯৭০ সালের নির্বাচন  
 (গ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচন (ঘ) গণঅভ্যুত্থান
৬. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ রেসকোর্স ময়দানে কেন জনসভার আয়োজন করেছিল?  
 (ক) কোর্ট-কাচারি, অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার জন্য  
 (খ) পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য  
 (গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য  
 ● বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য
৭. ইয়াহিয়া খান আলোচনার ভান করে পর্যবেক্ষণ করেন-  
 (ক) ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ● অপারেশন সার্চলাইটের কর্মসূচি  
 (গ) বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানিদের মানসিক অবস্থা
৮. স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের পূর্ব নাম কোনটি?  
 (ক) ঢাকা সম্প্রচার কেন্দ্র (খ) চট্টগ্রাম সম্প্রচার কেন্দ্র  
 (গ) আকাশবাণী সম্প্রচার কেন্দ্র ● কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র
৯. যৌথবাহিনী ঢাকার বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর বিমান হামলা চালায় কত তারিখে?  
 (ক) ১৯৭১ সালের ৯ই ডিসেম্বর (খ) ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর  
 ● ১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর
১০. ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের ঘোষণাকে কী বলা হয়?  
 ● বাঙালির মুক্তির সনদ (খ) গণহত্যার কারণ  
 (গ) সার্বভৌমত্ব লাভ (ঘ) নির্বাচনি প্রচারণা
১১. বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ঘোষণা করেন?  
 (ক) ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ ● ২৬ শে মার্চ ১৯৭১  
 (গ) ৭ই এপ্রিল ১৯৭১ (ঘ) ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
১২. 'ক্র্যাকপ্লাটুন' কী?  
 (ক) জাতীয় সংগঠন (খ) রাজাকার বাহিনী  
 (গ) মিত্রবাহিনী ● গেরিলা দল
১৩. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কখন?  
 ● ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল (খ) ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল  
 (গ) ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল

১৪. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল কেন?

- (ক) দেশকে জনশূন্য করার জন্য (খ) যুদ্ধে জয়লাভের জন্য  
(গ) অশিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য (ঘ) দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য

১৫. ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য এদেশের সংগীত শিল্পীরা কনসার্ট-এর আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অর্থসংগ্রহের জন্য অনুরূপ কনসার্টের সাথে কার নামটি জড়িত?

- (ক) মাইকেল জ্যাকশন (ঘ) লতা মঙ্গেশকর  
(গ) রুনা লায়লা (খ) জর্জ হ্যারিসন

১৬. জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত কনসার্টের নাম কী ছিল?

- (ক) মার্কিন কনসার্ট (ঘ) পূর্ব বাংলা কনসার্ট  
(গ) স্বাধীন বাংলা কনসার্ট (খ) বাংলাদেশ কনসার্ট

১৭. ২৫শে মার্চ প্রথম আক্রমণের শিকার হয়-

- (ক) পিলখানা (খ) রাজারবাগ  
(গ) ফার্মগেট (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সংঘটিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে কোনটি?

- (ক) ভাষা আন্দোলন (ঘ) গণঅভ্যুত্থান  
(গ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচন (খ) ১৯৭০ সালের নির্বাচন

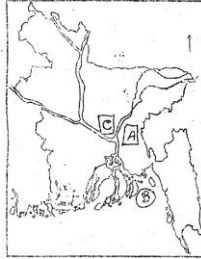
১৯. নিচের উল্লিখিত ফাঁকা ঘরে কোন দেশের নাম বসবে?



- (ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন (খ) ব্রিটেন  
(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) ভারত

২০. বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?

- (ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০ (ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১  
(গ) ৭ মার্চ, ১৯৭১ (খ) ২ মার্চ, ১৯৭১



২১. মুক্তিযুদ্ধে 'B' স্থানটি কত নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- (ক) ১নং (খ) ৮নং (ঘ) ১১নং  
(গ) ১০নং

২২. নিচের কোন শহরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম মিশন স্থাপন করা হয়?

- (ক) নিউইয়র্কে (ঘ) রোমে  
(গ) টোকিওতে (খ) কলকাতা

২৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা মুক্তিযুদ্ধে কী হিসেবে কাজ করে?

- (ক) স্বাধীন ইচ্ছা (ঘ) দাবি  
(গ) সাহস (খ) প্রেরণা

২৪. বাঙালির মুক্তির সনদ কোনটি?

- (ক) ভাষা আন্দোলন (ঘ) আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর  
(গ) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ (খ) স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫. ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চলাইটের নেতৃত্ব দেন কে?

- (ক) টিকা খান (ঘ) খাদিম হোসেন রাজা  
(গ) ইয়াহিয়া খান (খ) জুলফিকার আলী ভুট্টো

২৬. মুজিব নগর সরকারের উপরদ্ব্যপতি কে ছিলেন?

- (ক) তাজউদ্দিন আহমদ (ঘ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান  
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) এম. মনসুর আলী

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় হেমায়েত বাহিনী কোন এলাকায় গড়ে ওঠে?

- (ক) সিরাজগঞ্জ ও পাবনা (ঘ) ভালুকা ও ময়মনসিংহ  
(গ) বরিশাল ও গোপালগঞ্জ (খ) বরিশাল ও মাগুরা

২৮. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?  
 ● কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী (খ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার  
 (গ) মেজর খালেদ মোশাররফ (ঘ) মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ
২৯. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর কোন সেক্টরে ছিল?  
 (ক) ছয় (খ) সাত (গ) আট ● নয়
৩০. 'K' ফোর্স-এর অধিনায়ক কে ছিলেন?  
 (ক) মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ (খ) মেজর জিয়াউর রহমান  
 ● মেজর খালেদ মোশাররফ (ঘ) মেজর ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী
৩১. অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনা করেন—  
 (ক) জিয়া বাহিনী ● নৌ-কমান্ডোগণ  
 (গ) মুজিব বাহিনী (ঘ) ক্র্যাক প্লাটুন
৩২. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?  
 (ক) ২২ অক্টোবর (খ) ৩ ডিসেম্বর ● ৬ ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর
৩৩. চরমপত্র পাঠ করে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত করে তুলতেন কে?  
 (ক) এম আর আখতার মুকুল ● দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
 (গ) মার্ক টালি (ঘ) জর্জ হ্যারিসন
৩৪. কোন মহাসাগরে আল বুর্কাক কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন?  
 ● বঙ্গোপসাগর (খ) ভারত (গ) আটলান্টিক (ঘ) প্রশান্ত
৩৫. ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরও বেগবান হয়—  
 i. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে  
 ii. শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে  
 iii. নিয়মিত মিছিল-মিটিংয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii (খ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৬. গণহত্যার ফলে আমাদের দেশের অগণিত মানুষ—  
 i. নিহত হয়েছিল ii. গৃহহারা হয়েছিল  
 iii. আপনজন হারিয়েছিল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৭. জাতীয় পরিষদে যোগদানের পূর্ব শর্ত ছিল—  
 i. সামরিক শাসন প্রত্যাহার  
 ii. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা  
 iii. সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৮. স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় তারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। এ বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৬ নম্বর সেক্টর ছিল—  
 i. রংপুর জেলা ii. দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল  
 iii. দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৯. 'ক্র্যাকপ্লাটুন' নামে গেরিলা দলটি যুদ্ধ করেছিল—  
 i. 'A' চিহ্নিত অঞ্চলে ii. 'B' চিহ্নিত অঞ্চলে  
 iii. 'C' চিহ্নিত অঞ্চলে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) ii ● iii (ঘ) i, ii ও iii
৪০. ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার ফলে—  
 i. আওয়ামী লীগের কাছে শ্রমতা হস্তান্তর অনিশ্চিত হয়ে যায়  
 ii. সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়  
 iii. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১, ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবদুল জলিল একজন ইতিহাসের শিক্ষক। তিনি তার শ্রেণিকক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ভাষণ থেকেই বাংলার মানুষ যুদ্ধের নিদর্শন ও স্বাধীনতা অর্জনের অনুপ্রেরণা পায়। তারপর থেকেই শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন।

৪১. উল্লিখিত ভাষণ কী নামে পরিচিত?

- ৭ই মার্চের ভাষণ      খ) ১৬ই ডিসেম্বরের ভাষণ  
গ) ১২ই এপ্রিলের ভাষণ      ঘ) ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষণ

৪২. এ ভাষণের ফলাফল হলো-

- i. মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা      ii. অসহযোগ আন্দোলন করা  
iii. হানাদার বাহিনীর সাথে লড়াই করার প্রেরণা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৪৩. এ ভাষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য হলো-

- i. শৃঙ্খলা বজায় রাখা      ii. আন্দোলনের ডাক  
iii. স্বাধীনতার বাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমদ এক অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, যে স্থানে ৭ই মার্চের জনসভা হয় সেই স্থানেই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হয়।

৪৪. অনুচ্ছেদে যে স্থানের কথা বলা হয়েছে, তার বর্তমান নাম কী?

- ক) পল্টন ময়দান      খ) বিপ্লব উদ্যান  
গ) রেসকোর্স ময়দান      ● সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

৪৫. অনুষ্ঠানে সম্পাদিত দলিলে নেতৃত্ব দেন-

- i. ক্যাপ্টেন একে খন্দকার      ii. লে. জেনারেল নিয়াজী  
iii. লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬, ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ পাকবাহিনী প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে। দেশকে মেধাশূন্য করতে তারা একটি বিশেষ পরিকল্পনাও গ্রহণ করে।

৪৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পরিকল্পনাটি ছিল-

- ক) ছাত্র সমাজকে হত্যা      খ) সেনা সদস্যদের হত্যা  
গ) সাধারণ মানুষকে হত্যা      ● বুদ্ধিজীবী সমাজকে হত্যা

৪৭. উক্ত হত্যাযজ্ঞের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন-

- ক) মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা      ● গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান  
গ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান      ঘ) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী

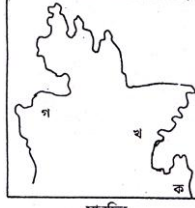
৪৮. উক্ত গণহত্যার সাথে যুক্ত বিষয়গুলো ছিল-

- i. গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল ও নিয়ন্ত্রণ  
ii. বাঙালি সেনা সদস্যদের নিরস্ত্রকরণ  
iii. বাঙালিদের পাক বাহিনীর পক্ষে নেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii

নিচের মানচিত্রের তথ্য থেকে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৪৯. মানচিত্রে 'ক' চিহ্নিত স্থানে কত নম্বর সেক্টরটি অবস্থিত?  
 ● ১ (খ) ২ (গ) ১০ (ঘ) ১১
৫০. উক্ত সেক্টরের অন্তর্গত এলাকাগুলো হচ্ছে-  
 (ক) নৌকামাভ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল  
 (খ) ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা  
 ● চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত  
 (ঘ) ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ-১: মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয় কত সালে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৯৫২ ● ১৯৭১ (গ) ১৯৬৯ (ঘ) ২০০৭
৫২. ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা কোথায় প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) ঐতিহাসিক বটতলায় (খ) রমনায়  
 ● রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) ধানমন্ডিতে
৫৩. ডাকসু কী? (জ্ঞান)  
 (ক) ছাত্রলীগের সংগঠন (খ) ছাত্রদলের সংগঠন  
 ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ  
 (ঘ) ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদ
৫৪. ৩রা মার্চ থেকে কী শুরু হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) হরতাল কর্মসূচি ● অসহযোগ আন্দোলন  
 (গ) মানববন্ধন কর্মসূচি (ঘ) পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি
৫৫. জয়বাংলা বাহিনী কবে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়? (জ্ঞান)  
 ● ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (খ) ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২  
 (গ) ২৬শে মার্চ, ১৯৭৩ (ঘ) ২৬শে মার্চ, ১৯৭৫
৫৬. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) শহিদ মিনারে (খ) ওসমানি উদ্যানে  
 ● রেসকোর্স ময়দানে (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৫৭. বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া আলোচনা চলে কত তারিখ পর্যন্ত? (জ্ঞান)  
 ● ২৫ শে মার্চ (খ) ২৬ শে মার্চ (গ) ২৭ শে মার্চ (ঘ) ২৮ শে মার্চ
৫৮. মুক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ● ইয়াহিয়া খান (খ) ইফ্ফান্দার মির্জা  
 (গ) আইয়ুব খান (ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টো
৫৯. কত তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ (খ) ১লা জানুয়ারি, ১৯৭২  
 ● ২রা মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) ৪ঠা জুন, ১৯৭২
৬০. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন? (জ্ঞান)  
 ● ৭ই মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৭ই জুলাই, ১৯৭১  
 (গ) ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (ঘ) ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১
৬১. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]  
 (ক) রমনা পার্ক (খ) বোটানিক্যাল গার্ডেন  
 ● সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (ঘ) শিশুপার্ক



৬২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় কোন দল? (জ্ঞান)  
 (ক) মুসলিম লীগ (খ) গণতন্ত্রী দল  
 (গ) নেজামে ইসলামী পার্টি (●) আওয়ামী লীগ
৬৩. ইয়াহিয়া খান কেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ঘোষণা দেন? (অনুধাবন)  
 (ক) জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য  
 (খ) প্রেসিডেন্ট অসুস্থ থাকার কারণে  
 (গ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে  
 (●) ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে
৬৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)  
 (●) মুক্তিযুদ্ধের উদ্দীপনায় (খ) শ্রমতা গ্রহণ  
 (গ) পাকিস্তানের প্রতিহিংসা (ঘ) প্রাদেশিক পরিষদ গঠন
৬৫. ৩রা মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি কিরূপ ধারণ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্যাহত হয় (খ) ধীর হয়  
 (●) বেগবান হয় (ঘ) সাময়িকভাবে থেমে যায়
৬৬. কী কারণে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল? (অনুধাবন)  
 (●) বাংলার স্বাধীনতা আদায়ে (খ) আওয়ামী লীগের বিরোধিতায়  
 (গ) পাকিস্তানি শাসকের চক্রান্তে (ঘ) আওয়ামী লীগের কঠোরতায়
৬৭. জুলফিকার আলী ভুট্টো কীভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেছিলেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকে  
 (●) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে  
 (গ) ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে  
 (ঘ) ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে
৬৮. ভুট্টোর চালে সাড়া দিয়ে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে কী প্রভাব দেখা দেয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) আওয়ামী লীগের ভিতর দলীয় কোন্দল বেড়ে যায়  
 (●) আওয়ামী লীগের হাতে শ্রমতা হস্তান্তর বাধাগ্রস্ত হয়  
 (গ) আওয়ামী লীগ ভেঙে পড়ে  
 (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়
৬৯. আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করলে কী প্রভাব পড়ে? (প্রয়োগ)  
 (ক) মুক্তিযুদ্ধ বেধে যায় (খ) মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে  
 (●) অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় (ঘ) রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠে
৭০. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) এ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল (খ) বাংলার মানুষের প্রথম ভোট দান  
 (●) বাংলার স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ (ঘ) বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন
৭১. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করার যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) জনতার শক্তি প্রদর্শনের জন্য (●) আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার জন্য  
 (গ) পার্লামেন্ট বর্জনের জন্য (ঘ) স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য
৭২. ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কোন মনোভাব প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা (খ) গণতন্ত্রকে নস্যাতকরণ  
 (●) বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী (ঘ) দেশের প্রতি ভালোবাসা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৩. শ্রমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়— (অনুধাবন)  
 i. ছাত্ররা ii. পেশাজীবী সংগঠন iii. শিক্ষক সমিতি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
৭৪. ২রা মার্চ মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে— (অনুধাবন)  
 i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ii. ডাকসু নেতৃবৃন্দ  
 iii. শিক্ষক সমিতি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (●) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭৫. দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন পতাকা- (অনুধাবন)

- i. ২রা মার্চ সকাল ১১টায় উত্তোলন করা হয়
- ii. মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে
- iii. বঙ্গবন্ধু উত্তোলন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      (ঘ) i, ii ও iii

৭৬. তিতুমীর ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিতুমীরের সঙ্গে মিল রয়েছে- (প্রয়োগ)

- i. এ.কে ফজলুল হকের
- ii. নাজিমউদ্দিনের
- iii. শেখ মুজিবুর রহমানের

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i                      (খ) ii ● iii                      (ঘ) i, ii ও iii



### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনাকে তার নানা মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা সাহেব বলেন, ৭০-এর নির্বাচনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঢাক বাজতে শুরু করে।

৭৭. মিনার নানা কোন সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? (প্রয়োগ)

- (ক) ১৯৭০                      ● ১৯৭১                      (গ) ১৯৭২                      (ঘ) ১৯৭৩

৭৮. উক্ত নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) মুসলিম লীগ                      ● আওয়ামী লীগ  
(গ) পাকিস্তান পিপলস পার্টি                      (ঘ) মুসলিম ব্রাদারহুড

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৯ ও ৮০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাইমের দাদা বিবিসির খবর শুনছিলেন। খবরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতা প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ করে। দাদু সাইমকে বলেন, ১৯৭০ সালে আমাদের দেশের নির্বাচন নিয়েও বিবিসি এ রকম খবর প্রচার করেছিল।

৭৯. আমাদের ভূখণ্ডের নির্বাচনে বিবিসি কোন দলকে বিজয়ী দল হিসেবে প্রচার করে? (প্রয়োগ)

- (ক) পিপিসি                      (খ) জামায়াতে ইসলামী  
● আওয়ামী লীগ                      (ঘ) মুসলিম লীগ

৮০. উক্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. বিজয়ী দল সরকার গঠন করতে পারেনি
- ii. আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল
- iii. আইয়ুব খান এ সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii                      (খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-২ : ৭ই মার্চের ভাষণের বৈশিষ্ট্য



### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. বঙ্গবন্ধু কোথায় ৭ই মার্চের ভাষণ দেন? (জ্ঞান)

- রেসকোর্স ময়দানে                      (খ) রমনা পার্কে  
(গ) টিএসসিতে                      (ঘ) শিশু পার্কে

৮২. বাংলাদেশের নামকরণ করেন কে? (জ্ঞান)

- (ক) ইয়াহিয়া খান                      (খ) টিক্কা খান  
● শেখ মুজিবুর রহমান                      (ঘ) খাজা নাজিমউদ্দীন

৮৩. ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান কেন ঢাকায় আসেন? (জ্ঞান)

- আলোচনা করতে                      (খ) যুদ্ধ করতে  
(গ) সমস্যার সৃষ্টি করতে                      (ঘ) ব্যক্তিগত কারণে

৮৪. ৭ই মার্চের বক্তৃতায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)

- (ক) ১০ হাজার                      ● ১০ লক্ষ                      (গ) ৫০ হাজার                      (ঘ) ১ লক্ষ

৮৫. ভুট্টো-ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন কোন তারিখে? (জ্ঞান)

- ২৫শে মার্চ                      (খ) ২৩শে মার্চ                      (গ) ২৪শে এপ্রিল                      (ঘ) ২২শে এপ্রিল

৮৬. ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধু আলোচনা শুরু হয় কোন তারিখে? (জ্ঞান)

- (ক) ৭ই মার্চ                      (খ) ২২শে মার্চ                      ● ১৬ই মার্চ                      (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

৮৭. ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও মুজিবের আলোচনা চলে কোন তারিখ পর্যন্ত? (জ্ঞান)  
 ● ২৫ শে মার্চ (খ) ২৬ শে মার্চ (গ) ২৭ শে মার্চ (ঘ) ২৮ শে মার্চ
৮৮. ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কে আলোচনার অন করে? (জ্ঞান)  
 (ক) আইয়ুব খান ● ইয়াহিয়া খান  
 (গ) খাজা নাজিমুদ্দিন (ঘ) রাও ফরমান আলী
৮৯. যার যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান কে জানিয়েছেন?(জ্ঞান)  
 (ক) টিক্কাখান (খ) ইয়াহিয়া খান ● বঙ্গবন্ধু (ঘ) জিয়াউর রহমান
৯০. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু কয়টি পূর্বশর্ত দিয়েছিলেন? [অনুদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া]  
 (ক) ১১ (খ) ১০ ● ৮ (ঘ) ১৫
৯১. ১৯৭১এর মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন—(জ্ঞান)  
 (ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ● তাজউদ্দীন আহমেদ  
 (গ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ (ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
৯২. বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে কোর্ট-কাচারি, অফিস, শিথিলপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতার জন্য  
 ● পাকিস্তান সরকারের অসহযোগিতার জন্য  
 (গ) বাঙালিকে কষ্ট দেয়ার জন্য  
 (ঘ) আওয়ামী লীগের প্রভাব বুঝতে
৯৩. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে কী বুঝেছিলেন? (অনুধাবন)  
 ● শ্রমতা হস্তান্তর করবে না (খ) সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করবে  
 (গ) বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করবে (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করবে
৯৪. বঙ্গবন্ধু প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল-য় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে বললেন কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) জনগণের আশ্রয়ের জন্য (খ) পাকিস্তানিদের আটক করার জন্য  
 (গ) নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ● যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
৯৫. বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বলে কিসের ডাক দেন? (অনুধাবন)  
 (ক) যুদ্ধের ● স্বাধীনতার (গ) শ্রমতা গ্রহণের (ঘ) সার্বভৌমত্বের
৯৬. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণাকে কী বলে বিবেচনা করা হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) বাঙালির জাতীয় দলিল (খ) পাকিস্তানের পতনের সনদ  
 ● বাঙালির মুক্তি সনদ (ঘ) বাঙালির উন্নয়নের কাশ্মির
৯৭. কী কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল? (অনুধাবন)  
 (ক) শ্রমতা লাভের জন্য ● পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে  
 (গ) ভারত সরকারকে খুশি করতে (ঘ) আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে
৯৮. ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয় কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) বক্তৃতা দেয়ার জন্য ● আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার জন্য  
 (গ) সভা করার জন্য (ঘ) একত্রিত হওয়ার জন্য
৯৯. বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে কার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন? (অনুধাবন)  
 (ক) যুবকদের (খ) ছাত্রদের (গ) বুদ্ধিজীবীদের ● আওয়ামী লীগের
১০০. বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন কেন? (অনুধাবন)  
 ● শর্ত না মানার কারণে (খ) তাকে গ্রেফতারের কারণে  
 (গ) গণহত্যার কারণে (ঘ) বৈঠকে না বসার কারণে
১০১. কোন ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন? (অনুধাবন)  
 ● এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে  
 (খ) দুর্গ গড়ে তোল বলে  
 (গ) খাজনা বন্ধ করে দেওয়া হলো বলে  
 (ঘ) সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল বলে
১০২. পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক দাবিগুলো মেনে না নেয়ায় আন্দোলনে কী প্রভাব পড়ে? (অনুধাবন)  
 (ক) বাঙালির আন্দোলন স্তব্ধ হয় (খ) বাঙালির আন্দোলন ব্যর্থ হয়  
 (গ) বাঙালির আন্দোলন ব্যাহত হয় ● বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়
১০৩. ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন কে? (জ্ঞান)  
 ● জুলফিকার আলী ভুট্টো (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ  
 (গ) আইয়ুব খান (ঘ) ইয়াহিয়া খান

১০৪. বঙ্গবন্ধুর কোন কথায় বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়া যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক 'তোমরা আমার ভাই'  
 ● তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে  
 গ আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি  
 ঘ ২৮ তারিখ এসে বেতন নিয়ে যাবেন
১০৫. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' – কথাটির তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
- গেরিলা যুদ্ধের পূর্বাভাস      খ গৃহযুদ্ধের পূর্বাভাস  
 গ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের পূর্বাভাস      ঘ আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস
১০৬. বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার মূল প্রত্যয় কোনটি বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম  
 ● এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম  
 গ তোমরা আমার ভাই  
 ঘ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
১০৭. বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত দেন। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
- নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রীমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে  
 খ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা  
 গ গণহত্যা বন্ধ করা  
 ঘ সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে বাঙালিকে প্রস্তুত করেন– (অনুধাবন)
- i. যুদ্ধ ও মুক্তির জন্য      ii. শ্রীমতায় নেয়ার জন্য  
 iii. স্বাধীনতার জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
১০৯. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সংগ্রামকে বলেছেন– (অনুধাবন)
- i. মুক্তির সংগ্রাম      ii. শ্রীমতা আদায়ের সংগ্রাম  
 iii. স্বাধীনতার সংগ্রাম  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
১১০. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির মুক্তির সনদ – (প্রয়োগ)
- i. সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে  
 ii. সারাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে  
 iii. মানুষকে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
১১১. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর পূর্বশর্ত ছিল– (অনুধাবন)
- i. সামরিক শাসন প্রত্যাহার      ii. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত  
 iii. গণপ্রতিনিধিদের কাছে শ্রীমতা হস্তান্তর  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
১১২. বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঙালিকে তিনি– (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন      ii. মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেন  
 iii. স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
১১৩. ৭ই মার্চের ভাষণ সারাদেশের মানুষকে – (অনুধাবন)
- i. স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে      ii. ঐক্যবদ্ধ করে  
 iii. সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?

১১৪. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গিক অসহযোগিতার জন্য অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন— (অনুধাবন)  
 i. কোর্ট-কাচারি ii. অফিস  
 iii. শিখাপ্রতিষ্ঠান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১৫. এলাকার সম্ভ্রাস দমনের জন্য সজীব সাহেব এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। এ ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে — (প্রয়োগ)  
 i. স্বাধীনতার ডাক ii. ৭ই মার্চের ভাষণ  
 iii. অসহযোগ আন্দোলন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১১৬. “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।”—এ উক্তিটির সঙ্গে জড়িত— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. ৭ই মার্চের ভাষণ ii. গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ  
 iii. জাতীয়তাবাদী চেতনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১১৭. “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম” বঙ্গবন্ধুর এ উক্তিটির তাৎপর্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. বাঙালির মুক্তি ii. বাংলার স্বাধীনতার ডাক  
 iii. পাকিস্তানি শাসনের অবসান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৮ ও ১১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছোট ছেলে সুমন সকালে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত জাতির জনকের ভাষণ শুনে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, একথা কে বলছেন, কেন বলছেন? তার মা তার প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

১১৮. সুমনের বেতারে শোনা ভাষণটি কত তারিখে প্রদত্ত? (প্রয়োগ)  
 ক ৩রা মার্চ ● ৭ই মার্চ গ ২৬ শে মার্চ ঘ ১০ই ফেব্রুয়ারি
১১৯. উক্ত ভাষণের মূল পাতিপাদ্য বিষয় হলো—  
 i. ঐক্যবদ্ধ করা ii. সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা  
 iii. স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

### পাঠ-৩ : গণহত্যার প্রসঙ্গ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২০. অপারেশন সার্চলাইট কী? (জ্ঞান)  
 ক ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ● ৭১-এর গণহত্যার অভিযান  
 গ ৭১-এর মিছিল ঘ ৭১-এর বৈঠক
১২১. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয়েছিল কত তারিখে? (জ্ঞান)  
 ● ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ খ ৩রা মার্চ, ১৯৭১  
 গ ২২শে আগস্ট, ২০০৭ ঘ ২১শে নভেম্বর, ২০০৮
১২২. অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে? (জ্ঞান)  
 ক আইয়ুব খানকে খ ইয়াহিয়া খানকে  
 গ খাজা নাজিমুদ্দিনকে ● রাও ফরমান আলীকে
১২৩. সার্বিকভাবে অপারেশন সার্চলাইটের তত্ত্বাবধান করেন কে? (জ্ঞান)  
 ক ইয়াহিয়া খান খ খাদিম হোসেন রাজা  
 গ রাও ফরমান আলী ● টিক্কা খান

১২৪. মার্চের গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষকে হত্যা করা হয়? (জ্ঞান)  
 ● ১০ (খ) ২০ (গ) ১০০ (ঘ) ৩০০
১২৫. মার্চের গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতজন ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করা হয়? [বিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● ৩০০ (খ) ৫০০ (গ) ৬০০ (ঘ) ৭০০
১২৬. শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় কত লোক নিহত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ২-৩ হাজার (খ) ৪-৫ হাজার (গ) ৬-৭ হাজার ● ৭-৮ হাজার
১২৭. অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় কখন? (জ্ঞান)  
 (ক) ২৫ মার্চ সকালে ● ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে  
 (গ) ২৮ মার্চ দুপুরে (ঘ) ৫ এপ্রিল সকালে
১২৮. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় কোথা থেকে? (জ্ঞান)  
 (ক) টুঙ্গিপাড়া থেকে (খ) পিলখানা থেকে  
 ● ধানমন্ডি থেকে (ঘ) ইপিআর থেকে
১২৯. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কত তারিখে? (জ্ঞান)  
 (ক) ৭ই মার্চ ● ২৬শে মার্চ (গ) ২৭শে মার্চ (ঘ) ২৯শে মার্চ
১৩০. এমভি সোয়াত কী? (জ্ঞান)  
 (ক) যুদ্ধাস্ত্র (খ) ট্যাঙ্ক  
 ● রসদ ও অস্ত্র বোঝাই জাহাজ (ঘ) যুদ্ধবিমানের নাম
১৩১. কত তারিখে এমভি সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে? (জ্ঞান)  
 ● ৩রা মার্চ (খ) ২৪শে মার্চ (গ) ২৫শে মার্চ (ঘ) ২৬শে মার্চ
১৩২. অপারেশন সার্চলাইট চলাকালে ঢাকা শহরে কিসের স্রোত বয়ে যায়? (জ্ঞান)  
 (ক) সাগরের ● রক্তের  
 (গ) নদীর (ঘ) পানির
১৩৩. ১৯৭১ সালে কত তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের উপর হামলা চালায়? (জ্ঞান)  
 (ক) ২৩শে মার্চ (খ) ২৪শে মার্চ ● ২৫শে মার্চ (ঘ) ২৬শে মার্চ
১৩৪. এমভি সোয়াত ১৯৭১ সালে ৩রা মার্চ কোথায় পৌঁছায়? (জ্ঞান)  
 (ক) ঢাকায় ● চট্টগ্রামে (গ) ভোলায় (ঘ) নোয়াখালীতে
১৩৫. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
 ● ২৫শে মার্চের গণহত্যা (খ) অসহযোগ আন্দোলন  
 (গ) পিলখানা দখল (ঘ) জাহাজ ধ্বংস
১৩৬. ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমে কেন সেনানিবাস ও ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) সাধারণ জনগণকে হত্যা করার জন্য  
 (খ) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্য  
 ● ঘাঁটিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য  
 (ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য
১৩৭. ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? (অনুধাবন)  
 (ক) স্যার এ.এফ. রহমান হল (খ) সূর্যসেন হল  
 ● জহুরুল হক হল (ঘ) মুহসীন হল
১৩৮. কেন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন? (অনুধাবন)  
 ● অপারেশন সার্চলাইটের পর্যবেক্ষণের জন্য  
 (খ) রাজনৈতিক বৈঠকের জন্য  
 (গ) ক্ষমতা অর্পণ করতে  
 (ঘ) শান্তি আলোচনার জন্য
১৩৯. ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কোথায় প্রথম আক্রমণ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খ) রাজারবাগে  
 ● সেনানিবাস ও ইপিআর ঘাঁটিতে (ঘ) গাজীপুরে
১৪০. ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি এখন একটি জাদুঘর। এটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ছিল। এ বাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী কেন এসেছিল? (অনুধাবন)  
 (ক) আহারের জন্য ● বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে  
 (গ) আলোচনার জন্য (ঘ) বাড়িটি ঘুরে দেখতে
১৪১. ১৯৭১ সালের ২২শে মার্চ আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন কোন নেতা? (জ্ঞান)  
 (ক) আইয়ুব খান (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ  
 ● জুলফিকার আলী ভুট্টো (ঘ) ইয়াহিয়া খান

১৪২. ২৫শে মার্চের কালরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা চালানোর যৌক্তিক কারণ কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)

- বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করা
- খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা ঘাঁটি নির্মাণ
- গ) বাংলাদেশের নেতৃত্বকে দুর্বল করা
- ঘ) বাংলার আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৩. আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হয়— (প্রয়োগ)

- i. ইয়াহিয়া ও মুজিবের
- ii. মুজিব ও ভুটোর
- iii. ইয়াহিয়া ও ভুটোর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- i, ii ও iii

১৪৪. অপারেশন সার্চলাইটের আওতাভুক্ত অঞ্চল ছিল— (অনুধাবন)

- i. রাজশাহী
- ii. যশোর
- iii. খুলনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- i, ii ও iii

১৪৫. সাইদ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঘুরতে এসে জানতে পারে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহিদ হন অসংখ্য পুলিশ। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত— (প্রয়োগ)

- i. ২৫শে মার্চ গভীর রাত
- ii. অপারেশন সার্চলাইট
- iii. অপারেশন ক্রিনহাট

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি দেখে ১৪৬ ও ১৪৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৪৬. উপরের চিত্রে প্রদর্শিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে আছে— (প্রয়োগ)

- i. ইকবাল হল
- ii. শহীদুল্লাহ হল
- iii. রোকেয়া হল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- i, ii ও iii

১৪৭. পাক বাহিনী উক্ত হত্যাকাণ্ডের রাতে – (অনুধাবন)

- i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যা করে
- ii. অমর একুশে হলে আক্রমণ চালায়
- iii. রাজারবাগে হত্যাকাণ্ড চালায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii



## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৮. আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন-কথাটি কে বলেছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) জিয়াউর রহমান (খ) শেখ মুজিবুর রহমান  
 (গ) জেনারেল এরশাদ (ঘ) আবদুল হান্নান
১৪৯. যার যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান কে জানিয়েছেন? (জ্ঞান)  
 (ক) টিক্কাখান (খ) ইয়াহিয়া খান (ক) বঙ্গবন্ধু (ঘ) জিয়াউর রহমান
১৫০. ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) জিয়াউর রহমান (খ) মেজর জলিল  
 (গ) সিপাহি হামিদুর রহমান (ক) আবদুল হান্নান
১৫১. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কত তারিখে? (জ্ঞান)  
 (ক) ২২শে মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৭ই মার্চ, ১৯৭১  
 (ক) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ (ঘ) ১৭ই মার্চ, ১৯৭১
১৫২. ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন আওয়ামী লীগের কোন নেতা? (জ্ঞান)  
 (ক) আব্দুল হান্নান (খ) এম এ মান্নান  
 (গ) তাজউদ্দিন আহমেদ (ঘ) মেজর জিয়া
১৫৩. ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) মেজর জিয়াউর রহমান (খ) এম এ জলিল  
 (গ) আবদুল হান্নান (ঘ) হামিদুর রহমান
১৫৪. কিসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি প্রেরণ করা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ফ্যাক্সের মাধ্যমে (খ) টেলিফোনের মাধ্যমে  
 (ক) ওয়ারলেসের মাধ্যমে (ঘ) টেলিগ্রামের মাধ্যমে
১৫৫. কতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন? [নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ডিসেম্বর পর্যন্ত (খ) পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত  
 (ক) চূড়ান্ত বিজয় না আসা পর্যন্ত (ঘ) ৩ মাস পর্যন্ত
১৫৬. কোন বেতার কেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) খুলনা বেতার কেন্দ্র (খ) রংপুর বেতার কেন্দ্র  
 (ক) কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র (ঘ) ঢাকা বেতার কেন্দ্র
১৫৭. স্বাধীনতার ডাক দেন কে? (জ্ঞান)  
 (ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) এ. কে ফজলুল হক  
 (গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) জেনারেল টিক্কা খান
১৫৮. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো— (অনুধাবন)  
 (ক) জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা পত্রটি পাঠ  
 (খ) ছাত্রদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ  
 (ক) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা  
 (ঘ) আব্দুল হান্নানের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রটি পাঠ
১৫৯. মুক্তিযুদ্ধ বাস্তব রূপ লাভ করে কখন? (অনুধাবন)  
 (ক) ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর  
 (খ) ৭ই মার্চের ভাষণের পর  
 (গ) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর  
 (ঘ) মুজিবনগর সরকার গঠনের পর
১৬০. ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ কী রূপ লাভ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) স্বীকৃতি (ক) বাস্তব (গ) পথ (ঘ) সমাপ্তি
১৬১. বঙ্গবন্ধু তার ঘোষণায় যে বার্তাটি দিয়েছিলেন সেটিকে তিনি কী মনে করেছিলেন? (অনুধাবন)  
 (ক) স্বাধীনতার দলিল (খ) গণহত্যার বার্তা  
 (ক) শেষ বার্তা (ঘ) আনন্দ মিছিলের বার্তা
১৬২. বেতারে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মন ভেঙে দেয় (খ) হতাশ করে  
 (ক) আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে (ঘ) সচেতন করে
১৬৩. মাকছুদের দাদু বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি শুনতে পান। বেতার কেন্দ্রটির নাম কী ছিল? (প্রয়োগ)  
 (ক) কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র (খ) আকাশ বাণী সম্প্রচার কেন্দ্র



১৬৪. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচারে কারা এগিয়ে আসেন? (প্রয়োগ)
- গ) ঢাকা সম্প্রচার কেন্দ্র ঘ) খুলনা সম্প্রচার কেন্দ্র  
ক) মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা ● চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ  
গ) সাহসী ছাত্ররা ঘ) আওয়ামী লীগ সমর্থকবৃন্দ
১৬৫. বঙ্গবন্ধু তার স্বাধীনতা ঘোষণায় কী বলেছিলেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
- আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন খ) প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল  
গ) আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত ঘ) কঠোর হস্তে শত্রুর মোকাবিলা কর

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল— [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. সর্বস্তরের মানুষ ii. সেনাবাহিনী  
iii. পুলিশ ও আনসার  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৬৭. বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন— (অনুধাবন)
- i. মেজর জিয়াউর রহমান ii. এম. এ হান্নান  
iii. তাজউদ্দিন আহমেদ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৬৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি একটি — (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. গণযুদ্ধে রূপ নেয় ii. মহাযুদ্ধে রূপ নেয়  
iii. সংগঠিত রূপ লাভ করে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তিনি বলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।”

১৬৯. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বক্তব্যটি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের? (প্রয়োগ)
- ক) আবুল কাশেম ফজলুল হক খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী  
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
১৭০. উপরিউক্ত ঘোষণার ফলে — (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তবরূপ লাভ করে  
ii. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়  
iii. বিজয় অর্জিত হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৫ : মুজিবনগর সরকার

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭১. মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোন নামে বেশি পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
- ক) অস্থায়ী সরকার খ) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার  
● মুজিবনগর সরকার ঘ) আওয়ামী লীগ সরকার
১৭২. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
- ১০ই এপ্রিল খ) ২৬শে মার্চ গ) ৫ই জুন ঘ) ১৫ই জুন
১৭৩. মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কত তারিখ অনুমোদন করে? (জ্ঞান)
- ক) ৫ই এপ্রিল ● ১০ই এপ্রিল গ) ৩রা জুন ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর
১৭৪. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কত তারিখে? (জ্ঞান)

- ক ১০ই এপ্রিল ● ১৭ই এপ্রিল গ ৫ই জুন ঘ ২৬শে জুন
১৭৫. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ জিয়াউর রহমান  
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ এ এইচএম কামরুজ্জামান
১৭৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কতটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়?(জ্ঞান)  
ক ৭ খ ১০ ● ১১ ঘ ১৯
১৭৭. ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান কে? (জ্ঞান)  
ক এম মনসুর আলী ● অধ্যাপক ইউসুফ আলী  
গ তাজউদ্দীন আহমেদ ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৭৮. কাকে চেয়ারম্যান করে মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়? (জ্ঞান)  
ক তাজউদ্দীন আহমেদ খ হান্নান শাহ  
গ জিয়াউর রহমান ● মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী
১৭৯. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?(জ্ঞান)  
ক এম মনসুর আলী খ খন্দকার ইউসুফ আলী  
● তাজউদ্দীন আহমেদ ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
১৮০. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)  
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫
১৮১. মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
ক এএইচএম কামরুজ্জামান খ তাজউদ্দীন আহমদ  
● সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ এম মনসুর আলী
১৮২. প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থাকে কেন?(অনুধাবন)  
ক বহুকেন্দ্রিক করতে খ মন্ত্রি নির্বাচিত করতে  
● শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে ঘ বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে
১৮৩. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কিসের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল?  
(অনুধাবন)  
ক যুদ্ধ পরিচালনা করতে খ দেশ ভাগ করতে  
গ সরকার গঠন করতে ● জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে
১৮৪. কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদিত হয়? (অনুধাবন)  
● ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ খ ৭ই মার্চ, ১৯৭১  
গ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ ২১শে নভেম্বর, ১৯৭১
১৮৫. কোন সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়? (অনুধাবন)  
ক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী খ আওয়ামী লীগ  
● মুজিবনগর সরকার ঘ বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
১৮৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে নিচে কাদের নামের মিল রয়েছে? (অনুধাবন)  
● এএইচএম কামরুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ  
খ এমএজি ওসমানী, মওলানা ভাসানী  
গ মণি সিংহ ও মোজাফফর আহমদ  
ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মেজর জিয়াউর রহমান
১৮৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক কী? (প্রয়োগ)  
ক কূটনৈতিক আলোচনা ● শপথ বাক্য পাঠ করানো  
গ সরকার পরিচালনা ঘ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা
১৮৮. কোনটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক বিদেশিদের নিমন্ত্রণপত্র প্রদান খ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন  
● বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ঘ বিদেশি নিমন্ত্রণপত্র গ্রহণ
১৮৯. মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক সামরিক ও পররাষ্ট্র ● সামরিক ও বেসামরিক  
গ বেসামরিক ও পররাষ্ট্র ঘ পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র



#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯০. মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন- (অনুধাবন)  
i. মওলানা ভাসানী ও মণিসিংহ

ii. শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদ

iii. মোজাফফর আহমদ ও মনোরঞ্জন ধর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      ● i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

১৯১. প্রত্যেক দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়- (অনুধাবন)

i. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে

ii. বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে

iii. রাজনীতির মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

১৯২. মুজিবনগর সরকারের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন- (অনুধাবন)

i. সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

ii. স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

iii. অবিসংবাদিত নেতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৩ ও ১৯৪নং প্রশ্নের উত্তর

রনি ও জনি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে গঠিত সরকারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিল। রনি জনিকে বলে, এ সরকারের কার্যাবলির মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৩. উক্ত তারিখে গঠিত সরকারকে বলে — (প্রয়োগ)

i. মুজিবনগর সরকার

ii. অস্থায়ী সরকার

iii. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

১৯৪. এ সরকারব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন কে? (অনুধাবন)

ক খন্দকার মোশতাক

খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

● শেখ মুজিবুর রহমান

ঘ তাজউদ্দিন আহমেদ

### পাঠ-৬ : মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৫. চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল কোন সেক্টর? (জ্ঞান)

- ১নং                      খ ২নং                      গ ৩নং                      ঘ ১০নং

১৯৬. মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? (জ্ঞান)

- ক ৭                      ● ৯                      গ ১০                      ঘ ১১

১৯৭. কোন সেক্টরে ছিল নৌ কমান্ডো ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল? (জ্ঞান)

- ক ৮                      খ ৯                      ● ১০                      ঘ ১১

১৯৮. মেজর কে এম শফিউল-হ কোন ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন? (জ্ঞান)

ক জেড ফোর্স

● এস ফোর্স

গ কে ফোর্স

ঘ জি ফোর্স

১৯৯. মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন কে? (জ্ঞান)

ক কর্নেল তাহের

খ তাজউদ্দিন আহমেদ

● কর্নেল (অব.) আব্দুর রব

ঘ কে. এম শফিউল্লাহ

২০০. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)

- ক ৭                      খ ৮                      গ ১০                      ● ১১

২০১. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? (জ্ঞান)

- ২নং                      খ ৩নং                      গ ৪নং                      ঘ ৮নং

২০২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? (জ্ঞান)

- ক ৫নং                      খ ৬নং                      ● ৮নং                      ঘ ৯নং

২০৩. জেড ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান)

ক খালেদ মোশাররফ

● জিয়াউর রহমান

গ কে এম শফিউল্লাহ

ঘ মুনসুর আলী

২০৪. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়েছিল? (জ্ঞান)  
 ● ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬
২০৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় কোন বাহিনী গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) বিশেষ বাহিনী (খ) ব্লাক ক্যাট (●) ক্র্যাক বাহিনী (ঘ) জ্যাকপট
২০৬. জিয়া বাহিনী কোন অঞ্চলের ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) নাটোরের (খ) গাইবান্ধার (●) সুন্দরবনের (ঘ) মাগুরার
২০৭. নিয়মিত বাহিনী বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
 ● সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (খ) ছাত্রদের নিয়ে গঠিত বাহিনী  
 (গ) কৃষকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (ঘ) যুবকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী
২০৮. গণবাহিনী বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
 (ক) সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (খ) রাজাকারদের নিয়ে গঠিত বাহিনী  
 (গ) বিদেশিদের নিয়ে গঠিত বাহিনী (●) গণমানুষকে নিয়ে গঠিত বাহিনী
২০৯. কাদেরকে নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) ছাত্রলীগের কর্মীদের (●) ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের  
 (গ) ন্যায় সদস্যদের (ঘ) ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের
২১০. মুক্তিফৌজ কোন ধরনের বাহিনী ছিল? (অনুধাবন)  
 ● নিয়মিত বাহিনী (খ) গেরিলা বাহিনী  
 (গ) বিশেষ বাহিনী (ঘ) অনিয়মিত বাহিনী
২১১. কোন সেক্টরটি ব্যতিক্রমী ছিল? (অনুধাবন)  
 (ক) ৭নং (খ) ৮নং (গ) ৯নং (●) ১০নং
২১২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় কেন? (অনুধাবন)  
 ● যুদ্ধ পরিচালনার জন্য (খ) যুদ্ধ বেগবান করার জন্য  
 (গ) রাজাকার দমনের জন্য (ঘ) সৈন্য রিক্রুটের জন্য
২১৩. কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিনী নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? (জ্ঞান)  
 (ক) নিয়মিত বাহিনী (খ) অনিয়মিত বাহিনী  
 ● আঞ্চলিক বাহিনী (ঘ) বিশেষ বাহিনী
২১৪. মিজানের বাড়ি রাজশাহীতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাড়িটি কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল? (প্রয়োগ)  
 (ক) ৬নং (●) ৭নং (গ) ৫নং (ঘ) ৮নং
২১৫. মুজিবনগর সরকারের কোন পদক্ষেপের ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা শুরু করে? (প্রয়োগ)  
 (ক) ব্রিগেড ফোর্স গঠন করার ফলে (●) সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিচালনার ফলে  
 (গ) কেবিনেট গঠনের ফলে (ঘ) দুর্নীতি দমনের ফলে
২১৬. কোন বাহিনীকে গণবাহিনী নাম দেয়া হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) হেমায়েত বাহিনী (খ) কাদেরিয়া বাহিনী  
 (গ) নিয়মিত বাহিনী (●) অনিয়মিত বাহিনী
২১৭. মুক্তিযুদ্ধে কোন দল 'ক্র্যাক প-টুন' নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) বরিশালের হেমায়েত বাহিনী (●) ঢাকার গেরিলা দল  
 (গ) টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী (ঘ) মাগুরার আকবর বাহিনী
২১৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মুক্তিযুদ্ধের কৌশল (●) সূষ্ঠা পরিকল্পনা  
 (গ) বিশ্বব্যাপী সুনাম (ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের অদক্ষতা



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৯. মুক্তিযুদ্ধের ১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল— (অনুধাবন)  
 i. চট্টগ্রাম ii. পার্বত্য চট্টগ্রাম  
 iii. খুলনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২২০. মুক্তিযুদ্ধের ছয় নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল—(অনুধাবন)  
 i. রংপুর ii. দিনাজপুর iii. ঠাকুরগাঁও মহকুমা

- নিচের কোনটি সঠিক?
- *i ও ii*      (খ) *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      (ঘ) *i, ii ও iii*
২২১. মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল— (অনুধাবন)  
*i.* নিয়মিত বাহিনী      *ii.* অনিয়মিত বাহিনী  
*iii.* বিভাগীয় বাহিনী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *ii*      (খ) *i*      ● *i ও ii*      (ঘ) *i ও iii*  
 (অনুধাবন)
২২২. নিয়মিত বাহিনী গড়ে উঠেছিল—  
*i.* সেনাবাহিনী নিয়ে      *ii.* বিমানবাহিনী নিয়ে  
*iii.* নৌবাহিনী নিয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      ● *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      (ঘ) *i, ii ও iii*  
 (অনুধাবন)
২২৩. অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়—  
*i.* ছাত্রদের নিয়ে      *ii.* শ্রমিকদের নিয়ে  
*iii.* কৃষকদের নিয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      (খ) *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      ● *i, ii ও iii*
২২৪. সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে গড়ে ওঠে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* হেমায়েত বাহিনী      *ii.* কাদেরিয়া বাহিনী  
*iii.* বাতেন বাহিনী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      (খ) *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      ● *i, ii ও iii*
২২৫. মুক্তিযোদ্ধা নৌকামাভোগণ ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নামে পরিচালিত অভিযানে একদিনে ধ্বংস করে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি জাহাজ      *ii.* চট্টগ্রাম বন্দরে ২২টি জাহাজ  
*iii.* মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      ● *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      (ঘ) *i, ii ও iii*

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৬, ২২৭ ও ২২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শফিকের বাড়ি রংপুর জেলায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল জানতে পেরে সে দাদুর কাছে জানতে চায় তাদের বাড়ি কোন সেক্টরে ছিল?

২২৬. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত এ বিভক্তির ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত তথ্য হলো— (প্রয়োগ)  
*i.* রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে ৬নং সেক্টর  
*ii.* চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত ১নং সেক্টর  
*iii.* কিশোরগঞ্জ ১১নং সেক্টর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      ● *i ও iii*      (গ) *ii ও iii*      (ঘ) *i, ii ও iii*
২২৭. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শফিকের বাড়িটি কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল? (অনুধাবন)  
 ● ৬নং সেক্টরের অধীনে      (খ) ৮নং সেক্টরের অধীনে  
 (গ) ৭নং সেক্টরের অধীনে      (ঘ) ৯নং সেক্টরের অধীনে
২২৮. অনুচ্ছেদ উল্লিখিত এ বিভক্তির তাৎপর্য ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* সরকারের ব্যর্থতার পরিচয়      *ii.* বিজয় নিশ্চিত করা  
*iii.* পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i ও ii*      (খ) *i ও iii*      ● *ii ও iii*      (ঘ) *i, ii ও iii*

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৯. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শান্তি কমিটি গঠিত হয় কবে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১  
 (ক) ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ২২শে মার্চ, ১৯৭১
২৩০. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার বাহিনী সর্বপ্রথম গঠিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)  
 (ক) বরিশাল (খ) খুলনায় (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বরিশাল
২৩১. আলশামস বাহিনী কোন সংগঠন গঠন করে? (জ্ঞান)  
 (ক) রাজাকার বাহিনী (খ) শান্তি কমিটি  
 (ক) মুসলিম লীগ (ঘ) আলবদর
২৩২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল কত? (জ্ঞান)  
 (ক) ৬ কোটি (খ) ৭ কোটি (গ) ৮ কোটি (ঘ) ৯ কোটি
২৩৩. 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটির' সদস্য সংখ্যা ছিল কতজন? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৪০ (খ) ১৫০ (গ) ২০০ (ঘ) ২৫০
২৩৪. মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন বাহিনী গঠন করেছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) শান্তি বাহিনী (খ) রাজাকার (গ) মুক্তি বাহিনী (ঘ) বিশেষ ফোর্স
২৩৫. সাক্ষাৎ যমদূত কাদের বলা হতো? (জ্ঞান)  
 (ক) আলবদর বাহিনীকে (খ) রাজাকারদেরকে  
 (গ) আলশামসদের (ঘ) শান্তি কমিটির সদস্যদের
২৩৬. ডা. মালিক মন্ডিসভা গঠিত হয় কখন? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৭ই সেপ্টেম্বর (খ) ২৮শে সেপ্টেম্বর  
 (গ) ১৫ই নভেম্বর (ঘ) ২৭শে ডিসেম্বর
২৩৭. ডা. মালিক মন্ডিসভার সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) ১০ (খ) ১২ (গ) ১৪ (ঘ) ১৮
২৩৮. কখন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ডা. মালিক মন্ডিসভা পদত্যাগ করে? (জ্ঞান)  
 (ক) ৬ই নভেম্বর (খ) ৮ই নভেম্বর (ক) ১৪ই ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর
২৩৯. ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে কোন বাহিনী? (জ্ঞান)  
 (ক) শান্তি কমিটি (খ) রাজাকার (গ) আলশামস (ক) আলবদর
২৪০. মুক্তিযুদ্ধে কাদের অত্যাচার পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার ছাড়িয়ে যেত? (অনুধাবন)  
 (ক) মুক্তিকামীদের (খ) রাজাকারদের (গ) প্রবাসীদের (ঘ) ব্রিটিশদের
২৪১. রাজাকার বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)  
 (ক) রাজার কর্মচারী (খ) মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চক্র  
 (গ) ইসলামি দল (ঘ) নকশাল বাহিনী
২৪২. মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা করা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়? (অনুধাবন)  
 (ক) মার্কিনরা (খ) সাংবাদিকরা  
 (ক) রাজাকাররা (ঘ) অশিক্ষিত লোকেরা
২৪৩. ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবায়ন করে কারা? (অনুধাবন)  
 (ক) পাক বাহিনীরা (খ) আলশামসরা (ক) আলবদররা (ঘ) গোয়েন্দারা
২৪৪. মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় কত কোটি লোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল? (অনুধাবন)  
 (ক) ৩০ লক্ষ (খ) ১ কোটি ৩০ লক্ষ  
 (ক) ৭ কোটি ৫০ লক্ষ (ঘ) ১২ কোটি
২৪৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) উগ্র ধর্মাত্মতা (খ) রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ  
 (গ) ধর্মীয় অপব্যবহার (ঘ) লুটতরাজ করার জন্য
২৪৬. পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার আলবদরের ভয়ে দেশের অভ্যন্তরে অপরূদ্ধ মানুষ পুরো নয় মাস কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন? (অনুধাবন)  
 (ক) ছদ্ম বেশে (খ) আত্মগোপন করে  
 (গ) অব্যাহত চলাফেরা করে (ঘ) শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে
২৪৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের দিক থেকে কোন মন্ডিসভার কার্যাবলি ব্যতিক্রম? (অনুধাবন)  
 (ক) ডা. মালিক মন্ডিসভা (খ) ফজলুল হক মন্ডিসভা  
 (গ) গণপরিষদ মন্ডিসভা (ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান মন্ডিসভা
২৪৮. কোন দাবিতে দেশের শ্রুদ একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- অখণ্ড পাকিস্তানের দাবিতে (খ) ধর্ম বাস্তবায়নের দাবিতে  
 (গ) স্বাধীনতার দাবিতে (ঘ) নতুন দেশের দাবিতে
২৪৯. নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী সংগঠন ছিল না? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● মুক্তি কমিটি (খ) রাজাকার (গ) আলবদর (ঘ) আলশামস
২৫০. পাকিস্তান সরকার কী কারণে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) সরকারকে বেসামরিক করতে ● বহির্বিষ্মকে বিভ্রান্ত করতে  
 (গ) নতুন সরকার গঠন করতে (ঘ) সৃষ্টিভাবে দেশ পরিচালনা করতে
২৫১. পূর্ব পাকিস্তানের তাঁবেদার সরকারের গভর্নর ডা. মালিক পদত্যাগ করেন কী কারণে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) অসুস্থতার (খ) বয়স বৃদ্ধির  
 ● ভয়ের (ঘ) দুর্নীতির

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি – (অনুধাবন)  
 i. রাজাকার বাহিনী ii. আলশামস বাহিনী  
 iii. শান্তি কমিটি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৫৩. স্বাধীনতা বিরোধীরা পাক হানাদারদের হাতে তুলে দেয়— (অনুধাবন)  
 i. পাকিস্তানের পতাকা ii. মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর  
 iii. প্রগতিশীল বাঙালিদের তালিকা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৫৪. শান্তি কমিটি গঠিত হয় যেসব দল নিয়ে— (অনুধাবন)  
 i. নেজামে ইসলামী ii. জামায়াতে ইসলামী  
 iii. মুসলিম লীগ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৫৫. মুক্তিযুদ্ধকালীন শান্তি কমিটির কাজ ছিল— (অনুধাবন)  
 i. যুদ্ধ করা ii. লুটপাট iii. নারী নির্যাতন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৫৬ ও ২৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

টেলিভিশনে প্রচারিত মানবতাবিরোধীদের বিচার সম্পর্কিত সংবাদ শুনে রেজা তার বাবাকে বলল, এরা কারা? তার বাবা বললেন, এরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

২৫৬. রেজার বাবা কাদের কথা বলছিলেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) কৃষক (খ) প্রজা ● রাজাকার (ঘ) গেরিলা
২৫৭. রেজার টেলিভিশনে দেখা মানবতাবিরোধীরা পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছিল— (অনুধাবন)  
 i. ধর্মাত্মতার কারণে ii. অখণ্ড পাকিস্তানের দাবিতে  
 iii. দেশের স্বার্থের জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ২৫৮ ও ২৫৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের মুসলিম লীগ পন্থী একটি গোষ্ঠী পাকিস্তানিদের সহায়তা করে। এরা রাজাকার বাহিনী গঠন করে। [যশোর জিলা স্কুল]

২৫৮. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাহিনী প্রথম কে গঠন করেন?  
 ● মওলানা এ কে এম ইউসুফ (খ) মওলানা আবুল কালাম আজাদ  
 (গ) অধ্যাপক গোলাম আযম (ঘ) সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী
২৫৯. উক্ত সংগঠনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. উগ্র ধর্মভিত্তিক দল

ii. শান্তিকামী সংগঠন

iii. দাগি আসামিদের সংগঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

● ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### পাঠ-৮ : প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬০. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
● বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (খ) স্যার এ.এফ. রহমান  
(গ) পি.জে. হার্ট (ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান
২৬১. বাংলাদেশ মিশন সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)  
(ক) যশোর ● কলকাতা (গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) ঢাকা
২৬২. বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে জাতিসংঘের কতটি দেশের প্রতিনিধি? (জ্ঞান)  
● ৪৭ (খ) ৫০ (গ) ৫৭ (ঘ) ৬০
২৬৩. ইউরোপের প্রবাসী বাঙালিরা আন্দোলন করেন কোন দেশকে কেন্দ্রে রেখে? (জ্ঞান)  
(ক) জার্মানি (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) বেলজিয়াম ● যুক্তরাজ্য
২৬৪. এশিয়ার কোন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরা একান্তরের গণহত্যার বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করে? (জ্ঞান)  
(ক) মালয়েশিয়া (খ) ভিয়েতনাম ● জাপান (ঘ) থাইল্যান্ড
২৬৫. মুজিবনগর সরকার কোন দেশে মিশন স্থাপন করেছিল? (জ্ঞান)  
(ক) জাপান ● যুক্তরাজ্য (গ) মিশর (ঘ) চীন
২৬৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বে মিশন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য কী ছিল? (অনুধাবন)  
(ক) পাকবাহিনীদের হটিয়ে দেয়া (খ) পাকিস্তানিদের সাহায্য করা  
● বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় (ঘ) তহবিল সংগ্রহ করা
২৬৭. কাকে বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশেষ দূত নিয়োগ করা হয়? (জ্ঞান)  
(ক) ড. আকবর আলি খান ● বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী  
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) ফজলে হাসান আবেদ
২৬৮. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিশেষ দূত নিয়োগ করে কোন সরকার? (জ্ঞান)  
(ক) সুইডিশ সরকার (খ) ভারত সরকার  
● মুজিবনগর সরকার (ঘ) চীন সরকার
২৬৯. কোন দূতবাসের কর্মকর্তারা জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেন? (জ্ঞান)  
(ক) চীন (খ) রাশিয়া ● যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) ইরান
২৭০. পাকিস্তান সরকার কেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল? (অনুধাবন)  
(ক) অপরাধ নগণ্য বলে  
(খ) নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে  
● জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের বিরোধিতায়  
(ঘ) সহানুভূতি প্রকাশ করতে
২৭১. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিদের কর্মতৎপরতা কী ছিল? (প্রয়োগ)  
(ক) হত্যা ও লুটতরাজ (খ) নৈরাজ্য সৃষ্টি  
● মিছিল, সমাবেশ (ঘ) দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
২৭২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পদত্যাগ করে। এটা কোন বিষয়কে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)  
● গণহত্যার প্রতিবাদ (খ) নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য  
(গ) লোক দেখানো (ঘ) বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে
২৭৩. রাজাকার বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) পাক বাহিনীকে হত্যা করা ● পাক সেনাদের সাহায্য করা  
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা (ঘ) শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা
২৭৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করে অর্থ সংগ্রহ করত কিসের জন্য? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) নিজে খাওয়ার জন্য (খ) ফান্ড গঠন করার জন্য  
● মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য (ঘ) হাসপাতাল তৈরির জন্য

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



২৭৫. প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল- (অনুধাবন)  
 i. জনমত গঠন করে ii. অর্থ সংগ্রহ করে  
 iii. আন্দোলন করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৭৬. মুজিবনগর সরকারের হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আবু সাঈদ চৌধুরী প্রচেষ্টা চালান - (প্রয়োগ)  
 i. বিদেশে জনমত গঠনে ii. বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করতে  
 iii. বিদেশের সমর্থন আদায়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
২৭৭. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার মিশন স্থাপন করে - (অনুধাবন)  
 i. কলকাতায় ii. লাহোরে  
 iii. দিল্লিতে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
২৭৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার বহির্বিশ্বের যেসব দেশে মিশন প্রতিষ্ঠা করে তা হলো- (অনুধাবন)  
 i. নিউইয়র্ক ও লন্ডন ii. দিল্লি ও কলকাতা  
 iii. ওয়াশিংটন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৭৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে মিশন স্থাপনের ফলে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সমর্থন আদায় হয়  
 ii. মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়  
 iii. পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮০ ও ২৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত তাদের অনুপ্রেরণা ছিল।

২৮০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিশেষ দূত কে ছিলেন? (প্রয়োগ)  
 ● বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী খ) অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী  
 গ) রেহমান সোবহান ঘ) ড. কামাল হোসেন
২৮১. অনুচ্ছেদের প্রবাসী বাঙালিরা একত্রিত হতে থাকেন- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করার জন্য  
 ii. মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য  
 iii. গণহত্যার প্রতিবাদে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৯ : মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮২. নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল না? (জ্ঞান)  
 ক) ভারত খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন  
 ● যুক্তরাষ্ট্র ঘ) জাপান
২৮৩. পাকিস্তানকে সমর্থন করে ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠায় কোন দেশ? (জ্ঞান)  
 ক) রাশিয়া খ) পাকিস্তান ● যুক্তরাষ্ট্র ঘ) চীন
২৮৪. *Concert for Bangladesh*-এর আয়োজন করেন কে? (জ্ঞান)  
 ক) ভূপেন হাজারিকা খ) রবি শঙ্কর

- জর্জ হ্যারিসন (ঘ) সারিনা ইয়াসমিন
২৮৫. পাকিস্তান কত তারিখে ভারতের বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায়? (জ্ঞান)  
 (ক) ৭ই ডিসেম্বর (খ) ১৬ই ডিসেম্বর ● ৩রা ডিসেম্বর (ঘ) ৫ই ডিসেম্বর
২৮৬. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? (জ্ঞান)  
 (ক) চীন ● মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (গ) ভারত (ঘ) যুক্তরাজ্য
২৮৭. কতসংখ্যক শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রায় দশ লক্ষ ● প্রায় এক কোটি (গ) প্রায় দুই লক্ষ (ঘ) প্রায় দুই কোটি
২৮৮. মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ● ইন্দিরা গান্ধী (খ) জওহর লাল নেহেরু  
 (গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
২৮৯. সাইমন ড্রিং কী ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● সাংবাদিক (খ) সংগীত শিল্পী (গ) ব্যবসায়ী (ঘ) সাহিত্যিক
২৯০. মার্ক টালি কোন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● বিবিসি (খ) এনা (গ) সিএনএন (ঘ) রয়টার্স
২৯১. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে কোথায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)  
 ● কলকাতায় (খ) লন্ডনে (গ) দিল্লিতে (ঘ) বেইজিংয়ে
২৯২. শরণার্থী কর আরোপ করে বিশ্বের কোন দেশ? (জ্ঞান)  
 (ক) যুক্তরাষ্ট্র ● ভারত (গ) উগান্ডা (ঘ) ব্রাজিল
২৯৩. মুক্তিযুদ্ধে নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশের পক্ষে ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) পেরু (খ) কানাডা  
 (গ) ডেনমার্ক ● সোভিয়েত ইউনিয়ন
২৯৪. কোন ভারতীয় শিল্পী বাংলাদেশ কনসার্টে যোগদান করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) জর্জ হ্যারিসন (খ) মার্ক টালি  
 ● রবি শঙ্কর (ঘ) ভূপেন হাজারিকা
২৯৫. 'সংবাদ পরিক্রমা' প্রচার করত কোন রেডিও স্টেশন? (জ্ঞান)  
 (ক) বিবিসি ● আকাশবাণী (গ) সিএনএন (ঘ) ভিওএ
২৯৬. ভারত সরকার শরণার্থী কর আরোপ করেছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ● শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য  
 (খ) শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য  
 (গ) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে  
 (ঘ) মুক্তিবাহিনী গঠন করতে
২৯৭. যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর কাজে লাগায়নি কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) বিকল হয়ে পড়ায়  
 ● আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কারণে  
 (গ) পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞার কারণে  
 (ঘ) বাংলাদেশের পশ্চিম লাভের কারণে
২৯৮. পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করেছিল? (অনুধাবন)  
 ● মিডিয়ার মাধ্যমে (খ) গভর্নর নিযুক্ত করে  
 (গ) যোগাযোগ রক্ষা করে (ঘ) ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে
২৯৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় কে মানুষকে উজ্জীবিত করেন? (অনুধাবন)  
 (ক) সুচিত্রা সেন ● রবি শঙ্কর (গ) উত্তম কুমার (ঘ) সুপ্রিয় দেবী
৩০০. *Concert for Bangladesh*-এর আয়োজন করা হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য (খ) যুদ্ধ বানচাল করার জন্য  
 ● মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য (ঘ) উৎসব করার জন্য
৩০১. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত অন্যতম ভূমিকা নেয়- (প্রয়োগ)  
 (ক) সেনা মোতায়েন করে ● শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে  
 (গ) শরণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে (ঘ) পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে
৩০২. ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (খ) ত্রাণ দিয়ে  
 ● বিশ্ব জনমত গঠন করে (ঘ) সরকার গঠন করে
৩০৩. যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ ভুল করতে চেয়েছিল? (প্রয়োগ)

- যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে (খ) নৌ হামলা চালিয়ে  
 (গ) সেনা মোতায়েন করে (ঘ) অনাস্থা প্রস্তাব করে
৩০৪. জর্জ হ্যারিসন কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন? (অনুধাবন)  
 (ক) চিত্র প্রদর্শনী করে ● কনসার্ট করে  
 (গ) কবিতা লিখে (ঘ) যুদ্ধে অংশ নিয়ে
৩০৫. খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্কর কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন? (অনুধাবন)  
 (ক) কনসার্ট করে (খ) চিত্র প্রদর্শনী করে  
 ● মানুষকে উজ্জীবিত করে (ঘ) কবিতা লিখে
৩০৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও 'চরমপত্র' সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) দুঃখিত করে (খ) ভীত করে ● উদ্বুদ্ধ করে (ঘ) শঙ্কহীন করে
৩০৭. যুক্তরাষ্ট্র কেন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতির কারণে  
 (খ) ভারত-ঘেঁষা নীতির কারণে  
 (গ) বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভালো না থাকার কারণে  
 (ঘ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র দেশ বলে
৩০৮. আকাশবাণী ছাড়াও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালায়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) তাস (খ) এনা ● বিবিসি (ঘ) সিএনএন

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০৯. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে- (অনুধাবন)  
 i. শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন ii. শিল্পী জর্জ হ্যারিসন  
 iii. শিল্পী রবি শঙ্কর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩১০. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল- (অনুধাবন)  
 i. আকাশবাণী ii. বিবিসি iii. ভোয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩১১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল- (অনুধাবন)  
 i. চরমপত্র ii. বজ্রকণ্ঠ iii. সংবাদ পরিক্রমা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩১২. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. পাকিস্তানঘেঁষা ii. রাশিয়াঘেঁষা  
 iii. ভারতবিরোধী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩১৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নেয়- (অনুধাবন)  
 i. চীন ii. কানাডা iii. যুক্তরাষ্ট্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১৪ ও ৩১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ও নারকীয় তাৎবলীলা দেখে অসংখ্য মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেয়। সেখানে অন্য শরণার্থীদের নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

৩১৪. অনুচ্ছেদের দেশটি ভারত হলে যুদ্ধটি কী ছিল? (প্রয়োগ)  
 (ক) পলাশীর যুদ্ধ (খ) বিশ্বযুদ্ধ ● মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) উপসাগরীয় যুদ্ধ
৩১৫. প্রায় এক কোটি শরণার্থী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. নয়মাস ব্যাপী ii. ভারত সরকারের সহযোগিতায়

iii. স্থায়ী হওয়ার আশায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০ : যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৬. কাদেরকে মিত্রবাহিনী বলা হতো? (জ্ঞান)  
● ভারতীয় সৈন্যদের (খ) কাদেরিয়া বাহিনীকে  
গ) প্রবাসী বাঙালিদের (ঘ) সপ্তম নৌবহরকে
৩১৭. পাকিস্তানি বিমানবাহিনী কত তারিখে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করে? (জ্ঞান)  
ক) ২২শে মার্চ, ১৯৭১ (খ) ৭ই মার্চ, ১৯৭১  
● ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১ (ঘ) ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১
৩১৮. কত তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ কমান্ড গঠন করে? (জ্ঞান)  
● ২১শে নভেম্বর (খ) ২৬শে মার্চ গ) ১৬ই ডিসেম্বর ঘ) ৭ই মার্চ
৩১৯. বাংলাদেশের কোন জেলাটি সর্বপ্রথম শত্রুমুক্ত হয়? (জ্ঞান)  
ক) বরিশাল (খ) খুলনা গ) নোয়াখালী ● যশোর
৩২০. মুক্তিযোদ্ধারা কোন মাস থেকে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে? (জ্ঞান)  
ক) মার্চ মাস (খ) এপ্রিল মাস গ) ডিসেম্বর ● মে মাস
৩২১. রূপসী বাংলা হোটেলের নাম মুক্তিযুদ্ধের সময় কী ছিল?(জ্ঞান)  
● হোটেল কন্টিনেন্টাল (খ) সোনারগাঁও  
গ) সোনার বাংলা (ঘ) স্কাইভিউ
৩২২. কোন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধারা দেশের ভিতরে প্রবেশ করে? (জ্ঞান)  
● জুন (খ) জানুয়ারি গ) মে ঘ) জুলাই
৩২৩. কোনটির পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে? (জ্ঞান)  
● যশোর বিমানবন্দর (খ) যশোর স্থলবন্দর  
গ) যশোর সেনানিবাস (ঘ) যশোর ইপিআর ঘাঁটি
৩২৪. তাঁবদার সরকারের গভর্নর কেন ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়? (অনুধাবন)  
ক) বিশ্রামের জন্য (খ) যুদ্ধে জয়ী হয়ে  
● যৌথবাহিনীর তৎপরতায় (ঘ) আলোচনা করার জন্য
৩২৫. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে কীভাবে? (অনুধাবন)  
● পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে (খ) বহির্বিশ্বের সাহায্যে  
গ) ভারতীয়দের সহায়তায় (ঘ) রাশিয়ার সহায়তায়
৩২৬. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কূটনীতিক ও বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল কোথায়? (অনুধাবন)  
ক) বঙ্গভবনে (খ) কার্জন হলে  
● রূপসী বাংলা হোটেল (ঘ) র্যাডিসন হোটেল
৩২৭. জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর কী প্রভাব পড়ে? (প্রয়োগ)  
ক) মূলোৎপাটি হয় ● দিশেহারা হয়ে যায়  
গ) পালিয়ে যায় (ঘ) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
৩২৮. কনার একজন ভারতীয় বন্ধু সজিব। সজিব তাকে গর্বের সাথে জানায়, যেদিন আমাদের দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ওইদিন আমি জন্মগ্রহণ করি। সজিবের জন্ম তারিখ কত? (প্রয়োগ)  
ক) ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ (খ) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১  
● ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ (ঘ) ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭১
৩২৯. ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে কী শুরু হয়? (প্রয়োগ)  
ক) বোমা হামলা (খ) আলোচনা-পর্যালোচনা  
গ) সমালোচনা ● সর্বাত্মক যুদ্ধ
৩৩০. পাকবাহিনীর কোন কাজের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে?(প্রয়োগ)  
ক) ফিরে যাওয়ার ● আত্মসমর্পণের  
গ) আলোচনার (ঘ) ভুল বুঝতে পারার
৩৩১. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা কী লাভ করি? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক ধন সম্পদ খ ঐশ্বর্য  
 গ টাকা পয়সা ● স্বাধীন বাংলাদেশ
৩৩২. যৌথ কমান্ড গঠনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ কী পরিণতি লাভ করে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ক অচলাবস্থা খ ধীরগতি ● দারুণ গতি ঘ সাফল্য
৩৩৩. যৌথবাহিনী ঢাকার চারিদিক ঘেরাও করে ফেলার ফলে পাকবাহিনীর মনে কিসের সঞ্চার হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ক সাহসের খ আনন্দের গ আত্মবিশ্বাসের ● ভীতির
৩৩৪. মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীকে কোন অবস্থায় দেখা গেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ক যুদ্ধরত ● আত্মসমর্পণের  
 গ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের ঘ পুনর্গঠনের

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩৫. ২৫শে মার্চের মধ্য রাতে পাকবাহিনী হামলা চালায়- (অনুধাবন)  
 i. আনসার ব্যারাকে ii. ইপিআর দপ্তরে  
 iii. যশোর সেনানিবাসে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৩৬. কামাল সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর প্রয়োজনবোধ করেন- (অনুধাবন)  
 i. টাকা-পয়সার ii. অস্ত্রশস্ত্রের  
 iii. প্রশিক্ষণের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৩৭. পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দেয়- (অনুধাবন)  
 i. বাঙালিদের ঘরবাড়ি ii. পুলিশ লাইন কার্যালয়  
 iii. পাড়া ও গ্রাম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৩৮. বাঙালিরা দেশের ভেতরে আত্মগোপন করে ছিল- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে ii. রাজাকারদের ভয়ে  
 iii. পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৩৯. পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা এ দেশে বধ্যভূমি তৈরি করে- [রংপুর জিলা স্কুল]  
 i. চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ii. খুলনায়  
 iii. ঢাকার রায়েরবাজারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৪০. ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে শত্রুমুক্ত হয়- (অনুধাবন)  
 i. শেরপুর ii. হিলি iii. রংপুর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৪১. ৯ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় দেয়া হয়- (অনুধাবন)  
 i. পাকিস্তানি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ii. বিদেশি নাগরিকদের  
 iii. ঢাকার কূটনীতিকদের  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৪২. ৮ ও ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে মিত্র বাহিনীর দখলে আসে- (অনুধাবন)  
 i. কুমিল্লা ii. নোয়াখালী  
 iii. গাইবান্ধা  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
৩৪৩. বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন পাক-ভারত সম্পর্ক ছিল— (অনুধাবন)  
 i. বন্ধুভাবাপন্ন      ii. শত্রুভাবাপন্ন  
 iii. বিরোধপূর্ণ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      ● ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪৪ ও ৩৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় সামরিক অবস্থানের ওপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা অব্যাহত থাকলে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ শুরু করে।

৩৪৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সামরিক অবস্থানে হামলাকারী বাহিনী গঠিত হয়— (প্রয়োগ)

- i. মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে      ii. আলশামস বাহিনীর সমন্বয়ে  
 iii. মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৩৪৫. উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ভারতীয় সেনা সদস্য  
 ii. পাকিস্তানি সেনা সদস্য  
 iii. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-১১ : গণহত্যা ও যুদ্ধপরাধ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায় কত লোক? (জ্ঞান)  
 (ক) ৩০ হাজার      ● ৩০ লক্ষ      (গ) ৪০ লক্ষ      (ঘ) ৫০ লক্ষ
৩৪৭. পাকিস্তানি বাহিনী কবে থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ঢাকায়? (জ্ঞান)  
 (ক) ৩রা মার্চ      (খ) ২৪শে মার্চ      ● ২৫শে মার্চ      (ঘ) ২১শে নভেম্বর
৩৪৮. কত মাস ব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) ৪ মাস      (খ) ৫ মাস      (গ) ৬ মাস      ● ৯ মাস
৩৪৯. কত সংখ্যক লোক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়? (জ্ঞান)  
 ● প্রায় এক কোটি      (খ) প্রায় দুই কোটি  
 (গ) প্রায় তিন কোটি      (ঘ) প্রায় চার কোটি
৩৫০. রায়ের বাজার বধ্যভূমি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)  
 ● ঢাকায়      (খ) চট্টগ্রামে      (গ) খুলনায়      (ঘ) পটুয়াখালীতে
৩৫১. বধ্যভূমিকে কিসের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) পাকিস্তানের ক্যাম্প      ● গণহত্যা ও বর্বরতার  
 (গ) পুলিশ ও আনসার ক্যাম্প      (ঘ) সামরিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র
৩৫২. মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) যুবক      (খ) সৈনিক      (গ) কৃষক      ● নারী ও শিশু
৩৫৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় ১ কোটি শরণার্থী কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল? (জ্ঞান)  
 ● ভারতে      (খ) মিয়ানমারে      (গ) পাকিস্তানে      (ঘ) আফগানিস্তানে
৩৫৪. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী ছিলেন— (অনুধাবন)  
 (ক) ডা. মালিক মন্সির সভার সদস্য      ● শহীদ বুদ্ধিজীবী  
 (গ) সেক্টর কমান্ডার      (ঘ) প্রবাসী সরকারের সদস্য
৩৫৫. দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকবাহিনী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে? (জ্ঞান)  
 (ক) বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে      (খ) কলেজ বন্ধ করে  
 ● বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে      (ঘ) মেধাবীদের আটক করে
৩৫৬. পাক সেনাদের নারকীয় গণহত্যার প্রমাণ বহন করে— (অনুধাবন)

৩৫৭. গোলাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। নিচের কোনজন তাদের অন্তর্ভুক্ত?  
 (ক) ধীরেন দত্ত (খ) নরসিংদীর বেলাবো (গ) কুমিল্লার ময়নামতি (ঘ) চট্টগ্রামের পাহাড়তলী (ঙ) প্রয়োগ)  
 (ক) ধীরেন দত্ত (খ) ড. আনিস (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) মশিউর রহমান

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৮. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা – (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. এ সংগ্রাম বাংলাদেশকে মুক্ত করে  
 ii. এ সংগ্রাম বাঙালিকে পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে রক্ষা করে  
 iii. এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহিদ হন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঙ) i, ii ও iii
৩৫৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা প্রদর্শন করেছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. নিষ্ঠুরতা ii. অমানবিকতা iii. নির্মমতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঙ) i, ii ও iii
৩৬০. মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান— (অনুধাবন)  
 i. গোবিন্দচন্দ্র দেব ii. মুনীর চৌধুরী  
 iii. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঙ) i, ii ও iii
৩৬১. পাকিস্তানি বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন— (অনুধাবন)  
 i. শহীদুল্লাহ কায়সার ii. মুনীর চৌধুরী  
 iii. গোলাম আযম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৬২. পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের ধরন ছিল—(অনুধাবন)  
 i. আর্থিক জরিমানা ii. চোখ উপড়ে ফেলা  
 iii. আঙুলে সূঁচ ফুটানো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (ঙ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৬৩. রাসেল তার বাবার কাছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারের কথা জানতে পারে— (অনুধাবন)  
 i. বন্দিশালা ii. কারাগারের iii. বধ্যভূমির  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৬৪. পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়— (প্রয়োগ)  
 i. পুলিশ লাইন কার্যালয় ii. পাড়া ও গ্রাম  
 iii. বাঙালিদের ঘরবাড়ি ও দোকান পাট  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (ঙ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৬৫. শহীদ বুদ্ধিজীবী হলেন— (অনুধাবন)  
 i. ডা. আলিম চৌধুরী ii. গোলাম আজম  
 iii. গোবিন্দ চন্দ্র দেব  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৬৬. ২৫শে মার্চ মধ্যরাত পাকবাহিনী হামলা চালায় – (অনুধাবন)  
 i. ইপিআর দপ্তরে ii. আনসার ব্যারাকে  
 iii. যশোর সেনানিবাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      (ঘ) i, ii ও iii

৩৬৭. পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে বধ্যভূমি তৈরি করে—

(অনুধাবন)

i. সিলেটের শমসের নগরে

ii. খুলনার খালিশপুরে

iii. চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৮ ও ৩৬৯নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কাজল এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে ঢাকায় তার মামার বাসায় বেড়াতে আসে। একদিন তার মামা আসিফ তাকে নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিকে ঘুরতে যায়। মামা কাজলকে বলল, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনারা এখানে গণহত্যার তাৎবলীলা চালায়।

৩৬৮. অনুচ্ছেদে মামার উল্লিখিত তাৎবলীলা চালানোর কারণ ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

ii. বাংলার সব আন্দোলনকে নস্যাৎ করা

iii. বাংলাদেশকে স্বত্বাসমুক্ত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      (ঘ) i, ii ও iii

৩৬৯. উক্ত তাৎবলীলা সংঘটিত হয় কোন সময়ে? (প্রয়োগ)

● ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে

(খ) ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে

(গ) ১৬ই মার্চ ১৯৭১ সালে

(ঘ) ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে

### পাঠ-১২ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭০. কখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে? (জ্ঞান)

(ক) ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সাল

(খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সাল

(গ) ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল

● ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল

৩৭১. আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয় কোথায়?(জ্ঞান)

(ক) চন্দিমা উদ্যানে

● রেসকোর্স ময়দানে

(গ) ওসমানী উদ্যানে

(ঘ) রমনা পার্কে

৩৭২. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? (জ্ঞান)

(ক) মেজর জিয়াউর রহমান

(খ) জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী

(গ) খন্দকার মোশতাক

● গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার

৩৭৩. ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন কে? (জ্ঞান)

(ক) জেনারেল ইয়াহিয়া

● জেনারেল জ্যাকব

(গ) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান

(ঘ) খন্দকার মোশতাক

৩৭৪. যৌথবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কে? (জ্ঞান)

● লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

(খ) জেনারেল পারভেজ

(গ) লে. জেনারেল ইউসুফ আলী

(ঘ) লে. জেনারেল মুহিত

৩৭৫. কতজন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে? (জ্ঞান)

(ক) ৯০ হাজার ৫০০

(খ) ৯০ হাজার ৭৭৪

● ৯১ হাজার ৬৩৪

(ঘ) ৯৫ হাজার ৮৮০

৩৭৬. বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন কে? (জ্ঞান)

● স্যাম মানেকশ

(খ) মেজর জিয়াউর রহমান

(গ) জগজিৎ সিং অরোরা

(ঘ) জ্যাকব

৩৭৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কত মাস চলেছিল? (জ্ঞান)

(ক) ৭ মাস

(খ) ৮ মাস

● ৯ মাস (ঘ) ১০ মাস

৩৭৮. রিভলভারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন উজ্জিট কে করেছিলেন? (জ্ঞান)

(ক) রাও ফরমান আলী

(খ) খাদিম হোসেন রাজা

● সিদ্দিক সালিক

(ঘ) টিক্কা খান



৩৭৯. আত্মসমর্পণের পর পাক-সেনাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) বিমানবন্দরে (খ) সেনানিবাসে (গ) রাজার বাগে (ঘ) মিরপুরে
৩৮০. আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জে. নিয়াজী রিভলভার বের করেছেন কোথা থেকে? (অনুধাবন)  
 (ক) কোমরের বেল্ট থেকে (খ) পকেট থেকে  
 (গ) বুটের ভেতর থেকে (ঘ) ব্যাগ থেকে
৩৮১. কোন বাহিনী যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সব নিয়ম অনুসরণ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) যৌথবাহিনী (খ) বাংলাদেশ বাহিনী  
 (গ) ভারতীয় বাহিনী (ঘ) পাকিস্তানি বাহিনী
৩৮২. যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 (ক) নাগরা (খ) কে.এম শফিউদ্দিন  
 (গ) মীর শওকত (ঘ) জগজিৎ সিং অরোরা
৩৮৩. আত্মসমর্পণকারী পাক সেনাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে দ্রুত সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) আদর আপ্যায়নের জন্য (খ) হত্যা করার জন্য  
 (গ) রাষ্ট্রীয় পদক দেয়ার জন্য (ঘ) নিরাপত্তার স্বার্থে
৩৮৪. ১৯৭১ সালে কেন বাঙালি জাতি পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে? (অনুধাবন)  
 (ক) ক্ষমতা লাভের জন্য (খ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের জন্য  
 (গ) স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য (ঘ) দুর্নীতি দমনের জন্য
৩৮৫. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাঙালিদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) বীরত্ব ভাব (খ) বিরক্তভাব  
 (গ) লজ্জাভাব (ঘ) কাঁদোকাঁদো ভাব

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮৬. আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জে. নিয়াজী খুলে দেন— (অনুধাবন)  
 i. ইউনিফর্ম ii. ব্যাজ iii. বেল্ট  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৮৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—  
 i. মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় ii. বিশ্ব জনমতের সমর্থনে  
 iii. বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৮৮. পাকিস্তান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ হয় ১৬ই ডিসেম্বর। ওই দিন বিকাল পাঁচটায় একসঙ্গে ছিলেন— (প্রয়োগ)  
 i. লে. জেনারেল নিয়াজী  
 ii. লে. জগজিৎ সিং অরোরা  
 iii. এমএজি ওসমানী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৮৯. মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ে ii. আত্মসমর্পণে  
 iii. মৃত্যুতে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৯০. নিয়মিত বাহিনীর অধীনে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে সফল রূপ দিতে কাজ করেছিল—  
 i. জেড ফোর্স ii. এস ফোর্স iii. কে ফোর্স  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) ii (খ) iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯১ ও ৩৯২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পুরো '৭১ জুড়ে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধার একটি স্লোগানেই উজ্জীবিত হতেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের পর সেই স্লোগানেই মুখরিত হয় ঢাকার আকাশ। [বরগুনা জিলা স্কুল]

৩৯১. অনুচ্ছেদের স্লোগান কোনটি?

- ক জয় বঙ্গবন্ধু ● জয় বাংলা গ জয় অরোরা ঘ জয় ইন্দিরা

৩৯২. ১৬ই ডিসেম্বর উক্ত স্লোগানের প্রেক্ষাপটে যে দলিল ছিল তাতে স্বাক্ষর করেন—

- i. নিয়াজী ii. ইয়াহিয়া iii. অরোরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii



## এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৩৯৩. অসহযোগ আন্দোলন আরও বেগবান হয়— (প্রয়োগ)

- i. নিয়মিত মিছিল মিটিংয়ে ii. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে

iii. শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯৪. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে বলেন— (অনুধাবন)

- i. সংগ্রামের মাধ্যমে ii. ত্যাগের মাধ্যমে

iii. আলোচনার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯৫. ২৫শে মার্চের কালরাতে বাংলার বুকে ঘটেছিল — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বহু বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়

ii. পাক সেনাদের অতর্কিত হামলা হয়

iii. ঘর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯৬. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার ভান করে পর্যবেক্ষণ করেন— (প্রয়োগ)

i. বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি

ii. গণহত্যা অভিযানের প্রস্তুতি

iii. অপারেশন সার্চলাইটের কর্মসূচি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী বিশেষ কিছু মানুষের ওপর অত্যধিক নির্যাতন করে। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো— (অনুধাবন)

i. বাংলাদেশের হিন্দুরা

ii. বাংলাদেশের শান্তি কমিটির লোকেরা

iii. আওয়ামী লীগের কর্মীরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯৮. হেলিকপ্টার থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেমে জিপে করে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে যান— (অনুধাবন)

i. এ.কে. খন্দকার

ii. লে. জে. অরোরা

iii. মেজর জিয়াউর রহমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯৯ ও ৪০০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘ক’ রাষ্ট্রের প্রতি ‘খ’ রাষ্ট্রের শোষণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, ‘ক’ রাষ্ট্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়। এতে ‘ক’ রাষ্ট্রের এক নেতা নেতৃত্ব দেন দেশ স্বাধীন করতে পারে।

৩৯৯. ‘ক’ রাষ্ট্র বাংলাদেশ হলে আন্দোলনটি কিরূপ ছিল? (প্রয়োগ)

- অধিকার আদায়ের আন্দোলন খ অভিনব আন্দোলন

- গ আত্মস্বার্থের আন্দোলন ঘ নিঃস্বার্থ আন্দোলন

৪০০. অনুচ্ছেদ উল্লিখিত হয়েছে— (প্রয়োগ)

- i. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা  
iii. পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা  
নিচের কোনটি সঠিক?

ii. বঙ্গবন্ধুর কথা

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

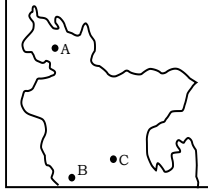


## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১▶** মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ স্থান চিহ্নিত করা হলো :



- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?  
খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়?  
গ. মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থানে মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরটি ছিল? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. 'B' চিহ্নিত স্থানই ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র-মতামত দাও।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।
- খ. পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। মূলত এটা ছিল গণহত্যা ও বাঙালি নিধনের অভিযান। বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করার অভিযান। এ অপারেশনে শুধু ঢাকাতে ৭ থেকে ৮ হাজার লোক নিহত হয়।
- গ. উদ্দীপকের মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থান মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টর ছিল।  
মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল। এটি ছিল সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গৃহীত ব্যাপক পরিকল্পনারই অংশ। এর মধ্যে ২নং সেক্টরে ছিল নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল-এ জেলা, হবিগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ। উদ্দীপকের মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থান তাই মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টরটি নির্দেশ করে।
- ঘ. উদ্দীপকের মানচিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরকে ইঙ্গিত করে। এ সেক্টরটি গঠিত হয় কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা নিয়ে।  
মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হলো ৮নং সেক্টর। এ সেক্টরটিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সেক্টরের প্রধান হিসেবে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত) এবং মেজর এম এ মঞ্জুর (শেষ পর্যন্ত) মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ অঞ্চলের সদর দফতর ছিল যশোরের বেনাপোলে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উপরন্তু এ সেক্টরের অধীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এই মুজিবনগর সরকারই দায়িত্ব পালন করে।  
এ বিচারে আমিও এ মত প্রকাশ করি যে ৮ নম্বর সেক্টরই মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

**প্রশ্ন -২▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমন তার বন্ধু রায়হানকে নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে তারা যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রত্যক্ষ করে। তারা আরও প্রত্যক্ষ করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপরে হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর, দোকানপাট লুণ্ঠন ও পোড়ানো এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতনের ছবি। জাদুঘরে এসব দৃশ্য দেখে তাদের শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু দলিল স্মারকের একটি দৃশ্যের ছবি দেখে তাদের মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে।

- ক. কোন তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?  
খ. যৌথ কমান্ড গঠন করা হয় কেন?  
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি কোন যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. জাদুঘরে রশ্মিত দলিল স্মারকের দৃশ্যের ছবি দেখে সুমন ও

রায়হান কেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ২৭ প্রশ্নের উত্তর

- ক. ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
- খ. মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা, পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাঙালি এবং বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য যৌথ কমান্ড গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর, দোকানপাট লুণ্ঠন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদে প্রাণ হারিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী বাঙালি। সুমন ও তার বন্ধু জাদুঘরে এরূপ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদই প্রত্যক্ষ করে। অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানি হায়েনারা ২৫শে মার্চ রাতেই শুধু ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার লোককে হত্যা করে। দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত পাকবাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় কাপুরুষের মতো নিরস্ত্র বাঙালি হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, লুণ্ঠন, নির্যাতন চালায়। জাদুঘর পরিদর্শনে সুমন ও রায়হান তা প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকের সুমন ও তার বন্ধু রায়হান জাদুঘর পরিদর্শনে গেলে তারা পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের নরপিশাচদের অত্যাচার এবং সর্বপ্রকার বৈষম্যের শিকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চূড়ান্তভাবে মুক্ত হয়। তাই জাদুঘরে রঞ্চিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি দেখে সুমন ও রায়হান বাঙালি হিসেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। জাদুঘরে রঞ্চিত দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্যের ছবি পাকবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। অত্যাচারী পাকিস্তানি হায়েনা গোষ্ঠীর অত্যাচার-নিপীড়নের অধ্যায় শেষ হয় বাঙালি গেরিলা বাহিনীর কাছে পরাজয়ের মাধ্যমে। এ পরাজয়ে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়। জাদুঘরে এই আত্মসমর্পণ দলিলের স্বাক্ষরিত দৃশ্যের ছবি বাঙালির বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে আনন্দে আত্মহারা হয় সুমন ও রায়হানের মতো সকল বাঙালি।



### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন -৩১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একটি সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধা সাদ্দিদা বেগম স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। তাঁর এইচসসি পড়ুয়া ছোট ভাই পলাশ এ দেশের মুক্তির জন্য নিজ জেলা বগুড়ায় জীবন উৎসর্গ করেছিল। সাদ্দিদা নিজেও পাশের একটি দেশে গিয়ে নিজেকে যুদ্ধ সৈনিক হিসেবে তৈরি করেছিল।

- ক. নোপথে পরিচালিত অভিযানটির নাম কী? ১
- খ. গণহত্যা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. পলাশ কোন বাহিনীর হয়ে এ দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩২ প্রশ্নের উত্তর

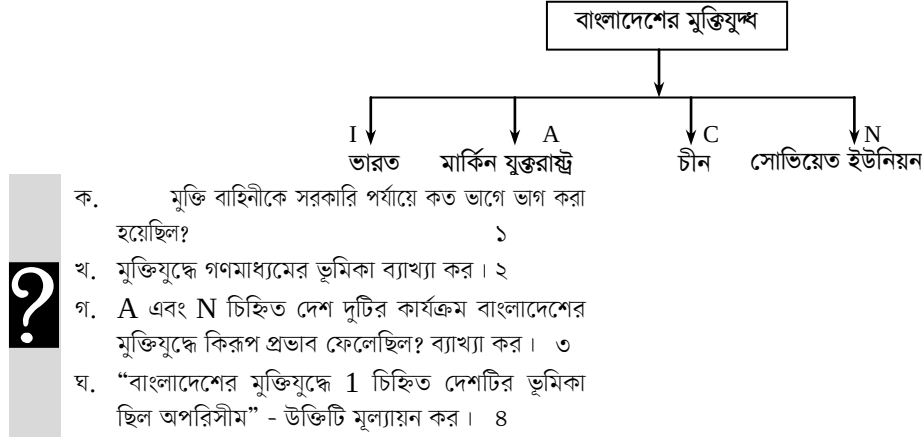
- ক. নোপথে পরিচালিত অভিযানটির নাম 'অপারেশন জ্যাকপট'।
- খ. গণহত্যা বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ বুঝায়। ১৯৭১-এ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯মাস জুড়ে পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। এছাড়া সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল তাদের বিশেষ টার্গেট। এ পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেকগুলো বধ্যভূমি তৈরি করেছে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নির্যাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হত্যা করত।
- গ. পলাশ অনিয়মিত বাহিনীর হয়ে এদেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এ বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রন্ডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। উদ্দীপকের সাদ্দিদা বেগমের এইচএসসি পড়ুয়া ছোট ভাই পলাশ এ অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য হয়ে যুদ্ধ করে জীবন উৎসর্গ করেছিল।
- ঘ. এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়।

উদ্দীপকের সাঙ্গদা নিজেও পাশের দেশ তথা ভারতে বাঙালি যুবকদের ন্যায় সশস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে এদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে। এভাবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় ‘শরণার্থী কর’ নাম নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ দেন।

সূত্রাং উপরিউক্ত পর্যালোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এদেশবাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

**প্রশ্ন -৪ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মুক্তি বাহিনীকে সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সাইমন ড্রিং, এন্টনি ম্যাসকারেনহাস, মার্ক টালি প্রমুখ বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। অন্যদিকে, শহিদ নিজামউদ্দিন, নাজমুল হক প্রভৃতি বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল।

গ. A এবং N চিহ্নিত দেশ দুটি যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব রাখলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম ছিল অনেকক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগনি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথ বাহিনী সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। এ বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেকোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়। এভাবে N দেশ তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ে দারুণ প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির কারণে A দেশটি বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায়নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভুঙ্গল করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন জনগণ, আইনসভার অনেক সদস্য, বিভিন্ন পেশাজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা নেয়। ফলে দেশটি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থানে যেতে পারেনি।

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে I চিহ্নিত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়।

এভাবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সৈন্যের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় ‘শরণার্থী কর’ নাম নতুন একটি কর আরোপ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জওয়ান প্রাণ দেন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকে 1 চিহ্নিত দেশ তথা ভারতের ভূমিকা অপরিসীম।

#### প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘ক’ গ্রামের দুই অংশের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে উক্ত গ্রামের উত্তর অংশের ঘুমন্ত মানুষদের উপর দক্ষিণ অংশের লাঠিয়াল বাহিনী হঠাৎ এক রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। কোনো কোনো জায়গায় আগুনও লাগিয়ে দেয়। এরপর হানাদার লাঠিয়ালরা নিরস্ত্র নারী- পুরুষদের প্রতিনিধিকে বন্দী করে তাদের দক্ষিণ অংশে নিয়ে যায়।

- ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? ১
- খ. যৌথ বাহিনী বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উক্ত ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।” - উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶৬ ওৎ প্রশ্নের উত্তর ▶৬

- ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।
- খ. সম্মিলিত প্রতিহতকরণ ও যুদ্ধে গতি আনার জন্যই যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যৌথ বাহিনী গঠনের ফলে যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালোরাত্রির অপারেশন সার্চ লাইটের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ টায় ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে গভীর রাতে আক্রমণ পরিচালিত হয়। ইকবাল হল (জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হল দুটোকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। শুধু ২৫ শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ‘ক’ গ্রামের উত্তর অংশের মানুষদের ওপর দক্ষিণ অংশের লাঠিয়াল বাহিনী হঠাৎ এক রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে নারী পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। যা ২৫ শে মার্চ কালো রাত্রিকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে লাঠিয়াল বাহিনী উত্তর অংশের প্রতিনিধি তুলে নিয়ে যায়, যা বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের ২৫ শে মার্চ কালো রাতের অপারেশন সার্চ লাইটের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ঘ. উক্ত ঘটনা তথা ২৫ শে মার্চ কালোরাত্রির চূড়ান্ত পরিণতি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অপারেশন সার্চ লাইট অনুযায়ী ২৫শে মার্চ দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এ ঘোষণায় তিনি বলেন, এটা হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তার এ ঘোষণার পর বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। দেশের প্রত্যেকটি জনগণ কোনো না কোনোভাবে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা বাহিনী পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যায়। অবশেষে ৩০ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোনের সন্ত্রাসের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ২৫ শে মার্চ কালো রাত্রির যে শুরু পাকিস্তানি বাহিনী করেছিল— বাঙালিরা সেটিকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটনায় চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

#### প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব সামাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধীনে চাকুরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পক্ষত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ছোটভাই কলেজে পড়া অবস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

?

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১  
 খ. যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়েছিল কেন? ২  
 গ. জনাব সামাদের ছোট ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ কোন পর্যায়ের বাহিনীতে পড়ে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “উক্ত বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল।” বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি. ওসমানী।  
 খ. পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথ-কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথ কমান্ড গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।  
 গ. জনাব সামাদের ছোট ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ অনিয়মিত বাহিনীতে পড়ে।  
 ছাত্র, যুবক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল ‘গণবাহিনী’ বা এফ.এফ. (ফিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো।  
 উদ্দীপকের জনাব সামাদের ছোট ভাই কলেজের ছাত্র ছিল এবং প্রশিক্ষণ শেষে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায় সে অনিয়মিত বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।  
 ঘ. উক্ত বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল।” উক্তিটি সঠিক। কারণ অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, নৌবাহিনীসহ মুজিববাহিনী ছিল। সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কাদেরিয়া বাহিনী আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, আকবর বাহিনী, লতি মীর্জা বাহিনী ও জিয়া বাহিনী, এছাড়াও ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা ‘ক্র্যাক প্লাটুন’ নামে পরিচিত। বরং এসব বাহিনী ছাড়াও রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ পেশাজীবী, গণমাধ্যম, সাংবাদিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে এবং বিভিন্ন বাহিনীগুলোকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রহাতে কোনো বাহিনীর অংশ না হয়েও এসব মানুষেরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাদের যার যার ক্ষেত্র থেকে জীবন বাজি রেখে অবদানের কারণেই আমরা মাত্র নয় মাসে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনি। সুতরাং অনিয়মিত বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে আরো অনেকের অবদান ছিল- উক্তিটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রতনপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় পশ্চিমাংশ থেকে। এরপর থেকে পশ্চিমাংশ পূর্বাংশের উপর নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। পূর্বাংশের লোকজনকে অধিকার বঞ্চিত করে। এমতাবস্থায় পূর্বাংশের এক সাহসী নেতা জনাব ‘ক’ এর আহ্বানে তারা পশ্চিমাংশ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

?

- ক. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কোন তারিখে গঠিত হয়? ১  
 খ. অপারেশন জ্যাকপট বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. জনাব ‘ক’ এর কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “উক্ত ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ- বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ৩ রা মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।  
 খ. ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নামে নৌপথে হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতো। এ অভিযানে একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডগণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং পাক হানাদার বাহিনীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল।  
 গ. উদ্দীপকের জনাব “ক” এর কার্যক্রম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে মনে করিয়ে দেয়।  
 বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তারপর ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তার সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত

দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।” এই ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উদ্দীপকে জনাব ‘ক’ এর কার্যক্রমে আমাদের তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা মনে পড়ে যায়।

ঘ. উক্ত ঘটনা তথা স্বাধীনতার ঘোষণার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ২৫ শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এ ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।” তাঁর এ ঘোষণার পর সমগ্র বাঙালি পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর এ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়মিত বাহিনী, গেরিলা বাহিনী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। বহির্বিপক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। প্রতিবেশি দেশ ভারত আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

তাই আমরা বলতে পারি উক্ত ঘটনা তথা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার চূড়ান্ত পরিণতি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ-উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

**প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ‘ক’ রাষ্ট্রটি এদেশের জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য “শরণার্থী কর” নামে একটি কর চালু করে। অন্যদিকে আমাদের বিজয় নিশ্চিতকরণে ‘খ’ রাষ্ট্রটি জাতিসংঘে তার ভেটো ক্ষমতাটি প্রয়োগ করে।

- ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১
- খ. ৭ই মার্চের ভাষণকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
- গ. ‘ক’ রাষ্ট্রের নাম উল্লেখপূর্বক মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করে ‘খ’ রাষ্ট্রের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল।

খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়। কারণ এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীন তার মস্তে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের পর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারদের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

গ. ‘ক’ রাষ্ট্রটি হলো ভারত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকার ‘শরণার্থী কর’ নামে একটি কর চালু করে। ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে। এছাড়া ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী, নেতা ও কর্মকর্তারা বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চার হাজার ভারতীয় অফিসার ও জোয়ান প্রাণ দেয়।

ঘ. আমি মনে করি, ‘খ’ রাষ্ট্র তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল যেন যৌথ বাহিনী সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায়। এই বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের ভেটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।



তৎকালীন বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তি। বিশ্ব রাজনীতিতে দেশটির ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অন্য আরেকটি পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র যখন আমাদের স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে ছিল। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাস্তা করার ব্যাপারে দেশটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমি মনে করি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে- কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

#### প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য বাতেন সাহেব তাঁর আট বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে স্টেডিয়ামে যান। তখন মাইকে বজ্রকণ্ঠে একটি ভাষণ চলছিল। যার কথাগুলো ছিল, “.. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম....।”

- ক. কত তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন? ১
- খ. মুজিবনগর সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ভাষণটি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামকও বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶◀ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।
- খ. মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে এ সরকার গঠিত হয় বলে একে মুজিবনগর সরকার নামে ডাকা হয়। দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয়। অস্থায়ীভাবে গঠিত হয় বলে একে আবার অস্থায়ী সরকারও বলা হয়।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষণটি হলো ৭ই মার্চের ভাষণ। উদ্দীপকে স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাজানো হচ্ছিল যেখানে তিনি ঘোষণা করেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”
- ৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। এদিন গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরাং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। অতঃপর ঐ জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির সনদ ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।
- ঘ. আমি মনে করি, উক্ত ভাষণটি তথা ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক।
- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকের এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। তাই অনেকেই মনে করেন, এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এ ভাষণের পর নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
- তাই আমরা বলতে পারি ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক— কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

#### প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প-১ : ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা এবং ২৫ শে মার্চ পুনরায় অধিবেশন আহ্বান।

দৃশ্যকল্প-২ : “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
- খ. প্রবাসী সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-২ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।”-বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসামানী।
- খ. প্রবাসী সরকার হচ্ছে মুজিবনগর সরকার।
- মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়।

গ. দৃশ্যকল্প-২ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। তিনি চূড়ান্ত ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি যুদ্ধ, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতার শেষ লাইনে “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন। উদ্দীপক দৃশ্যকল্প-২ -এ স্বাধীনতার এ ডাকই উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ -এ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ভুট্টোর চালে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ওইদিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাঙ্গিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ লাইনে বলেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

তাই এটি বলা খুবই যুক্তিযুক্ত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

**প্রশ্ন -১১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রাষ্ট্রপতি → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  
↓  
উপরাষ্ট্রপতি → সৈয়দ নজরুল ইসলাম  
↓  
প্রধানমন্ত্রী → তাজউদ্দিন আহমদ

- ক. কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? ১
- খ. ৭-ই মার্চের ভাষণের ১টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সরকারের কথা বলা হয়েছে? ৩  
ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উদ্দীপকের সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ২রা মার্চ, ১৯৭১ তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

খ. ৭ই মার্চের ভাষণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে। স্বাধীনতার কথা না থাকলেও বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন।

গ. উদ্দীপকে মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলে গঠিত মুজিবনগর সরকার বা বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে ৭ দিন পর অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল তারিখে। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। উদ্দীপকের ছকে এ তথ্যগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এ সরকারে অন্য তিনজন মন্ত্রী ছিলেন, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। মুজিবনগর সরকারের দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও এর অধীনে ছিল। অর্থাৎ উদ্দীপকের ছকে মুজিবনগর সরকারের কথাই বলা হয়েছে যা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উদ্দীপকের সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল মুখ্য। মুজিবনগর সরকার সৃষ্টি ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী। চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন কর্নেল (অব.) আব্দুর রবকে। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনী ও গড়ে তোলে। অনিয়মিত বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ এলাকায় প্রেরণ করে। এভাবে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সৃষ্টি ও সুচারুভাবে পরিচালনায় সমর্থ হয়। ফলে মাত্র নয় মাসে আমরা পাক হানাদারদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সক্ষম হই এবং বিজয় ছিনিয়ে আনি।

**প্রশ্ন -১২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

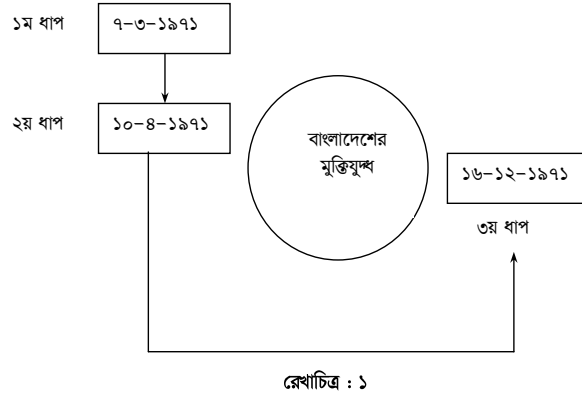
অষ্টম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে ইতিহাসের শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের একটি সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন ঐ সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এই সরকার গঠনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল।

- ক. কত তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল? ১
- খ. ‘মুক্তিফৌজ’ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি ইতিহাসের কোন সরকারকে ইংগিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ৩রা মার্চ, ১৯৭১-এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
- খ. মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম এফ বা মুক্তিফৌজ।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, মুজিবনগর সরকারকে ইঙ্গিত করছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী। উদ্দীপকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। উপরন্তু মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি মুজিবনগর সরকারকেই ইঙ্গিত করছে।
- ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি যথার্থ। মূলত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। এ সরকার গঠিত হওয়ার পর তারা বৈধ পন্থায় সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রসর হন। মুজিবনগর সরকার সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন কর্নেল এমএজি ওসমানী। এছাড়া ১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেকগুলো সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। সরকারি পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনী বা মুক্তিফৌজ এবং অনিয়মিত বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা। এই বাহিনীগুলো সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন ফোর্সের অধীন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যুদ্ধ করে মাত্র নয় মাসে বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই বলা যায় শিক্ষকের শেষোক্ত উক্তিটি যথার্থ অর্থাৎ, মুজিবনগর সরকার গঠনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছিল।

**প্রশ্ন -১৩▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. ক্র্যাক প-টুন কী? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে ‘অপারেশন জ্যাকপটের’ ভূমিকা লিখ। ২
- গ. রেখাচিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হলো ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের চূড়ান্ত ফলাফল।” তোমার মতামত দাও। ৪

▶◀ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত ছিল।
- খ. মুক্তিযুদ্ধে নৌপথে 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালিত হয়। নৌকমান্ডোগণ সাহসিকতার সাথে এ অপারেশন চালিয়ে শুধু একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।
- গ. রেখাচিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপটি হচ্ছে ৭ই মার্চের ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। এটি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। তিনি বলেন, “প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।” এ বক্তৃতায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ‘বাংলাদেশ’ শব্দ ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার কথা না বললেও বাঙালিকে তিনি যুদ্ধ, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন বক্তৃতার শেষ লাইনে, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন। চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল ১ম ধাপ। এ প্রেক্ষিতেই রেখা চিত্র-১ এ নির্দেশিত ১ম ধাপের গুরুত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত।
- ঘ. রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের দিন। প্রথম ধাপে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং দ্বিতীয় ধাপ স্বাধীন বা বাংলাদেশ সরকার গঠনের দিন। আমি মনে করি এ দুটি দিনের তাৎপর্যময় ঘটনার ফলাফল হচ্ছে রেখাচিত্রের ৩য় ধাপ বা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দেশ দেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রথম লগ্নে তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দেয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত সাফল্যজনক পরিণতিতে নিয়ে যেতে প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার। তাই রেখাচিত্র-১ এর ২য় ধাপ তথা মুজিবনগর সরকার গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এই ধাপটি অতিক্রম করার পর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত রূপ পায়, আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে এবং দ্রুত দেশ চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়। রেখাচিত্রের ৩য় ধাপ তথা ১৬-১২-১৯৭১ইং তারিখে অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। সুতরাং আমিও উল্লিখিত যুক্তির বিচারে একমত যে, “রেখাচিত্র-১ এর ৩য় ধাপ হলো ১ম ধাপ ও ২য় ধাপের চূড়ান্ত ফলাফল।”

**প্রশ্ন -১৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রাতুল : দাদু, তুমি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় যুদ্ধ করেছিলে?

দাদা : ভারত থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সোজা ঠাকুরগাঁয়ে। এছাড়া রংপুরেও যুদ্ধ করেছি।

রাতুল : গুনলাম তোমরা নাকি গেরিলা যুদ্ধ করেছ?

দাদু : হ্যাঁ দাদুভাই। আমরা ছাড়া আরও গেরিলা দল ছিল। এছাড়া নিয়মিত বাহিনীরাও যুদ্ধ করেছিলেন।

- ক. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান কে? ১
- খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে ঢাকায় কী ঘটেছিল? ২  
ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের রাতুলের দাদা কত নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর কেবলমাত্র উদ্দীপকে উলিখিত বাহিনীরাই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

▶◀ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতে ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যরা মিছিলরত বাঙালিদের ওপর, পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা ও হলগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করে। শুধু ঢাকায় ঐ রাতে ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়।
- গ. উদ্দীপকের রাতুলের দাদা ছয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে ছয় নম্বর সেক্টরে ছিল রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা। রাতুলের দাদা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে প্রথম ঠাকুরগাঁওয়ে যুদ্ধ করেছেন। পরে তিনি রংপুরেও যুদ্ধ করেছেন। ঠাকুরগাঁও এবং রংপুর উভয় জেলাই মুক্তিযুদ্ধে ছয় নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং রাতুলের দাদা মুক্তিযুদ্ধে ছয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন।
- ঘ. আমি মনে করি, উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল এমন অন্যান্য বাহিনী রয়েছে। যেমন : আঞ্চলিক বাহিনী। উদ্দীপকের রাতুলের দাদা গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন। অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী এফএফ অর্থাৎ ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা। উদ্দীপকে রাতুলের দাদা নিয়মিত বাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন, যা গঠিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে। কিন্তু এ দুই সরকারি বাহিনী ছাড়াও সেক্টর এলাকার

বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে কিছু বাহিনী গড়ে ওঠে। যেমন : কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার ব্যাটালিয়ন, বাতেন বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, আকবর বাহিনী, লতিফ মীর্জা বাহিনী, জিয়া বাহিনী, ক্র্যাক প্লাটুন। এসব আঞ্চলিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সুতরাং আমি মনে করি না, কেবলমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত বাহিনীরাই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

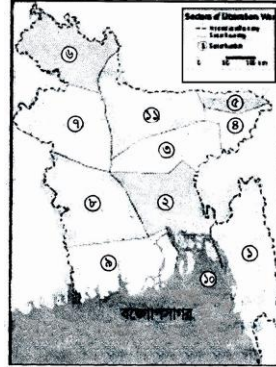
#### প্রশ্ন -১৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কাকন বিবি ১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জের উলুড়া সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তার ভাই রিপন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদে সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করেন।

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১  
খ. কোন ঘোষণাটিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. কাকন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন মানচিত্রে চিহ্নিত করে তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রিপন সরকারের মতো লোকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶◀ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।  
খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণের ঘোষণা সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।  
গ. কাকন বিবি ১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জের উলুড়া সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অর্থাৎ কাকন বিবি পাঁচ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধে পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়, তার মধ্যে পাঁচ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল- সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা। মানচিত্রে পাঁচ নম্বর সেক্টর চিহ্নিত করে দেখানো হলো :



- ঘ. মুক্তিযুদ্ধে রিপন সরকারের মতো প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। প্রবাসী এসব বাঙালিদের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ দ্রুত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও সাহায্য আদায় করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে। যেমন : উদ্দীপকে দেখা যায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত রিপন সরকার গণহত্যার প্রতিবাদে সভা সমাবেশের আয়োজন করেন। রিপন সরকারও এতে জড়িত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে ওঠে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে যুদ্ধেও অংশ নেয়। এভাবে রিপন সরকারের মতো প্রবাসী বাঙালিদের অবদানে মাত্র নয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।



#### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন -১৬▶ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



?

- ক. ১৬ই ডিসেম্বর কোন স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল? ১  
খ. মুক্তিযুদ্ধের হেমায়েত বাহিনীর বর্ণনা দাও। ২  
গ. চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে অংশের প্রতিচ্ছবি, তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. চিত্রের ঘটনাটির কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৬নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৬ই ডিসেম্বর জয় বাংলা স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল।
- খ. দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ১৯৭১-এর ২৯ মে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বাটরা বাজারে তার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ বাহিনী অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০৪৫ জন। পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এরা চরম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে।
- গ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানেরই একটি অংশের প্রতিচ্ছবি।
- ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হলেও এর আনুষ্ঠানিকতা ওই দিন দুপুর থেকেই শুরু হয়। মেজর জেনারেল অরোরা ও এ. কে. খন্দকার সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যান। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি রেসকোর্সে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধে আত্মসমর্পণের সকল নিয়ম পাকবাহিনী অনুসরণ করে। বিকেল ৫টায় রেসকোর্স ময়দানে খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে লে. জেনারেল নিয়াজি ও লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে পাকবাহিনী পরাজয় মেনে নেয়। আত্মসমর্পণের নিয়মানুযায়ী লে. জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার ও ইউনিফর্মের ব্যাজ খুলে লে. জেনারেল অরোরাকে দেন। এ সময় নিয়াজির জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিকের প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম— ‘রিভলবারের সাথে সাথে নিয়াজি পূর্ব পাকিস্তানও তুলে দিলেন।’ আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই শুরু হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।
- ঘ. চিত্রে মুক্তিযুদ্ধে যৌথ বাহিনী কমান্ডারের নিকট বিপর্যস্ত পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ দেখানো হয়েছে।
- পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব অনেক, মাঝখানে বিশাল রাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তান তিনদিকে শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয় রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ রকম বৈরী ভৌগোলিক অবস্থা তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নৈতিক মনোবল ও কায়িক শক্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে, হানাদার বাহিনী দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকায় নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে। বিদেশি রাষ্ট্র ও দাতারা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করে দেয়। সামরিক উপকরণ ও অর্থসংকট পাকবাহিনীর পরাজয়কে আরও ত্বরান্বিত করে। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই বাংলাদেশ ও ভারত বাহিনী মিলে যৌথ বাহিনী গড়ে তোলে, যৌথ বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে সফল হয়। যৌথ বাহিনীর হাতেই পাকবাহিনী পরাজিত হয়। সুতরাং আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, যৌথ বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধে সফলতা বাঙালির জয়ের কারণ এবং অবশেষে এ যৌথ বাহিনীর কাছেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আর চিত্রে আত্মসমর্পণের এ চিত্রই পতিফলিত।

#### প্রশ্ন -১৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জামি একটি প্রামাণ্য চিত্রে দেখল একটি শহরের ঘুমন্ত জনগোষ্ঠীর ওপর অন্য দেশের সেনাবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঢুকে তারা হত্যা করে অনেক ছাত্র ও শিক্ষককে। হঠাৎ আক্রমণে মারা যায় সাধারণ জনগণসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাজার হাজার মানুষ।

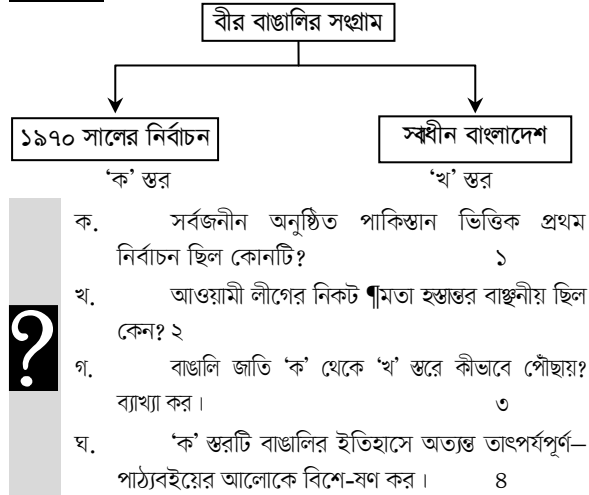
?

- ক. কতজন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল? ১  
খ. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাংলাদেশের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা— তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত? যুক্তিসহ

## ১৭নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ৯১, ৬৩৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।
- খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করে। এ ভাষণের পর মহান নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাংলাদেশের অপারেশন সার্চলাইটের গণহত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। পাকিস্তানি সেনারা ২৫ মার্চ রাতে হঠাৎ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করে। পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে অনেক বাঙালি সৈনিকদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ঢুকে তারা গুলি করে অনেক ঘুমন্ত ছাত্রকে হত্যা করে। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় ঢুকেও তারা ব্যাপক হত্যাজ্ঞা চালায়। মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হয়। শুধু ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। ঢাকার বাইরে সারাদেশে সেনানিবাস, ইপিআর, ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। উদ্দীপকের অনুরূপ ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।
- ঘ. উক্ত ঘটনা তথা অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আমি এ বক্তব্যটির সাথে একমত।
- অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫ মার্চ রাত দেড়টায় (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার এ ঘোষণা ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। একই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বেতারে প্রচারিত এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বীর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা -এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

প্রশ্ন -১৮▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



## ১৮নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সর্বজনীন অনুষ্ঠিত পাকিস্তানভিত্তিক প্রথম নির্বাচন।
- খ. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিসরে নিরঙ্কুশ জয়ী হয়। আর সে কারণেই আওয়ামী লীগের হাতে ঐমত হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকার গঠন বাঞ্ছনীয় ছিল।
- গ. বাঙালি জাতি দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ‘ক’ থেকে ‘খ’ স্তরে পৌঁছায়।
- ‘ক’ স্তরটি ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ‘খ’ স্তরটি স্বাধীন বাংলাদেশের। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের কাছে ঐমত হস্তান্তর করেনি। ফলে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে

পশ্চিম পাকিস্তানের হয়েনা বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সময় দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

সুতরাং বলা যায় জীবন বাজি রেখে বাঙালিরা চরম সংগ্রামের মাধ্যমে ‘খ’ স্তরে পৌঁছায় তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

ঘ. ‘ক’ স্তর তথা ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন বাঙালির ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের হাতে শ্রমতা দেয়নি। ফলে শুরু হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন। আর এতেই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়। গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। উদ্দীপকে ‘খ’ স্তরে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানিরা মুক্তির চেতনা লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতাক্রমে প্রমাণিত হন।

সর্বোপরি ইতিহাস সাক্ষী ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পথ ধরেই বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় আনতে সক্ষম হয়।

সুতরাং সুস্পষ্ট যে বাঙালির ইতিহাসে ‘ক’ স্তর তথা ‘৭০ সালের নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন -১৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ইমন তার ভাই জাহিদের কাছে বেড়াতে আসলে জাহিদ ইমনকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে আসে। কলাভবনের সামনে আসতেই ইমন দেখতে পেল জাতীয় পতাকা দিবসের অনুষ্ঠান চলছে। ইমন এ দিবস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের আলোচকের কণ্ঠে ইমন তখন শুনতে পায় পতাকা উত্তোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বর্ণনা।

- ক. বাংলাদেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে? ১
- খ. অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা কেমন ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের ইমনের শুনতে পাওয়া আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ ১৯৭১ সালের উত্তর ▶

ক. ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

খ. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অফিস-আদালতের কাজ অচল হয়ে পড়ে। দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

গ. উদ্দীপকের ইমন ‘৭১ সালের মার্চের উত্তোলন দিনগুলোর অসহযোগ আন্দোলনের বর্ণনা শুনতে পায়। ‘৭০-এর নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। উদ্দীপকে ইমন ও জাহিদ এ পতাকা দিবসের অনুষ্ঠানই শুনতে পায়।

ঘ. উক্ত অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ‘৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে প্রোথিত।

জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩রা মার্চের অনুষ্ঠিতব্য ঢাকার অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অধিবেশন বর্জনের আহ্বান জানান। জেনারেল ইয়াহিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এ নেতার কথায় ৩রা মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যেই ২রা মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উজ্জীন করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও রচিত হয়ে যায়। উদ্দীপকে এ পতাকা দিবসের ইঙ্গিত রয়েছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের পরিবর্তে ১০ই মার্চ এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানালে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রেক্ষাপটে তার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

**প্রশ্ন -২০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ .....বঙ্গবন্ধু।

- ক. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ কোথায় ভাষণ দেন? ১
- খ. আওয়ামী লীগ ৭ই মার্চের ভাষণের আয়োজন করে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ঘোষণা সংবলিত ভাষণের বৈশিষ্ট্য



২০নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে; বর্তমানে যা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত।
- খ. ৭ই মার্চের ভাষণের আয়োজন করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ। আন্দোলনের গতিধারা আরও বেশি জোরদার করার আহ্বান জানাতে এবং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ ও ঘোষণা করতে তারা এ ভাষণের আয়োজন করে।
- গ. উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এক গৌরবময় অধ্যায়। দীর্ঘ ২৪ বছরের অত্যাচার ও শোষণের অধ্যায় মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। এ ভাষণ স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।  
বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন তাই পরবর্তীকালে বাঙালির স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে জয় ছিনিয়ে আনে। সুতরাং সর্বোত্তমভাবে তাঁর উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘোষণাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যময়।
- ঘ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংবলিত। এ ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তান সরকারকে সর্বাঙ্গিক অসযোগিতা করার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে ২৫শে মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে চারটি পূর্বশর্ত ঘোষণা দিয়ে বলেন- সামরিক শাসন প্রত্যাহার, গণপ্রতিনিধিদের কাছে শ্রমতা হস্তান্তর। সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত এবং সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।  
কিন্তু এ দাবিগুলো মেনে না নেয়ায় বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে বাঙালির স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচিত হয়। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষিতে ভাষণটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রশ্ন -২১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘ক’ দেশের প্রশাসকগণ নির্বাচনে হেরে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা না দিয়ে প্রহসনের আলোচনায় বসেন। অবশেষে তারা আলোচনাকে ভুল্ল করে দিয়ে সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস চালান।

- ক. মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হয় কত দিনের? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ? ২
- গ. ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পাকিস্তানের কোন সামরিক আগ্রাসনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের অনুরূপ কালক্ষেপণের বৈঠক হয়েছিল একান্তরের মার্চে - যথার্থতা তুলে ধর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ১৯৭১ সালের মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ছিল ১৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৯ দিনের।
- খ. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম অপারেশন সার্চলাইট।
- গ. ‘ক’ দেশের সামরিক হস্তক্ষেপের সাথে পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন অপারেশন সার্চলাইট-এর মিল রয়েছে। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ ছিল মূলত পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যার অভিযানের নাম। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে এক নারকীয় গণহত্যা চালায়।  
উদ্দীপকেও তদ্রূপ নির্বাচনে পরাজিত ‘ক’ রাষ্ট্রের প্রশাসকদের সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস দেখা যায়। পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ তথা সমগ্র বাঙালি জাতিকে দমন করতে যে নিষ্ঠুর, অমানবিক সামরিক আগ্রাসন চালায় তার নাম দিয়েছিল তারা ‘অপারেশন সার্চলাইট’। সুতরাং বলা যায়, ‘ক’ দেশের প্রশাসকদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক আগ্রাসন ‘অপারেশন সার্চলাইট-এর মিল রয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকে ‘ক’ দেশের প্রশাসকগণ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে কালক্ষেপণ করে। অনুরূপ কালক্ষেপণ আমরা দেখতে পাই ‘৭০ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের নিকট তৎকালীন সামরিক জাঙ্গা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অচলাবস্থা। ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কতিপয় নেতৃবৃন্দসহ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেন। ১৬ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনা চলে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। জুলফিকার আলী ভুট্টো বৈঠকের শেষ পর্যায়ে যোগ দেন। মূলত আপাতদৃষ্টিতে তারা অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে আলোচনার ভাব দেখালেও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কালক্ষেপণ করা। আর এর সুযোগ নিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম গোপনে আনার কাজটি সম্পন্ন করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তারা বাঙালি নিধনে মেতে ওঠে, গণহত্যা চালায়। অর্থাৎ ‘ক’ দেশের মতোই ছিল পাকিস্তানিদের বৈঠক।

**প্রশ্ন -২২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ইমন সংবাদপত্রে দেখতে পেল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। ইমন তার বড় ভাই নাহিদের কাছে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের কথা জানতে চাইলে নাহিদ বলেন, এসব পাষাণরা এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

- ক. কাদেরকে মানবতাবিরোধী অপরাধী বলা হয়েছে? ১
- খ. মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝ? ২
- গ. নাহিদের বর্ণিত পাষাণরা কীভাবে এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইমনের সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া অপরাধীদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা উপস্থাপন কর। ৪

**▶▶ ২২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. রাজাকারদেরকে মানবতাবিরোধী অপরাধী বলা হয়েছে।
- খ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে যেসব শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তৎপরতা চালিয়েছে তারাই হলো মানবতাবিরোধী অপরাধী। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার কারণে তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। আর তাদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত বিচারালয় হলো মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার ট্রাইব্যুনাল।
- গ. নাহিদের বর্ণিত পাষাণরা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মানবতাবিরোধী তথা দেশবিরোধী অপশক্তি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের অখ্যাত রাষ্ট্র নামে এসব অপরাধীরা এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। উদ্দীপকে নাহিদ ইমনের কথার জবাবে তাই বর্ণনা করে বলে দেশবিরোধী এ অপশক্তি পাক হানাদারদের সঙ্গে মিশে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারাদেশে ব্যাপক অত্যাচার চালায়। তারা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে। তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেত। এককথায় বলা যায়, পাক হানাদারদের সহায়তায় তারা এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ছিল।
- ঘ. ইমন সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের মানবতাবিরোধী শক্তির বিচারের কথা জানতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। কিন্তু একটি শূদ্র অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদেরকে মানবতাবিরোধী শক্তিতে পরিণত করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের বিচার আজ সংবাদপত্রের গৌরবময় সংবাদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী শক্তির ভূমিকা ছিল হৃদয়বিদারক। মানবতাবিরোধী অপরাধীরা এদেশে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতন শুরু করেছিল, যা সারাদেশে ত্রাস সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের নিয়ে যেতে গঠন করে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট ‘ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি’। মানবতাবিরোধী অপরাধীরা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে তাদের তালিকা করে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। প্রায় চল্লিশ বছর পর তারা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সংবাদে উঠে এসেছে। তাদের বিচার বাংলার ইতিহাসের রক্তের ঋণ শোধ না করলেও কিছুটা প্রশান্তি দিবে।

**প্রশ্ন -২৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

হাবিব সাহেব মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রবাসে থেকেও বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এতে তার তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও দমে যাননি। ঐ দেশে বাংলাদেশ মিশনের কার্যক্রম ও হাবীব সাহেবের মতো প্রবাসীদের সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- ক. কোন দেশকে কেন্দ্র করে ইউরোপে প্রবাসী বাঙালিরা আন্দোলন করে? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কী ভূমিকা রাখেন? ২
- গ. মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের মিশন কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘হাবিব সাহেবের মতো প্রবাসীদের সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে’— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ২৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসী বাঙালিরা আন্দোলন করে।

- খ. বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে সমর্থন আদায় ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ৪৭টি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।
- গ. মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের মিশন বিভিন্নভাবে অবদান রাখে।  
কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন সহজ কাজ ছিল না। সে কারণে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।  
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। কলকাতাতেই বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়। এছাড়াও ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। উদ্দীপকেও তাই দেখা যায় যে, হাবিব সাহেব প্রবাসে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। তিনি এরূপ কোনো এক দেশেই অবস্থান করে বিভিন্নভাবে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এ মিশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিশনগুলোর জন্যই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থনসহ অন্যান্য সহযোগিতা জোরদার হয়।
- ঘ. ১৯৭১-এ হাবিব সাহেবের মতো প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলন জোরদার হয়।  
উদ্দীপকের হাবিব সাহেবের মতো বহির্বিশ্বে বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরাও তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশি সমর্থন আদায় ও অর্থ সংগ্রহ করে।  
কেউ কেউ ভারতে গিয়েও যুদ্ধে অংশ নেয়। দেশের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায় ও জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেকে আগ্রাণ চেষ্টা চালায়। তাদের এ অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

**প্রশ্ন -২৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বাংলাদেশ ও ভারত নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দুই দেশের সহযোগিতা বিদ্যমান। দুটি দেশই বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবেও দেশ দুটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যদিও একান্তরে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত।

- ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল কোন দেশ?  
১
- খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল?  
২
- গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকে উল্লিখিত  
অপর রাষ্ট্রটি কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক  
সংস্থার ভূমিকা পর্যালোচনা কর। ৪

**▶ ২৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶**

- ক. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)।
- খ. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল ভারতবিরোধী। এজন্য ভারত বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতই বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতি অবলম্বন করায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ও তার নিকট প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে ভারত। এদেশের বিভিন্ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারত সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। উদ্দীপকে যা বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের জন্মকালীন ভারত নানাভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে।  
গণহত্যার নিন্দা, শরণার্থীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা, বিশ্ব জনমত গঠন ছাড়াও ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসামরিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ওপর এ সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের ব্যয়ভার বহনের জন্য ভারত সরকার শরণার্থী কর আরোপ করে। এভাবে উল্লিখিত অপর রাষ্ট্র তথা ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাঙ্গিক সহায়তা করে।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হচ্ছে জাতিসংঘ। পৃথিবী থেকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা দূর করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব মানবাধিকার এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে একান্তরে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। অনিয়মতাত্ত্বিক ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মতামত কুশিগত রেখে বাঙালি জনগণের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পাকিস্তান কর্তৃক নির্বিচার গণহত্যা চালিয়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ সেদিন প্রতিবাদ বা ধিকার জানায়নি।  
তবে বিশ্বায়ের ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে জাতিসংঘে বক্তৃতা দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলেও যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের সংকটকালে যুদ্ধ বন্ধের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদত্ত

ভেটোর ফলে এ প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। সুতরাং বিশ্বমানবতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহী জাতিসংঘ বাংলাদেশের নির্যাতিত অধিকারহারা জনগণের বিপক্ষে দুঃখজনক ভূমিকা পালন করেছিল- একথা বলা ভুল হবে না।

**প্রশ্ন -২৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মলি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' নামক একটি বই পড়ছিল। সেখানে লেখা ছিল সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথ কমান্ড গঠন করে।

- ক. যৌথ কমান্ড কত তারিখে গঠিত হয়? ১  
খ. যৌথ কমান্ড কেন গঠন করা হয়? ২  
গ. উদ্দীপকের যৌথ কমান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত যৌথ কমান্ডের ফলে গঠিত বাহিনীর শেষ যুদ্ধ আলোচনা কর। ৪

**▶▶ ২৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. যৌথ কমান্ড গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর।

খ. ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড গঠিত হয়।

পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে কার্যকর সহায়তা দিতে। পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য।

গ. মলি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের' ইতিহাস নামক বইয়ে ভারত ও বাংলাদেশের সরকারের যৌথ কমান্ড সম্পর্কে জানতে পারে। এ যৌথ কমান্ড গঠনের ফলে যৌথ বাহিনীর আক্রমণে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী বিভিন্ন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালায়। আর তখনই শুরু হয় পাক-ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ। যৌথ কমান্ড একই সময় বাংলাদেশের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। এবং পাক হানাদারদের ব্যাপকভাবে দমন করে।

এরপর যৌথবাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হলে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই যৌথ কমান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সাফল্যজনক প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের শেষের অংশে যৌথবাহিনী যে যুদ্ধ চালায় তা হলো ১২ই ডিসেম্বরের যুদ্ধ। সেদিন ঢাকায় বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের ওপর যৌথবাহিনী বিমান হামলা চালায়। যৌথবাহিনী তখন চারদিক থেকে ঢাকার অভিমুখে রওনা হলে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যত্র অনেক বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ওই দিনই পাকবাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

এ সময় ঢাকা শহরের চারদিকে যৌথবাহিনী ঘেরাও করে রাখে এবং সর্বোপরি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়। অর্থাৎ যৌথ বাহিনীর শেষ যুদ্ধই ছিল মুক্তিযুদ্ধের শেষ ধাপ।

**প্রশ্ন - ২৬▶ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**



- ক. দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী কয় মাস নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে? ১  
খ. পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান শিকার কারা ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে দিকটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. পাক হানাদাররা বাঙালিদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে— চিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

- ক. দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
- খ. পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান শিকার ছিল এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকরা মনে করত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রধান বাধা। এজন্য তারা হিন্দুদের ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
- গ. উদ্দীপকের চিত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী যে নিষ্ঠুর ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চালায় তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ঢাকা শহর গণহত্যার শিকার হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ইপিআর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ২৫-২৬শে মার্চ রাতে ৭ থেকে ৮ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকার মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, মিরপুর, রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হাজার হাজার লোককে এনে হত্যা করা হয়। গণহত্যার শিকার এ বাঙালিদের গণকবর দেওয়া হয়। উদ্দীপকে তেমনি একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনী যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়—উদ্দীপকে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে।
- ঘ. দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। চিত্রে তা ফুটে উঠেছে। তাদের নির্যাতনের ধরন ছিল খুবই ভয়াবহ। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে পরে তাদের হত্যা করত। হাত পা বেঁধে, গুলি করে, নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে তিন ভিন্ন লাশ খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ খেঁতলে দেয়া, বেয়নেট ও ধারাল অস্ত্র দ্বারা হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা, আঙুলে সূঁচ ফোটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেয়া ছিল অত্যাচারের অন্যান্য নিষ্ঠুর ধরন। বন্দিশালা ও বধ্যভূমি থেকে বেঁচে আসা অনেকের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ আরও ভয়াবহ, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, পাকহানাদাররা বাঙালিদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে।



### সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-২৭** সাহারা চম শ্রেণির ছাত্রী। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার একটি ছবিতে গণহত্যার অমানবিক দৃশ্য ফুটে ওঠে ও আরেকটি ছবিতে দেখা যায় একজন চশমা পরা, কোট পরা এক লোক একটি আঙুল উঁচু করে ভাষণ দিচ্ছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এ ভাষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার এ ভাষণে উপস্থিত জনতা উত্তেজনা ফেটে পড়ছে।

- ক. স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় কত তারিখে? ১
- খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝ? ২
- গ. সাহারার আঁকা প্রথম ছবিটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সাহারার আঁকা দ্বিতীয় ছবিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-২৮** মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন। মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।

- ক. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শাস্তি কমিটি গঠিত হয় কবে? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে কাদের উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পাকিস্তান বাহিনীর সাথে উক্ত বিপক্ষ শক্তির সম্পর্ক মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন-২৯** সানজারের দাদুবাড়ি মেহেরপুরে। এবার গরমের ছুটিতে সানজার দাদুবাড়ি বেড়াতে যায়। ছোট চাচার সঙ্গে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে একটি আমবাগানের মধ্যে এসে চাচা বললেন, এটি বৈদ্যনাথতলা গ্রাম।

- ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে কখন? ১
- খ. ব্রিগেড ফোর্স বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের স্থানটির এদেশের ইতিহাসে গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সানজারের দাদার বাড়ির এলাকাটিকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**প্রশ্ন-৩০** ▶ ইতি তার ফুফু বীথির সাথে রায়ের বাজারে একটি বধ্যভূমি পরিদর্শনে যায়। ইতি জানতে পারে, দেশে এরকম আরও অনেক বধ্যভূমি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা এসব বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল। পরাজয় বুঝতে পেরে পাকিস্তানিরা এরকম ঘটনা গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিল।

ক. কত তারিখে নিয়াজী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন? ১

খ. পাকিস্তানিরা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল কেন? ২

গ. ইতি ও বীথি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বুদ্ধিজীবীদের কোন ভূমিকাকে স্মরণ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইতির পরিদর্শনকৃত বধ্যভূমি নির্মমতার নিদর্শন বহন করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-৩১** ▶ ১৯৭১ এর মার্চ মাসের প্রতিটি দিন ছিল অগ্নিবরা। সে ইতিহাস পড়ে মিনু এখনও উদ্দীপ্ত হয়। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ধরা পড়ে তাতে সে দেশপ্রেমের অনুরণন অনুভব করে।

ক. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৭১ সালের কত তারিখে? ১

খ. ‘অসহযোগ আন্দোলন’ কী? ২

গ. অগ্নিবরা দিনগুলোতে ছাত্রদের ভূমিকা কিরূপ ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিনুর অনুভূতিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার যে পরিচয় তুমি খুঁজে পাও তা বিশ্লেষণ কর। ৪



## অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-৩২** ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

**দৃশ্যকল্প-১** : ১৭৬৫ সালে ভিনদেশী একটি বাণিজ্যিক কোম্পানির ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে, তারা একসময় সমগ্র দেশটাই দখল করে নেয়। ক্ষমতা লাভ করে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নতিও করেছিল।

**দৃশ্যকল্প-২** : ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা এবং ২৫শে মার্চ পুনরায় অধিবেশন আহ্বান করেও তা ভুল হলে দেশ যুদ্ধের দিকে যেতে থাকে। [১ম ও ২য় অধ্যায়]

ক. কাদের হাতে বাংলার পতন হয়? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কিরূপ ভূমিকা ছিল? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর? ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বর্ণনা দাও। ৪

▶▶ ৩২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন হয়।

খ. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কারণে অসহযোগ আন্দোলন বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ইংরেজদের ‘দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া’ কোম্পানির বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। প্রশাসনেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়, সামরিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে থাকে। এভাবেই নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কোম্পানির শাসকরা ক্ষমতাবান হন এবং এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করেন। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব ‘ক’ একটি ভিনদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন। তারই ধূর্ততায় ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতার কারণে স্থানীয় শাসকরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা এক সময় সমগ্র দেশটাই দখল করে নেয়।

ঘ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ভুট্টোর চালে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ওইদিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ লাইনে বলেন “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ১১৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয় লাভ করে?

উত্তর : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন ২ মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কবে উত্তোলন করা হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ সকাল ১১টায় প্রথম মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন ৩ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব নাম কী?

উত্তর : বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান।

প্রশ্ন ৪ ইয়াহিয়া খান কবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে?

উত্তর : ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ৫ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

উত্তর : পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

প্রশ্ন ৬ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেন কোথায়?

উত্তর : বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দেন।

প্রশ্ন ৭ অপারেশন সার্চলাইট কবে হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ৮ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কবে?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় বা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন ৯ ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?

উত্তর : মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

প্রশ্ন ১০ ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্ব কাকে দেয়া হয়?

উত্তর : ঢাকার বাইরে গণহত্যার দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে।

প্রশ্ন ১১ অপারেশন সার্চ লাইট-সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন কে?

উত্তর : অপারেশন সার্চলাইট সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান।

প্রশ্ন ১২ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম কে বেতারে প্রচার করেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম বেতারে প্রচার করেন চট্টগ্রাম জেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান।

প্রশ্ন ১৩ কত তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন?

উত্তর : ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

প্রশ্ন ১৪ মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?

উত্তর : অধ্যাপক ইউসুফ আলী মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান।

প্রশ্ন ১৫ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কবে?

উত্তর : মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল।

প্রশ্ন ১৬ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : কর্নেল এম এজি ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন ১৭ মুক্তিযুদ্ধের চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন?

উত্তর : কর্নেল (অব.) আবদুর রব মুক্তিযুদ্ধের চিফ অব স্টাফ ছিলেন।

প্রশ্ন ১৮ কোন সেক্টরে নির্দিষ্ট কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না?

উত্তর : ১০ নম্বর সেক্টরে নির্দিষ্ট কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিল না।

প্রশ্ন ১৯ মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

উত্তর : মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে ২ ভাগে বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন ২০ মুক্তিযুদ্ধের সময় কে ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ কে ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ২১ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকার কোথায় দুটি মিশন স্থাপন করে?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় দুটি মিশন স্থাপন করে।

প্রশ্ন ২২ বিশ্বের কোন ক্ষমতামালী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল?

উত্তর : বিশ্বের ক্ষমতামালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল।

প্রশ্ন ২৩ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে কোন দেশ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ২৪ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে কোন দেশ?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন ২৫ ॥ জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

উত্তর : জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন।

প্রশ্ন ২৬ ॥ কত তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

উত্তর : ১৯৭১ এর ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন ২৭ ॥ মিত্র বাহিনী কী?

উত্তর : যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্র বাহিনী বলা হতো।

প্রশ্ন ২৮ ॥ মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর : জেনারেল শ্যাম মনেকশ মুক্তিযুদ্ধের যৌথবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ২৯ ॥ চট্টগ্রামে কতটি বধ্যভূমি ছিল?

উত্তর : চট্টগ্রাম শহরে ২০টি বধ্যভূমি ছিল।

প্রশ্ন ৩০ ॥ কত লাখের অধিক নারী পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়?

উত্তর : প্রায় ২ লাখের অধিক নারী পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রশ্ন ৩১ ॥ কোথায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

প্রশ্ন ৩২ ॥ যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার কে ছিলেন?

উত্তর : মেজর জেনারেল নাগরা যৌথবাহিনীর বিভাগীয় কমান্ডার ছিলেন।

প্রশ্ন ৩৩ ॥ ১৬ই ডিসেম্বর কোন স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর জয় বাংলা স্লোগানে ঢাকা মুখরিত ছিল।

প্রশ্ন ৩৪ ॥ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব কত ছিল?

উত্তর : পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০০০ মাইল।

প্রশ্ন ৩৫ ॥ কতজন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল?

উত্তর : ৯১,৬৩৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

প্রশ্ন ৩৬ ॥ ১৬ই ডিসেম্বর কয়টার সময় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর ৫টার সময় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

প্রশ্ন ৩৭ ॥ কারা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করে দেয়?

উত্তর : বিদেশি রাষ্ট্র ও দাতারা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করে দেয়।

## ■ অনুধাবনমূলক

//

প্রশ্ন ১ ॥ অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কিরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর : ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কারণে অসহযোগ আন্দোলন বেগবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

প্রশ্ন ২ ॥ স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শীর্ষ নেতারা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়। তারা ভেবেছিল গণহত্যার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করলেই বাঙালিকে দমন করা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার পর বাঙালিকে দমিয়ে রাখা যায়নি। সমগ্র জাতি তখন স্বাধীনতার মন্ত্রে দারুণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩ ॥ মুজিবনগর সরকার গঠনের তৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : ১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিচালনার ভার গ্রহণ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এ সরকার গঠনের তাৎপর্য নিহিত।

প্রশ্ন ৪ ॥ মুক্তিযুদ্ধের হেমায়েত বাহিনীর বর্ণনা দাও।

উত্তর : দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ১৯৭১-এর ২৯ মে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার বাটরা বাজারে তার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ বাহিনী অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০৪৫ জন। পাকবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এরা চরম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ৫ ॥ কাদেরিয়া বাহিনীর পরিচয় দাও?

উত্তর : টাঙ্গাইল অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকী এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তোলেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে এ বাহিনী তাদের নিজস্ব নিয়মে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ বাহিনী প্রায় তিনশ'র বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সহস্রাধিক পাকসেনা হত্যা করে।

প্রশ্ন ৬ ॥ মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' এর কিরূপ ভূমিকা ছিল?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' দ্বারা নৌপথে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হতো। এ অভিযানে ১ দিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা ও নৌ কমান্ডারগণ সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাক হানাদার বাহিনীর বৃকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন ৭ ॥ ডা. মালিক মস্ত্রিসভা কখন এবং কেন গঠিত হয়েছিল?



উত্তর : ডা. মালিক মস্তিসভা ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার বহির্বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আব্দুল মোস্তালিब মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। আর তার নেতৃত্বেই ১০ সদস্যবিশিষ্ট ডা. মালিক মস্তিসভা গঠিত হয়।

প্রশ্ন ৮ ॥ মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিপ্লবে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্থাপিত মিশন সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই মুজিবনগর সরকার দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন করে। এসব

মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ৯ ॥ পাকবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে কেন?

উত্তর : ভারতে অবস্থানকারী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অবদান রাখেন। দেশে অবস্থানকারী অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার লোকের সাথে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এ বুদ্ধিজীবীরা দেশের সম্পদ। কেননা, বুদ্ধিজীবীরাই দেশকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যে কারণে পাকবাহিনী বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। এছাড়া বাঙালিদের মেধাশূন্য করতে তারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

প্রশ্ন ১০ ॥ বধ্যভূমি কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পাক হানাদার বাহিনী নয় মাসব্যাপী নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ এ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। এ পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকুসেনারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক লোককে জড়ো করে হত্যা করে এক সঙ্গে ফেলে রাখত। এ ধরনের মানবনিধন অভিযানের স্থানকেই বলা হয় বধ্যভূমি। বড় বড় কয়েকটি বধ্যভূমি হলো— ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, সিলেটের শমশের নগর ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১১ ॥ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর অত্যাচারের ধরন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পাক সেনারা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করার পর আটককৃতদের হত্যা করত। হাত, পা বেঁধে গুলি করে, চোখ উপড়ে জলাশয়, নদীতে ও গর্তে মেরে ফেলে দিত। এছাড়া অঙ্গচ্ছেদ করা, গুলি করা, চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ খেঁতলে মেরে ফেলা অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা হতো। এমনকি আঙুলে সূঁচ ফোটানো, নখ উপড়ে ফেলা ছাড়াও শরীরের চামড়া কেটে লবণ দিয়ে তারা অমানসিক অত্যাচার করত।

প্রশ্ন ১২ ॥ জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে কোন কোন দেশের বাঙালি কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

উত্তর : জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ১৩ ॥ ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর শপথ গ্রহণ ঘটনা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের পর থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আওয়ামী লীগ বারবার জোর দাবি জানায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান তাতে সাড়া না দিলে ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ১৪ ॥ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সফল পরিণতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। ৩ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক সরকারের অনীহা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ। অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে মুক্তিসংগ্রামের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। আন্দোলনের সাফল্যজনক পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ১৫ ॥ বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে নির্বাচিত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। বাঙালিকে তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।” এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়া যায়। বক্তৃতার শেষ লাইনে- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঘোষণা দিয়ে স্পষ্টভাবে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

প্রশ্ন ১৬ ॥ বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের সর্বস্তরের পেশাজীবী মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করে। এ ভাষণের পর মহান নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী এক্যবদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। তাই ৭ই মার্চের ঘোষণাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ।

১. কোনটি *Mollusca* পর্বের প্রাণী?

(ক) কাঁকড়া (খ) জেঁক (গ) তারামাছ (ঘ) ঝিনুক

২. স্কাইফা ও হাইড্রা উভয়ই –

i. দ্বিস্তরী ii. বহুকোষী iii. সুগঠিত তন্তুবিশীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) *i* ও *ii*      খ) *i* ও *iii*      ● *ii* ও *iii*      ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

নিচের ছকটি লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| <i>m</i> | প্রাণীর ডানা এবং হিমোসিল নামক দেহগহ্বর থাকে  |
| <i>n</i> | প্রাণীর পালক এবং ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে |
| <i>o</i> | প্রাণী ডিম পাড়ে এবং শীতল রক্তবিশিষ্ট        |
| <i>p</i> | প্রাণীর আইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে             |

৩. ছকের কোন প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী?

- *m*      খ) *n*      গ) *o*      ঘ) *p*

৪. উড়তে পারে-

- i*. *m* ও *n* প্রাণী      *ii*. *n* ও *o* প্রাণী

- iii*. *m* ও *p* প্রাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

- *i*      খ) *i* ও *ii*      গ) *ii* ও *iii*      ঘ) *i*, *ii* ও *iii*

## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. প্রাচীনকালে বাংলার কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?

- ক) কার্পাস      খ) পত্রোর্ণ      গ) ফৌম      ● দুকূল

২. সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি তুরানি প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?

- ক) সাহিত্যকর্মে      ● স্থাপত্যশিল্পে  
গ) উচ্চাঙ্গ সংগীতে      ঘ) তাঁতশিল্পে

৩. কীর্তনগান রচনায় মুসলমান কবিগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা সুলতানি আমলে-

- i*. হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ  
*ii*. শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব ছিল ব্যাপক  
*iii*. এটিই বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) *i*      খ) *ii*      ● *i* ও *ii*      ঘ) *i* ও *iii*

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনু মাঝি নৌকা বাইছে। নতুন ধানে ভরা তার নৌকা। মনের সুখে গলা ছেড়ে গাইছে বাংলার চির পরিচিত একটি গান।

‘মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

আমি আর বাইতে পারলাম না।’

[ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]

৪. মনু মাঝি কোন ধরনের গান গাইছেন?

- মুর্শিদি      খ) বারমাস্যা  
গ) ভাওয়াইয়া      ঘ) বাউল

৫. মনু মাঝির গানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রকাশ পেয়েছে?

- আধ্যাত্মিক সাধনা      খ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য  
গ) নৈসর্গিক অবস্থা      ঘ) সাহিত্য শিল্পের চর্চা

## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেবদেবী ও ঈশ্বরের মূর্তি বানানোর জন্য এটেলমাটির সাথে আর কী ব্যবহার করত?

- ক) সাদা পাথর      খ) ইট  
গ) বাঁশ      ● কালো কাষ্ট পাথর

৭. বাংলার প্রথম সাহিত্য কনার নাম কী?

- ক) মহাভারত      খ) চন্দ্রদাস

- চর্যাপদ (ঘ) সীতার বনবাস
৮. মুর্শিদি, পালাগান, গাভীরা ইত্যাদি কী ধরনের গান?  
(ক) উচ্চাঙ্গসংগীত (খ) আধুনিক গান  
● আঞ্চলিক লোকগান (ঘ) রবীন্দ্রসংগীত
৯. প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল?  
(ক) এক হাজার বছর ● দেড় হাজার বছর  
(গ) দুই হাজার বছর (ঘ) তিন হাজার বছর
১০. কোন আমলে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে?  
(ক) পাল (খ) সেন (গ) মোঘল ● সুলতানি
১১. কাজী নজরুল ইসলাম কত হাজার গান লিখেছেন?  
(ক) প্রায় তিন হাজার (খ) প্রায় চার হাজার  
(গ) প্রায় পাঁচ হাজার ● প্রায় ছয় হাজার
১২. ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটারা কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন?  
(ক) মোঘল ● সুলতানি (গ) ব্রিটিশ (ঘ) পাকিস্তানি
১৩. কাকে চিত্রকলার পথিকৃৎ বলা হয়?  
(ক) কামরুল হাসান ● জয়নুল আবেদিন  
(গ) এস, এম সুলতান (ঘ) সফিউদ্দিন আহমেদ
১৪. লোকগানে আবদুল আলীম কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?  
(ক) সম্রাট (খ) রাজা ● যুবরাজ (ঘ) ওস্তাদ
১৫. দেশীয় দেবদেবীকে নিয় রচিত কাব্যকাহিনী কী নামে পরিচিত?  
● মঙ্গলকাব্য (খ) রোমান্টিক কাব্য  
(গ) গদ্যকাব্য (ঘ) ছন্দকাব্য
১৬. দিনাজপুর কান্তজি মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে—  
● সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি (খ) অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি  
(গ) সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি (ঘ) যুদ্ধের কলাকৌশলের প্রতিচ্ছবি
১৭. সুলতানি আমলে বাংলার কোন ক্ষেত্রে ইরানি সংস্কৃতির প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়?  
(ক) সাহিত্য কর্মে ● স্থাপত্য শিল্পে  
(গ) তাঁত শিল্পে (ঘ) উচ্চাঙ্গ সংগীতে
১৮. প্রাচীনকালে বাংলায় কোন কাপড়ের বেশ সুনাম ছিল?  
(ক) কার্পাস ● দুকুল (গ) ফৌম (ঘ) পত্রোর্ণ
১৯. পুঁথিশিল্প সমৃদ্ধ ছিল কোন যুগে?  
(ক) সেন (খ) পাল (গ) মোঘল ● সুলতানি
২০. নকশি কাঁথা শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন কারা?  
(ক) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ● দরিদ্র নারীরা  
(গ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা (ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান
২১. রাইসা শিলা সফরে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার হতে ঘুরে এসেছে। রাইসা বাংলাদেশের শিল্পকলার কোন শাখার সাথে পরিচিত হয়েছে?  
(ক) চিত্রশিল্প (খ) লোকশিল্প ● দৃশ্যশিল্প (ঘ) সাহিত্যশিল্প
২২. খাসা, এলাচি, মলমল, সুসিজ এগুলো কিসের নাম?  
(ক) মসলার নাম ● কাপড়ের নাম  
(গ) মজাদার খাবারের নাম (ঘ) তাঁত শিল্পের নাম
২৩. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন কে?  
● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪. বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তা কে?  
(ক) বিদ্যাসাগর (খ) কাহ্ন পা ● গুণান দাস (ঘ) ঘনরাম
২৫. অনন্দামঙ্গল কে রচনা করেন?  
(ক) বিজয় গুপ্ত (খ) ঘনরাম (গ) মুকুন্দরাম ● ভারত চন্দ্র
২৬. “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”— এ গানের সুর কোন গানের সুর থেকে নেওয়া হয়েছে?  
● বাউল (খ) ভাওয়াইয়া (গ) মুর্শিদি (ঘ) গাভীরা
২৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শ্রেণী প্রযোজ্য কোনটি?  
● ললিতকলা চর্চা করা (খ) সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করা

২৮. (গ) সাংস্কৃতিক নিদর্শন (ঘ) জাতীয়তাবাদ চর্চা  
যুক্তিবাদী মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন কারা?  
(ক) আহসান হাবিব ও আব্দুল হক  
(খ) মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও আবু ইসহাক  
(গ) সৈয়দ শামসুল হক ও সৈয়দ ওয়ালীউল-হ  
● কাজী মোতাহের হোসেন ও ড. আহমদ শরীফ
২৯. সংস্কৃতি মানুষের—  
i. চিন্তাশক্তি বিকশিত করে ii. সম্পদ বৃদ্ধি করে  
iii. সৃজনশীলতার পরিচয় বাড়ায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i (খ) i ও ii ● i ও iii (ঘ) ii ও iii
৩০. বঙ্গভঙ্গের ফলে—  
i. মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত হয়  
ii. সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়  
iii. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন?  
i. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন  
ii. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন  
iii. আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান সংকলন করেছেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩২. যে সব বাঙালি নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন আপন—  
i. স্বাতন্ত্র্য ii. উৎকর্ষে iii. বৈচিত্র্যে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৩. বাংলা একাডেমির কাজ হলো—  
i. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন  
ii. বাংলাভাষা, সাহিত্য, নাটক ও নৃত্যকলার গবেষণা ও প্রসার ঘটানো  
iii. শিল্পকলা ও সাহিত্য চর্চায় শিশুদের উৎসাহিত করা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩৪. প্রত্যেক জেলা শহরে শাখা রয়েছে—  
i. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ii. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির  
iii. বাংলা একাডেমির  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিছু ব্যক্তিত্বের অবদানে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের পরিচয় বিশ্বজুড়ে। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে উঠে।

৩৫. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে তথ্য হলো—

- i. এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান  
ii. এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়  
iii. এটি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৮ম শ্রেণির ছাত্র সানি দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে বেড়াতে গেলে তার বইয়ে পঠিত এক ধরনের শিল্প দেখতে পায়।

৩৬. সানির দেখা শিল্পটি হলো-

- পোড়ামাটির শিল্প (খ) সাহিত্য শিল্প  
(গ) সঙ্গীত শিল্প (ঘ) চিত্রশিল্প

৩৭. এ শিল্প সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো-

- i. এটিকে টেরাকোটাও বলা হয়  
ii. ছোট সোনা মসজিদেও এ শিল্প দেখা যায়  
iii. এতে সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাওয়া যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ-১ : দৃশ্যশিল্প

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. কোন মাটিতে গড়া আমাদের এই দেশ? (জ্ঞান)  
(ক) বেলে (খ) পলি  
(গ) এঁটেল (ঘ) দোআঁশ
৩৯. গ্রামগঞ্জের বেশির ভাগ ঘরের চাল কী দিয়ে ছাওয়া? (অনুধাবন)  
(ক) টিন (খ) ইট  
(গ) কাঠ (ঘ) শন
৪০. দৃশ্যশিল্পের বেশির ভাগই কী ধরনের সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত? (জ্ঞান)  
(ক) অবস্ফুট (খ) বস্তুগত (গ) সাহিত্য (ঘ) সংগীত
৪১. কান্তজির মন্দির কোথায় অবস্থিত? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আশুঃ বিদ্যালয়]  
(ক) বগুড়া (খ) রাজশাহী  
(গ) রংপুর (ঘ) দিনাজপুর
৪২. পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে কোথায়?  
[খুলনা জিলা স্কুল]  
(ক) সোমপুর বিহার (খ) কান্তজির মন্দির  
(গ) পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (ঘ) কুমিল-এর ময়নামতিতে
৪৩. কোন যুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙের সাহায্যে ছবি আঁকা হতো? (জ্ঞান)  
(ক) সেন (খ) মৌর্য (গ) সুলতানি (ঘ) পাল
৪৪. কোন যুগের ছবি আধুনিক যুগের শিল্প রসিকদের কাছে প্রশংসার পাত্র? (জ্ঞান)  
(ক) মুঘল (খ) পাল (গ) সেন (ঘ) আধুনিক
৪৫. পত্রোর্ণ নামে এঁড়ি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো কোথায়? (জ্ঞান)  
(ক) পুন্ড্র (খ) সমতটে (গ) বরেন্দ্রে (ঘ) বঙ্গ
৪৬. বাংলার বিখ্যাত কোন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল? (জ্ঞান)  
(ক) এলাচি (খ) মসলিন (গ) উতানি (ঘ) জামদানি
৪৭. ঢাকার লালবাগ কুঠি কোন আমলের স্থাপত্য নিদর্শন? (জ্ঞান)  
(ক) মুঘল (খ) পাল (গ) সেন (ঘ) সুলতানি
৪৮. দৃশ্যশিল্পের মাধ্যমে কোনটি ফুটে ওঠে? (অনুধাবন)  
(ক) সমাজ জীবনের ছবি (খ) পুরাতন জাতির ছবি  
(গ) রাজনীতির ছবি (ঘ) অর্থনৈতিক জীবনের ছবি
৪৯. একসময় হাঁচ অনুযায়ী মন্দির বানানো হতো কী দিয়ে? (জ্ঞান)  
(ক) টিন দিয়ে (খ) ইট দিয়ে (গ) শণ দিয়ে (ঘ) বাঁশ দিয়ে
৫০. সোহাগ বাঙালির পুরনো ঐতিহ্যে ঘর নির্মাণ করতে চায়। তার ঘর বানানোর উপকরণ কোনটি হবে? (প্রয়োগ)  
(ক) মাটি, বাঁশ (খ) সিমেন্ট, বালি  
(গ) টিন, ইট (ঘ) ইট, কাঠ
৫১. এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ঘর কিরূপে? (অনুধাবন)  
(ক) টিনের বেড়ার শণ দিয়ে চাল ছাওয়া  
(খ) বাঁশের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে ছাওয়া

- বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া  
 ঘ) পাথরের দেয়ালের উপর টিন দিয়ে চাল ছাওয়া
৫২. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে কোন শিল্প বলা হয়? (জ্ঞান)  
 ক) বেতের শিল্প খ) বাঁশের শিল্প ● টেরাকোটা ঘ) কাঠের শিল্প
৫৩. পালযুগের পুঁথিগুলো কোন পাতার ছিল? (জ্ঞান)  
 ক) নারকেল পাতার ● তালপাতার  
 গ) কাঁঠাল পাতার ঘ) কলাপাতার
৫৪. পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো কোন ধর্ম শাস্ত্রের ছিল?  
 [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ক) হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের খ) মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের  
 ● বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের ঘ) খ্রিষ্টান ধর্মশাস্ত্রের
৫৫. পুণ্ড্রদেশের দুকুল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ একথা কে বলেছেন? (জ্ঞান)  
 ক) ইবনে বতুতা ● কোটিল্য গ) ফা-হিয়েন ঘ) চন্ডিদাস
৫৬. বাংলার কোন শিল্পের সুনাম বহুকালের? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● তাঁত খ) পোশাক গ) চট ঘ) কুটির
৫৭. কী দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের মূর্তি বানানোর ঐতিহ্য বেশ পুরনো? (জ্ঞান)  
 ক) সাদা পাথর খ) চীনা মাটি  
 গ) সেগুন কাঠ ● কালো রঙের কষ্টিপাথর

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৮. সংস্কৃতির অংশ হলো- (অনুধাবন)  
 i. খাদ্য  
 ii. বাসস্থান  
 iii. যানবাহন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৯. টুটুল পুরনো ঐতিহ্যের মাধ্যমে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বানাতে চায়। এগুলো তৈরি করতে টুটুল ব্যবহার করবে- (প্রয়োগ)  
 i. কালো রঙের কষ্টিপাথর  
 ii. মূল্যবান টাইলস  
 iii. নানারকম মাটি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৬০. গ্রামীণ মহিলাদের নকশি কাঁথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়- (অনুধাবন)  
 i. নিপুণতার গল্পকাহিনী  
 ii. নিপুণতার ছবি  
 iii. স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৬১. সাইম সুলতানি আমলের দৃশ্যশিল্পগুলো ভ্রমণ করে দেখেছে। সে যা দেখেছে - (প্রয়োগ)  
 i. সোমপুর বিহার ii. ছোট সোনা মসজিদ  
 iii. নবাব কাটরা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৬২. কান্তজির মন্দির ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার বাংলার মানুষের যে দিক তুলে ধরে বলে তুমি মনে কর- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সৃজনশীলতা ii. সামাজিক জীবন  
 iii. অর্থনৈতিক জীবন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৬৩. তালপাতার পুঁথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের ii. পাল যুগের শিল্পকর্ম

- iii. দেশীয় রং দিয়ে আঁকা ছবি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৬৪. শিল্পকলার মাধ্যমে- (অনুধাবন)  
i. একটি জাতির চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়  
ii. একটি জাতির ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়  
iii. একটি জাতির সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৬৫. যেসব বিষয়ের সম্মিলিত রূপ সংস্কৃতি সেগুলো হলো- (অনুধাবন)  
i. জীবনযাপন প্রণালি ii. আচার অনুষ্ঠান  
iii. ভাষা সাহিত্য  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৬৬. সেকালে বাংলা থেকে কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো- (অনুধাবন)  
i. দুকূল ii. পত্রোর্ণ  
iii. শোঁম  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৬৭. বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো- (অনুধাবন)  
i. মাটির তৈরি  
ii. বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত  
iii. বাঁশের কাঠামোর উপর শণ দিয়ে চাল ছাওয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৬৮. মিসেস আমিনা বাংলার বহুকালের খ্যাতি সম্পন্ন শাড়ি পরতে ভালোবাসেন। তিনি যেসব শাড়ি ব্যবহার করেন- (প্রয়োগ)  
i. জামদানি ii. টাঙ্গাইল  
iii. সিদ্ধ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৬৯. বাংলার স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব দেখা যায়- (অনুধাবন)  
i. স্কুল ii. দপ্তর iii. মসজিদ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭০ ও ৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার গ্রামীণ মহিলারা সারাদিনের কাজ শেষ করে অবসর সময়ে এক ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে তারা তাদের বিরহগাঁথা ও গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

৭০. অনুচ্ছেদেটি গ্রামীণ নারীদের তৈরি কোন শিল্পকর্মের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক শিল্পের কাজ খ কাঠের কাজ  
● নকশিকাঁথা ঘ পেড়ামাটির কাজ

৭১. উক্ত শিল্পকর্মটি তৈরির ফলে দরিদ্র নারীদের- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়  
ii. সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটে  
iii. শিল্পী লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭৪. চর্যাপদ কারা লিখেছেন? (জ্ঞান)  
 (ক) হিন্দু সন্ন্যাসীরা (খ) বৌদ্ধ সাধকরা  
 (গ) খ্রিষ্টান পাদ্রীরা (ঘ) মুসলিম সাধকরা

৭৫. বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন কী? (জ্ঞান)  
 ● চর্যাপদ (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন  
 (গ) চৈতন্য মঙ্গল (ঘ) শূন্যপুরাণ

৭৬. চর্যাপদ প্রথম আবিষ্কার করেন কে? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ (খ) বিজয় গুপ্ত  
 ● পশ্চিম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৭৭. চর্যাপদ কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়? (জ্ঞান)  
 ● নেপালের রাজদরবার থেকে (খ) পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলা থেকে  
 (গ) তিব্বতের হাড়িদহ থেকে (ঘ) চীনের পাহাড়ি এলাকা থেকে

৭৮. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]  
 (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) শ্রী চৈতন্য দেব  
 (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ● ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ

৭৯. বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে কখন? (জ্ঞান)  
 ● সুলতানি আমলে (খ) পাল আমলে  
 (গ) সেন আমলে (ঘ) মুঘল আমলে

৮০. দেশীয় দেবদেবী নিয়ে রচিত কাব্যকাহিনীর নাম কী? (জ্ঞান)  
 ● মঙ্গলকাব্য (খ) গীতি কাব্য (গ) কথ্যকাব্য (ঘ) কাব্যকাব্য

৮১. পদ্মাবতীর রচয়িতা কে? (জ্ঞান)  
 (ক) আমির হামজা (খ) ফকির গরিবুল-হ  
 (গ) আবদুল হাকিম ● আলাওল

৮২. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● ভাষা বিজ্ঞানী (খ) সাহিত্যিক (গ) ঔপন্যাসিক (ঘ) নাট্যকার

৮৩. লুই পা রচিত চর্যাপদে কয়টি ইন্দ্রিয়ের কথা উলে-খ আছে? (জ্ঞান)  
 (ক) তিন (খ) চার ● পাঁচ (ঘ) ছয়

৮৪. কখন বাংলা গদ্যের সূচনা হয়? (জ্ঞান)  
 ● ইংরেজ আমলে (খ) সুলতানি আমলে  
 (গ) পাকিস্তানি আমলে (ঘ) পাল আমলে

৮৫. কে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দরভাবে পূর্ণতা দান করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) কাজী নজরুল ইসলাম ● কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 (গ) মাইকেল মুধুসূদন দত্ত (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

৮৬. সুলতানি আমলের সমাজব্যবস্থায় অনেক মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করেছেন কেন? (ত)  
 ● হিন্দু-মুসলমানে ঘনিষ্ঠতাব থাকার কারণে  
 (খ) হিন্দু-বৌদ্ধে ঘনিষ্ঠতাব থাকার কারণে



- গ) হিন্দু-মুসলমানে শত্রুভাব থাকার কারণে  
ঘ) পদাবলী রচনায় কঠোর আইন থাকার কারণে  
৮৭. শাব্দিক অর্থ ছাড়াও চর্যাপদের কী বুঝতে হয়?

[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৮৮. চর্যাপদ কী?  
ক) সারমর্ম ● ভাবার্থ গ) ধর্মকথা ঘ) নীতিকথা  
● এক প্রকার গান খ) কবিতা গ) উপন্যাস ঘ) নাটক  
৮৯. 'কা আ তরঙ্গর পাঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চী এ পইঠা কাল। এটি কিসের অংশবিশেষ? (জ্ঞান)  
ক) বৈষ্ণব পদাবলী খ) রামায়ণ গ) পদ্মাবতী ● চর্যাগীতি  
৯০. 'কা আ তরঙ্গর পাঞ্চ বি ডাল, চঞ্চল চী এ পইঠা কাল।- এটি কে রচনা করেছেন? (জ্ঞান)  
ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ● লুই পা  
গ) কাহ্ন পা ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
৯১. প্রায় কত বছর আগে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল? (জ্ঞান)  
ক) এক হাজার ● দেড় হাজার গ) দুই হাজার ঘ) তিন হাজার  
৯২. ধর্মঙ্গল কে লিখেছেন?  
[ভিকারপ্ন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ]  
ক) কালিদাস খ) মুকুন্দরাম গ) বিজয়গুপ্ত ● ঘনরাম  
৯৩. সুলতানি আমলে কিসের প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে? (জ্ঞান)  
● শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার খ) সুফি ভাবধারার  
গ) ঐশ্বরিক ভাবধারার ঘ) লোকসঙ্গীতের ভাবধারার  
৯৪. পুঁথি সাহিত্যের কদর ছিল কোন সমাজে? (জ্ঞান)  
ক) হিন্দু ● মুসলমান গ) বৌদ্ধ ঘ) খ্রিষ্টান  
৯৫. পারস্য থেকে পাওয়া কোন বিষয় নিয়ে পুঁথিসাহিত্যগুলো রচিত হতো? (জ্ঞান)  
● কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান খ) জীবনযাত্রা ও রোমান্টিক আখ্যান  
গ) প্রবন্ধ গ্রন্থ ও ধর্মীয় গ্রন্থ ঘ) সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবন  
৯৬. শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে রচিত আবেগপূর্ণ গানগুলো কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)  
ক) খেমটা ● বৈষ্ণব পদাবলী গ) খেউড় ঘ) পাঁচালি  
৯৭. মনসামঙ্গল রচনা করেছেন কে? (জ্ঞান)  
● বিজয়গুপ্ত খ) ঘনরাম গ) ভারতচন্দ্র ঘ) মুকুন্দরাম  
৯৮. আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয় কোন সময়ে? (জ্ঞান)  
ক) ষোল শতকে খ) সতের শতকে  
গ) আঠার শতকে ● উনিশ শতকে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে আছেন- (অনুধাবন)  
i. বিদ্যাপতি ii. চন্দ্রদাস  
iii. জ্ঞানদাস  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii  
১০০. মঙ্গলকাব্যে ফুটে উঠেছে- (অনুধাবন)  
i. দেবদেবী সম্পর্কিত কাব্যকাহিনী  
ii. রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী  
iii. সেকালের বাংলার সমাজচিত্র  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii  
১০১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন- (অনুধাবন)  
i. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ii. মীর মশাররফ হোসেন  
iii. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii  
১০২. রাইহান সাহেবের দাদার বাড়িতে একসময় পুঁথি পাঠের আসর বসত। সেখানে যেসব পুঁথি পাঠ করা হতো- (প্রয়োগ)

i. জঙ্গনামা

ii. ইউসুফ-জুলেখা

iii. লায়লি-মজনু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৩ ও ১০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মলি তার মামার সাথে একুশের বইমেলায় গিয়ে একটি বই খুলে কিছু অজানা বাক্য দেখতে পায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার জবাবে তার মামা বললেন, এগুলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। এ সাহিত্য কর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১০৩. মলির অজানা বাক্যগুলোতে বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যকর্মের নমুনা ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক প্রবন্ধ

খ পুঁথি

● চর্যাপদ ঘ বৈষ্ণব পদাবলী

১০৪. উক্ত সাহিত্যকর্ম ভূমিকা রেখেছে- (উচ্চতর দৃষ্টান্ত)

i. বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম হিসেবে

ii. বাংলার সংগীত শিল্পকে এগিয়ে নিতে

iii. বাংলা সাহিত্যের বিকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

### পাঠ-৩ : সংগীত শিল্প

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. বাংলাদেশ চিরকালই কিসের দেশ হিসেবে পরিচিত? (জ্ঞান)

● সংগীতের

খ স্বর্ণের

গ শিল্পের ঘ মুক্তার

১০৬. গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কী সাধনা করে? (জ্ঞান)

ক কাব্যের

● আধ্যাত্মিক

গ সাহিত্যের

ঘ উন্নয়নের

১০৭. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এ সংগীতটির রচয়িতার নাম কী? (জ্ঞান)

ক কবি জসীমউদ্দীন

খ কাজী নজরুল ইসলাম

গ সুকান্ত ভট্টাচার্য

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৮. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র কুড়ি বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে কতসংখ্যক গান রচনা করেন? (জ্ঞান)

ক এক হাজার

খ তিন হাজার

গ পাঁচ হাজার

● ছয় হাজার

১০৯. গম্ভীরা কী ধরনের গান? (জ্ঞান)

ক উচ্চাঙ্গ সংগীত

খ আধুনিক গান

● আঞ্চলিক লোকগান

ঘ রবীন্দ্র সংগীত

১১০. কীর্তন গানের প্রতি আমাদের বেশ দুর্বলতা ছিল। আমাদের ভালোবাসার এ গানগুলো কোন সমাজ থেকে এসেছে? (প্রয়োগ)

ক বৌদ্ধ সমাজ

খ শিখ সমাজ

● হিন্দু সমাজ

ঘ মুসলিম সমাজ

১১১. সাধারণত কোন গানের আসরটি শহরাঞ্চলে বসত?

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

ক গম্ভীরা

খ মুর্শিদ

● খেউড় ঘ ভাওয়াইয়া

১১২. হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে বাঙালি সঙ্গীত সাধকদের পরিচয়ের ফলে কী হয়? (উচ্চতর দৃষ্টান্ত)

ক সাহিত্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়

● নাগরিক সংগীতের বিকাশ ঘটে

গ আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ ঘটে

ঘ আঞ্চলিক লোকগানের বিকাশ ঘটে

১১৩. কোন অঞ্চলের সংস্পর্শে এসে হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাথে বাঙালি সংগীত সাধকদের পরিচয় ঘটে? (জ্ঞান)

● উত্তর ভারতের

খ দক্ষিণ ভারতের

গ পূর্ব ভারতের

ঘ পশ্চিম ভারতের

১১৪. বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায় কার হাতে? (জ্ঞান)

ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ মীর মশাররফ হোসেন

ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১৫. আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর বাউল গান থেকে নিয়েছেন কে? (জ্ঞান)

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম  
 (গ) অতুল প্রসাদ সেন (ঘ) রজনীকান্ত সেন  
 ১১৬. কীর্তন গান প্রধানত কোন সমাজে গাওয়া হতো? (জ্ঞান)  
 (ক) মুসলিম সমাজে ● হিন্দু সমাজে  
 (গ) খ্রিষ্টান সমাজে (ঘ) বৌদ্ধ সমাজে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. আমাদের দুই আদি সংগীত হলো— (অনুধাবন)  
 i. বৈষ্ণব পদাবলী ii. জঙ্গনামা  
 iii. চর্যাপদ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১১৮. গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সবাই গায়— (অনুধাবন)  
 i. কীর্তন গান ii. বাউল গান  
 iii. ভাটিয়ালি গান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১১৯. বাংলার অনেক মনীষী গানকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ স্থান দখল করে আছেন— (প্রয়োগ)  
 i. অন্যের স্বাতন্ত্র্য ii. আপন বৈচিত্র্য  
 iii. আপন স্বাতন্ত্র্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২০. সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আঞ্চলিক গানগুলো হলো— (অনুধাবন)  
 i. পালাগান ii. বারমাস্যা  
 iii. ভাওয়াইয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন— (অনুধাবন)  
 i. নিধুবাবু ii. কালী মির্জা  
 iii. কাজী নজরুল ইসলাম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১২২. আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন— (অনুধাবন)  
 i. অতুল প্রসাদ সেন ii. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর  
 iii. রজনীকান্ত সেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার মানুষ প্রকৃতিপ্রেমী। এরা গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছে। এখানকার কৃষক, মাঝিসহ সবাই গলা ছেড়ে গান গায়। তেমনি করে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কথা ফুটে উঠেছে। আমাদের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন বিশ্ব বরেন্য কবি। তিনি বাউল গানের সুর থেকে এর সুরও করেছেন।

১২৩. অনুচ্ছেদের বিশ্ব বরেন্য কবি কে? (প্রয়োগ)  
 (ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়  
 (গ) অতুল প্রসাদ সেন ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৪. উক্ত বিশ্ববরেন্য ব্যক্তি অবদান রেখেছেন— (উচ্চতর দৃষ্টি)  
 i. নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছাতে  
 ii. বাংলা সাহিত্যকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দানে  
 iii. বাংলার আঞ্চলিক লোকগানকে সমৃদ্ধ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

গ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৪ : প্রতিষ্ঠান



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৫. চিত্রকলার পথিকৃৎ কে? (জ্ঞান)  
ক) বুলবুল চৌধুরী খ) জহির রায়হান  
গ) আহসান হাবীব ● জয়নুল আবেদিন
১২৬. তারেক মাসুদ কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
● চলচ্চিত্রকার খ) নাট্যকার গ) সাংবাদিক ঘ) ঔপন্যাসিক
১২৭. সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়? (জ্ঞান)  
ক) শামীম শিকদারকে ● তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে  
গ) আব্বাস উদ্দিনকে ঘ) শামসুর রাহমানকে
১২৮. জাতির মননের প্রতীক বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে? (জ্ঞান)  
ক) শিল্পকলা একাডেমি খ) শহিদ মিনার  
● বাংলা একাডেমি ঘ) জাতীয় সংসদ
১২৯. কাকে লোক সংগীতের সম্রাট বলা হয়? (জ্ঞান)  
● আব্বাসউদ্দিন আহমদ খ) শওকত ওসমান  
গ) আব্দুল আলিম ঘ) আবু ইসহাক
১৩০. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেন কে? (জ্ঞান)  
ক) ড. আহমদ শরীফ খ) কাজী নজরুল ইসলাম  
● ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) প্রমথ চৌধুরী
১৩১. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস লিখেছেন কে? (জ্ঞান)  
ক) কাজী মোতাহার হোসেন ● এনামুল হক  
গ) এস এম সুলতান ঘ) সফি উদ্দিন
১৩২. জাতির নানা দুঃসময়ে নারীদের মধ্যে সাহসী ভূমিকার জন্য কোন কবির নাম স্মরণীয়? (জ্ঞান)  
ক) বেগম রোকেয়া ● কবি সুফিয়া কামাল  
গ) জাহানারা ইমাম ঘ) সেলিনা হোসেন
১৩৩. ভাস্কর্যে স্বকীয়তা ও স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রতিভা কে? (জ্ঞান)  
● নভেরা আহমেদ খ) আব্দুল আলীম গ) এফ আর খান ঘ) এম সুলতান
১৩৪. এফ আর খান কিসের জন্য বিখ্যাত? [বু- বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]  
● স্থাপত্যকলা খ) সংগীত গ) কারুশিল্প ঘ) চিত্রকলা
১৩৫. উচ্চাঙ্গ সংগীতে উপমহাদেশ খ্যাত কে? (জ্ঞান)  
ক) বুলবুল চৌধুরী ● ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ  
গ) নভেরা আহমেদ ঘ) শওকত ওসমান
১৩৬. জাহানারা ইমাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কেন? (অনুধাবন)  
● মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে খ) নারী সমাজের উন্নয়নে  
গ) বাংলা সাহিত্যের জন্য ঘ) ইসলামী সাহিত্যের জন্য
১৩৭. শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? (অনুধাবন)  
● সংগীত শেখানোর জন্য খ) বই পড়ার জন্য  
গ) খেলাধুলা শেখানোর জন্য ঘ) আনন্দ করার জন্য
১৩৮. আধুনিক কালের মানুষ নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কেন? (অনুধাবন)  
ক) পড়াশোনার জন্য খ) ভদ্রতা শেখার জন্য  
গ) নিজেকে জানার জন্য ● মননচর্চার জন্য
১৩৯. বাংলা একাডেমি কাজ করে কেন? (অনুধাবন)  
● বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের জন্য খ) দরিদ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য  
গ) শিশুদের বিকাশের জন্য ঘ) মানব সমাজের উন্নয়নের জন্য
১৪০. সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রদর্শন করা হয় কোথায়? (জ্ঞান)  
● জাদুঘরে খ) গ্রন্থাগারে  
গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ) বাংলা একাডেমিতে

১৪১. আজারজ্জামান ইলিয়াস বিখ্যাত ছিলেন কী হিসেবে? (জ্ঞান)  
 (ক) নাট্যকার (খ) শিক্ষক (গ) সাংবাদিক (ঘ) ঔপন্যাসিক
১৪২. নাসির শিশুদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে কোনটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) শিল্পকলা (খ) চারুকলা  
 (গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) শিশু একাডেমি
১৪৩. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রতিষ্ঠান। এটির নাম কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) চারুকলা  
 (গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) শিশু একাডেমি
১৪৪. মেঘলা রোদেলাকে লোকসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন এমন একজনের নাম বলতে বলল। সে কার নাম বলল? (প্রয়োগ)  
 (ক) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক  
 (গ) আবুল ফজল (ঘ) শওকত ওসমান
১৪৫. রাহেলা টিভিতে একটি নাটক দেখে মুগ্ধ হয়। এটি কার রচনা? (প্রয়োগ)  
 (ক) আবুল ফজল (খ) মুনির চৌধুরী (গ) আব্দুল হক (ঘ) আজিজুল হক
১৪৬. আমিনা কাগজে একটি সুন্দর ছবি অঙ্কন করেছে। তার সুন্দর ছবি দেখে মামা তাকে একটি কলম উপহার দেন। আমিনার কাজ দেখে কার কথা আমাদের মনে পড়ে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (খ) শামসুর রাহমান  
 (গ) আহসান হাবিব (ঘ) আল মাহমুদ
১৪৭. স্বল্পায়ুজীবনে নৃত্যচর্চায় অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী কে?  
 [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]  
 (ক) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (খ) আয়াত আলী খান  
 (গ) আলমগীর কবীর (ঘ) বুলবুল চৌধুরী
১৪৮. স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (খ) বাংলা একাডেমি  
 (গ) শিশু একাডেমি (ঘ) বুলবুল ললিতকলা একাডেমি
১৪৯. শিশু একাডেমির শাখা কোথায় আছে? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রত্যেক বিভাগে (খ) প্রত্যেক ইউনিয়নে  
 (গ) প্রত্যেক গ্রামে (ঘ) প্রত্যেক জেলায়
১৫০. বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)  
 (ক) ঢাকায় (খ) চট্টগ্রামে (গ) খুলনায় (ঘ) রাজশাহীতে
১৫১. লোকগানের 'যুবরাজ' কাকে বলে? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ বিদ্যালয়]  
 (ক) শাহ আবদুল করিম (খ) ফকির লালন শাহ  
 (গ) আব্বাসউদ্দিন আহমদ (ঘ) আবদুল আলীম
১৫২. শিমুল একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সারাদেশে শিশুদের জন্য কাজ করে। শিমুলের সংগঠনটি হলো—  
 [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]  
 (ক) উদীচী (খ) ছায়ানট (ঘ) খেলাঘর (ঘ) বাফা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৩. বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- (অনুধাবন)  
 i. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে  
 ii. ১৯৬৬-এর ছয় দফাকে কেন্দ্র করে  
 iii. ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৫৪. এফ. আর রহমান বিখ্যাত হওয়ার কারণ- (অনুধাবন)  
 i. গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তক  
 ii. বিশিষ্ট ভাষা গবেষক  
 iii. স্থাপনার বিখ্যাত নকশাকার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫৫. হাসন রাজার বা রাধারমণের গান শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করে- (অনুধাবন)

i. ভক্তিরসে

ii. ভালোবাসায়

iii. ভাবরসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৬. আধুনিক চিত্রকলা চর্চার অগ্রদূত হিসেবে স্বরণীয়- (অনুধাবন)

i. এস এম সুলতান

ii. সফিউদ্দীন আহমদ

iii. এফ আর খান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৫৭. যাদের অবদানে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে- (অনুধাবন)

i. খান আতা

ii. জহির রায়হান

iii. সুভাষ দত্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

১৫৮. বাংলাদেশে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- (অনুধাবন)

i. বাংলা একাডেমি

ii. বিশ্ববিদ্যালয়

iii. গণগ্রন্থাগার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

১৫৯. সারাদেশে শিশু কিশোরদের জন্য কাজ করছে-

[ভিকারুননিসা নূন এন্ড কলেজ, ঢাকা]

i. খেলাঘর

ii. ছায়ানট

iii. কচিকাঁচার আসর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬০. উপন্যাস ও কথাসাহিত্যে আমাদের লেখকদের মধ্যে উলে-খযোগ্য হলেন- (অনুধাবন)

i. শওকত ওসমান

ii. আল মাহমুদ

iii. শওকত আলী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৬১. আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যারা সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে- (অনুধাবন)

i. নজরুল একাডেমি

ii. বুলবুল ললিতকলা একাডেমি

iii. ছায়ানট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬২ ও ১৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সেটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে। এছাড়া সংগীত, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৬২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কাজ করে বলে অনুচ্ছেদে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) শিশু একাডেমি  
(গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) জাতীয় জাদুঘর

১৬৩. উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যগুলো হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান  
ii. এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়  
iii. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৪ ও ১৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আধুনিককালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানে মিসেস জেনি সংগীত, নাটক, নৃত্য ও চারুকলায় ওপর গবেষণামূলক কাজ করে। সকল জেলা শহরে প্রতিষ্ঠানটির শাখা রয়েছে।

১৬৪. জেনির কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি কী নামে পরিচিত? (প্রয়োগ)

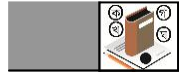
- (ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) নজরুল একাডেমি  
(গ) শিশু একাডেমি (ঘ) বাংলা একাডেমি

১৬৫. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় ii. অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিতে  
iii. সংগীত-নাটক-নৃত্য প্রভৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১৬৬. চর্যাঙ্গীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন- (অনুধাবন)

- i. লুই পা  
ii. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হ  
iii. কাহ্ন পা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬৭. যাদের অবদানে আমাদের কাব্য সাহিত্য উজ্জ্বল- (অনুধাবন)

- i. জসীমউদ্দীন ii. জীবনানন্দ দাস  
iii. শওকত আলী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল-হর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- (অনুধাবন)

- i. চর্যাপদের কাল নির্ণয় ii. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন  
iii. বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাহজাবীন শিখাসফরে একটি জাদুঘর পরিদর্শনে গেল। সেখানে সে বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিসের পাশাপাশি কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এবং তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের ব্যবহৃত তৈজসপত্র দেখতে পায়।

১৬৯. মাহজাবীনের দেখা নিদর্শনগুলো থেকে কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)

- (ক) রাজা-বাদশাহদের কাহিনী (খ) অতীতের কারুকার্য  
(গ) মানুষের জীবনযাত্রার ধারণা (ঘ) মানুষের সৃজনশীলতা

১৭০. মাহজাবীনের সফরকৃত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মূলত- (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য

ii. গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য

iii. সাহিত্য চর্চার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

☐ i ও iii

☐ ii ও iii

☐ i, ii ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -১▶ নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নিদর্শন

ক. টেরাকোটা কী?

খ. পাল যুগে তালপাতায় আঁকা ছবিগুলো এখনও বাকবাকি রয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ফলে যে শিল্প তৈরি হয় তাকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলে।

খ. পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে অঙ্কিত ছবি আমাদের কাছে স্মরণীয়। এসব পুঁথিতে দেশীয় রং দিয়ে ছবি আঁকা হতো, যার প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। দেশীয় রং ছিল অনেক উন্নতমানের। ফলে সেগুলো সহজে নষ্ট হতো না। এজন্য ছবিগুলো হাজার বছর পরেও চমৎকার বাকবাকি রয়েছে।

গ. উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। দৃশ্যশিল্প হলো শিল্পকলার একটি অংশ। কারণ এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল এসব কাজ সংস্কৃতির বিচারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাঁশ ও বেতের তৈরি বুড়ি, চেয়ার ও মাদুর। এছাড়াও আছে নকশিকাঁথা। বাংলার নকশিকাঁথা সবসময়ই সমাদৃত। গ্রামীণ মহিলারা এসব সেলাই করা কাঁথায় আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। এখনও সমাজের দরিদ্র নারীরা এই শিল্পকর্মটি টিকিয়ে রেখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন তৈজসপত্র ও আসবাব তৈরিতে বাঁশ ও বেতের কাজেও বাংলার মানুষ যেমন দক্ষতা দেখায় তেমনি তাদের সৃজনশীল মনের প্রকাশ ঘটায়। মাটির তৈরি শিল্প, তাঁতশিল্প, কার্পশশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নকশিকাঁথা, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার দৃশ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পকর্মগুলো হলো বাঁশ ও বেতের তৈরি চেয়ার, বুড়ি, মাদুর ও সেলাই করা নকশিকাঁথা। এ শিল্পকর্মগুলো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অবিস্মরণীয়।

গ্রামবাংলায় দেখা যায় যে, অবসর সময়ে বিশেষ করে বিকেলে এক জায়গায় কতগুলো মহিলা একত্রে বসে নানা শিল্পকর্মের কাজ করেন। তাদের মধ্যে কেউ খেজুর পাতা দিয়ে পাটি বা মাদুর তৈরি করেন। কেউ কাঁথা সেলাই করেন, কেউবা তৈরি করেন বাঁশ, বেত ও শোলার সাহায্যে হাতের বিভিন্ন কাজ। এছাড়া বাংলার নকশিকাঁথার কথা না বললেই নয়। গ্রামীণ মহিলারা ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই করে তাতে আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পকাহিনী ও ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কাঠের কাজ বা কার্পশশিল্প, শস্ত্রের কাজ, বাঁশ, বেত ও শোলার কাজেও নারীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। এ শিল্পকর্মগুলো মূলত নারীদের হাতে সৃষ্টি হয় এবং এগুলো আজও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীরা তাদের শৈল্পিক মনের বিকাশ ঘটিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এসব সৃষ্টিশীল কাজ করে থাকেন। এসব কাজের মাধ্যমে তাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

উদ্দীপকে তাদের কাজের প্রতিফলন দেখে বলা যায়, উক্ত শিল্পকর্ম এখনও টিকিয়ে রাখতে বাংলার নারীদের অবদান অপরিসীম।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিল্প

উপাদান



|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ক. দুকূল,     | পত্রোর্ণ, ক্ষৌমবস্ত্র, কষ্টিপাথর, দেবদেবির মূর্তি। |
| খ. চর্যাগীতি, | কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য।              |
|               | [ডা. বো. '১৫]                                      |

?

- ক. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন কে?  
১
- খ. টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়?  
২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর।  
৩
- ঘ. “বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে ‘খ’ শিল্পটির গুরুত্ব  
অপরিসীম”- বিশ্লেষণ কর।  
৪

#### ২৭ প্রশ্নের উত্তর

- ক. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।
- খ. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরে এভাবে পোড়ামাটির কাজ দিয়ে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ আছে।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ শিল্পটি হলো তাঁতশিল্প। দৃশ্যশিল্পের এ ধরন যুগে যুগে পল্লবিত হয়েছে। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। কৌটিল্য বলেছেন, পুন্ড্রদেশের (উত্তরবঙ্গ) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণির মতো মসৃণ। দুকূল ছিল খুব মিহি আর ক্ষৌমবস্ত্র একটু মোটা। পত্রোর্ণ নামে এটি বা মুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো মগধ ও পুন্ড্রে। সেকালে এ দেশের দুকূল, পত্রোর্ণ ও ক্ষৌম কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো।
- ঘ. ছকের ‘খ’ এর শিল্পকর্মসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।  
বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় তা চর্যাপদ নামে পরিচিত। পশ্চি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন।  
চর্যাগীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহু পা। সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলো বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত। মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। ইংরেজ আমলে উনিশ শতকে আমাদের দেশে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত গড়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যার ওপর সৌধ তুলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে শোভন ও সুন্দর করে পূর্ণতা দিয়েছেন।  
চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের কারণেই বর্তমান বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি চর্যাগীতি, কীর্তনগান, পুঁথিসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য ইত্যাদি বাঙালির সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

#### প্রশ্ন -৩১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মৌন এবং মিফতা প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে যায়। বাংলা একাডেমি, সেখানে বই কেনার আয়োজন করে। বই মেলার এই বর্ণাঢ্য আয়োজন বাঙালি জাতিকে পুরো একটি মাস ভাষাপ্রেমী করে রাখে। এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের থাকে নানামুখী কর্মকাণ্ড। মৌন ও মিফতা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানেও যায় বাবার হাত ধরে।

?

- ক. ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কত সালে?  
১
- খ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান লেখ।  
২
- গ. মৌন ও মিফতার বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের যে সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।  
৩
- ঘ. মৌন ও মিফতার মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।  
৪

#### ৩০ প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভাষা আন্দোলন হয়েছিল ১৯৫২ সালে।
- খ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বাংলা ভাষার একজন গবেষক। তিনি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেছেন ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করেছেন।

গ. উদ্দীপকের মৌন ও মিফতা বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। আমাদের দেশে বছরব্যাপী বইমেলায় পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়।

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায়, চারুকলা, সংগীত-নাটক-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, গবেষণা ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া বিশ্বের যে কোনো উন্নত দেশের মতোই মনন চর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোও নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উপরন্তু দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো শিশু-কিশোরদের জন্যই নানা আয়োজন করে। বিভিন্ন নাট্যদল সারাদেশে নাটক মঞ্চায়ন করে। উদ্দীপকের মৌন ও মিফতা বাবার হাত ধরে এসব অনুষ্ঠানই দেখতে যায়।

ঘ. উদ্দীপকের মৌন ও মিফতার মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক কালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার জন্য নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন : বাংলা একাডেমি। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। এছাড়া মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার জন্যে রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। চারুকলা ও ললিতকলা চর্চায় সংগঠনটি অনবদ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অনেক সংগঠন মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চায় নিরচর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়াট উল্লেখযোগ্য। আরও রয়েছে শিশু-কিশোরদের জন্য খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসর।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, মৌন ও মিফতার মনন চর্চা ও সৃজনশীলতার চর্চার উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

#### প্রশ্ন -৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পটুয়াখালীর রহিমা বেগম সালোয়ার কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি-চুমকি, শামুক-ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। বর্তমানে এরা সবাই স্বাবলম্বী। মেয়েগুলোকে রহিমা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

- ক. বাঙালি জাতির মননের প্রতীক কী? ১
- খ. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্মের ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন শিল্পকলার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির মননের প্রতীক।

খ. বাঙালির প্রথম সাহিত্য কর্ম চর্যাপদ নামে পরিচিত। পশ্চিম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম নেপালের রাজ দরবার থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। পরে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল-হা গবেষণা করে জানান প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বৌদ্ধ সাধকরা এগুলো লিখেছেন। এই পদসমূহ আমাদের পক্ষে এখন বুঝা কঠিন। শাব্দিক অর্থ ছাড়াও এগুলোর ভাবার্থও বুঝতে হয়। চর্যাঙ্গীতির বিখ্যাত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন লুই পা ও কাহু পা।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি অংশ দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাতের কাজ, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নকশা, শাড়িতে সুই-সুতার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব কাজে সৃষ্টিশীল দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকে পটুয়াখালীর রহিমা বেগম সালোয়ার -কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি-চুমকি, শামুক-ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করেন। তিনি এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করান ও তা ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। এ সমস্ত হাতের কাজে আশ্চর্য নিপুণতার ছাপ পাওয়া যায়। সেই সাথে দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মিশেল থাকে বলে এগুলো দৃশ্যশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা অপরিসীম।

দেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে পারলে একটি জাতির উন্নয়ন সম্ভব। মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে শিক্ষা। কারণ এসব কাজে চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যা মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে পটুয়াখালীর রহিমা বেগম এলাকার দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সালোয়ার-কামিজ ও শাড়িতে সুই-সুতা, পুঁতি-চুমকি, শামুক-ঝিনুক দিয়ে হাতে নকশা তৈরি করান। এগুলোকে তিনি ঢাকায় বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন। তারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ পেয়ে নিজেরা নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বার্থে রাখতে পারছে। সেই সাথে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সম্পদে পরিণত হচ্ছে। মেয়েগুলোকে রহিমা স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। এতে প্রয়োজনীয় মৌলিক

চাহিদা শিখা গ্রহণের মধ্যদিয়ে তারা সম্পদে পরিণত হতে পারছে। উদ্দীপকের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে রহিমা বেগমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

দোলার জন্মদিনে তার মা তাকে ১টি মাটির তৈরি ‘ব্যাংক’ উপহার দিলেন। দোলা উপহার পেয়ে খুশি হয়ে তার পছন্দের ১টি লোকসংগীত গেয়ে তার বাবা-মাকে খুশি করল।

- ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি? ১
- খ. পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জন্মদিনে দোলার পাওয়া উপহারটি যে শিল্পের নিদর্শন বহন করে তার বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলার পরিবেশিত শিল্প রঞ্জা করার উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হলো চর্যাপদ।
- খ. পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ জুলেখা, লায়লি-মজনু, সায়াফুল মূলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম।
- গ. জন্মদিনে দোলার পাওয়া উপহারটি দৃশ্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। কারণ উপহারটি ছিল মাটির তৈরি ‘ব্যাংক’ যা বস্তুগত শিল্পের নিদর্শন। আর বস্তুগত শিল্পের বেশিরভাগই দৃশ্যশিল্প হিসেবে পরিচিত।
- বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সুনির্মিত ঘর হলো মাটির তৈরি ও বাঁশের তরজার ছাউনিযুক্ত ঘর। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প সোমপুর বিহার, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া যায়। এ সবই দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত। পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে দেশীয় রঙ দিয়ে আঁকা ছবির প্রশংসা আধুনিক কালের বিশ্বের শিল্পরসিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে দুকূল, পত্রোর্ণ, শোঁম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার শাড়ি এখনও সুপরিচিত। ইরানি তুরানি প্রভাব সংবলিত বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন, বাংলার গ্রামীণ নকশিকাঁথা, কাঠের কাজ বা কারুশিল্প, শিল্পের কাজ, বাঁশ-বেত ও শোলার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের অন্তর্গত।
- ঘ. দোলার পরিবেশিত শিল্পটি হলো সংগীত শিল্পের একটি অংশ লোকসংগীত। আধুনিক নগরশিল্প সাহিত্যের কবলে লোকসংগীতের অবস্থান কিছুটা মন হয়ে গেছে।
- সারা বাংলা জুড়ে বহু ধরনের আঞ্চলিক লোকগান ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে রয়েছে মুর্শিদি, পালাগান, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া ও গম্ভীরা ইত্যাদি। উদ্দীপকে দেখা যায় দোলার পরিবারে ঐতিহ্যবাহী বাংলার সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে লোকসংগীতের উপর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় খুলে তার চর্চার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে অনুশীলনের ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে।
- লোকসংগীত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। একে রঞ্জা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শিশুদেরকে লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাগিদে লোকসংগীতকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এভাবে নগরশিল্প সাহিত্যের কবল থেকে দোলার পরিবেশিত শিল্প রঞ্জা করা যায়।

**প্রশ্ন -৬▶ লুই পা লিখেছেন-**

“কা আ তরঙ্গের পাঞ্চ বি ডাল  
চঞ্চল চাঁ এ পইঠা কাল ॥”

- ক. পাল যুগের পুঁথিগুলো কোন ধর্ম শাস্ত্রের ছিল? ১
- খ. টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উলিখিত চরণ দুটির ভাবার্থ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সাহিত্যের মর্যাদা রঞ্জায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

**▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. পাল যুগের পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের।

- খ. মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়াকে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প বলা হয়। এ শিল্পটি শিল্পমূল্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- গ. উদ্দীপকে উলি-খিত চরণ দুটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন চর্যাপদের একটি নমুনা। চর্যাপদের বিখ্যাত রচয়িতা লুই পা চরণদুটি রচনা করেছেন। উলি-খিত চরণ দুটির ভাবার্থ হলো- শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় পাঁচটি ডাল স্বরূপ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে জানাশোনা চলে। এতে বেশি আকৃষ্ট হলে বস্তুজগতকেই মানুষ চরম ও পরম জ্ঞান করে শ্রুতির সম্মুখীন হয়। মূলত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রীয় উক্ত প্রাচীন পদ দুইটি অনুসারীদের বস্তু জগতের মোহ থেকে বিমুক্ত রাখতে রচিত দর্শন বা উপদেশ।
- ঘ. উক্ত সাহিত্যটি হলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা চর্যাপদ বা বৌদ্ধ সাধকদের রচিত চর্যাগীতি। এটি বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্ম। এই সাহিত্যের মর্যাদা রণায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলা একাডেমি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। সেখানে আদি বাংলা সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রণায় বাংলা একাডেমির ভূমিকা রয়েছে। এই সাহিত্যের গবেষণা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে মনন চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও গণগ্রন্থাগার সমূহ। আবার উক্ত সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এখানে ভূমিকা রাখে। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্দীপকে নির্দেশিত সাহিত্য চর্যাপদের মর্যাদা রণায় ভূমিকা রাখে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৭▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমান একটি একাডেমিতে ছবি আঁকা শিখতে যায়। সেখান থেকে সে বিভিন্ন আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এযাবৎ আমান বেশ কিছু পুরস্কারও জিতেছে। আমানের এ অর্জনের পেছনে এ একাডেমির বেশ অবদান রয়েছে। এ একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মতো বাংলাদেশে এমন আরো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সৃষ্টিশীলতার পৃষ্ঠপোষক।

ক. বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গল কাব্যের নাম কী? ১

খ. গ্রামবাংলার ঘরবাড়িগুলো মাটি ও বাঁশের তৈরি কেন? ২



গ. উদ্দীপকে যে একাডেমির কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে আমানের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. বিজয়গুপ্তের রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম মনসামঙ্গল।

খ. পলিমাটির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এর একদিকে মাটি আর অন্যদিকে এ মাটিতে জন্মায় প্রচুর বাঁশ। মূলত মাটি ও বাঁশের এ সহজলভ্যতার কারণেই গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়িগুলো তৈরিতে মাটি ও বাঁশ ব্যবহার করে।

গ. উদ্দীপকে একাডেমি বলতে শিল্পকলা একাডেমিকে বোঝানো হয়েছে।

চারুকলা ও সংগীত-নাকট-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

উদ্দীপকের আমান ছবি আঁকা শেখার জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতেই ভর্তি হয়। সেখানে সে চারুকলার নানা দিক সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, রং সম্পর্কে ধারণা পায়। ফলে সে ধারণানুযায়ী মনের মাধুরী মিশিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে। আমানের ছবি বোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং দর্শক মহলে বেশ প্রশংসা পায়। আমান ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কারও জিতে নেয়। তাই আমানের এ অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বেশ বড় অবদান রেখেছে।

ঘ. আধুনিককালের মানুষ মননচর্চা ও সৃজনশীলতা চর্চার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, বাংলাদেশেও এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা একাডেমি। এছাড়া চারুকলা ও সংগীত-নাকট-নৃত্য প্রভৃতি ললিতকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রসারের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বিশ্বের যেকোনো উন্নত দেশের মতোই এদেশে মননচর্চার জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি। আর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণ, তা নিয়ে গবেষণা ও তা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে জাতীয় জাদুঘর। এছাড়া চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারা দেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। ঢাকা ও সারা দেশে অনেকগুলো নাট্যদল নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

**প্রশ্ন -৮▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জ্যোৎস্না রাত্রিতে মোল-বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের আসর জমে উঠেছে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে। তার মাঝখানে বসে ঢুলে ঢুলে সুর করে সুরত আলী পড়ছে—

“কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান  
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরান  
আকাশের চন্দ্র যেভাবে ভেলুয়া সুন্দরী  
দূরে থাকি লাগে যেন হিন্দুকুলের পরী।”

[লক্ষ্মীপুর আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন কে? ১  
খ. পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে  
শিল্পের কোন অংশটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে সুরত আলীর  
পঠিত বিষয়টির অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের কাল নির্ণয় করেন।  
খ. পোড়ামাটির শিল্প হচ্ছে মাটির ফলক বা পাত তৈরি করে তাতে ছবি উৎকীর্ণ করে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়া। এগুলোকে টেরাকোটা ও বলা হয়।  
গ. সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি অংশের প্রকাশ পেয়েছে। পুঁথি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় অংশ। একসময় মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত। যেমনটি দেখা যায় উদ্দীপকের সুরত আলীর আসরে গ্রামের সকল বয়সের লোক যোগাদান করেছে। পুঁথি পাঠক যখন পুঁথি পাঠ করতেন তখন সকলে চুপ থেকে পুঁথি পাঠ শুনতেন। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সাযফুল মূলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত সব পুঁথির নাম। সুতরাং বলা যায়, সুরত আলীর পঠিত বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের পুঁথি সাহিত্যের অংশটি প্রকাশ পেয়েছে।  
ঘ. বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে বাঙালির সংস্কৃতিতে পুঁথি সাহিত্য একটি বিরাট অংশ দখল করে রেখেছে। তৎকালীন সময়ে মুসলমান সমাজে পুঁথি সাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। উদ্দীপকে জ্যোৎস্না রাত্রিতে মোল-বাড়ির উঠানে বেশ বড় রকমের পুঁথি পাঠের আসর জমে উঠে। গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততা ভুলে সেখানে চাটাই বিছিয়ে বসে সুরত আলী পঠিত পুঁথি শোনে। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু, সাযফুল মূলক বদিউজ্জামাল, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথিগুলো বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এছাড়াও আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত।  
বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই পুঁথি সাহিত্য। তখনকার সমাজজীবনে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  
তাই বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পুঁথি সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

#### প্রশ্ন -৯ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্বপনের গ্রামে ফসল কাটার পর বিভিন্ন প্রকার গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই গানের অনুষ্ঠানে বাউল, ভাটিয়ালি গানের আসর ছাড়াও নানা রকম আঞ্চলিক গান হয়ে থাকে। সে গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে, তারা একে অপরের বন্ধু। গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বন্ধন আরও মজবুত হয়। স্বপন বিশ্বাস করে, “সংগীত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।”

- ক. উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কার প্রভাব  
চিরস্মরণীয়? ১  
খ. বাংলার তাঁত শিল্পের সুনাম সম্পর্কে লিখ। ২  
গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের কথা বলা  
হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. সংগীত সম্পর্কে স্বপনের বিশ্বাসের সাথে তুমি  
একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৯নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রভাব চিরস্মরণীয়।

- খ. বাংলার তাঁতশিল্পের সুনাম বহুকালের। সেকালে এদেশের দুকূল, পত্রোর্ণ, শৌম ও কার্পাস কাপড় বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সুস্বাদু ও উন্নতমানের ছিল যে এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।
- গ. উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে। এখানকার মাঠে-প্রান্তরে কৃষক ও নদী-থালে মাঝি গলা ছেড়ে গান গায়। অতীতে হিন্দু সমাজে কীর্তন গান হতো এবং এখনও হয়। তবে বাউল ও ভটিয়ালি গান গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই গেয়ে থাকে। মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গভীরা ইত্যাদি বহু ধরনের লোকগান ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাজুড়ে। শহরাঞ্চলে একসময় খেউড়, খেমটা প্রভৃতি গানের আসর বসত। উদ্দীপকে স্বপনের গ্রামে ফসল কাটার পর গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলার সংগীত শিল্পের কথা বলা হয়েছে।
- ঘ. সংগীত সম্পর্কে স্বপনের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষ অতীতে নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করে চলেছে। উদ্দীপকের স্বপনের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান একে অপরের বন্ধু। তাই হিন্দু-মুসলিম একসাথে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আনন্দ আহ্লাদ একসাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমাদের সংগীতের মূলকথা হলো উদার প্রকৃতি এবং মানুষ। কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমাদের সঙ্গীত সাধনার মধ্যে আল-হরর কথা যেমন আছে তেমনি আছে মানুষের কথা।
- তাই স্বপনের বিশ্বাসের সাথে আমিও একমত হয়ে বলতে পারি, “সংগীত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলে।”

#### প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নকিব তার ভাইয়ের সাথে ‘ক’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে যায় যে প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্বাচন ও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান একুশে বই মেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সে আরও জানতে পারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

[গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কখন হয়? ১
- খ. পুঁথি সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নকিব তার ভাইয়ের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শুধু কি উক্ত প্রতিষ্ঠানই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ◀◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে।
- খ. পুঁথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী ও রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো।
- গ. নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে বেড়াতে গিয়েছিল। বাংলা একাডেমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ও ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে আসছে। বাংলা একাডেমি বাংলা বানান রীতির জন্য বাংলা অভিধান প্রণয়ন করে থাকে। বাংলা একাডেমি একুশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।
- উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে নকিব তার ভাইয়ের সাথে ‘ক’ নামক প্রতিষ্ঠান তথা বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি একুশে বইমেলাসহ সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং নকিব তার ভাইয়ের সাথে বাংলা একাডেমিতে গিয়েছিল।
- ঘ. বাংলা একাডেমিই শুধু জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশে ভূমিকা রাখে না, এরূপ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, গণগ্রন্থাগার, জাতীয় জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্যান, নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘরসহ নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে এ ধরনের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এরকম কয়েকটি উদ্যোগ।
- এছাড়াও অনেক সংগঠন সংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের দেশের এরকম ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের মধ্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা), নজরুল একাডেমি ও ছায়ানট উল্লেখযোগ্য। উদ্দীচা শিল্পী গোষ্ঠী স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই গণসংগীতের চর্চা করে আসছে। খেলাঘর ও কচিকাঁচার আসরের মতো সংগঠনগুলো সারাদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে। এছাড়াও আছে ঢাকা ও সারাদেশে অনেকগুলো নাট্যদল। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন পরিষদ, নাট্য সমন্বয় পরিষদ, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজধানীভিত্তিক ফেডারেশন।
- উলি-খিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বাংলা একাডেমিই জাতির মননচর্চা ও সৃজনশীলতা বিকাশে ভূমিকা রাখে না।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



## প্রশ্ন -১১▶

| শিল্পের নাম | উপাদান                                   |
|-------------|------------------------------------------|
| ক           | কান্তজির মন্দির, সোমপুর বিহার            |
| খ           | মুর্শিদি, বারমাস্যা, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা |

- ক. বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দেশন কী? ১  
 খ. বাংলা একাডেমিকে জাতির মননের প্রতীক বলা হয় কেন? ২  
 গ. ছকের শিল্পকর্মটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩  
 ঘ. বাঙালির সংস্কৃতি বিকাশে ছকের 'খ' শিল্পকর্মের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন -১২▶** বরিশালের পাতাকাটা গ্রামের দরিদ্র নারীরা মিলে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনের নারীরা বেত ও বাঁশ দিয়ে ঝাড়ু, কুলা, শীতলপাটি ইত্যাদি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে। এদের অনেকেই নানা রঙ ও ডিজাইনের কাঁথা তৈরীতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

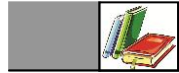
- ক. টেরাকোটা কী? ১  
 খ. 'বাংলা চিরকালই সংগীতের দেশ' ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উক্ত শিল্পকর্ম টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলার নারীদের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

**প্রশ্ন -১৩▶** তাহসিন ও শায়লা একুশের বইমেলায় গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বই দেখছিল। তাহসিন একটি বই খুলে কিছু অজানা বাক্য দেখতে পায়। শায়লা তাহসিনকে বলল, এগুলো আদি বাংলা সাহিত্যের নমুনা। এই সাহিত্যকর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলার অনেক কবি সাহিত্যিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

- ক. শিল্পকলা কাকে বলে? ১  
 খ. পোড়ামাটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. তাহসিনের অজানা বাক্যগুলোতে বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যকর্মের নমুনা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. শায়লার শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন -১৪▶** প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সজীব ও রাজীব বাংলা একাডেমীতে বই মেলায় যায়। বই মেলার এ বর্ণাঢ্য আয়োজন বাঙালী জাতিকে পুরো এক মাস উৎসবমুখর করে রাখে। এছাড়াও পুরো বছর জুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের থাকে নানামুখী সৃজনশীল কর্মতৎপরতা।

- ক. বাংলা চিরকালই কিসের দেশ? ১  
 খ. সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. সজীব ও রাজীবের দেখা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের আয়োজন সত্যিই সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে- উক্তটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪



## অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১৫▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জোহরা বানু মহিলাদের পোশাক তৈরি করেন। তিনি দরিদ্র গৃহিণী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ করছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়েরও খবর রাখেন। একদিন তার ছেলে ইমন টিভিতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে একটি দলের বিচার দেখে জোহরা বানুর নিকট এ ব্যাপারে জানতে চায়। জোহরা বানু বলেন, এসব পাশ্চাত্য এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। [২য় ও ৩য় অধ্যায়]

- ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কতটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়?

১

?

- খ. বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন শিল্পকলার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. ইমনের সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া অপরাধীদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা উপস্থাপন কর। ৪

## ▶▶ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।  
 খ. সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগঘন গান রচিত হয়। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।  
 গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি অংশ দৃশ্যশিল্পের চিত্র ফুটে উঠেছে। দৃশ্যশিল্পের বেশিরভাগই বস্তুগত শিল্প বা সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত। এসব কাজে একটি জাতির চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাতের কাজ, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে



নকশা, শাড়িতে সুই-সুতার কাজ ইত্যাদি দৃশ্যশিল্পের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব কাজে সৃষ্টিশীল দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যেরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ভীপকের জোহরা বানুর মধ্যে। জোহরা বানু দরিদ্র গৃহিনী ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিলাদের পোশাক তৈরি করেন। এসব মূলত বাংলাদেশের শিল্পকলার অংশবিশেষ দৃশ্যশিল্পেরই রূপ।

ঘ. ইমন সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের মানবতা বিরোধী শক্তির বিচারের কথা জানতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। কিন্তু একটি গুপ্ত অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদেরকে মানবতাবিরোধী শক্তিতে পরিণত করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের বিচার আজ সংবাদপত্রের গৌরবময় সংবাদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী শক্তির ভূমিকা ছিল হৃদয়বিদারক মানবতাবিরোধী অপরাধীরা এদেশে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তারা পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতন শুরু করেছিল, যা সারাদেশে ত্রাস সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিতে দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের নিয়ে যেতে গঠন করে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট ‘ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি’। মানবতাবিরোধী অপরাধীরা মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিবাহিনী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে তাদের তালিকা করে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। এছাড়াও শান্তি কমিটি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মতো মারাত্মক অপরাধ করে। এভাবে দেশবিরোধী ও মানবতাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল কিছু এদেশীয় বিভ্রান্ত দালালগোষ্ঠী।

#### প্রশ্ন -১৬৮- নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আকবর খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাকে পীড়া দেয়। একটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে ঘৃণা করতে পারেন না। তিনি মনে করেন ইংরেজরা রাজনীতি আর সামাজিক উন্নয়নকে আলাদা করে দেখত। তার বাড়িতে মাঝে মাঝে পুঁথি পাঠের আসর বসে। তিনি মনে করেন পুঁথি রচনা আমাদের শিল্প সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা। [১ম ও ৩য় অধ্যায়]

- |                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?                                                    | ১ |
| খ. বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বোঝায়?                                                | ২ |
| গ. আকবর খান ইংরেজ শাসনের কোন দিকটির কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।                    | ৩ |
| ঘ. পুঁথি রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা— কথাটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ১৬৯ং প্রশ্নের উত্তর

- ক. পশ্চিৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- খ. সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগপূর্ণ গান রচিত হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেন।
- গ. আকবর খান ইংরেজ শাসনের সামাজিক উন্নয়নের দিকটির কথাই বলেছেন।
- ইংরেজরা এদেশের কৃষি, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থায় তাদের সুবিদাবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। তবে এদেশের শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশেও তাদের অবদান রয়েছে।
- মুনাফা আর সম্পদ পাচার ছিল ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু কতিপয় বিদ্যানুরাগী ইংরেজ প্রশাসকের বদৌলতে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যা এদেশের মানুষকে নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। এতে সমাজে আসে পরিবর্তন। কুসংস্কারের বিপরীতে ঠাঁই পায় মানবতাবোধ। শুরু হয় নবজাগরণ।
- ঘ. ‘পুঁথির’ রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা— কথাটি উদ্ভীপকের আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—
- মুসলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের ব্যাপক কদর ছিল। পারস্য থেকে পাওয়া নানা কল্পকাহিনী এবং রোমান্টিক আখ্যান নিয়ে এগুলো রচিত হতো। সেকালে বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসত, আবার পুঁথি নকল করে সংরক্ষণও করা হতো। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লি-মজনু, সাযফুল মুলক বদিউজ্জামান, জঙ্গনামা ইত্যাদি বিখ্যাত পুঁথির নাম। আলাওল রচিত পদ্মাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ‘পুঁথির’ রচনা আমাদের বাংলা সাহিত্য বিকাশের অন্যতম একটি ধারা।’



#### অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



#### জ্ঞানমূলক

//

প্রশ্ন ১। সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্যের নাম লেখ।

উত্তর : নবাব কাটরা কেল্লা সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ২। পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল কোন ধর্ম শাস্ত্রের?

উত্তর : পালযুগের তালপাতার পুঁথিগুলো ছিল বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের।

প্রশ্ন ৩। বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে কিসের প্রচুর যথেষ্ট কাজ রয়েছে?



উত্তর : বাংলাদেশের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে পোড়ামাটির প্রচুর কাজ রয়েছে।

প্রশ্ন ৪ ॥ মুগা জাতীয় সিন্ধু কী নামে পরিচিত ছিল?

উত্তর : মুগা জাতীয় সিন্ধু পত্রোর্ণ নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন ৫ ॥ কার হাতে বাঙালির নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে।

প্রশ্ন ৬ ॥ চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় কাকে?

উত্তর : চিত্রকলার পথিকৃৎ ধরা হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে।

প্রশ্ন ৭ ॥ বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন কে?

উত্তর : বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্য চর্চার দার উন্মোচন করেন বুলবুল চৌধুরী।

প্রশ্ন ৮ ॥ আব্দুল আলীম লোক সংগীতের কী হিসেবে পরিচিত?

উত্তর : আব্দুল আলীম লোক সংগীতের যুবরাজ হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ৯ ॥ লোকগানের সম্রাট বলা হয় কাকে?

উত্তর : লোকগানের সম্রাট বলা হয় আব্বাসউদ্দিন আহমদকে।

প্রশ্ন ১০ ॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে কোন মহিলার নাম স্মরণীয়?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে জাহানারা ইমামের নাম স্মরণীয়।

## ■ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ॥ বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কী বুঝ?

উত্তর : সুলতানি আমলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাবে বাংলায় কীর্তন গান রচনার জোয়ার আসে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার কাহিনী নিয়ে এসব আবেগঘন গান রচিত হয়। এগুলোকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এ পদাবলীর বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ। অনেক মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করেছেন।

প্রশ্ন ২ ॥ এফ. আর খানকে নিয়ে আমাদের গর্বের কারণ কী?

উত্তর : স্থাপত্যকলায় উৎকর্ষতা অর্জনের জন্যই এফ. আর খান আমাদের গর্ব। স্থাপত্যকলায় চমৎকার ভবন নির্মাণ পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। বিশ্বের বহু বিখ্যাত ভবন ও স্থাপনার নকশার জন্য এফ. আর খান বিখ্যাত। তিনি আমাদের গর্ব।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাংলা স্থাপত্য শিল্পে কখন থেকে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সুলতানি আমল থেকে বাংলা স্থাপত্যশিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে শুরু করে। গম্বুজ ও খিলানসহ মসজিদ তো নির্মিত হয়েছেই, অনেক দপ্তর ও বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে এই রীতিতে। ছোট সোনা মসজিদ, নবাব কাটরা, ঢাকার লালবাগের কুঠি এ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ৪ ॥ বাংলায় বিভিন্ন সময়ে উৎপাদিত কাপড়ের বিবরণ দাও।

উত্তর : বাংলায় বিভিন্ন সময়ে যেসব কাপড় উৎপন্ন হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতানি, সুসিজ, কোসা, মলমল, দুরিয়া, শিরবান্দ ইত্যাদি। বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় এতই সুস্বাদু ও উন্নতমানের ছিল যে, এ কাপড় নিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন ৫ ॥ নাগরিক সংগীতের বিকাশের ধারায় কাদের অবদান উল্লেখযোগ্য?

উত্তর : নিধুবাবু, কালী মির্জা প্রমুখ হয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলার নাগরিক গান উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি” গানটি আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। তিনি এ গানের সুর নিয়েছেন বাউল গানের সুর থেকে। রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে পরবর্তীতে আরও অনেকেই বাংলার নাগরিক গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আপন স্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। মাত্র বিশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি প্রায় ছয় হাজার গান লিখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে।



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. প্রাণীজগতে কোন পর্বের প্রাণির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

- (ক) মলাস্কা (খ) আর্থোপোডা (গ) কর্ডাটা (ঘ) অ্যানেলিডা

৬. কোন প্রাণীর দেহে হিমোসিল থাকে?

- (ক) প্রজাপতি (খ) কেঁচো (গ) জোঁক (ঘ) তারামাছ

৭. কোনটি উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য?

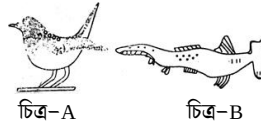
- (ক) বাচ্চা প্রসব করা (খ) বুকে ভর দিয়ে চলা  
(ক) শীতল রক্তবিশিষ্ট (ঘ) ত্বক মসৃণ ও গ্রন্থিযুক্ত

৮. কোন পর্বের প্রাণীরা ‘স্পঞ্জ’ নামে পরিচিত?

- (ক) পরিফেরা (খ) নিডারিয়া (গ) নেমাটোডা (ঘ) মলাস্কা

৯. প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি?  
 (ক) মলাস্কা (খ) পরিফেরা (গ) ভার্টিব্রাটা ● আর্থ্রোপোডা
১০. শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে?  
 ● ক্যারোলাস লিনিয়াস (খ) অ্যারিস্টটল  
 (গ) থিওফ্রাসটাস (ঘ) জন রে
১১. কেঁচো কোন পর্বের প্রাণী?  
 (ক) পরিফেরা (খ) নিডারিয়া (গ) নেমাটোডা ● অ্যানেলিডা
১২. প্লাটিহেলমিনথিস পর্বের রেচন অঙ্গ কী?  
 ● শিখা কোষ (খ) হিমোসিল (গ) নেফ্রিডিয়া (ঘ) টেলোফেজ
১৩. অন্তঃপরজীবীর বৈশিষ্ট্য হলো—  
 (ক) দেহ খণ্ডায়িত (খ) উভয় লিঙ্গ  
 ● এক লিঙ্গ (ঘ) ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়
- Note :** সঠিক উত্তর (খ) ও (গ)  
 কারণ : প্লাটিহেলমিনথিস পর্বের ক্ষেত্রে অন্তঃপরজীবী উভয়লিঙ্গ। নেমাটোডা পর্বের ক্ষেত্রে অন্তঃপরজীবী একলিঙ্গ।
১৪. কোন প্রাণীটি অরীয় প্রতিসম?  
 ● তারামাছ (খ) বিনুক (গ) কাঁকড়া (ঘ) হাইড্রা
১৫. কোন প্রাণীর দেহে শিখা কোষ থাকে?  
 (ক) কাঁকড়া (খ) কেঁচো (গ) গোলকুমি ● ফিতাকুমি
১৬. অদ্যবধি কত লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে?  
 ● ১৫ (খ) ১২ (গ) ১৩ (ঘ) ১১
১৭. অ্যানিম্যালিয়া জগৎকে কয়টি পর্বে ভাগ করা যায়?  
 (ক) ৫ (খ) ৬ (গ) ৭ ● ৯
১৮. কোন প্রাণীটির দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত?  
 (ক) হাইড্রা (খ) প্রজাপতি ● স্কাইফা (ঘ) যকৃত কুমি
১৯. কর্ডটাকে কয়টি উপপর্বে বিভক্ত করা হয়?  
 (ক) ২ ● ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
২০. একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণী কোনটি?  
 ● তারামাছ (খ) আরশোলা (গ) হাইড্রা (ঘ) শামুক
২১. কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক?  
 (ক) নেমাটোডা (খ) অ্যানেলিডা (গ) আর্থ্রোপোডা ● একাইনোডার্মাটা
২২. কোন প্রাণীর দেহ নলাকার ও খণ্ডায়িত?  
 ● কেঁচো (খ) চিংড়ি (গ) বিনুক (ঘ) গোলকুমি
২৩. সিঁটা কোনটির চলনঙ্গ?  
 ● কেঁচো (খ) শামুক (গ) টিকটিকি (ঘ) সাপ
২৪. নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ পাওয়া যায় কোন প্রাণীতে?  
 (ক) শামুক (খ) ফিতাকুমি ● জেঁক (ঘ) হাইড্রা
২৫. কোনটি স্তন্যপায়ী প্রাণী?  
 (ক) দোয়েল ● উট (গ) কুমির (ঘ) টিকটিকি
২৬. কোন প্রাণীটির দেহ প্রায়কয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত?  
 ● হাঙ্গর (খ) পেট্রোমাইজন (গ) অ্যাসিডিয়া (ঘ) ইলিশ মাছ
২৭. তারামাছ কোন পর্বের প্রাণী?  
 (ক) আর্থ্রোপোডা (খ) মলাস্কা  
 ● একাইনোডার্মাটা (ঘ) অ্যানেলিডা
২৮. কর্ডটা পর্বকে কয়টি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে?  
 (ক) একটি (খ) দুটি ● তিনটি (ঘ) চারটি
২৯. কোন পর্বের প্রাণীতে নিডোব্লাস্ট থাকে?  
 ● নিডারিয়া (খ) পরিফেরা (গ) মলাস্কা (ঘ) অ্যানেলিডা
৩০. নিচের কোনটি ইউরোকর্ডাটা?  
 (ক) পেট্রোমাইজন ● অ্যাসিডিয়া (গ) ব্র্যাক্কিওস্টোমা (ঘ) ইলিশ
৩১. নিচের কোন প্রাণীটির পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ?  
 ● যকৃত কুমির (খ) ফাইলেরিয়া কুমির

৩২. নিচের কোনটি হাইড্রার একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়?  
 (গ) গোলকুমির (ঘ) কেঁচোকুমির  
 (ক) এক্টোডার্ম (খ) এন্ডোডার্ম ● সিলেন্টেরন (ঘ) কোষস্তর
৩৩. গোলকুমি বাস করে মানুষের—  
 (ক) পাকস্থলীতে ● অত্রে (গ) বৃকে (ঘ) মস্তিষ্কে
৩৪. সরীসৃপ প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য কোনটি?  
 (ক) ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে  
 (খ) এদের শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে  
 ● এরা বৃকে ভর দিয়ে চলে  
 (ঘ) চার পায়ে তিনটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে
৩৫. কোন শ্রেণির প্রাণীগুলো বৃকে ভর দিয়ে চলে?  
 (ক) মৎস্যকুল (খ) পক্ষীকুল (গ) উভচর ● সরীসৃপ
৩৬. কোন পর্বের প্রাণীদের রেচন অঙ্গের নাম নেফ্রিডিয়া?  
 ● অ্যানেলিডা (খ) নেমাটোডা (গ) নিডারিয়া (ঘ) পরিফেরা
৩৭. প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম—  
 i. দুটি পদবিশিষ্ট ii. ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়  
 iii. ল্যাটিন ভাষায় লিখতে হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৮. সামুদ্রিক প্রাণী—  
 i. ডলফিন ii. তারা মাছ iii. হাঙ্গর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) ii (গ) iii ● i, ii ও iii
৩৯. একাইনোডারমাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য—  
 i. এদের দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত ii. দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত  
 iii. দেহ খণ্ডায়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪০. গোলকুমি—  
 i. উভলিঙ্গ ii. অন্তঃপরজীবী iii. দেখতে নলাকার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪১. কেঁচোর বৈশিষ্ট্য—  
 i. নেফ্রিডিয়া ii. খণ্ডায়িত দেহ iii. পুঞ্জাক্ষি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ● i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii
৪২. অন্য জীবের দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করতে পারে—  
 i. পরভোজী ii. পরজীবী iii. অন্তঃপরজীবী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) i ও ii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের চিত্রগুলো লক্ষ করে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৪৩. চিত্র- B প্রাণীটির শ্রেণিভুক্ত কোনটি?  
 ● হাঙ্গর (খ) ইলিশ (গ) কুমির (ঘ) সি-হর্স
৪৪. A প্রাণীটির শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য হলো—  
 i. এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণী ii. এদের ডানা ও চঞ্চু বিদ্যমান  
 iii. শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৫ ও ৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও

তানহা প্রজাপতির ছবি আঁকতে খুবই পছন্দ করে এবং সে জানে যে, মানুষ সর্বভুক প্রাণী।

৪৫. তানহা যে প্রাণীটির ছবি আঁকতে পছন্দ করে সে প্রাণীটি কোনটি?

- (ক) নিডারিয়া      (খ) নেমাটোডা      (গ) অ্যানেলিডা      ● আরথ্রোপোডা

৪৬. উদ্দীপকের দ্বিতীয় প্রাণীটি *Mammalia* শ্রেণিভুক্ত, কারণ—

- i. চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে      ii. শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে  
iii. হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পার্শ্ব ১ : প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস



#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭. বৈজ্ঞানিক নামের অংশ কয়টি? [যশোর জিলা স্কুল]  
(ক) ১      ● ২      (গ) ৩      (ঘ) ৪
৪৮. ক্যারোলাস লিনিয়াস পেশায় কী ছিলেন?  
[ডা. খান্দগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]  
● প্রকৃতিবিজ্ঞানী      (খ) চিকিৎসাবিজ্ঞানী      (গ) পদার্থবিজ্ঞানী      (ঘ) রসায়নবিদ
৪৯. দ্বিপদ-নামকরণের প্রবর্তক কে? [বরিশাল জিলা স্কুল]  
● ক্যারোলাস লিনিয়াস      (খ) অ্যারিস্টটল  
(গ) হুকার      (ঘ) জন রে
৫০. জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম কোন ভাষায় লিখতে হয়?  
[বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) ইতালীয় ভাষায়      ● ল্যাটিন ভাষায়  
(গ) বৈজ্ঞানিক ভাষায়      (ঘ) ফরাসি ভাষায়
৫১. দ্বিপদ নামকরণে কোন অংশটি অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)  
(ক) পর্ব      (খ) শ্রেণি      ● গণ      (ঘ) বর্গ
৫২. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম নিচের কোনটি? (জ্ঞান)  
(ক) *Hydra Vulgaris*      (খ) *Taenia Solium*  
● *Homo sapiens*      (ঘ) *Bufo melanostictus*
৫৩. কোন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন? (জ্ঞান)  
(ক) অ্যারিস্টটল      (খ) জন রে  
(গ) থিওফ্রাস্টাস      ● ক্যারোলাস লিনিয়াস
৫৪. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens*-এর *sapiens* কী? (অনুধাবন)  
(ক) গোত্র      ● প্রজাতি      (গ) গণ      (ঘ) উপ প্রজাতি
৫৫. শ্রেণিবিন্যাসে কিসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য      (খ) খাদ্যাভ্যাস  
● সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য      (ঘ) জীবের বাসস্থান



#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৬. বৈজ্ঞানিক নাম লিখা হয়— [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট]  
i. ল্যাটিন ভাষায়      ii. গ্রিক ভাষায়      iii. ইংরেজি ভাষায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
৫৭. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস এর ভিত্তি হলো— (অনুধাবন)  
i. প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

- ii. বিভিন্ন প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক  
iii. বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যকার মিল-অমিল  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৫৮. শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন— (অনুধাবন)

- i. জন রে      ii. অ্যারিস্টটল  
iii. ক্যারোলাস লিনিয়াস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৫৯. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. বিভিন্ন প্রাণীদের গোষ্ঠীভুক্ত করা  
ii. পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা  
iii. নতুন প্রজাতি শনাক্ত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ii      খ) i ও ii      গ) i ও iii      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপক থেকে ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিক্ষক শ্রেণিবিন্যাসের নিয়মাবলি পড়ানোর সময় বললেন যে, জীবের নামকরণ করা হয় একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বোর্ডে ব্যাঙের বৈজ্ঞানিক নাম লিখলেন।

৬০. শিক্ষকের লেখা নামের প্রথম অংশটিকে কী বলে? (প্রয়োগ)

ক) প্রজাতি      খ) পর্ব      ● গণ      ঘ) পরিবার

৬১. শিক্ষকের বোর্ডে লেখা নামটি— (প্রয়োগ)

- i. ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়      ii. ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়  
iii. দুটি পদ বিশিষ্ট হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

### পাঠ ২-৫ : অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬২. হাইড্রার দেহগহ্বরকে কী বলে?

[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

● সিলেন্টেরন      খ) এক্টোডার্ম      গ) এন্ডোডার্ম      ঘ) নিডোব্লাস্ট

৬৩. কোনটির দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত? [সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) কেঁচো      খ) হাইড্রা      ● স্পঞ্জিলা      ঘ) তারামাছ

৬৪. শিকাকোষ থাকে কোন পর্বের? [রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক) পরিফেরা      খ) নিডারিয়া

● প্লাটিহেলমিনথিস      ঘ) অ্যানেলিডা

৬৫. কোন প্রাণী মলাস্কা পর্বের? [রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক) ফিতাকৃমি      খ) গোলকৃমি      গ) হাইড্রা      ● শামুক

৬৬. ওবেলিয়া কোন পর্বের প্রাণী?

[রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) কডাঁটা      খ) পরিফেরা      ● নিডারিয়া      ঘ) নেমাটোডা

৬৭. জোঁকের দেহের প্রতিটি খণ্ডে বিদ্যমান সিটার কাজ কী? [রংপুর জিলা স্কুল]

ক) খাদ্য পরিপাক সাহায্য করা      খ) শ্বসনে সহায়তা করা

● চলাচলে সহায়তা করা      ঘ) দেহ রক্ষা করা

৬৮. ফিতাকৃমি কোন পর্বের প্রাণী? [শেরপুর সরকারি ডিস্ট্রিক্টরিয়া একাডেমি]

● প্লাটিহেলমিনথিস      খ) নেমাটোডা

গ) অ্যানেলিডা      ঘ) আর্থ্রোপোডা

৬৯. অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীদের দেহে বিদ্যমান রেচন অঙ্গের নাম কী?

- [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
১০. **ক** নিডোল্লাস্ট **খ** হিমোসিল **●** নেফ্রিডিয়া **ঘ** নটোকর্ড  
নেমাটোডার অপর নাম কী? [শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
১১. **ক** অ্যানেলিডা **খ** প্লাটিহেলমিনথিস  
**●** নোমথেলমিনথিস **ঘ** কর্ডাটা  
স্পঞ্জিলার পুষ্টি অঙ্গ কোনটি? [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
১২. **ক** ফ্লাজেলা **খ** পাকস্থলী **●** দেহপ্রাচীর **ঘ** চোষক  
সংখ্যার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ পর্বের প্রাণী কোনটি?  
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]
১৩. **ক** চিংড়ি **খ** তারামাছ **গ** মানুষ **ঘ** ফিতাকুমি  
একাইনোডার্মাটা পর্বের প্রাণীরা কিসের সাহায্যে চলাচল করে?  
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]
১৪. **ক** পানি সংবহনতন্ত্র **খ** ফুসফুস  
**গ** ফ্লাজেলা **●** নালিপদ  
এন্টোডার্মে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ কোনটি?  
[বালকাঠি সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
১৫. **ক** সিলোম **খ** ট্রাকিয়া **●** নিডোল্লাস্ট **ঘ** হিমোসিল  
কোন প্রাণীর দেহ দুটি জ্ঞণীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত?  
[ডা. খান্দগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
১৬. **ক** যকৃতকুমি **খ** জোঁক **●** হাইড্রা **ঘ** মলাস্কা  
কোনটি কেঁচোর চলাচলে সাহায্য করে? [উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
১৭. **ক** নালিপদ **●** সিঁটা **গ** ক্ষণপদ **ঘ** অ্যান্টেনা  
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে নিচের কোন প্রাণীটি বসবাস করে?  
[বালকাঠি সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
১৮. **ক** হাইড্রা **●** কেঁচো **গ** কাঁকড়া **ঘ** ওবেলিয়া  
নেফ্রিডিয়া কী ধরনের কাজ সম্পাদন করে? [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
১৯. **ক** পরিবহন **খ** পরিপাক **●** রেচন **ঘ** শ্বসন  
সমুদ্রশা কোন পর্বভুক্ত প্রাণী? [উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
২০. **ক** মলাস্কা **খ** পরিফেরা  
**গ** নিডারিয়া **●** একাইনোডারমাটা  
দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত কোনটির? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
২১. **ক** শামুক **খ** বিনুক **গ** কাঁকড়া **●** সমুদ্র শশা  
কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্লাটিহেলমিনথিস পর্বের প্রাণীরা অন্য প্রাণীর দেহে টিকে থাকতে সক্ষম হয়?  
[বরিশাল জিলা স্কুল]
২২. **ক** দেহ চ্যাপ্টা **●** দেহে চোষক ও আংটা থাকে  
**গ** দেহ কিউটিকল দ্বারা আবৃত **ঘ** দেহে শিকাকোষ থাকে  
কোন পর্বের প্রাণী অন্তঃপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বাস করে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
২৩. **ক** অ্যানেলিডা **খ** পরিফেরা **গ** মলাস্কা **●** নেমাটোডা  
কোনটি নেমাটোডা পর্বের প্রাণী? [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
২৪. **ক** ফাইলেরিয়া কুমি **খ** জোঁক  
**গ** সমুদ্রশশা **ঘ** কাঁকড়া  
প্লাটিহেলমিনথিস ও নেমাটোডা পর্বের প্রাণীদের মিল কোথায়?  
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
২৫. **ক** উভয়লিঙ্গী **খ** বাসস্থান **●** পরজীবী **ঘ** শ্বসনতন্ত্র উপস্থিত  
আমাদের অন্ত্রে কোন পর্বের প্রাণীরা বাস করতে সক্ষম?  
[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজ]
২৬. **ক** নিডারিয়া **●** নেমাটোডা **গ** অ্যানেলিডা **ঘ** কর্ডাটা  
হিমোসিল কোন পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
২৭. **ক** পরিফেরা **খ** নিডারিয়া **গ** নেমাটোডা **●** আর্থ্রোপোডা  
কোন প্রাণীর দেহে হিমোসিল থাকে? [জামালপুর জিলা স্কুল]

- প্রজাপতি (খ) কেঁচো (গ) জোক (ঘ) তারামাছ
৮৮. ফিতাকুমির দেহ আবৃতকারী উপাদানের নাম কী?  
[গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
- (ক) শিখা কোষ ● কিউটিকল (গ) নিডোব্লাস্ট (ঘ) নেফ্রিডিয়া
৮৯. মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের শনাক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?  
[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
- দেহ নরম (খ) দেহ নরম খোলসে আবৃত  
(গ) দেহ স্থায়িত (ঘ) দেহে হিমোসিল বিদ্যমান
৯০. নিচের কোন প্রাণীটি **Annelida** পর্বের উদাহরণ?  
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
- কেঁচো (খ) কেঁচো কৃমি (গ) ফিতা কৃমি (ঘ) স্পনজিলা
৯১. শিখাকোষ নামক কোষ দ্বারা রেচন কাজ সম্পাদন করে কোন প্রাণীটি? (অনুধাবন)
- ফিতাকৃমি (খ) কেঁচো (গ) হাইড্রা (ঘ) জোক
৯২. পেশিবহুল পা দিয়ে চলাচল করে কোন প্রাণী? (অনুধাবন)
- (ক) জোক (খ) তারা মাছ ● বিনুক (ঘ) আরশোলা
৯৩. কোন পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক? (জ্ঞান)
- (ক) পরিফেরা ● একাইনোডারমাটা (গ) নিডারিয়া (ঘ) কর্ডাটা
৯৪. দেহে চোষক ও আঁটা থাকে কোন পর্বের প্রাণীর? (জ্ঞান)
- (ক) পরিফেরা (খ) নিডারিয়া ● প্লাটিহেলমিনথিস (ঘ) নেমাটোডা
৯৫. নিডারিয়া পর্বের আদি নাম কী? (জ্ঞান)
- (ক) অস্টিকথিস (খ) প্লাটিহেলমিনথিস ● সিলেন্টারেটা (ঘ) নেমাটোডা
৯৬. কোন পর্বের প্রাণীরা বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী হিসেবে থাকে? (জ্ঞান)
- (ক) নেমাটোডা ● প্লাটিহেলমিনথিস (গ) অ্যানেলিডা (ঘ) নিডারিয়া
৯৭. কোন পর্বের প্রাণীদের দেহ নলাকার? (জ্ঞান)
- নেমাটোডা (খ) কর্ডাটা (গ) আর্থ্রোপোডা (ঘ) নিডারিয়া
৯৮. কোন প্রাণীর একটোডার্মে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিডোব্লাস্ট কোষ থাকে? (অনুধাবন)
- (ক) তারামাছ ● হাইড্রা (গ) স্কাইফা (ঘ) ফিতাকৃমি
৯৯. শিখাকোষ এর কাজ কী? (অনুধাবন)
- (ক) শ্বসন (খ) পরিপাক ● রেচন (ঘ) শিকার ধরা
১০০. সিলেন্টেরন কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
- ওবেলিয়া (খ) স্কাইফা (গ) স্পঞ্জিলা (ঘ) তারামাছ
১০১. নিচের কোনটির পৌষ্টিক নালি সম্পূর্ণ, মুখ ও পায়ুছিদ্র আছে? (অনুধাবন)
- (ক) ফিতাকৃমি (খ) যকৃতকৃমি ● গোলকৃমি (ঘ) হাইড্রা
১০২. কোন প্রাণীর মাথায় একজোড়া গুঞ্জাক্ষি থাকে? (অনুধাবন)
- (ক) শামুক (খ) বিনুক (গ) কেঁচো ● চিংড়ি
১০৩. হিমোসিল কী? (জ্ঞান)
- (ক) সিলোম (খ) সিটা ● রক্তপূর্ণগহ্বর (ঘ) শিখাকোষ
১০৪. তারামাছের চলাচলের অঙ্গ কী? (জ্ঞান)
- নালিপদ (খ) সিটা (গ) পাখনা (ঘ) টেনট্যাকল
১০৫. কাঁকড়া কোন পর্বের প্রাণী? (জ্ঞান)
- (ক) অ্যানেলিডা ● আর্থ্রোপোডা (গ) কর্ডাটা (ঘ) একাইনোডারমাটা
১০৬. অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত দেহপ্রাচীর বিশিষ্ট প্রাণী কোনটি? (অনুধাবন)
- স্কাইফা (খ) হাইড্রা (গ) আরশোলা (ঘ) তারামাছ
১০৭. হাইড্রার দেহের কোষ কত স্তরবিশিষ্ট? (অনুধাবন)
- (ক) এক ● দুই (গ) তিন (ঘ) চার
১০৮. নরমদেহ শক্ত কাইটিন দ্বারা আবৃত প্রাণী কোনটি? (অনুধাবন)
- (ক) শামুক (খ) সাপ ● চিংড়ি (ঘ) তারামাছ
১০৯. আরশোলার দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বরটির নাম কী? (জ্ঞান)
- (ক) সিলোম (খ) সিলেন্টেরন (গ) রক্তগহ্বর ● হিমোসিল
১১০. দ্বিস্তর কোষবিশিষ্ট প্রাণীর পর্ব কোনটি? (অনুধাবন)
- নিডারিয়া (খ) পরিফেরা (গ) অ্যানেলিডা (ঘ) কর্ডাটা

১১১. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলোর মধ্যে সন্ধিপদ প্রাণী কোনটি? (অনুধাবন)  
 (ক) হাস্র (খ) টিকটিকি (গ) চিংড়ি (ঘ) তারামাছ
১১২. নালিকাপদ দেখা যায় কোনটিতে? (অনুধাবন)  
 (ক) বিনুকে (খ) মাছে (গ) হাইড্রায় (ঘ) সমুদ্রশশা
১১৩. পর্ব পরিফেরার বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)  
 (ক) দেহ মস্তক ও উদরে বিভক্ত (খ) দেহ খণ্ডায়িত  
 (গ) দেহ প্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত (ঘ) দেহ লোম আবৃত
১১৪. পুঞ্জাণ্ড কোন পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য? (জ্ঞান)  
 (ক) মলাস্কা (খ) একাইনোডারমাটা (গ) কর্ডাটা (ঘ) আর্থ্রোপোডা
১১৫. কোন পুঞ্জাণ্ড প্রাণীর মাথা অঙ্কীয়দেশ ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় না? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্রাঙ্কিওস্টোমা (গ) সিমুদ্রশশা (ঘ) কেঁচো (জ) কেঁচোকুমি
১১৬. কোনটি সঠিক জোড়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কেঁচো-প-টিহেলমিনথিস (গ) কেঁচো-অ্যানেলিডা  
 (খ) রেশম পোকা-অ্যানেলিডা (ঘ) শামুক-একাইনোডারমাটা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. যকৃত কুমির বৈশিষ্ট্য— [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা]  
 i. দেহ কাইটিন দ্বারা গঠিত ii. পৌষ্টিক নালী অসম্পূর্ণ  
 iii. শ্বসন অঙ্গ শিখাকোষ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) iii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii
১১৮. সন্ধিপদী প্রাণীদের— [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. মাথায় পুঞ্জাঙ্কি থাকে ii. দেহে হিমোসিল বিদ্যমান  
 iii. শক্ত দেহ আবরণী রয়েছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১১৯. নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের— [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. পরিবহন ও সংবহন অঙ্গ নেই ii. দুটি জোড় কোষস্তর রয়েছে  
 iii. সিলেন্টেরন রয়েছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২০. স্পঞ্জিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)  
 i. সরলতম বহুকোষী ii. দেহপ্রাচীর ছিদ্রযুক্ত  
 iii. দেহে সুগঠিত কলা রয়েছে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২১. নিডোব্লাস্ট কোষ যে কাজে অংশ নেয়— (অনুধাবন)  
 i. শিকার ধরা ii. চলাচল iii. আত্মরক্ষা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২২. আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের— (অনুধাবন)  
 i. সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ থাকে ii. দেহ নলাকার  
 iii. দেহ কাইটিন নির্মিত আবরণ দ্বারা আবৃত  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) i ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii
১২৩. অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীর— (অনুধাবন)  
 i. দেহ খণ্ডায়িত ও নলাকার ii. শিখাকোষ রেচনের কাজ করে  
 iii. সিটার দ্বারা চলাচল করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?



ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র থেকে ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি]

১২৪. প্রাণীটির নাম কী?

- ক স্পঞ্জিলা                      খ তারামাছ                      গ শামুক                      ● হাইড্রা

১২৫. এই প্রাণীর দেহ গহ্বরকে কী বলে?

- ক হিমোসিল                      খ সিলোম                      ● সিলেন্টেরন                      ঘ ওবেলিয়া

নিচের চিত্র থেকে ১২৬ ও ১২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]

১২৬. চিত্রের প্রাণীটি কোন পর্বের?

- নেমাটোডা                      খ অ্যানেলিডা                      গ আর্থ্রোপোডা                      ঘ মলাস্কা

১২৭. এই পর্বের প্রাণীরা—

- i. মাটি ও পানিতে বাস করে                      ii. একলিঙ্গ

iii. সম্পূর্ণ পৌষ্টিক নালিবিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

### পাঠ ৬-৮ : মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৮. সি-হর্স কোন পর্বের প্রাণী?

[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক Cephalochordata                      খ Cyclostomata  
গ Chondrichthyes                      ● Osteichthyes

১২৯. শীতল রক্তের প্রাণী কোনটি?

[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- সোনাব্যাঙ                      খ হাঁস                      গ মানুষ                      ঘ বাঘ

১৩০. কোন বৈশিষ্ট্য কর্ডাটা শনাক্তকরণে অধিক প্রযোজ্য?

[খুলনা জিলা স্কুল]

- ক দেহ লোম দ্বারা আবৃত  
● স্ত্রী প্রাণীরা বাচ্চা প্রসব করে  
গ পৃষ্ঠীয় দেশ বরাবর নটোকর্ডের অবস্থান  
ঘ পৃষ্ঠীয় দেশ বরাবর কশেরুকা উপস্থিত

১৩১. কানকো থাকে না নিচের কোনটিতে? [খুলনা জিলা স্কুল]

- ক ইলিশ মাছ                      খ শিং মাছ                      গ ট্যাংরা মাছ                      ● হাতুড়ি মাছ

১৩২. বাঘের হৃৎপিণ্ড কয় প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট? [খুলনা জিলা স্কুল]

- ক ১                      খ ২                      গ ৩                      ● ৪

১৩৩. অ্যাসিডিয়া কোন পর্ব বা উপপর্বের প্রাণী? [জামালপুর জিলা স্কুল]

- ক ভার্টিব্রাটা                      খ সেফালোকর্ডাটা  
● ইউরোকর্ডাটা                      ঘ একাইনোডারমাটা

১৩৪. ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় কোন শ্রেণি?

[বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক এভিস                      খ সরীসৃপ                      গ মলাস্কা                      ● অসটিকথিস

১৩৫. কনড্রিকথিস শ্রেণি কোন উপপর্বের অন্তর্গত? [জামালপুর জিলা স্কুল]  
 ● ভার্টিব্রাটা (খ) সেফালোকর্ডাটা  
 (গ) ইউরোকর্ডাটা (ঘ) অ্যানিম্যালিয়া
১৩৬. ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে কোনটির? (অনুধাবন)  
 (ক) সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর ● পাখির  
 (গ) ব্যাঙের (ঘ) সাপের
১৩৭. নিচের কোন প্রাণীর জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) শামুক ● কুনোব্যাঙ (গ) কেঁচো (ঘ) আরশোলা
১৩৮. উভচর প্রাণী কোনটি? (অনুধাবন)  
 ● ব্যাঙ (খ) সাপ (গ) কুমির (ঘ) উদবিড়াল
১৩৯. কোন প্রাণীটির দেহে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নটোকর্ড থাকে না? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্রাঙ্কিওস্টোমা (খ) সাপ (গ) মানুষ ● অ্যাসিডিয়া
১৪০. কোনটির দেহ সাইক্লোয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত? (প্রয়োগ)  
 ● ইলিশ (খ) হাস্পর (গ) করাত মাছ (ঘ) কুনোব্যাঙ
১৪১. কোন প্রাণীর মাথার দু'পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) হাস্পর (খ) তিমি ● ইলিশ (ঘ) করাত মাছ
১৪২. অসটিকথিস শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণী কোনটি? (অনুধাবন)  
 (ক) বাঘ (খ) টিকটিকি (গ) কুনোব্যাঙ ● ইলিশ মাছ
১৪৩. নটোকর্ড থাকে কোন পর্বের প্রাণীতে? (জ্ঞান)  
 (ক) মলাস্কা (খ) আর্থ্রোপোডা  
 ● কর্ডাটা (ঘ) একাইনোডারমাটা
১৪৪. ব্রাঙ্কিওস্টোমা কর্ডাটার কোন উপপর্বের প্রাণী? (জ্ঞান)  
 (ক) ইউরোকর্ডাটা ● সেফালোকর্ডাটা  
 (গ) ভার্টিব্রাটা (ঘ) সাইক্লোস্টোমাটা
১৪৫. অসটিকথিস শ্রেণির প্রাণীগুলো কিসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়? (জ্ঞান)  
 ● ফুলকা (খ) সিলেন্টেরন (গ) ফুসফুস (ঘ) ত্বক
১৪৬. নিচের কোনটিতে প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকা রক্ত ও পৃষ্ঠীয় ফাঁপা মেরুরজ্জু থাকে? (অনুধাবন)  
 ● অ্যাসিডিয়া (খ) ইলিশ মাছ (গ) হাস্পর (ঘ) পেট্রোমাইজন
১৪৭. কোন প্রাণীর লেজে নটোকর্ড থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) পেট্রোমাইজন ● অ্যাসিডিয়া  
 (গ) ব্রাঙ্কিওস্টোমা (ঘ) মিল্লিন
১৪৮. কোন প্রাণীর দেহে সারা জীবনই নটোকর্ড থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) পেট্রোমাইজন (খ) অ্যাসিডিয়া  
 ● ব্রাঙ্কিওস্টোমা (ঘ) হাতুড়ি মাছ
১৪৯. গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) ৩ (খ) ৫ ● ৭ (ঘ) ৯
১৫০. কোনটির মুখচ্ছিদ্র গোলাকার ও চোয়ালবিহীন? (অনুধাবন)  
 ● পেট্রোমাইজন (খ) অ্যাসিডিয়া (গ) ব্রাঙ্কিওস্টোমা (ঘ) হাতুড়ি মাছ
১৫১. কোন শ্রেণির সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে? (জ্ঞান)  
 (ক) অসটিকথিস ● কনড্রিকথিস  
 (গ) সাইক্লোস্টোমাটা (ঘ) এভিস
১৫২. কোন শ্রেণির প্রাণীদের মাথার দু পাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) সাইক্লোস্টোমাটা ● কনড্রিকথিস  
 (গ) অসটিকথিস (ঘ) ভার্টিব্রাটা
১৫৩. কোনটি কনড্রিকথিস শ্রেণির প্রাণীর উদাহরণ? (জ্ঞান)  
 ● করাত মাছ (খ) পাবদা মাছ  
 (গ) মাগুর মাছ (ঘ) কুনোব্যাঙ

[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

i. বায়ুথলি আছে ii. সামনের পা ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে

iii. হাড় শক্ত ও ফাঁপা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৫. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে— [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. অনেক প্রজাতি জলে ও ডাঙ্গায় বাস করে

ii. কেউই পরজীবী নয়

iii. কিছু প্রজাতি বহিঃপরজীবী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৬. মৎস্যকুলের অন্তর্ভুক্ত— [গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]

i. কন্ড্রিকথিস

ii. অসটিকথিস iii. সাইক্লোস্টোমাটা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৭. শ্রেণিবিন্যাস করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রাণীর উপপর্ব জানতে হয় সেগুলো হলো— [বরিশাল জিলা স্কুল]

i. ব্যাঙ, সাপ

ii. মানুষ, মাছ iii. বানর, কেঁচো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৮. করাত মাছের—

(অনুধাবন)

i. কঙ্কাল তরুণাঙ্ঘ্রিময়

ii. দেহ প্ল্যাকয়েড আইশ দ্বারা আবৃত

iii. ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রের আলোকে ১৫৯ ও ১৬০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ডা. খান্ডগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

১৫৯. চিত্রের প্রাণীটি কোন পর্বভুক্ত?

ক) কর্ডাটা খ) পরিফেরা গ) অ্যানেলিডা ঘ) নিডারিয়া

১৬০. প্রাণীটির দেহে উপস্থিত—

i. নটোকর্ড

ii. নেফ্রিডিয়া iii. ফাঁপা মেরুরজ্জু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ ৯ : শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬১. প্রাণীর দ্বিপদ নামের দুটি অংশের একটি প্রজাতি হলে অপরটি কী?

[খুলনা জিলা স্কুল]

ক) পর্ব খ) শ্রেণি গ) বর্গ ঘ) গণ

১৬২. শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ কোনটি?

[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

ক) জগৎ খ) বর্গ গ) গণ ঘ) প্রজাতি

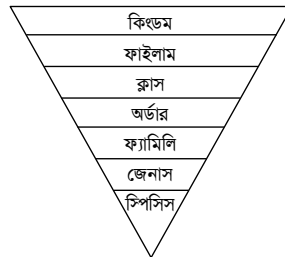
১৬৩. প্রাজিজগৎ কী নামে পরিচিত? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) পর্ব (খ) প্রজাতি (●) কিংডম (ঘ) ফ্যামিলি
১৬৪. শ্রেণিবিন্যাসে সর্বোচ্চ একক কী? (জ্ঞান)  
 (ক) পর্ব (●) জগৎ (গ) শ্রেণি (ঘ) ভার্টিব্রাটা
১৬৫. একটি প্রাণিকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত কয়টি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ২টি (খ) ৪টি (●) ৭টি (ঘ) ৮টি
১৬৬. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের প্রথম ধাপ কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) বর্গ (খ) শ্রেণি (গ) পর্ব (●) জগৎ
১৬৭. প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের ধাপ 'বর্গ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? (জ্ঞান)  
 (●) Order (খ) Class (গ) Phylum (ঘ) Kingdom
১৬৮. মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসে ৭টি ধাপ ছাড়াও অপর কোন বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) Sub-Order (খ) Sub-Family (●) Sub-Phylum (ঘ) Sub-Kingdom
১৬৯. নতুন প্রজাতির প্রাণী শনাক্ত করার জন্য কোনটি অপরিহার্য (জ্ঞান)  
 (●) শ্রেণিবিন্যাস (খ) প্রজনন পদ্ধতি  
 (গ) জীনগত বৈশিষ্ট্য (ঘ) খাদ্যাভ্যাস
১৭০. শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে কোনটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? (অনুধাবন)  
 (●) প্রাণিকুলের পরিবর্তন (খ) প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা  
 (গ) প্রাণিকুলের সৃষ্টি রহস্য (ঘ) প্রাণিকুলের জৈববৈচিত্র্য

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭১. শ্রেণিবিন্যাসের দ্বারা জানতে পারি— [বরিশাল জিলা স্কুল]  
 i. জীবের মধ্যকার মিল অমিল ii. জীবের সৃষ্টির রহস্য  
 iii. জীবের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (●) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৭২. শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহকে জানা যায়— (অনুধাবন)  
 i. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ii. অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে  
 iii. অল্প সময়ে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ত্রিভুজ চিত্র দেখ এবং ১৭৩ ও ১৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৭৩. উপরের চিত্রে সবচেয়ে কম জীব কোন ধাপে থাকবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) ফ্যামিলিতে (খ) ক্লাসে (গ) জেনাসে (●) স্পিসিসে
১৭৪. উপরের চিত্রে কোনটিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের জীব থাকবে? (অনুধাবন)  
 (ক) অর্ডারে (খ) ডিভিশনে (●) কিংডমে (ঘ) ক্লাসে



### এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১৭৫. দেহগহ্বর অনাবৃত— (অনুধাবন)  
 i. ইউরোকর্ডাটার ii. পেট্রোমাইজনের  
 iii. ফাইলেরিয়া কৃমির



- ক. শ্রেণিবিন্যাস হলো জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতি।
- খ. উদ্ভিদ বা প্রাণীর জেনাস বা গণ নামের পরে একটি প্রজাতিক পদ যুক্ত করে সর্বমোট দুটি পদ সহযোগে যে নামকরণ করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক নামকরণ বা দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়।  
মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens*। এখানে *Homo* হলো গণ নাম আর *sapiens* হলো প্রজাতিক পদ।
- গ. *P* প্রাণীটি অ্যানিম্যালিয়া (*Animalia*) জগতের আর্থ্রোপোডা (*Arthropoda*) পর্বের প্রাণী।  
এই পর্বটি প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উড়তে পারে। এরা অমেরুদণ্ডী।  
*P* প্রাণীটি ঘাসফড়িং। এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো :

১. দেহ অক্ষয়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
২. মাথায় একজোড়া পুঞ্জাণ্ণ ও অ্যান্টেনা থাকে।
৩. নরম দেহ শক্ত কাইটিন সমৃদ্ধ আবরণী দ্বারা আবৃত।
৪. এর দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।

- ঘ. *P* প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী শ্রেণির আর *Q* প্রাণীটি মেরুদণ্ডী শ্রেণির অন্তর্গত। প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ হলো এদের মেরুদণ্ডের ভিন্নতা।

আমরা জানি, মেরুদণ্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রাণিজগৎকে দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা :-  
অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী।

***P* প্রাণীটির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :**

১. এর মেরুদণ্ড নেই।
২. কঙ্কালতন্ত্র সুগঠিত নয়।
৩. চোখ পুঞ্জাণ্ণ।
৪. হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের নয়।
৫. সাধারণত লেজ থাকে না।

***Q* প্রাণীটির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :**

১. এর মেরুদণ্ড আছে।
২. কঙ্কালতন্ত্র সুগঠিত।
৩. চোখ সরল প্রকৃতির।
৪. হৃৎপিণ্ড উন্নত ধরনের।
৫. ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, উদ্ভীপকের প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ তাদের গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা।

**প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রাহাতের গায়ে মশায় কামড় দেয়া মাত্র সে এটিকে হাতচাপা দিয়ে ধরে ফেলল। একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সে এর উপাঙ্গ, চক্ষু ও দেহাবরণ পর্যবেক্ষণ করল। পরবর্তীতে সে তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে এটির শ্রেণিগত অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল।

- ক. ফিতাকৃমি কোন পর্বের প্রাণী?
- খ. মানবদেহে নটোকর্ডের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
- গ. রাহাতের পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা রাহাতের জন্য প্রয়োজন কেন? বিশ্লেষণ কর।

▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ফিতাকৃমি পলিহেলমিনথিস পর্বের প্রাণী।
- খ. মানবদেহে নটোকর্ডের অবস্থান পৃষ্ঠদেশের ঠিক মাঝ বরাবর।  
মানুষ কর্ভাটা পর্বের প্রাণী। এ পর্বের প্রাণীদের সারাজীবন অথবা জ্ঞান অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড অবস্থান করে। নটোকর্ড হলো একটি নরম, নমনীয়, দশকায় ও দৃঢ় অক্ষয়িত অঙ্গ। মানবদেহে নটোকর্ড শুধু জরীপ অবস্থায় থাকে। পরে এটি মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।
- গ. রাহাতের গায়ে বসা প্রাণীটি ছিল মশা। রাহাতের পর্যবেক্ষণে দেখা গেল প্রাণীটির-
১. দেহ মসৃণ, বর্ণ ও উদরে বিভক্ত।
  ২. মাথায় একজোড়া অ্যান্টেনা আছে।
  ৩. চোখ পুঞ্জাণ্ণ।
  ৪. নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।

৫. সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট।

এসব বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায় রাহাতের দেখা প্রাণীটি অর্থাৎ মশা আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী। এ প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান নিম্নরূপ-  
জগৎ - *Animalia* (অ্যানিম্যালিয়া)

পর্ব - *Arthropoda* (আর্থ্রোপোডা)

অতএব, রাহাতের পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায় শ্রেণিগত অবস্থান অনুযায়ী মশা অ্যানিম্যালিয়া জগতের আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী।

ঘ. রাহাতের পর্যবেক্ষণ করা প্রাণীটির সঙ্গে বাস্তব জীবনের অন্যান্য অনেক প্রাণীর বাহ্যিক মিল রয়েছে বলে প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা রাহাতের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

রাহাতের পর্যবেক্ষণ করা প্রাণীটি আর্থ্রোপোডা (*Arthropoda*) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। রাহাত প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানার মধ্য দিয়ে এ শ্রেণির উপকারী ও অপকারী প্রাণী চিহ্নিত করতে পারবে।

যেহেতু রাহাতের গায়ে মশা কামড় দিয়েছিল সেজন্য তার মনে হতে পারে, এ শ্রেণির সবগুলো প্রাণীই ক্ষতিকারক কিন্তু সে জানে না যে এ শ্রেণির প্রাণীদের উপকারী দিকও থাকে। যেমন - চিংড়ি, প্রজাপতি, মৌমাছি ইত্যাদি উপকারী প্রাণীও এ পর্বের সদস্য। সে কারণে এ প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান জানা তার বিশেষ প্রয়োজন। এটি না জানলে তার মনে অসম্পূর্ণ ধারণার জন্ম নিতে পারে।

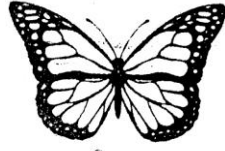
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাণীটির উপকারী ও অপকারী দিক জানার জন্যই রাহাতের প্রাণীটির শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।



### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন - ৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



?

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী? ১  
খ. পাখি সহজে উড়তে পারে কেন? ২  
গ. চিত্র A এবং B এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৩  
ঘ. মানব জীবনে A পর্বের প্রাণীদের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৪

▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম : *Homo sapiens*.

খ. পাখিদের ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকার কারণে পাখিরা সহজে উড়তে পারে।

পাখিরা কর্ডাটা (*Chordata*) পর্বভুক্ত এভিস (*Aves*) শ্রেণির প্রাণী। এদের দেহ পালকে আবৃত। এদের দুটি ডানা আছে। এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণী। এদের হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা। তাছাড়া এদের ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি আছে। তাই পাখিরা সহজে উড়তে পারে।

গ. চিত্র A হলো প্রজাপতি যা *Arthropoda* পর্বের প্রাণী ও B হলো মাছ যা *Chordata* পর্বের *Osteichthyes* শ্রেণির পর্বের প্রাণী। এদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

| A ( <i>Arthropoda</i> )                                                   | B ( <i>Osteichthyes</i> )                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (১) দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান ও ডানা বিশিষ্ট। | (১) অস্থি নির্মিত অন্তঃকঙ্কাল বিদ্যমান।                                     |
| (২) দেহ নরম কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।                         | (২) দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত ও পিচ্ছিল। |
| (৩) দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।                            | (৩) মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে, এর সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।     |

ঘ. A পর্বের প্রাণীটি হলো প্রজাপতি যা প্রাণীজগতের আর্থ্রোপোডা (*Arthropoda*) পর্বের সদস্য।

মানবজীবনে এই পর্বের প্রাণীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আর্থ্রোপোডা পর্বের এদের বহু প্রজাতি অন্তঃ ও বহিঃপরজীবী হিসেবে কাজ করে। পোষক হিসেবে এরা মানুষকে ব্যবহার করে। আবার এদের বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে মানুষ নানাভাবে উপকৃতও হয়।

নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

খাদ্যের উৎস : বিভিন্ন আর্থ্রোপোডা প্রাণী যেমন- চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং মানবদেহে প্রোটিন ও চর্বি চাহিদা পূরণ করে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি : **Arthropoda** পর্বের প্রাণী যেমন : কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি : অনেক মানুষ চিংড়ি, কাঁকড়া, মৌমাছি, ইত্যাদি চাষে কাজ করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

পরাগায়ন : এই পর্বের প্রাণী যেমন- প্রজাপতি ও মৌমাছি ফসলের পরাগায়নে সহায়তা করে ও প্রজাতির বৈচিত্র্য অগুণ রাখাে।

ক্ষতিকারী প্রভাব : এদের বহুপ্রজাতি অন্তঃ ও বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে মানুষের রোগ সৃষ্টি করে।

এদের মধ্যে উপকারী ও অপকারী উভয়ই দেখা যায়। আরশোলা বিভিন্ন ধরনের রোগ ছাড়ায় ও ফসলের ক্ষতি করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মানবজীবনে আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের ভূমিকা অপরিসীম।

**প্রশ্ন -৪ ▶** নিচের টেবিলটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

|           |          |
|-----------|----------|
| পর্ব-১    | পর্ব-২   |
| স্পঞ্জিলা | হাইড্রা  |
| স্কাইফা   | ওবেলিয়া |

- ক. নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের পূর্বনাম কী ছিল? ১  
খ. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২  
গ. পর্ব-১ প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. পর্ব-১ ও পর্ব-২ প্রাণীদের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে দেখাও যে, তারা একে অপরের থেকে আলাদা।

৪

▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের পূর্বনাম ছিল সিলেন্টারেটা।

খ. কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i. পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।

ii. সারা জীবন অথবা জগ্ন অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড অবস্থান করে। নটোকর্ড হলো একটা নরম নমনীয়, দশকাকার দৃঢ় অংশ।

গ. পর্ব-১ এর প্রাণী দুটি হলো স্পঞ্জিলা ও স্কাইফা। এরা **Porifera** পর্বের অন্তর্গত। এদের স্বভাব ও বাসস্থান নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।  
পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রাণীদের পাওয়া যায়। সাধারণত এরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রাণী স্বাদু পানিতে বাস করে। পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে স্পঞ্জ নামে পরিচিত।

ঘ. পর্ব-১ এর প্রাণীরা হলো স্পঞ্জিলা ও স্কাইফা। এরা মূলত পরিফেরা (**Porifera**) পর্বের সদস্য এবং পর্ব-২ এর প্রাণীরা হলো হাইড্রা ও ওবেলিয়া, এরা মূলত নিডারিয়া (**Cnidaria**) পর্বের সদস্য।

এই উভয় পর্বের প্রাণীরা সামুদ্রিক হলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিচে সেগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হলো।

দৈহিক গঠন : পরিফেরা প্রাণীরা সরলতম বহুকোষী প্রাণী এবং এদের দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। নিডারিয়া প্রাণীদের দেহ এক্টোডার্ম এবং এন্ডোডার্ম দুটি জর্নীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত।

পরিপাক ও পরিবহন : পরিফেরা প্রাণীদের দেহপ্রাচীরের অসংখ্য ছিদ্রপথে পানির সাথে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে। অন্যদিকে নিডারিয়া প্রাণীদের সিলেন্টেরন নামক দেহগহ্বর একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।

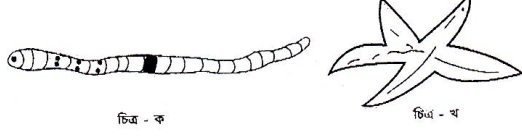
কলা ও কাজ বিভাজন : পরিফেরা প্রাণীদের পৃথক কোনো সুগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র থাকে না অথচ নিডারিয়াদের এক্টোডার্মে নিডোব্লাস্ট নামে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে যা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়।

জীবনযাত্রা : পরিফেরা প্রাণীরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। কিন্তু নিডারিয়া প্রাণীদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে।

উপরিউক্ত পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে দেখা যায় যে, পর্ব-১ বা **Porifera** পর্বের প্রাণী ও পর্ব-২ বা **Cnidaria** পর্বের প্রাণীরা একে অপরের থেকে আলাদা।



**প্রশ্ন -৫▶** নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ১
- খ. পতঙ্গ প্রাণীদের কীভাবে চেনা যায়? ২
- গ. চিত্র-খ এর প্রাণীটি কোন শ্রেণির? এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উপরিউক্ত প্রাণীদুইটির মধ্যে কোনটি সিটার সাহায্যে চলাচল করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ব্যাখ্যা কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens*.
- খ. পতঙ্গ প্রাণীর আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের সদস্য। যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে এদের চেনা যায় সেগুলো হলো :
- পতঙ্গ প্রাণীদের দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
  - এদের মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।
  - পতঙ্গ প্রাণীদের নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।
- গ. চিত্র 'খ' এর প্রাণীটি হলো তারামাছ। এটি একাইনোডারমাটা (Echinodermata) পর্বের সদস্য। নিচে এ পর্বের প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো :
- দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত।
  - দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত।
  - পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালিপদের সাহায্যে চলাচল করে।
  - পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে, অক্ষীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় কিন্তু মাথা চিহ্নিত করা যায় না।
- ঘ. উপরিউক্ত প্রাণী দুটি হলো চিত্র-ক তে কেঁচো ও চিত্র-খ তে তারামাছ। এদের মধ্যে কেঁচো নামক প্রাণীটি সিটার সাহায্যে চলাচল করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- চিত্র-ক এর কেঁচো নামক প্রাণীটি অ্যানেলিডা পর্বের সদস্য। এদের প্রতিটি খন্ডে সিটা থাকে (জোঁকে থাকে না)। সিটা চলাচলে সহায়তা করে। এই পর্বের বহু প্রাণী সঁয়াতসঁতে মাটিতে বসবাস করে। কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।
- মাটিতে গর্ত খোঁড়ার কারণে মাটিতে বাতাস চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুমন্ডলের সাথে মাটির বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। মাটির অভ্যন্তরস্থ পুষ্টি উপাদানগুলোও বিভিন্নভাবে মিশ্রিত হয়। ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
- অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত প্রাণী দুটির মধ্যে চিত্র-ক এর প্রাণী কেঁচো সিটার সাহায্যে চলাচল করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

**প্রশ্ন -৬▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

| প্রাণী | বৈশিষ্ট্য                   |
|--------|-----------------------------|
| X      | প্রাগৈজগতের বৃহত্তম পর্ব    |
| Y      | প্ল্যাকয়েড আইশ দ্বারা আবৃত |
| Z      | সাইক্লোয়েড আইশ দ্বারা আবৃত |

- ক. হাইড্রা কোন পর্বের প্রাণী? ১
- খ. পাখির উড়তে পারে কেন? ২
- গ. X পর্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. Y ও Z প্রাণীগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. হাইড্রা নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বের প্রাণী।
- খ. সৃজনশীল ও(খ) এর অনুরূপ।
- গ. 'X' পর্বটি প্রাগৈজগতের বৃহত্তম পর্ব। এটি হলো আর্থ্রোপোডা পর্ব।

এ পর্বের প্রাণীরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এদের বহু প্রজাতি অন্তঃ ও বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানি ও সমুদ্রে বাস করে। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী ডানার সাহায্যে উড়তে পারে। এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

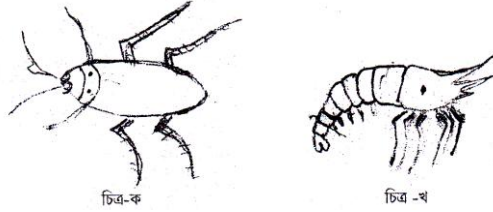
- দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।
- নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।

ঘ. Y ও Z প্রাণী দুটি প্রাণীজগতের কর্ডাটা (Chordata) পর্বের ভার্টিব্রাটা (Vertebrata) উপপর্বের কনড্রিকথিস (Chondrichthyes) ও অসটিকথিস (Osteichthyes) শ্রেণির প্রাণী। এরা উভয়েই মেরুদণ্ডী।

নিচে প্রাণী দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো।

- কনড্রিকথিস প্রাণীগুলোর সকলেই সমুদ্রে বাস করে। অন্যদিকে অসটিকথিস প্রাণীগুলোর অধিকাংশই স্বাদু পানিতে বাস করে।
- সকল কনড্রিকথিস প্রাণীর কঙ্কাল তরুণাস্থিময়। অথচ সকল অসটিকথিস প্রাণীর কঙ্কাল অস্থিময়।
- কনড্রিকথিস প্রাণীদের দেহ কেবল প্ল্যাকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত। কিন্তু অসটিকথিস প্রাণীদের দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত থাকে।
- কনড্রিকথিস মাছদের মাথার দুই পাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে। অসটিকথিস মাছেরা শ্বাসকার্য চালায় ফুলকার সাহায্যে।
- কনড্রিকথিস প্রাণীদের কানকো থাকে না। অন্যদিকে অসটিকথিস প্রাণীদের ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে।
- হাঙ্গর, করাত মাছ, হাতুড়ি মাছ ইত্যাদি X বা কনড্রিকথিস প্রাণীর উদাহরণ। অসটিকথিস প্রাণীর উদাহরণ ইলিশ মাছ, সি-হর্স ইত্যাদি।

**প্রশ্ন -৭▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে? ১
- খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'ক' ও 'খ' প্রাণী দুটি একই পর্বভুক্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উপরোক্ত প্রাণী যে পর্বের তাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক- মতামত দাও। ৪

▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. শ্রেণিবিন্যাসের জনক প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস।

খ. একটি প্রাণীর দুই অংশ বা পদবিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। যেমন: মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম : *Homo sapiens*। এর ১ম অংশ গণ এবং পরবর্তী অংশ প্রজাতি। এ ধরনের নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

গ. 'ক' ও 'খ' প্রাণীদুটি যথাক্রমে আরশোলা ও চিংড়ি। উভয় প্রাণীই **Arthropoda** পর্বভুক্ত। কারণ :

- এদের উভয়ের দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।
- এদের উভয়ের নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।
- এদের উভয়ের দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- এদের উভয়ের মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে। সুতরাং আলোচ্য বিষয়গুলোর কারণেই বলা যায়, উভয় প্রাণী দুটি একই পর্বভুক্ত।

ঘ. সৃজনশীল ৩(ঘ) এর অনুরূপ।

**প্রশ্ন -৮▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

| A       | B       | C       |
|---------|---------|---------|
| তারামাছ | গোলকৃমি | রুই মাছ |

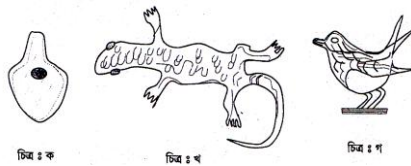
?

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ১  
 খ. কুনোব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয়? ২  
 গ. 'B' প্রাণীটির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। ৩  
 ঘ. 'A' ও 'C' প্রাণী দুটি কি একই শ্রেণিভুক্ত? যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক মতামত দাও। ৪

▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo Sapiens*.  
 খ. কুনোব্যাঙ জলে ও ডাঙায় উভয় জায়গাতেই বাস করে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়।  
 মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় পানিতে এবং পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে তারাই উভচর। এরা মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। কুনোব্যাঙের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান। তাই একে উভচর প্রাণী বলা হয়।  
 গ. 'B' প্রাণীটি হলো গোলকুমি। এটি নেমাটোডা (Nematoda) পর্বের প্রাণী।  
 এ পর্বের অনেক প্রাণী অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে এবং নানারকম ক্ষতি সাধন করে।  
 নিচে গোলকুমির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।  
 • দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।  
 • পৌষ্টিক নালি সম্পূর্ণ, মুখ ও পায়ুছিদ্র উপস্থিত।  
 • শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।  
 • সাধারণত একলিঙ্গ।  
 • দেহ গহ্বর অনাবৃত ও প্রকৃত সিলোম নাই।  
 ঘ. 'A' ও 'C' প্রাণী দুটি একই শ্রেণিভুক্ত নয়।  
 A প্রাণীটি হলো তারামাছ।  
 C প্রাণীটি হলো রুইমাছ।  
 নিচে A ও C প্রাণী দুটির বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো :  
**তারামাছ**  
 • দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত।  
 • দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত।  
 • পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালিপদের সাহায্যে চলাচল করে।  
 • পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে, অক্ষীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় কিন্তু মাথা চিহ্নিত করা যায় না।  
**রুইমাছ**  
 • অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ।  
 • দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত।  
 • মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে। ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।  
 তারামাছ ও রুইমাছের বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে দেখা যায় এরা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণি ও পর্বভুক্ত প্রাণী।  
 অতএব, উপরিউক্তি যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক আমার মতামত হলো 'A' ও 'C' প্রাণী দুটি একই শ্রেণিভুক্ত নয়।

প্রশ্ন -৯▶ নিচের তিনটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



?

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী? ১  
 খ. “হাইড্রা দ্বিস্তরী প্রাণী”- ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্ভীপকের ‘ক’ চিত্রের জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩  
 ঘ. উদ্ভীপকের ‘খ’ ও ‘গ’ চিত্রের জীব দুইটি একই পর্বভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের শ্রেণি ভিন্ন- বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo sapiens*.

খ. হাইড্রা দ্বিস্তরী প্রাণী। এর দেহ দুটি স্তরে বিভক্ত।

হাইড্রা নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বের প্রাণী। এ পর্বের প্রাণীদের দেহ দুটি জনীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত। দেহের বাইরের দিকের স্তরটি এন্টোডার্ম এবং ভেতরের স্তরটি গ্যাস্ট্রোডার্ম। হাইড্রার দেহেও দুটি স্তর দেখা যায়। অতএব, এটি একটি দ্বিস্তরী প্রাণী।

গ. উদ্ভীপকের 'ক' চিত্রের জীব হলো যকৃতকৃমি। যকৃতকৃমি প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes) পর্বের প্রাণী। এ পর্বের জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণিত হলো :

- দেহ চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ।
- বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী।
- দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত।
- দেহে চোষক ও আংটা থাকে।

● দেহে শিখা কোষ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

- পোষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

ঘ. উদ্ভীপকের 'খ' ও 'গ' চিত্রের জীব দুটি হলো টিকটিকি ও পাখি। এরা একই পর্ব কর্ডাটা (Chordata) এর ভার্টিব্রাটা (Vertebrata) উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে এরা একই শ্রেণিভুক্ত নয়। 'খ' জীবটি অর্থাৎ টিকটিকি সরীসৃপ বা রেপটিলিয়া (Reptilia) শ্রেণিভুক্ত এবং 'গ' জীবটি অর্থাৎ পাখি পক্ষীকুল বা এভিস (Aves) শ্রেণিভুক্ত।

কর্ডাটা (Chordata) পর্বের প্রাণীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। এদের পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে। তবে এ পর্বের প্রাণীরা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। ফলে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। নিচে উদ্ভীপকের 'খ' ও 'গ' চিত্রের জীব দুইটির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

#### শ্রেণি-সরীসৃপ (Reptilia)

- বুকো ভর দিয়ে চলে।
- ত্বক শুষ্ক ও আইশযুক্ত।
- চারপায়ে পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।

#### শ্রেণি-পক্ষীকুল (Aves)

- দেহ পালকে আবৃত।
- দুটি ডানা, দুটি পা ও একটি চঞ্চু আছে।
- ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকায় সহজে উড়তে পারে।
- উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
- হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা।

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উদ্ভীপকের 'খ' ও 'গ' চিত্রের জীব দুটি একই পর্বভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের শ্রেণি ভিন্ন।

প্রশ্ন -১০ ▶



চিত্র : A



চিত্র : B

- ক. দ্বিপদ নামকরণ কী? ১
- খ. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. A প্রাণীটি কোন পর্বের? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রাণী দুটির মধ্যে কোনটি অধিক উন্নত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪ ৪

▶◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. দ্বিপদ নামকরণ হলো কোনো জীবের দুইটি পদ বা অংশবিশিষ্ট নামকরণের প্রথা।

খ. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বলতে জীববিজ্ঞানের সেই স্বতন্ত্র শাখাকে বোঝায় যেখানে জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যাস করার পদ্ধতি আলোচিত হয়।

বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সহজ উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস। প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে মিল, অমিল ও পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয়। এরই নাম শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা।

গ. সৃজনশীল ড(গ) এর অনুরূপ।

ঘ. প্রাণী দুটির মধ্যে B চিত্রের প্রাণীটি অধিক উন্নত। কারণ A প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী ও B প্রাণীটি মেরুদণ্ডী। A প্রাণীটি হলো আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের ও B প্রাণীটি কর্ডাটা (Chordata) পর্বের ভার্টিব্রাটা (Vertebrata) উপপর্বের উভচর (Amphibia) শ্রেণির সদস্য। কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় B প্রাণীটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান।

- সারাজীবন পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড নামক একটি নরম নমনীয়, দশ্কাকার, দৃঢ় অখণ্ডিত অঙ্গ অবস্থান করে। ফলে প্রাণীটির শারীরিক গঠন দৃঢ় ও সোজা।
- পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- পাস্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে।

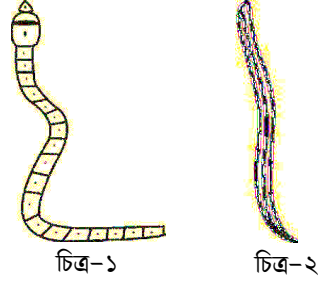
আবার উভচর প্রাণী হলো সসব মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে এবং পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে।

এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো—

- দেহত্বক আইশবিনীন
- ত্বক নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত।
- শীতল রক্তের প্রাণী।
- পানিতে ডিম পাড়ে। জীবনচক্রে সাধারণত ব্যাঙাচি দশা দেখা যায়।

এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য A চিত্রের প্রাণীর বৈশিষ্ট্য থেকে উন্নত। অতএব, উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রাণীদুটির মধ্যে চিত্র-B এর প্রাণীটি অধিক উন্নত।

**প্রশ্ন -১১▶** নিচের চিত্র দুটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে? ১
- খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্ভীপকের ১নং চিত্রের প্রাণীটি যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত তার শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের ২নং চিত্রের প্রাণীর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়—তোমার মতামত দাও। ৪

▶▶ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. শ্রেণিবিন্যাসের জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস।

খ. সৃজনশীল এ(খ) নং উত্তর দেখ।

গ. উদ্ভীপকের ১নং চিত্রের প্রাণীটি হলো ফিতাকৃমি যা প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes) পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

নিচে এ পর্বের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- দেহ চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ।
- বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী।
- দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত।
- দেহে চোষক ও আংটা থাকে।
- দেহে শিখা কোষ নামে বিশেষ রেচন অঙ্গ থাকে।
- পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

ঘ. উদ্ভীপকের ২নং চিত্রের প্রাণীটি হলো গোলকৃমি যা নেমাটোডা (Nematoda) পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

এই পর্বের প্রাণীরা অন্তঃপরজীবী হিসেবে মানুষের অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে এবং নানারকম ক্ষতি সাধন করে। তবে এদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ারও উপায় আছে। এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন :

- যেখানে সেখানে মলত্যাগের অভ্যাস পরিহার করা ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করা।
- কাঁচা ফলমূল, শাকসবজি ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া।
- হাতের আঙ্গুল পরিষ্কার রাখা, নখ ছোট রাখা।
- খাবার গ্রহণের আগে শৌচ কাজ শেষে হাত ভালোমতো ধোয়া।

- ঠাণ্ডা ও পচা বাসি খাবার গ্রহণ না করা।
- কুমির আক্রমণ অনুভব করলে ঔষধ সেবন করা।
- জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে অর্থাৎ কুমির সংক্রমণ ও এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা অনুযায়ী আমার মতামত হলো, কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে উদ্দীপকের ২নং চিত্রের প্রাণী অর্থাৎ গোলকুমির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন -১২ ▶ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

| কলাম-A | কলাম-B   |
|--------|----------|
| মানুষ  | হাইড্রা  |
| উট     | ওবেলিয়া |
| বাঘ    |          |

?

- ক. প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি? ১
- খ. ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন? ২
- গ. কলাম-A ভুক্ত প্রাণীগুলোর শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কলাম-B ভুক্ত প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত হলেও এদের জীবনযাত্রায় বেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

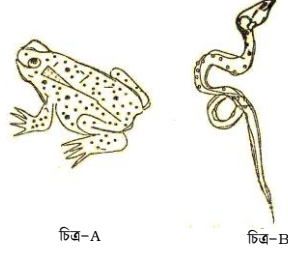
▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)।
- খ. ব্যাঙ পানি ও ডাঙা উভয় জায়গাতেই বাস করে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়।  
ব্যাঙ জীবনের প্রথম অবস্থায় পানিতে থাকে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং পরিণত বয়সে ডাঙায় থাকে।
- গ. কলাম-A ভুক্ত প্রাণীগুলো কর্ডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের ম্যামালিয়া (Mammalia) বা স্তন্যপায়ী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীগুলোর শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :
১. দেহ লোমে আবৃত থাকে।
  ২. ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া সবাই সন্তান প্রসব করে।
  ৩. উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
  ৪. চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে।
  ৫. শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে বড় হয়।
  ৬. হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
- ঘ. কলাম-B ভুক্ত প্রাণীগুলো হলো হাইড্রা ও ওবেলিয়া যারা নিডারিয়া পর্বের প্রাণী। এরা একই পর্বভুক্ত কিন্তু এদের জীবনযাত্রায় বেশ বৈচিত্র্য বিদ্যমান।  
পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণী দেখা যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি খাল, বিল, নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদিতে দেখা যায়। এ পর্বের প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ ও আকার-আকৃতির হয়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে।

| হাইড্রা                         | ওবেলিয়া                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| i. হাইড্রা আকারে ছোট            | i. ওবেলিয়া আকারে বড়                   |
| ii. হাইড্রা মিঠা পানিতে বাস করে | ii. ওবেলিয়া মিঠা ও লোনা পানিতে বাস করে |
| iii. হাইড্রার জীবনচক্র সহজ      | iii. ওবেলিয়ার জীবনচক্র কঠিন            |

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে এটা স্পষ্ট বলা যায় যে, কলাম B-ভুক্ত প্রাণীগুলো একই পর্বভুক্ত হলেও এদের জীবনযাত্রায় বেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

**প্রশ্ন -১৩ ▶ নিচের চিত্র দুটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**



- ক. শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে? ১  
 খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. 'A' চিত্রের প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. চিত্রের প্রাণীগুলো একই শ্রেণিভুক্ত নয়-যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক মতামত দাও। ৪

#### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. জীবদেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিল, অমিল ও পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তার ওপর ভিত্তি করে জীবজগতকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।
- খ. সৃজনশীল এ(খ) এর অনুরূপ।
- গ. 'A' চিত্রের প্রাণীটি হলো কুনোব্যাঙ যা একটি উভচর প্রাণী। এটি কর্ডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের উভচর (Amphibia) শ্রেণির সদস্য। এ প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :
- এ প্রাণীর দেহত্বক আইশবিনী।
  - এর ত্বক নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত।
  - এটি শীতল রক্তের প্রাণী।
  - এরা সাধারণত পানিতে ডিম পাড়ে। জীবনচক্রে ব্যাঙাচি দশা দেখা যায়।
  - এরা সাধারণত জীবনের প্রথম অবস্থায় পানিতে বাস করে।
  - পানিতে থাকাকালীন এরা মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
  - এই প্রাণী পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে।
- ঘ. চিত্রের প্রাণীগুলো একই শ্রেণিভুক্ত নয় কারণ এদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান।
- চিত্র-A ও চিত্র-B তে দুটি মেরুদণ্ডী প্রাণী কুনোব্যাঙ ও সাপ দেখানো হয়েছে। এরা উভয়ই কর্ডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের প্রাণী। কিন্তু এদের জীবনযাপন, শারীরিক গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এক নয়।
- চিত্র-A এর প্রাণী কুনোব্যাঙ উভচর (Amphibia) শ্রেণির যার বৈশিষ্ট্য 'গ' তে আলোচনা করা হয়েছে। চিত্র-B এর প্রাণী সাপ একই পর্ব ও উপপর্বের সরীসৃপ (Reptalia) শ্রেণির সদস্য। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।
- এরা বৃকে ভর দিয়ে চলে।
  - এদের ত্বক শুষ্ক ও আইশযুক্ত।
  - এরা ডিম পাড়ে স্থলে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়।
  - এরা সারাজীবনই পানি ও ডাঙা উভয় স্থানেই বাস করতে পারে।
- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কুনোব্যাঙ ও সাপের মধ্যে অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।
- অতএব, এটা যৌক্তিক ও যথার্থ যে, চিত্রের প্রাণীগুলো একই শ্রেণিভুক্ত নয়।

#### প্রশ্ন -১৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জিহান জীববিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে প্রথম কাচের জারে যে প্রাণীটি দেখল তা সাধারণভাবে মাছ হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত মাছ নয়, প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্বভুক্ত একটি পতঙ্গ। সে ২য় ও ৩য় জারে যথাক্রমে জঁক ও শামুক দেখল।

- ক. শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে? ১  
 খ. উভচর প্রাণী বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. জিহানের প্রথম জারে দেখা প্রাণীটি কোন পর্বের? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. জিহানের দেখা ২য় ও ৩য় জারের প্রাণীগুলো ভিন্ন পর্বভুক্ত-যুক্তি দাও। ৪

#### ১৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. জীবদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন জীবের মধ্যে মিল, অমিল ও পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তার ওপর ভিত্তি করে জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।

- খ. মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে থাকে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, কিন্তু পরিণত বয়সে ডাঙায় বাস করে তাদেরকে উভচর প্রাণী বলা হয়। যেমন : কুনোব্যাঙ।
- গ. জিহানের প্রথম জারে দেখা প্রাণীটি চিংড়ি যা সাধারণভাবে চিংড়ি মাছ হিসেবে পরিচিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী।

এ পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- দেহ খন্ডায়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।
- নরম দেহ শক্ত কাইটিন সমৃদ্ধ আবরণী দ্বারা আবৃত।
- দেহে হিমোসিল নামক রক্তপূর্ণ গহ্বর বিদ্যমান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিংড়ির দেহ বৈশিষ্ট্যের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যেতে পারে যে, ১ম জারের প্রাণীটি আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী।

- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় এবং ৩য় জারের প্রাণী যথাক্রমে জেঁক এবং শামুক।

জেঁকের দেহ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- এদের দেহ নলাকার ও খন্ডায়িত।
- এদের নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ বিদ্যমান।
- এদের প্রতি দেহখণ্ডে সিটা নামক চলন অঙ্গ বিদ্যমান।

উপরিউক্ত দেহ বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যানেলিডা (Annelida) পর্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, জেঁক প্রাণীটি অ্যানেলিডা পর্বভুক্ত।

পক্ষান্তরে শামুকের দেহ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- এদের নরম দেহ শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত।
- এরা পেশিবহুল পা দ্বারা চলাচল করে।
- এরা ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য চালায়।

উপরিউক্ত দেহ বৈশিষ্ট্যগুলো মলাস্কা (Mollusca) পর্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, শামুক প্রাণীটি মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জেঁক ও শামুক দুটি ভিন্ন পর্ব অ্যানেলিডা ও মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। অতএব, এটা যৌক্তিক যে, জিহানের দেখা ২য় ও ৩য় জারের প্রাণীগুলো ভিন্ন পর্বভুক্ত।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১৫ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রামিসা ও আদিব বিজ্ঞান ক্লাস শেষে বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়, রামিসা একটি মাছ দেখিয়ে বলল এটি টাকি মাছ। আদিব বলল এটি শাট মাছ। বেশ তর্ক-বিতর্ক হলো মাছটির নাম নিয়ে। পরদিন শ্রেণিশিখা বোঝালেন বিভ্রান্তি দূর করার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে।



- শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ কী? ১
- শ্রেণিবিন্যাসে ধাপের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ২
- বিজ্ঞান শিক্ষকের বোঝানো পদ্ধতিটি আলোচনা কর। ৩

- “বিজ্ঞান শিক্ষকের আলোচিত পদ্ধতিটি জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা”।-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ প্রজাতি।
- শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সকল ধাপের প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়। প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে নিচের ধাপ পর্যন্ত সাজাতে হয়। কারণ প্রতিটি ধাপে জীবের অবস্থান অনুযায়ী তার পূর্ণাঙ্গ পরিচিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে প্রতিটি ধাপের গুরুত্ব অপরিসীম।
- বিজ্ঞান শিক্ষকের বোঝানো পদ্ধতিটি হলো বৈজ্ঞানিক নামকরণ বা দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি। জীবের নামের দুটি পদ নিয়ে গঠিত নামকরণ পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। এ পদ্ধতিতে জীবের বৈজ্ঞানিক নাম লেখা হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন। এ পদ্ধতি অনুযায়ী জীবের নামকরণের নিয়ম হলো :

- একটি প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম দুইটি অংশ বা পদবিশিষ্ট হয়।
- বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে মানুষের দ্বিপদ নাম *Homo sapiens*। রামিসা ও আদিবের বিজ্ঞান শিক্ষকের কথা অনুযায়ী এটা মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম। এই পদ্ধতিতেই টাকি মাছ এবং অন্যান্য সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের নামকরণ করা যায়।



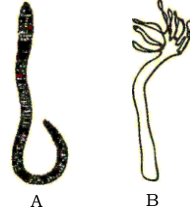
ঘ. বিজ্ঞান শিক্ষকের আলোচিত পদ্ধতিটি অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা-উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও যৌক্তিক।

রামিসা ও আদিব যখন একই মাছের দুই রকম নাম নিয়ে তর্কে লিপ্ত ছিল, তখন বিজ্ঞান শিক্ষক তাদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ অর্থাৎ দ্বিপদ নামকরণের মাধ্যমে বোঝালেন যে বিভিন্ন প্রাণীকে চেনা ও জানার উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সহজ উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস। প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে মিল, অমিল ও পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয়। জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান শিক্ষকের আলোচিত পদ্ধতিটি প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গড়ে উঠেছে- উক্তিটি যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ।

**প্রশ্ন -১৬▶** নিচের চিত্র দুটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. কেঁচো কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত? ১  
খ. হাইড্রার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। ২  
গ. চিত্র A ও B এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩  
ঘ. চিত্রে A ও B প্রাণীদ্বয় যে পর্বভুক্ত সে পর্বের প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪

▶◀ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. কেঁচো অ্যানেলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।  
খ. হাইড্রার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :  
১। এদের দেহের এক প্রান্ত বন্ধ, অন্য প্রান্ত খোলা।  
২। এদের একটোডার্মে নিডোব্লাস্ট নামক এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে যা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে অংশ নেয়।  
৩। এদের দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলা হয় যা পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।  
৪। এর দেহ অরীয় প্রতিসম।  
গ. A চিত্রের প্রাণীটি অ্যানেলিডা (Annelida) পর্বের এবং B চিত্রের প্রাণীটি নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। নিচে A ও B প্রাণীদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

| A (অ্যানেলিডা)                                   | B (নিডারিয়া)                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ১. এদের দেহ নলাকার ও অংশায়িত।                   | এরা নলাকার কিন্তু দেহ অংশায়িত।                                         |
| ২. এদের দেহ খণ্ডে সিটা থাকে যা চলতে সাহায্য করে। | এদের একটোডার্মের নিডোব্লাস্ট কোষ চলতে সাহায্য করে।                      |
| ৩. এদের মুখ ও পায়ু ছিদ্র ভিন্ন।                 | এদের দেহের অগ্রভাগে একটিমাত্র ছিদ্র থাকে যা মুখ ও পায়ু হিসেবে কাজ করে। |

- ঘ. চিত্র 'A' এর প্রাণীটি কেঁচো যা অ্যানেলিডা পর্বের এবং চিত্র 'B' এর প্রাণীটি হাইড্রা যা নিডারিয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত।  
অ্যানেলিডা পর্বভুক্ত প্রাণীদেরকে পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং বহু প্রজাতি সমুদ্রে বাস করে। এদের বেশির ভাগই স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাস করে। তবে কিছু কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।

অন্যদিকে, নিভারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ ও আকার আকৃতির হয়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি খাল-বিল, নদী, হ্রদ, ঝরনা প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে। এ পর্বভুক্ত প্রাণীরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ, পাতা বা অন্যকিছুর সঙ্গে আটকে থাকে বা মুক্তভাবে সাঁতার কাটে।

**প্রশ্ন -১৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

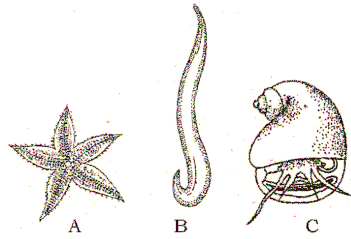
বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগতে সন্ধিপদী প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর প্রধান কারণ এরা সকল পরিবেশে বাঁচতে পারে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি বিশেষ নিয়মে এদেরকে প্রাণিজগতে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়েছে। এসব প্রাণী ফসলের ক্ষতি করলেও ফসল বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ক. পেস্ট কাকে বলে? ১
- খ. নেমাটোডা ক্ষতিকর কেন? ধারণা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নিয়মটি আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নিয়মের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. ক্ষতিকর পোকাদের পেস্ট বলে।
- খ. নেমাটোডা পর্বের প্রাণীগুলোর অধিকাংশই পরজীবী। এদের কোনো কোনো সদস্য উদ্ভিদের শিকড়ে বা শস্যদানায় এবং বিভিন্ন প্রাণীর রক্তে, অঙ্গে, অন্যান্য অঙ্গে বাস করে এবং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নিয়মটি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি।  
লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে পৃথকভাবে শনাক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। কেবলমাত্র শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কাজটি করা সম্ভবপর হয়। নিচে এ পদ্ধতির নিয়মগুলো আলোচনা করা হলো :
১. একটি প্রাণীকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত সাতটি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয়। এ ধাপগুলো হলো জগৎ (Kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species)।
  ২. মানুষ, ব্যাঙ, সাপ, মাছ ইত্যাদি সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে Phylum বা পর্বের নিচে Sub-Phylum লিখতে হয়।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নিয়মটি হলো জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস। পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে সহজে জানার জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।  
নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। প্রাণিকুলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে। প্রাণিকুলের বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় শ্রেণিবিন্যাস থেকে। বিভিন্ন জীবকে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে বিন্যস্ত করে গোষ্ঠীভুক্ত করা ও জীব সম্পর্কে সামগ্রিক ও পরিকল্পিত জ্ঞান নির্ণয় করা যায় এই শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যেই।  
অতএব, বলা যায়, জীবজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

**প্রশ্ন -১৮▶ নিচের চিত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**



[গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]

- ক. হিমোসিল কী? ১
- খ. সন্ধিপদী প্রাণীরা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
- গ. চিত্রে প্রদর্শিত A, B ও C পর্বভুক্ত প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান আলোচনা কর। ৩
- ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত A, B ও C যে একই পর্বভুক্ত প্রাণী নয়-তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. হিমোসিল হলো আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর।
- খ. সন্ধিপদী প্রাণীরা উপকারী ও অপকারী দু ধরনের ভূমিকাই পালন করে বলে তারা গুরুত্বপূর্ণ।

সন্ধিপদী অপকারী প্রাণীরা বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ায় ও ফসলের ক্ষতি করে। আবার, চিংড়ি, রেশম মথ, মৌমাছি এসব সন্ধিপদী প্রাণী প্রতিপালনের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি সম্ভব। এসব কারণে সন্ধিপদী প্রাণীরা গুরুত্বপূর্ণ।

গ. চিত্রে প্রদর্শিত 'A' হলো তারামাছ যা একাইনোডারমাটা, 'B' গোলকৃমি যা নেমাটোডা এবং 'C' হলো শামুক যা মলাস্কা পর্বের প্রাণী। নিচে এদের স্বভাব ও বাসস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

**A-পর্বভুক্ত প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান :** এ পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। স্থলে বা মিঠা পানিতে এদের পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ মুক্তজীবী।

**B-পর্বভুক্ত প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান :** এ পর্বের অনেক প্রাণী আন্তঃপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে। এরা অধিকাংশই মুক্তজীবী। এরা পানি ও মাটিতে বাস করে।

**C-পর্বভুক্ত প্রাণীদের স্বভাব ও বাসস্থান :** এ পর্বের প্রাণীদের গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীর সকল পরিবেশে এরা বাস করে। এরা সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চল, বনজঙ্গল ও স্বাদু পানিতে বাস করে।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত A, B ও C এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

**A-এর বৈশিষ্ট্য :**

- এদের দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত।
- দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত।
- এদের পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালিপদের সাহায্যে চলাচল করে।
- পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে মাথা, অক্ষীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় না।

**B-এর বৈশিষ্ট্য :**

- দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।
- পৌষ্টিক নালি সম্পূর্ণ।
- শ্বসন ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
- সাধারণত একলিঙ্গিক।

**C-এর বৈশিষ্ট্য :**

- দেহ নরম এবং শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত।
- পেশিবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে।
- ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য চালায়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় A, B ও C প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। 'A' এর মধ্যে একাইনোডারমাটা, 'B' এর মধ্যে নেমাটোডা এবং 'C' এর মধ্যে মলাস্কা পর্বের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব, চিত্রে প্রদর্শিত A, B ও C যে একই পর্বভুক্ত নয় তা সুস্পষ্ট।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

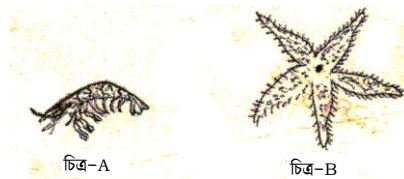


প্রশ্ন-১৯

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | হাইড্রা, ওবেলিয়া   |
| B | ফিতাকৃমি, যকৃত কৃমি |
| C | হাঙ্গর, করাত মাছ    |

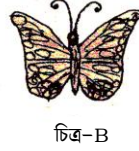
- মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী? ১
- প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্বটি ব্যাখ্যা কর। ২
- A চিহ্নিত প্রাণীগুলোর পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩
- B ও C চিহ্নিত প্রাণীগুলোর মধ্যে কোনটি উন্নত? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন-২০



- সিলেন্টেরন কী? ১
- পরিফেরা পর্বের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

- গ. চিত্রের  $B$  চিহ্নিত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্রের  $A$  চিহ্নিত প্রাণীটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪



- ক. শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে? ১  
 খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. A চিত্রের প্রাণী যে শ্রেণির তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩  
 ঘ. আমাদের পরিবেশে চিত্রের প্রাণীগুলোর অবদান সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-২২** অপূর বাড়ি খুলনায়, তার বাবা ঘেরে মাছের চাষ করেন। এ মাছ বিদেশে রপ্তানি হয় এবং সাদা সোনা নামে পরিচিত। একদিন ঘেরে মাছ ধরার সময় অপূ লক্ষ করল, জালে মাছের সাথে শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত কিছু প্রাণী উঠে এসেছে। অপূর বাবা প্রাণীগুলো ফেলে দিল। কিছু সময় পর অপূ দেখল, প্রাণীগুলো খোলস থেকে পেশিবহুল পা বের করে ধীরে ধীরে পানিতে নেমে যাচ্ছে।

- ক. প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় পর্বের নাম কী? ১  
 খ. সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী কর্ডাটা পর্বের হলেও কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণী মেরুদণ্ডী নয় কেন? ২  
 গ. কীভাবে তুমি অপূর বাবার চাষকৃত মাছকে শনাক্ত করবে ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্ভীপকে বর্ণিত প্রাণীগুলোর মধ্যে কোনটি জাতীয় অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে? তোমার ধারণায় লেখ। ৪



## অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



### □ শূন্যস্থান পূরণ //

১. যকৃৎ কৃমির রেচন অঙ্গ হলো —।
  ২. চিংড়ির রক্তপূর্ণ গহ্বরকে — বলে।
  ৩. — পেশিবহুল পা দিয়ে চলাচল করে।
  ৪. — উপপর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।
  ৫. ইউরোকর্ডাটা উপপর্বভুক্ত প্রাণীদের লেজে — থাকে।
- উত্তর : ১. শিখা কোষ; ২. হিমোসিল; ৩. মলাস্কা; ৪. ভার্টিব্রাটা; ৫. নটোকর্ড।

### □ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন //

**প্রশ্ন ১। ১** কোনো প্রাণীর দ্বিপদ নামে কয়টি অংশ থাকে? এ অংশগুলো কী কী? মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

**উত্তর :** কোনো প্রাণীর দ্বিপদ নামে ২টি অংশ থাকে। একটি অংশ ‘গণ’ অপরটি ‘প্রজাতি’। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম- *Homo sapiens*.

**প্রশ্ন ২। ২** তোমার চেনাজানা পাঁচটি আর্থ্রোপোডার নাম লেখ।

**উত্তর :** আমার চেনাজানা পাঁচটি আর্থ্রোপোডার নাম হলো :

১. আরশোলা, ২. কাঁকড়া, ৩. চিংড়ি, ৪. রেশম পোকা ও ৫. মৌমাছি।

**প্রশ্ন ৩। ৩** চিংড়ি কোন পর্বের প্রাণী? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

**উত্তর :** চিংড়ি আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণী। এদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- ক. দেহ খণ্ডায়িত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।  
 খ. মাথায় একজোড়া পুঞ্জাশি ও একজোড়া অ্যান্টেনা থাকে।  
 গ. নরম দেহ শক্ত কাইটিনসমৃদ্ধ আবরণ দ্বারা আবৃত।  
 ঘ. দেহে রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল থাকে।

**প্রশ্ন ৪। ৪** স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

**উত্তর :** স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ক. দেহ লোম দিয়ে আবৃত থাকে।  
 খ. কয়েকটি ছাড়া সকলেই সন্তান প্রসব করে।  
 গ. বাচ্চা মাতৃদুগ্ধ পান করে।  
 ঘ. উষ্ণ রক্তের প্রাণী।  
 ঙ. চোয়ালে বিভিন্ন প্রকারের দাঁত থাকে।

**প্রশ্ন ৫। ৫** ইউরোকর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

**উত্তর :** ইউরোকর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ক. প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকা রক্ত, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরঞ্জু থাকে।  
 খ. পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না; কিন্তু লার্ভা অবস্থায় কেবল লেজে নটোকর্ড থাকে।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে?

উত্তর : দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা ক্যারোলাস লিনিয়াস।

প্রশ্ন ২ ৥ প্রাণিজগতের কোন ধাপে সব থেকে বেশি সংখ্যক প্রাণী থাকে?

উত্তর : প্রাণিজগতের রাজ্য (Kingdom) ধাপে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রাণী থাকে।

প্রশ্ন ৩ ৥ শ্রেণিবিন্যাসের কোন ধাপে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রাণী থাকে?

উত্তর : শ্রেণিবিন্যাসের প্রজাতি (Species) ধাপে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রাণী থাকে।

প্রশ্ন ৪ ৥ কোন পর্বভুক্ত প্রাণীরা সকলেই সামুদ্রিক?

উত্তর : একাইনোডারমাটা পর্বভুক্ত প্রাণীরা সকলেই সামুদ্রিক।

প্রশ্ন ৫ ৥ একটি জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম লেখ।

উত্তর : একটি জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম তিমি।

প্রশ্ন ৬ ৥ অরীয়ভাবে প্রতিসম কাকে বলে?

উত্তর : কোনো প্রাণীকে কেন্দ্রীয় অংশ বরাবর ছেদ করে যতবার খুঁশি সমান দুভাগে ভাগ করা গেলে তাকে অরীয়ভাবে প্রতিসম বলে।

প্রশ্ন ৭ ৥ নিডোবাস্ট কাকে বলে?

উত্তর : নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের এন্টোডার্ম স্তরে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে কোষ থাকে তাকে নিডোবাস্ট বলে।

প্রশ্ন ৮ ৥ পানি সংবহনতন্ত্র কাকে বলে?

উত্তর : একাইনোডারমাটা পর্বের প্রাণীদের দেহে পানি সংবহনে অংশগ্রহণকারী নালিকা দিয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পানি সংবহনতন্ত্র বলে।

প্রশ্ন ৯ ৥ সিলোম কাকে বলে?

উত্তর : বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিক নালি এবং দেহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।

প্রশ্ন ১০ ৥ উভচর প্রাণী কাকে বলে?

উত্তর : যেসব প্রাণীর জীবনচক্রে বাচ্চা অবস্থায় পানিতে এবং পরিণত অবস্থায় স্থলে কাঁটে তাদের উভচর প্রাণী বলে।

## □ অনুধাবনমূলক

//

প্রশ্ন ১ ৥ বাঘ ও মানুষের সাদৃশ্য? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাঘ ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য হলো এরা স্তন্যপায়ী (Mammalia) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে; ১. দেহ লোমে আবৃত; ২. সন্তান প্রসব করে; ৩. সন্তান মাতৃদুগ্ধ পান করে।

প্রশ্ন ২ ৥ তারামাছ মাছ নয় কেন?

উত্তর : তারামাছের দেহে মাছের বৈশিষ্ট্য যেমন : শ্বাসকার্যের জন্য ফুলকা থাকে না, কঙ্কাল অস্থিময় অথবা তরঙ্গাস্থিময় নয় এবং হৃৎপিণ্ড থাকে না। তাই তারামাছ মাছ নয়।

প্রশ্ন ৩ ৥ তিমি মাছ নয় কেন?

উত্তর : তিমির দেহে মাছের বৈশিষ্ট্য থাকে না। এর দেহে স্তনগ্রন্থি থাকে এবং বাচ্চা প্রসব করে যা স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তিমি মাছ নয়।

প্রশ্ন ৪ ৥ বাদুড় যে পাখি নয় তার দুটি কারণ দাও।

উত্তর : বাদুড় যে পাখি নয় এর দুটি কারণ নিম্নরূপ :

- বাদুড়ের দেহ পাখির মতো পালকে আবৃত নয়। দেহ লোমে আবৃত।
- বাদুড়ের চোয়াল পাখির মতো চঞ্চুতে রূপান্তরিত হয় না।

প্রশ্ন ৫ ৥ উভচর ও সরীসৃপের দুটি প্রধান পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর : উভচর ও সরীসৃপের দুটি প্রধান পার্থক্য নিম্নরূপ :

- উভচর-এর ত্বক ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত কিন্তু সরীসৃপের ত্বক শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত।
- উভচর পানিতে ডিম পাড়ে এবং ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় কিন্তু সরীসৃপরা মাটিতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটে।

প্রশ্ন ৬ ৥ কনড্রিকথিস ও অসটিকথিস শ্রেণির দুটি পার্থক্য লেখ।

উত্তর : কনড্রিকথিস ও অসটিকথিস শ্রেণির দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

| কনড্রিকথিস                                                           | অসটিকথিস                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ১. কঙ্কাল তরঙ্গাস্থিময়।                                             | ১. কঙ্কাল অস্থিময়।                                                             |
| ২. দেহ প-য়াকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত এবং ফুলকাহীন থাকে। কানকো থাকে না। | ২. দেহ সাইক্লোয়েড ও টিনয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত এবং ফুলকা কানকো দ্বারা ঢাকা থাকে। |

১. মাইটোসিস বিভাজনের কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয়? [কু. বো. '১৪]

- (ক) প্রোফেজ (খ) প্রো-মেটাফেজ (গ) মেটাফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ

২. মানুষের চোখের রং নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

- DNA (খ) RNA (গ) নিউক্লিওলাস (ঘ) সেন্ট্রোমিয়ার

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩ ও ৪নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সারফওয়ান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিঁয়াজের মূলের কোষ পর্যবেক্ষণ করছিল। সে কোষ বিভাজনের একটি দশায় কোষের নিউক্লিয়াসে কোনো আবরণী ও নিউক্লিওলাস দেখতে পেল না, তবে ক্রোমোজোমগুলো কোষের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থান করতে দেখল।

৩. কোষ বিভাজনের কোন দশায় সারফওয়ানের চোখ পড়েছিল?

- (ক) প্রোফেজ (খ) প্রো-মেটাফেজ  
● মেটাফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ

৪. সারফওয়ান-এর পর্যবেক্ষণকৃত দশাটির পরবর্তী দশায়-

- ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে
- ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে
- সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. নিচের কোনটিকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয়?

- (ক) জিন (খ) ডি.এন.এ ● ক্রোমোসোম (ঘ) আর.এন.এ

৬. কোথায় অ্যামাইটোসিস হয় না?

- (ক) ইস্ট (খ) ছত্রাক (গ) অ্যামিবা ● ভাইরাস

৭. কোন বৈজ্ঞানিককে জীনতত্ত্বের জনক বলা হয়?  
 ● গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (খ) এরিস্টটল  
 (গ) ক্যারোলাস লিনিয়াস (ঘ) রবার্ট হুক
৮. কোনটিতে ডিএনএ থাকে না?  
 (ক) ব্যাকটেরিয়া ● টি.এম.ভি. (গ) ভাইরাস (ঘ) ই-কলি
৯. প্রতিটি জীবদেহ কী দ্বারা গঠিত?  
 (ক) হাত ● কোষ (গ) ফুসফুস (ঘ) হৃৎপিণ্ড
১০. কোষ বিভাজনের কোন ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন করে?  
 (ক) প্রোফেজ ● প্রো-মেটাফেজ (গ) এনাফেজ (ঘ) টেলোফেজ
১১. মানব জননকোষে কতটি ক্রোমোজোম থাকে?  
 (ক) ২৩টি (খ) ২০টি ● ৪৬টি (ঘ) ২২টি
১২. নিচের কোন জীবের মধ্যে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন ঘটে?  
 (ক) মানুষ (খ) ব্যাঙ (গ) সাপ ● অ্যামিবা
১৩. জীবদেহে কোষ বিভাজন কত প্রকার?  
 (ক) ১ (খ) ২ ● ৩ (ঘ) ৪
১৪. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপটি দীর্ঘস্থায়ী?  
 ● প্রোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) টেলোফেজ (ঘ) এনাফেজ
১৫. মাইটোসিসের কোন ধাপে নতুন ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়?  
 (ক) প্রোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) অ্যানাফেজ ● টেলোফেজ
১৬. অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের আকৃতি কেমন হয়?  
 (ক) U ● V (গ) W (ঘ) X
১৭. সপুষ্পক উদ্ভিদের কোথায় মিয়োসিস ঘটে?  
 (ক) ডিম্বাশয় (খ) থ্যালামাস (গ) পুষ্প বৃত্ত ● পরাগধানী
১৮. মাইটোসিসে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের প্রথম ধাপ কোনটি?  
 (ক) টেলোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) অ্যানাফেজ ● প্রোফেজ
১৯. কোনটিতে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে?  
 ● ইস্ট (খ) শুক্রাশয় (গ) মুকুল (ঘ) ডিম্বাশয়
২০. টেলোফেজ ধাপে কোনটি ঘটে?  
 (ক) নিউক্লিয়াসের বিলুপ্তি ঘটে  
 ● দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়  
 (গ) ক্রোমোজোমগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়  
 (ঘ) ক্রোমোজোমগুলো বিলুপ্ত হয়
২১. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে বিভক্ত হয় কোন ধাপে?  
 (ক) প্রোফেজ (খ) প্রোমেটাফেজ (গ) মেটাফেজ ● অ্যানাফেজ
২২. বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয় কাকে?  
 (ক) এরিস্টটল (খ) ক্যারোলাস লিনিয়াস  
 ● গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (ঘ) উলিয়াম হার্ভে
২৩. স্পিন্ডল যন্ত্রের প্রতিটি তন্তুকে কী বলে?  
 (ক) আকর্ষণ তন্তু ● স্পিন্ডল তন্তু (গ) ট্রাকশন তন্তু (ঘ) অ্যাস্টার তন্তু
২৪. অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস কিরূপ আকার ধারণ করে?  
 ● ডায়েলাকার (খ) ডিম্বাকার (গ) গোলাকার (ঘ) বর্গাকার
২৫. মানুষের চুলের রং নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?  
 (ক) সেন্ট্রোমিয়ার ● ডি এন এ (গ) আর এন এ (ঘ) নিউক্লিওলাস
২৬. কোনটিকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয়?  
 ● মাইটোসিস (খ) মিয়োসিস (গ) দ্বিবিভাজন (ঘ) অ্যামাইটোসিস
২৭. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কোষ বিভাজন কোন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে?  
 (ক) অ্যামাইটোসিস ● মাইটোসিস (গ) মিয়োসিস (ঘ) সাইটোকাইনেসিস
২৮. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের শেষ ধাপ কোনটি?  
 (ক) প্রোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) অ্যানাফেজ ● টেলোফেজ
২৯. জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্যের বাহক কোনটি?  
 (ক) গলজি বস্তু ● ক্রোমোজোম (গ) সেন্ট্রোসোম (ঘ) নিউক্লিয় পর্দা



৩০. জিন নিয়ন্ত্রণ করে-

i. মানুষের চোখের রং  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

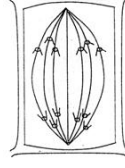
ii. চুলের প্রকৃতি iii. চামড়ার রং

খ i ও ii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

৩১.



চিত্রের ধাপটির ক্ষেত্রে-

i. ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে মোটা ও খাটো হয়  
ii. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দু'ভাগে বিভক্ত হয়  
iii. ক্রোমোজোমগুলো বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

● ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

৩২. মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে-

i. ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়  
ii. জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়  
iii. ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ বজায় থাকে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

৩৩. মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে থাকে-

i. ডিম্বাণু উৎপাদন  
iii. শুক্রাণু উৎপাদন  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

৩৪. প্রোফেজ ধাপে-

i. পানির বিয়োজন ঘটে  
iii. স্পিন্ডল ফাইবার আবির্ভাব ঘটে  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

৩৫. কোষ বিভাজনের ফলে-

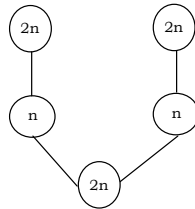
i. একাধিক অপত্যকোষ তৈরি হয়  
ii. গ্যামেটের মাধ্যমে নতুন কোষের সৃষ্টি হয়  
iii. জীবের দৈহিক বৃদ্ধি হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii



চিত্র-X

উদ্দীপকটির আলোকে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩৬. চিত্রের বিভাজনটি কোন ধরনের?

ক মাইটোসিস

● মিয়োসিস

গ অ্যামাইটোসিস

ঘ দ্বি-বিভাজন

৩৭. চিত্র X এর ক্ষেত্রে-

i. এটি মাতৃজনন কোষে ঘটে ii. এতে নিউক্লিয়াস দুইবার বিভাজিত হয়

iii. এতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

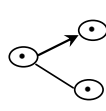
● i ও ii

খ) i ও iii

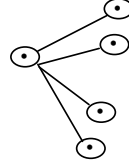
গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্র দুইটি লক্ষ কর এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র-A



চিত্র-B

৩৮. 'A' চিত্রের কোষ বিভাজনে-

i. মাতৃকোষ ও নতুন সৃষ্ট কোষ সমগুণ সম্পন্ন

ii. নতুন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক থাকে

iii. ক্রোমোজোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৩৯. 'B' চিত্রের বিভাজনটি 'A' চিত্রের বিভাজন থেকে আলাদা, কারণ এর ফলে-

● অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়

খ) ক্রোমোজোম সংখ্যা বেড়ে যায়

গ) অস্বাভাবিক কোষ সৃষ্টি হয়

ঘ) দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়

নিচের উদ্ভিদকটি পড় এবং ৪০ ও ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি পেঁয়াজের মূলের কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করছিল, সে কোষ বিভাজনের একটি দশায় দেখতে পায় ক্রোমোজোমগুলো কোষের ঠিক মাঝখানে এবং সবচেয়ে খাটো ও মোটা।

৪০. কোষ বিভাজনের কোন দশা অনিকের চোখে পড়েছিল?

ক) প্রোমেটাফেজ

● মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ

ঘ) টেলোফেজ

৪১. অনিকের পর্যবেক্ষণকৃত দশাটির পরবর্তী দশায়-

i. ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

ii. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

iii. সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

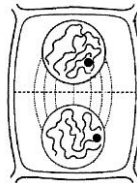
ক) i ও ii

খ) i ও iii

● ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৪২ ও ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৪২. উদ্ভিদকটির চিত্রটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপ?

ক) প্রোফেজ

খ) মেটাফেজ

গ) অ্যানাফেজ

● টেলোফেজ

৪৩. এ ধাপের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

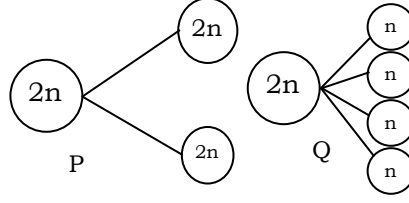
● নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসের পুনঃআবির্ভাব ঘটে

খ) ক্রোমোজোম দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হয়

গ) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে ভাগ হয়

ঘ) মাকু যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে

নিচের চিত্রের আলোকে ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৪৪. **P** বিভাজনের প্রকৃতি কিরূপ?

- (ক) অসম বিভাজন (খ) সমবিভাজন (গ) হ্রাস বিভাজন (ঘ) দ্বিবিভাজন

৪৫. **Q** বিভাজনের ফলে-

- i. দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে ii. হ্যাপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয়

iii. ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ ১ : কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ



#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৬. ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর বহুকোষী জীবদের জীবন শুরু হয় কয়টি কোষ দিয়ে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
৪৭. ছত্রাকে কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে? (জ্ঞান)  
 (ক) অ্যামাইটোসিস (খ) মাইটোসিস  
 (গ) মিয়োসিস (ঘ) দ্বিবিভাজন
৪৮. মাইটোসিস বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস কতবার বিভাজিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার
৪৯. উদ্ভিদের ভাজক টিস্যুর কোষে কোন বিভাজন হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) অ্যামাইটোসিস (খ) মাইটোসিস (গ) দ্বিবিভাজন (ঘ) মিয়োসিস
৫০. প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বৃদ্ধি কী ধরনের কোষ বিভাজন দ্বারা ঘটে? (জ্ঞান)  
 (ক) মাইটোসিস (খ) মিয়োসিস  
 (গ) অ্যামাইটোসিস (ঘ) সাইটোকাইনেসিস
৫১. মিয়োসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে? (জ্ঞান)  
 (ক) দেহ মাতৃকোষে (খ) জনন কোষে  
 (গ) কোষে (ঘ) জনন মাতৃকোষে
৫২. নিচের কোন কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে? (অনুধাবন)  
 (ক) স্নায়ুকোষে (খ) স্থায়ী টিস্যুর কোষে  
 (গ) লোহিত রক্তকণিকা (ঘ) বর্ধনশীল পাতার কোষে
৫৩. উদ্ভিদের অযৌন জননের সময় কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে? (অনুধাবন)  
 (ক) মিয়োসিস (খ) অ্যামাইটোসিস  
 (গ) দ্বিবিভাজন (ঘ) মাইটোসিস
৫৪. জমিতে সার দেওয়ার ফলে ধান গাছের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি কোন কোষ বিভাজনের কারণে ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মিয়োসিস (খ) মাইটোসিস (গ) দ্বিবিভাজন (ঘ) অ্যামাইটোসিস
৫৫. বীজ থেকে চারাগাছ তৈরিতে কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) অ্যামাইটোসিস (খ) মাইটোসিস (গ) মিয়োসিস (ঘ) মেটাফেজ
৫৬. পুং ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টির সময় কোন বিভাজন হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) অ্যামাইটোসিস (খ) মাইটোসিস (গ) মিয়োসিস (ঘ) অস্বাভাবিক
৫৭. মিয়োসিস বিভাজনে ক্রোমোজোম কয়বার বিভাজিত হয়?

[মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- (ক) একবার (খ) দুইবার (গ) তিনবার (ঘ) চারবার
৫৮. হ্রাসমূলক বিভাজন কোনটি? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) মিয়োসিস (খ) মাইটোসিস (গ) প্রোফেজ (ঘ) অ্যামাইটোসিস

৫৯. মিয়োসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসের বিভাজন কতবার ঘটে?

[রংপুর জিলা স্কুল]

৬০. (ক) একবার (●) দুইবার (গ) তিনবার (ঘ) চারবার  
কোনটি প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
৬১. (ক) মাইটোসিস (খ) মিয়োসিস (●) অ্যামাইটোসিস (ঘ) অ্যানাফেজ  
মাইটোসিস বিভাজন কয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়? [মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- (●) দুটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি



 বঙ্গপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি পঞ্জীকৃত

৬২. মাইটোসিস প্রক্রিয়া ঘটে – (অনুধাবন)

- i. প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবদেহের দেহকোষে
  - ii. উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যুতে
  - iii. নিম্নশ্রেণির প্রাণীর ও উদ্ভিদের অযৌন জননের সময়
- নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক)  $i$  ও  $ii$                       (খ)  $i$  ও  $iii$                       (গ)  $ii$  ও  $iii$                       ●  $i, ii$  ও  $iii$

৬৩. মাইটোসিস কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এ ধরনের বিভাজনের ফলে—

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ক্রোমোজোমের সংখ্যার হ্রাস ঘটে
  - ii. প্রতিটি ক্রোমোজোম সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়
  - iii. অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে
- নিচের কোনটি সঠিক?**

- ক)  $i$                       খ)  $ii$                       গ)  $i$  ও  $ii$  ●  $ii$  ও  $iii$

৬৪. মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে—

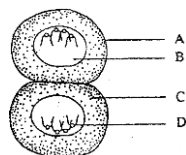
উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

- i. ভাজক টিস্যুর কোষে
  - ii. নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জাইগোটে
  - iii. অণুকুলে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ☐ ক  $i$  ও  $ii$ 
                 
 ☒ গ  $i$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঘ  $ii$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঙ  $i, ii$  ও  $iii$

অভিন্ন তথ্যাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের দাও :



৬৫. বিভাজনরত কোষটির মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত ছিল?

(প্রয়োগ)

৬৬. চিহ্নিত কোন অংশটি সাইটোপ্লাজম? (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) ২টি (●) ৪টি (গ) ৮টি (ঘ) ১৬টি
- (ক) A (খ) B ● C (ঘ) D

পাঠ ২ : মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৭. ক্যারিওকাইনেসিস বিভাজন কয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়? (৩৩৩)

- (ক) দুটি                      (খ) তিনটি                      (গ) চারটি                      ● পাঁচটি

৬৮. প্রোফেজ ধাপে প্রতিটি ক্রোমোজোমে কয়টি ক্রোমাটিড দেখা যায়? (জ্ঞান)

- ☐ ক একটি
 ☒ দুটি
 ☐ গ তিনটি
 ☐ ঘ চারটি

৬৯. সেন্ট্রোমিয়ার কার অংশ? (জ্ঞান)

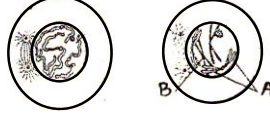
- ক্রোমোজোমের
(খ) ক্রোমাটিডের

৭০. ☐ গ নিউক্লিয়াসের ☐ ঘ রাইবোজোমের  
কোষ বিভাজনের সময় ইন্টারফেজের পর কোন ধাপটি প্রথমে ঘটে? (অনুধাবন)
৭১. ☐ ক মেটাফেজ ☐ খ প্রো-মেটাফেজ ☐ গ অ্যানাফেজ ☒ ঘ প্রোফেজ  
ক্রোমাটিড কী? (অনুধাবন)
- ☐ ক ক্রোমোজোমের সম্পূর্ণ অংশ  
☒ ঘ ক্রোমোজোমের লম্বালম্বি অর্ধেক অংশ  
☐ গ ক্রোমোজোমের একটি বিশেষ অংশ  
☐ ঘ নিউক্লিয়াসের অংশ
৭২. মাইটোসিস বিভাজনের কয়টি ধাপ? (জ্ঞান)  
☐ ক ২টি ☐ খ ৩টি ☐ গ ৪টি ☒ ঘ ৫টি
৭৩. কোন ধাপে ক্রোমোজোম বিভক্ত হয়ে ক্রোমাটিড গঠিত হয়? (জ্ঞান)  
☐ ক টেলোফেজ ☐ খ প্রোমেটাফেজ  
☐ গ অ্যানাফেজ ☒ ঘ প্রোফেজ
৭৪. ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে যুক্ত থাকে কোষ বিভাজনের কোন ধাপে? (জ্ঞান)  
☒ ক প্রোফেজ ☐ খ মেটাফেজ ☐ গ অ্যানাফেজ ☐ ঘ টেলোফেজ
৭৫. প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিভক্ত হয়ে কী গঠন করে? (জ্ঞান)  
☐ ক সেন্ট্রোমিয়ার ☒ ঘ ক্রোমাটিড ☐ গ সেন্ট্রিওল ☐ ঘ মিউকর
৭৬. দুটি ক্রোমাটিডের পরস্পর যুক্ত হওয়ার স্থানকে কী বলে? (জ্ঞান)  
☐ ক সেন্ট্রোজোম ☐ খ ক্রোমোজোম ☐ গ ক্রোমোমিয়ার ☒ ঘ সেন্ট্রোমিয়ার
৭৭. ক্রোমোজোমের অংশ কোনটি? (অনুধাবন)  
☐ ক সেন্ট্রোজোম ☒ ঘ সেন্ট্রোমিয়ার ☐ গ রাইবোজোম ☐ ঘ সেন্ট্রিওল
৭৮. সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
☐ ক ক্রোমাটিড ☒ ঘ সাইটোকাইনেসিস  
☐ গ সেন্ট্রোমিয়ার ☐ ঘ অ্যান্টার রশ্মি
৭৯. ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষের নিউক্লিয়াসে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ চলে, একে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
☐ ক নিউক্লিয়াস ☐ খ ক্রোমাটিড  
☒ ঘ ইন্টারফেজ ☐ ঘ স্পিন্ডল
৮০. কোষ বিভাজনের সবচেয়ে দীর্ঘমোদি ধাপ কোনটি?  
[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]  
☒ ক প্রোফেজ ☐ খ মেটাফেজ ☐ গ অ্যানাফেজ ☐ ঘ টেলোফেজ

### ☐ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে— (অনুধাবন)  
i. নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়  
ii. নিউক্লিওলাস থেকে ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়  
iii. নিউক্লিয়ার জালিকা থেকে ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
☐ ক i ও ii ☒ ঘ i ও iii ☐ গ ii ও iii ☐ ঘ i, ii ও iii
৮২. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে— (অনুধাবন)  
i. প্রোফেজ দীর্ঘস্থায়ী ধাপ  
ii. টেলোফেজ স্বল্পস্থায়ী ধাপ  
iii. মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ ধাপে নিউক্লিয়াস থাকে না  
নিচের কোনটি সঠিক?  
☐ ক i ☐ খ ii ☒ ঘ i ও iii ☐ ঘ ii ও iii

### ☐ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



উপরের চিত্র দেখ এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৮৩. A চিহ্নিত অংশকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) সেন্ট্রোমিয়ার (খ) সেন্ট্রিওল  
 (গ) ক্রোমাটিড (ঘ) সেন্ট্রোজোম
৮৪. B চিহ্নিত অংশটি- (প্রয়োগ)  
 i. সেন্ট্রোমিয়ার ii. ক্রোমাটিড যুক্ত হওয়ার স্থান  
 iii. লুপ্তপ্রায় অঙ্গ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ ৩ : প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৫. কোনটি মাইটোসিস বিভাজনের সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী ধাপ?(অনুধাবন)  
 (ক) টেলোফেজ (খ) অ্যানাফেজ  
 (গ) প্রো-মেটাফেজ (ঘ) মেটাফেজ
৮৬. কোন ধাপে নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রো-মেটাফেজ (খ) প্রোফেজ  
 (গ) টেলোফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ
৮৭. কোন দশাতে মাকু আকৃতির তন্তুর আবির্ভাব ঘটে? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রোফেজ (খ) প্রো-মেটাফেজ  
 (গ) মেটাফেজ (ঘ) টেলোফেজ
৮৮. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কোন ধাপে প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুটি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রোফেজ (খ) অ্যানাফেজ (গ) মেটাফেজ (ঘ) টেলোফেজ
৮৯. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমগুলো বিমুখীয় অঞ্চলে কোন ধাপে যায়? (জ্ঞান)  
 (ক) মেটাফেজ (খ) প্রো-মেটাফেজ  
 (গ) প্রোফেজ (ঘ) টেলোফেজ
৯০. কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণের V, L, J অথবা I আকৃতিবিশিষ্ট হয় কোন ধাপে? (জ্ঞান)  
 (ক) টেলোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) প্রোফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ
৯১. অ্যানাফেজ ধাপে কী সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) অ্যান্টার তন্তু (খ) অপত্য ক্রোমোজোম  
 (গ) ক্রোমাটিড (ঘ) অপত্য কোষ
৯২. কোন ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়? [মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]  
 (ক) প্রোফেজ (খ) প্রো-মেটাফেজ  
 (গ) মেটাফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ
৯৩. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কোন ধাপে? (প্রয়োগ)  
 (ক) অ্যানাফেজ (খ) প্রোফেজ  
 (গ) টেলোফেজ (ঘ) মেটাফেজ
৯৪. মেটাফেজ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে কী দ্বারা আটকে থাকে? [নওয়াব ফয়জুল্লাহ সারকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]  
 (ক) ক্রোমাটিড (খ) সেন্ট্রোজোম (গ) সেন্ট্রোমিয়ার (ঘ) সাইটোপ্লাজম
৯৫. ক্রোমোজোমগুলো কোন ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিমুখীয় অঞ্চলে আসে?  
 [গভ. ল্যাভরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]  
 (ক) অ্যানাফেজ (খ) প্রোফেজ (গ) মেটাফেজ (ঘ) টেলোফেজ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৬. কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ধাপে- (অনুধাবন)

- i. ক্রোমোজোমগুলো মেরু অঞ্চলে যায়  
 ii. ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে আসে  
 iii. ক্রোমাটিডের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?

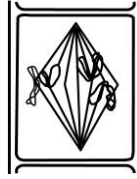
ক i ● ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii  
 ৯৭. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ ধাপে- (অনুধাবন)

- i. ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে আসে  
 ii. ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়  
 iii. অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র অবলম্বনে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৯৮. চিত্রটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন দশা নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

ক প্রোফেজ ● মেটাফেজ গ অ্যানাফেজ ঘ টেলোফেজ

৯৯. উক্ত ধাপে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ক্রোমোজোমগুলো মেরু অঞ্চলে গমন করে  
 ii. ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক মোটা ও খাটো হয়  
 iii. সেন্ট্রোমিয়ার দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

### পাঠ ৪ : টেলোফেজ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০০. টেলোফেজ ধাপে কোন কোষের মেরুতে সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)

● প্রাণিকোষে খ ছত্রাক কোষে  
 গ উদ্ভিদকোষে ঘ জনন কোষে

১০১. ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপে? (জ্ঞান)

ক মেটাফেজ খ অ্যানাফেজ  
 গ সাইটোকাইনেসিস ● টেলোফেজ

১০২. টেলোফেজ ধাপে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থেকে তৈরি হয় কোনটি? (জ্ঞান)

● কোষপে-ট খ কোষপর্দা গ কোষপ্রাচীর ঘ প-জমাপর্দা

১০৩. প্রকৃতপক্ষে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয় কোন ধাপে? (জ্ঞান)

● টেলোফেজ খ অ্যানাফেজ গ প্রোমেটাফেজ ঘ মেটাফেজ

১০৪. সাইটোকাইনেসিসে কোষ পর্দার খাঁজ কতটুকু বিস্তৃত হয়? (জ্ঞান)

ক অক্ষীয় তল ● নিরক্ষীয় তল গ মেরু ঘ বিষুবীয় অঞ্চল

১০৫. স্পিন্ডলতন্তু যন্ত্র অদৃশ্য হয়ে যায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক অ্যানাফেজ খ মেটাফেজ ● টেলোফেজ ঘ প্রো-মেটাফেজ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৬. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসের পুনরায় আবির্ভাব ঘটে- (অনুধাবন)

- i. অ্যানাফেজ ধাপে ii. টেলোফেজ ধাপে  
 iii. ক্যারিওকাইনেসিসের শেষে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক)  $i$  খ)  $ii$  গ)  $i$  ও  $iii$  ●  $ii$  ও  $iii$

১০৭. প্রাণিকোষ সাইটোকাইনেসিসের সময় সাইটোপ-জম বিভক্ত হয়- (অনুধাবন)

- $i$ . ক্লিভেজ পদ্ধতি দ্বারা  $ii$ . কোষপে-ট গঠনের দ্বারা  
 $iii$ . কোষপর্দা গঠনের দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

- $i$  খ)  $ii$  গ)  $iii$  ঘ)  $i$  ও  $ii$

পাঠ ৫ ও ৬ : মিয়োসিস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. মিয়োসিস কোষ বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে কয়টি কোষ উৎপন্ন হয়? (জ্ঞান)  
ক) দুটি ● চারটি গ) ছয়টি ঘ) আটটি
১০৯. পুংজনন কোষ সৃষ্টির সময় কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে? (জ্ঞান)  
ক) মাইটোসিস খ) অ্যামাইটোসিস  
● মিয়োসিস ঘ) ক্যারিওকাইনেসিস
১১০. জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় কোন কোষ বিভাজনে? (জ্ঞান)  
● মিয়োসিস খ) মাইটোসিস গ) অ্যামাইটোসিস ঘ) দ্বিবিভাজন
১১১. ক্রোমোজোম একবার এবং নিউক্লিয়াস দুবার বিভক্ত হয় কোন ধরনের কোষ বিভাজনে? (জ্ঞান)  
ক) অ্যামাইটোসিস ● মিয়োসিস গ) মাইটোসিস ঘ) ক্যারিওকাইনেসিস
১১২. কোষের  $n$  সংখ্যক ক্রোমোজোমকে কী বলে? (জ্ঞান)  
ক) ডিপ-য়েড খ) ট্রিপ-য়েড গ) টেট্রাপ্লয়েড ● হ্যাপ-য়েড
১১৩. কোষের  $2n$  সংখ্যক ক্রোমোজোমকে কী বলে? (জ্ঞান)  
ক) ট্রিপ-য়েড খ) হ্যাপ-য়েড ● ডিপ-য়েড ঘ) এক্সপ্লয়েড
১১৪. জনন মাতৃকোষ  $2n$  হলে জাইগোট কোষ কত হবে? (প্রয়োগ)  
ক)  $n$  খ)  $4n$  গ)  $3n$  ●  $2n$
১১৫. কোন কোষ বিভাজনের কারণে জীবের নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্রোমোজোমের সংখ্যার ধ্রুবতা বজায় থাকে? (অনুধাবন)  
● মিয়োসিস খ) মাইটোসিস  
গ) মিয়োসিস ও মাইটোসিস ঘ) অ্যামাইটোসিস
১১৬. মিয়োসিস বিভাজনের ফলে জননকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার কতগুণ হয়? (প্রয়োগ)  
ক) সমান ● অর্ধেক গ) দ্বিগুণ ঘ) তিনগুণ
১১৭. জীবে যৌন জননের জন্য অপরিহার্য কোন কোষ বিভাজন? (অনুধাবন)  
ক) মাইটোসিস খ) অ্যামাইটোসিস ● মিয়োসিস ঘ) দ্বিবিভাজন
১১৮. প্রাণীর শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে কোন ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে? (প্রয়োগ)  
● মিয়োসিস খ) মাইটোসিস  
গ) ক্যারিওকাইনেসিস ঘ) অ্যামাইটোসিস
১১৯. শুক্রাশয়ের জনন মাতৃকোষ থেকে কী সৃষ্টি হয়? (প্রয়োগ)  
●  $n$  শুক্রাণু খ)  $2n$  শুক্রাণু গ)  $3n$  শুক্রাণু ঘ)  $4n$  শুক্রাণু
১২০. জবা ফুলের যৌন প্রজননে কী প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজন ঘটে? (প্রয়োগ)  
ক) মাইটোসিস ● মিয়োসিস গ) অ্যামাইটোসিস ঘ) অ্যানাফেজ
১২১. জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট থাকে কোন ধরনের কোষ বিভাজনের ফলে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) দ্বিবিভাজন খ) মাইটোসিস ● মিয়োসিস ঘ) অ্যামাইটোসিস
১২২. নিচের কোন কোষ বিভাজনের কারণে বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকে?  
[উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
ক) অ্যামাইটোসিস খ) মাইটোসিস ● মিয়োসিস ঘ) সমীকরণিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৩. মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে উদ্ভিদের- (অনুধাবন)

- $i$ . জনন মাতৃকোষে  $ii$ . দেহকোষে  
 $iii$ . পরাগধানীতে  
নিচের কোনটি সঠিক?



১২৭. মানুষের দেহকোষে কতটি ক্রোমোজাম থাকে? (জ্ঞান)  
 (ক) ২২ (খ) ২৩ (গ) ৪৪ (ঘ) ৪৬

১২৮. নিচের কোনটি ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান? (জ্ঞান)  
 (ক) আরএনএ (খ) প্রোটিন  
 (গ) ডিএনএ (ঘ) নিউক্লিক অ্যাসিড

১২৯. মানুষের জনন কোষে (n) ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? (জ্ঞান)  
 (ক) ২২ (খ) ২৩ (গ) ৪৪ (ঘ) ৪৬

১৩০. নিচের কোনটি জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক? (জ্ঞান)  
 (ক) ডিএনএ (খ) আরএনএ  
 (গ) ক্রোমোজোম (ঘ) ক্রোমাটিড

১৩১. এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বৈশিষ্ট্যের বাহক কোনটি? (অনুধাবন)  
 (ক) ক্রোমোজোম (খ) জিন (গ) ক্রোমাটিড (ঘ) রাইবোজোম

১৩২. কোন ধাপে ক্রোমোজোমগুলোকে সঠিকভাবে গণনা করা যায়? (অনুধাবন)  
 (ক) মেটাফেজ (খ) প্রোফেজ  
 (গ) অ্যানাফেজ (ঘ) টেলোফেজ

১৩৩. নিচের কোনটি ক্রোমোজোমে থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) সেন্ট্রোজোম (খ) নিউক্লিওলাস  
 (গ) সেন্ট্রোমিয়ার (ঘ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

১৩৪. ক্রোমোজোমের বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী উপাদানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রোটিন (খ) ডিএনএ (গ) আরএনএ (ঘ) নিউক্লিক অ্যাসিড

১৩৫. বংশগতির ভৌতভিত্তি কাকে বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ক্রোমোজোম (খ) জিন (গ) সেন্ট্রোমিয়ার (ঘ) ক্রোমাটিড

১৩৬. ক্রোমাটিডদ্বয় নির্দিষ্ট স্থানে কী দ্বারা যুক্ত থাকে? (অনুধাবন)  
 (ক) নিউক্লিক এসিড (খ) সেন্ট্রোমিয়ার  
 (গ) ডিএনএ (ঘ) আরএনএ

১৩৭. একটি উদ্ভিদের মূলের কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি ১৮ হয়, তাহলে এর পংজনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? (প্রয়োগ)

ক ৬

খ ৭ গ ৮ ● ৯

১৩৮. যদি  $n = ৬$  হয় তাহলে ক্যাশের কোষে এবং ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ক্যাশে ৬ এবং ডিম্বাণুতে ৬

খ ক্যাশে ১২ এবং ডিম্বাণুতে ১২

● ক্যাশে ১২ এবং ডিম্বাণুতে ৬

ঘ ক্যাশে ৬ এবং ডিম্বাণুতে ১২

১৩৯. TMV এর কার্যকর জিন কোনটি?

[খুলনা জিলা স্কুল]

● RNA

খ DNA

গ ক্রোমোজোম

ঘ নিউক্লিক এসিড

১৪০. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

[ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুল, ঢাকা]

ক ১৮০৩

খ ১৮১১

● ১৮২২

ঘ ১৮৩৩



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪১. ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি বলার, কারণ— (অনুধাবন)

i. বংশগতির ধারা অণুগ্ন রাখে ii. জিনকে পরবর্তী বংশধরে নিয়ে যায়

iii. নতুন বংশগতিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৪২. জিনের রাসায়নিক গঠন — (অনুধাবন)

i. প্রোটিন

ii. ডিএনএ

iii. নিউক্লিক এসিড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

● ii

গ i ও iii

ঘ ii ও iii

১৪৩. প্রতিটি ক্রোমোজোমের প্রধান অংশ হলো— (অনুধাবন)

i. ক্রোমাটিড

ii. আরএনএ

iii. সেন্ট্রোমিয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii



### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪৪ ও ১৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘ক’ অণুকে জিনের রাসায়নিক রূপ বলা হয়।

১৪৪. ‘ক’ কী নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

ক RNA

● DNA

গ সেন্ট্রোমিয়ার

ঘ ক্রোমাটিড

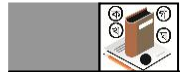
১৪৫. উক্ত উপাদানটি— (উচ্চতর দক্ষতা)

ক এক ধরনের নিউক্লিক এসিড

খ সেন্ট্রোসোমে থাকে

গ সকল জীবের নিউক্লিয়াসে থাকে

● বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে



### এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১৪৬. কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসের বিলুপ্তি ঘটে এবং ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে আসে— (অনুধাবন)

i. মিয়োসিস-১ ধাপে

ii. প্রো-মেটাফেজ ধাপে

iii. সবচেয়ে খাটো ও মোটা অবস্থায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ i ও ii

● ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৪৭. মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে— (অনুধাবন)

i. অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের সমান থাকে

ii. জনন কোষ উৎপন্ন হয়

iii. পরবর্তী বংশধরের দেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ i ও ii • ii ও iii

ঘ i, ii ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফারাবি স্যার বিজ্ঞান ক্লাসে কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, কোষ বিভাজনের একটি বিশেষ ধাপে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সূতার মতো অংশের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ফলে বিভাজিত কোষে এর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

ক. কোন ধরনের কোষ বিভাজনে জননকোষ উৎপন্ন হয়?

?

খ. অ্যামাইটোসিস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফারাবি স্যারের বর্ণিত বিশেষ ধাপটির সচিত্র বর্ণনা দাও।

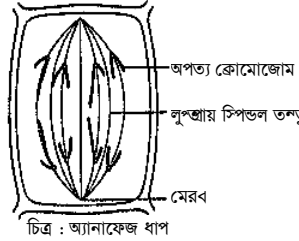
ঘ. ফারাবি স্যারের বর্ণিত সূতার মতো অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষ উৎপন্ন হয়।

খ. যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে অ্যামাইটোসিস বলে। এককোষী জীব যেমন : ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি জীবে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন হয়।

গ. ফারাবি স্যারের বর্ণিত কোষ বিভাজনের ধাপটি অ্যানাফেজ। নিচে ধাপটির চিত্র অঙ্কিত হলো।



এ ধাপে-

১. প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিড একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার পায়।

২. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে।

৩. এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে যুক্ত তন্তুগুলোর সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণমালার V, L, J অথবা I আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

ঘ. ফারাবি স্যারের বর্ণিত সূতার মতো অংশটি হলো ক্রোমোজোম।

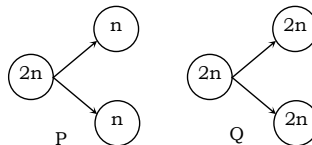
প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে নিউক্লিয়ার জালিকা ভেঙে পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো সূতার আকার ধারণ করে।

প্রতিটি জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যাবলি বংশপরম্পরায় ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা বাহিত হয়। ক্রোমোজোমে এক ধরনের নিউক্লিক এসিড ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) থাকে জিনের রাসায়নিক রূপ।

জীবদেহের বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে বহন করার জন্য ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বাহক ও ধারক হিসেবে কাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোষ বিভাজনে উক্ত অংশটির ভূমিকা অপরিসীম।

**প্রশ্ন -২▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. মানুষের প্রতিটি দেহকোষে কয়টি ক্রোমোজোম রয়েছে?

?

খ. জিন বলতে কী বোঝায়?

গ.  $P$  কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উন্নত প্রাণীতে  $P$  ও  $Q$  কোষ বিভাজন দুইটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ৪৬টি ক্রোমোজোম রয়েছে।

খ. কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত বংশগত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে জিন বলে। বর্তমানে ক্রোমোজোমে অবস্থিত ডিএনএ অণুর যে অংশটুকু দ্বারা কোনো জীবের একটি নির্দিষ্ট বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তাকেই জিনরূপে গণ্য করা হয়।

গ.  $P$  কোষ বিভাজনটি হলো মিয়োসিস কোষ বিভাজন।

মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে ঘটে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে মিয়োসিস ঘটে।

মিয়োসিস বিভাজনের সময় কোষ পরপর দুবার বিভাজিত হয়।

প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা মিয়োসিস-২ বলা হয়।

প্রথম বিভাজনের সময় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকের পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ।

ঘ. উন্নত প্রাণীতে  $P$  ও  $Q$  কোষ বিভাজন দুটির তুলনামূলক আলোচনা নিচে দেওয়া হলো :

**মিয়োসিস ( $P$ ) :** মিয়োসিস জনন মাতৃকোষে ঘটে। অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। ফলে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা বজায় থাকে। চারটি হ্যাপ-য়েড অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়।

মাতৃকোষ দুবার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে মিয়োসিস-১ এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে মিয়োসিস-২ বলে। জননকোষ সৃষ্টি করা মিয়োসিসের উদ্দেশ্য।

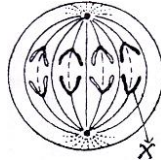
**মাইটোসিস ( $Q$ ) :** মাইটোসিস দেহ-মাতৃকোষে ঘটে। অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে। দুটি ডিপ-য়েড অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়। মাতৃকোষ একবার বিভাজিত হয়। দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা মাইটোসিসের উদ্দেশ্য।



#### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -৩৮ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. বংশগতির জনক কে? ১

খ. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপগুলো লেখ। ২

গ. প্রাণীর বংশ বিস্তারে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত 'X' এর মধ্যে অবস্থিত প্রধান উপাদানের অংশসমূহ জীবে কী ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বংশগতির জনক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।

খ. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ৫টি ধাপ। যথা : ১. প্রোফেজ, ২. প্রো-মেটাফেজ, ৩. মেটাফেজ, ৪. অ্যানাফেজ, ৫. টেলোফেজ।

গ. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো কোষ বিভাজন। প্রাণীর বংশ বিস্তারে প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাণীর বংশবিস্তারের পূর্বশর্ত হলো যৌন জনন। যৌন জননের জন্য প্রয়োজন জনন কোষ। জনন কোষ সৃষ্টি হয় মিয়োসিস কোষ বিভাজনে। জনন মাতৃকোষ থেকে পুং ও স্ত্রীগ্যামেট উৎপন্নের সময় এ ধরনের কোষ বিভাজন হয়। এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় -

১. ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষ বিভাজিত হয়।

২. একটি কোষ থেকে চারটি কোষের সৃষ্টি হয়।

৩.

অর্ধেক হয়।

সৃষ্ট চারটি কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার

দেখা যাচ্ছে যে, মিয়োসিস কোষ বিভাজন না হলে হ্যাপ্লয়েড ( $n$ ) জননকোষ সৃষ্টি হয় না। জননকোষ সৃষ্টি না হলে যৌন জননও সম্ভব নয়। ফলে বংশবিস্তারও হবে না।

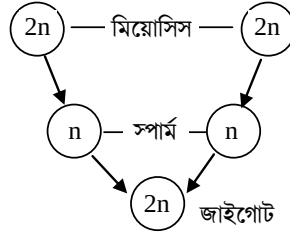
কাজেই, কোষ বিভাজনের দ্বারাই বংশগতির ধারা অব্যাহত থাকে। অতএব, একথা অনস্বীকার্য যে, প্রাণীর বংশ বিস্তারে উল্লিখিত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব অপরিসীম।

- ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত  $X$  হলো ক্রোমোজোম। এর মধ্যে অবস্থিত প্রধান উপাদান হলো **DNA**। এটি জীবের বংশবিস্তার ও বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী **DNA** এর অংশকে জিন নামে অভিহিত করা হয়। জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র জিন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার রং ইত্যাদি সবই জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোও তাদের ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে বংশগতির ধারা অগ্নি রাখা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উদ্ভীপকে উল্লিখিত  $X$  বা ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত প্রধান উপাদান **DNA** এর অংশসমূহ জীবের বংশগতির ধারা পরিবহন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন -৪ ▶** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. জিনতত্ত্বের জনক কে? ১  
খ. বংশগতি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উপরে প্রদর্শিত পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. জিনতত্ত্বের জনক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।

- খ. মা-পিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

মা ও বাবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততি পেয়েই থাকে। আর সন্তানরা পিতা-মাতার যেসব বৈশিষ্ট্য পায়, সেগুলোকে বলে বংশগত বৈশিষ্ট্য।

- গ. চিত্রে প্রদর্শিত পদ্ধতিটি হলো মিয়োসিস কোষ বিভাজন ও জনন কোষের মিলন।

ডিপ্লয়েড ( $2n$ ) জীবের জনন কোষ উৎপন্ন সময় জনন মাতৃকোষে ও হ্যাপ্লয়েড ( $n$ ) জীবের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে। এ কোষ বিভাজনে জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস পরপর দুবার বিভাজিত হয়। ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় জনন মাতৃকোষ ( $2n$ ) থেকে পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু ( $n$ ) এবং স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু ( $n$ ) উৎপন্ন হয়। আবার যৌন জননের সময় যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের বা শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে তখন সে অবস্থাকে জাইগোট বলে। জাইগোট ডিপ্লয়েড ( $2n$ ) হয়।

অতএব, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে চিত্রে প্রদর্শিত বিভাজনটি ঘটে থাকে।

- ঘ. উপরে প্রদর্শিত পদ্ধতিটি হলো মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির প্রক্রিয়া।

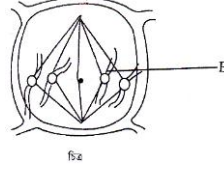
জনন মাতৃকোষ ( $2n$ ) থেকে স্ত্রী ও পুংগ্যামেট উৎপন্ন সময় মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয়। এতে একটি মাতৃকোষ ( $2n$ ) থেকে চারটি অপত্য কোষের ( $n$ ) সৃষ্টি হয়। যৌন জননে পুং ও স্ত্রীজনন কোষের মিলনের প্রয়োজন পড়ে। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের সমান থেকে যায় তাহলে জাইগোট কোষে জীবটির দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

কিন্তু উপরের প্রদর্শিত মিয়োসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে দুটি জননকোষ একত্রিত হয়ে যে জাইগোট গঠন করে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার অনুরূপ থাকে। এতে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ধ্রুবতা বজায় থাকে। যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড ( $n$ ) কোষের মিলন ঘটে তখন সে অবস্থাকে ডিপ্লয়েড ( $2n$ ) বলে। যা উপরের চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

সুতরাং মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকে।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বংশগতির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখার জন্য উপরে প্রদর্শিত পদ্ধতিটির গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন -৫▶** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

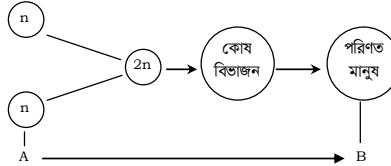


- ক. মাইটোসিস কাকে বলে? ১  
খ. ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোকাইনেসিসের ব্যাখ্যা দাও। ২  
গ. উদ্ভিদকে কোষ বিভাজনের যে পর্যায়টি দেখানো হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. 'B' চিহ্নিত অংশটি বংশগতির ধারক ও বাহক — কথটি বিশ্লেষণ কর। ৪

▶◀ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. যে প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সম আকৃতির, সমগুণ সম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস বলে।  
খ. নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে। সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। মাইটোসিস বিভাজন দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ক্যারিওকাইনেসিস এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন বা সাইটোকাইনেসিস হয়।  
গ. উদ্ভিদকে কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ধাপকে দেখানো হয়েছে। এ ধাপটি নিচে বর্ণিত হলো :  
i. ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে আসে।  
ii. মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে।  
iii. এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।  
ঘ. সৃজনশীল ও (ঘ) এর অনুরূপ।

**প্রশ্ন -৬▶** নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

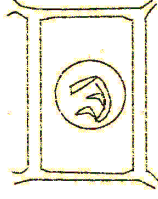


- ক. ক্যারিওকাইনেসিস কাকে বলে? ১  
খ. হ্রাসমূলক বিভাজন বলতে কী বুঝায়? ২  
গ. A থেকে B পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভিদকে উৎপন্ন জীবটির দেহকোষগুলো  $2n$  হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪ ৪

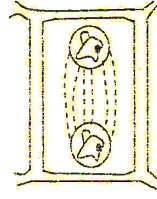
▶◀ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. ক্যারিওকাইনেসিস হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজনকালে নিউক্লিয়াসের বিভাজন।  
খ. হ্রাসমূলক বিভাজন বলতে মিয়োসিস কোষ বিভাজনকে বোঝায়। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দুবার বিভাজিত হয় এবং ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ হ্রাস পায়। কাজেই এ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলে।  
গ. এ সংক্রান্ত পাঠ সম্পূর্ণরূপে অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান বইতে নেই। তাই সমাধান দেওয়া হলো না। প্রয়োজনবোধে নবম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বইয়ের একাদশ অধ্যায়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।  
ঘ. (গ) এর উত্তরের অনুরূপ।

**প্রশ্ন -৭▶** নিচের চিত্রগুলো লক্ষ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ধাপ-A



ধাপ-B

?

- ক. জিন কী? ১  
খ. মিয়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন? ২  
বুঝিয়ে লেখ।  
গ. উদ্ভীপকের B ধাপটিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে-ব্যখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে না ঘটলে জীবে কী সমস্যা হতে পারে- বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ক্রোমোজোমে অবস্থিত ডিএনএ অণুর যে অংশটুকু দ্বারা কোনো জীবের একটি নির্দিষ্ট বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়, তাই জিন।
- খ. মিয়োসিস বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়। মিয়োসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পর পর দুবার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। তাই এ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়।
- গ. উদ্ভীপকের B ধাপটি মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতির উদ্ভিদকোষের টেলোফেজ ধাপ। এ ধাপে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে সেগুলো হলো :  
১. অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছায়।  
২. এরপর উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে নিউক্লিয়ার পর্দা এবং নিউক্লিওলাসের পুনঃআবির্ভাব ঘটে।  
৩. এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে পরস্পরের সাথে জট পাকিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে। এভাবে কোষের দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে।
- ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে না ঘটলে জীবের বৃদ্ধিতে সমস্যা হতো। উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনে ঘটে। ধাপ-A তে সাইটোপ্লাজম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট একটি অপত্যকোষ এবং ধাপ-B তে নিউক্লিয়াস বিভাজনের টেলোফেজ ধাপ দেখানো হয়েছে।
- জীবের বৃদ্ধির জন্য ধাপ-A ও ধাপ-B অপরিহার্য। ধাপ-B সঠিকভাবে না ঘটলে ধাপ-A সঠিকভাবে সম্পন্ন হতো না। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের বিভাজনের (ধাপ-B) পরপরই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন (ধাপ-A) সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ধাপ-B এর পর দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। ধাপ-A তে একটি অপত্য কোষ দেখানো হয়েছে।
- সুতরাং উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে না ঘটলে কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে না। ফলে জীবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

#### প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোমা একদিন বিজ্ঞান ক্লাসে এক ধরনের কোষ বিভাজন সম্পর্কে জানল, যা জীবের জননমাতৃকোষে ঘটে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে একই ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে।

?

- ক. মাইটোসিস কোষ বিভাজন কয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়? ১  
খ. ক্রোমোজোমকে বংশগতির বাহক বলা হয় কেন? ২  
গ. সোমার জানা কোষ বিভাজন পদ্ধতি ব্যখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত কোষ বিভাজনের ফলে প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। উদ্ভিতির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৷ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ৷

ক. মাইটোসিস কোষ বিভাজন পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

খ. ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণু জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষানুক্রমে বহন করে বলে, একে বংশগতির বাহক বলা হয়।

ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য বাহক হিসেবে কাজ করে বংশগতির ধারা বজায় রাখে। এজন্য ক্রোমোজোমকে বংশগতির বাহক বলা হয়।

গ. সৃজনশীল ২(গ) নং উত্তর দেখ।

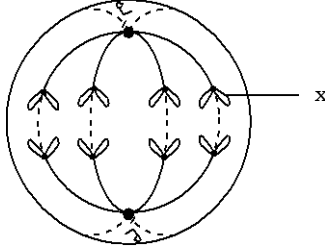
ঘ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত কোষ বিভাজন হলো মিয়োসিস। এর ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ বজায় থাকে। ফলে প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে।

ক্রোমোজোম একটি জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। ক্রোমোজোম বৈশিষ্ট্যগুলো এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করে নিয়ে যায়। যদি একটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ বজায় না থাকত, তাহলে জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো।

মিয়োসিস-১ এবং মিয়োসিস-২ এর ফলে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয়। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট জনন কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। পরবর্তীতে পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে জাইগোট পুনরায় মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান হয়ে থাকে। তাই মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোমের সংখ্যার দ্বিগুণ বজায় থাকে।

সুতরাং উদ্ভিদকে উল্লিখিত কোষ বিভাজনের ফলে প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্ভিদকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. জীবদেহ কী দিয়ে গঠিত? ১

খ. এককোষী জীবগুলো কোন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে? ২

ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত ধাপটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত X এর মধ্যে অবস্থিত প্রধান উপাদানের অংশসমূহ জীবে কী ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৷ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ৷

ক. জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত।

খ. এককোষী জীবগুলো অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ ধরনের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি ডায়েল আকার ধারণ করে এবং মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে সাইটোপ্লাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়।

গ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত ধাপটি প্রাণিকোষের অ্যানাফেজ ধাপ। নিচে এ ধাপটি ব্যাখ্যা করা হলো :

i. প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ক্রোমাটিডে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

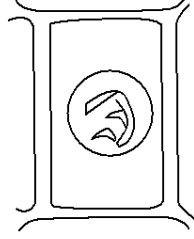
ii. ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে।

iii. এরপর ক্রোমোজোমগুলোর সাথে যুক্ত অণুগুলোর সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজি বর্ণমালার V, L, J, I আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

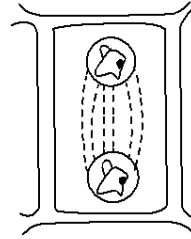
ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ (ঘ) এর অনুরূপ।

প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্ভিদকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :





ধাপ-A



ধাপ-B

- ক. ডিএনএ-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. অ্যামাইটোসিস বলতে কী বুঝায়— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্ভীপকের B ধাপটির পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হলে জীবের কী ঘটতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

▶◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. ডিএনএ এর পূর্ণরূপ ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক এসিড।

খ. সৃজনশীল ১(খ) এর অনুরূপ।

গ. সৃজনশীল ৭(গ) এর অনুরূপ।

ঘ. সৃজনশীল ৭(ঘ) এর অনুরূপ।

**প্রশ্ন -১১▶** নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সামির দেখতে তার বাবার মতো। তার পড়ার ঘরের দেয়ালে দু'টি ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবি দু'টি হচ্ছে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ।

- ক. জীবদেহে কয় ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়? ১
- খ. ইন্টারফেজ বলতে কী বুঝায়? ২
- গ. সামিরের পড়ার ঘরে টাঙানো ছবি দু'টির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ৩
- ঘ. সামির দেখতে তার বাবার মতো—এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

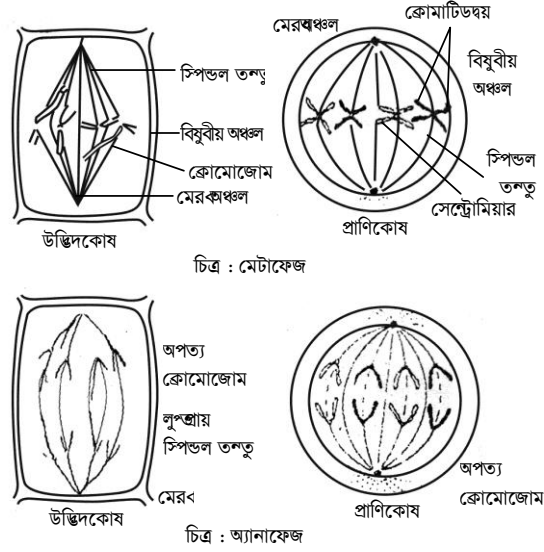
▶◀ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়।

খ. ইন্টারফেজ বলতে বিভাজনের পূর্বে নিউক্লিয়াসের প্রস্তুতিমূলক অবস্থাকে বোঝায়।

মাইটোসিস বিভাজনে প্রথমে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও পরে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সম্পন্ন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। বিভাজন শুরু হওয়ার আগে কোষের নিউক্লিয়াসকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হয়। এ অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলে।

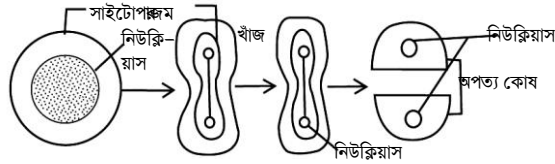
গ. সামিরের পড়ার ঘরে টাঙানো ছবি দু'টির চিহ্নিত চিত্র নিচে অঙ্কন করা হলো:



ঘ. সামির দেখতে তার বাবার মতো কারণ সে বাবার বংশগতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পেয়েছে।

মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তান সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বলে। এছাড়া সন্তানরা মাতা-পিতার যেসব বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলোকে বংশগতি বৈশিষ্ট্য বলে। মানুষের কোষে থাকে নিউক্লিক এসিড। এতে থাকে ডিএনএ ও আরএনএ। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ। এটি বংশগতির ধারা পরিবহন করে ও জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক হিসেবে কাজ করে জীবদেহের বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষানুক্রমে বহন করে। তাই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA এর অংশকে জিন বলে। জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন কাজ করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মাত্র জিন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ হতে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য বাহক হিসেবে কাজ করে বংশগতির ধারা অণুগ্ন রাখে। বংশগতির ধারা অণুগ্ন রাখার জন্য কোষ বিভাজনের সময় সামিরের ক্রোমোজোম জিনকে সরাসরি তার পিতা থেকে বহন করে তার দেহে নিয়ে গেছে। একারণেই সামির দেখতে তার বাবার মতো। – উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন -১২▶ নিচের চিত্র লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. কোষ বিভাজন কত প্রকার? ১
- খ. বহুকোষী জীবের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় কেন? ২
- গ. উদ্ভীপকের বিভাজন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উপরিউক্ত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

◀▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. কোষ বিভাজন তিন প্রকার।
- খ. বহুকোষী জীবের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে।  
বহুকোষী জীবদেহে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সমআকৃতির, সমগুণসম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমবিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। ফলে বহুকোষী জীবের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।
- গ. উদ্ভীপকের বিভাজন প্রক্রিয়াটি হলো অ্যামাইটোসিস। এ ধরনের কোষ বিভাজন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি এককোষী জীবে হয়।  
অ্যামাইটোসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি ডায়েলের আকার ধারণ করে এবং প্রায় মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে সাইটোপ্লাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনও বলে।

ঘ. উপরিউক্ত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি হলো অ্যামাইটোসিস। এর মাধ্যমে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র সচল থাকে। অ্যামাইটোসিস বিভাজন দ্বারা ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ইত্যাদি এককোষী জীব কোষ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে পরিবেশে এসব জীবের সংখ্যা হ্রাস পায় না। এগুলো পরিবেশে অণুজীব নামে পরিচিত। জীবদেহ মারা গেলে এসব অণুজীব মৃত জীবদেহের ওপর ক্রিয়া করে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিয়োজিত হয়ে নানা রকম জৈব ও অজৈব দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। সুতরাং, জীবজগৎ টিকিয়ে রাখতে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অপরিসীম।



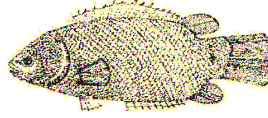
## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -১৩▶ নিচের চিত্র লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



A



B

- ক. কোষ বিভাজন কত প্রকার? ১
- খ. মিয়োসিস বিভাজনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২
- গ. চিত্রে-A জীবটির কোষ বিভাজন বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-A এবং চিত্র-B এর এর জীব দুটির দেহকোষের বিভাজনের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

### ▶▶ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. কোষ বিভাজন তিন প্রকার।
- খ. মিয়োসিস বিভাজনের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো :
১. ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়, নিউক্লিয়াস দুই বার বিভাজিত হয়।
  ২. অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।
- গ. চিত্র-A এর জীবটি হলো ইস্ট। এর কোষ বিভাজিত হয় অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায়। সৃজনশীল ১২ (গ) এর অনুরূপ।
- ঘ. চিত্র-A এর জীবটির দেহকোষ অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। চিত্র-B তে উপস্থাপিত জীবটি উন্নত শ্রেণির বহুকোষী জীব। এর দেহকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। নিচে ছকের মাধ্যমে এদের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

| অ্যামাইটোসিস                                                                                     | মাইটোসিস                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১. এই বিভাজনের মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। | ১. এই বিভাজনে মাতৃকোষ ২টি পর্যায় ও ৫টি ধাপ সম্পন্ন করে জটিল প্রক্রিয়ায় দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। |
| ২. এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রত্যক্ষ বিভাজন ঘটে।                                           | ২. এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের পরোক্ষ বিভাজন ঘটে।                                                   |
| ৩. এককোষী জীবে ঘটে।                                                                              | ৩. বহুকোষী জীবে ঘটে।                                                                                  |

প্রশ্ন -১৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

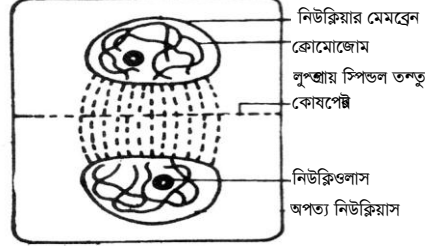
কোষ বিভাজনের ধাপগুলোর মধ্যে টেলোফেজ শেষ ধাপ। এ ধাপটি শেষ হতে অ্যানাফেজ ধাপের থেকে বেশি সময় নেয়। এ ধাপে অপত্য নিউক্লিয়াসের আবির্ভাব ঘটে।



- ক. স্পিন্ডল যন্ত্র কাকে বলে? ১
- খ. নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম কীভাবে গঠন হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের ধাপটির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ৩
- ঘ. কোনো কোষে ইন্টারফেজ ধাপ না ঘটলে উদ্দীপকের ধাপটি ঘটবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

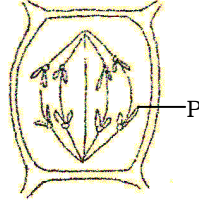
- ক. মেটাফেজ ধাপে কোষের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত স্পিন্ডল তন্তুগুলো কোষের বিষুবীয় অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে যে মাকুর আকার ধারণ করে তাকে স্পিন্ডল যন্ত্র বলে।
- খ. টেলোফেজ ধাপে উভয় মেরুতে ক্রোমোজোমগুলো সরু ও লম্বা আকার ধারণ করে পরস্পরের সাথে জট পাকিয়ে অপত্য নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে।
- গ. উদ্ভীপকের ধাপটি হলো টেলোফেজ। এ ধাপের চিহ্নিত চিত্র নিম্নরূপ :



চিত্র : টেলোফেজ

- ঘ. কোনো কোষে ইন্টারফেজ ধাপ না ঘটলে উদ্ভীপকের ধাপ টেলোফেজ বিঘ্নিত হবে। একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অপত্যকোষ দুটির বৃদ্ধি ঘটে এবং মাতৃকোষের মতো সকল বস্তুর অধিকারী হওয়ার পর বিভক্ত হয়। এ সময় নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন নিউক্লিও বস্তুর সংশ্লেষণ ঘটে। অর্থাৎ কোষগুলো পরবর্তী বিভাজনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একটি কোষের বিভাজনের পর পরবর্তী বিভাজনের জন্য এই প্রস্তুতিমূলক কাজ করার সময়কে ইন্টারফেজ বলে। সুতরাং ইন্টারফেজ না ঘটলে পরবর্তী কোষ বিভাজন অর্থাৎ টেলোফেজ ধাপ ঘটলেও সে সংঘটন বিঘ্নিত হবে।

প্রশ্ন -১৫▶ নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : Q

- ক. ক্যারিওকাইনেসিস কী? ১
- খ. মিয়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন? ২
- গ. Q এর পূর্বের ধাপের চিহ্নিত চিত্র ও সংঘটিত কার্যাবলি উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. 'P' কে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় - ৪  
যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মাইটোসিস কোষ বিভাজনকালে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে।
- খ. মিয়োসিস বিভাজনে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে একে হ্রাসমূলক বিভাজন বলে। জনন কোষ উৎপন্নের সময় মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এ বিভাজন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দু'বার বিভাজিত হলেও ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস পায়। এ কারণেই মিয়োসিস কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়।
- গ. চিত্র-Q ধাপটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশা। এর পূর্বের ধাপটি হলো মেটাফেজ পর্যায়। এ মেটাফেজ পর্যায়ের সংঘটিত কার্যাবলি নিম্নরূপ :



চিত্র : মেটাফেজ

১. ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে আসে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে।
২. এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।
- ঘ. উদ্ভীপকে চিহ্নিত  $P$  অংশটি হলো ক্রোমোজোম। এটিকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কারণ—
  ১. ক্রোমোজোমের মাধ্যমেই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় অর্থাৎ সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ধারণ করে ক্রোমোজোম।
  ২. ক্রোমোজোমে  $DNA$  ও  $RNA$  নামক জিন থাকে। মানুষের চুলের প্রকৃতি, চোখের রং, চামড়ার রং ইত্যাদি সবই জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
  ৩. ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজনের মাধ্যমে অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ক্রোমোজোম কোষ বিভাজনে ভূমিকা পালন করে।
  ৪. প্রোটিন সংশ্লেষণে ক্রোমোজোম ভূমিকা পালন করে।
  ৫. ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করার জন্য বাহক হিসেবে কাজ করে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে।
- উপরের যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়— ' $P$ ' কে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয়— এটি যথার্থ।

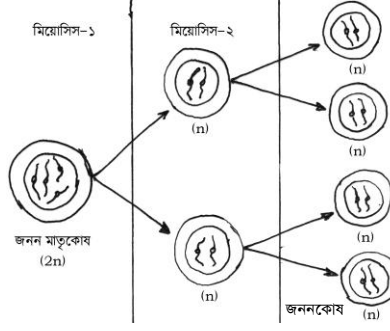
**প্রশ্ন -১৬▶** নিচের চিত্র লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. বংশগতি কাকে বলে? ১
- খ. মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের অপত্য নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? ২
- গ. উদ্ভীপকের কোষটি থেকে কয়টি কোষ সৃষ্টি হবে? একটি রেখাচিত্রের দ্বারা দেখাও। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকের চিত্রে যে ধরনের কোষ বিভাজন হয় এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৪

▶▶ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।
- খ. মাইটোসিসে উৎপন্ন অপত্যকোষগুলোর নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃদেহকোষের মতো ডিপ্লয়েড ( $2n$ ) থাকে। মিয়োসিসে উৎপন্ন অপত্যকোষগুলোর নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড ( $n$ ) থাকে।
- গ. উদ্ভীপকের কোষটি থেকে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা চারটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষ উৎপন্ন হবে এবং প্রত্যেকটিতে দুটি করে ক্রোমোজোম থাকবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি জনন মাতৃকোষের। জীবের জনন মাতৃকোষে মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয়। এ কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. এ ধরনের কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি কোষের সৃষ্টি হয়।
২. ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এবং নিউক্লিয়াস দুইবার বিভক্ত হয়।
৩. সৃষ্টি চারটি কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।
৪. জীবের জনন ও নিঃশ্রেণির উভিদের জাইগোটে মিয়োসিস ঘটে।

**প্রশ্ন -১৭▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অবনী তার প্রতিবেশীদের এক বাড়িতে দেখল সে বাড়ির ছেলে ও মেয়ের চেহারা তাদের বাবা ও মায়ের মতো। অবনী পরের দিন তার শ্রেণি শিক্ষককে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করল এবং শ্রেণিশিক্ষক তাকে বললেন এটি মাতাপিতার জিনের কারণে হয়েছে।

- ক. মেন্ডেলের পুরো নাম কী? ১
- খ. জিনের রাসায়নিক গঠন কী এবং এটি কোথায় থাকে? ২
- গ. অবনীদেবের প্রতিবেশীর ছেলে ও মেয়ের চেহারা তাদের বাবা ও মায়ের মতো কেন? ৩
- ঘ. ঐ বাড়ির ছেলেমেয়ের বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণু নষ্ট হলে কী অবস্থা হতো? ৪

▶▶ ১৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মেন্ডেলের পুরো নাম গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।
- খ. জিনের রাসায়নিক গঠন ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) অণু। ডিএনএ ক্রোমোজোমে থাকে।
- গ. অবনীর প্রতিবেশীদের ছেলে ও মেয়ের চেহারা তাদের বাবা ও মায়ের মতো ক্রোমোজোমে থাকা জিনের কারণে।  
ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ। ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণুগুলোই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক এবং বাহক।  
ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণুকে জিন বলা হয়। সুতরাং, জিন হলো ক্রোমোজোমে অবস্থিত ডিএনএ।  
উদ্দীপকের ছেলে ও মেয়ের বাবা ও মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের ক্রোমোজোমে থাকা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করে নিয়ে যায় এবং বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। এজন্য প্রতিবেশীদের ছেলে ও মেয়ের চেহারা তাদের বাবা ও মায়ের মতো।
- ঘ. ঐ বাড়ির ছেলেমেয়ের বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণু নষ্ট হলে বংশগতির ধারা রক্ষায় বিঘ্নিত দেখা দিত।  
ক্রোমোজোমের একটি রাসায়নিক উপাদান ডিএনএ (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)। ডিএনএ জিনের রাসায়নিক রূপ। জিন জীবদেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এবং বৈশিষ্ট্যগুলোকে পুরুষানুক্রমে বহন করে। ক্রোমোজোম জিনকে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বহন করে নিয়ে যায়।  
সুতরাং প্রতিবেশীর ছেলে ও মেয়ের বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোমের ডিএনএ অণুগুলো নষ্ট হলে জিনগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে পরবর্তী বংশধরে বৈশিষ্ট্যের বিঘ্নিত দেখা দেবে এবং অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

**প্রশ্ন -১৮▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জীববিজ্ঞান শিক্ষক শ্রেণিতে বললেন যে, একটি জাইগোট থেকে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মানবদেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিপক্বতা অর্জনের পর অন্য এক প্রকার কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জননকোষ উৎপন্ন হয়।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. ক্রোমোজোম কী? ১
- খ. ইন্টারফেজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দ্বিতীয় প্রকৃতির কোষ বিভাজন কীভাবে ঘটে?

৩

ঘ. উপরে উল্লিখিত দুটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া

একই নয়।— তোমার মতামত দাও। ৪

▶◀ ১৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. ফ্রোমোজোম হলো নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সূতার মতো অংশ যেগুলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে।

খ. সৃজনশীল ১১ (খ) এর অনুরূপ।

গ. সৃজনশীল ২ (গ) এর অনুরূপ।

ঘ. উপরে উল্লিখিত প্রথম কোষ বিভাজনটি হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন। এর মাধ্যমে মানবদেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কোষ বিভাজনটি হলো মিয়োসিস কোষ বিভাজন। এর মাধ্যমে জননকোষ সৃষ্টি হয়।

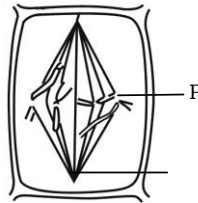
এই দুটিই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রক্রিয়া দুটির একটি তুলনামূলক আলোচনা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

| মাইটোসিস                                                                                                                          | মিয়োসিস                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১. এ প্রক্রিয়া জীবের দেহকোষে সংঘটিত হয়।                                                                                         | ১. এ প্রক্রিয়া ডিম্বোষে জীবের জনন মাতৃকোষ ও হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে সংঘটিত হয়।                                 |
| ২. এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস মাত্র একবার বিভাজিত হয়।                                                                  | ২. এ প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দুবার বিভাজিত হয়।                                                                   |
| ৩. এ বিভাজনের ফলে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।                                                                                      | ৩. এ বিভাজনের ফলে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।                                                                      |
| ৪. এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের ফ্রোমোজোম সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ফ্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে। অর্থাৎ ফ্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। | ৪. এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চারটি কোষের নিউক্লিয়াসে ফ্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃ নিউক্লিয়াসের ফ্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। |

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা রয়েছে।

অতএব, আমার মতামত হলো, উপরে উল্লিখিত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া দুটি একই নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রশ্ন -১৯ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]

ক. বংশগতি কী?

১

খ. মিয়োসিস কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন?

২

গ. উদ্দীপকের কোষ বিভাজনের বিশেষ ধাপটি চিহ্নসহ বর্ণনা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে P বস্তুটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

▶◀ ১৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

ক. মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাই বংশগতি।

খ. সৃজনশীল ৭ (খ) এর অনুরূপ।

গ. উদ্দীপকের কোষ বিভাজনের বিশেষ ধাপটি হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ধাপ। এ ধাপে—



চিত্র : ২.৫ : মেটাফেজ

১. ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে আসে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে।

২. এ ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।

৩. প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুইটির আর্ষণ কমে যায় এবং এর বিকর্ষণ শুরু হয়।

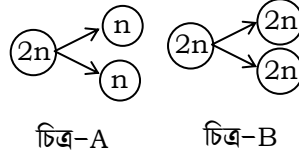
ঘ. সৃজনশীল ও (ঘ) এর অনুরূপ।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



প্রশ্ন-২০



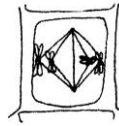
ক. জিন কী? ১

খ. ইন্টারফেজ দশাকে প্রস্তুতি দশা বলে কেন? ২

গ. A কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উন্নত প্রাণীতে A ও B কোষ বিভাজনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-২১



ক. জীবদেহে কয় ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়? ১

খ. ক্রোমোজোমকে কেন বংশগতির বাহক বলা হয়? ২

গ. উদ্ভিদকে প্রদর্শিত ধাপটির পরবর্তী ধাপের চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. “উদ্ভিদকে উল্লিখিত কোষ বিভাজনের ধাপটি জীবজগতে গুরুত্বপূর্ণ” ব্যাখ্যা কর। ৪



## অনুশীলনের প্রশ্ন ও উত্তর



□ শূন্যস্থান পূরণ কর //

১. — ধাপে ক্রোমোজোম ক্রোমাটিডসহ বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান নেয়।

২. ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায় — বিভাজনে।

৩. অ্যামিবা — বিভাজন দেখা যায়।

৪. জীবের দেহকোষে ক্রোমোজোমের প্রকৃতি —।

৫. নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতিকে — বলে।

উত্তর : ১. মেটাফেজ; ২. মিয়োসিস; ৩. অ্যামাইটোসিস; ৪. ডিপ-য়েড; ৫. ক্যারিওকাইনেসিস।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



□ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর //

প্রশ্ন ১। জীবদেহে কত ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়?

উত্তর : জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়।



প্রশ্ন ২ ॥ জীবদেহে কী কী কোষ বিভাজন দেখা যায়?

উত্তর : জীবদেহে অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন দেখা যায়।

প্রশ্ন ৩ ॥ অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় ঘটে?

উত্তর : অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে এককোষী জীব।

প্রশ্ন ৪ ॥ মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কী ঘটে?

উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এবং আণবিক বৃদ্ধি ঘটে।

প্রশ্ন ৫ ॥ মিয়োসিস কোষ বিভাজনে কী উৎপন্ন হয়?

উত্তর : মিয়োসিস কোষ বিভাজনে পুং ও স্ত্রী গ্যামেট উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন ৬ ॥ মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে?

উত্তর : যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় দেহ কোষের নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে সমগুণসম্পন্ন দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে তাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে।

প্রশ্ন ৭ ॥ কোষের কোন অংশে ক্যারিওকাইনেসিস সংঘটিত হয়?

উত্তর : কোষের নিউক্লিয়াসে ক্যারিওকাইনেসিস সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন ৮ ॥ মানুষের জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

উত্তর : মানুষের জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩টি।

প্রশ্ন ৯ ॥ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের শেষে কয়টি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়?

উত্তর : মিয়োসিস কোষ বিভাজনের শেষে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ১০ ॥ বংশগতি কাকে বলে?

উত্তর : মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য যে প্রক্রিয়ায় সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

## ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর //

প্রশ্ন ১ ॥ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষে যে ধরনের কোষ বিভাজন হয় সে কোষ বিভাজনের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : উদ্ভিদ/প্রাণীর দেহকোষে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয়। এ কোষ বিভাজনের দুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- এ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হয়। মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে সমগুণসম্পন্ন দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে।
- এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে।

প্রশ্ন ২ ॥ প্রাণিকোষের মাইটোসিসের মেটাফেজ ধাপের বর্ণনা দাও।

উত্তর : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ ধাপে :

- ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল ফাইবারের বিপরীত অঞ্চলে আসে এবং তন্তুর সাথে সেন্ট্রোমিয়ার দিয়ে আটকায়।
- ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে খাটো ও মোটা দেখায়।

প্রশ্ন ৩ ॥ মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট অপত্য নিউক্লিয়াসগুলোর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : অপত্য নিউক্লিয়াসগুলোর পার্থক্য :

| মাইটোসিস                                                                                       | মিয়োসিস                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| এ ধরনের বিভাজনে অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার সমান থাকে। | এ ধরনের বিভাজনে অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার অর্ধেক থাকে। |

প্রশ্ন ৪ ॥ জীব মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে কী ঘটে?

উত্তর : মিয়োসিস কোষ বিভাজনে জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। ফলে ভ্রূণ বা জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান থাকে। ফলে নির্দিষ্ট প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার প্রস্ৰবতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন ৫ ॥ ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিড এর পার্থক্য কী?

উত্তর : কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়ার জালিকা ভেঙে যে সুতার মতো বস্তু সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোমোজোম বলে। কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ধাপে প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিভক্ত হয়ে ক্রোমাটিড তৈরি হয়। সুতরাং ক্রোমোজোম নিউক্লিয়ার জালিকার অংশ আর ক্রোমাটিড ক্রোমোজোমের অংশ।

প্রশ্ন ৬ ॥ ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিসের দুটি পার্থক্য লেখ।

উত্তর : ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিসের দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

| ক্যারিওকাইনেসিস                                | সাইটোকাইনেসিস             |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| ১. নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে। | ১. সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে |



|                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ১. প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ এ ধাপসমূহের দ্বারা ক্যারিওকাইনেসিস ঘটে। | ২. উদ্ভিদকোষে কোষপ্লেট এবং প্রাণিকোষে ক্লিভেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস ঘটে। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## অনুশীলনার বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- উদ্ভিদের দেহভাগের থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গমন প্রক্রিয়াকে কী বলে?
 

(ক) ব্যাপন (খ) অভিস্রবণ  
(গ) প্রস্বেদন (ঘ) ইমবাইবিশন
- অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়- [রা. বো. '১৪]
 

i. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়  
ii. দ্রাব কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়  
iii. দ্রাবক কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ঘর সাজানোর জন্য আনোয়ারা কিছু রজনীগন্ধা ফুল ফুলদানিতে রাখল। সন্ধ্যাবেলা সে লক্ষ্য করল, ফুলের সুবাসে সম্পূর্ণ ঘর ভরে গেছে। এই ঘটনার সঙ্গে তার বিজ্ঞান বইয়ে পঠিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মিল লক্ষ্য করল।

- উদ্ভিদকোষের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী?
 

(ক) ব্যাপন (খ) অভিস্রবণ  
(গ) প্রস্বেদন (ঘ) শ্বসন
- উলি-খিত প্রক্রিয়ায়-
 

i. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে  
ii. উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বের করে দেয়  
iii. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিমজ্জিত উদ্ভিদরা কোন অংশ দিয়ে পানি শোষণ করে?
 

(ক) মূল (খ) কান্ড (গ) পাতা (ঘ) সারাদেহ
- কোন প্রক্রিয়াটিকে প্রয়োজনীয় উপদ্রব বলা হয়?
 

(ক) পরিবহন (খ) অভিস্রবণ (গ) ব্যাপন (ঘ) প্রস্বেদন
- তাপমাত্রা বাড়লে সাধারণত ব্যাপন হার-
 

(ক) বাড়ে (খ) কমে  
(গ) পরিবর্তিত হতে পারে (ঘ) অপরিবর্তিত থাকে
- নিচের কোনটি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক কাজ?
 

(ক) শ্বসন (খ) ব্যাপন (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) সালোকসংশ্লেষণ
- উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি পাতায় পরিবাহিত হয় কোন টিস্যুর মাধ্যমে?
 

(ক) জাইলেম (খ) ফ্লোয়েম (গ) কিউটিকল (ঘ) ভাজক টিস্যু
- মূলরোমের প্রাচীর-
 

(ক) ভেদ্য (খ) অভেদ্য (গ) অর্ধ ভেদ্য (ঘ) ক্রোরোফিল যুক্ত
- উদ্ভিদদেহে লবণগুলো কী হিসেবে দেহে শোষিত হয়?

১২. (ক) অণু (খ) পরমাণু (গ) প্রোটিন ● আয়ন  
কিসের মাধ্যমে পাতায় উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়?
১৩. (ক) জাইলেম টিস্যু (খ) ভাজক টিস্যু ● ফ্লোয়েম টিস্যু (ঘ) সরল টিস্যু  
উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে পানি শোষণ করে?
১৪. (ক) ব্যাপন (খ) ইমবাইবিশন (গ) প্রস্বেদন ● অভিস্রবণ  
কোনটি ভেদ্য পর্দা?
- (ক) পলিথিন (খ) কোষপর্দা  
● কোষ প্রাচীর (ঘ) মাছের পটকার পর্দা
১৫. শুকনো কিসমিস পানিতে রাখলে ফুলে উঠে কোন প্রক্রিয়ায়?  
(ক) ব্যাপন (খ) প্রস্বেদন ● অভিস্রবণ (ঘ) ইমবাইবিশন
১৬. কোনটি পর্দা দিয়ে শুধু দ্রাবক চলাচল করতে পারে?  
(ক) পলিথিন ● কোষপর্দা (গ) কোষ প্রাচীর (ঘ) মাছের পটকার পর্দা
১৭. ডিমের খোসার ভেতরের পর্দার মধ্য দিয়ে কোনটি চলাচল করতে পারে?  
(ক) দ্রাব ● দ্রাবক (গ) লবণ (ঘ) দ্রবণ
১৮. চিনির গাঢ় দ্রবণে কিসমিস ডুবিয়ে রাখলে কী হবে?  
(ক) অন্তঃঅভিস্রবণ ● বহিঃঅভিস্রবণ (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) ব্যাপন
১৯. প্রস্বেদনের অপর নাম কী?  
(ক) নিরুদন (খ) বিগলন (গ) প্রত্যাগমন ● বাষ্পমোচন
২০. জীবের সবরকম শারীরবৃত্তীয় কাজ কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে?  
(ক) ব্যাপন (খ) অভিস্রবণ (গ) ইমবাইবিশন ● প্রস্বেদন
২১. কোনটি পাতার তৈরি খাদ্য পরিবহন করে?  
● ফ্লোয়েম (খ) কিউটিকল (গ) ভাজক টিস্যু (ঘ) জাইলেম টিস্যু
২২. লেন্টিসেলের অবস্থান কোথায়?  
● মূল (খ) কান্ড (গ) পাতা (ঘ) ফুল
২৩. দ্রব ও দ্রাবকের মিশ্রণের ফলে কী উৎপন্ন হয়?  
● দ্রবণ (খ) দ্রাবক (গ) লবণ (ঘ) এসিড
২৪. কাঁঠাল গাছে কোনটির মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায়?  
(ক) ভাজক টিস্যু (খ) ফ্লোয়েম টিস্যু ● জাইলেম টিস্যু (ঘ) সরল টিস্যু
২৫. *Necessary evil* বলা হয় –  
(ক) শ্বসনকে (খ) অভিস্রবণকে  
● প্রস্বেদনকে (ঘ) সালোকসংশ্লেষণকে
২৬. নিচের কোনটি কলয়েড ধর্মী?  
(ক) ক্লোরোফিল (খ) জিবেরেলিন  
● জিলেটিন (ঘ) কিউটিনযুক্ত কোষ প্রাচীর
২৭. কোনটি অভেদ্য পর্দা?  
(ক) কোষ পর্দা ● পলিথিন  
(গ) কোষপ্রাচীর (ঘ) মাছের পটকার পর্দা
২৮. অভিস্রবণকে ব্যাপনও বলা যায়, কারণ–  
i. উভয় প্রক্রিয়া একই ঝিল্লি দ্বারা ঘটে  
ii. ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত চলে  
iii. মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৯. প্রস্বেদনের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে–  
i. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন ii. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন  
iii. মূলরোমীয় প্রস্বেদন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩০. উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যুগুলো–  
i. জাইলেম উর্ধ্বমুখী পরিবহন ঘটায়

- ii. ফ্লোয়েম নিম্নমুখী পরিবহন ঘটায়  
iii. ফ্লোয়েম শুধু খনিজ লবণ পরিবহন করে  
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৩১. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়—

- i. দুটি একই ঘনত্বের দ্রবণ থাকে      ii. একটি অর্ধভেদ্য পর্দা থাকে  
iii. দ্রাবক ব্যাপিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii      (খ) i ও iii      ● ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৩২. কলয়েডধর্মী পানিগ্রাহী পদার্থ—

- i. জিলেটিন      ii. সেলুলোজ      iii. লিপিড

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৩৩. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়—

- i. গ্লুকোজ জারিত করে      ii. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে  
iii. অক্সিজেন ত্যাগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

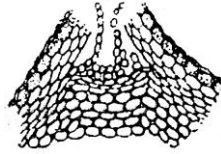
৩৪. অভিস্রবণ ঘটে—

- i. দুইটি সমান ঘনত্বের দ্রবণে      ii. দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণে  
iii. উদ্ভিদের রস আহারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii      (খ) i ও iii      ● ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩৫. উদ্দীপকের ছবিটি উদ্ভিদের কোথায় অবস্থিত?

(ক) পাতায়      ● কান্ডের ত্বকে      (গ) মূলে      (ঘ) শঙ্কে

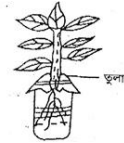
৩৬. বাষ্প মোচনের ক্ষেত্রে—

- i. প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়      ii. কিউটিকলের মাধ্যমে হয়  
iii. মূল রোমের মাধ্যমে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্য হতে ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩৭. জাইলেমের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে রস পরিবহণ—

- i. উর্ধ্বমুখী প্রক্রিয়া      ii. নিম্নমুখী প্রক্রিয়া  
iii. পার্শ্ব প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii ও iii      (খ) ii ও iii      (গ) i ও ii ● i

৩৮. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি সম্ভব—

- পেপারোমিয়া উদ্ভিদ      (খ) স্বর্ণলতা  
(গ) সূর্যমুখী      (ঘ) মরিচ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস শর্মা সকাল বেলা অর্ধেক পানি ভর্তি একটি বাটিতে কিছু ছোলা রেখে সন্ধ্যার সময় দেখেন সেগুলো ফুলে উঠেছে।

৩৯. কোন প্রক্রিয়ার জন্য ছোলাগুলোর এমন অবস্থা হয়েছে?

- (ক) প্রস্বেদন (খ) শ্বসন (গ) ইমবাইবিশন ● অভিস্রবণ

৪০. উক্ত প্রক্রিয়ায়—

i. পানি বাষ্পাকারে বেড়িয়ে যায় ii. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়

iii. কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবণে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলোয়া বেগম কাপড়ে নীল দেয়ার জন্য বালতির পানিতে কয়েক ফোঁটা নীল দিল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সমস্ত বালতির পানি নীল হয়ে গেল।

৪১. বালতির পানি নীল হলো কোন প্রক্রিয়ায়?

- ব্যাপন (খ) প্রস্বেদন (গ) অভিস্রবণ (ঘ) ইমবাইবিশন

৪২. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির সাহায্যে—

i. উদ্ভিদ বাষ্পাকারে পানি নির্গত করে ii. উদ্ভিদ পানি শোষণ করে

iii. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ ১ ও ২ : ব্যাপন

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. নিচের কোনটি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় কাজ? [খুলনা জিলা স্কুল]

- সালোকসংশ্লেষণ (খ) প্রভাবন (গ) প্রস্বেদন (ঘ) নিরুদন

৪৪. ব্যাপন অর্থ কী? [খুলনা জিলা স্কুল]

- (ক) অপরিবর্তনীয় (খ) আবদ্ধ হওয়া ● ছড়িয়ে যাওয়া (ঘ) স্থির থাকা

৪৫. রক্ত থেকে খাদ্য, অক্সিজেন প্রভৃতি লসিকায় বাহিত হয় কোন প্রক্রিয়ায়?

[বরিশাল জিলা স্কুল; রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- (ক) অসমোসিস (খ) ইমবাইবিশন (গ) পরিচলন ● ব্যাপন

৪৬. ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অণুর কী ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে?

[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

- (ক) তাপমাত্রা (খ) চাপ ● ঘনমাত্রা (ঘ) আয়তন

৪৭. ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পদার্থের অণুগুলো কোথায় ছড়িয়ে পড়ে? (জ্ঞান)

- (ক) কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে ● বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে

- (গ) বেশি ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে (ঘ) যেকোনো ঘনত্বে

৪৮. পদার্থের অণুর বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে গমনকে কী বলে? (জ্ঞান)

- (ক) অভিস্রবণ (খ) বহিঃঅভিস্রবণ (গ) ইমবাইবিশন ● ব্যাপন

৪৯. প্রাণীদের শ্বসনের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ঘটে কোন প্রক্রিয়া দ্বারা? (জ্ঞান)

- (ক) অভিস্রবণ ● ব্যাপন (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) শোষণ

৫০. ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)

- (ক) অভিস্রবণ (খ) ইমবাইবিশন ● ব্যাপন (ঘ) প্রস্বেদন

৫১. কোন প্রক্রিয়ায় অর্ধভেদ্য পর্দা ছাড়াই পদার্থের অণুগুলো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে যায়? (প্রয়োগ)

- (ক) অভিস্রবণ ● ব্যাপন (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) প্রস্বেদন

৫২. শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আসে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে?

(উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) প্রস্বেদন ● ব্যাপন (গ) সালোকসংশ্লেষণ (ঘ) অভিস্রবণ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩. ব্যাপনের হার নির্ভর করে মাধ্যমের—

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]

i. ঘনত্বের উপর

ii. উচ্চতার উপর

iii. দৈর্ঘ্যের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

● i

খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৫৪. জীবকোষে শ্বসনের সময়-

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. গ্লুকোজের জারণ হয়

ii. অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়

iii. কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

৫৫. পদার্থের অণুগুলো বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে যাওয়া- (অনুধাবন)

i. অভিস্রবণ

ii. ব্যাপন

iii. ইমবাইবিশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

● ii গ) iii

ঘ) i ও ii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নওশীন তার পড়ার ঘরে কিছু রজনীগন্ধা ফুল রাখল। সন্ধ্যাবেলা সে লক্ষ করল, ফুলের সুবাসে সম্পূর্ণ ঘর ভরে গেছে। অন্যদিকে, আসমাদের বাসায় রাতে হাসনা হেনা ফুলের গন্ধে ভরে যায়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইহা ঘটে।

[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; পটুয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৫৬. উদ্ভিদপত্রের বিশেষ প্রক্রিয়াটি কী?

(প্রয়োগ)

● ব্যাপন

খ) প্রস্বেদন

গ) শ্বসন

ঘ) অভিস্রবণ

৫৭. উল্লিখিত প্রক্রিয়ায়-

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. জীবকোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে

ii. উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি বের করে দেয়

iii. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

### পাঠ ৩ : অভিস্রবণ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৮. নিচের কোনটি দ্রবণ?

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

ক) লবণ

খ) চিনি

গ) পানি

● শরবত

৫৯. নিচের কোনটি ভেদ্য পর্দার উদাহরণ?

[দিনাজপুর জিলা স্কুল]

● কোষপ্রাচীর

খ) কোষ পর্দা

গ) কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর

ঘ) ডিমের খোসার ভেতরের পর্দা

৬০. উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম ও কোষ প্রাচীর কোন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে?

[শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) শোষণ

খ) ইমবাইবিশন

গ) ব্যাপন

● অভিস্রবণ

৬১. কোনটি অর্ধভেদ্য পর্দা?

(অনুধাবন)

● কোষপর্দা

খ) সেলোফেন পেপার

গ) পলিথিন

ঘ) কোষপ্রাচীর

৬২. অর্ধভেদ্য পর্দা কোনগুলো?

(অনুধাবন)

ক) মাছের পটকা ও পলিথিন

খ) কোষপর্দা ও কোষপ্রাচীর

গ) কোষপর্দা ও পলিথিন

● কোষপর্দা ও মাছের পটকা

৬৩. দুটি ভিন্ন গাছের দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে সেখানে কী ঘটে? (জ্ঞান)

ক) প্রস্বেদন

● অভিস্রবণ

গ) ব্যাপন

ঘ) শোষণ

৬৪. উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে পানি শোষণ করে? (অনুধাবন)

ক) প্রস্বেদন

● অভিস্রবণ

গ) ব্যাপন

ঘ) শোষণ

৬৫. মূলরোম কখন পানি শোষণ করে?

(অনুধাবন)

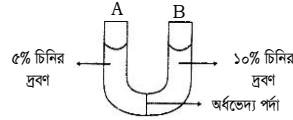
৬৬. (ক) মাটিতে লবণের ঘনত্ব বেশি থাকলে (গ) কোষে ভেদ্য পর্দা থাকলে (ঘ) কোষে পানির ঘনত্ব বেশি থাকলে (জ্ঞান)  
 (ক) গ্যাসীয় (খ) নিক্রিয় (গ) তরল (ঘ) কঠিন
৬৭. কোনটি অভিস্রবণের সময় দুটি তরলকে পৃথক করে রাখে? (জ্ঞান)  
 (ক) ভেদ্য পর্দা (গ) অর্ধভেদ্য পর্দা (ঘ) অর্ধগোলাকার পর্দা (জ্ঞান)  
 (ক) ভেদ্য (খ) ভেদ্য (গ) অর্ধভেদ্য (ঘ) বৈষম্য ভেদ্য

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৯. দ্রাবক হচ্ছে— [বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. চিনি ii. পানি iii. লবণ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii (ঘ) i, ii ও iii
৭০. অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে— [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]  
 i. অভিস্রবণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ii. দ্রাবক অণু চলাচল করতে পারে  
 iii. দ্রব অণু চলাচল করতে পারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র থেকে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৭১. টিউবটির কোন দিকের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) 'A' দিকে (গ) 'B' দিকে (ঘ) উভয় দিকে (ঘ) মাঝখানে
৭২. টিউবের উভয় দিকে পানির উচ্চতা সমান থাকবে যখন— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) সমস্ত পানি টিউব 'A' তে যাবে  
 (খ) সমস্ত পানি টিউব 'B' তে যাবে  
 (গ) চিনির ঘনত্ব উভয় দিকে ৭.৫% হবে  
 (ঘ) পানির ঘনত্ব হবে ৯০% 'A' দিকে এবং ৯৫% 'B' দিকে

### পাঠ ৪ : অভিস্রবণের গুরুত্ব

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

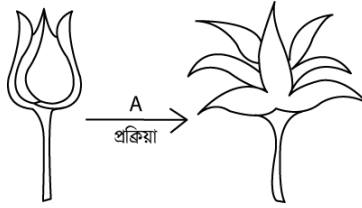
৭৩. কোন প্রক্রিয়াটির ফলে কোষের রসস্ফীতি ঘটে? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্যাপন (গ) অভিস্রবণ (ঘ) ইমবাইবিশন (ঘ) শোষণ
৭৪. ফুলের পাপড়ি বন্ধ ও খুলতে সহায়তা করে কোন প্রক্রিয়া? (প্রয়োগ)  
 (ক) অভিস্রবণ (খ) ব্যাপন (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) শ্বসন
৭৫. কোনটি দিয়ে খনিজ লবণ কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে? (জ্ঞান)  
 (ক) কোষপ্রাচীর (খ) কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর (ঘ) গলজি বডি
৭৬. উদ্ভিদ কিরূপ মূলরোম দিয়ে পানি শোষণ করে? (জ্ঞান)  
 (ক) এককোষী (খ) দ্বিকোষী (গ) ত্রিকোষী (ঘ) বহুকোষী
৭৭. প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষিত হয় কোন প্রক্রিয়ায়? (জ্ঞান)  
 (ক) অভিস্রবণ (খ) ব্যাপন (গ) শোষণ (ঘ) পরিবহন
৭৮. অভিস্রবণ কোথায় ঘটে? (জ্ঞান)  
 (ক) মূলে (খ) কাণ্ডে (গ) পাতায় (ঘ) ফলে

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. অভিস্রবণের ফলে- (প্রয়োগ)  
 i. কোষের রসস্ফীতি ঘটে ii. পাতা ঝরে যায়  
 iii. পাতা সতেজ থাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮০. অভিস্রবণের গুরুত্ব- (অনুধাবন)  
 i. কান্ড ও পাতাকে সতেজ এবং খাড়া রাখতে সাহায্য করে  
 ii. প্রয়োজনীয় লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় জীব কোষে প্রবেশ করে  
 iii. ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র দেখে ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৮১. চিত্রের A প্রক্রিয়াটির নাম কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) ব্যাপন (খ) অভিস্রবণ (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) প্রস্বেদন
৮২. A প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. উদ্ভিদ দেহ ঠাণ্ডা হয়  
 ii. কোষের রসস্ফীতি ঘটে  
 iii. প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষিত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ ৫ : উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩. পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে কী বলে?  
 [গভ. ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, খুলনা; শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) কোষগহ্বর (খ) কোষরস  
 (গ) কোষদ্রবণ (ঘ) কোষঝিল্লী
৮৪. স্টার্চ পানি শোষণ করতে সক্ষম কেন?  
 [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]  
 (ক) কলয়েডধর্মী গুণসম্পন্ন বলে (খ) পানিগ্রাহী পদার্থ নয় বলে  
 (গ) কঠিন পদার্থ বলে (ঘ) পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয় বলে
৮৫. কলয়েডধর্মী পদার্থ কোনটি?  
 [বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) সেলুলোজ (খ) প্রোটিন (গ) লিপিড (ঘ) গ্লিসারল
৮৬. অধিকাংশ কলয়েডধর্মী পদার্থ কিরূপ প্রমতিবিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 (ক) পানিগ্রাহী (খ) পানিগ্রাহী (গ) গ্যাসীয় (ঘ) তরল
৮৭. কলয়েডধর্মী পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ শোষণ করে তাকে কী বলে?  
 [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) শ্বসন (খ) প্রস্বেদন (গ) ইমবাইবিশন (ঘ) ব্যাপন
৮৮. উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ কয়ভাবে সম্পন্ন করে?  
 [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) দুইভাবে (খ) তিনভাবে (গ) চারভাবে (ঘ) পাঁচভাবে



৮৯. প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় নিচের কোনটি যুক্ত হয়?  
[সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প (খ) তাপমাত্রা  
(ক) অতিরিক্ত পানি চাপ (ঘ) বাষ্পচাপ
৯০. স্থলজ উদ্ভিদের পানি শোষণ কাজটি কিসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়? (জ্ঞান)
- (ক) মূল (খ) কান্ড (ক) মূলরোম (ঘ) পাতা
৯১. উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর কী ধরনের? (জ্ঞান)
- (ক) প্রোটিনধর্মী (খ) চর্বিধর্মী (ক) কলয়েডধর্মী (ঘ) প-জমাপর্দা
৯২. কোষপ্রাচীর কোন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে? (জ্ঞান)
- (ক) ইমবাইবিশন (খ) অভিস্রবণ (গ) ব্যাপন (ঘ) প্রস্বেদন
৯৩. উদ্ভিদ দেহে পানিগ্রাহী অংশ কোনটি? (অনুধাবন)
- (ক) কোষ পর্দা (খ) কোষরস (ক) কোষপ্রাচীর (ঘ) মূলরোম
৯৪. উদ্ভিদে পানি পরিবহন সম্পন্ন হয় যে টিস্যুর মাধ্যমে তার নাম কী? (অনুধাবন)
- (ক) ফ্লোয়েম (ক) জাইলেম (গ) স্থায়ী টিস্যু (ঘ) পরিচক্র
৯৫. পানির ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন হয় কিসের দ্বারা? (অনুধাবন)
- (ক) ভাজক টিস্যু (খ) ফ্লোয়েম (গ) স্থায়ী টিস্যু (ক) জাইলেম টিস্যু
৯৬. খনিজ লবণের কোনটি উদ্ভিদ শোষণ করবে? (প্রয়োগ)
- (ক)  $KCl$  (খ)  $NaCl$  (ক)  $K^+$  ও  $Cl^-$  (ঘ)  $Na_2CO_3$
৯৭. গাছের কান্ডের জাইলেম বাহিকায় পানি কীভাবে পৌঁছায়? (অনুধাবন)
- (ক) অভিস্রবণ (খ) ব্যাপন  
(ক) কোষান্তর অভিস্রবণ (ঘ) ইমবাইবিশন

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৮. কলয়েড ধর্মী পদার্থ হলো — [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. স্টার্চ ii. জিলেটিন iii. সেলুলোজ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ক) i, ii ও iii
৯৯. উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে— (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. নিষ্ক্রিয়ভাবে ii. আয়ন হিসেবে  
iii. সক্রিয়ভাবে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ক) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্র থেকে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১০০. উপরের অবস্থায় কোষটির কী পরিবর্তন হবে? (অনুধাবন)
- (ক) স্ফীত হবে (খ) সংকুচিত হবে  
(গ) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে (ঘ) চিনি বাইরে বের হবে
১০১. পানির ঘনত্ব কোথায় বেশি? (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) কোষের ভেতরে (ক) কোষের বাইরে  
(গ) কোষের বাইরে ও ভিতরে সমান (ঘ) চিনির দ্রবণে

পাঠ ৬ : প্রস্বেদন

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

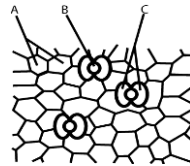
১০২. উদ্ভিদের দেহ অভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে পানি নির্গত প্রক্রিয়াকে কী বলে? [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
- (ক) ব্যাপন (খ) অভিস্রবণ (●) প্রস্বেদন (ঘ) ইমবাইবিশন
১০৩. প্রস্বেদন কী ধরনের প্রক্রিয়া? [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) ভৌত (খ) সরল (●) শারীরবৃত্তীয় (ঘ) রাসায়নিক
১০৪. কিউটিন যুক্ত আস্তরণকে কী বলে? [বু-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
- (ক) লেন্টিসেল (খ) স্টোমাটা (●) কিউটিকল (ঘ) রক্ষীকোষ
১০৫. প্রস্বেদন কত প্রকার?
- (ক) ১ (খ) ২ (●) ৩ (ঘ) ৪
১০৬. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন কোথায় হয়? [শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) ত্বকে (●) মূলে (গ) পাতায় (ঘ) কান্ধে
১০৭. প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় কী নির্গত হয়? (জ্ঞান)
- (ক) আঁঠা (●) পানি (গ) রস (ঘ) রজন
১০৮. প্রস্বেদন প্রধানত কিসের মাধ্যমে হয়? (জ্ঞান)
- (ক) পাতা (খ) কান্ধ (●) পত্ররন্ধ্র (ঘ) কান্ধের বহিঃস্তর
১০৯. সবচেয়ে বেশি হারে প্রস্বেদন হয় কোন অঙ্গ দিয়ে? (অনুধাবন)
- (ক) লেন্টিসেল (●) পত্ররন্ধ্র (গ) কিউটিকল (ঘ) ত্বক
১১০. নিচের কোন প্রক্রিয়াটি কেবল দিনের বেলাতেই উদ্ভিদে ঘটে? (অনুধাবন)
- (ক) অভিস্রবণ (●) প্রস্বেদন (গ) ব্যাপন (ঘ) শোষণ

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. উদ্ভিদ অঙ্গের মাধ্যমে প্রস্বেদন সম্পন্ন করে—  
[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
- i. পত্ররন্ধ্র ii. কিউটিকল iii. লেন্টিসেল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
১১২. উদ্ভিদের পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি নির্গমন প্রক্রিয়া— (অনুধাবন)
- i. প্রস্বেদন ii. বাষ্পমোচন iii. ব্যাপন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i (খ) ii (গ) iii (●) i ও ii
১১৩. উদ্ভিদের পাতায় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে ঘটে— (অনুধাবন)
- i. বাষ্পীভবন ii. প্রস্বেদন iii. ব্যাপন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (●) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১১৪. চিত্রের C চিহ্নিত অংশটি কী? (প্রয়োগ)
- (ক) বহিঃত্বকীয় কোষ (●) রক্ষীকোষ (গ) লেন্টিসেল (ঘ) জাইলেম টিস্যু
১১৫. B চিহ্নিত অংশটি দিয়ে— (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. উদ্ভিদ পানি শোষণ করে ii. উদ্ভিদ পানি পরিত্যাগ করে
- iii. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

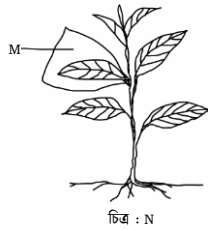
১১৬. কোনটির ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) সালোকসংশ্লেষণ (খ) ব্যাপন (গ) শ্বসন (ঘ) প্রস্বেদন
১১৭. পাতায় প্রস্বেদনের ফলে কোথায় পানির টান তৈরি হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) জাইলেম বাহিকায় (খ) ফ্লোয়েম বাহিকায়  
 (গ) বহিঃত্বকে (ঘ) অন্তঃত্বকে
১১৮. নিচের কোনটিতে প্রস্বেদনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়? (অনুধাবন)  
 (ক) অক্সিজেন চক্র (খ) কার্বন চক্র  
 (গ) নাইট্রোজেন চক্র (ঘ) পানিচক্র
১১৯. প্রস্বেদনের ফলে প্রচুর পানি কোথায় পৌঁছায়? (অনুধাবন)  
 (ক) বায়ুমন্ডলে (খ) উদ্ভিদের শীর্ষে (গ) উদ্ভিদের মূলে (ঘ) উদ্ভিদের পাতায়
১২০. পানিচক্রে উদ্ভিদের কোন প্রক্রিয়াটি বিশেষ ভূমিকা রাখে? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রস্বেদন (খ) শ্বসন  
 (গ) সালোক সংশ্লেষণ (ঘ) পানি শোষণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২১. প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব হলো- (প্রয়োগ)  
 i. আর্দ্রতা বজায় রাখা ও উদ্ভিদ দেহকে ঠাণ্ডা রাখা  
 ii. ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখা  
 iii. অন্তঃঅভিস্রবণে সহায়তা করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২২. প্রস্বেদনের ফলে- (প্রয়োগ)  
 i. পাতা সবুজ হয়  
 ii. উদ্ভিদের দেহ ঠাণ্ডা থাকে  
 iii. পাতার আর্দ্রতা বজায় থাকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রের আলোকে ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



১২৩. M অংশের পদার্থটি কী?  
 (ক) গ্যাস (খ) জলীয় বাষ্প  
 (গ) খনিজ লবণ (ঘ) পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড
১২৪. চিত্র N এর কার্যের উদ্দেশ্য-  
 i. অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করা  
 ii. জাইলেম বাহিকায় পানির টান সৃষ্টি করা  
 iii. উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৫. কোনটির মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে রসের উর্ধ্বমুখী পরিবহন ঘটে?

[খুলনা জিলা স্কুল]

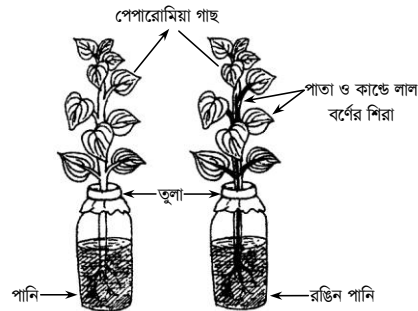
- ক) স্টোমাটা খ) ফ্লোয়েম গ) লেন্টিসেল ● জাইলেম
১২৬. কোনটির মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় পৌছায়?  
[শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী; গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
- জাইলেম খ) ফ্লোয়েম গ) লেন্টিসেল ঘ) রক্ষীকোষ
১২৭. কোনটির মাধ্যমে পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারাদেহে পরিবাহিত হয়?  
[উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]
- ক) লেন্টিসেল খ) রক্ষীকোষ ● ফ্লোয়েম ঘ) জাইলেম
১২৮. উদ্ভিদের সংবহন প্রধানত কত প্রকার?  
[হরিমোহন সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]
- ক) ১ ● ২ গ) ৩ ঘ) ৪
১২৯. উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন ক্রমটি সঠিক?  
[শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) মূল → কাণ্ড → শাখা → পাতা খ) মূল → কাণ্ড → শাখা  
গ) মূল → পাতা → শাখা → কাণ্ড ● পাতা → শাখা → কাণ্ড → মূল  
(অনুধাবন)
১৩০. উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যু কোনটি?  
(অনুধাবন)
- ক) ভাজক টিস্যু খ) স্থায়ী টিস্যু  
● জাইলেম ঘ) কোলেনকাইমা টিস্যু

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩১. উদ্ভিদদেহে পরিবহন টিস্যু হচ্ছে— [রংপুর জিলা স্কুল]
- i. জাইলেম ii. স্থায়ী টিস্যু  
iii. ফ্লোয়েম টিস্যু
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১৩২. উদ্ভিদদেহে রসের পরিবহন হয়— (অনুধাবন)
- i. উর্ধ্বমুখী  
ii. নিম্নমুখী  
iii. কেন্দ্রমুখী
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

চিত্রের ভিত্তিতে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৩৩. চিত্রে কিসের পরীক্ষা দেখানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
- পরিবহন খ) প্রস্বেদন গ) অভিস্রবণ ঘ) ব্যাপন
১৩৪. উক্ত প্রক্রিয়াটি— (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. জাইলেমের মাধ্যমে হয় ii. পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে  
iii. উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী পথে হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

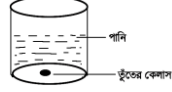


## এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৫.



চিত্রে ঘটবে—

(প্রয়োগ)

i. ব্যাপন

ii. ইমবাইবিশন iii. অভিস্রবণ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i

খ) ii গ) i ও iii

ঘ) ii ও iii

১৩৬. মূলরোম থেকে জাইলেম পর্যন্ত পানির চলন ঘটে— (অনুধাবন)

i. বহিঃঅভিস্রবণ দ্বারা

ii. প্রস্বেদনের কারণে

iii. অন্তঃঅভিস্রবণ দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i

খ) ii ● iii

ঘ) i ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিপুল ও রাহুল মাঠে খেলা করছে। তাদের নাকে একটা বিশী গন্ধ এসে লাগল। আবার কিছুক্ষণ পর গন্ধটা একেবারে কমে গেল।

১৩৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার কারণ কী? (প্রয়োগ)

ক) ইমবাইবিশন

● ব্যাপন

গ) অসমোসিস

ঘ) প্রস্বেদন

১৩৮. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না অণুর পার্থক্য সমান হয়

ii. দ্রাবকের ঘনত্ব কমে গেলে থেমে যায়

iii. বেশি ঘনত্বের দিক থেকে কম ঘনত্বে প্রবাহিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জারিফের আত্মা একদিন সেমাই রান্না করার জন্য কিসমিস ভিজিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে জারিফ লক্ষ্য করল, কিসমিসগুলো ফুলে গেছে। অন্যদিকে জারিফের বোন রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছিল। এ সময় হঠাৎ করে রংতুলিতে থাকা কিছুটা রং গ্লাসের পানির মধ্যে পড়ে পানিতে ছড়িয়ে গেল।



ক. ভেদ্য পর্দা কাকে বলে?

খ. ইমবাইবিশন বলতে কী বোঝায়?

গ. কোন প্রক্রিয়ায় জারিফের বোনের রং পানিতে ছড়িয়ে গেল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জারিফের লক্ষ্য করা কিসমিস ফুলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয়েরই অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে ভেদ্য পর্দা বলে।

খ. ইমবাইবিশন বলতে এক ধরনের পানি শোষণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ (উদ্ভিদের শ্বেত্রে কোষপ্রাচীর) যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ শোষণ করে তাকে ইমবাইবিশন বলে। উদ্ভিদেই বিভিন্ন ধরনের কলয়েডধর্মী পদার্থ বিদ্যমান যারা পানিগ্রাহী জিলেটিন ইত্যাদি। এসব পদার্থ তাদের কলয়েডধর্মী গুণের জন্য পানি শোষণ করতে সক্ষম। এই পানি শোষণই হলো ইমবাইবিশন প্রক্রিয়া।

গ. জারিফের বোনের রং ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে গেল।

জারিফের বোন যখন রং তুলি দিয়ে কাজ করছিল তখন এক ফোঁটা রং পানিতে পরলে রংটি ধীরে ধীরে গ্লাসের সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা ব্যাপন অর্থই ব্যাপিত হওয়া বা ছড়িয়ে পড়া। যেহেতু পদার্থটি ছিল অধিক ঘন তাই সেটি এর ঘনত্ব সর্বত্র সমান না হওয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং যখন দ্রাবকের সর্বত্র পদার্থটির ঘনত্ব সমান হয়ে যায় তখনই ব্যাপন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং জারিফের বোনের রং গ্লাসে ছড়িয়ে পড়ার একমাত্র কারণই হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া।

ঘ. জারিফের লক্ষ করা কিসমিসের ফুলে ওঠার কারণটি ছিল অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।

যে প্রক্রিয়ায় একটি বৈষম্যভেদ্য বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে দ্রাবক (পানি) হালকা ঘনত্বের দ্রবণ হতে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে অভিস্রবণ বলে।

এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উদ্ভিদ মূল ও মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিশোধন করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। অভিস্রবণ প্রক্রিয়া না ঘটলে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে পারবে না। আর পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে না পারলে উদ্ভিদের সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পানি ও খনিজ লবণ। আর এ দুই উপাদানই উদ্ভিদ গ্রহণ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। উপরন্তু অভিস্রবণে উদ্ভিদ দেহের কোষের রসস্বচ্ছতা ঘটে এবং কান্ড ও পাতা সতেজ থাকে, ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে।

সুতরাং উদ্ভিদ জীবনের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

#### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আদিবা লক্ষ করল, টবে থাকা গাছগুলো সব নেতিয়ে পড়েছে। বিকালবেলা সে গাছগুলোতে পানি দিল। পরদিন সকালে দেখল গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

ক. ব্যাপন কাকে বলে?

খ. প্রস্বেদনকে কেন *Necessary evil* বলা হয়?

?

গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলো কীভাবে সতেজতা ফিরে পেল?  
বিশেষ-ষণ কর।

#### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. যে ভৌত প্রক্রিয়ায় কোনো পর্দাথের অণুগুলো নিজ গতিশক্তির বলে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সমঘনত্বে পরিণত হয়, তাকে ব্যাপন বলে।

খ. উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদদেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। এতে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে। তাই আপতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের জীবনে প্রস্বেদনকে ঋতিকর প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। কিন্তু তবুও প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রস্বেদনকে বলা হয় *Necessary evil*।

গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ হলো মাটিতে পানির অভাব এবং প্রস্বেদন।

মাটিতে পানি না থাকার কারণে টবের গাছটি পানি শোষণ করতে পারেনি কিন্তু প্রস্বেদন ঘটেছে। ফলে পাতার কোষের পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে চুপসে যাওয়ায় পাতাগুলো নেতিয়ে পড়ে।

অর্থাৎ টবের গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে গেছে কিন্তু সে অনুপাতে মূল ও মূলরোমের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে ঘাটতি পূরণ করতে পারেনি। সে জন্য টবের গাছগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলোর গোড়ায় পানি দেওয়াতে সতেজতা ফিরে পেল।

টবের গাছ প্রাকৃতিকভাবে মাটির কণা থেকে কৈশিক পানি পায় না। কৃত্রিমভাবে টবের গাছে পানি না দিলে টবের গাছ পানি বা রসের অভাবে এক সময় মারা যাবে। কারণ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার একদিকে উদ্ভিদদেহ থেকে বাষ্পাকারে পানি বেরিয়ে যাবে কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করতে পারবে না সেজন্য গাছ নেতিয়ে পড়বে এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় টবের গাছ মারা যাবে।

যখন আদিবা তার নেতিয়ে পড়া টবের গাছে পানি দিল তখন টবের গাছটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যাওয়া পানির ঘাটতি পূরণ করতে গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেল।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় পানি বা রসের অভাব হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে এবং যখনই প্রয়োজনীয় পানি বা রস পায় আর তখনই উদ্ভিদ আবার সতেজতা ফিরে পায়।



#### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রানা এক গ্লাস পরিষ্কার পানিতে কিছু পরিমাণ তুঁতের কেলাস ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ করল গ্লাসের পানির রং ঘন নীল বর্ণ ধারণ করেছে।

ক. দ্রবণ কাকে বলে? ১

খ. উদ্ভিদের পরিবহন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. গ্লাসের পানির রং পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গ্লাসের পানিতে সংঘটিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও। ৪

?

#### ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. যে মিশ্রণে উপাদানগুলো সুসমভাবে বণ্টিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাকে দ্রবণ বলে।

- খ. উদ্ভিদে পরিবহন বলতে প্রধানত উর্ধ্বমুখী পরিবহন এবং নিম্নমুখী পরিবহনকে বোঝায়।  
উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো এবং পাতায় তৈরি খাদ্যবস্তু সারাদেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে। জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদেদেহে রসের উর্ধ্বমুখী পরিবহন হয় এবং ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্যরসের নিম্নমুখী পরিবহন হয়।
- গ. গ্লাসের পানির রং পরিবর্তনের কারণ ব্যাপন প্রক্রিয়া।  
ব্যাপন হলো পদার্থের অণুগুলোর চলন প্রক্রিয়া। প্রতিটি পদার্থের অণু সর্বদা গতিশীল বা চলমান। এ গতিশক্তির প্রভাবে ব্যাপনকারী পদার্থ অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়ে যায়।  
উদ্দীপকের তুঁতের কেলাসের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি। ফলে তুঁতের অণুগুলো খুব দ্রুত গতিতে পানির অণুতে চলাচল শুরু করে ও ছড়িয়ে পড়ে। পানিতে তুঁতের অণুগুলোর এই ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না পানিতে তুঁতের পুরোটা ছড়িয়ে পড়ে ও পানিতে তুঁতের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। একটা সময়, তুঁতের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়ে যায় ও ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গ্লাসের পানির রং ঘন নীল বর্ণ ধারণ করে।  
অতএব, গ্লাসের পানির রং পরিবর্তনের কারণ হলো তুঁতের অণুসমূহের ছড়িয়ে পড়া।
- ঘ. গ্লাসের পানিতে সংঘটিত প্রক্রিয়াটি হলো ব্যাপন। এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আমার মতামত নিচে প্রদান করা হলো।  
জীবের সব রকম শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে। যেমন : উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এ অত্যাৱশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। প্রাণীদের শ্বসনের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ও রক্ত থেকে খাদ্য, অক্সিজেন প্রভৃতি লসিকায় বহন ও লসিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন দ্বারা সম্পন্ন হয়।  
অতএব, আমার মতামত হলো, জীবজগতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্লাসের পানিতে সংঘটিত ব্যাপন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

#### প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আবার লক্ষ করল বাসার টবে থাকা গাছগুলো সব নেতিয়ে পড়েছে। বিকেলবেলা সে গাছগুলোতে পানি দিল। পরদিন সকালে দেখল টবের গাছগুলো সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

- ক. ইমবাইবিশন কী? ১
- খ. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। ২
- গ. টবে থাকা গাছগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পরবর্তীতে গাছগুলো কীভাবে সতেজতা ফিরে পেল- বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ শোষণ করে তাই ইমবাইবিশন।
- খ. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

| ব্যাপন                                                                                                      | অভিস্রবণ                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। এ প্রক্রিয়ায় তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমে দ্রব অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। | ১। এ প্রক্রিয়ায় দ্রাবক কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয়। |
| ২। অর্ধভেদ্য ঝিল্লী থাকে না।                                                                                | ২। অর্ধভেদ্য ঝিল্লী থাকে।                                                              |

- গ. স্বজনশীল প্রশ্ন ২ (গ) নং উত্তর দেখ।
- ঘ. স্বজনশীল প্রশ্ন ২ (ঘ) নং উত্তর দেখ।

#### প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জারিন লক্ষ করল রমজান মাসে তার মা ইফতারের জন্য প্রতিদিন শুকনো ছোলা পানিতে ভিজিয়ে রাখেন। বিকালে ছোলাগুলো ফুলে ওঠে ও নরম হয়। সে আরও লক্ষ করল, ইফতারের জন্য শরবত তৈরির সময় পানিতে চিনি দেয়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

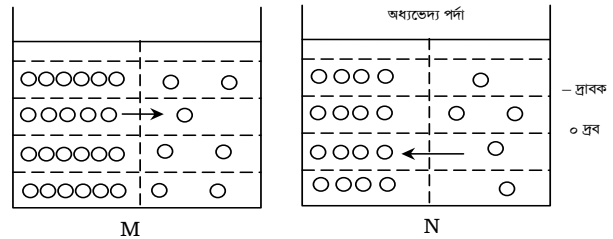
?

- ক. দ্রবণ কাকে বলে? ১  
খ. উদ্ভিদের জন্য প্রস্বেদন প্রয়োজন কেন? ২  
গ. ছোলাগুলো ফুলে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শরবত তৈরির প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ- বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. দুই বা ততোধিক পদার্থের সমন্বিত মিশ্রণের প্রতিটি অংশের উপাদান, গঠন এবং ধর্ম যদি একই থাকে তাহলে ঐ মিশ্রণকে দ্রবণ বলে।  
খ. প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে চাপমুক্ত হয় বলে উদ্ভিদের জন্য প্রস্বেদন প্রয়োজন।  
প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যা উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। এ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ দেহকে ঠাণ্ডা রাখে এবং পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়। এসব কারণেই উদ্ভিদের জন্য প্রস্বেদন প্রয়োজন।  
গ. ছোলাগুলো ফুলে ওঠার কারণ হলো অসমোসিস বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।  
একই দ্রাবকবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভেত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাকে অভিস্রবণ বা অসমোসিস বলে।  
ছোলার ভেতরে পানি থাকে না বলে তা শুকিয়ে কঁচকে থাকে। কিন্তু পানিতে রাখলে তা পানি শোষণ করে ফুলে ওঠে। কারণ ছোলার ভেতরে শর্করার একটি গাঢ় দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পানি থেকে পৃথক হয়ে থাকে। ফলে ছোলার ভেতরের অণু এই অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। শুধু পানির অণু ছোলার অভ্যন্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে।  
অতএব, জারিনের মা পানিতে ছোলা ভিজিয়ে রাখলে ছোলার অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি ছোলার ভেতরে প্রবেশ করে এবং ছোলাগুলো ফুলে ওঠে।  
ঘ. শরবত তৈরির প্রক্রিয়াটি হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া যা উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।  
উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই অত্যাবশ্যক কাজ শরবত তৈরির মতো একই প্রক্রিয়ায় ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। এখানে গ্যাসের আদান প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়।  
সুতরাং ব্যাপন প্রক্রিয়া উদ্ভিদ জীবনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ জীবন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

প্রশ্ন -৬৬ নিচের চিত্র লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



?

- ক. দ্রাবক কাকে বলে? ১  
খ. প্রস্বেদনকে *Necessary evil* বলা হয় কেন? ২  
গ. "M" প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভিদের জন্য উদ্ভিদপকের 'N' প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. যে তরল পদার্থ বিভিন্ন কঠিন পদার্থের কণাকে দ্রবীভূত করে সমন্বিত বা অসমন্বিত মিশ্রণ তৈরি করতে পারে তাকে দ্রাবক বলে।  
খ. সৃজনশীল ২(খ) নং উত্তর দেখ।  
গ. M প্রক্রিয়াটি হলো ব্যাপন।  
M-পদার্থ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যমান। এ অণুগুলো সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকে বলে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলে যে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলোর এরূপ চলন প্রক্রিয়াকে বলে ব্যাপন। অণু-পরমাণুগুলোর গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হওয়া মাত্রই পদার্থের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।  
যেহেতু, M প্রক্রিয়াতে দ্রাবক অণুতে দ্রবীভূত দ্রব অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে প্রবাহিত হয়। অতএব, এটি একটি ব্যাপন প্রক্রিয়া।



ঘ. উদ্ভীপকের  $N$  প্রক্রিয়াটি হলো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া যা উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিস্রবণ প্রক্রিয়া হলো একই দ্রাবকবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয়।

$N$  প্রক্রিয়াতেও দেখা যাচ্ছে যে, একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথকীকৃত দ্রবণে দ্রাবক কম ঘনত্ব থেকে অধিক ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতএব, এটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।

উদ্ভিদ মূল ও মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিশোধন করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। অভিস্রবণ প্রক্রিয়া না ঘটলে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে পারবে না। আর পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে না পারলে উদ্ভিদের সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিবর্ধনের জন্য প্রয়োজন পানি ও খনিজ লবণ। আর এ দুই উপাদানই উদ্ভিদ গ্রহণ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। উদ্ভিদ দেহের কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো সচল রাখার জন্য অভিস্রবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অভিস্রবণে উদ্ভিদ দেহের কোষের রসক্ষীতি ঘটে এবং কান্ড ও পাতা সতেজ থাকে, ফুলের পাপড়ি বন্ধ করতে বা খুলতে পারে।

সুতরাং উদ্ভিদ জীবনের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বিকেলে নাস্তার জন্য জাকিরের মা কিছু ছোলা বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখলেন। দুই তিন ঘণ্টা পর জাকির লক্ষ করল ছোলা বীজগুলো ফুলে উঠেছে।

|    |                                                           |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
| ক. | প্রস্বেদন কাকে বলে?                                       | ১ |
| খ. | ইমবাইবিশন বলতে কী বোঝায়?                                 | ২ |
| গ. | ছোলাবীজগুলো ফুলে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।                   | ৩ |
| ঘ. | উদ্ভিদ জীবনে উদ্ভীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বলে।

খ. সৃজনশীল ১ (খ) নং উত্তর দেখ।

গ. সৃজনশীল ৫ (গ) নং উত্তরের অনুরূপ।

ঘ. সৃজনশীল ৬ (ঘ) নং উত্তরের অনুরূপ।

**প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

অহনা বিকালবেলা তাদের টবের পেয়ারা গাছে পানি দিতে গিয়ে একটি পেয়ারা পাতাসহ পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখল। পরদিন সকালে দেখতে পেল পলিথিনের মধ্যে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে।

|    |                                                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | অভিস্রবণ কী?                                                                      | ১ |
| খ. | ইমবাইবিশন বলতে কী বুঝায়?                                                         | ২ |
| গ. | অহনাদের পেয়ারা গাছটি যে প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করেছে তার বর্ণনা দাও।             | ৩ |
| ঘ. | পলিথিনের ভেতরে যে প্রক্রিয়ায় পানি জমেছে উদ্ভিদের জীবনে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক (পানি) কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাই অভিস্রবণ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন ১(খ) নং উত্তর দেখ।

গ. অহনাদের পেয়ারা গাছটি মূলের দ্বারা ইমবাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করেছে।

মূলে থাকে মূলরোম। মূলরোম মাটির সূক্ষ্মকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়। মূলরোমের প্রাচীরটি ভেদ্য তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষ প্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম হচ্ছে বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হওয়া। তাই পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলের বাইরের আবরণ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব কোষের কোষ রসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কোষান্তর অভিস্রবণের কারণে মূলের এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানির গতি অব্যাহত থাকে।

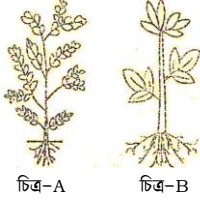
উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় অহনাদের পেয়ারা গাছটি পানি শোষণ করে।

ঘ. পলিথিনের ভেতরে যে প্রক্রিয়ায় পানি জমেছে তা হলো উদ্ভিদের প্রস্বেদন যার গুরুত্ব উদ্ভিদের জীবনে অপরিসীম।

উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। এর ফলে উদ্ভিদদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় ফলে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে অভিস্রবণের মাধ্যমে মূল হতে পাতা পর্যন্ত পানি ও খনিজ লবণ ওঠে আসে যার ফলে উদ্ভিদের জৈবনিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়। প্রস্বেদনের ফলে যে টান সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমে জাইলেম বাহিকা দ্বারা মূল হতে পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদের শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছায়। অতিরিক্ত প্রস্বেদন হলে গাছের প্রয়োজনীয় পানি গাছ থেকে বেরিয়ে যায় যা গাছের জীবনে মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এ জন্য প্রস্বেদনকে 'Necessary evil' বলা হয়।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রস্বেদন উদ্ভিদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জৈবনিক প্রক্রিয়া।

**প্রশ্ন -৯▶ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**



চিত্র-A

চিত্র-B

- ক. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কোন গ্যাস ত্যাগ করে? ১
- খ. কিসমিস পানিতে ডুবালে ফুলে ওঠে কেন? ২
- গ. উদ্ভীপকের কোন গাছটি বেশি খনিজ লবণ শোষণ করবে? কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কোন গাছটির প্রস্বেদন বেশি হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে।
- খ. অভিস্রবণের কারণে কিসমিস পানিতে ডুবালে ফুলে ওঠে। কিসমিসের ভেতরে শর্করার গাঢ় দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক হয়ে থাকে। কিসমিস পানিতে রাখলে, পানির অণু কিসমিসের অভ্যন্তরে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। কিন্তু শর্করার অণু সেই পর্দা ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে কিসমিস ফুলে ওঠে।
- গ. উদ্ভীপকের B গাছটি বেশি খনিজ লবণ শোষণ করবে।  
উদ্ভিদ সাধারণ মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে। মূলরোম মাটির সূক্ষ্মকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে শোষণ করে। অর্থাৎ যে উদ্ভিদের মূলরোমের বা মূলের সংখ্যা বেশি সে উদ্ভিদ বেশি খনিজ লবণ শোষণ করবে।  
উদ্ভীপকের A গাছটির চেয়ে B গাছে মূল ও মূলরোমের সংখ্যা বেশি। তাই B গাছটি বেশি খনিজ লবণ শোষণ করবে।
- ঘ. A গাছটির প্রস্বেদন বেশি হবে।  
প্রস্বেদন হলো উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির নির্গমন প্রক্রিয়া। এটি প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়। পত্ররন্ধ্র হলো উদ্ভিদের পাতায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ যার মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। অর্থাৎ উদ্ভিদে যত বেশি পাতা থাকে প্রস্বেদনও তত বেশি হয়।  
চিত্রে দেখা যাচ্ছে, B গাছ থেকে A গাছে পাতার সংখ্যা বেশি। ফলে A গাছে পত্ররন্ধ্রের পরিমাণও বেশি। অর্থাৎ এই গাছে প্রস্বেদনের পরিমাণও বেশি হওয়ার কথা।  
অতএব, যৌক্তিকভাবেই আমার মতামত হলো A গাছটির প্রস্বেদন বেশি হবে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

তিতলিদের বাড়িতে মামারা বেড়াতে এলে তার মা তাকে শরবত বানাতে বললেন। শরবত তৈরি করার সময় সে লক্ষ করল পানিতে চিনি দিলে ক্রমান্বয়ে চিনির দানাগুলো সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ায় পানি সমানভাবে মিষ্টি হয়। সে তার গৃহশিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন।

- ক. ব্যাপন কাকে বলে? ১
- খ. পানিতে ছোলা ভিজিয়ে রাখলে ফুলে ওঠে কীভাবে? ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্ভিদ জীবনে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব  
বিশ্লেষণ কর।

৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. যেকোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বস্তুর অণুগুলোর বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে পরিব্যাপিত হওয়াকে ব্যাপন বলে।
- খ. পানিতে ছোলা ভিজিয়ে রাখলে তা ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ার কারণে পানি শোষণ করে ফুলে ওঠে।  
কোষপ্রাচীরের মতো কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে। ছোলার কোষপ্রাচীরের মাধ্যমে পানি শোষিত হওয়ার ফলে ছোলা ফুলে ওঠে।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি হলো ব্যাপন।  
ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে খনিজ লবণ শোষণ করে। উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস হলো মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে খনিজ লবণ দ্রবীভূত হয়ে আয়ন বা আধান হিসেবে বিরাজ করে। রস উত্তোলনের কারণে মূলরোমের কোষে পুষ্টি উপাদান বা আয়নের ঘনত্ব কমে যায়। মাটিস্থ পানিতে আয়নের পরিমাণ বেশি বলে তা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূলরোমের কোষে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে কোষে পৌঁছে যায়।  
এভাবে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।
- ঘ. সৃজনশীল ৫ (ঘ) নং উত্তর দেখ।

প্রশ্ন -১১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

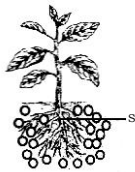
রাতুল কয়েকটি শুকনো ছোলা বীজ মাটিতে বপন করে কয়েকদিন পর দেখলো বীজগুলো বেশ ফুলে আকারে বড় হয়েছে। এ ব্যাপারে বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বললেন এটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।

- ক. দ্রব কী? ১
- খ. দ্রাবকের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
- গ. রাতুলের বপনকৃত বীজগুলোর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাবার কথার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. যা দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তাই দ্রব।
- খ. দ্রাবকের ২টি বৈশিষ্ট্য হলো :  
১. দ্রাবক নিরপেক্ষ হয়।  
২. দ্রাবক সর্বদা তরল হয়।
- গ. রাতুলের বপনকৃত বীজগুলোর পরিবর্তনের কারণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়া।  
রাতুল শুকনো বীজ বপন করার পর সেগুলো মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি বা রস পেয়ে ফুলে আকারের পরিবর্তন ঘটেছে।  
যেহেতু বীজগুলো মাটিতে দ্রাবক হিসেবে রস পেয়ে তা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বীজের ত্বকের অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কেননা বীজের ভেতরে রসের ঘনত্ব বেশি আর বাইরে রসের ঘনত্ব কম। যার ফলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় দ্রাবক পদার্থের অণু কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে প্রবাহিত হয়েছে যার দরুন বীজ ফুলে আকারে পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটেছে।
- ঘ. বাবার কথা অনুযায়ী জীবকোষে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অভিস্রবণ ঘটে।  
জীবকোষে যে সকল কার্যাবলি সংঘটিত হয় তা সবই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় পানি, খনিজ লবণ,  $O_2$ ,  $CO_2$  প্রভৃতি উপাদান শোষিত ও নির্গত হয়।  
উদ্ভিদ কোষে খাদ্য গ্রহণ ও নির্গমনের জন্য প্রাণীর ন্যায় নাক, মুখ নেই কিন্তু বিশেষ ঝিল্লি দ্বারা উদ্ভিদকোষে বিভিন্ন পদার্থ শোষণ করে।  
রাতুলের বপনকৃত বীজের ক্ষেত্রে যেহেতু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটেছে, সেহেতু অবশ্যই প্রক্রিয়াটি শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। উদ্ভিদ জীবনে শারীরবৃত্তীয় ঘটনা না ঘটলে উদ্ভিদ কোষের সকল কোষীয় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে উদ্ভিদকুল বিলীন হয়ে যাবে।  
উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অভিস্রবণ একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। তাই বাবার একথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন -১২▶ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. ব্যাপন চাপ কাকে বলে? ১
- খ. প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদদেহে কী কী উপকার

হয়? ২

গ. S চিহ্নিত অংশ দ্বারা উদ্ভিদ কীভাবে পানি শোষণ করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে না ঘটলে কী হতে পারে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যাপনকারী পদার্থের অণুসমূহের গতিশক্তির প্রভাবে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাপন চাপ বলে।

খ. প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে পানিকে বের করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত করে। ফলে কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি অন্তঃঅভিস্রবণের সহায়ক হয়ে উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ দেহকে ঠাণ্ডা রাখে এবং পাতার অর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়।

গ. S চিহ্নিত অংশ হলো উদ্ভিদের মূল। এ অংশ দ্বারা উদ্ভিদ নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে:

S চিহ্নিত অংশ বা মূলে থাকে মূলরোম। মূলরোম মাটির সূক্ষ্মকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়। মূলরোমের প্রাচীরটি ভেদ্য তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষপ্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এখানে কিন্তু পানির ঘনত্ব বাইরে বেশি এবং কোষ অভ্যন্তরে কম। পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম হচ্ছে বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হওয়া। তাই পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলের বাইরের আবরণ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব কোষের কোষ রসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কোষান্তর অভিস্রবণের কারণে মূলের এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানির গতি অব্যাহত থাকে।

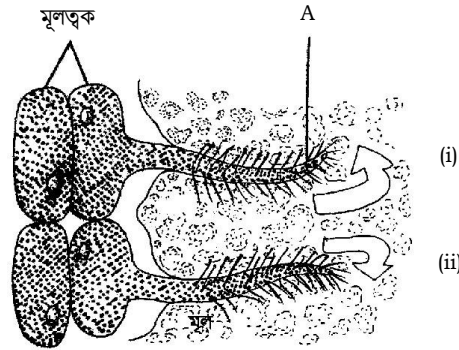
উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ S চিহ্নিত অংশ মূল দ্বারা পানি শোষণ করে।

ঘ. উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে না ঘটলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে এমনকি উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কতগুলো খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদ দেহের সজীব কোষে টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শোষণ বলা যেতে পারে। স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলো মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদ সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে।

এ প্রক্রিয়াটি ঘটে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য যোগান দিতে ও বৃদ্ধির জন্য। কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদ এ শোষণ প্রক্রিয়াতেই পেয়ে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়াটি না ঘটলে উদ্ভিদের কোনো জৈব রাসায়নিক কাজ হবে না। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে এমনকি উদ্ভিদ বেঁচে থাকতেও পারবে না।

প্রশ্ন -১৩▶ নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. কোন উদ্ভিদের কান্ড ও মধ্য শিরা স্বচ্ছ? ১

খ. প্রস্বেদনের ২টি গুরুত্ব উল্লেখ কর। ২

গ. (i) নং এর পানি কীভাবে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রের A অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদে কী ধরনের সমস্যা হবে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পেপারোমিয়া উদ্ভিদের কান্ড ও মধ্য শিরা স্বচ্ছ।

খ. প্রস্বেদনের ২টি গুরুত্ব হলো :

১. প্রস্বেদনের ফলে কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

২. প্রস্বেদন উদ্ভিদ দেহকে ঠাণ্ডা রাখে এবং পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে।

গ. (i) নং এর পানি জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায় অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

প্রথমে মূলরোমের ভাজক অঞ্চল কর্তৃক পানি শোষিত হয়। অতঃপর ঐ পানি কোষের রসস্ফীতি চাপে কোষ থেকে কোষান্তরে এবং অভিস্রবণিক চাপের মাধ্যমে মূলরোম থেকে পানি জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায়। কারণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি উদ্ভিদের মূল ও মূলরোমে প্রবেশ করে তারপর অভিস্রবণিক চাপ পানিকে জাইলেম ভেসেলে পৌঁছে দেয়।

অতএব, উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে (i) নং এর পানি জাইলেম ভেসেলে পৌঁছায়।

ঘ. চিত্রের A চিহ্নিত অংশ হলো মূলরোম যা ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সমস্যা হবে।

উদ্ভিদ মাটির কণার ফাঁক থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূলরোম দ্বারা শোষণ করে। কেননা উদ্ভিদের বিশেষ করে স্থলজ উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ হলো মূলরোম। মূলরোম ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ তার জৈবিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ পাবে না। আর উদ্ভিদদেহের কোষের জৈবিক কাজ সম্পাদিত না হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিবর্ধন, রেশন, শ্বসন, প্রজনন প্রভৃতি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। যার ফলশ্রুতিতে উদ্ভিদকূল পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং চিত্রের A অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে উদ্ভিদকূল বিলীন হয়ে।

**প্রশ্ন -১৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ঈদের দিন সকালে পায়ের রান্নার জন্য হিরার আন্না কিসমিস পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো কিসমিসগুলো ফুলে উঠেছে। এ ব্যাপারে হিরা তার মাকে জিজ্ঞাসা করল এবং মা তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন। [বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ]

- ক. ইমবাইবিশন কী? ১
- খ. ব্যাপন চাপ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কীভাবে পানি শোষণ করে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভিদ জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

▶▶ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ শোষণ করে তাকে ইমবাইবিশন বলে।

খ. ব্যাপনকারী পদার্থের অণু-পরমাণুগুলোর গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। ব্যাপন চাপ না থাকলে ব্যাপন ঘটে না।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো অসমোসিস বা অভিস্রবণ।

উদ্ভিদ মাটি থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি নিজের দেহে টেনে নেয়। মূলরোমের প্রাচীরটি ভেদ্য তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষ প্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য পর্দার সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। অবশেষে পানি কাস্মের জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়।

এভাবে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি শোষণ।

ঘ. সৃজনশীল ৬ (ঘ) নং উত্তরের অনুরূপ।

**প্রশ্ন -১৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

স্যার ক্লাসে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া পড়াতে গিয়ে মূল দিয়ে কীভাবে পানি গ্রহণ করে তা আলোচনা করলেন এবং এভাবে পানি ও খনিজ লবণ শোষিত হয়। আর বললেন, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি বের করে দেয় কারণ উদ্ভিদ যে পানি গ্রহণ করে তা এ প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। তাই এটি উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

- ক. অভিস্রবণ কী? ১
- খ. স্টার্চ কেন কলয়েডধর্মী পদার্থ? ২
- গ. স্যারের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. স্যারের উক্তিটি যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক (পানি) কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাই অভিস্রবণ।

খ. স্টার্চ পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি শোষণ করে স্থিত হতে পারে। কলয়েডধর্মী এ গুণের জন্যই স্টার্চকে কলয়েডধর্মী পদার্থ বলে।

গ. স্যারের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি হলো অভিস্রবণ।

মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদের সজীব কোষ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় টেনে নেয়। স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলো মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে জীব কোষের কোষাবরণ বা প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে।

ঘ. স্যারের উক্তিটি হলো প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্যার ক্লাসে পড়ানোর সময় বলেন যে, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পানি বের করে দেয়। তিনি আরও উক্তি করেন যে, এটি উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্যারের এ উক্তিটি করার কারণ হলো উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া।

প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে পানিকে বের করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত করে। প্রস্বেদনের ফলে কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কোষ রসের ঘনত্ব বৃদ্ধি অন্তঃ অভিস্রবণের সহায়ক হয়ে উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ দেহকে ঠাণ্ডা রাখে এবং পাতার অর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়। পাতায় প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় পানির যে টান সৃষ্টি হয়, তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে উদ্ভিদের শীর্ষে পরিবহনে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। অতএব, স্যারের উক্তিটি যথার্থ যুক্তিসঙ্গত।

**প্রশ্ন -১৬৮** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিতা ম্যাডাম বাজার থেকে পলিথিনের ব্যাগে শাকসবজি নিয়ে আসলেন। বাসায় এসে তিনি দেখলেন পলিথিনের ব্যাগের ভেতরের দিকে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে। [সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

- ক. অভিস্রবণ কাকে বলে? ১
- খ. উদ্ভিদের সংবহন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যকল্পে উক্ত ঘটনা ঘটানোর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির পরিবেশে প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

◀ ১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶

ক. একই দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক থাকলে যে ভৌত প্রক্রিয়ায় দ্রাবক (পানি) কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হয় তাকে অভিস্রবণ বলে।

খ. উদ্ভিদের সংবহন হলো মূল দ্বারা পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে পাতা ও বিভিন্ন অংশে পরিবহন এবং পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা।

উদ্ভিদের জাইলেম টিস্যু মূল দ্বারা গৃহীত পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদের পাতা পর্যন্ত বহন করে। পাতায় তৈরিকৃত খাদ্য ফ্লোয়েমের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যায় যা শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ. দৃশ্যকল্পে উক্ত ঘটনা ঘটানোর কারণ হলো শাকসবজির প্রস্বেদন।

আমরা জানি, প্রস্বেদন হলো উদ্ভিদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পাতা বা অন্যান্য অংশের সাহায্যে বাতাসে বের করে দেয়ার পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়াটি পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হতে পারে যা পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন নামে পরিচিত। এছাড়া এটি পাতার কিউটিকুল (কিউটিকুলার প্রস্বেদন) দ্বারা এবং কাস্পের লেন্টিসেল (লেন্টিকুলার প্রস্বেদন) দ্বারা হতে পারে। শ্বসনের কারণে খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি তৈরি হয়। এ পানি প্রস্বেদনের মাধ্যমে পরিবেশে (বায়ুতে) মুক্ত হয়।

রিতা ম্যাডামের সবজিগুলো থেকে নির্গত জলীয় বাষ্প পলিথিনের গায়ে জমাট বেঁধে বিন্দু বিন্দু পানিতে পরিণত হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে প্রস্বেদনের মাধ্যমে নির্গত পানি।

ঘ. দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি হলো প্রস্বেদন। কারণ রিতা ম্যাডামের পলিথিন ব্যাগে শাকসবজি ছিল। শাকসবজি বা গাছ প্রতিনিয়ত পাতার পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয়। কিন্তু রিতা ম্যাডামের পলিথিন ব্যাগের ভেতর আটকে থাকার কারণে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় নির্গত জলীয়বাষ্প বায়ুতে মিশতে পারে না এবং পলিথিনের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি হয়ে জমে থাকে।

উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মতো পরিবেশে তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। তবে পানিচক্রে বাষ্পীভবনে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পানি জলীয়বাষ্প হিসেবে বায়ুমন্ডলে প্রেরণ করতে স্থলজ উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ভূমিকা রাখে। প্রস্বেদনের ফলে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুমন্ডলে পৌঁছায়। তাছাড়া এর ফলে উদ্ভিদের দেহ ঠাণ্ডা হয় ও পাতার অর্দ্রতা বজায় থাকে। ফলে বনাক্ষল ও বাগানে শীতলতা বিরাজ করে যা পরিবেশে অতিরিক্ত উষ্ণতা কমাতে সাহায্য করে।

অতএব, দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রস্বেদন পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন -১৭৮** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

A ও B দুই ধরনের জটিল টিস্যু। এ দুই ধরনের টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে পরিবহন ঘটে। A টিস্যুর মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায় এবং B টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারাদেহে পরিবাহিত হয়। [সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

?

- ক. পরিবহন কাকে বলে? ১  
খ. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। ২  
গ. A টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতায় কীভাবে পানি পরিবাহিত হয় তা চিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩  
ঘ. খাদ্যরস পরিবহনে B টিস্যুর গুরুত্ব অপরিসীম বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৭নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো এবং পাতায় তৈরি খাদ্যবস্তু সারাদেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে।  
খ. ব্যাপন ও অভিস্রবণের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

| ব্যাপন                                                                                                      | অভিস্রবণ                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। এ প্রক্রিয়ায় তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমে দ্রব অণুগুলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। | ১। এ প্রক্রিয়ায় দ্রাবক কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হয়। |
| ২। অর্ধভেদ্য ঝিল্লী থাকে না।                                                                                | ২। অর্ধভেদ্য ঝিল্লী থাকে।                                                              |

- গ. A হলো উদ্ভিদের পরিবহনের অন্যতম পথ জাইলেম টিস্যু। এর মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায়। মাটি থেকে মূলরোমের দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণ (রস) জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌঁছায়। উদ্ভিদের পাতায় পানি পরিবহনের এ প্রক্রিয়াটি নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :



A টিস্যু অর্থাৎ জাইলেম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতায় পানি পরিবাহিত হয় যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

- ঘ. B হলো ফ্লোয়েম টিস্যু যা উদ্ভিদের অন্যতম পরিবহন টিস্যু। খাদ্যরস পরিবহনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।  
B টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারাদেহে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদে পরিবহন ঘটে। জাইলেমের মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায় এবং ফ্লোয়েম দ্বারা পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারাদেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং জাইলেম ও ফ্লোয়েম হলো উদ্ভিদের পরিবহনের পথ। ফ্লোয়েম টিস্যু না থাকলে উদ্ভিদের পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদের সারাদেহে ছড়িয়ে পড়তে পারত না। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, অন্যান্য জৈব-রাসায়নিক কাজ এমনকি বেঁচে থাকাও সম্ভব হতো না।  
অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা অনস্বীকার্য যে খাদ্যরস পরিবহনে B টিস্যু অর্থাৎ ফ্লোয়েম টিস্যুর গুরুত্ব অপরিসীম।



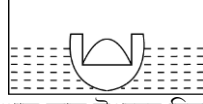
### সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-১৮** রফিক তার ঘরের এক কোণে একটি সেন্টের শিশি খুলে রাখল। কিছুক্ষণ পর সে ঘরের অন্য রুম থেকে ঐ সেন্টের গন্ধ পেল।

- ক. উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস কী? ১  
খ. পরিবেশের ওপর প্রস্বেদনের প্রভাব উল্লেখ কর। ২  
গ. উদ্ভিদকে যে প্রক্রিয়ায় ঘটনাটি ঘটলো তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. “জীবের জন্য উক্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ”- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

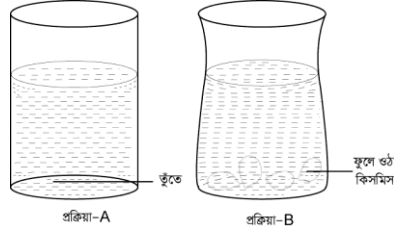
**প্রশ্ন-১৯**



অম্মান তার শ্রেণি শিক্ষক এর নিকট নির্দেশনা পেয়ে একটি গোল আলু উপরের চিত্রানুযায়ী বাটির আকৃতি করে কেটে তাতে কিছু লবণ দিয়ে তা পানিতে ভাসিয়ে দিল অল্পক্ষণের মধ্যেই আলুর ভেতরের গর্তটি পানিতে ভরে গেল। আলুর পাত্রের বাহির থেকে কী করে পানি ভেতরে ঢুকল? অম্মান তার শিক্ষকের কাছে পুরো বিষয়টি পরে জানতে পারল।

- ক. অর্ধভেদ্য পর্দা কী? ১  
খ. নিষ্ক্রিয় শোষণ বলতে কী বোঝ? ২  
গ. আলুর তৈরি পাত্রের গাত্র ভেদ করে কীভাবে পানি ভেতরে প্রবেশ করেছিল? ৩  
ঘ. উদ্ভিদ জীবনে এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব লেখ। ৪

**প্রশ্ন-২০**



- ক. দ্রাবক কী? ১  
খ. প্রস্বেদনকে কেন *Necessary evil* বলা হয়? ২  
গ. প্রক্রিয়া-A ও প্রক্রিয়া-B এর তুলনা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভিদের পানি শোষণে প্রক্রিয়া-B এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

**প্রশ্ন-২১** মারুফ তার বাড়িতে টবে ২টি গাছ লাগিয়ে একটিতে প্রয়োজনীয় পানি, সার প্রয়োগ করে। এতে অল্পদিনে গাছটিতে সতেজ পাতা ও ফুল আসে। কিন্তু অন্যটি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে কৃষিবিদের পরামর্শ নিলে তিনি বলেন খনিজ পুষ্টি ও রসের অভাব হয়েছে।

- ক. দ্রবণ কাকে বলে? ১  
খ. ইমবাইবিশনের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২  
গ. উল্লিখিত উদ্ভিদকে মারুফ তার গাছে যা প্রয়োগ করেছে তা উদ্ভিদ কোথায় থেকে গ্রহণ করে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উল্লিখিত উদ্ভিদকে কৃষিবিদ যা বলেছেন তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪



## অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



### □ শূন্যস্থান পূরণ //

১. স্থলজ উদ্ভিদে প্রস্বেদন ঘটে — দিয়ে।  
২. কোষ পর্দা এক ধরনের — পর্দা।  
উত্তর : ১. পত্ররন্ধ্র; ২. অর্ধভেদ্য।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ১ ৥ কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন কতক্ষণ ধরে চলে?

উত্তর : কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়।

প্রশ্ন ২ ২ ৥ কোষ রস কাকে বলে?

উত্তর : পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে কোষ রস বা সংক্ষেপে রস বলে।

প্রশ্ন ৩ ৩ ৥ মাছের পটকার পর্দা কী প্রকৃতির?

উত্তর : মাছের পটকার পর্দা অর্ধভেদ্য প্রকৃতির।

প্রশ্ন ৪ ৪ ৥ *Necessary evil* বলা হয় কাকে?

উত্তর : প্রস্বেদনকে *Necessary evil* বলা হয়।

প্রশ্ন ৫ ৫ ৥ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস কী?

উত্তর : উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস হলো পানি।

প্রশ্ন ৬ ৬ ৥ ব্যাপন অর্থ কী?

উত্তর : ব্যাপন অর্থ হলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া বা সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া।



প্রশ্ন ৭ ৥ ব্যাপন চাপ কাকে বলে?

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও চাপে কোনো পদার্থের ঘন স্থান থেকে হালকা স্থানের দিকে ব্যাপিত হওয়ার যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা তাকে ব্যাপন চাপ বলে।

প্রশ্ন ৮ ৥ উদ্ভিদে উপস্থিত বিল্লিসমূহ কী কী?

উত্তর : উদ্ভিদে উপস্থিত বিল্লিসমূহ হলো : ভেদ্যবিল্লি, অর্ধভেদ্য বিল্লি, বৈষম্যভেদ্য বিল্লি।

প্রশ্ন ৯ ৥ জীবকোষের কোষাবরণ কোন ধরনের পর্দা হিসেবে কাজ করে?

উত্তর : জীবকোষের কোষাবরণ অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ১০ ৥ উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে?

উত্তর : উদ্ভিদ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে।

প্রশ্ন ১১ ৥ খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি কয়টি?

উত্তর : খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি দুটি।

#### ■ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ জাইলেম বাহিকা দিয়ে পাতায় রস উত্তোলনের ধাপগুলো কী কী?

উত্তর : উদ্ভিদদেহে জাইলেম দিয়ে রস উত্তোলন তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো হলো:

১. মাটির দ্রবণের কেন্দ্রাতিগ পরিবহন মূলের কটেক্স টিস্যুর মধ্য দিয়ে মূলের জাইলেমে যায়।

২. জাইলেমের মাধ্যমে খাড়াভাবে পাতায় পানি পরিবাহিত হয়।

৩. পাতার অন্তঃকোষীয় ফাঁকে বাষ্পীয় অবস্থায় পানি মুক্তি পায়।

প্রশ্ন ২ ৥ কোষের বাইরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব যদি কোষের অভ্যন্তরের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে কী ঘটবে?

উত্তর : কোষের ভেতরের চেয়ে বাইরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বেশি হলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। কারণ, পদার্থের অণুগুলোর ধর্ম হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনত্বের অবস্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে বিস্তার লাভ করা।

প্রশ্ন ৩ ৥ উদ্ভিদদেহে পানি শোষণের প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর : উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে জাইলেমে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে পাতায় যায়। সেই পানি কাজে লাগিয়ে পাতায় সালোকসংশ্লেষণ হয়। সুতরাং পাতায় পানি সরবরাহের জন্য উদ্ভিদের পানিশোষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪ ৥ উদ্ভিদের পুষ্টিতে পানি কীভাবে সাহায্য করে?

উত্তর : উদ্ভিদের পুষ্টিতে পানি নিম্নরূপে সাহায্য করে।

১. পানি কোষের প্রোটোপ্লাজমকে তরল ও কর্মক্ষম রাখে।

২. কোষের যাবতীয় বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. উদ্ভিদদেহে যাবতীয় পরিবহন পানির মাধ্যমে হয়।

৫. বিভিন্ন খনিজ লবণ মূল দ্বারা শোষিত হতে সাহায্য করে এবং পানির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৬. বীজের অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ৫ ৥ পানি শোষণ ও খনিজ লবণ শোষণের সম্পর্ক কেমন?

উত্তর : খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত থাকলেও পানি শোষণের সঙ্গে উদ্ভিদের লবণ শোষণের কোনো সম্পর্ক নেই, দুটি প্রক্রিয়াই ভিন্নধর্মী। উদ্ভিদ কখনো লবণের সম্পূর্ণ অণুকে শোষণ করতে পারে না। লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে সম্পন্ন করে। যথা : (১) নিষ্ক্রিয় শোষণ; (২) সক্রিয় শোষণ।

প্রশ্ন ৬ ৥ প্রস্বেদন উদ্ভিদের কোন কোন স্থানে সংঘটিত হয়?

উত্তর : প্রস্বেদন প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়। এছাড়া কান্ড ও পাতার কিউটিকল এবং কান্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেল নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্গের মাধ্যমেও অল্প পরিমাণ প্রস্বেদন হয়।

প্রশ্ন ৭ ৥ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিভিন্ন প্রয়োজনীয় লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় জীবকোষে প্রবেশ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়। প্লাজমা পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন খনিজ লবণ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে বা বাইরে আসে। সুতরাং কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখার জন্য অভিস্রবণের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।



## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি?

(ঘ) তিনটি

(খ) পাঁচটি

● সাতটি (ঘ) আটটি

২. নিম্নোক্ত ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় –

i. অশান্তি

ii. ঝগড়া বিবাদ iii. মতৈক্য

কোনটি সঠিক?

● i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাকিব ও সানিদ একই অফিসে চাকরি করে। সাকিব যথাসময়ে অফিসে আসে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। সানিদ সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অজুহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর অফিসে আসে এবং কাজেকর্মে ফাঁকি দেয়।

৩. সাকিবের একনিষ্ঠতার পেছনে কোন বিশ্বাসটি কাজ করছে?

- (ক) তাকদির (খ) আখিরাত  
(গ) হাশর (ঘ) মিয়ান

৪. সানিদের কার্যক্রমের ফলে সে পাবে –

- i. শাস্তি  
ii. তিরস্কার  
iii. নিন্দা

কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



### গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. 'আকিদা' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) বিশ্বাস (খ) কপটতা (গ) অবিশ্বাস (ঘ) বিশ্বাসমালা

৬. বেহেশত কোন ভাষার শব্দ?

- (ক) বাংলা (খ) আরবি (গ) ফরাসি (ঘ) ফারসি

৭. বড় আসমানি কিতাব কয়খানা?

- (ক) ২ (খ) ৪ (গ) ১০০ (ঘ) ১০৪

৮. কর্মফল ভোগের স্থান হচ্ছে–

- (ক) ইহকাল (খ) আখিরাত  
(গ) যৌবনকাল (ঘ) বৃদ্ধকাল

৯. প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- i. আল্লাহর ইবাদত করা ii. আল্লাহর বিধিবিধান প্রচার করা  
iii. তাগুতকে বর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. সানিদের কার্যক্রমের ফলে সে পাবে –

- i. পাপী মুসলমানগণ ii. অবিশ্বাসীগণ iii. জান্নাতিগণ  
কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিজান তার পিতার নিকট থেকে বই কেনার জন্য টাকা নেয়। কিন্তু সে বই না কিনে বন্ধুদের নিয়ে টাকাগুলো খরচ করে ফেলে। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে মিথ্যা কথা বলে।

১১. মিজানের আচরণ কিসের শামিল?

- (ক) কুফরের (খ) নিফাকের (গ) শিরকের (ঘ) যুলুমের

১২. মিজান এ অভ্যাস ত্যাগ না করলে সে–

- (ক) কাফির হবে (খ) নাস্তিক হবে (গ) মুনাফিক হবে (ঘ) মুশরিক হবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বেলায়েত সন্ত্রাস্ত মুসলিম পরিবারের সম্ভান। তিনি খতমে নবুয়ত ও আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন।

১৩. খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করা তার জন্য–

- (ক) সামাজিক দায়িত্ব (খ) পারিবারিক কর্তব্য  
(গ) বাধ্যতামূলক (ঘ) ঐচ্ছিক

১৪. আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে বেঁচে থাকা যায়–

- (ক) প্রতারণা থেকে (খ) অনৈতিক কাজ থেকে (গ) মিথ্যা থেকে (ঘ) ঘৃণা থেকে



### অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর





## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. আকাইদ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) আনুগত্য (খ) সত্যবাদিতা ● বিশ্বাসমালা (ঘ) স্বীকার করা
১৬. আল্লাহর বড় নিয়ামত কোনটি? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ঘর বাড়ি (খ) গাছপালা (গ) ইসলাম ● ইমান
১৭. 'আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্যই।' উহা সূরা মুনাফিকুন এর কততম আয়াত?  
 [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]  
 ● ৮ (খ) ৯ (গ) ১০ (ঘ) ১১
১৮. ইমানের মধ্যে কয়টি দিক রয়েছে? (জ্ঞান)  
 ● ৩ (খ) ২ (গ) ৪ (ঘ) ৫
১৯. যারা ইমান আনে তাদের কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) মুসলিম ● মুমিন (গ) মুহসীন(ঘ) মুকীম
২০. সার্বভৌমত্বের অধিকারী ইবাদতের যোগ্য কে? (জ্ঞান)  
 (ক) মানুষ (খ) জিন (গ) ফেরেশতা ● আল্লাহ তায়ালা
২১. ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় কী? (জ্ঞান)  
 ● আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (খ) রিসালাত (গ) আখিরাত (ঘ) তাকদির
২২. যাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদেরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) নবি ● রাসূল (গ) ফেরেশতা (ঘ) ওলি
২৩. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) কিয়ামত (খ) হাশর (গ) দুনিয়া ● আখিরাত
২৪. তাকদির শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) সত্য (খ) বিশ্বাস ● ভাগ্য (ঘ) পরকাল
২৫. ইসলামের মূল বিষয়গুলো বিশ্বাস করাকে কী বলে? (জ্ঞান)  
 (ক) ইমান (খ) ইসলাম ● আকাইদ (ঘ) মুমিন
২৬. ইসলাম অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) স্বীকার ● আনুগত্য (গ) বিশ্বাসমালা (ঘ) ইবাদত
২৭. লিঙ্গ বিভাজন নেই কাদের?  
 (অনুধাবন)  
 (ক) মানুষের ● ফেরেশতাদের (গ) জিনদের (ঘ) পশুপাখির
২৮. মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর কী?  
 (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● প্রতিনিধি (খ) দূত (গ) নবি (ঘ) সৈন্য
২৯. নবি-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)  
 ● মানবজাতির হিদায়াত (খ) মানুষের সেবা  
 (গ) যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান (ঘ) ইসলাম প্রচার
৩০. প্রথম নবি কে? (অনুধাবন)  
 ● হযরত আদম (আ) (খ) হযরত নূহ (আ)  
 (গ) হযরত ইয়াকুব (আ) (ঘ) হযরত লুত (আ)
৩১. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনি, সব নবির যুগেই তারা গণ্য হয়েছে কী হিসেবে? (অনুধাবন)  
 ● কাফির (খ) মুনাফিক (গ) জালিম(ঘ) মুশরিক
৩২. ইমান কাকে বলে? (অনুধাবন)  
 (ক) আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের বিশ্বাসের সমন্বয়  
 ● মুখে স্বীকার, অন্তরে বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়  
 (গ) তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের সমন্বয়  
 (ঘ) বাস্তব জীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের সমন্বয়
৩৩. সিফাত নবি (স.) কে শেষ নবি হিসেবে মানে না। হাসানের ঐ বিশ্বাস কীরূপ? (প্রয়োগ)  
 (ক) শিরকি (খ) যুক্তিযুক্ত (গ) সঠিক ● কুফরি
৩৪. আমাদের আখিরাতে কাটাতে হবে অফুরন্ত সময়। সেখানে সফলকাম হওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত? (প্রয়োগ)  
 (ক) সৎভাবে জীবনযাপন করা  
 (খ) নিয়মিত নামায আদায় করা  
 (গ) সুদ, ঘুষ না খাওয়া  
 ● পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করা

৩৫. মুরাদ ইসলামের বিধিবিধান বর্জন করে হুন্দহীন জীবনযাপন করে। এজন্য তাকে কীসের জবাবদিহি করতে হবে? (প্রয়োগ)
- দুনিয়ার ভালো-মন্দ কাজের (খ) শুধু মন্দ কাজের  
(গ) শুধু পাপ কাজের (ঘ) শুধু ভালো কাজের
৩৬. আখি সং কাজ করে। এর প্রতিদান হিসেবে আখিরাতে সে কী পাবে? (প্রয়োগ)
- জান্নাত (খ) আমলনামা  
(গ) ফলমূল (ঘ) পুলসিরাত
৩৭. একজন ইমানদার কীভাবে অনুধাবন করবে যে, পরকালীন জীবন বাস্তবসম্মত? (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) দুনিয়ার জবাবদিহিতা দেখে ● হাদিস ও কুরআনের ওপর বিশ্বাস দ্বারা  
(গ) প্রাণিকুলের অবস্থা দেখে (ঘ) সঠিক বিচার দেখে
৩৮. মানুষের ভাগ্যলিপি পূর্বেই নির্ধারিত, তা বিশ্বাস করা জরুরি। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
- রহমতের আশায় কাজ করব (খ) জাহান্নামের ভয়ে কাজ করব  
(গ) জান্নাতের আশায় কাজ করব (ঘ) সাওয়ারের আশায় কাজ করব
৩৯. ইমান ছাড়া আমল অর্থহীন। তাই আমলের পূর্বে ইমান আনতে হবে। এতে অন্তরে কী পয়দা হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা  
(খ) আল্লাহর প্রতি মমতা  
(গ) আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অনুরাগ  
● আল্লাহর প্রতি অনুরাগ এবং সন্তুষ্টি লাভের কামনা

#### ■ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০. কিয়ামত দিবসে মানুষের পক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে—(অনুধাবন)
- i. নবি ও রাসুল ii. ফেরেশতা iii. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৪১. ওহি বহনকারী ফেরেশতার নাম—(অনুধাবন)
- i. ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান ii. আযরাইল (আ)  
iii. জিবরাইল (আ)  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### ■ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নজরুল সাহেব একজন সং পুলিশ অফিসার। কর্মক্ষেত্রে তিনি তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। কোনো প্রকাশ ঘুষ, সুদ ও অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত নন।

৪২. উদ্দীপকে নজরুলকে এরূপ সং হওয়ার পেছনে কোন বিশ্বাসটি কাজ করেছে? (প্রয়োগ)
- আখিরাতে বিশ্বাস (খ) দুনিয়ার প্রতি বিশ্বাস  
(গ) কবরের প্রতি বিশ্বাস (ঘ) সম্পদের প্রতি অনীহা
৪৩. নজরুলের এরূপ বিশ্বাসের ফলে সে আখিরাতে লাভ করবে — (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. আল্লাহর অনুগ্রহ ii. ফেরেশতাদের সন্তুষ্টি  
iii. জান্নাত  
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### পাঠ-২ : নিফাক

#### ■ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা কোথায়?(জ্ঞান)
- জাহান্নাম (খ) জান্নাত (গ) ইল্লিয়ান (ঘ) সিজিন
৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে— এটি কোন সূরার আয়াত? [মোহাম্মদপুর স্কুল এন্ড কলেজ]
- (ক) আল-মুনাফিকুন ● আন নিসা (গ) আল-বাকারা (ঘ) আর রহমান

৪৬. নিফাক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) ক্ষমা (খ) কপটতা (গ) মমতা (ঘ) সত্যবাদিতা
৪৭. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি? (জ্ঞান)  
 (ক) তিন (খ) পাঁচ (গ) সাত (ঘ) নয়
৪৮. মুনাফিকদের বর্ণনায় কুরআনের কোন সূরাটি নাজিল হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) সূরা মুজাশ্বিল (খ) সূরা মুতাফফিফীন (গ) সূরা মুনাফিকুন (ঘ) সূরা মাদুন
৪৯. মুনাফিকরা মুসলমানের ক্ষতি করে কীভাবে? (অনুধাবন)  
 (ক) বিশ্বাসঘাতকতা করে (খ) যুদ্ধ করে (গ) কাফিরদের সঙ্গে নিয়ে (ঘ) সার্বিক প্রচারণা করে
৫০. মুনাফিকদের মর্যাদা নেই কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) অংশীবাদের কারণে (খ) দ্বিমুখী নীতির কারণে (গ) নাস্তিকতার কারণে (ঘ) অন্তর খারাপের কারণে
৫১. মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) অর্থের অভাবে (খ) জলমের কারণে (গ) মুনাফিকির কারণে (ঘ) জাহান্নামের কারণে
৫২. মুনাফিকরা কাদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কাফিরদের (খ) ফাসিকদের (গ) মিথ্যাবাদীদের (ঘ) গীবতকারীদের
৫৩. তমা তার বান্ধবীকে কথা দিল সে আজ তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবে; কিন্তু কোনো কারণ না থাকাসত্ত্বেও সে গেল না। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীসের আলামত? (প্রয়োগ)  
 (ক) কুফরির (খ) নিফাকের (গ) ফিসকের (ঘ) শিরকের
৫৪. নাসির প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। তার কাছে কোনো জিনিস রাখলে ফেরত দিতে চায় না। নাসিরের আচরণে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) মুনাফিকি (খ) ফাসেকি (গ) কুফরি (ঘ) শিরকি
৫৫. “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে”- অনুদিত আয়াতটিতে কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) শাস্তি (খ) তাওবা (গ) শাস্তি (ঘ) ভয়
৫৬. “আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী”- আয়াতটিতে মুনাফিকদের কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) নিদর্শন (খ) চরিত্র (গ) আকৃতি (ঘ) বর্ণনা
৫৭. মুনাফিকরা সবসময় মুসলমানদের ক্ষতি করার চিন্তায় থাকত। তারা কাদের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কাফিরদের (খ) মিথ্যাবাদীদের (গ) গীবতকারীদের (ঘ) ফাসিকদের
৫৮. মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) মুনাফিক কাফির অপেক্ষা মারাত্মক বলে (খ) মুনাফিক মিথ্যাবাদী বলে (গ) মুনাফিক ওয়াদা ভঙ্গকারী বলে (ঘ) মুনাফিক খিয়ানতকারী বলে
৫৯. মুনাফিকরা কাফির কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) কাফিরদের সহযোগিতা করে বলে (খ) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে বলে (গ) অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে বলে (ঘ) তাদের অন্তর খারাপ বলে
৬০. আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন? (জ্ঞান)  
 (ক) কাফির (খ) মুশরিক (গ) মুনাফিক (ঘ) ফাসিক



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. মুনাফিকের স্বভাব হলো- (অনুধাবন)  
 i. মিথ্যা বলা ii. ওয়াদা ভঙ্গ করা  
 iii. আমানতের খিয়ানত করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৬২. নাসির মিথ্যাবাদী। কবির নাসিরকে সংশোধন করতে পারে- (প্রয়োগ)  
 i. নাসিরের সঙ্গে ত্যাগ করে ii. নিফাকের কুফল বুঝিয়ে  
 iii. মুনাফিকের শাস্তির ভয় দেখিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৬৩. মুনাফিকরা—

- (অনুধাবন)  
ii. আমানত থিয়ানতকারী

i. মিথ্যাবাদী

iii. মানুষ হত্যাকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ প্রশ্নের উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রাসেল প্রায়ই মিথ্যা বলে। কোনো জিনিস তার কাছে রাখলে ফেরত দিতে চায় না।

৬৪. রাসেলের স্বভাবে যে দিকটি ফুটে উঠেছে— (প্রয়োগ)

- নিফাক      খ) ফাসেক      গ) শিরক      ঘ) জুলুম

৬৫. রাসেলের কর্মকাণ্ডের পরিণতি—

(অনুধাবন)

i. জান্নাত

ii. জাহান্নাম

iii. আল্লাহর ক্রোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ প্রশ্নের উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তুবার খালিদের কাছে একটি কলম ও ব্যাগ আমানত হিসাবে রাখে। তুবার কলম ও ব্যাগ ফেরত চাইলে খালিদ অস্বীকার করে।

৬৬. খালিদের কাজের দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

- মুনাফিকী      খ) কুফরি      গ) অস্বীকার      ঘ) জুলুম

৬৭. উক্ত কাজের ফলে খালিদ—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. সাওয়াব পাবে

ii. জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে থাকবে

iii. আল-হর অসম্ভুষ্টি লাভ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৩ : আসমাউল হুসনা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. ‘আসমাউল হুসনা’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- ক) প্রিয়তম নামসমূহ      ● সুন্দরতম নামসমূহ

- গ) নিকটতম নাম সমূহ      ঘ) শ্রেষ্ঠতম নাম সমূহ

৬৯. আল্লাহর পরিচয় প্রকাশ করে —

[খুলনা জিলা স্কুল]

ক) আল্লাহর শক্তি

● আসমাউল হুসনা

গ) আল্লাহর সৃষ্টি

ঘ) আল্লাহ শব্দটি

৭০. ‘মুহইমিনুন’ শব্দের অর্থ কী?

[যশোর জিলা স্কুল; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

ক) অতিশয় দয়ালবান

● রক্ষণাবেক্ষণকারী

গ) অমুখাপেক্ষী

ঘ) হিসাব গ্রহণকারী

৭১. তাহিরা নিজের গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহকে কোন নামে ডাকবে?

[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

● গাফফারুন

খ) হাসিবুন

গ) সামাদুন

ঘ) খালিকুন

৭২. হুসনা শব্দের অর্থ কী?

[মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]

ক) প্রিয়তম

● সুন্দরতম

গ) শ্রেষ্ঠতম

ঘ) নিকৃষ্টতম

৭৩. গাফফারুন শব্দের অর্থ কী?

(জ্ঞান)

ক) অত্যন্ত ধৈর্যশীল

খ) অতি দয়ালু

● অতি ক্ষমাশীল

ঘ) অতি মমতাময়

৭৪. সামাদুন শব্দের অর্থ কী?

(জ্ঞান)

ক) সহনশীল

● অমুখাপেক্ষী

গ) ক্ষমাশীল

ঘ) পরনির্ভরশীল

৭৫. সিন্ধাত শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ● গুণবাচক (খ) সুন্দরতম (গ) গুণ (ঘ) সুন্দর সুন্দর নাম
৭৬. আল্লাহর গুণবাচক নামের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)  
 (ক) ১০০ ● ৯৯ (গ) ১০৪ (ঘ) ৯৫
৭৭. সকল গুণের আধার কে? (জ্ঞান)  
 (ক) মহানবি (স) ● আল্লাহ তায়ালা (গ) মানুষ (ঘ) ফেরেশতাগণ
৭৮. মানব জীবনের জন্য আদর্শ কী? (অনুধাবন)  
 (ক) কালিমা তায়্যিবা (খ) কালিমা শাহাদাত  
 ● আসমাউল হুসনা (ঘ) ইমান মুজমাল
৭৯. চরিত্র সুন্দর হয় কী করলে? (অনুধাবন)  
 (ক) আল্লাহকে স্মরণ করলে (খ) গরিবদের সাহায্য করলে  
 (গ) হক আদায় করলে ● নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণাবিত করলে
৮০. 'আল্লাহ্ গাফুরূন' নামের দ্বারা আমরা কী শিখতে পারি? (প্রয়োগ)  
 (ক) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা (খ) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি  
 ● মানুষকে ক্ষমা করা (ঘ) মানুষের প্রতি নমনীয় হওয়া
৮১. আল্লাহর সামাদ গুণটি আমাদের একটি কাজ না করতে প্রভাবিত করে। সেটি কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) অন্যকে রক্ষা করতে (খ) সত্য রক্ষা করতে  
 ● পরনির্ভরশীল না হতে (ঘ) মিথ্যা না বলতে
৮২. মহানবি (স) কিয়ামত দিবসে কিছু লোকের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য (খ) পাপ মোচনের জন্য  
 (গ) কঠিন হিসাব-নিকাশের জন্য (ঘ) পাপীদের হিসাবের জন্য
৮৩. আল্লাহর রং কী? (জ্ঞান)  
 ● আল্লাহর দীন (খ) আল্লাহর ক্ষমতা  
 (গ) আল্লাহর বিচার (ঘ) আল্লাহর নিয়ামত

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪. নিজেকে আল্লাহর গুণে গুণাবিত করতে পারলে— (প্রয়োগ)  
 i. চরিত্র সুন্দর হয় ii. আদর্শ মানুষ হওয়া যায়  
 iii. আল্লাহর গজব নাজিল হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮৫. আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম নাম রাউফুন। কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আল্লাহ মহাজ্ঞানী ii. আল্লাহ অতি দয়ালু  
 iii. আল্লাহর দয়ামায়ার শেষ নেই  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii, iii (ঘ) i ও iii
৮৬. আল্লাহর গুণে গুণাবিত হওয়া— (অনুধাবন)  
 i. ফরজ ii. ওয়াজিব iii. অবশ্য কর্তব্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মামুন তার বন্ধু রানার সাথে খারাপ আচরণ করে। পরে মামুন তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে রানার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রানা তাকে ক্ষমা করে দেয়।

৮৭. রানার ক্ষমা করা কোন ধরনের গুণ? (প্রয়োগ)  
 ● মহত্ত্বের লক্ষণ (খ) ভালোবাসার নিদর্শন  
 (গ) সামাজিক বিধান (ঘ) রাষ্ট্রীয় বিধান
৮৮. রানার আচরণ আল্লাহর যে গুণটি প্রকাশ পেয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ধৈর্যশীলতার  
নিচের কোনটি সঠিক?

● ii

ii. ক্ষমার

খ) i ও iii

iii. স্নেহশীলতার

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

#### পাঠ-৪ : রিসালাত

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৯. রাসুল শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
● সংবাদবাহক (খ) সমাপ্ত (গ) মনোনীত (ঘ) বাহন
৯০. যাদের নিকট আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়নি তাঁরা কী? (জ্ঞান)  
(ক) রাসুল (খ) ওলি ● নবি (ঘ) নবি ও রাসুল
৯১. সমগ্র জাহানের নবি কে? (জ্ঞান)  
(ক) হযরত আদম (আ) (খ) হযরত ঈসা (আ)  
● হযরত মুহাম্মদ (স) (ঘ) হযরত হুদ (আ)
৯২. যিনি আল্লাহ তায়ালার ওহি বহন করেন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)  
● রাসুল (খ) রিসালাত (গ) রক্ষক (ঘ) জিন
৯৩. সব নবিই রাসুল নন, কিন্তু সব রাসুলই নবি। এ পার্থক্য নিরূপণ করা হয় কীসের ভিত্তিতে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) জ্ঞান (খ) তাকওয়া ● কিতাব (ঘ) হিকমত
৯৪. নবি-রাসুল পৃথিবীতে আসার কারণ কী? (জ্ঞান)  
(ক) শাফাআত করা ● হিদায়াত করা  
(গ) রিসালাত প্রচার (ঘ) কারামত প্রকাশ করা
৯৫. নবিগণ কী প্রচার করতেন? (জ্ঞান)  
(ক) মূর্তিপূজা করতেন  
(খ) মানুষকে রাজনীতি শিখাতেন  
● পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন  
(ঘ) জান্নাতের লোভ দেখাতেন
৯৬. আল্লাহ সকল নবি-রাসুলকে কী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন? (জ্ঞান)  
(ক) দাওয়াত (খ) তাবলিগ (গ) ঘুম ● শিরক
৯৭. পবিত্র কুরআনে কতজন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ আছে? (জ্ঞান)  
(ক) ২০ (খ) ২২ ● ২৫ (ঘ) ২৬
৯৮. কেন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়? (প্রয়োগ)  
(ক) প্রাকৃতিক কারণে ● পাপাচারের কারণে  
(গ) ভূমিকম্পের কারণে (ঘ) সুনামির কারণে
৯৯. ইসা (আ:) -এর নিকট কিতাব নাজিল হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)  
(ক) নবি (খ) প্রদর্শক ● রাসুল (ঘ) শিক্ষক
১০০. নবি ও রাসুলগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কলুষমুক্ত। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) সত্যবাদী (খ) ন্যায়পরায়ণতা  
(গ) উন্নত চরিত্রের অধিকারী ● প্রতারণা
১০১. মহানবি (স) কে রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর রিসালাতের ব্যাপ্তি কতটুকু? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) মদিনা পর্যন্ত (খ) সমগ্র আরব  
● সমগ্র পৃথিবী (ঘ) মক্কা পর্যন্ত

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০২. রাসুল প্রেরণের প্রয়োজন হতো- (অনুধাবন)  
i. মানুষের পাপাচারের কারণে  
ii. মানুষকে তাওহীদের পথে ডাকতে  
iii. আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১০৩. নবি-রাসুলগণ মানুষের- (অনুধাবন)  
i. বন্ধু ii. শিক্ষক iii. পথ প্রদর্শক



নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

● ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫ : খতমে নবুয়ত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. খতমে নবুয়ত অর্থ কী? (জ্ঞান)  
ক) নবুয়তের মর্যাদা খ) নবুয়তের ক্রমধারা  
গ) নবুয়তের প্রারম্ভ ● নবুয়তের পরিসমাপ্তি
১০৫. এক নবির পর অপর নবি আগমনের কারণ কয়টি? (জ্ঞান)  
● তিন খ) পাঁচ গ) সাত ঘ) চার
১০৬. কার পর পৃথিবীতে আর কোনো নবি আসবেন না? (জ্ঞান)  
ক) হযরত ঈসা (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)  
গ) হযরত সালিহ (আ) ঘ) হযরত আদম (আ)
১০৭. খতম শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
● শেষ খ) পরিসমাপ্তি গ) বিজয় ঘ) অসমাপ্ত
১০৮. খাতামুন নাবিয়্যিন কে? (জ্ঞান)  
ক) হযরত আদম (আ) খ) হযরত ইবরাহিম (আ)  
গ) হযরত ঈসা (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)
১০৯. কার শিক্ষা ও হিদায়াত আজও বিদ্যমান? (জ্ঞান)  
ক) হযরত আদম (আ)-এর খ) হযরত মুসা (আ)-এর  
গ) হযরত ইবরাহিম (আ)-এর ● হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
১১০. কার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেয়া হয়েছে? (অনুধাবন)  
ক) হযরত আদম (আ)-এর খ) হযরত মুসা (আ)-এর  
গ) হযরত ঈসা (আ)-এর ● হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
১১১. কাদিয়ানী সম্প্রদায় গোলাম আহমদকে নবি বলে স্বীকার করে। তাদের এ বিশ্বাস কীসের পরপন্থী? (প্রয়োগ)  
ক) শাফাআতের ● খতমে নবুয়তের  
গ) খেলাফতের ঘ) রিসালাতের
১১২. পুরো দালানে একটি ইট লাগানো বাকি ছিল। ইট লাগাতেই সে দালান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নবুয়তও তেমনি একটি দালানের সদৃশ্য। সেই দালানের সর্বশেষ ইট কে? (প্রয়োগ)  
ক) হযরত আদম (আ) খ) হযরত ইয়াকুব (আ)  
● হযরত মুহাম্মদ (স) ঘ) হযরত ইউসুফ (আ)
১১৩. খতমে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ। এতে অবিশ্বাসী কীসের শামিল? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) মুনাফিক ● কাফির গ) মুশরিক ঘ) ফাসিক
১১৪. “রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসুল আসবেন না।”- এ বাণীটি কার? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) আব্বাহ তায়ালা ● রাসুলুল্লাহ (স)-এর  
গ) জাবির ইবন হাইয়ান-এর ঘ) ইমাম গাযালি-এর
১১৫. “আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।”- এ উক্তি কে করেছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) হযরত মুহাম্মদ (স) খ) ইমাম গাযালি  
গ) হযরত মুসা (আ) ● আব্বাহ তায়ালা
১১৬. “মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আব্বাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবি।”- এটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● খতমে নবুয়ত খ) রিসালাত গ) শাফাআত ঘ) আখিরাত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. খতমে নবুয়ত বলতে বোঝায়- (অনুধাবন)  
i. নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ii. আব্বাহর বাণী পৌঁছানো  
iii. নবুয়তের সমাপ্তি



১৩০. কিয়ামত বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
 ● মহাবিশ্বের প্রলয়ের দিন (খ) হাশরের ময়দানে বিচারালয়  
 (গ) মানুষের পুনরুত্থান ও পুনর্জন্ম (ঘ) পরকালের হিসাব-নিকাশ
১৩১. তোমার কোনো বন্ধুকে একটি অপকর্ম করতে দেখলে। এ ক্ষেত্রে তোমার করণীয় কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা  
 (খ) তার অপকর্মের প্রতিরোধ করা  
 ● তার চারিত্রিক সংশোধনে ভূমিকা রাখা  
 (ঘ) তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া
১৩২. ইসলামি পরিভাষায় কবর থেকে মানুষ উঠে সেদিন আল্লাহর সামনে দশ্যমান হবে, একে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) বারযাখ ● কিয়ামত (গ) কবর (ঘ) হাশর
১৩৩. “আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ যা পুনরুত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।” অনুদিত আয়াতটিতে কোনটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) হিসাব (খ) মিজান (গ) পুলছিরাত ● কবর
১৩৪. এক ব্যক্তি যাকাত দেয় কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস করেন না। এর ফলে তিনি কী হয়ে গেছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) ফাসিক ● কাফির (গ) মুনাফিক (ঘ) মুশরিক

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৫. আখিরাতে উপকারে আসবে না- (অনুধাবন)  
 i. দৈহিক বল ii. জনবল  
 iii. অর্থবল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৬. আখিরাতে বিশ্বাস- (অনুধাবন)  
 i. মানুষকে সং কর্মশীল করে  
 ii. মুসলমানদের ওপর ফরজ  
 iii. মানুষকে পুত-পবিত্র করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চাকরিজীবী মাহমুদ সাহেব ঘুষ গ্রহণ করেন। বিষয়টি তার বন্ধু মুখলিছ জানতে পেরে মাহমুদ সাহেবকে বলল, তুমি যে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করছ এর জন্য আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৩৭. উদ্দীপকে মাহমুদেচ্ছকোনটির প্রতি বিশ্বাসের অভাব রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ● আখিরাত (খ) হিসাব-নিকাশ (গ) কিয়ামত (ঘ) বারযাখ
১৩৮. মাহমুদ সাহেবের পরকালীন পরিণতি- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. জান্নাত ii. জাহান্নাম iii. আল-হর জোখ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

### পাঠ-৭ : শাফাআত

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৯. শাফাআত কত প্রকার? (জ্ঞান)  
 (ক) ১ ● ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
১৪০. কয় বিষয়ে শাফাআতে সুগরা করা হবে? (জ্ঞান)  
 (ক) এক (খ) দুই ● তিন (ঘ) চার
১৪১. মহানবি (স) শাফাআত করবেন কাদের জন্য? (জ্ঞান)  
 (ক) সকল মানুষের ● তাঁর উম্মতদের  
 (গ) পুণ্যবানদের (ঘ) পাপীদের

১৪২. শরিয়তের পরিভাষায় পাপী ব্যক্তিদের পাপ মার্জনা করে দেয়া এবং পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করাকে কী বলে? (অনুধাবন)  
 (ক) আখিরাতে (খ) নবুয়ত (গ) বারযাখ (●) শাফাআত
১৪৩. আখিরাতে বিভিন্ন সময় শাফাআত করবেন কারা? (অনুধাবন)  
 (ক) হযরত মুহাম্মদ (স) ও সাহাবা (রা) (খ) শহিদ ও সাধারণ মানুষ  
 (গ) আলিম ও কুরী (●) মহানবি (স), শহিদ ও আলিম
১৪৪. মহানবি (স)-এর সুপারিশক্রমে আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণ শুরু করবেন। এটাকে কী বলে? (প্রয়োগ)  
 (●) শাফাআতে কুবরা (খ) শাফাআত  
 (গ) শাফাআতে সুগরা (ঘ) পাপ মার্জনার শাফাআত
১৪৫. মুহাম্মদ (স) বেহেশতবাসীদের জন্য শাফাআত করবেন কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য  
 (খ) স্বাভাবিক সৌজন্যতা রক্ষার খাতিরে  
 (●) মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য  
 (ঘ) আল্লাহর গজব থেকে বাঁচানোর জন্য
১৪৬. কার শাফাআত ছাড়া আমাদের জান্নাত লাভ সম্ভব নয়? (অনুধাবন)  
 (ক) হযরত আদম (আ)-এর (খ) হযরত মুসা (আ)-এর  
 (গ) হযরত ঈসা (আ)-এর (●) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
১৪৭. প্রত্যেকের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন কিসের মাধ্যমে? (প্রয়োগ)  
 (ক) শিক্ষা অনুযায়ী (খ) যোগ্যতা অনুযায়ী  
 (গ) ক্ষমতা অনুযায়ী (●) আমল অনুযায়ী
১৪৮. মহানবি (স)-এর শাফাআত পাওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত? (প্রয়োগ)  
 (●) রাসুলের (স) আদর্শ অনুযায়ী চলা (খ) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া  
 (গ) সালাত পরিত্যাগ করা (ঘ) জ্ঞানার্জন করা
১৪৯. “আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।” অনুদিত হাদিসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কাফিরদের অভিভাবক (খ) মুসলিমদের প্রতি দয়ালু  
 (●) গুনাহগারদের কান্দারি (ঘ) মুমিনের প্রতি উদাসীন
১৫০. হাশরে কিছু মুমিনের জন্যও মহানবি (স)-এর শাফাআতের প্রয়োজন হবে। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (●) তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি (খ) তাঁদের সুখ স্থায়ী হওয়া  
 (গ) তাঁদের দীর্ঘায়ু লাভ (ঘ) তাঁদের মন যা চায় তা দেয়া
১৫১. “পৃথিবীতে যত পাথর ও ইট আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব।”- এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) হযরত নূহ (আ)-এর (●) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকার  
 (গ) হযরত মুসা (আ)-এর দক্ষতা (ঘ) হযরত আদম (আ)-এর ক্ষমতা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. শাফাআতের ফলে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আল্লাহ হিসাব শুরু করবেন ii. পাপীরা ক্ষমা পাবেন  
 iii. বেহেশতবাসীগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৩ ও ১৫৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একটি বিশাল ময়দানে উপস্থিত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ দিশেহারা হয়ে একজন রাসুলের নিকট এসে সুপারিশ করতে বলবে।

১৫৩. অনুচ্ছেদে কোন রাসুলের সুপারিশের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) হযরত ইবরাহিম (আ) (●) মহানবি (স)  
 (গ) হযরত মারিয়াম (আ) (ঘ) হযরত মুসা (আ)
১৫৪. উক্ত রাসুলের সুপারিশের ফলে মানুষ লাভ করবে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আরাফ ii. জাহান্নাম  
 iii. জান্নাত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ● iii ঘ) i, ii ও iii

১৫৫. কিয়ামতের দিন শাফাআত করতে পারবে- [যশোর জিলা স্কুল]

- i. মুহাম্মদ (স) ii. নেককার বান্দা  
iii. অন্যান্য নবি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

#### পাঠ-৮ : জ্ঞানাত

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৬. জ্ঞানাতকে ফারসি ভাষায় কী বলা হয়? (জ্ঞান)

- ক) স্বর্গ ● বেহেশত গ) বাগান ঘ) মাঠ

১৫৭. সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানাত কোনটি? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

- ক) দারুল কারার খ) জ্ঞানাত আদন গ) দারুল মাকাম ● জ্ঞানাতুল ফিরদাউস

১৫৮. শরিয়তের পরিভাষায় ইহকালীন জীবন শেষে ইমানদার বান্দাদের জন্য আখিরাতে চিরকালীন সুখশান্তির একটি আবাসস্থল প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাকে বলে কী? (প্রয়োগ)

- ক) জাহান্নাম ● জ্ঞানাত গ) আখিরাতে ঘ) রাজমহল

১৫৯. জ্ঞানাতের সংখ্যা কয়টি? (জ্ঞান)

- ক) ৬টি খ) ৭টি ● ৮টি ঘ) ৯টি

১৬০. জ্ঞানাতে কী নেই? (জ্ঞান)

- রোগ-শোক খ) খাদ্য গ) শান্তি ঘ) নিরাপত্তা

১৬১. জ্ঞানাতে কী থাকবে? (জ্ঞান)

- ক) অশান্তি ● দুধের নহর গ) সাপ ঘ) বিচ্ছু

১৬২. কোনো মানুষকে জ্ঞানাত লাভ করতে হলে করণীয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- আল্লাহ ও রাসুলের পূর্ণ আনুগত্য খ) নেক আমল  
গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় ঘ) হজ ও যাকাত আদায়

১৬৩. জ্ঞানাত লাভ করবে কারা? (জ্ঞান)

- ক) ধনী ব্যক্তিরা খ) ক্ষমতাসীনরা ● পুণ্যবান ব্যক্তিরা ঘ) সকল মানুষ

১৬৪. মানুষের সুখের জন্য আল্লাহ ৮টি জ্ঞানাত তৈরি করেছেন। এর প্রকৃত কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) ঈমাত দেখানোর জন্য খ) কাফিরদের শাস্তির জন্য  
গ) অনর্থক ● মুমিনদের পুরস্কারের জন্য

১৬৫. “সালাত হলো জ্ঞানাতের চাবি।” বাণীটি কার? (প্রয়োগ)

- মহানবি (স)-এর খ) আবুবকর (রা)-এর  
গ) আল্লাহ তায়ালার ঘ) মনীষীর

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. জ্ঞানাত শব্দের অর্থ- (অনুধাবন)

- i. উদ্যান ii. আবাসস্থল iii. আবৃত স্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii ● i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৬৭. জ্ঞানাত লাভের জন্য- (প্রয়োগ)

- i. ইমান আনতে হবে ii. নেক কাজ করতে হবে  
iii. সালাত আদায় করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জ্ঞানাতে তোমাদের মন যা চাইবে, তাই তোমরা পাবে। আর তোমরা যা দাবি করবে, তাও তোমাদের দেয়া হবে।

১৬৮. অনুচ্ছেদ পাঠে জান্নাত সম্পর্কে কী ধারণা হয়? (প্রয়োগ)  
 ● চিরশান্তির স্থান (খ) আলোহীন জায়গা  
 (গ) কষ্টদায়ক জীবন (ঘ) উজ্জ্বল স্বর্ণ
১৬৯. উক্ত স্থানে প্রবেশ করবে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. পুণ্যবান ব্যক্তির  
 ii. অবাধ্য ব্যক্তির  
 iii. খোদাভীরু ব্যক্তির  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৯ : জাহান্নাম

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭০. জাহান্নাম শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) শান্তির স্থান (খ) শান্তির স্থান (গ) গর্ত (ঘ) দূরবর্তী স্থান
১৭১. জাহান্নামের স্তর কয়টি? (জ্ঞান)  
 (ক) পাঁচ (খ) সাত (গ) নয় (ঘ) এগারো
১৭২. জাহান্নামিদের বিশ্বদযুক্ত খাবার খেতে দেয়া হবে। এর মধ্যে অন্যতম কোনটি? (প্রয়োগ)  
 (ক) কাঁদি ভরা কদলিবৃক্ষ (খ) দুধ ও মধু  
 ● কাঁটায়ুক্ত যাক্কুম বৃক্ষ (ঘ) শরাব
১৭৩. চিরস্থায়ী জাহান্নামে কেমন লোক স্থান পাবে? (জ্ঞান)  
 (ক) পাপীরা (খ) ফাসিকরা (গ) মিথ্যাবাদীরা ● কাফিররা
১৭৪. বড় কষ্টের স্থান কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) দারুল খুলদ (খ) দারুল কারার (গ) জান্নাত ● জাহান্নাম
১৭৫. উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ কাদের পানীয় হবে? (জ্ঞান)  
 (ক) জান্নাতীদের (খ) বেহেশতিদের  
 ● জাহান্নামিদের (ঘ) আরাফবাসীদের
১৭৬. জাহান্নাম কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) দারুল কারার (খ) দারুস সালাম (গ) আরাফ ● হাবিয়া
১৭৭. ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে স্থান রাখা হয়েছে। তাকে কী বলে? (প্রয়োগ)  
 (ক) জান্নাত (খ) জাহান্নাম (গ) দারুল মাকাম (ঘ) দারুস সালাম
১৭৮. জাহান্নামে অসংখ্য সাপ-বিছা থাকবে — (অনুধাবন)  
 (ক) দুধ ও মধু পান করার জন্য  
 ● শাস্তির দেয়ার জন্য  
 (গ) অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্য  
 (ঘ) অসংখ্য জীবজন্তুর পচা মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্য
১৭৯. জাহান্নামের আগুনের দহন ক্ষমতা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে কতগুণ বেশি? (অনুধাবন)  
 (ক) দশ (খ) বিশ (গ) সাতাশ ● সত্তর
১৮০. জাহান্নামিরা পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকবে। তখন তাদের পান করার জন্য কী দেয়া হবে? (প্রয়োগ)  
 ● উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ (খ) খুব ঠান্ডা পানি  
 (গ) সরাব (ঘ) শরবত
১৮১. সুমন আলী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে কীভাবে মুক্তি পেতে পারে? (প্রয়োগ)  
 (ক) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে  
 ● আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করে।  
 (গ) পীর-মুর্শিদের সুপারিশে  
 (ঘ) নিয়মিত যাকাত দিয়ে

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮২. জাহান্নামিদের চামড়া— (অনুধাবন)  
 i. বিগলিত করা হবে ii. শক্ত করা হবে  
 iii. পোড়ানো হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৮৩. জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা- (প্রয়োগ)

- i. সত্য কথা বলব  
ii. পুণ্য কাজে মনোনিবেশ করব  
iii. পাপ থেকে বিরত থাকব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আশিক জাহান্নামে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে মানুষ মরে গেলে তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

১৮৪. আশিকের ধারণাটি কেমন? (প্রয়োগ)

- কুফরি                      খ) শিরক                      গ) জিহাদ ঘ) নিফাক

১৮৫. আশিকের পরকালীন পরিণতি- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. জাহান্নাম  
ii. সাপ ও বিষধর বিছু দংশন করবে  
iii. মাংস ও মাথা পুড়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### পাঠ-১০ : ইমান ও নৈতিকতা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৬. কোনটি ব্যতীত ইসলাম কল্পনা করা যায় না? (জ্ঞান)

- ইমান                      খ) ইজমা                      গ) কিয়াস ঘ) ইনসাফ

১৮৭. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করাকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

- ক) আমল                      ● ইমান                      গ) ত্যাগ ঘ) ইসলাম

১৮৮. কে সব বিষয়ে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়? (জ্ঞান)

- ক) প্রাণিকুল                      খ) রাসুল                      ● আল্লাহ তায়ালা                      ঘ) ফেরেশতা

১৮৯. আল্লাহর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস করা ও তদানুযায়ী আমল করার নাম কী? (জ্ঞান)

- ক) ইসলাম                      ● ইমান                      গ) আমল ঘ) আকিদা

১৯০. ইমান মানুষের অন্তরে কী সৃষ্টি করে? (প্রয়োগ)

- ক) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা  
খ) আল্লাহর প্রতি স্নেহ-মমতা  
গ) আল্লাহর প্রতি আনুগত্য  
● আল্লাহর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কামনা

১৯১. রাসুল (স) আমাদেরকে নীতি ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। তা কীভাবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- হাতে-কলমে                      খ) ক্লাসে লেকচার দিয়ে  
গ) কনফারেন্স করে                      ঘ) নছিহত করে

১৯২. নীতি-নৈতিকতার সুফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর সামাজিক সুফল কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা                      খ) আইনের সমতা  
গ) ন্যায়বিচার                      ঘ) অপরাধ দমন

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৩. মুমিন ব্যক্তির অন্তরে থাকে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আল্লাহর প্রতি অনুরাগ                      ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা  
iii. মুমিন হওয়ার দাত্তিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৯৪. ইমান বলতে বোঝায়- (অনুধাবন)

- i. ইসলামের মূল বিষয়গুলো অন্তরে বিশ্বাস করা
  - ii. ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মুখে স্বীকার করা
  - iii. ইসলামের মূল বিষয়গুলো অনুযায়ী আমল করা
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রফিক আল্লাহর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। অপরদিকে সাইফুল বলে তাকদিরের ভালো মন্দ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় তবে কাজ করার প্রয়োজন কী? আসলে তাকদির কিছুই নয়। বরং পরিশ্রম করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

১৯৫. রফিককে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

- ক মুসলিম                      খ মুন্সাকি
- মুমিন                      ঘ ধার্মিক

১৯৬. প্রকৃত মুমিন হতে হলে সাইফুলের উচিত- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা
- ii. শুধু তাকদিরের ভালোমন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে হয় তা বিশ্বাস করা
- iii. শুধু আল্লাহকে বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা বলে বিশ্বাস করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i                      খ ii                      গ iii                      ঘ i, ii ও iii

### এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৭. বরকত বলে আল্লাহর গুণবাচক নামের কথা আমরা নবি-রাসুলের মাধ্যমে জেনেছি। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে- (প্রয়োগ)

- i. আসমাউল হুসনা                      ii. রিসালাত
- iii. আখিরাত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

১৯৮. কবরের আজাব, শাফাআত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে রোমানের বিশ্বাস নেই। মূলত সে - (প্রয়োগ)

- i. আখিরাতকে অস্বীকার করে                      ii. জান্নাত হবে
- iii. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      ● i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

১৯৯. মহানবি (স) কে শেষ নবি হিসেবে অস্বীকারকারীরা যুগে যুগে - (অনুধাবন)

- i. খতমে নবুয়ত অস্বীকার করেছে
- ii. ইমান হারিয়েছে
- iii. অনৈতিকতায় কলুষিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০০ ও ২০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উম্মে আয়মান আল্লাহতায়ালাকে একক সভা হিসেবে বিশ্বাস করে না। তার বান্ধবী কিছু অলঙ্কার তার নিকট আমানত রাখলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি উম্মে আয়মানের পিতা জানতে পেরে তাকে বললেন তোমাকে আল্লাহর রঙ্গ রঙ্গিন হতে হবে।

২০০. উম্মে আয়মানের কর্মকাণ্ডে কোনটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

- নিফাক                      খ ইমান                      গ রিসালাত                      ঘ নবুয়ত

২০১. উম্মে আয়মানকে আল্লাহর রঙে রঙ্গিন হলে - (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ইমানের যাবতীয় বিষয় বিশ্বাস করতে হবে
- ii. নিফাক পরিত্যাগ করতে হবে
- iii. আসমাউল হুসনা ধারণ করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii





## অনুশীলনার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমাইয়া ও সামিয়া দুই বান্ধবী। নুহাশপল্লীতে বেড়াতে যাবে বলে দুজনেই দিন-তারিখ ঠিক করে। সুমাইয়া নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুতি নিয়ে সামিয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামিয়া তার বাবার কাছ থেকে টিফিন, কাগজ ও কলমের অজুহাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে ঘুরতে চলে যায়। পরদিন সামিয়ার সাথে সুমাইয়ার দেখা হয়। সুমাইয়া বিষয়টি উত্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং উভয়েই মনঃক্ষুব্ধ হয়।

- ক. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?  
খ. তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?  
গ. সামিয়ার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি।  
খ. তাকদির অর্থ ভাগ্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ভালো-মন্দ যা কিছু তা সবই তাঁর হুকুমে হয়, এই বিশ্বাস করাই তাকদিরে বিশ্বাস।  
গ. সামিয়ার আচরণে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে। নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। যারা নিফাকি করে তাদেরকে মুনাফিক বলে। এ সম্বন্ধে রাসুলের হাদীস-  
“মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন তার খিয়ানত করে” (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।  
উদ্দীপকের সামিয়া তার বান্ধবীর সাথে বেড়াতে যাওয়ার জন্য দিনক্ষণ ঠিক করে ওয়াদাবদ্ধ হয়। কিন্তু ঐদিন সে সুমাইয়ার সাথে বেড়াতে না গিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে যায়। তার এ ধরনের কাজে ওয়াদাভঙ্গ হয় এবং এতে নিফাকি প্রকাশ পায়।  
ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তার কার্যক্রমে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। কেননা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সুমাইয়ার সাথে সামিয়ার এই ওয়াদা হয় যে, তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নুহাশপল্লীতে বেড়াতে যাবে। সুমাইয়া কথা অনুযায়ী সামিয়ার অপেক্ষায় তার ওয়াদা রক্ষা করেছে। এর ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে। সে তার সত্যতা ও সত্যবাদিতার প্রতিদান স্বরূপ মানুষের শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা লাভ করবে। সে উভয় জগতেই সাফল্য লাভ করবে। সে আল্লাহ ও রাসুলের প্রিয়পাত্র হিসেবে আখিরাতে চিরশান্তির স্থান জান্নাত লাভ করবে। সে চিরকালব্যাপী সেখানে বসবাস করবে এবং জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করতে পারবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ  
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

[সূরা আল কাহাফ : ১০৭-১০৮]

### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনসুর সাহেব ও ইকবাল সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। ইকবাল সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অফিসের সবার সাথেই তিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন। একদিন মনসুর সাহেব তার অধীনস্থ কর্মচারী রাশেদকে এক গ্লাস পানি ও ফাইল আনতে বলেন। রাশেদ আসতে দেরি করায় মনসুর সাহেব তার সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। বিষয়টি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানতে পেরে বলেন, ‘মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ হতে পারে না।’

- ক. জান্নাতের স্তর কয়টি?  
খ. জাহান্নামের শাস্তির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।  
গ. মনসুর সাহেবের আচরণটি কীসের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তিটি কি যথার্থ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. জান্নাতের স্তর আটটি।

- খ. জাহান্নামের শাস্তির ধরন খুবই ভয়াবহ। সেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পাপিরা সেখানে আগুনে অবিরত দগ্ধ হতে থাকবে। তাদের খাবার হবে যাক্কুম নামক বড় বড় কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষ। তাদের পানীয় হবে দোযখীদের উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ। সেখানে মানুষের কোনো মৃত্যু হবে না, বরং শাস্তি পেতে থাকবে এবং চিরকাল ধরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।
- গ. মনসুর সাহেবের আচরণটি মুমিনের চরিত্রের পরিপন্থী। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সৎগুণ ইমানদার ব্যক্তির চরিত্রে ফুটে ওঠে। অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি অনৈতিক ও অমানবিক কার্যাবলি থেকে মুমিন ব্যক্তি দূরে থাকেন। এগুলো মুমিনের আচরণের পরিপন্থী। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মনসুর সাহেব তার অধীনস্থ কর্মচারীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। কোনো মুমিন এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। তাই আমরা বলতে পারি, মনসুর সাহেবের আচরণটি মুমিনের চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
- ঘ. অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তি- মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ তথা অশ্লীল হতে পারে না। উক্তিটি যথার্থ। মুমিনগণ সর্বদা মানুষের সাথে সদাচরণ করবে। অপরকে কষ্টদায়ক কোনো কথা বলবে না। তারা কাজেকর্মে কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করেন। কারণ মুমিন ব্যক্তি ঐক্য, সাম্য, উদারতা, মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়নীতি ইত্যাদির অনুসারী। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি মুমিনের চারিত্রিক ভূষণ। মুমিনগণ এসবের যথাযথ চর্চা করেন। অথচ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মনসুর সাহেব তার অধীনস্থ কর্মচারী রাশেদের প্রতি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। এটি ইমান ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ প্রেক্ষিতে উক্ত অফিসের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন ‘মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ হতে পারে না।’ সুতরাং বলা যায়, অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তিটি যথার্থ।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রনি ও এনি দুজন সহপাঠী। একদিন ইসলামি বিষয় নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে রনি বলল, হযরত মুহাম্মদ (স) এর পর আর কোনো নবি বা রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। কিন্তু এনি বলল, আরও নবি বা রাসূল আসতে পারেন। একথা শুনে রনির বড় ভাই খায়ের সাহেব বললেন, মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবি বা রাসূল এ পৃথিবীতে আসবেন না।



- ক. ‘খতমে নবুয়ত’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘খতমে নবুয়তে’ বিশ্বাস করা জরুরি কেন? ২
- গ. এনির এরূপ ধারণা কোন বিশ্বাসের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. খায়ের সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ‘খতমে নবুয়ত’ শব্দের অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি।
- খ. খতমে নবুয়তের ওপর বিশ্বাস করা ফরজ। মহানবি (স) ছিলেন খাতামুন নাবিয়্যিন তথা সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। এজন্যই খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করতে হবে।
- গ. উদ্দীপকে এনির ধারণা খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থী।  
খতমে নবুয়ত হচ্ছে নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে আর হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসূলগণের আগমনের এ ক্রমধারটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়ে থাকে।  
উদ্দীপকের এনি এ বিষয়টির বিপরীতে উল্লেখ করেছে যে পৃথিবীতে আরও নবী বা রাসূল আসতে পারেন। কাজেই বলা যায় এনির এরূপ ধারণা খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থী।
- ঘ. খায়ের সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।  
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় এর প্রমাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন, “রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসূল আসবেন না।”  
মহানবি (স) এক হাদিসে বলেছেন যে, “আমিই সুসজ্জিত দালানের শেষ ইট।” যে ইটটি লাগাতেই সে দালান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাছাড়া আল-কুরআনে বলা হয়েছে “বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।” (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮)। এতে প্রমাণিত হয় নবি কারিম (স) কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য আসেন নি। বরং তিনি সর্বকালের সকলের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সকল স্থানের নবি।  
উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে এনির ধারণা খস্ন করে খায়ের সাহেব বললেন, মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোনো নবি বা রাসূল এ পৃথিবীতে আসবেন না। সুতরাং খায়ের সাহেবের বক্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন -৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অমি ও সামি দুই ভাই। তারা নিয়মিত সালাত আদায় করে। কিন্তু অমি প্রায়ই মিথা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। সামি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এটা মুনাফিকি আচরণ। যারা এরূপ করে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে”।

- ক. ‘নিফাক’ শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. ‘মুনাফিক’ বলতে কী বুঝে? লিখ। ২  
গ. অমির আচরণে যা প্রতিফলিত হয়েছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আল্লাহর বাণীর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. নিফাক শব্দের অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি।  
খ. মুনাফিক শব্দের অর্থ গোপনকারী, প্রতারণাকারী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক মুনাফিকরা সাধারণত সামাজিক ও পার্শ্বিক লাভের জন্য এরূপ করে থাকে।  
গ. উদ্দীপকের অমির আচরণে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।  
মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের নিদর্শন। এসব যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা যাবে। উদ্দীপকের অমির মধ্যেও এ ধরনের দোষ তথা মিথা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে।  
তাই এ কথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, অমির আচরণে নিফাকী প্রকাশ পেয়েছে।  
ঘ. “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে”। উদ্দীপকে বর্ণিত আল্লাহর এই বাণীটি নিশ্চয়ই যথার্থ।  
মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে। এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপক্ষে ফেলে। এসব সমূহ ক্ষতিকর কারণে উদ্দীপকের আয়াতে মুনাফিকদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বস্ত্র প্রকাশ্য শত্রুর তুলনায় গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর। কেননা প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু যে গোপন শত্রুতা করে তাকে চেনা যায় না। তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কোনো সুযোগও পাওয়া যায় না। ফলে সে বন্ধু বেশে সহজেই বড় ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর আযাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নর্বনিম্ন স্তরে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

#### প্রশ্ন-৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লিয়াকত ও জহুর দুই বন্ধু। লিয়াকত মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে ও অন্তরে বিশ্বাস করে। কিন্তু আসলে এর কোনো প্রতিফলন নেই। সে বলে, অন্তরে দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই হলো। অপরদিকে, জহুর কমিউনিটি হাসপাতালের ওষুধপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। সে হাসপাতালের ওষুধ গোপনে সরিয়ে বাইরে বিক্রি করে দেয় এবং মানুষের সঙ্গে কথা দিয়ে কথা রক্ষা করে না।

- ক. ‘মুহাইমিনুন’ শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. আকাইদ বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. জহুরের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. লিয়াকত কী প্রকৃত ইমানদার? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা।  
খ. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাস করার নামই হলো আকাইদ। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন : আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আখিরাতে ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলোই আকাইদ।  
গ. জহুরের কর্মকাণ্ডে নিফাকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।  
মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। তারা যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কোনো জিনিস আমানত রাখলে তা খিয়ানত করে। জহুরের কর্মকাণ্ডেও তা প্রকাশ পেয়েছে। সে হাসপাতালের ওষুধ গোপনে সরিয়ে বাইরে বিক্রি করে দেয় যা তার নিকট আমানত ছিল; এছাড়া মানুষের সাথে কোনো কথা দিলেও তা রক্ষা করে না। তার এ লক্ষণগুলো মুনাফিকেরই নিদর্শন। তাই উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, জহুরের কর্মকাণ্ডে নিফাকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ. লিয়াকত প্রকৃত ইমানদার নয়।

ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদানুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। বস্তুত আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদানুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

উদ্দীপকের লিয়াকতের মধ্যে ইমানের সেরকম কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না। লিয়াকত মুখে আল্লাহকে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস করে কিন্তু তার মধ্যে আমলের কোনো প্রতিফলন নেই। তার উচিত ছিল মুখে ও অন্তরে আল্লাহকে স্বীকার করার পাশাপাশি আমলের মাধ্যমে তা কাজে পরিণত করা। যদি কথা ও কাজ এক রকম হতো তবে তাকে খাঁটি ও প্রকৃত ইমানদার বলা হতো। এখন যেহেতু কথা ও কাজে তার মিল নেই তাই তাকে প্রকৃত ইমানদার বলা যায় না।

**প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ফুয়াদ ও ফাহিম দুই ভাই। ফুয়াদের বিশ্বাস কিয়ামতের দিন মানুষেরা অস্থির হয়ে প্রধান প্রধান নবিগণের নিকট গিয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য আবেদন করবে। নবিগণ অক্ষমতা প্রকাশ করলে মানুষের অনুরোধে মহানবি (স) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। পক্ষান্তরে তার ভাই ফাহিম দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে সে যে কোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

- ক. 'জান্নাত' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'সালাত হলো জান্নাতের চাবি।' – বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. ফুয়াদের উক্ত বিশ্বাসে কোন প্রকারের শাফাআত প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'ফাহিমের কর্মকাণ্ডে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের অভাব রয়েছে।' – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান।

খ. সালাত আদায়কারী ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা পায় তেমনি আখিরাতেও জান্নাত লাভ করবে। সালাত আল্লাহর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনকারী। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে। কারও হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে তেমনি সালাত আদায়কারীও সহজে জান্নাতের প্রবেশ করবে বিধায় সালাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে ফুয়াদের বিশ্বাসে শাফাআতে কুবরা প্রকাশ পেয়েছে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে উপস্থিত করা হলে সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে। এ সময় সব মানুষ হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত মুসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট উপস্থিতি হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবেন। সবাই অপারগতা প্রকাশ করলে সব মানুষ মহানবি (স)-এর নিকট উপস্থিত হবে। মহানবি (স) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হিসাব নিকাশ শুরু করবেন। এ শাফাআতকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা। উদ্দীপকের ফুয়াদের বিশ্বাসেও একই কথা ফুটে উঠেছে। সুতরাং ফুয়াদের বিশ্বাসে শাফাআতে কুবরা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. 'ফাহিমের কর্মকাণ্ডে আখিরাতে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে' – উদ্দীপকের মন্তব্যটি যথাযথ।

ফাহিম দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে সে যে কোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফাহিম যদি আখিরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে কোন প্রকার অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারতো না। কেননা আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে পরকালে তার সকল কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। তাই অন্যায় অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সে বিরত থাকে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না সে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে যেকোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। যেকোনো পাপ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। যেমনটি উদ্দীপকের ফাহিমের মাঝেও দেখা যায়। সুতরাং, এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফাহিমের কর্মকাণ্ডে আখিরাতে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে।



**অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**



**প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

শিক্ষক তাহমিনাকে ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ ও শুভ পরিণাম বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলায় সে একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখালে শিক্ষক বলেন তোমার তৈরিকৃত তালিকা খুব সুন্দর হয়েছে।



- ক. আসমাউল হুসনা অর্থ কী? ১  
 খ. আকাইদ বলতে কী বুঝ? ২  
 গ. উদ্দীপকের তাহমিনার তৈরিকৃত তালিকাটি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. তাহমিনার লিখিত বিষয়ের শুভ পরিণাম বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দরনামসমূহ।
- খ. আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমাল্লা। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে। একজন মুমিনকে আল-হ, রাসূল, কিতাব, মালাইকা, আখিরাতে প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। আকাইদ হলো ইসলামের মূলভিত্তি।
- গ. উদ্দীপকের তাহমিনার তৈরিকৃত তালিকাটি হলো ইমানের সাতটি বিষয়ের তালিকা। নিচে তা উপস্থাপন করা হলো :
১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস।
  ২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস।
  ৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
  ৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।
  ৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস।
  ৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস।
  ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস।
- উদ্দীপকের তাহমিনাকে মুমিন হওয়ার জন্য এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।
- ঘ. শিক্ষক প্রদত্ত বাড়ির কাজ হিসেবে তাহমিনা ইমান আনার শুভ পরিণাম লিখে আনে। বস্তুত ইমান মহান আল্লাহর বড় নেয়ামত। ইমান আনার ফলে মুমিন সকল অনৈতিক ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। সকলে তাদেরকে ভালোবাসবে, সম্মান করবে।
- মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে অসংখ্য কল্যাণ যেমন লাভ করবে পরকালেও তেমনি অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।’ (সূরা আল-কাহাফ আয়াত ১০৭-১০৮) তাহমিনা ইমান আনার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাভ করবে।

#### প্রশ্ন -৮▶▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যুবাইর স্যার তার ছাত্রদের মুনাফিকদের নিদর্শনগুলো লিখতে বললে আমিন ছাড়া আর কেউ লিখতে পারল না। আমিন তিনটি নিদর্শন লিখল। আমিনের লেখা দেখে শিক্ষক বললেন- তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবে নিফাকের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।



- ক. গাফফার শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. খতমে নবুয়ত বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. আমিনের লেখা নিদর্শন তিনটি বর্ণনা কর। ৩  
 ঘ. আমিনের লেখা দেখে শিক্ষকের করা উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. গাফফার শব্দের অর্থ অতি ক্ষমশীল।
- খ. খতমে নবুয়ত অর্থ নবুয়তের পরিসমাপ্তি। আল-হ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য হযরত আদম (আ) থেকে নবি প্রেরণের ক্রমধারা জারি রাখেন। নবি প্রেরণের এ ক্রমধারার সমাপ্তিকেই ইসলামি পরিভাষায় খতমে নবুয়ত বলা হয়।
- নবি করিম (স) বলেন, “আমি মুহাম্মদ। আমি আহমাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদের হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। আমি সবার শেষে আগমনকারী, আমার পরে আর কোনো নবি আসবেন না।”
- গ. উদ্দীপকে যুবাইর স্যারের কথা অনুযায়ী আমিন মুনাফিকদের নিদর্শন লিখল।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, যুবাইর স্যার ছাত্রদের মুনাফিকদের নিদর্শন লিখতে বললে একমাত্র আমিনই তা পেরেছিল। সুতরাং সে লিখল- যে কথায় কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানতের থিয়ানত করে সেই মুনাফিক। এ তিনটি নিদর্শন যার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তাকেই মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।
- নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। মুনাফিকদের চরিত্র দেখলে আমরা এ সত্য জানতে পারি। তারা সব ধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ করে থাকে। উত্তম আচরণ ও উত্তম চরিত্র তারা কখনোই অনুশীলন করে না। বরং মিথ্যা ও প্রতারণাই তাদের প্রধান কাজ।

ঘ. আমিনের লেখা মুনাফিকের নিদর্শন দেখে শিক্ষক বলেন ‘নিফাকের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ’।

নিফাক মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে ফেলে। নিফাকের ফলে মানুষ অন্যায় ও অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। নিফাকের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে মানব সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে। এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপদে ফেলে। এ শত্রুরা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এরা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও মারামারি সৃষ্টির চেষ্টা করে। এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর আযাব।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আবদুর রহমান আখিরাতে ভয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করে। ইমাম সাহেবের খুতবায় আখিরাতে বর্ণনা শুনে জাহান্নামের ভয়ে সে বিচলিত হয় এবং তার চোখে পানি আসে। সে গরিব। তার আয় রোজগারের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, “আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আল-হ আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতে সন্তুষ্ট”। (পাঠ-১ ও ১০)



- ক. ইমান শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. আখিরাতে প্রতি ইমান রাখতে হবে কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের শুভ পরিণাম পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস।

খ. প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য আখিরাতে প্রতি ইমান আনতে হবে কেননা, আখিরাতে প্রতি ইমান রাখা ফরজ। আখিরাতে প্রতি ইমান থাকলেই মানুষ জান্নাতের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে ইসলামের বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়।

গ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের দ্বারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ আল্লাহর অব্যাহত নিয়ামত ভোগ করে বেঁচে আছে। তাই সুখ-দুঃখে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

মানুষের উচিত অল্পে তুষ্ট; নির্লোভ ও অহিংস থাকা। সমাজের পরগাছা না হয়ে; ছায়াদার বটবৃক্ষ হওয়া সকলের উচিত।

উদ্দীপক পাঠেও আমরা দেখতে পাই যে, আবদুর রহমান আল্লাহর নেককার বান্দা। তিনি গরিব। তাই বলে তার কোনো দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই। তিনি আল্লাহর ওপর পুরোমাত্রায় সন্তুষ্ট। সুতরাং উদ্দীপকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

ঘ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের শুভ পরিণাম অত্যন্ত সুখময় ও ফলপ্রসূ। কেননা, মুমিনরা আল্লাহ, ফেরেশতা আসমানি কিতাব নবি-রাসুল, আখিরাতে, তাকদির এবং পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এ কারণে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি জীবন বিধান পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, আবদুর রহমান নিয়মিত সালাত আদায় করেন। আবদুর রহমান বেশি করে আল্লাহর দরবারে কাঁদেন। আর প্রকৃত মুমিন ব্যক্তির চোখতো জাহান্নামের ভয়ে অশ্রুসিক্তই হয়। তিনি গরিব। তাই বলে তার দুঃখ নেই; ক্ষোভ নেই। বাড়তি সম্পদের ঝামেলাও নেই। প্রকৃত মুমিন এমনই নির্লোভ হওয়া উচিত। তিনি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা। তার আয়-রোজগারের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি।”

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ভালোবাসেন। আখিরাতে তিনি মুমিনদের চিরশান্তি জান্নাত দান করবেন। তাছাড়া মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের শুভ পরিণাম অত্যন্ত সুখময় ও ফলপ্রসূ।

**প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

জহির শফিকের কাছে কিছু টাকা আমানত রাখে। শুক্রবার সকালবেলা শফিকের টাকা নিয়ে স্থানীয় বাজারে আসার কথা। নির্ধারিত দিন জহির অনেকটা শফিকের অপেক্ষা করে। কিন্তু শফিক এল না। পরদিন দেখা হলে শফিক বলল, তার গায়ে জ্বর থাকায় টাকা ফেরত দিতে পারেনি। জহির খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, শফিকের জ্বর ছিল না, সে টাকা খরচ করে ফেলেছে। শফিককে ডেকে জহির বলল, তোমার এ কাজগুলো অত্যন্ত জঘন্য। আল-হ এ ধরনের কাজের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। অতঃপর সে এ আয়াতটি শুনালো, “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।” (পাঠ-২)





- ক. নিফাক শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. নিফাক পরিহারের তিনটি উপায় লেখ। ২  
 গ. উদ্দীপকে শফিকের কর্মকাণ্ডের কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. শফিকের কর্মকাণ্ডের পরিণতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

#### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. নিফাক শব্দের অর্থ কপটতা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ভণ্ডামি, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা।  
 খ. মিথ্যা পরিহার করে সদা সত্য বলা, আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালন করাই নিফাক পরিহারের উপায়। অর্থাৎ কথা বলার সময় সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না। কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করবে। আমানত রক্ষা করবে। যেমন কারো কাছে কোনো জিনিস ও সম্পদ আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে ফেরত দিবে। কারো সাথে কথা দিলে তা রক্ষা করবে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে না।  
 গ. উদ্দীপকে শফিকের কর্মকাণ্ডে মুনাফিকি প্রকাশ পেয়েছে।  
 ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে মুনাফিক বলা হয়। কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকেরই কাজ।  
 উদ্দীপকের শফিকের কর্মকাণ্ডে আমরা দেখতে পাই যে, জহিরের আমানতের টাকা নিয়ে স্থানীয় বাজারে শফিকের আসার কথা ছিল; কিন্তু সে জ্বরের মিথ্যা বাহানা দিয়ে আসেনি। একে তো সে আমানতের খিয়ানত করেছে দ্বিতীয় সে মিথ্যা বলেছে। মূলত এগুলো মুনাফিকেরই আলামত। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, উদ্দীপকের শফিকের কর্মকাণ্ডে মুনাফিকী প্রকাশ পেয়েছে।  
 ঘ. শফিকের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা শফিকের কর্মকাণ্ড দ্বারা মুনাফিকি প্রকাশ পেয়েছে। আমানতের খিয়ানত করা, গালি দেওয়া এবং কথায় কথায় মিথ্যা বলা মুনাফিকেরই আলামত। এসব দোষ যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হবে। উদ্দীপকের শফিকও সেই মুনাফিকদেরই অন্তর্ভুক্ত। তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।  
 নিফাক জঘন্যতম অপরাধ। মুনাফিকের অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুক্কায়িত থাকে। মুনাফিকরা গোপন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের ঈতিহাস করে। মহানবি (স) কে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফিকরা বারবার ভীষণভাবে ঈতিহাস করার চেষ্টা করেছে। এজন্য এদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দুনিয়াতে তারা লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে। পরকালেও এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল-হ তায়ালা বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং উল্লিখিত পর্যালোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শফিকের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

#### প্রশ্ন -১১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জুন্মন মিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। দায়িত্ব নেওয়ার পর এলাকার উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, মসজিদ, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাছাড়া যুবকদের বেকারত্ব দূরীকরণার্থে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে তার এলাকা আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানার্থে গার্ডবাহিনী গঠন করেন। তিনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তারই প্রতিদ্বন্দ্বী শরাফত মিয়া তার প্রতি হিংসা করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বিষয়টি এলাকার লোক জানতে পেরে শরাফতকে আটক করে জুন্মন মিয়ার নিকট নিয়ে আসলে তিনি শরাফতকে ক্ষমা করে দেন। (পাঠ-৩)



- ক. আসমাউল হুসনা অর্থ কী? ১  
 খ. আল্লাহ তায়ালাকে হিসাব গ্রহণকারী বলা হয়েছে কেন? ২  
 গ. উদ্দীপকে জুন্মন চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে কীসের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. মানব চরিত্র গঠনে উক্ত বিষয়টির বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দরতম নামসমূহ।  
 খ. আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন বিধায় তাকে হিসাবগ্রহণকারী বলা হয়।  
 কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সব মানুষের হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। আমলনামায় প্রত্যেকের সব কাজের হিসাব লেখা থাকবে। ছোট-বড়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, গোপনে প্রকাশ্যে কৃত সব ধরনের কাজেরই সেদিন হিসাব হবে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালাকে হিসাব গ্রহণকারী বলা হয়।  
 গ. উদ্দীপকে জুন্মন চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর গুণবাচক নামের প্রকাশ ঘটেছে।  
 আল্লাহ তায়ালা গুণবাচক নামসমূহকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা গুণবাচক নামসমূহ উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তায়ালা এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সে সচ্চরিত্রবান হয়।

উদ্দীপকের জন্মন চেয়ারম্যানও সে রকম উত্তম চরিত্রবান লোকদের একজন। তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এলাকার উন্নয়নকল্পে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, মসজিদ, সরাইখানা, প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এলাকার যুবকদের বেকারত্ব দূরীকরণার্থে বিভিন্ন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের জানমালের নিরাপত্তাবিধানার্থে গার্ড বাহিনী গঠন করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে হত্যার পরিকল্পনা করার কারণে তাকে হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে জন্মন চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর গুণবাচক নামের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে জন্মন চেয়ারম্যানের জীবনের মতো আসমাউল হুসনা তথা সুন্দরতম নামসমূহের প্রভাব মানবজীবনে চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। আল্লাহতায়ালা এসব গুণবাচক নামের দ্বারা ব্যক্তি চরিত্রবান হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীকে উন্নত করে তোলে। সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মন চেয়ারম্যান আসমাউল হুসনার এসব নামের গুণাবলির দ্বারা নিজেকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার কারণে মহা অপরাধীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করে দেন। এলাকার উন্নয়নে কত কিছুই না তিনি করেছেন। এলাকার ধনী-গরিব, বৃদ্ধ-যুবক সবার প্রতি তিনি দয়াবান। এ যেন আসমাউল হুসনারই প্রতিফলন।

আল-হর গুণবাচক নামসমূহ জেনে সেসব গুণাবলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা তার মতো আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারব। আল-হর গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আল-হর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়। আল-হর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার ক্রোধ থেকে বাঁচা যায়।

এভাবে আল-হর গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। আমরা ভালো মানুষে পরিণত হব, সমাজ সুন্দর হবে।

#### প্রশ্ন -১২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাসেল এক ভূপীরের মুরিদ। একদিন সে রফিককে বলল, হযরত মুহাম্মদ (স)-ই শেষ নবি নন, পীর সাহেব বলেছেন, মহানবি (স)-এর পর শেষ জামানায় আবার নবি আসবেন। রফিক বলল, তুমি কী বলছ? হযরত মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তার পরে আর কোনো নবি আসবেন না।

(পাঠ-৪ ও ৫)

|    |                                                                 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| ক. | খতমে নবুয়ত অর্থ কী?                                            | ১ |
| খ. | হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর আর কোনো নবি আসার প্রয়োজন নেই কেন?      | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের রাসেলের মধ্যে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. | পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রফিকের উক্ত বিশ্বাসের তাৎপর্য আলোচনা কর।    | ৪ |

#### ▶▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. খতমে নবুয়ত অর্থ নবুয়তের পরিসমাপ্তি।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষা বিলীন হয়ে যায়নি। তাতে সংশোধন ও পরিবর্তনেরও সুযোগ নেই। উপরন্তু তিনি সারা বিশ্বের নবি হওয়ার কারণে আর কোনো নবি আসার প্রয়োজন নেই।

গ. উদ্দীপকের রাসেলের মধ্যে খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহর তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে, আর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়তের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

উদ্দীপকের রাসেলের ভূপীর তাকে বলেছে শেষ জামানায় আবার নবি আসবে। সে তা বিশ্বাস করে। সুতরাং রাসেলের মধ্যে খতমে নবুয়তের অবিশ্বাস রয়েছে।

ঘ. রফিক খতমে নবুয়তে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে হযরত মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি।

খতমে নবুয়তের তাৎপর্য অপরিসীম। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেননি আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসূলের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের রফিকের মধ্যে এ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। ভূপীরের মুরিদ রাসেলকে তাই বলে আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। কারণ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শিঁা ও হিদায়াত আজও জীবন্ত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাঁর ওপর নাযিলকৃত কিতাব আল কুরআন ও শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ (স) সমগ্র জাতির জন্য প্রেরিত হন। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করা ইমানের একটি মূল বিষয়। আর এ প্রেক্ষিতে রফিকের বিশ্বাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

#### প্রশ্ন -১৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বরইতলা গ্রামের অধিকাংশ লোক ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কারণ তাদের মসজিদের বর্তমান ইমাম সাহেব তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, দুনিয়ায় শান্তি ও পরজীবনে মুক্তি পেতে ইমান ও সৎকাজের কোনো বিকল্প নেই।

(পাঠ-৬)





- ক. আখিরাতের প্রথম পর্যায় কোনটি? ১  
 খ. আখিরাতের জীবনকে কেন অনন্ত জীবন বলা হয়েছে? ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বরইতলাবাসীর ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবর্তনে ইমানের কোন বিষয়টি ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উক্ত বিষয়টির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶◀ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. আখিরাতের প্রথম পর্যায় হলো বারযাখ।  
 খ. আখিরাতের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই বলে আখিরাতের জীবনকে অনন্ত জীবন বলা হয়েছে। মৃত্যুর পর মানুষের আখিরাতের জীবন শুরু হয়। পৃথিবীর জীবনের মতো মৃত্যু বা অন্য কোনোভাবে কখনই এর সমাপ্তি ঘটবে না। এ কারণে আখিরাতের জীবনকে অনন্ত জীবন বলা হয়।  
 গ. উদ্দীপকের বরইতলাবাসীর ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবর্তনে ইমানের যে বিষয়টি ভূমিকা রেখেছে তা হলো আখিরাতে বিশ্বাস। আমরা জানি, মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবন শুরু হয়। পৃথিবীর জীবনে মানুষ যেসব কাজ করে সে আলোকে আখিরাতে সে অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ লাভ করে। বরইতলাবাসী আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে সঠিকভাবে ইমান আনে এবং সংকাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। আখিরাতে বিশ্বাস তাদেরকে সকল অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখে। ফলে আখিরাতে যেমন তাদের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তেমনি ইমান ও সংকাজের প্রভাবে তাদের দুনিয়ার জীবনেও শান্তি নেমে আসে। তাই বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাসের ফলেই বরইতলাবাসী এমন অবস্থায় উন্নীত হতে সক্ষম হয়।  
 ঘ. বরইতলা গ্রামের ইসলামবিরোধী ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদের অবস্থা বদলে দিয়েছেন তাদের ইমান। তিনি গ্রামবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে ইমান ও সংকর্মের বিকল্প নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করতে হলে আখিরাতের বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম।  
 আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সংকর্মশীল করে তোলে। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। যে সমাজে আখিরাতের বিশ্বাসী ব্যক্তি রয়েছে সে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, ইমানের শক্তিতে বরইতলা গ্রামবাসীর পক্ষে অসৎ কাজ করা সম্ভব হয় না। যে জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস রাখে এমন লোক কোনোভাবেই মন্দ কাজ করতে পারেন না। ব্যক্তি যদি মন্দ কাজ না করে তাহলে তার দুনিয়ার জীবন শান্তিপূর্ণ না হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। এভাবে ইমান ও সংকাজের সুপ্রভাবে ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনে যেমন শান্তি নেমে আসে, তেমনি তিনি আখিরাতেও ভয়ানক শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন।  
 তাই আখিরাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

#### প্রশ্ন -১৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিক্ষিকা রাবেয়া বানুর ক্লাসে এক ছাত্রী বেয়াদবি করলে তাকে শাস্তি দেয়ার মনস্থ করেন; কিন্তু অন্য ছাত্রীদের অনুরোধক্রমে তাকে ক্ষমা করা হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে রাবেয়া বানু বলেন, ক্ষমা মহৎ গুণ। তা খাঁটি মুমিন হতে সাহায্য করে। (পাঠ-৭)



- ক. জান্নাত শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. জাহান্নাম কাকে বলে? ২  
 গ. উদ্দীপকের রাবেয়া বানুর ক্লাসের ঘটনায় কোনটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. ইসলামের উক্ত বিষয়টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶◀ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান।  
 খ. ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাক্কি ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহান্নাম বলে। জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান। যেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পাপ অনুযায়ী জাহান্নামের শ্রেণি বিভাগ হবে। একেক জাহান্নামে একেক ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।  
 গ. উদ্দীপকের রাবেয়া বানুর ক্লাসের ঘটনায় শাফাআতের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।  
 কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের রাবেয়া বানুর ক্লাসে লক্ষ্য করি। এক ছাত্রী রাবেয়া বানুর সাথে বেয়াদবি করে। রাবেয়া বানু সেই ছাত্রীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এতে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীরা শাস্তি না দিতে সুপারিশ করে। শিক্ষার্থীদের সুপারিশে রাবেয়া বানু ঐ ছাত্রীকে ক্ষমা করে দেন। এতে শাফাআতের বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।  
 ঘ. উক্ত বিষয় তথা শাফাআতের তাৎপর্য ইসলামে অপরিসীম।

কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট নবি-রাসুলগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ সময় মানুষের মুক্তির জন্য মহানবি (স), সাহাবি, শহিদ ও পুণ্যবান লোকদের সুপারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

পৃথিবীতে অপরাধীর শাস্তি মওকুফের জন্য যেমন উকিল, বিচারক নিয়োজিত থাকে তেমনিভাবে আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) নিয়োজিত থাকবেন। হাশরের ময়দানে মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে। এ সময় সকল নবি-রাসুল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করলে সবাই মহানবি (স)-এর নিকট উপস্থিত হবে। মহানবি (স) প্রথমত তাঁর উম্মতের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির শাফাআত করবেন। এতে জাহান্নামিরা মুক্তি পাবেন। যারা জান্নাতে যাবেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহানবি (স) পুনরায় শাফাআত করবেন। সেদিন মহানবি (স)-এর শাফাআত ছাড়া কেউ মুক্তি পাবেন না। অতএব মানুষের চিরকালীন মুক্তির জন্য শাফাআত ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

#### প্রশ্ন -১৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিক্ষক আবু ইউসুফ পরকালীন শাস্তির বিষয়ে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছিলেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা ভীত হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থী শামিম জিজ্ঞেস করল, আমরা কীভাবে পরকালে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাব? জবাবে শিক্ষক বললেন, আল-হ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শিত পথে চললে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। (পাঠ-৮ ও ৯)

|    |                                                                                           |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | জাহান্নাম অর্থ কী?                                                                        | ১ |
| খ. | জাহান্নামে কারা প্রবেশ করবে?                                                              | ২ |
| গ. | শিক্ষকের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের ভীত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।                             | ৩ |
| ঘ. | পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শিক্ষক আবু ইউসুফের পরামর্শ যথার্থ। মূল্যায়ন কর। | ৪ |

#### ▶▶ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. জাহান্নাম অর্থ- আগুনের গর্ত, দোযখ, শাস্তির স্থান।
- খ. কাফির, মুশরিক, মুনাফিক এবং অন্য পাপীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা আল-হ ও তাঁর রাসুল (স)-এর পূর্ণ আনুগত্য করবে না, নেক আমল তথা সালাত, সাওম, যাকাত, হজ আদায় করবে না; আর যারা বিভিন্ন অন্যায়, অশ্লীল ও পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং যারা অন্যের হক বিনষ্ট করবে, তারাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।
- গ. শিক্ষকের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের ভীত হওয়ার মূল কারণ হলো জাহান্নামের ভয়। জাহান্নাম খুবই ভয়ংকর স্থান। সেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সেখানে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হবে। বড় বড় সাপ, বিছুর, কীটপতঙ্গ মানুষকে দংশন করবে। এরূপ আযাবের কথা শুনলে অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হয়। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখতে পাই। শিক্ষক আবু ইউসুফ পরকালের আযাবের কথা ছাত্রছাত্রীদের শোনান। আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দাদের জন্য শাস্তির কী কী ব্যবস্থা রেখেছেন তা বর্ণনা করেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।
- ঘ. ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর প্রদর্শিত পথে চললে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, শিক্ষকের এ পরামর্শ যথার্থ। যারা আল-হ ও তাঁর রাসুলের প্রদর্শিত পথে চলবে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাই সব অন্যায়-অশ্লীল কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষার্থী শামিমের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক আবু ইউসুফ বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর প্রদর্শিত পথে চললেই এসব পরকালের জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।
- জীবনের সর্বশ্রেণে শরিয়তের হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে। আল-হ পাকের ভয় মনে রেখে সর্বপ্রকার কুকর্ম থেকে নিজের নফসকে বিরত রাখতে হবে। এসব কাজ যারা করবে তারাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে। সুতরাং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি পেতে আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান এনে যাবতীয় অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ পরিহার করব এবং আল্লাহ ও রাসুলের (স) নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করব। আর এ প্রেক্ষাপটেই শিক্ষক আবু ইউসুফের পরামর্শটি যথার্থ।

#### সৃজনশীল প্রশ্নব্যংক

প্রশ্ন-১৬▶ সুলতান একজন অলস ব্যক্তি। সে নিজে রোজগার করে না। বৃদ্ধ বাবার রোজগারে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করে। তার বন্ধু মাহমুদ তাকে বলল, তুমি আল্লাহর একটি নামের গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজে সাবলম্বী হতে পার।

- ক. সামাদুন অর্থ কী? ১
- খ. ‘আল আসমাউল হুসনা’র তাৎপর্য কী? ২
- গ. উদ্দীপকে মাহমুদ মহান আল্লাহর কোন গুণের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মানবজীবনে উক্ত গুণের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

**প্রশ্ন-১৭ ▶** আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নবি-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন। রিসালাতের ধারা শুরু হযরত আদম (আ) কে দিয়ে এবং শেষ হয়েছে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কে দিয়ে। অর্থাৎ নবি-রাসুল প্রেরণের ক্রমধারার সমাপ্তি হয়েছে মহানবি (স)-এর মাধ্যমে। এর ওপর বিশ্বাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

- ক. খতমে নবুয়ত অর্থ কী? ১  
খ. আল্লাহর নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য লেখ। ২  
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'এর ওপর বিশ্বাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে'-উদ্দীপকের এ বক্তব্যটি পর্যালোচনা কর। ৪

**প্রশ্ন-১৮ ▶** আশার ধারণা যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আসতে থাকবে সেহেতু তাদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত নবী-রাসুলও আসবেন। অপরদিকে রাইসা মনে করে, মানুষের উন্নতি তার কর্মের উপরই নির্ভর করে। এখানে অন্য কিছু চিন্তা করার সুযোগ নেই। আর এটি নির্ধারিতও নয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে।

- ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. শাফায়াতে কুবরা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. আশার মনোভাবটি ইসলামের কোন বিধানের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. রাইসার ধারণাটি কী যথার্থ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**প্রশ্ন-১৯ ▶** জাবের ও ফাহিম দুই ভাই। জাবের সরকারি কর্মচারী। সে যথাসময়ে কর্মস্থলে আসে, অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে। কাজে কখনো অবহেলা করে না। ফাহিম উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো চাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। সে তার ভাই জাবেরের সংসারেই থাকে এবং বড় ভাইয়ের উপার্জনের উপর নির্ভর করে।

- ক. ইসলামের প্রধান ভিত্তি কী? ১  
খ. আসমাউল হুসনা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকের ফাহিম মহান আল্লাহর কোন গুণ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. জাবেরের কর্মকাণ্ড ইমান ও নৈতিকতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

**প্রশ্ন ১১ ৥** আকিদা অর্থ কী?

উত্তর : আকিদা অর্থ বিশ্বাস।

**প্রশ্ন ১২ ৥** ইসলামের প্রধান ভিত্তি কী?

উত্তর : ইসলামের প্রধান ভিত্তি হলো আকাইদ।

**প্রশ্ন ১৩ ৥** ইমান শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস।

**প্রশ্ন ১৪ ৥** ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি?

উত্তর : ইমানের মৌলিক বিষয় সাতটি।

**প্রশ্ন ১৫ ৥** প্রসিদ্ধ ফেরেশতা কতজন?

উত্তর : প্রসিদ্ধ ফেরেশতা ৪ জন।

**প্রশ্ন ১৬ ৥** প্রথম নবি কে?

উত্তর : প্রথম নবি হযরত আদম (আ)।

**প্রশ্ন ১৭ ৥** শেষ নবি কে?

উত্তর : শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)।

**প্রশ্ন ১৮ ৥** নিফাক শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : নিফাকি শব্দের অর্থ কপটতা বা প্রতারণা।

**প্রশ্ন ১৯ ৥** মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?

উত্তর : মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি।

**প্রশ্ন ২০ ৥** আসমাউল হুসনা শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আসমাউল হুসনা শব্দের অর্থ : সুন্দর নামসমূহ।

**প্রশ্ন ২১ ৥** আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহকে একত্রে কী বলা হয়?

উত্তর : আসমাউল হুসনা।

**প্রশ্ন ২২ ৥** সামাদুন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : সামাদুন শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ রাউফুন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : রাউফুন শব্দের অর্থ অত্যন্ত স্নেহশীল ।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ হাসিবুন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : হাসিবুন শব্দের অর্থ হিসাব গ্রহণকারী ।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী ।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ রাসুল শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : রাসুল শব্দের অর্থ সংবাদবাহক ।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ আল্লাহ তায়াল পৃথিবীতে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন কেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়াল পৃথিবীতে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য ।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ কুরআন মজিদে কতজন নবি-রাসুলের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়?

উত্তর : কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি-রাসুলের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কার মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ হয়?

উত্তর : রাসুল (স)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ হয় ।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ আখিরাতের প্রথম পর্যায় কী?

উত্তর : আখিরাতের প্রথম পর্যায় বারযাখ ।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ কিয়ামত শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : কিয়ামত শব্দের অর্থ দৃশ্যমান হওয়া ।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ শাফাআত কয় প্রকার?

উত্তর : শাফাআত দুই প্রকার ।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ জান্নাত অর্থ কী?

উত্তর : জান্নাত অর্থ উদ্যান, বাগান ইত্যাদি ।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ বেহেশত কোন ভাষার শব্দ?

উত্তর : বেহেশত ফারসি ভাষার শব্দ ।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ জান্নাত কেমন স্থান?

উত্তর : জান্নাত চিরশান্তির স্থান ।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ জাহান্নাম অর্থ কী?

উত্তর : জাহান্নাম অর্থ আগুনের গর্ত, দোযখ, শান্তির স্থান ।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ জাহান্নাম কেমন স্থান?

উত্তর : জাহান্নাম খুবই ভয়ংকর স্থান ।

## □ অনুধাবনমূলক

//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আকাইদ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমালা । ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে । একজন মুমিনকে আল-হ, রাসুল, কিতাব, মালাইকা, আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় । আকাইদ হলো ইসলামের মূলভিত্তি ।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ আখিরাতের প্রতি ইমান আনা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : আখিরাতের প্রতি ইমান আনা অপরিহার্য । কেননা ইমানের সাতটি প্রধান বিষয়ের মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাস অন্যতম । আখিরাতের প্রতি ইমান থাকলেই মানুষ জান্নাতের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে ইসলামের বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয় । অন্যদিকে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা আল-হর বিরোধিতা করে পণ্ডর মতো বহ্নাহীন জীবনযাপন করে । তারা সমাজকে কলুষিত করে । তাদের কারণে ভালো মানুষরাও কষ্ট পায় । উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আখিরাতের প্রতি ইমান আনা প্রত্যেক মুমিনের ওপর অপরিহার্য ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ‘আল-হ হাসিবুন’ নামের গুরুত্ব বুঝিয়ে লেখ ।

উত্তর : হাসিবুন শব্দের অর্থ হিসাব গ্রহণকারী । আল-হ হাসিবুন অর্থ আল-হ হিসাব গ্রহণকারী । আল-হ সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী । তিনি কিয়ামত দিবসে বান্দাদের থেকে তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের হিসাব নেবেন । তিনি পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবেন । আল-হ বলেন— “নিশ্চয়ই আল-হ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী ।”

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ আল-হ আশ্রয়দাতা কীভাবে? বুঝিয়ে দাও ।

উত্তর : মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা । আল-হ আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন । শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেন । হিংসুকের অনিষ্ট থেকে হিফাযত করেন । তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করতে পারলে বিপদমুক্ত হওয়া যায় । নিরাপদে থাকা যায় । কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী । তিনি যাকে আশ্রয় দেন, রক্ষা করেন, কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না । মহানবি (স) সৃষ্টির অনিষ্টতা, যাদুকরের যাদু, হিংসুকের হিংসা, শয়তানের কুমন্ত্রণা, দুষ্কিন্তা, উদ্ভিগ্নতা, অপারগতা থেকে আশ্রয় চাইতেন ও সাহাবায়ে কেরামকে এরূপ করতে উপদেশ দিতেন ।

প্রশ্ন ৫ ৥ রিসালাতের মর্ম বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : আল-হর সব নবি-রাসুলই মানুষকে সরল সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা সবাই ন্যায়, ইনসাফ, সততা ইত্যাদি মানবিক সৎগুণাবলি অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন। শিরক, কুফর, নিফাক থেকে দূরে থাকার এবং এক আল-হর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ছালিহ, হুদ এবং অন্য নবিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আল-হর ইবাদতের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন— “হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল-হর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।” নবিগণের এ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়ে।

প্রশ্ন ৬ ৥ আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব কী?

উত্তর : আখিরাতে জীবন অনন্ত। সেখানে যেমন পুণ্যবানদের সুখ শান্তির শেষ নেই, তেমনি পাপীদেরও দুঃখের সীমা নেই। আখিরাতে ওপর বিশ্বাসস্থাপন করা ফরয। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনি সব যুগেই তারা কাফির বলে গণ্য হয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। কারণ সে বিশ্বাস করে দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য তাকে আখিরাতে আল-হর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ভালো কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর মন্দ কাজের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ৭ ৥ শাফাআত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : শাফাআত অর্থ সুপারিশ করা। শরিয়তের পরিভাষায়, পাপী ব্যক্তিদের পাপ মার্জনা করে দেয়া এবং পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্য আল-হ তায়ালার নিকট সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

প্রশ্ন ৮ ৥ জান্নাতের পরিচয় দাও।

উত্তর : জান্নাত অর্থ বাগান, আবৃত স্থান, উদ্যান। শরিয়তের পরিভাষায় ইহকালীন জীবন শেষে ইমানদার বান্দাদের জন্য আখিরাতে চিরকালীন সুখ শান্তির যে আবাসস্থল প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলে। জান্নাত পরম সুখশান্তির স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু বা কোনো অশান্তি নেই। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—“হে নবি আপনি সুসংবাদ দিন, যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে কাঁধাসমূহ প্রবাহিত।”

প্রশ্ন ৯ ৥ জাহান্নামের পরিচয় দাও।

উত্তর : জাহান্নাম হলো আগুনের গর্ত, শান্তির স্থান। একে দোষখ বা নরকও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহান্নাম বলা হয়। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত। সেখানে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হবে।

## অনুশীলনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ‘হজ’ শব্দের অর্থ কী?

- সংকল্প করা (খ) যিয়ারত করা  
(গ) তাওয়াফ করা (ঘ) সাঈ করা

২. হজ ও উমরাহ পর পর করার মাধ্যমে দূরীভূত হয় -

- i. দারিদ্র্য ii. অভাব iii. পাপ  
কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

৩. হজের ফরজ কয়টি?

- তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) দশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফরহাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি রমযান মাসে সম্পদের হিসাব করেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করেন।

৪. ফরহাদ সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন বিধানটি আদায় হয়েছে?

- (ক) মুস্তাহাব (খ) সুন্নাত (গ) ওয়াজিব ● ফরজ

৫. ফরহাদ সাহেবের মানসিকতার ফলে তিনি পরকালে কী পাবেন?

- পুরস্কার (খ) নিরাপত্তা (গ) তিরস্কার (ঘ) অধিকার

## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. যাকাত আদায় করা কী?

- (ক) সুন্নাত (খ) মুস্তাহাব  
● ফরজ (ঘ) ওয়াজিব

৭. কোন নবীর সময় থেকে কুরবানির প্রথা চালু হয়ে আসছে?

- (ক) হযরত আদম (আ) এর (খ) হযরত নূহ (আ) এর  
 ● হযরত ইবরাহিম (আ) এর (ঘ) হযরত ইসমাইল (আ) এর
৮. হাজিগণ শয়তানের প্রতিকৃতিতে পাথর নিক্ষেপ করেন কেন?  
 (ক) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য  
 ● হজের ওয়াজিব আদায়ের জন্য  
 (গ) কুরাইশ বংশের নিয়ম রক্ষার জন্য  
 (ঘ) হাজিগণের কল্যাণের জন্য
৯. হজ কোন ভাষার শব্দ?  
 ● আরবি (খ) ফারসি (গ) বাংলা (ঘ) ফরাসি
১০. সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের কতভাগ যাজাত দিতে হয়?  
 (ক) পাঁচ ভাগের এক ভাগ (খ) দশ ভাগের এক ভাগ  
 ● বিশ ভাগের এক ভাগ (ঘ) ত্রিশ ভাগের এক ভাগ
১১. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি?  
 (ক) ৫ (খ) ৬ ● ৭ (ঘ) ৮
১২. নিসাব বলতে বোঝায় নির্ধারিত পরিমাণ —  
 (ক) মূলধন ● সম্পদ (গ) জমি (ঘ) মুনাফা
১৩. মাসারিফ শব্দের অর্থ কী?  
 (ক) আয় করার খাত ● ব্যয় করার খাত  
 (গ) জমা করার খাত (ঘ) গচ্ছিত রাখার খাত
১৪. কোন নবি অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন?  
 ● হযরত ইবরাহিম (আ) (খ) হযরত ইউসুফ (আ)  
 (গ) হযরত মুহাম্মদ (স) (ঘ) হযরত মুসা (আ)
১৫. মক্কার বাহির থেকে আগত হাজিদের বিদায়কালীন তাওয়াফকে বলা হয়—  
 (ক) নফল তাওয়াফ (খ) তাওয়াফে যিয়ারত  
 (গ) তাওয়াফে কুদুম ● তাওয়াফে বিদা
১৬. মুসাফিরের ওপর নিচের কোনটি ওয়াজিব নয়?  
 (ক) আকিকা (খ) সাদকা (গ) যাকাত ● কুরবানি
১৭. হযরত ইবরাহিম (আ) এর স্বীয় পুত্রকে জবাই করার আদেশের মাধ্যমে যে বিধান চালু হয়েছে, তা হলো—  
 (ক) সাদাকা (খ) আকিকা ● কুরবানি (ঘ) ফিদইয়া
১৮. রহিমা খাতুন দীনদার মহিলা। তিনি খুব ইবাদত বন্দেগি করেন। রহিমা খাতুনের ইবাদত কার কল্যাণের জন্য?  
 ● আল্লাহর (খ) রাসুলের (গ) নিজের (ঘ) ফেরেশতাদের
১৯. সাধারণত মানুষের কোনটির লিঙ্গা থাকে?  
 ● অর্ধের (খ) খাদ্যের (গ) ক্ষমতার (ঘ) বিলাসিতার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুর্শেদার মায়ের অনেক সোনার অলংকার। মুর্শেদা তার মাকে বলল, মা তোমার এ ব্যবহার্য গহনার যাকাত দিতে হবে। মা বললেন, গহনার আবার যাকাত কিসের? আমি কোনো যাকাত দেব না।

২০. মুর্শেদার মা শরিয়তের কোন বিধানটি অস্বীকার করেছেন?

- ফরজ (খ) ওয়াজিব (গ) সুন্নাত (ঘ) মুস্তাহাব

২১. এরূপ করার কারণে মুর্শেদার মা হবেন—

- কাফির (খ) মুনাফিক (গ) দাউকি (ঘ) নাস্তিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুফিয়ান সাহেব এ বছর হজ পালন করেছেন। কিন্তু কষ্টকর মনে করে তিনি 'সাদ্দি' করেন নি।

২২. সুফিয়ান সাহেব হজের কোন প্রকারের কাজ লঙ্ঘন করেছেন?

- (ক) ফরজ ● ওয়াজিব (গ) সুন্নাত (ঘ) মুস্তাহাব

২৩. সুফিয়ান সাহেবের হজ শুদ্ধ করতে কী করতে হবে?

- সাদা দিতে হবে (খ) নফল রোযা রাখতে হবে  
 (গ) জরিমানা দিতে হবে ● দম দিতে হবে



অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর





২৪. ‘আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলে? (জ্ঞান)  
 ● ইবাদত (খ) যাকাত (গ) ইমান (ঘ) ইসলাম
২৫. শরিয়তের দৃষ্টিতে যাকাত দেওয়া। [কান্টনমেন্ট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ফরজে কিফায়া (খ) ফরজে আইন (গ) ওয়াজিব (ঘ) সূন্নাতে মুয়াক্কাদা
২৬. ধন-সম্পদ বাড়ে কী করলে? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ব্যবসা করলে (খ) দান করলে  
 ● যাকাত দিলে (ঘ) হিসাব করে খরচ করলে
২৭. যাকাত প্রদানের ফলে যাকাত দাতার অন্তর কোনটি হতে পবিত্র হয়? [মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ; সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● কৃপণতার কলুষতা (খ) অর্থ লোভের কলুষতা  
 (গ) সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি (ঘ) ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা
২৮. যাকাত দানকারীর পুরস্কার ও কৃপণ ব্যক্তির দুঃসংবাদ সম্পর্কে কোন হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে? [সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) মুসলিম (খ) তিরমিজি (গ) নাসায়ী (ঘ) বুখারি
২৯. যাকাতের অন্য নাম কী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট]  
 (ক) দান (খ) খয়রাত ● সাদাকা (ঘ) হেবা
৩০. ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি? (জ্ঞান)  
 (ক) তিন (খ) চার ● পাঁচ (ঘ) ছয়
৩১. যারা যাকাত দেয় না আল্লাহ তাদেরকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) মুমিন ● কাফির (গ) মুশরিক (ঘ) মুনাফিক
৩২. যাকাতের অর্থ কাদের অধিকার? (জ্ঞান)  
 (ক) বিদেশগামী ● মিসকিন (গ) যার জমি কম (ঘ) চাকরিজীবী
৩৩. ইবাদত শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) নাফরমানি ● দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা  
 (গ) নামায পড়া (ঘ) গবেষণা করা
৩৪. যাকাত শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) দান করা (খ) হ্রাস পাওয়া (গ) ধ্বংস হওয়া ● বৃদ্ধি পাওয়া
৩৫. সম্পদের যাকাত আদায় করলে সম্পদ কী হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) কমে যায় ● বৃদ্ধি পায় (গ) ধ্বংস হয় (ঘ) উন্নত হয়
৩৬. যাকাত কী শব্দ? (জ্ঞান)  
 ● আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) বাংলা
৩৭. যাকাত কোন ধরনের ইবাদত? (জ্ঞান)  
 (ক) শারীরিক (খ) মানসিক ● আর্থিক (ঘ) ব্যক্তিগত
৩৮. কাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না? (অনুধাবন)  
 (ক) যে সাবালক হয় ● যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে  
 (গ) যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে (ঘ) যে বিধবা মহিলা হয়
৩৯. যাকাত দরিদ্রদের প্রতি ধনীদেব কী? (অনুধাবন)  
 (ক) দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা (খ) সাহায্য, সহানুভূতি  
 ● দায়বদ্ধতা পরিশোধ করা (ঘ) ত্যাগ ও অনুপম ভালোবাসা
৪০. সজিব যাকাত দিতে চায়। এর প্রভাবে তার কী হবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) ধন-সম্পদ কমবে (খ) মান-সম্মান বাড়বে  
 (গ) অনেক সম্পদের মালিক হবে ● অন্তর ও সম্পদ পবিত্র হবে
৪১. “আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।” এটা কার নির্দেশ? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মুসা (আ)-এর (খ) মহানবি (স)-এর  
 (গ) আদম (আ)-এর ● আল্লাহর
৪২. “আল্লাহর কসম যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।” বাণীটি কার? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মহানবি (স)-এর (খ) আল্লাহ তায়ালা  
 ● আবু বকর (রা)-এর (ঘ) মুসা (আ)-এর



## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. যাকাতের ব্যাপারে ইসলামের বিধান-(অনুধাবন)  
*i.* যাকাত ধনীদেব ওপর ফরজ  
*ii.* ধনীদেব অনুগ্রহ  
*iii.* দরিদ্রেব অধিকার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *ii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৪. যে বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি? [জালালাবাদ ক্যান্ট. বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট]  
*i.* সম্পদ ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না থাকা  
*ii.* মানবকল্যাণে ব্যয় হওয়া  
*iii.* সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৫. যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]  
*i.* বৃদ্ধি  
*ii.* পবিত্রতা  
*iii.* পরিচ্ছন্নতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৬. যে অর্থে যাকাত অর্থ বৃদ্ধি বলা হয়ে থাকে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* সমাজের গরিব লোকদেব অবস্থার উন্নতি হয়  
*ii.* সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়  
*iii.* সম্পদে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৭. যাকাত হচ্ছে- (অনুধাবন)  
*i.* ধনীদেব অনুগ্রহ  
*ii.* দরিদ্রেব অধিকার  
*iii.* দরিদ্রেব পাওনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৮. মানবজাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য- (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* আল্লাহর হুকুম পালন করা  
*ii.* আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা  
*iii.* নিছক উপাসনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*
৪৯. যাকাতের তাৎপর্য হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* যাকাত সমাজকে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে পবিত্র করে  
*ii.* যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে  
*iii.* যাকাত দরিদ্রেব নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii* (গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*



## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুরশিদ আলম গ্রামের গরিব লোকদেব বাছাই করে নিয়মিত যাকাত দেন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যাকাতের অর্থ দ্বারা তিনি কাউকে স্বাবলম্বী করলেও যাকাতের বিষয়টি তিনি তাদের কাছে গোপন রাখেন।

৫০. মুরশিদ আলম সাহেবেব যাকাত প্রদানের সময় যাকাতের বিষয়টি-(প্রয়োগ)

- (ক) গোপন রাখার ফলে যাকাত আদায় হবে না  
 (খ) গোপন রাখলেও যাকাত আদায় হবে, কারণ এ উদ্দেশ্যেই তিনি কাজটি করেছেন  
 (গ) আংশিক যাকাত আদায় হবে



গোপন রাখার কারণে গুনাহগার হবে  
৫১. মুরশিদ আলম সাহেবের দরিদ্রদের অংশ তাদের দিয়ে দেওয়ার ফলে তার সম্পদ — (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কমে যাবে ii. পবিত্র হবে iii. বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যবসায়ী সবুর মিয়া অনেক সম্পদের মালিক। তার ওপর যাকাত ফরজ হলেও ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার ভয়ে তিনি যাকাত আদায় করেন না।

৫২. এক্ষেত্রে সবুর মিয়া কোনটি লঙ্ঘন করেছে? (প্রয়োগ)

ক মুস্তাহাব ● ফরজ গ নফল ঘ ওয়াজিব

৫৩. সবুর মিয়ার পরকালীন পরিণতি— (প্রয়োগ)

i. জান্নাত ii. জাহান্নাম iii. আল্লাহর অসন্তুষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

## পাঠ-২ : যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. যাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত কী? (জ্ঞান)

ক নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা খ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

গ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া ● মুসলমান হওয়া

৫৫. কোন মালে যাকাত হয় না? [খুলনা জিলা স্কুল]

● যে মাল এক বছর স্থায়ী থাকে না খ যে মাল অপবিত্র

গ যে মাল অবৈধ উপায়ে অর্জিত ঘ যে মাল ধ্বংস প্রাপ্ত

৫৬. স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য অলংকারের যাকাত দিবে— [জালালাবাদ ক্যান্ট. বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট]

● স্ত্রী খ স্বামী

গ উভয় ঘ কারও দেয়া লাগবে না

৫৭. যাকাত ফরজ হওয়ার ২য় শর্ত কোনটি? (জ্ঞান)

ক মুসলমান হওয়া ● নিসাবের মালিক হওয়া

গ স্বাণগ্রস্ত হওয়া ঘ বালেগ হওয়া

৫৮. স্বর্ণালংকার বা সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো— (অনুধাবন)

ক সাড়ে বায়ান্ন তোলা খ মূল্যমান পঞ্চাশ হাজার টাকা

● সাড়ে সাত তোলা ঘ সাড়ে নয় তোলা

৫৯. রূপার নিসাবের পরিমাণ কত? (জ্ঞান)

ক সাড়ে সাত তোলা খ সাড়ে এগার তোলা

গ সাড়ে একান্ন তোলা ● সাড়ে বায়ান্ন তোলা

৬০. যাকাত অস্বীকারকারীকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)

● কাফির খ মুশরিক গ দেশদোহী ঘ ফাসিক

৬১. আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অর্থনীতির অন্যতম বিধান কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সালাত খ সাদাকা গ হাদিয়া ● যাকাত

৬২. কাদের ওপর যাকাত ফরজ নয়? (অনুধাবন)

ক মুসলমানদের খ মুমিনদের গ মুত্তাকিদের ● অমুসলিমদের

৬৩. কারা যাকাত দিতে বাধ্য? (অনুধাবন)

● নিসাবের মালিকগণ খ ধনীরা গ ইমানদারগণ ঘ দানশীল

৬৪. নিসাব অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক প্রচুর পরিমাণ খ অল্প পরিমাণ

● নির্ধারিত পরিমাণ ঘ অনির্ধারিত পরিমাণ

৬৫. সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের কয়ভাগ যাকাত দিতে হয়? (জ্ঞান)

ক দশ ভাগের একভাগ খ চল্লিশ ভাগের একভাগ

● বিশ ভাগের একভাগ ঘ ত্রিশ ভাগের একভাগ

৬৬. উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে কী বলে? [রংপুর জিলা স্কুল]

ক আশর ● উশর গ হাশর খ যাকাত

৬৭. “ওই সম্পদের যাকাত নেই যা পূর্ণ এক বছর মালিকানায় না থাকে।” এই নির্দেশটি যাকাতের কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) কিতাব খ) ফরজ গ) নিয়াম ● শর্ত

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে জীবনের আবশ্যকীয় বস্তু হিসেবে গণ্য? (প্রয়োগ)

- i. তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ব্যবহার্য দ্রব্য  
ii. স্ত্রী লোকের ব্যবহার্য সোনা  
iii. ভূমির উৎপন্ন ফসল

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii ● iii ঘ) i, ii ও iii

৬৯. নিসাব পরিমাণ মাল থাকলে (একজন মুসলিম ব্যক্তিকে) যাকাত দিতে হয়। এ যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে – (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. অলংকার ii. ব্যবসায়ী সামগ্রী iii. ঘরবাড়ি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭০. যাকাতের ব্যাপারে ইসলামের বিধান— (অনুধাবন)

- i. যাকাত ধনীদেব ওপর ফরজ ii. ধনীদেব অনুগ্রহ  
iii. দরিদ্রেব অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফরহাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি রমজান মাসে সম্পদের হিসাব করেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করেন।

[সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; যশোর জিলা স্কুল]

৭১. ফরহাদ সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরীয়তের কোন বিধানটি আদায় হয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) মুস্তাহাব খ) সুন্নাত গ) ওয়াজিব ● ফরজ

৭২. ফরহাদ সাহেবের মানসিকতার ফলে তিনি পরকালে কী পাবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

- পুরস্কার খ) নিরাপত্তা গ) তিরস্কার ঘ) অধিকার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দিদার বখত বিশিষ্ট ধনী লোক। এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তিনি নিয়মিত যাকাত দেন এবং গরিবদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। মিরাজ সাহেব তার প্রতিবেশী। তিনি ধনী হলেও যাকাত দেন না। অসহায় দরিদ্রেব সাহায্যে এগিয়ে আসেন না।

৭৩. দিদার বখত নিয়মিত যাকাত দেন কেন? (প্রয়োগ)

- দরিদ্রেব হক পরিশোধ করতে খ) সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের জন্য  
গ) দরিদ্রেব ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ঘ) দরিদ্রেব সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার জন্য

৭৪. পরকালে মিরাজ সাহেব কঠিন শাস্তি পাবেন। কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. তিনি দরিদ্রেব সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন  
ii. তিনি আল্লাহর নির্দেশমতো যাকাত দেন না  
iii. তিনি অত্যন্ত অহংকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ● ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৩ : যাকাতের মাসারিফ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৫. মাসারিফ কোন ভাষার শব্দ?

- ক) বাংলা খ) ইংরেজি ● আরবি ঘ) ফারসি

৭৬. কোন খাতে যাকাতের অর্থ এখন বণ্টন করা হয় না? [রংপুর জিলা স্কুল]

- মুক্তিকামী দাস খ) ফি সাবিলিল্লাহ  
গ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঘ) ধনী মুসাফির

৭৭. নিচের কোন ব্যক্তি যাকাত পাবে? [খুলনা জিলা স্কুল]

- (ক) ব্যবসায়ী (খ) আনন্দভ্রমণকারী  
(গ) মুক্তিকামী দাস ● সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি
৭৮. যাকাতের মাসারিফ কয়টি? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) ৬ (খ) ৭ ● ৮ (ঘ) ৯
৭৯. হজের ফরজ কয়টি? [যশোর জিলা স্কুল]  
(ক) দুই ● তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ
৮০. “যাকাত তো কেবল নিঃস্ব., অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাতে চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য, এটি আল্লাহর বিধান।” এটি কোন সূরার অংশ? (প্রয়োগ)  
● সূরা আত-তাওবা (খ) সূরা নাস  
(গ) সূরা বাকারা (ঘ) সূরা কদর
৮১. “যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ পায় না, অথচ আত্মসম্মানের ভয়ে সে এমনভাবে চলে যে, তাকে অভাবী বলে বোঝাও যায় না, যাদে লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর সে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাতে না, কিছু চায়ও না।” এটা কোন হাদিসের কথা (প্রয়োগ)  
● বুখারি ও মুসলিম (খ) নাসাই (গ) ইবনে মাজাহ (ঘ) কুদসি
৮২. মিসকিন কাকে বলে? (জ্ঞান)  
● যারা নিঃস্ব (খ) যার সম্পদ কম  
(গ) যারা বেকার (ঘ) যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে
৮৩. ফকিরকে বাংলায় কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
(ক) নিঃস্ব (খ) অভাবী ● গরিব (ঘ) বেকার
৮৪. ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ অর্থ কী? (জ্ঞান)  
(ক) সহজ পথ ● আল্লাহর পথ (গ) রাসুলের পথ (ঘ) সঠিক পথ
৮৫. মুসাফিরের ওপর নিচের কোনটি ওয়াজিব নয়? (জ্ঞান)  
(ক) আকিকা (খ) সাদাকা (গ) যাকাত ● কুরবানি
৮৬. ধনী ব্যক্তি দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয় কেন? (অনুধাবন)  
(ক) অনুগ্রহ স্বরূপ (খ) ভালোবাসা স্বরূপ  
(গ) সাহায্য স্বরূপ ● দরিদ্রের অধিকার হিসেবে
৮৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া কার বিধান? (জ্ঞান)  
● আল্লাহর (খ) হযরত আবু বকর (রা)-এর  
(গ) হযরত রাসুল (স)-এর (ঘ) হযরত ওমর (রা)-এর
৮৮. ইসলামে কেন ধনীদের ওপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে? (অনুধাবন)  
(ক) গরিবদের অর্থকষ্ট দূর করার জন্য (খ) সমাজে প্রভাব বিস্তারের জন্য  
(গ) অধিক পরিমাণ অর্থ লাভের জন্য ● অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে
৮৯. রহিম সাহেব ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান করেছেন। এখন তার কাছে যে সম্পদ আছে তা ঋণের সমপরিমাণ। এক্ষেত্রে রহিম সাহেবের ওপর যাকাত দেয়া কী? (প্রয়োগ)  
(ক) ফরজ (খ) সুন্নাত ● মুস্তাহাব (ঘ) নফল
৯০. রকিব খুবই দরিদ্র। চণ্ডীলজ্ঞার ভয়ে সে কোনো ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায় না। তাকে যাকাতের টাকা দেয়া কী? (প্রয়োগ)  
(ক) মাকরুহ ● ফরজ (গ) অবৈধ (ঘ) হারাম
৯১. যাদের কিছু না কিছু সম্পদ আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।- এদেরকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)  
(ক) দরিদ্র ● ফকির (গ) মিসকিন (ঘ) টোকাই

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯২. যাকাতের মাসারিফ হলো— (অনুধাবন)  
i. ফকির ii. প্রভাবশালী  
iii. মিসকিন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯৩. ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় তাকে বলা হয়— (অনুধাবন)  
i. যাকাতের মাসারিফ  
ii. যাকাতের বিধান  
iii. যাকাতের অর্থ



১০৭. “আল্লাহ তায়ালা লোকের ওপর সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন। তা নেয়া হবে ধনীদের নিকট থেকে এবং বিলিয়ে দেয়া হবে দুঃস্থদের মধ্যে।”-এ উক্তিটির তাৎপর্য কী? (প্রয়োগ)
- ক) আল্লাহ তায়ালায় মাহাত্ম্য প্রচার ● যাকাত দানের নির্দেশ  
গ) হযরত সুলাইমান (আ)-এর গুণ ঘ) আল্লাহর বাণী প্রচার
১০৮. যাকাতের মাধ্যমে কোন ধরনের বৈষম্য দূরীভূত হয়? (প্রয়োগ)
- ক) শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের খ) নেতা ও নেত্রীর  
গ) ন্যায় ও অন্যায়ের ● ধনী ও দরিদ্রের
১০৯. যাদের ওপর যাকাত ফরজ অথচ তারা তা আদায় করে না এবং দিতে অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে শরিয়তের সিদ্ধান্ত কী? (প্রয়োগ)
- ক) ইহুদি হয়ে যাবে খ) বৌদ্ধ হয়ে যাবে  
গ) মুমিন বান্দ্যায় পরিণত হবে ● ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১০. যাকাত ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে মুসলমানদের- (প্রয়োগ)
- i. সামাজিক অবস্থা ii. অর্থনৈতিক অবস্থা  
iii. রাজনৈতিক অবস্থা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১১. যাকাত প্রদানের গুরুত্ব হলো - [রংপুর সরকারি বালিক বিদ্যালয়]
- i. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়  
ii. অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র তৈরি হয়  
iii. সমাজের কোনো লোক অন্তর্হীন থাকে না
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ইউসুফ আলী গ্রামের গরিব লোকদের বাছাই করে নিয়মিত যাকাত দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে স্বাবলম্বী করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যাকাতের অর্থ দ্বারা তিনি কাউকে স্বাবলম্বী করলেও যাকাতের বিষয়টি তাদের কাছে গোপন রাখেন।

১১২. ইউসুফ আলীর যাকাত আদায় কেমন? (প্রয়োগ)
- ক) যাকাত আদায় হবে না ● শরিয়ত সম্মত  
গ) আংশিক হবে ঘ) গুনাহগার হবে
১১৩. উক্ত পদ্ধতিতে যাকাত দেয়ার ফলাফল- (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. ধনীরা আরও ধনী হবে  
ii. গরিবরা স্বাবলম্বী হবে  
iii. এটি যাকাত প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫ : হজ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৪. হজ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- ক) সাঈ করা খ) তাওয়াফ করা  
● সংকল্প করা ঘ) উৎসর্গ করা
১১৫. কাদের জন্য জীবনে একবার হজ ফরজ? (জ্ঞান)
- ক) অসুস্থ ব্যক্তি খ) অপ্রাপ্তবয়স্ক  
গ) অমুসলমান ● সামর্থ্যবান মুসলমান
১১৬. হজে মহিলাদের সফর সঙ্গী কে হবেন? (জ্ঞান)
- ক) ফুফাতো ভাই খ) মামাতো ভাই  
গ) চাচাতো ভাই

- স্বামী অথবা যাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম
১১৭. হজ্জ জীবনে কত বার ফরজ? (জ্ঞান)  
● এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) বারবার
১১৮. হযরত ইবরাহিম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
ক) মিসরে (খ) সিরিয়ায় ● ইরাকে (ঘ) জর্ডানে
১১৯. জাতীয় জীবনে হজ্জ কী সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)  
ক) মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা ● বিশ্বভ্রাতৃত্ব  
গ) সবার প্রতি মায়া (ঘ) ভালো কাজের মনোভাব
১২০. একটি পবিত্র ঘরে আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ মোতাবেক হজ্জ করতে হয়। এ ঘরটিকে কী বলে? (প্রয়োগ)  
ক) মক্কা শরিফ (খ) মীনা (গ) আরাফা ● কাবাঘর
১২১. একের অধিক হজ্জ করা কী? (জ্ঞান)  
ক) ফরজ (খ) ওয়াজিব ● নফল (ঘ) সুন্নাত
১২২. বিখ্যাত যম্বুম্ কুপের পাশে সর্বপ্রথম কোন বংশের কফেলা এসে জমা হয়? (অনুধাবন)  
ক) কুরাইশ ● জুরহাম (গ) ইসরাইলি (ঘ) উমাইয়া
১২৩. শরিয়তের কোন বিধান পালন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়? (জ্ঞান)  
ক) সালাত (খ) যাকাত ● হজ্জ (ঘ) কুরবানি
১২৪. মানুষের মধ্যে কৃপণতা ও অপচয় করার প্রবণতা দূরীভূত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)  
ক) প্রচুর অর্থ রোজগার করলে (খ) রোযা পালন করলে  
গ) হজ্জ পালন করলে ● দান-সাদাকা করলে
১২৫. আয়ুব আলী প্রতি বছর হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় যায় আর ব্যবসা করে ফিরে আসে। আয়ুব আলীর হজ্জ কীরূপ হবে? (প্রয়োগ)  
ক) প্রতারণা করা হবে (খ) হজ্জ পালন হবে  
● হজ্জ কবুল হবে না (ঘ) যথার্থ হবে
১২৬. “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।” অনুদিত আয়াতটি দ্বারা কোনটি প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)  
ক) তাওবা করা (খ) সফর করা (গ) মক্কায় যাওয়া ● হজের ফরজ
১২৭. “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।” অনুদিত আয়াতটি দ্বারা কে দোয়া করেছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● হযরত ইবরাহিম (আ) (খ) হযরত মুসা (আ)  
গ) হযরত মহানবি (সা) (ঘ) হযরত ঈসা (আ)
১২৮. “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।’ এটি কার বাণী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● আল্লাহ তায়ালার (খ) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর  
গ) হযরত আবু বকর (রা)-এর (ঘ) হযরত ওমর (রা)-এর

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ- (অনুধাবন)  
i. আর্থিক ইবাদত ii. মানসিক ইবাদত  
iii. শারীরিক ইবাদত  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii (খ) ii ও iii ● i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩০. উত্তরাধিকার সূত্রে কুরাইশ বংশে ছিল- (অনুধাবন)  
i. কাবার রক্ষক ii. হজের তত্ত্বাবধায়ক  
iii. শ্রেষ্ঠ বংশ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩১. যে হজের প্রতিদান জান্নাত- (অনুধাবন)  
i. মাকবুল হজের ii. মাবরুর হজের  
iii. কিরান হজের  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩২. হজ ও উমরা কোনটি দূর করে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল]

i. দরিদ্রতা

ii. অভাব অনটন

iii. পাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii গ iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পৃথিবীর সকল মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্রিত হয়।

১৩৩. কোন বিধানটি পালনার্থে বিশ্বের মুসলমানরা মক্কায় উপস্থিত হন? (প্রয়োগ)

● হজ

খ রোজা

গ সালাত ঘ কুরবানি

১৩৪. মক্কায় বিশ্বমুসলিম একত্রিত হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বিশ্ব মুসলিম এক উন্নত

ii. বিশ্ব মুসলিম এক জাতি

iii. বিশ্ব মুসলিম শতধাভিভক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### পাঠ-৬ : হজের ফরজসমূহ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৫. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় সাঈ করা কী? (জ্ঞান)

● ওয়াজিব

খ সুন্নাত

গ মুস্তাহাব

ঘ ফরজ

১৩৬. হজের ফরজ কয়টি?

[যশোর জিলা স্কুল]

ক দুই

● তিন

গ চার

ঘ পাঁচ

১৩৭. আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা কী? (জ্ঞান)

ক ওয়াজিব

● ফরজ

গ সুন্নাত

ঘ মুস্তাহাব

১৩৮. জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা কী?

(জ্ঞান)

ক সুন্নাত

● ওয়াজিব

গ ফরজ

ঘ মাকরুহ

১৩৯. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা কী? (জ্ঞান)

ক ফরজ

খ ওয়াজিব

● সুন্নাত

ঘ মুস্তাহাব

১৪০. হজের ওয়াজিব নিচের কোনটি?

(জ্ঞান)

ক আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা

● শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা

গ তাওয়াফে কুদুম করা

ঘ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

১৪১. হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধা কী?

(জ্ঞান)

● হজের ফরজ

খ হজের ওয়াজিব

গ হজের সুন্নাত

ঘ হজের নফল

১৪২. আকবর আলী হজ করতে গিয়ে মাথা মুড়ানি। সে কোনটি লঙ্ঘন করেছে? (প্রয়োগ)

ক ফরজ

● ওয়াজিব

গ সুন্নাত

ঘ মুস্তাহাব

১৪৩. ৯ই যিলহজ সূর্য ওঠার পর মিনা থেকে আরাফাত দিকে রওয়ানা দিতে হয়। এটি হজের কী? (প্রয়োগ)

● সুন্নাত

খ নফল

গ ওয়াজিব

ঘ ফরজ

১৪৪. হাজিগণকে তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয়। এটি হজের কী? (প্রয়োগ)

ক সুন্নাত

খ নফল

গ ওয়াজিব

● ফরজ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৫. হজের ফরজ কাজ হচ্ছে— (অনুধাবন)

i. ইহরাম বাঁধা

ii. মাথা মুড়ানো

iii. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

১৪৬. হজের সুন্নাত হলো—

(অনুধাবন)

i. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে কুদুম করা

ii. সম্ভব হলে আরাফাতে গোসল করা

iii. শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৪৭. আবুল হাসেম সাহেব আরাফার ময়দানে ৯ই ফিলহজ তারিখে অবস্থান করেছেন। এক্ষেত্রে তার পালিত হয়েছে—(প্রয়োগ)

i. হজের ফরজ

ii. হজের ওয়াজিব

iii. হজের সুন্নাত

নিচের কোনটি সঠিক?

- i                      খ) ii গ) iii                      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৮-১৫০ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জোহরা জাম্নাত তাঁর স্বামীর সাথে এ বছর হজে গেলেন। তিনি ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করলেন এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করলেন।

১৪৮. জোহরা বেগম হজের কোনটি পালন করেছেন? (প্রয়োগ)

- সুন্নাত                      খ) ওয়াজিব                      গ) ফরজ                      ঘ) নফল

১৪৯. জোহরা বেগম এরূপ কাজ করার ফলে তাঁর হজ— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পরিপূর্ণ হবে না

ii. পরিপূর্ণ হবে

iii. অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৫০. হজের ওয়াজিব—

[রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]

i. তিনটি

ii. চারটি

iii. পাঁচটি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i                      খ) ii ● iii                      ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৭ : হজ পালনের নিয়ম

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫১. হজের ইহরাম বাঁধার স্থানকে কী বলে। (অনুধাবন)

- ক) কাবা                      খ) মিনা                      গ) মুজদালিফা                      ● মিকাত

১৫২. ফিলহজ মাসের কোন তারিখটি আরাফাত দিবস হিসেবে পরিচিত? [রংপুর জিলা স্কুল]

- ক) ৭                      খ) ৮ ● ৯                      ঘ) ১০

১৫৩. আব্দুল্লাহ হজে গিয়ে মাথা মুন্নের পূর্বে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করেছেন— এমতাবস্থায় তার ওপর— (প্রয়োগ)

● দম ওয়াজিব হবে                      খ) উট কুরবানি করতে হবে

গ) নতুন করে হজ করতে হবে                      ঘ) সাদাকা দিতে হবে

১৫৪. প্রথম তাওয়াফকে কী তাওয়াফ বলে?(জ্ঞান)

ক) তাওয়াফুল বিদা                      ● তাওয়াফে কুদুম

গ) তাওয়াফে যিয়ারহ                      ঘ) তাওয়াফে আউয়াল

১৫৫. তাওয়াফুল বিদা কাদের জন্য ওয়াজিব? (অনুধাবন)

ক) স্থানীয়দের জন্য                      ● বহিরাগতদের জন্য

গ) যারা প্রথমবার হজ করে তাদের জন্য

ঘ) যাদের হজে ত্রুটি হয় তাদের জন্য

১৫৬. তাওয়াফে কুদুম বলতে কী বোঝায়?

ক) পায়ে হেটে তাওয়াফ                      ● আগমনী তাওয়াফ

গ) বিলম্বকালীন তাওয়াফ                      ঘ) অবস্থানকালীন তাওয়াফ

১৫৭. কোন ময়দানে হাজিদের কুরবানি করতে হয়? (জ্ঞান)

- মিনায়                      খ) আরাফায়                      গ) মদিনায়                      ঘ) মুযদালিফায়

১৫৮. কুরবানি করতে হয় কোন মাসে? (জ্ঞান)

- ক) মহররম                      খ) রজব                      গ) রমযান ● ফিলহজ

১৫৯. হজের দ্বিতীয় কাজ কী? (জ্ঞান)

- ক) সালাত আদায়                      ● সাঈ



১৬০. কোন পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) তুর ও মারওয়া (খ) সাফা ও মারওয়া  
 (গ) হেরা ও সাফা (ঘ) হেরা ও তুর
১৬১. যিলহজ্জ-এর কোন তারিখে ইমাম আরাফায় খুতবা পাঠ করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) নয় (খ) বার (গ) সাত (ঘ) দশ
১৬২. হাজিদের ৮ই যিলহজে কোথায় যেতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) মিনায় (খ) মুযদালিফায় (গ) মারওয়ায় (ঘ) মদিনায়
১৬৩. হাজিগণ মিনায় স্তম্ভ লক্ষ করে পাথর নিক্ষেপ করেন। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) হজ ব্যবসায়ীদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা  
 (খ) শয়তানের শরীরে আক্রমণ করা  
 (গ) জিহাদের জন্য শক্তি পরীক্ষা করা  
 (ঘ) শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা
১৬৪. আকরাম হজের কার্যাবলি সম্পাদনে কুরবানি করলেন। এরপর তিনি কোন কাজ সম্পাদন করবেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) সালাত আদায় (খ) তাওয়াফ (গ) মাথা মুন্স (ঘ) গোসল
১৬৫. রমযান হজে গিয়ে ৯ই যিলহজ্জ রাতে কোথায় অবস্থান করবে তা মুয়াল্লিমকে জিজ্ঞাসা করল। মুয়াল্লিম কোথায় অবস্থানের কথা বলবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) মিনায় (খ) আরাফায় (গ) মক্কায় (ঘ) মুযদালিফায়
১৬৬. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে হাজিগণ দৌড়োড়ি করে। এ দৌড়োড়ি করাকে কী বলে? (প্রয়োগ)  
 (ক) সাঈ (খ) আরাফায় অবস্থান  
 (গ) কুরবানি (ঘ) মাথা মুশানো

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৭. হাজিগণ সূর্যোদয়ের পর মিনায় আসেন যে তারিখে— (অনুধাবন)  
 i. ৭ই যিলহজ্জ ii. ৮ই যিলহজ্জ iii. ৯ই যিলহজ্জ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii
১৬৮. সাঈ করা হয়— (অনুধাবন)  
 i. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে  
 ii. সাফা ও হেরা পাহাড়ের মাঝখানে  
 iii. হেরা ও নূর পাহাড়ের মাঝখানে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii
১৬৯. 'দম' করতে হয়— (অনুধাবন)  
 i. হজের ওয়াজিব পালনে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটলে  
 ii. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে  
 iii. হারাম এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করলে  
 (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হজে সবাই মক্কা শরিফে সমবেত হয়। সবার এক পোশাক, এক উদ্দেশ্য, কাজও একই রকম। এখানে ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য সবার একই।

১৭০. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) আধ্যাত্মিক তাৎপর্য (খ) ভালোবাসা  
 (গ) মাহাত্ম্য (ঘ) দয়া
১৭১. হাজিগণের হজ পালনের একমাত্র উদ্দেশ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন  
 ii. অর্থের প্রাচুর্যের কারণে  
 iii. গুনাহ মাফ ও আধ্যাত্মিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮ : কুরবানি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭২. কুরবানির গোশত সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)  
ক) ২ ● ৩ গ) ৪ ঘ) ৫
১৭৩. কোন সময় থেকে কুরবানি চালু হয়? (জ্ঞান)  
● হযরত ইবরাহিম (আ)-এর গ) হযরত মুসা (আ)-এর  
গ) হযরত ইসমাইল (আ)-এর ঘ) হযরত দাউদ (আ)-এর
১৭৪. কুরবানির সময়ে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত কোনটি? (জ্ঞান)  
ক) যিকর গ) জনসেবা গ) মিলাদ ● কুরবানি
১৭৫. কুরবানির সমার্থক শব্দ কী? (জ্ঞান)  
ক) যিয়ারত গ) তাওয়াফ ● উযহিয়াহ ঘ) উসওয়াত
১৭৬. কুরবানি করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার কী প্রতিফলিত হয়? (জ্ঞান)  
● ত্যাগ গ) তাকওয়া গ) আনুগত্য ঘ) ইমানি দৃঢ়তা
১৭৭. কুরবানি কয়দিন পর্যন্ত করা যায়? (জ্ঞান)  
ক) ১ গ) ২ ● ৩ ঘ) ৪
১৭৮. হযরত ইবরাহিম (আ) যখন পুত্রকে কুরবানি করার জন্য যাচ্ছিলেন তখন তাঁদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা চালিয়েছিল (প্রয়োগ)  
ক) নফস বা কুপ্রবৃত্তি গ) আত্মীয়স্বজন  
গ) বিবি হাজেরা ● শয়তান
১৭৯. কুরবানি করলে আল্লাহর নিকট কী পৌঁছায়? (জ্ঞান)  
ক) গোশত গ) রক্ত গ) ইমান ● তাকওয়া
১৮০. সম্পদ জমা করে রাখার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? (অনুধাবন)  
ক) মুবাহ গ) মাকরুহ গ) জায়েয ● হারাম
১৮১. এক থেকে সাতজন পর্যন্ত লোক কোন পশু কুরবানি করতে পারে? (অনুধাবন)  
● গরু, মহিষ, উট গ) গরু, দুগ্ধা, মহিষ  
গ) গরু, ছাগল, মহিষ ঘ) দুগ্ধা, গরু, ছাগল
১৮২. মুসলমানদের কুরবানির মাধ্যমে কোনটি প্রকাশ পায়? (জ্ঞান)  
ক) ভালোবাসা গ) মমতা গ) স্নেহ ● ত্যাগ
১৮৩. মহররম মাসে রহিম কুরবানির উদ্দেশ্যে একটি গরু ক্রয় করল। রহিম এটিকে কোন মাসে কুরবানি করবে? (প্রয়োগ)  
ক) যিলকদ ● যিলহজ গ) শাবান ঘ) শাওয়াল
১৮৪. জালাল কুরবানির উদ্দেশ্যে মোটাতাজা পশু ক্রয় করল। এর দ্বারা সে কী লাভ করবে? (প্রয়োগ)  
● আল্লাহর নৈকট্য গ) ইমান গ) অর্থ-সম্পদ ঘ) মান-সম্মান
১৮৫. মুসলমানগণ প্রতি বছর কুরবানি করেন। এর দ্বারা মুসলমানগণ কী করেন? (প্রয়োগ)  
ক) জানমালের ক্ষতি করেন গ) গরিবদেরকে দান করেন  
● নিজেদেরকে পবিত্র করেন ঘ) কুরবানির পশু যবেহ করেন
১৮৬. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকটবর্তী না হয়'। এটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● কুরবানির তাগিদ গ) আল্লাহর সন্তুষ্টি  
গ) হযরত উমরের সন্তুষ্টি ঘ) হযরত আবু বকর (রা)-এর সন্তুষ্টি
১৮৭. “তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।” অনূদিত আয়াতটি দ্বারা হযরত ইবরাহিম (আ)-এর কোন দিকটি প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● আল্লাহর আনুগত্য গ) মহানবি (স)-এর আনুগত্য  
গ) নিজের সন্তুষ্টি ঘ) বিবি হাজেরার সন্তুষ্টি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৮. কুরবানির সঠিক নিয়ম হলো- (অনুধাবন)  
i. কুরবানির গোশত পাঁচ ভাগ করতে হয়  
ii. ঈদের সালাত আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়

iii. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৮৯. হাশেম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করল সে জিলহজের কয় তারিখে কুরবানি করবে। তখন হোসেন তাকে কুরবানি করতে বলল—  
(অনুধাবন)

- i. ১০ তারিখ  
ii. ১১ তারিখ  
iii. ১২ তারিখ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

১৯০. কুরবানির পশু জবাই করতে হয়— (অনুধাবন)

- i. পশ্চিম দিকে মাথা রেখে  
ii. ধারালো অস্ত্র দ্বারা  
iii. বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

১৯১. কুরবানির ত্যাগ ও উৎসর্গের দ্বারা আমরা হাসিল করি—

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

- i. আত্মমর্যাদা  
ii. আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য  
iii. পাশবিকতার বিনাশ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আল্লাহ বলেন, “তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহিম। তুমি তো স্বপ্ন দেশ সত্যিই পালন করলে।”

১৯২. উদ্ধৃত আয়াতটি কোন সূরার? (প্রয়োগ)

- ক) আল বাকারা                      খ) আন নজম  
● আস সাফফাত                      ঘ) সূরা ইবরাহিম

১৯৩. কুরবানির শিক্ষা— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আত্মত্যাগ                      ii. আল্লাহর বৈশিষ্ট্য লাভ  
iii. বিশ্ব শান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৪-১৯৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আকবর সাহেব ঋণগ্রস্ত। ঈদুল আযহার সময় মানসম্মান রক্ষার্থে এবং ছেলেমেয়ের কথা চিন্তা করে ঋণ করে কুরবানি করেন।

১৯৪. ইসলামের বিধান অনুযায়ী আকবর সাহেবের কুরবানি কী সঠিক হয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) সঠিক হয়েছে                      খ) আংশিক সঠিক ● সঠিক হয়নি                      ঘ) পুরোপুরি সঠিক

১৯৫. আকবর সাহেবের উচিত ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করা  
ii. সামাজিকতা রক্ষার জন্য কুরবানি করা  
iii. ওয়াজিব পালনের জন্য কুরবানি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯ : আকিকা

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৬. আকিকা শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- কেটে ফেলা (খ) উৎসর্গ করা (গ) জবাই করা (ঘ) পুরস্কৃত করা
১৯৭. সন্তানের আকিকা করা কী? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ফরজ (●) সুন্নাত (গ) মুস্তাহাব (ঘ) ওয়াজিব
১৯৮. সন্তান জন্মের কোন দিবসে আকিকা করা মুস্তাহাব? (জ্ঞান)  
 (ক) ৫ম (খ) ৬ষ্ঠ (●) ৭ম (ঘ) ১০ম
১৯৯. কাউছার সাহেবকে ছেলে-মেয়ের জন্য ছাগল আকিকা দিতে হবে। এক্ষেত্রে সে কয়টি ছাগল আকিকা দিবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) এক (খ) দুই (●) তিন (ঘ) চার
২০০. মাতাপিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কী? (অনুধাবন)  
 (ক) ছেলেমেয়ে (খ) লেখাপড়া (●) সন্তান (ঘ) ধনসম্পদ
২০১. আবিদার একটি মেয়ে আছে। তার মেয়ের জন্য কয়টি বকরি আকিকা দিবে? (প্রয়োগ)  
 (●) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি
২০২. সুলায়মান তার ছেলে-মেয়ের জন্য আকিকা করলেন। এক্ষেত্রে আকিকার পশুর গোশত সে বিভক্ত করবে কয়ভাগে? (অনুধাবন)  
 (ক) দুই (●) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ
২০৩. রহিম সাহেব দুই ছেলের আকিকা করবেন। তাকে ছাগল জবাই করতে হবে কতটি? (প্রয়োগ)  
 (ক) ২ (খ) ৩ (●) ৪ (ঘ) ১
২০৪. জোহরার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। এখন তার ছেলের আকিকার পশু কে জবাই করবেন? (প্রয়োগ)  
 (●) সন্তানের পিতা (খ) সন্তান নিজে  
 (গ) কসাই (ঘ) আত্মীয়স্বজন
২০৫. করিমের পিতা করিমের আকিকা করেননি। বড় হয়ে করিম কী করবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) কিছুই করবে না (●) নিজে আকিকা করবে  
 (গ) ছাগলের দাম দান করবে (ঘ) কুরবানি করবে
২০৬. আদিল সাহেব তার ছেলের আকিকা করেন দুইটি ছাগল জবাই করে। এতে তার কী হয়েছে? (প্রয়োগ)  
 (●) সুন্নাত আদায় হয়েছে (খ) ফরজ আদায় হয়েছে  
 (গ) নফল আদায় হয়েছে (ঘ) মানদুব আদায় হয়েছে
২০৭. প্রতিটি নবজাতক সন্তান আকিকার সাথে বন্দি। কথাটির অর্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (●) প্রতিটি নবজাতক সন্তানের নামে আকিকা করতে হবে  
 (খ) প্রতিটি নবজাতককে আকিকা দিতে হবে  
 (গ) প্রতিটি নবজাতক সন্তানের জন্মের পর আকিকা করা বৈধ  
 (ঘ) প্রতিটি নবজাতক সন্তানের মুক্তি আকিকার মাধ্যমে
২০৮. কে নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন? (অনুধাবন)  
 (ক) ইবরাহিম (আ) (●) মহানবি (স)  
 (গ) ইসহাক (আ) (ঘ) ইয়াকুব (আ)

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৯. উম্মে আয়মান জন্ম নিলে তার বাবা তিনটি কাজ করলেন। তা হলো— (প্রয়োগ)  
 i. সন্তানের ইসলামি নাম রাখা  
 ii. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা বুপা দান করা  
 iii. আকিকা করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
২১০. আকিকার সময় পশু যবেহ করতে হবে— (প্রয়োগ)  
 i. ছেলের জন্য দুটি ছাগল বা ভেড়া  
 ii. মেয়ের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া  
 iii. ছেলে ও মেয়ের জন্য দুটি ছাগল বা ভেড়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (●) i ও ii (ক) i ও iii (খ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২১১. মাকবুরা তার ছেলের জন্য আকিকা করলেন। এতে তার লাভ হবে — (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সুন্নাত ii. আল্লাহর রহমত  
 iii. সন্তানের বিপদাপদ দূর  
 নিচের কোনটি সঠিক?



- i. সুন্নত
- ii. ওয়াজিব

iii. ফরজ  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii • iii ঘ i ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নেছার সাহেব ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি দুই-এক বছর পরপরই হজব্রত পালন করেন। কিন্তু তিনি তার গরিব ভাই-বোন ও সমাজের দরিদ্র-অসহায় লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। এ নিয়ে সমাজে চলছে নানা ধরনের কথাবার্তা। এসব কথাবার্তা তার চাচা আব্দুল করিমের কানে এলে, তিনি নেছারকে বললেন, ‘সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সবার প্রতি সদয় হও।’

- ক. ‘ইহরাম’ শব্দের অর্থ কী?  
খ. ‘বায়তুল্লাহর হজ আল্লাহর প্রাপ্য।’ বুঝিয়ে লিখ।  
গ. নেছার সাহেবের কার্যক্রমে কার আদেশ যথাযথভাবে পালন হয়নি – ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. আব্দুল করিম সাহেবের মানসিকতা হজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ইহরাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ।  
খ. পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান বায়তুল্লায় অনুষ্ঠিত হজ আল্লাহ তায়ালায়ই প্রাপ্য। কেননা তিনিই তো মানুষকে অর্থসম্পদ দিয়ে হজে খরচ করার শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পাওয়াটা যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ শুধু অর্থসম্পদই দেননি বরং হজ করার জন্য ইচ্ছাশক্তি এমনকি শারীরিক শক্তিও দিয়েছেন। সকল ইবাদতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে তার সন্তুষ্টি। অতএব বলা যায়, আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা হজ করার সামর্থ্য পাই বলে তিনিই এর প্রাপ্য।  
গ. উদ্দীপকের নেছার সাহেবের কার্যক্রমে আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ যথাযথভাবে পালন হয়নি।  
পিতামাতার কর্তব্য আদায়ের পর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আমাদের নিকট সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার। ইসলামে এসব আত্মীয়স্বজনের হক যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- ‘তুমি তোমার নিকট আত্মীয়ের অধিকার আদায় কর’।  
উদ্দীপকে দেখা যায় নেসার সাহেব দুই-এক বছর পরপরই হজব্রত পালন করেন। কিন্তু তার গরিব ভাই-বোন ও সমাজের অবহেলিত ও অসহায় মানুষের কোনো খোঁজখবর নেন না। তাদের সাহায্য সহযোগিতার কোনো পরিকল্পনাও তার মাথায় আসে না। এতে সমাজের মানুষ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে। সুতরাং বলা যায় নেছার সাহেবের কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ যথাযথভাবে পালন হয়নি।  
ঘ. আব্দুল করিম সাহেবের মানসিকতা হজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায় হজের মৌসুমে এক বিশেষ ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। যারা হজে যান তাদের মন ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকে। তারা সকল শ্রেণির ও সংস্কৃতির মানুষের সাথে ইসলামি ভ্রাতৃত্বে একাত্ম হন।  
এ উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্দীপকের আব্দুল করিম তার ভতিজা নেছার সাহেবের ভাই-বোন ও গ্রামের অসহায় মানুষদের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ করে উপদেশ দিয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। তার মানসিকতা এই যে, একজন প্রকৃত দীনদার ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের অধিকার আদায় করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।  
হাজিগণ একই ধরনের কাপড় পরিধান করে ইহরাম বাঁধেন। সবার মুখে একই ধ্বনি লাক্ষাইক আল্লাহুমা প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠেন। হাজিগণ মক্কা ও মদিনায় একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করেন। সমবেত মুসলিম জনতা তখন ভাষা, জাতি, দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাদের মাঝে ভাবের আদান প্রদান হয়। আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব গড়ার জন্য জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়।

### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফারাবি সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলো। সবাই মিলে একটি চমৎকার জায়গা নির্বাচন করল। জায়গাটি ফারাবি সাহেবের ফসল উৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সবাই মিলে অনুরোধ করায় তিনি তা মসজিদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে দিতে সম্মত হন। তার এ কাজে তার বড় ভাই ফাহাদ সাহেব অসন্তুষ্ট হন এবং উক্ত জায়গা দিতে প্রচণ্ডভাবে বাধা প্রদান করেন।

- ক. যিলহজ মাসের কোন তারিখে আরাফায় অবস্থান করতে হয়?  
খ. ‘তাওয়াফে কুদুম’ বলতে কী বোঝায়?  
গ. ফারাবি সাহেবের কাজের মাধ্যমে ইবাদতের কোন শিষ্টাঙ্গটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাহাদ সাহেবের কার্যক্রম হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. যিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়।
- খ. বহিরাগত হাজিগণ ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছে যে আগমনী তাওয়াফ করে তাই তাওয়াফে কুদুম। ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছে কাবা ঘরের চারপাশ দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। মক্কা শরিফে পৌঁছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ বিধায় এটিকে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। বহিরাগত হাজিদের জন্য তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নাত।
- গ. ফারাবি সাহেবের কাজের মাধ্যমে ইবাদতের সারবস্ত ত্যাগের মনোভাবের শিক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের ফারাবি সাহেব তার একমাত্র অবলম্বন একখন্ড জমি দান করে ত্যাগের নজির স্থাপন করেছেন।
- এলাকার মসজিদ নির্মাণের উপযুক্ত কোনো জায়গা ছিল না। ফারাবি সাহেব তার একমাত্র ফসলি জমি নিঃস্বার্থভাবে দান করে দিয়ে তার এলাকার মানুষের জন্য নামাযের উত্তম জায়গার ব্যবস্থা করলেন। তার এ রকম প্রিয় জিনিস উৎসর্গের বিষয়টি আমাদেরকে নবি ইবরাহিম (আ) এর একমাত্র প্রিয়পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত ইবরাহিম (আ) তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করতে উদ্যত হয়ে ত্যাগের যে মহিমা প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়।
- তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ফারাবি সাহেবের কাজের মাধ্যমে ইবাদতের সারবস্ত ত্যাগের মনোভাবের শিক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে।
- ঘ. ফাহাদ সাহেবের কার্যক্রমে হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনার শিক্ষার বিপরীত দিক প্রকাশ পেয়েছে।
- নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ বা কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু ফাহাদ সাহেবের মাঝে ত্যাগের মহিমা প্রবল নয়। তিনি মসজিদের জন্য ফসলি জমি দিতে বাধাদান করেন। অথচ জমিটি তার নয়, তার ভাইয়ের। বস্ত্রত জাগতিক সম্পদ আল্লাহর দান। আল্লাহর জন্য জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করা ইসলামের শিক্ষা। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। উদ্দীপকের ফাহাদ সাহেবের মধ্যে যা মোটেও খুঁজে পাওয়া যায় না।



### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৩৬** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমিন সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি প্রতি বছর হজব্রত পালন করেন, কিন্তু তিনি তার গরিব আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের দরিদ্র অসহায় লোকের খোঁজ খবর রাখেন না। তার বন্ধু মুমিন সাহেব তাকে বলেন, “সমাজে ধনী গরিবের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সবার প্রতি সদয় হও।”

?

- ক. ‘ইহরাম’ শব্দের অর্থ? ১
- খ. ‘নিসাব’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ২
- গ. আমিন সাহেবের চিন্তাধারা কিসের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মুমিন সাহেবের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ইহরাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ।
- খ. নিসাব আরবী শব্দ। যডার অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণই হলো নিসাব। অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ কারও কাছে ১ বছর থাকলে তার ওপর যাকাত ফরয হবে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। আর সেই পরিমাণ হলো সোনার ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ তোলা বা রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে ৫২ তোলা অর্থাৎ সমমূল্যের সম্পদ।
- গ. আমিন সাহেবের চিন্তাধারা ইসলামের পরিপন্থী।
- আমিন সাহেব প্রচুর টাকা খরচ করে হজব্রত পালন করেন। অথচ তিনি তার দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। আল্লাহ বলেছেন, তাদের (ধনীদের) সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। মহানবি (স) বলেছেন, ‘কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে।’ একজন দানশীল একজন কৃপণ আবিদ থেকে আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়।



উদ্দীপকে দেখা যায়, আমিন সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি প্রতি বছর হজব্রত পালন করেন। কিন্তু তিনি তার গরিব আত্মীয় স্বজন ও সমাজের দরিদ্র অসহায় লোকদের খোঁজ খবর রাখেন না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমিন সাহেবের চিন্তা ধারা সম্পূর্ণ ইসলামের পরিপন্থী।

ঘ. উদ্দীপকের মুমিন সাহেবের পরামর্শটি যুক্তিসংগত কারণ সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে ইসলাম পথ নির্দেশ করেছে।

আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি যে আমিন সাহেব ধনী ব্যক্তি। তিনি হজব্রত পালন করলেও গরিব দুঃখীদের প্রতি উদাসীন। তার বন্ধু মুমিন সাহেব তাকে সমাজে ধনী গরিবের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সবার প্রতি সদয় হওয়া পরামর্শ দেন। বস্তুত ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী ধনী ব্যক্তির এগিয়ে আসলে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আল্লাহর নির্দেশমতো যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে সমাজের কোনো লোক অনাহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন থাকবে না। কেউ না খেয়ে থাকবে না। কেউ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না। বস্তুত ইসলাম ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমে আসবে; কেউ বেকার থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। অসহায় গরিব মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একটি মানবিক দায়িত্ব। যা ধনী মুসলমানদের কর্তব্য। উপরন্তু যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে। সুতরাং উদ্দীপকে মুমিন সাহেবের পরামর্শটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

#### প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজমল সাহেব ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরব গমন করেন এবং মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা ভ্রমণ করেন। মহল্লায় মসজিদের ইমাম তাকে হজে যাওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, ঐ সকল পবিত্র স্থানে আমি গিয়েছি। তাই আমার হজে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তার ভাই আকবর সাহেব একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী। তার দোকানের সমুদয় বস্ত্রের মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তিনি ব্যাংক থেকে সমপরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি এ বছর যাকাত দেননি।

|    |                                                                           |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | আকিকা শব্দের অর্থ কী?                                                     | ১ |
| খ. | ‘তাওয়াফে কুদুম’ কী? বুঝিয়ে লিখ।                                         | ২ |
| গ. | আকবর সাহেবের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার কোন শর্তটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর।      | ৩ |
| ঘ. | হজ সম্পর্কে আজমল সাহেবের বক্তব্য কি সঠিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. আকিকা শব্দের অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা ইত্যাদি।

খ. মক্কা শরিফ পৌঁছার পর কারাঘার সাতবার তাওয়াফ করাই হলো তাওয়াফে কুদুম। ইহরাম বাঁধার পর মক্কা পৌঁছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। আর সাতবার ঘুরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌঁছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

গ. আকবর সাহেবের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ‘ঋণগ্রস্ত না হওয়া’ শর্তটি অনুপস্থিত।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। ব্যক্তি জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করে। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায় আকবর সাহেব ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। আর এই পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র তার দোকানে মজুদ আছে। এই অবস্থায় যাকাত ফরজ হতে হলে আকবর সাহেবের সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হতে হবে। বরং বলা যায় যে, যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ যাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করতে হয় এই আট প্রকারের এক প্রকার হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত দিবে না বরং ঋণ পরিশোধের জন্য সে নিজেই যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। তাই একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, আকবর সাহেবের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত-‘ঋণগ্রস্ত না হওয়া’ শর্তটি অনুপস্থিত।

ঘ. হজ সম্পর্কে আজমল সাহেবের বক্তব্য সঠিক নয়।

ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাবলি সম্পাদন করাই হজ।

উদ্দীপকের আজমল সাহেবের মধ্যে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের কোনোটিই উপস্থিত নেই। তিনি ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরবে গমন করে হজের নির্ধারিত স্থান, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা ভ্রমণ করেছেন। এখানে তার হজের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তিনি যদি একাধিকবারও এসব পুণ্যস্থান ভ্রমণ করেন একবারও তার হজ হবে না। তার উচিত ছিল ব্যবসায়িক চিন্তা বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য এসব পুণ্যস্থানে যাওয়া এবং শরিয়তের নির্দিষ্ট নিয়মে হজের যাবতীয় কাজ সমাধা করা।

হজ বিশ্বের মুসলিম জাতির সম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে, এক উন্নত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্রিত হন। সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান পালন করে। সবার ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, কর্মসূচি এক। সবার পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। সুতরাং অন্য সময় বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য হজের স্থানসমূহ ভ্রমণ করে, আজমল সাহেবের যে বক্তব্য, ‘তার হজে যাওয়ার প্রয়োজন নেই’—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং শরিয়ত পরিপন্থী।

**প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রশিদ সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি; কিন্তু তিনি ধর্মকর্মের প্রতি খুবই উদাসীন। ঈদুল আজহার দিনে তিনি ঈদের সালাত আদায়ের আগেই ভোরে কুরবানির গরুটি জবাই করে গোশত বিতরণ শুরু করেন। বিজ্ঞ আলেম মাহবুব সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে বললেন, কুরবানি করা একটি পবিত্র ইবাদত, এটাকে সঠিক নিয়মে করা উচিত। তিনি আরও বললেন, কুরবানি আমাদেরকে আত্মত্যাগী হতে শেখায়।

- ক. কুরবানির সমার্থক শব্দ কী? ১
- খ. 'উশর' বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ। ২
- গ. রশিদ সাহেবের কুরবানি করা ইসলামের আলোকে কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'কুরবানি আমাদেরকে আত্মত্যাগী হতে শেখায়।' মাহবুব সাহেবের উক্ত মন্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. কুরবানির সমার্থক শব্দ উযহিয়াহ।
- খ. সেচ ছাড়া বৃষ্টির পানিতে ফসল জন্মালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসলের দশভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দেওয়াই হলো উশর। উৎপন্ন শস্য অর্থাৎ ধান, গম, যব, খেজুর ইত্যাদি সেচ ছাড়া বিনা খরচে যদি বৃষ্টির পানি দিয়ে জন্মায় তাহলে প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত সব ফসলের দশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ এক দশমাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এটাই উশর। আর সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।
- গ. রশিদ সাহেবের কুরবানি করা ইসলামের আলোকে সঠিক হয়নি। কারণ ঈদের সালাত আদায় করার পর কুরবানি করতে হয়। এর আগে যদি কেউ কুরবানি করে গোশত বিতরণ শুরু করে তাহলে এটা হবে তার উদাসীনতা ও সম্পূর্ণ খামখেয়ালিপূর্ণ কাজ। এটা শরিয়তের আলোকে কখনই শুদ্ধ হবে না। শরিয়ত কুরবানির সময় নির্ধারণ করেছে যিলহজ মাসের দশ তারিখ ঈদের সালাত আদায়ের পর থেকে বার তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই কুরবানি করলে জায়েয হবে অন্যথায় নয়। উদ্দীপকের রশিদ সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত। শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান পালনে তার উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কুরবানি করার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ঈদুল আজহার দিনে তিনি নিজে ঈদের সালাত আদায় না করে কুরবানির গরুটি জবাই করে গোশত বিতরণ শুরু করেন। কিন্তু কুরবানি একটি পবিত্র ইবাদত হওয়ায় এটাকে সঠিক সময়েই করতে হবে। সুতরাং রশিদ সাহেবের কুরবানি সঠিক হয়নি।
- ঘ. 'কুরবানি আমাদেরকে আত্মত্যাগী হতে শেখায়'-উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহবুব সাহেবের মন্তব্যটি সঠিক। কুরবানি বলতে শুধু গরু, ছাগল, মহিষ, দুগ্ধা ইত্যাদি জবাই বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাইল (আ)-এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলেন, "হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে নিজের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না। আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাইল (আ)। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। আত্মত্যাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর নিজের সুখ-শান্তির বাইরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখেন তারাই প্রকৃত মানুষ।



**অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**



**প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সুরিটোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ৯ই জিলহজ তারিখে সুমাইয়া শিক্ষককে বলল স্যার আজ টেলিভিশনে হজ দেখাবে। শিক্ষার্থীরা তখন ছুটির বায়না ধরল। শিক্ষক বললেন, তোমরা দুই দলে ভাগ হয়ে একদল হজের ফজিলত ও অন্যদল হজের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা কর। তাহলে ছুটি দেওয়ার চিন্তা করব। শিক্ষার্থীরা তখন আলোচনা শুরু করল।

- ক. হাজিদের জন্য হজের ইহরাম বাঁধা কী? ১
- খ. ইবাদত বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের শিক্ষার্থীদের আলোচিত বিষয়টির ফজিলত সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. শিক্ষার্থীদের আলোচিত ইবাদতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. হাজিদের জন্য ইহরাম বাঁধা ফরজ।

খ. ইবাদত মানে দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগি করা। আল-হ তায়ালাহ আনুগত্য স্বীকার করে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলে। মহান আল-হ তায়ালা আমাদেরকে তার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

গ. উদ্দীপকের শিক্ষার্থীরা হজের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করে।  
হজের ফজিলত সম্পর্কে রাসূল (স) বলেন—

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থ : “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশ্লীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।” (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, “তোমরা হজ ও উমরাহ পর পর করতে থাক। কারণ এ দুইটি ইবাদত দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা, সোনা ও বুপার ময়লা দূরীভূত করে তা বিশুদ্ধ করে দেয়।”

উদ্দীপকের সুরিটোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যপুস্তক থেকে হজের উপরোল্লিখিত ফজিলতই আলোচনা করছিল।

ঘ. শিক্ষার্থীদের আলোচিত ইবাদত হজের তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ পঞ্চম। সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন হজ। হজের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উম্মত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালাহর সম্মুখিত অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্রিত হয়। এতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের পরস্পর মিলনের সুযোগ হয়। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক অঞ্চলে মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে হজের যে এক বিরাট অবদান আছে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হজের তাৎপর্য অপরিসীম।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৮ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ওহাব সাহেব ধনী ব্যক্তি। তিনি তার সম্পদের নির্ধারিত একটি অংশ গরিব-অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন প্রতিবছরই। তিনি মনে করেন সম্পদের এই বিতরণ একদিকে তার সম্পদকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করবে এবং অন্যদিকে ইসলামের একটি ফরজ আদায় হবে। আর যদি তিনি এই বিতরণ থেকে বিরত থাকেন তবে আল্লাহ তাকে এরজন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। (পাঠ-১)

?

- ক. পৃথিবীর সকল সৃষ্টবস্তু কার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? ১
- খ. ‘যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত মুসলমান হওয়া’ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ওহাব সাহেব ইসলামের কোন মৌলিক ইবাদতটি পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ওহাব সাহেবের ইবাদতের রয়েছে বেশ গুরুত্ব-বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. পৃথিবীর সকল সৃষ্টবস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খ. যাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের ওপর যাকাত ফরজ নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সেদিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

গ. ওহাব সাহেব ইসলামের মৌলিক ইবাদত যাকাত পালন করেছেন। মূলত যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব-অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াই হচ্ছে যাকাত। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। এটি ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, ওহাব সাহেব ধনী ব্যক্তি। তিনি তার সম্পদের নির্ধারিত একটি অংশ গরিব-অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন প্রতিবছরই। তিনি মনে করেন সম্পদের এই বিতরণ একদিকে তার সম্পদকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করবে এবং অন্যদিকে ইসলামের একটি ফরজ আদায় হবে। এ বিষয়গুলোর সাথে যাকাতের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

ঘ. পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে ওহাব সাহেবের ইবাদতের অর্থাৎ যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআন মজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।” (সূরা মুযায্মিল : ২১) হাদিসে আছে, “আল্লাহর কসম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।” (বুখারি) যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং সম্পদে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন। যাকাত আদায়কারীকে আখিরাতে অধিক পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। আর যাকাত আদায়ের দ্বারা সম্পদের সুখম বণ্টন হয়ে থাকে।

‘যাকাত’ প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিবিশেষের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে না। আর মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম।

#### প্রশ্ন -৯▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লোকমান সাহেব নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। তার এক প্রতিবেশী তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আগামী রমযান মাসে আসতে বলেন। রমযান মাস আসলে বলেন, এখনও হিসাব করিনি। ইতোমধ্যে তিনি সিঁড়ির ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অনেক টাকা-পয়সা ও সম্পদ ব্যয় করেন। তার চাচা মাহবুব সাহেব বিষয়টি জানতে পেরে তাকে বললেন সম্পদের হিসাব করে যাকাত দাও। কারণ তোমার সম্পদের গরিবদের অধিকার রয়েছে। (পাঠ-২)

|    |                                                                                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | যাকাত শব্দের অর্থ কী?                                                                          | ১ |
| খ. | নিসাব বলতে কী বোঝ?                                                                             | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে লোকমান সাহেবের পুনর্বাসন কাজে আর্থিক সহায়তায় যাকাত আদায় হয়েছে কী ? ব্যাখ্যা কর। ৩ |   |
| ঘ. | মাহবুব সাহেবের মতামত তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।                                    | ৪ |

#### ▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. যাকাত শব্দের অর্থ— বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

খ. যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণই হলো নিসাব। বছর শেষে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্পদ বা নগদ অর্থ থাকলে যাকাত ফরজ হয়, সে পরিমাণ সম্পদকে শরিয়তের পরিভাষায় ‘নিসাব’ বলা হয়। এ পরিমাণ সম্পদ যার থাকে, তাকে সাহিবে নিসাব বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে লোকমান সাহেবের পুনর্বাসন কাজে আর্থিক সহায়তায় যাকাত আদায় হয়নি।

নিসাবমাত্রিক হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হয়। অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার বাজারমূল্য থাকলে চল্লিশ ভাগের একভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। যাকাত গরিব-মিসকিনের প্রাপ্য। ধনীব্যক্তি যাকাতের হকদার নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রাঘাট, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণেও যাকাত দেয়া যায় না। উদ্দীপকে লোকমান সাহেব যাকাতের নিয়তে দান করেননি। তাছাড়া তার এ দানে ধনী-গরিব তথা সর্বস্তরের মানুষ শরিক ছিল।

সুতরাং লোকমান সাহেবের পুনর্বাসন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত ধনী ব্যক্তি কিংবা নিকট আত্মীয় বা জনগণের ব্যবহার্য বিষয় ছিল বিধায় তার যাকাত আদায় হয়নি।

ঘ. মাহবুব সাহেবের মতামত যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। সারা বছরের ব্যয় বাদে বছর শেষে যদি সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমমূল্যের সম্পদ থাকে তবে তাকে শতকরা আড়াই টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। তবেই যাকাত হিসেবে তা গণ্য হবে। উদ্দীপকে মাহবুব সাহেব এ জন্যই হিসাব করে যাকাত আদায় করতে বলেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি লোকমান সাহেব যাকাত হিসেবে না দিয়ে সিঁড়ির আক্রান্তদের মধ্যে তার সম্পদ অকাতরে দান করেছেন। তার উচিত ছিল সম্পদ হিসাব করে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী যাকাত দেয়া। তার চাচা মাহবুব সাহেব তাকে এ পরামর্শ দেন। মূলত যাকাত আদায় করা, গরিবের প্রতি ধনী মুসলিমের ইমানি দায়িত্ব। যাকাত প্রদান করা গরিবদের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। তাই সম্পদশালী ব্যক্তিদের উচিত শরিয়তের বিধান মতে সম্পদ হিসাব করে যথাযথ ব্যক্তিদের যাকাত প্রদান করা। এটা তাদের অধিকার আর তাদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। আর এ প্রেক্ষিতেই মাহবুব সাহেবের মতামত ছিল যাকাত হিসাব করে দিয়ে গরিবের অধিকার আদায়, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

#### প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ তার নির্বাচিত এলাকার গরিবদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল এবং কাউকে হাঁস-মুরগি কেনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- আগামী বছর মূল টাকা ফেরত দিলে এর দ্বিগুণ সাহায্য করবেন। আর যদি কেউ টাকা ফেরত দিতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে কোনো সাহায্য করবেন না। তিনি এলাকাবাসীকে জানাননি আসলে এ টাকা কিসের। (পাঠ-৩ ও ৪)

?

- ক. মাসারিফ শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. মাসারিফ বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকের আব্দুল হামিদের যাকাত আদায় হয়েছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. “ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।” আব্দুল হামিদের যাকাত দানের পদ্ধতির আলোকে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

▶◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. মাসারিফ শব্দের অর্থ ব্যয়ের খাত।
- খ. ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, তাদেরকে যাকাতের মাসারিফ বলা হয়। অর্থাৎ কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মাসারিফ।
- গ. উদ্দীপকের আব্দুল হামিদের যাকাত আদায় হয়েছে।  
 যাকাত নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দিতে হয়। কুরআনে বলা হয়েছে- যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য, এটি আল্লাহর বিধান।  
 উদ্দীপকের জনাব আব্দুল হামিদ উক্ত আটটি খাতের মধ্যে যাকাত আদায় করতে গিয়ে কাউকে গরু, কাউকে মুরগি, আবার কাউকে ছাগল কিনে দিয়ে যথাযথ কাজ করেছেন। কাজেই তার যাকাত আদায় হয়েছে। যদিও তিনি জানাননি যে এ অর্থ যাকাতের। কারণ এটি যাকাত আদায়ের একটি আধুনিক কৌশল। বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, অধিকাংশ যাকাতগ্রহণকারী যাকাতের অর্থে উপকৃত হলেও এতে দারিদ্র্য বিমোচন হয় না। তাই তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো গরিবদের স্বাবলম্বী করা। নিঃসন্দেহে তার এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং কিয়াস অনুযায়ী বৈধ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আব্দুল হামিদের যাকাত আদায় হয়েছে।
- ঘ. ‘ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়’ আব্দুল হামিদের যাকাত দানের পদ্ধতিতে এর তাৎপর্য বাস্তবায়িত হয়।  
 ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম। যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলে সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের-নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয়। আবার ধনীরাও তাদের দায়মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এজন্য ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিণীত। উদ্দীপকের আব্দুল হামিদও যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যাকাত আদায়ে সচেষ্ট হন। তার বিবেচনায়, যাকাত আদায় করলে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকবে না। বরং তা গরিবদের হাতে পৌঁছে যাবে। এতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। এজন্য তিনি এলাকার গরিবদের মাঝে যাকাতের টাকা বিতরণকল্পে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি দিয়ে স্বাবলম্বী করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।  
 ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। এ ব্যবস্থায় অর্থ পুঞ্জীভূত থাকার কারণে তা গরিব, মিসকিন ও দরিদ্রদের নিকট পৌঁছায় না। মানুষ সম্পদ অর্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক খরচ করবে। কিন্তু জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগবিলাসের জন্য খরচ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার আছে; যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। গরিবদের অধিকার আদায় করলে মালিক দায়মুক্ত হবে, সম্পদ পবিত্র হবে, অন্যথায় সম্পদ হালাল হবে না। এ ব্যবস্থাপনার ওপর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম উম্মাহ ইসলামি ব্যবস্থাপনায় আব্দুল হামিদের মতো যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রদের পার্থক্য কমে আসবে। আর এ লক্ষ্যেই ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন -১১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব নাসির উদ্দিন সাহেব আল্লাহর নৈকট্য ও সম্ভৃতি অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করার নিয়ত করেছেন। তিনি মনের করেন প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার এই ইবাদত পালন করা ফরজ।

(পাঠ-৫, ৬ ও ৭)

?

- ক. হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের কততম খলিফা? ১  
 খ. ‘মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা যায়’ ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. নাসির উদ্দিন সাহেব কোন ইবাদত পালনের ইচ্ছা করেছেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকের নাসির উদ্দিন সাহেবের মনস্থিরকৃত ইবাদতটির রয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি-মতামত দাও। ৪

▶◀ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা।

খ. যাকাতের অন্যতম মাসারিফ হচ্ছে মন জয় করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা। সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণ এবং ইসলামের ওপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে। ইসলামি পরিভাষায় তাদের ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’ বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ এরূপ লোকদের যাকাত দেওয়ার বিধান ছিল।

গ. জনাব নাসির উদ্দিন সাহেব হজ পালনের ইচ্ছা করেছেন।

হজের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সম্ভ্রান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরজ। উদ্দীপকের নাসির উদ্দীন সাহেব ধনী লোক। তিনি সুস্থ, বয়স্ক ও মুসলিম। তাই বলা যায় নাসির উদ্দিন সাহেব পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে হজের বিষয়বলির আলোকে বিশেষ কার্যাদি সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হজ পালনের ইচ্ছা করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকের জনাব নাসির উদ্দিন সাহেবের মনস্থিরকৃত ইবাদতের অর্থাৎ হজের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহিম (আ) আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসলামাইল (আ) কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবশূন্য স্থানে রেখে যান। খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে গেলে মা হাজেরা শিশু পুত্রের জন্য পানির সন্ধানে বের হন। তিনি কোথাও পানি পেলেন না। এমতাবস্থায় তিনি ফিরে এসে শিশুপুত্র ইসমাইল (আ)-এর কাছে এসে দেখলেন নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাইল (আ)-কে পানি পান করান। হযরত ইসমাইল (আ) কিশোর বয়সে উত্তীর্ণ হলে আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহিম (আ) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে এক পরীক্ষায় উপনীত হন। তারপর আল্লাহপাক ইবরাহিম (আ) কে কাবাঘর স্থানটি দেখিয়ে তা পুনর্নিমাণের আদেশ দিলেন। ইবরাহিম (আ) পুত্র ইসমাইল (আ)-কে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নিমাণ করেন আর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ) মানুষকে হজের জন্য আহ্বান করেন। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উক্ত ঘটনাগুলোর স্মরণে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হজ পালনের হুকুম দিয়েছেন।

**প্রশ্ন -১২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আবুল কাশেম ফজলুল হক হাজারে আসওয়াদ পাথর চূষন করে তাকবির দিয়ে কাবাঘরের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকেন। তিনি বায়তুল্লাহর গিলাফ দুই হাতে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মুনাযাত করে যিয়ারত শেষ করেন। পরে তিনি মিনায় পৌঁছে একটি প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে কতগুলো কংকর নিক্ষেপ করেন এবং একটি পশু জবাই করে মাথার চুল মুশ্ন করে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। সবার একই কাজ, একই পোশাক, একই ধ্বনি এবং উদ্দেশ্যও এক। এতে তার মনে অনাবিল শান্তি বয়ে যায়।

[ডা. খান্দগীর স. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রাম]

|    |                                                                                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | ইহরাম শব্দের অর্থ কী?                                                                          | ১ |
| খ. | তাওয়াফে কুদুম কাকে বলে?                                                                       | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের আবুল কাশেম ফজলুল হকের হজ আদায় হয়েছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩         |   |
| ঘ. | “সবার একই কাজ, একই পোশাক, একই ধ্বনি এবং উদ্দেশ্যও এক” উক্তিটির আলোকে হজের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

▶▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ইহরাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ।

খ. মক্কায় পৌঁছার পর কাবাঘরের চারধারে আগমন উপলক্ষে তাওয়াফ করা হয় তাই তাওয়াফে কুদুম। ইহরাম বাঁধার পর মক্কা পৌঁছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। অর্থাৎ সাতবার ঘুরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌঁছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের আবুল কাশেম ফজলুল হকের হজ পুরোপুরি আদায় হয়েছে।

নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সম্ভ্রান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। যিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুয়দালিফায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করাও হজের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকেও আবুল কাশেম সাহেব হজ আদায় করার নির্দিষ্ট নিয়ম যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি কাবাঘর সাতবার তাওয়াফ করে কাবাঘরের অনতিদূরে অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝের পথটিতে সাতবার সাঈ করেন। ৯ই যিলহজ তারিখে তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। ১০ই যিলহজ তিনি মিনায় পৌঁছে কুরবানি করেন এবং পরে মাথা মুশ্ন করে শয়তানকে লক্ষ্য করে কংকর নিক্ষেপ করেন। সবশেষে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করে হজের কাজ সমাধা করেন। সুতরাং একথা নির্দিষ্ট বলা যায়, তার হজ আদায় হয়েছে।

ঘ. “সবার একই কাজ, একই পোশাক, একই ধ্বনি এবং উদ্দেশ্যও এক” উক্তিটি হজের ব্যাপারে অত্যন্ত তাৎপর্যশীল।

নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে কাবা শরিফ এবং হজের বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। সবার উদ্দেশ্য, কাজ ও পোশাক এক হওয়ায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে কোনো তারতম্য থাকে না।

উদ্দীপকের আবুল কাশেম ফজলুল হকের হজ আদায়ের ব্যাপারেও আমরা তাই দেখি যে, সবার একই কাজ, উদ্দেশ্য ও পোশাক দেখে তার মনে অনাবিল শান্তি বয়ে যায়।

হজ সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উম্মত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, কর্মসূচিও এক। সকলের পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। সকলের কণ্ঠে এক আল্লাহর নাম। হজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজিগণ পারস্পরিক পরিচয় ও মেলামেশার সুযোগে একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা সমাধান করতে পারে। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতিবছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

#### প্রশ্ন -১৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

২০১১ সালের ২২ এপ্রিল শুক্রবার জোহরা জন্মাত তার প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। সাতদিন পর সন্তানের মাথার চুল কমিয়ে তার নাম উম্মে আয়মান রাখেন। পরবর্তী যিলহজ মাসের দশ তারিখ তার স্বামী দুটি গরু জবাই করে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লোকদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান। দুটি গরু জবাই করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, একটি সন্তানের সুন্নাত পালনের জন্য; অন্যটি ওয়াজিব পালনের নিমিত্তে। পশু জবাই-এর মাধ্যমে আত্মত্যাগ অর্জিত হয়। (পাঠ-৯ ও ১০)

|    |                                                                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | আকিকা শব্দের অর্থ কী?                                                                           | ১ |
| খ. | কুরবানি কাকে বলে?                                                                               | ২ |
| গ. | উদ্দীপকের জোহরা জন্মাতের স্বামীর দুটি পশু জবাই করার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।                       | ৩ |
| ঘ. | “পশু জবাই-এর মাধ্যমে আত্মত্যাগ অর্জিত হয়।” উক্তিটির আলোকে কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ▶◀ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. আকিকা শব্দের অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা ইত্যাদি।
- খ. যিলহজের ১০ তারিখ ফজর হতে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার ওয়াজিব পালনের উদ্দেশ্যে যে পশু জবাই করতে হয় তাকে কুরবানি বলে। কুরবানির আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু জবাই করা হয় তাই কুরবানি।
- গ. উদ্দীপকের জোহরা জন্মাতের স্বামীর দুটি পশু জবাই করার কারণ হলো কুরবানি ও আকিকা সম্পন্ন করা। জিলহজের মাসের ১০ তারিখে সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই করাই কুরবানি। আর সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে তার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল পশু জবাই করাই আকিকা। তবে এ আকিকা পরবর্তী যেকোনো দিন করা যায়।
- উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখি যে, জোহরা জন্মাতের স্বামী তার প্রথম সন্তান জন্মের অনেক পরে অর্থাৎ পরবর্তী যিলহজ মাসের দশ তারিখ দুটি পশু জবাই করেন যার মধ্যে একটি সন্তান জন্মের কারণে যা সুন্নাত। আর অন্যটি জবাই করার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যিলহজ মাসের দশ তারিখ সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব হিসেবে অন্য পশুটি জবাই করা হয়েছে।
- ঘ. “পশু জবাইয়ের মাধ্যমে আত্মত্যাগ অর্জিত হয়”-এ উক্তির মধ্যে কুরবানির ত্যাগের শিক্ষার তাৎপর্য নিহিত। কুরবানি বলতে শুধু গরু, ছাগল, মহিষ, দুগ্ধা ইত্যাদি জবাই করা বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। কুরবানির সময় পশু জবাই করা হয় আল্লাহর নামে। পশু জবাইয়ের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। কুরবানি করা ওয়াজিব। সামর্থ্যবান ব্যক্তির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে আত্মত্যাগ অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, “হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না।” কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে, কার পশু কত মোটাতাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অন্তরে কতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া আছে। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। সুতরাং পশু জবাইয়ের মাধ্যমে আত্মত্যাগ অর্জিত হয় তখনই যখন তা কুরবানির ত্যাগের শিক্ষায় মহিমাম্বিত হয়।



অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর





**প্রশ্ন -১৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আখিরাতের শান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ইমান আনা আবশ্যিক। আকাইদের বিষয়সমূহের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে নামায, রোযা, যাকাত, হজ প্রভৃতি পালন করতে হবে। এর মধ্যে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। [১ম ও ২য় অধ্যায়]

- ক. নিফাক শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. কিয়ামত কাকে বলে? ২  
গ. উদ্দীপকে আখিরাতের শান্তি লাভের যে উপায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. হজের তাৎপর্য সম্পর্কে উদ্দীপকের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. নিফাক শব্দের অর্থ ভাষায়, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি।  
খ. কবর থেকে মানুষ উঠে, সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, তাই একে বলা হয় কিয়ামত। কিয়ামতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপর নেককারদের জান্নাতে এবং পাপীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।  
গ. উদ্দীপকে যথার্থই বলা হয়েছে আখিরাতের শান্তি লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ইমান আনা আবশ্যিক। আকাইদের সব বিষয়ের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর যথাযথভাবে নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। সালাতের পাশাপাশি রোযা পালন, যাকাত আদায় ও হজ করতে হবে। তাছাড়া যাবতীয় সৎ কাজ, উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা অনুশীলন করতে হবে। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَىٰ النُّفْسَ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

অর্থ : “আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, নিঃসন্দেহে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।” (সূরা আন নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)।

- ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে স্পষ্ট মুসলিমদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে হজের তাৎপর্য অপরিসীম।  
হজ সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহা সম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উম্মত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্র হয়। সম্মিলিতভাবে হজ অনুষ্ঠান পালন করে। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, কর্মসূচিও এক। সকলের হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। এখানে পৃথিবীর সব দেশের মুসলিমের পরস্পর মিলনের সুযোগ হয়। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে হজ মুসলিমকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজীদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য হজের যে এক বিরাট অবদান আছে এর মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

**সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক**

**প্রশ্ন -১৫ ▶** মজনু সাহেব তার গ্রামের গরিবদের বাছাই করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল এবং কাউকে হাঁস-মুরগি কেনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তাদের বলেন, ‘আগামী বছর মূল টাকা ফেরত দিলে এর দ্বিগুণ টাকা সাহায্য করবেন। আর যদি কেউ ফেরত দিতে না পারে তাহলে তিনি তাকে পরবর্তীতে কোনো আর্থিক সাহায্য করবেন না।’ মজনু সাহেব গ্রামবাসীকে জানাননি যে আসলে এগুলো কিসের টাকা।

- ক. ‘যাকাত’ শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. যাকাতের ফজিলত বর্ণনা কর। ২  
গ. মজনু সাহেবের যাকাত আদায় হয়েছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. কুরআন ও হাদিসের আলোকে মজনু সাহেবের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন -১৬ ▶** মামুন সাহেব একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নেওয়ার পর কল্যাণ ট্রাস্ট হতে যে অর্থ পেয়েছেন তা থেকে কিছু অংশ সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য রেখে বাকি অর্থ মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় মামুন সাহেবের বেশ জনপ্রিয়তা ও সুনাম রয়েছে।

- ক. হজের ফরজ কয়টি? ১  
খ. হজের ওয়াজিবসমূহ বর্ণনা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের মামুন সাহেবের ওপর হজ ফরজ হয়েছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. মামুন সাহেবের সুনামের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪



**প্রশ্ন -১৭ ▶** আরিফ চৌধুরী প্রতি বছর রমযান মাসে সম্পদের হিসাব করেন এবং নির্দিষ্ট অংশ তার এলাকার দরিদ্র, অভাবীদের মাঝে বণ্টন করেন। তিনি তাদেরকে নগদ টাকা না দিয়ে রিকশা, ভ্যান, গরু, ছাগল, ব্যবসার কাঁচামাল ইত্যাদি কিনে দেন। তাঁর ছোট ভাই সাদেক চৌধুরী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বছর শেষে হিসেবে করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার পছন্দের লোকদের মাঝে বিতরণ করেন।

- ক. 'নিসাব' শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. যাকাতের নিসাব বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. সাদেক চৌধুরীর কাজের মাধ্যমে কার আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. আরিফ চৌধুরীর এভাবে অর্থদানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন -১৮ ▶** জুমআর নামাযের খুৎবায় মাওলানা আনসার উদ্দীন, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, এমন একটি ইবাদত আছে যা নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে, তওয়াফের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় এবং তা সকল মুসলমানের ওপর ফরজ নয়। হাদিসে এসেছে, এই ইবাদতের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। আলোচনা শুনে জনাব আহমদ বললেন, 'উক্ত ইবাদতের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিমদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়'।

- ক. কুরবানির সমার্থক শব্দ কী? ১  
 খ. আকিকা বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. জনাব মাওলানা আনসার উদ্দীন তাঁর বক্তব্যে কোন ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. জনাব আহমদের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে পর্যালোচনা কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

**প্রশ্ন ১ ৥ ইবাদত কাকে বলে?**

উত্তর : আল-হ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলে।

**প্রশ্ন ২ ৥ যাকাত কাকে বলে?**

উত্তর : ধনী ব্যক্তিদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিব অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে যাকাত বলে।

**প্রশ্ন ৩ ৥ যাকাত শব্দের অর্থ কী?**

উত্তর : যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি বা পবিত্রতা।

**প্রশ্ন ৪ ৥ ইবাদত শব্দের অর্থ কী?**

উত্তর : ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগি করা।

**প্রশ্ন ৫ ৥ যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি?**

উত্তর : যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সাতটি।

**প্রশ্ন ৬ ৥ মাসারিফ অর্থ কী?**

উত্তর : মাসারিফ অর্থ ব্যয় করার খাতসমূহ।

**প্রশ্ন ৭ ৥ হজ অর্থ কী?**

উত্তর : হজ অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

**প্রশ্ন ৮ ৥ ইবরাহিম (আ) কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : ইবরাহিম (আ) ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন ৯ ৥ কাবা গৃহে কতটি মূর্তি ছিল?**

উত্তর : কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল।

**প্রশ্ন ১০ ৥ হজের ফরজ কয়টি?**

উত্তর : হজের ফরজ তিনটি। যথা : ক. ইহরাম বাঁধা, খ. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ও গ. তাওয়াফে যিয়ারত।

**প্রশ্ন ১১ ৥ হজের ওয়াজিব কয়টি?**

উত্তর : হজের ওয়াজিব পাঁচটি।

**প্রশ্ন ১২ ৥ হজের সুন্নাত কয়টি?**

উত্তর : হজের সুন্নাত দশটি।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধা কী?**

উত্তর : হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধা ফরজ।

**প্রশ্ন ১৪ ৥ ইহরাম অর্থ কী?**

উত্তর : ইহরাম অর্থ নিষিদ্ধ।

**প্রশ্ন ১৫ ৥ তাওয়াফে কুদুম অর্থ কী?**

উত্তর : তাওয়াফে কুদুম অর্থ আগমনী তাওয়াফ।

প্রশ্ন ১৬ ॥ আরাফার দিবস কবে?

উত্তর : আরাফার দিবস হলো ৯ই যিলহজ।

প্রশ্ন ১৭ ॥ কুরবানির আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর : কুরবানির আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৮ ॥ ইবরাহিম (আ) কীভাবে কুরবানি করার নির্দেশ পান?

উত্তর : ইবরাহিম (আ) স্বপ্নযোগে কুরবানি করার নির্দেশ পান।

প্রশ্ন ১৯ ॥ ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে কী কুরবানি হয়েছিল?

উত্তর : ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে একটি দুধা কুরবানি হয়েছিল।

প্রশ্ন ২০ ॥ কুরবানির গোস্তকে কয়ভাবে ভাগ করতে হয়?

উত্তর : কুরবানির গোস্তকে তিনভাবে ভাগ করতে হয়।

## □ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ॥ ইবাদত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : ইবাদত মানে দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগি করা। আল-হ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলে। মহান আল-হ তায়ালার আমাদেরকে তার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ২ ॥ যাকাত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা। ইসলামি দৃষ্টিতে, ধনী ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ গরিব অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়াকে যাকাত বলে।

প্রশ্ন ৩ ॥ মিসকিন বলতে কী বোঝ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্ন জোগাড় করতে পারে না এবং অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আত্মসম্মানের ভয়ে কারো দারস্থ হয় না, তাদেরকে মিসকিন বলে।

প্রশ্ন ৪ ॥ ‘সম্পদের প্রকৃত মালিক আল-হ’ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সম্পদের প্রকৃত মালিক আল-হ তায়ালার। মানুষের নিকট তা আমানতস্বরূপ। মানুষ সম্পদের সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণকারীর দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ বৈধ পন্থায় উপার্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ খরচ করবে। কিন্তু সম্পদ জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগ বিলাসের জন্য খরচ করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে।

প্রশ্ন ৫ ॥ যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর : ইসলামের যাকাত প্রথার মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর হয়। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়। যাকাত সঠিকভাবে আদায় করলে সমাজের কোনো লোক দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব ও বেকার থাকবে না। মানুষের মৌলিক অধিকার যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি নিশ্চিত করা যাবে। যাকাতের টাকা দিয়ে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে বিভিন্নভাবে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এভাবে যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ৬ ॥ হজের পরিচয় দাও।

উত্তর : হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সম্বন্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে।

প্রশ্ন ৭ ॥ হজের ফজিলত বর্ণনা কর।

উত্তর : ইসলামে হজের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। হজের ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশ্লীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।” (বুখারি ও মুসলিম)

প্রশ্ন ৮ ॥ কুরবানির তিনটি নিয়ম লিখ।

উত্তর : কুরবানির নিয়ম তিনটি নিম্নরূপ :

১. যিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখ পর্যন্ত তিনদিন কুরবানি করা যায়। প্রথম দিন করা উত্তম।
২. ঈদুল আযহার নামাযের আগে কুরবানি করা সঠিক নয়। নামায আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়।
৩. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম।

প্রশ্ন ৯ ॥ সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করণীয় কাজগুলো কী কী?

উত্তর : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হয়।

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| ক. | সন্তানের ইসলামি নাম রাখা।                      |
| খ. | মাথা মুশ্ন করা।                                |
| গ. | মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা অথবা রূপা দান করা। |
| ঘ. | আকিকা করা।                                     |



## অনুশীলনার বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. যোগীর কাছে ঈশ্বর—  
 (ক) ব্রহ্ম (খ) ভগবান (গ) পরমাত্মা (ঘ) পরমেশ্বর

২. সকল জীবের মধ্যে চৈতন্যবোধ জাগ্রত করেন কে?  
 (ক) ঈশ্বর (খ) ভগবান (গ) ব্রহ্ম (ঘ) পরমেশ্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সজল তার বন্ধুদের কাছে বলেছে সে আর কোনো পাপ কাজ করবে না। সে চায় পৃথিবীতে যেমন নিষ্পাপভাবে তার জন্ম হয়েছিল, ঠিক তেমনি বাকি জীবনটা পুণ্যার্জন করেই মৃত্যুবরণ করতে।

৩. সজলের মধ্যে কোন গ্রন্থের জ্ঞান কাজ করেছে?  
 (ক) যজুর্বেদ (খ) অথর্ববেদ  
 (গ) শ্বেতাস্বতর উপনিষদ (ঘ) কঠোপনিষদ

৪. সজলের উক্ত কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য—  
 i. পারলৌকিক সুখ ii. ইহলৌকিক সুখ  
 iii. আত্মিক সুখ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৫. 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কী?  
 (ক) ব্রহ্মা (খ) বৃহৎ (গ) ব্রহ্মা (ঘ) মহৎ
৬. কয়টি গুণের কারণে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়?  
 (ক) দুই (খ) চার (গ) ছয় (ঘ) আট
৭. ভক্তের নিকট ঈশ্বর—  
 i. ভগবান ii. ব্রহ্ম iii. গুণময়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮. 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ কী?  
 (ক) নারায়ণ (খ) শিষ্য (গ) ব্রহ্মা (ঘ) প্রভু
৯. 'ভগ' শব্দের অর্থ কী?  
 (ক) ঈশ্বর (খ) ঐশ্বর্য (গ) যশ (ঘ) জ্ঞান
১০. হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বব্রহ্মা কার সৃষ্টি?  
 (ক) ইন্দ্রের (খ) ব্রহ্মের (গ) বিশ্বকর্মার (ঘ) কার্তিকের
১১. প্রাচীনকালে পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাকে কী বলা হতো?  
 (ক) পরাবিদ্যা (খ) অপরাবিদ্যা (গ) যুদ্ধবিদ্যা (ঘ) যাদুবিদ্যা



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



পাঠ-১ ও ২ : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা



## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২. এ বিশ্ব কে সৃষ্টি করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) ঈশ্বর (খ) মানুষ (গ) বিজ্ঞানী (ঘ) ঋষি
১৩. “তিনি এক ও অদ্বিতীয়।”- কে? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋষি (খ) দেবতা (গ) ঈশ্বর (ঘ) মানুষ
১৪. দেব-দেবীরা কার গুণ বা শক্তির প্রতিভূ? (জ্ঞান)  
 (ক) মানুষের (খ) জীবজন্তুর (গ) ঈশ্বরের (ঘ) অগ্নির
১৫. “সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নিও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না”— এ উক্তিটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) বেদ (খ) উপনিষদ (গ) গীতা (ঘ) রামায়ণ

১৬. প্রাণী বা অপ্রাণী মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে যাঁর কাছে ফিরে যায়। তাঁকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)  
 ● ঈশ্বর (খ) দেবী (গ) ঋষি (ঘ) পুরোহিত
১৭. ঈশ্বরের সাকার রূপ কোনটি? (জ্ঞান)  
 ● দেব-দেবী (খ) তুলসী বৃক্ষ (গ) ভাস্কর্য (ঘ) বটবৃক্ষ
১৮. 'ঐ' শব্দটি কীসের প্রতীক? (জ্ঞান)  
 ● নিরাকার ব্রহ্মের (খ) দুর্গার (গ) গণেশের (ঘ) পরমাত্মার
১৯. 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ● বৃহৎ (খ) ঋষি (গ) ব্রাহ্মণ (ঘ) নিরাকার
২০. ব্রহ্ম যখন জীবের ওপর প্রভুত্ব করেন এবং পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন তাঁকে কী বলে? (প্রয়োগ)  
 (ক) দেবতা (খ) পরমাত্মা (গ) জীবাত্মা ● ঈশ্বর
২১. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন কে? (জ্ঞান)  
 (ক) গণেশ (খ) ব্রহ্ম (গ) বিষ্ণু ● ঈশ্বর
২২. 'ভগ' বলতে ঈশ্বরের কয়টি গুণকে বোঝায়? (জ্ঞান)  
 ● ৬ (খ) ৮ (গ) ৯ (ঘ) ১০
২৩. ভালোবাসার অপর নাম কী? (জ্ঞান)  
 ● মায়া (খ) সখ্যা (গ) জীবন (ঘ) আত্মা
২৪. বামন ঈশ্বরের কোন রূপ?  
 ● অবতাররূপ (খ) নিরাকাররূপ (গ) ব্রহ্মরূপ (ঘ) বিশ্বরূপ
২৫. ভক্ত ঈশ্বরের কাছে স্তুতি ও প্রার্থনা করেন কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য (খ) আসন্ন উন্নয়নের জন্য  
 (গ) পার্থিব সুখ ও শান্তির জন্য ● চিরশান্তি বা মোক্ষলাভের জন্য
২৬. ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে কোথায় উল্লেখ আছে? (জ্ঞান)  
 (ক) কঠোপনিষদে ● শ্বেতাস্বতর উপনিষদে  
 (গ) ঐতরেয় উপনিষদে (ঘ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে
২৭. একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ  
 সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।-এ মন্তব্যটি কোন উপনিষদের? (জ্ঞান)  
 ● শ্বেতাস্বতর (খ) ঐতরেয় (গ) বৃহদারণ্যক (ঘ) কঠোপনিষদের
২৮. গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহসমূহ প্রতিটি ঘুরছে কিন্তু সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে না কারণ- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) আকাশের জায়গা অফুরন্ত ● প্রতিটিই নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে  
 (গ) প্রতিটিই জায়গা পরিবর্তন করছে (ঘ) প্রতিটির জায়গা সীমাবদ্ধ
২৯. শক্তির দেবী কে? (জ্ঞান)  
 ● দেবী দুর্গা (খ) দেবী সরস্বতী (গ) দেবী লক্ষ্মী (ঘ) দেবী উষা
৩০. রমেশ স্যার ছাত্রছাত্রীদের বললেন, যিনি এ জগতের আদি কারণ তিনিই অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর। রমেশ স্যার কার কথা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বললেন? (প্রয়োগ)  
 ● ঈশ্বরের (খ) অবতারের (গ) ব্রহ্মার (ঘ) দেবতাদের
৩১. "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ  
 সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।"-এ শ্লোকে ঈশ্বরের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (অনুধাবন)  
 ● একত্ব (খ) সর্বজনীনতা (গ) উদারতা (ঘ) মানবতা
৩২. ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন তাঁকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 ● ব্রহ্ম (খ) ব্রহ্মা (গ) ভগবান (ঘ) বিষ্ণু
৩৩. এই পৃথিবী, জল, নদী, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব-জন্তু এর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একজন। এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ● ঈশ্বরের (খ) শ্রীকৃষ্ণের (গ) বিষ্ণুর (ঘ) শিবের
৩৪. প্রভাতী যার একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি ঐশ্বর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য গুণের অধিকারী। প্রভাতী কার একনিষ্ঠ ভক্ত? (প্রয়োগ)  
 ● ভগবানের (খ) ব্রহ্মার (গ) বিষ্ণুর (ঘ) বরুণের
৩৫. ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) বিশ্বাসরূপে ● আত্মারূপে (গ) বিষ্ণুরূপে (ঘ) ব্রহ্মরূপে
৩৬. সবিতা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ঘরে প্রার্থনা করেন, তিনি এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করেন। সবিতা কাকে প্রার্থনা করেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) বিষ্ণুর ● ঈশ্বরের (গ) ব্রহ্মার (ঘ) শিবের
৩৭. ঈশ্বর যখন দুষ্টির দমন ও ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে আসেন তখন তাকে কী বলা হয়?

- (জ্ঞান)
- ক দেব-দেবী      খ ব্রহ্ম      ● অবতার      ঘ আকার
৩৮. দেব-দেবী কীসের রূপ? (অনুধাবন)
- ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির সাকার      খ অবতার
- গ জীবাত্মার      ঘ ঈশ্বরের নিরাকার
৩৯. আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? (অনুধাবন)
- ক সাকার বলে      ● নিরাকার বলে
- গ দেব-দেবী বলে      ঘ ঈশ্বর নেই বলে
৪০. আমরা জীবাত্মাকে কীসের অংশ বলি? (অনুধাবন)
- পরমাত্মার      খ মানুষের      গ অগ্নির      ঘ বৃষ্টির
৪১. 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' - উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
- ক স্বামী বিবেকানন্দ      খ লোকনাথ ব্রহ্মচারী
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      ঘ জীবনানন্দ দাশ
৪২. ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাকে এককভাবে পরিচালনা করেন। এতে ঈশ্বরের কোন রূপটি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক অবিনশ্বর      ● অদ্বিতীয়      গ নিত্যতা      ঘ নিরাকার
৪৩. ঈশ্বরের রূপে আবির্ভূত হওয়া একটি লীলা। এতে বোঝা যায়- (উচ্চতর দক্ষতা)
- পৃথিবী ঈশ্বরের লীলাভূমি      খ ঈশ্বরের আকার রয়েছে
- গ ঈশ্বরের নির্দিষ্ট আকার আছে      ঘ ঈশ্বর ক্রীড়া পছন্দ করেন

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত- (অনুধাবন)
- i. নিরাকার ব্রহ্ম      ii. সকল কিছু দেখেন
- iii. মন্দিরে থাকেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
৪৫. দেহের ধ্বংস আছে কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নেই। কারণ জীবাত্মা হলো- (অনুধাবন)
- i. অক্ষয়      ii. অবিনশ্বর      iii. চিরন্তন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
৪৬. ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসেন- (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. শিশুর দমনের জন্য      ii. দুষ্টির দমনের জন্য      iii. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      ● ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
৪৭. ওঁ (অউম) অক্ষর দ্বারা বোঝায়- (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. ব্রহ্ম      ii. ব্রহ্মা      iii. নিরাকার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
৪৮. হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বব্রহ্মা ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। কেননা তিনি হলেন- (অনুধাবন)
- i. সর্বজ্ঞ      ii. সর্বশক্তিমান      iii. সকল জীব ও বস্তুর স্রষ্টা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
৪৯. ঈশ্বর- (অনুধাবন)
- i. নিরাকার      ii. শাস্ত্রত      iii. নশ্বর
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii
৫০. ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায়- (অনুধাবন)
- i. জ্ঞানের মাধ্যমে      ii. যোগের মাধ্যমে      iii. ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii
৫১. ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। তিনি- (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সর্বজ্ঞানী

ii. ঈশ্বরের অংশ iii. সকল জীব ও বস্তুর স্রষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

● ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গণেশ ধর্মগ্রন্থ পড়ে বুঝতে পারল এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। আমাদের মাঝে আত্মরূপে আছেন।

৫২. গণেশের ঈশ্বর জ্ঞান কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

● শ্বেতাশ্বতর

খ উপনিষদ

গ গীতা ঘ বেদ

৫৩. গণেশ ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করার কারণ—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. তিনি সর্বত্র আছেন বলে

ii. তিনি আমাদের মাঝে আত্মরূপে আছেন

iii. তিনি আমাদের পালনকর্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুবল মাঝি প্রভুভক্ত লোক। তিনি এক সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন। তার বাড়ির উঠানে একটি তুলসীগাছ আছে এবং তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় সেটাকে পূজা করেন। পৃথিবীকে এত বৈচিত্র্যময় করে সৃষ্টির জন্য তিনি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেন।

৫৪. উদ্দীপকে সুবলমাঝির কর্মকাণ্ড কোন ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

ক ইসলাম ধর্ম

● হিন্দুধর্ম

গ বৌদ্ধধর্ম

ঘ খ্রিষ্টধর্ম

৫৫. সুবল মাঝি প্রভুভক্ত লোক। এতে বোঝা যায়—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন

ii. সত্য কথা বলেন

iii. সকলের সাথে ভালো আচরণ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সমীর মাঝে মাঝে এ বিশ্বজগতের সবকিছু দেখে এবং এর বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে এ বৈচিত্র্যের কারণ কী? এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন কে?

৫৬. সমীরের চিন্তায় বৈচিত্র্যের কারণ কী জেনেছেন?

(প্রয়োগ)

ক প্রকৃতি

● ঈশ্বর

গ অবতার

ঘ দেবতাগণ

৫৭. সমীরের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ হচ্ছে—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. ব্রহ্ম

ii. ব্রহ্মা

iii. আত্মরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৩ : জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৮. জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে কারা?

(জ্ঞান)

ক যোগীভক্ত

খ জিজাসু ভক্ত

● জ্ঞানী ভক্ত

ঘ বিজ্ঞানী ভক্ত

৫৯. ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে কোথায়?

(জ্ঞান)

● গীতায়

খ বেদে

গ রামায়ণে

ঘ উপনিষদে

৬০. জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর কে?

(জ্ঞান)

ক ভগবান

খ জীবাত্মা

● ব্রহ্ম

ঘ সাকার

৬১. জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেন?

(জ্ঞান)

ক ঈশ্বর

● ব্রহ্ম

গ ভগবান

ঘ দেব-দেবী

৬২. জ্ঞান কয় প্রকার?

(জ্ঞান)

● ২

খ ৩ গ ৪

ঘ ৫

৬৩. জাগতিক শিখাকে কী বলা হয়?

(অনুধাবন)

৬৪. (ক) বিদ্যা (●) অবিদ্যা (গ) সাহিত্য (ঘ) সায়েন্স ফিকশন  
 যাঁরা যোগসাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তাদেরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
৬৫. (ক) জ্ঞানী (●) যোগী (গ) ত্যাগী (ঘ) ভক্ত  
 'জীবের প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' – এটা কার বাণী? (জ্ঞান)
৬৬. (ক) স্বামী স্বরূপানন্দ (●) স্বামী বিবেকানন্দ  
 (গ) শ্রীরামকৃষ্ণ (ঘ) শ্রীশ্রী লোকনাথ  
 যোগী কাদের বলা হয়? (অনুধাবন)
- (ক) যারা সংসারবিবাগী  
 (খ) ভক্তি দ্বারা যারা ঈশ্বরকে পেতে চান  
 (●) যোগসাধনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত  
 (ঘ) যারা সংসারে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করেন
৬৭. প্রদীপবাবু ঈশ্বরকে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তার জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। প্রদীপবাবুকে কোন ধরনের সাধক বলা যায়? (প্রয়োগ)  
 (ক) ভক্ত (খ) যোগী (গ) ধ্যানী (●) জ্ঞানী
৬৮. বিদ্যায় কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ব্রহ্ম সম্বন্ধে (খ) আত্মা সম্বন্ধে  
 (গ) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে (ঘ) জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে
৬৯. যোগের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (●) যুক্ত হওয়া (খ) পৃথক হওয়া (গ) ভাগ হওয়া (ঘ) স্পর্শ করা
৭০. যাঁরা সকল বিষয়ে বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাদের কী বলে? (জ্ঞান)  
 (●) জ্ঞানী (খ) সাধু (গ) ভক্ত (ঘ) যোগী
৭১. ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করেন তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (●) জ্ঞানী (খ) যোগী (গ) ভক্ত (ঘ) পূজারি
৭২. জ্ঞানীরা ঈশ্বরের স্বরূপ কীভাবে উপলব্ধি করেন? (অনুধাবন)  
 (●) জ্ঞানের মধ্য দিয়ে (খ) যোগসাধনার মধ্য দিয়ে  
 (গ) ভক্তির মধ্য দিয়ে (ঘ) আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে
৭৩. ব্রহ্ম জ্ঞানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) অবিদ্যা (খ) ধর্ম (●) বিদ্যা (ঘ) পূজা
৭৪. যোগীদের মুখ্য কাজ কী? (অনুধাবন)  
 (●) ঈশ্বর লাভ (খ) ধ্যান (গ) ধর্ম প্রচারণা (ঘ) সংসার
৭৫. জয়পাল একহাতা সহকারে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে। তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)  
 (ক) ভক্ত (খ) সংসারী (গ) ঋষি (●) যোগী
৭৬. যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ কেমন? (অনুধাবন)  
 (●) পরমাত্মা (খ) ভগবান (গ) ঈশ্বর (ঘ) অবতার
৭৭. ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কে? (জ্ঞান)  
 (●) ভগবান (খ) ব্রহ্ম (গ) ঋষি (ঘ) পরমাত্মা
৭৮. পরমাত্মা কীভাবে ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থান করেন? (অনুধাবন)  
 (●) জীবাত্মরূপে (খ) শক্তিরূপে (গ) রক্তরূপে (ঘ) নিশ্বাসরূপে
৭৯. 'জীবই ঈশ্বর।' – কার দৃষ্টিতে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (●) যোগীর (খ) ভক্তের (গ) জ্ঞানীর (ঘ) মানুষের
৮০. জ্ঞানী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিচের কোনটি যৌক্তিক? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) নিজের জন্য কাজ করেন (খ) শুধু জ্ঞান অর্জন করেন  
 (গ) শুধু বই পড়েন (●) মানুষের জন্য কাজ করেন

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. ভক্তের নিকট ঈশ্বর– (অনুধাবন)  
 i. সাকার ii. রসময় iii. গুণময়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
৮২. জ্ঞান দুই প্রকার হলো– (অনুধাবন)  
 i. বিদ্যা ii. অবিদ্যা iii. কুবিদ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৮৩. সাধনা রানি ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্ত। কেননা সে—

(প্রয়োগ)

- i. সংসারের বিষয়ের মধ্যে ভগবানের উপাসনা করে  
ii. যোগ সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করে  
iii. বৈষয়িক কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৮৪. ধর্মশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞান বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)

- i. ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানী লোক  
ii. সর্ব বিষয়ে জানাশোনা লোক  
iii. আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানী লোক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৮৫. 'সৃষ্টিতে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেছেন'— এ উক্তিটির ভাবধারা বিশ্লেষণে বলা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন      ii. সৃষ্টির সেবায় স্রষ্টা সম্ভুষ্ট  
iii. ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিতে লুক্কায়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৮৬. বিদ্যাতে যে ধরনের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়— (অনুধাবন)

- i. মুক্তির পথ      ii. ব্রহ্ম সম্বন্ধে      iii. ঈশ্বরের উপস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৮৭. ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. জ্ঞানের মধ্য দিয়ে      ii. ভক্তির মধ্য দিয়ে  
iii. যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৮৮. স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ করেছেন— (অনুধাবন)

- i. বহুরূপে      ii. জীবাত্মরূপে      iii. দেবাত্মরূপে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৯ ও ৯০নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাদল ও অনু দুই ভাই বোন। বাদল সংসারের বৈষয়িক কর্মের মধ্য থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে। পক্ষান্তরে অনু সকল কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করে।

৮৯. ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়ে বাদলকে আমরা কোন শ্রেণির সাধক বলে আখ্যায়িত করব? (প্রয়োগ)

- (ক) যোগী      (খ) জ্ঞানী      ● ভক্ত      (ঘ) সন্ন্যাসী

৯০. অনুর মতো সাধকদের বলা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. জ্ঞানী সাধক      ii. ব্রহ্ম সাধক      iii. আত্মজ্ঞানী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

## পাঠ-৪ : ঈশ্বরের আত্মরূপে অবস্থান

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯১. ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম কী? (জ্ঞান)

- (ক) আত্মা      ● পরমাত্মা      (গ) সুখাত্মা      (ঘ) মরণাত্মা

৯২. জীবের মধ্যে চেতনাশক্তি আছে কেন? (অনুধাবন)



- পরমাত্মার কারণে (খ) জীবাত্মার কারণে  
 (গ) হুঁশ থাকার কারণে (ঘ) সাধনার কারণে  
 ৯৩. জীবাত্মার কী নেই? (জ্ঞান)  
 (ক) ঘুম (খ) শান্তি ● ধ্বংস (ঘ) লয়  
 ৯৪. দেহ ধ্বংস হওয়ার নাম কী? (জ্ঞান)  
 (ক) সাধনা (খ) মরণোত্তর (গ) ঘুম ● মৃত্যু  
 ৯৫. জয়ন্তর বাবা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার বাবার দেহ থেকে কী চলে গেছে? (প্রয়োগ)  
 ● আত্মা (খ) শরীর (গ) মন (ঘ) শক্তি  
 ৯৬. জীবের দেহের সীমার মধ্যে অসীম পরমাত্মা বিরাজ করে। এর ফলে জীব কী থাকে? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) স্থির ● জীবিত (গ) অসুস্থ (ঘ) সুখে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৭. ব্রহ্মই— (অনুধাবন)  
 i. ঈশ্বর ii. ভগবান iii. জীবাত্মা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii  
 ৯৮. জীবদেহের ধ্বংস আছে জীবাত্মার নয়। এর যথার্থ কারণ হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আত্মা অবিনশ্বর ii. ঈশ্বর জীবাত্মারূপে থাকেন  
 iii. আত্মা দৃশ্যমান বলে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের পঙ্ক্তিটি পড়ে ৯৯ ও ১০০নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।’

৯৯. উদ্দীপকের পঙ্ক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? (প্রয়োগ)  
 ● গীতাঞ্জলি (খ) খেয়াপারাপার (গ) রিজের বাঁধন (ঘ) বিষের বাঁশি  
 ১০০. উদ্দীপকের পঙ্ক্তিটির প্রতিপাদ্য বিষয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. জীবের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান  
 ii. ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতার কারণেই আমাদের জীবন এত সুন্দর  
 iii. শিব ধ্বংস করেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৫ : প্রার্থনামূলক মন্ত্র ও বাংলা কবিতা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০১. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কী আলোচনা করা হয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ● আমরা কোথা থেকে জন্মেছি (খ) আমাদের আয়ুষ্কাল  
 (গ) খেলাধুলা (ঘ) কর্মকান্ড  
 ১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতাটি কত চরণ বিশিষ্ট? (জ্ঞান)  
 (ক) ৬ (খ) ৭ ● ৮ (ঘ) ১০  
 ১০৩. প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতাটিতে ঈশ্বরের কাছে কী প্রার্থনা করা হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) সুন্দর বাগান (খ) সংকীর্ণ মন ● সচেতনতা (ঘ) ব্রহ্মলাভ  
 ১০৪. ‘দূতে দৃংঘেহ মা মিত্রস্য চণ্ডা ..... সমীক্ষামহে ॥’ এটা কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋগ্বেদ (খ) সামবেদ ● শুক্লযজুর্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ  
 ১০৫. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় কী আছে? (জ্ঞান)  
 ● ভক্তি (খ) ঘৃণা (গ) অবজ্ঞা (ঘ) ক্ষোভ  
 ১০৬. ‘জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে,’ প্রার্থনামূলক এ পঙ্ক্তিটি কোন কবির লেখা? (প্রয়োগ)  
 ● শৃঙ্খলা (খ) বিশৃঙ্খলা (গ) গম্ভীর (ঘ) বামেলা

১০৭. কীসে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋগ্বেদে (খ) যজুর্বেদে  
 (গ) শ্বেতাস্বতর উপনিষদে (ঘ) মহাভারতে
১০৮. যজুর্বেদ হিন্দুধর্মের কেমন গ্রন্থ? (অনুধাবন)  
 (ক) সাধারণ (খ) ছোট পুস্তিকা (ক) মৌলিক (ঘ) কিতাব
১০৯. যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় কী? (অনুধাবন)  
 (ক) যজ্ঞ ও যজ্ঞপ্রণালি (খ) বিবাহ  
 (গ) খাবার দাবার (ঘ) পড়াশোনা
১১০. যজুর্বেদের কয়টি অংশ আছে? (জ্ঞান)  
 (ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৬ (ঘ) ৮
১১১. যজুর্বেদের মন্ত্র (৩৬/১৮) অনুসারে একে অপরকে কোন দৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) দেবতার দৃষ্টিতে (খ) গুরুর দৃষ্টিতে  
 (গ) ভাইয়ের দৃষ্টিতে (ক) বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে
১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা কোথায় রয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) মানসী (খ) গীতবিতান (গ) বলাকা (ঘ) সোনার তরী
১১৩. প্রধান উপনিষদের সংখ্যা কতটি? (অনুধাবন)  
 (ক) ১০ (খ) ১২ (গ) ২০ (ঘ) ২৫
১১৪. আমরা সকলেই পরস্পরকে কীভাবে দেখব? (অনুধাবন)  
 (ক) বন্ধু (খ) শত্রু  
 (গ) প্রেমিক (ঘ) অপরিচিত
১১৫. আমরা বন্ধুদের কী করব না? (জ্ঞান)  
 (ক) ভালোবাসব (খ) হিংসা (গ) শ্রদ্ধা (ঘ) উপকার
১১৬. ঈশ্বরের কাছে আমরা কী প্রার্থনা করব? (প্রয়োগ)  
 (ক) অমঙ্গল (খ) আশীর্বাদ  
 (গ) শাস্তি (ঘ) নরক
১১৭. সাগর সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। তার এ কর্মকান্ডের দ্বারা সমাজে কী হয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) গোলযোগ (খ) বিশৃঙ্খলা  
 (ক) শান্তি (ঘ) শৃঙ্খলা
১১৮. আমরা নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে কী করতে পারি? (অনুধাবন)  
 (ক) ভিক্ষা (খ) প্রেম (ক) কাজ (ঘ) চুরি
১১৯. সকল বাধাবিঘ্ন ছিন্ন করে আমরা সকল মঙ্গল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে একজনের সাথে মিলিত হতে পারি। তিনি কে? (প্রয়োগ)  
 (ক) বাবা-মা (খ) ভাইবোন  
 (গ) দেবতা (ক) ঈশ্বর
১২০. হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক গ্রন্থ হলো যজুর্বেদ। যজুর্বেদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) সামবেদ (খ) যজ্ঞ (গ) কীর্তন (ঘ) পূজা
১২১. 'চরণপদে মম চিত্ত, নিষ্পন্দিত করো হে।' (অনুধাবন)  
 এই প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতার পরের লাইন কী?  
 (ক) অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে  
 (খ) জাগ্রত কারো, উদ্যত করো নির্ভয় করো হে,  
 (গ) সন্ধান করো সকল ধর্মের তোমার ধর্মের দ্বন্দ্ব  
 (ক) নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. যজুর্বেদের প্রধান বিষয়— (অনুধাবন)  
 i. যজ্ঞ ii. যজ্ঞপ্রণালি  
 iii. চিকিৎসা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২৩. যজুর্বেদের অংশ হলো— (অনুধাবন)  
 i. শুক্ল ii. কৃষ্ণ iii. যজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

১২৪. শুক্ল যজুর্বেদের (৩৬/১৮) মন্ত্র অনুসারে ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানে, শক্তিতে এমনভাবে দৃঢ় করেন যেন আমরা সবার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে পারি। এই বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. শান্তিময় সমাজ  
ii. কল্যাণকর সমাজ  
iii. প্রেমময় সমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii



### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোহিনী প্রতিদিন সকালে উঠে দ্বৈতকার্য সম্পাদন করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

১২৫. রোহিনীর মনে কোন গ্রন্থের জ্ঞান কাজ করছে? (প্রয়োগ)

- (ক) সামবেদ      ● ঋগ্বেদ      (গ) শ্বেতাস্বতর      (ঘ) শুক্ল যজুর্বেদ

১২৬. রোহিনীর ভক্তকর্মের ফলে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. জ্ঞানে ও শক্তিতে দৃঢ় হবে      ii. জীবন হবে শান্তিময়  
iii. জাগতিক ও পারলৌকিক সুখার্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii



### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কবিতা ও সবিতা দুই বোন। কবিতা ঈশ্বরকে জানার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করে। সংসারের কোনো কাজের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার চিন্তা শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। অন্যদিকে সবিতা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি পূজা-পার্বণও করে, যাতে সবাইকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

ক. যজুর্বেদের কয়টি অংশ?

খ. ঈশ্বর সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীটি ব্যাখ্যা কর।

গ. সবিতা কোন বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে? তোমার পঠিত ‘জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর’-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শাস্ত্র অনুযায়ী সবিতাকে জ্ঞানী বলা যায় কি? তোমার পাঠ্যের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর।

▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. যজুর্বেদের দুটি অংশ।

খ. ঈশ্বর সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণীটি হলো- ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

অর্থাৎ জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সকলকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং জীবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. সবিতা অবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে।

‘জ্ঞানী’ শব্দের অর্থ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার সাথে যুক্ত হওয়া। জ্ঞান দুই প্রকার। যথা : বিদ্যা ও অবিদ্যা। এটি আবার পরা ও অপরা বিদ্যা নামেও পরিচিত। বিদ্যাতে ব্রহ্ম সঙ্ক্ষে জ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। অবিদ্যায় জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না এবং ব্রহ্ম বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সবিতা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়নের পাশাপাশি পূজা-পার্বণ করে, যাতে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। অর্থাৎ সবিতা অবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে।

ঘ. শাস্ত্র অনুযায়ী সবিতাকে জ্ঞানী বলা যায় না।

শাস্ত্র অনুযায়ী বলা যায়, যারা সকল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এক আত্মাতেই সম্বৃষ্ট থাকেন তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির মানুষ্যের জন্য, জীবের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন।

পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের সবিতা ধর্মগ্রন্থ পড়ার পাশাপাশি পূজা-পার্বণও করে, যাতে সে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। এখানে সে ভোগবিলাসের বাসনা ত্যাগ করেনি। সে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেছে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেনি। ধর্মশাস্ত্র মতে, যারা আত্মা ও ব্রহ্ম সঙ্ক্ষে জ্ঞানী নয়, তারা প্রকৃত জ্ঞানী নয়। জ্ঞানী হতে হলে ব্রহ্ম বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানী হতে হয়। ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এতে সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। পাশাপাশি জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হলে এবং মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

তাই উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, শাস্ত্র অনুযায়ী সবিতা জ্ঞানী নয়। তার জ্ঞান অবিদ্যা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -২▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে পিয়াল তার দাদুর সাথে রাস্তামাটি বেড়াতে গিয়ে সুউচ্চ পাহাড়, স্বচ্ছ পানির লেক ও বর্ণা এবং উপরে অনন্ত আকাশ দেখে তার মনে এসব সৃষ্টি সম্পর্কে কৌতূহলের জন্ম দেয়। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দাদু তাকে বললেন, “অপূর্ব সুন্দর এই প্রকৃতির একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনিই সর্বত্র বিরাজিত।” তাই দাদু পিয়ালকে কোনো প্রাণীর প্রতিহিংসা না করার উপদেশ দেন। বর্তমানে পিয়াল তার দাদুর উপদেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করে। এখন সে সমাজে অনুসরণীয়।

- ?**
- ঈশ্বরের গুণ কয়টি? ১
  - ‘জীবাাত্রার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই’- ব্যাখ্যা কর। ২
  - সৃষ্টি সম্পর্কে দাদুর বক্তব্য পিয়ালের মধ্যে যে ধারণার জন্ম দেয় তা বর্ণনা কর। ৩
  - ‘পিয়াল ও তার দাদু শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে’-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ঈশ্বরের ছয়টি গুণ।

খ. ‘জীবাাত্রার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই’-এ উক্তিটি যথার্থ।

ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। এ পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনশক্তি আছে। আর এ চেতনাই জীবাাত্রা। এ জীবাাত্রা বা পরমাত্মার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই, এটি নিত্য।

গ. সৃষ্টি সম্পর্কে দাদুর বক্তব্য পিয়ালের মধ্যে যে ধারণার জন্ম দেয় তা হলো ঈশ্বর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।

অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্যগ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। কিন্তু কোনো সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছুই একটি ঐক্য বা শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে। এ ঐক্য ও শৃঙ্খলার কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। উদ্দীপকেও দেখা যায়, পিয়াল তার দাদুর সাথে রাস্তামাটি বেড়াতে গিয়ে সুউচ্চ পাহাড়, স্বচ্ছ পানির লেক ও বর্ণা এবং মাথায় উপরের বিশাল আকাশ দেখে তার মনে এসব সৃষ্টির কৌতূহলের জন্ম নেয়। তখন দাদু বললেন, “অপূর্ব এই প্রকৃতির একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন।” অর্থাৎ সৃষ্টি সম্পর্কে দাদুর বক্তব্য পিয়ালের মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

ঘ. “পিয়াল ও তার দাদু শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে”- এ মন্তব্যটি যথার্থ।

ঈশ্বর আত্মা বা পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে বলা হয় জীবাাত্রা। জীবাাত্রারূপে তিনি মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবকিছুর মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই একজন প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত সব জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন। কারো প্রতি হিংসা করেন না। কারণ জীবের প্রতি হিংসা করলে ঈশ্বরকেই হিংসা করা হয়।

উদ্দীপকেও পিয়ালের দাদু পিয়ালকে কোনো প্রাণীর প্রতি হিংসা না করার উপদেশ দেন। কারণ সব প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন। জীবে প্রেম করার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়।

তাই বর্তমানে পিয়াল তার দাদুর উপদেশ অনুসারে সকল জীবকে একইরূপ ভালোবেসে জীবন পরিচালনা করে। এখন সে সমাজে অনুসরণীয়। তাই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পিয়াল ও তার দাদু শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**প্রশ্ন -৩▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়ীতা ও সুদীপ্ত দুই বান্ধবী। জয়ীতা সকল বিষয় ত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তিনি কেবল জীবের জন্য, মানুষের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন। অন্যদিকে, সুদীপ্তা ঈশ্বরকে পরমাত্মা হিসেবে দেখেন এবং একাগ্রচিত্তে মনের অন্তর্ভুক্ত থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন। এভাবেই দুই বান্ধবী ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করে চলেছেন।

- ?**
- ভক্তের নিকট ঈশ্বর কী? ১
  - ‘দেহের ধ্বংসকেই বলা হয় মৃত্যু’- ব্যাখ্যা কর। ২
  - জয়ীতা যে দৃষ্টিতে ঈশ্বর উপলব্ধি করেন তা আলোচনা কর। ৩
  - ‘সুদীপ্তার নিকট পরমাত্মাই ঈশ্বর’- বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান।

- খ. জীবাত্মা বা পরমাত্মার ধ্বংস নেই, তাই দেহের ধ্বংস হলেই তাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। এ পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা বা পরমাত্মা। এ জীবাত্মা বা পরমাত্মার ধ্বংস নেই। কেবল দেহ ধ্বংস হয়। দেহের এ ধ্বংসকে বলা হয় মৃত্যু।
- গ. উদ্দীপকের জয়ীতা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন।  
ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন তিনিই জ্ঞানী। ধর্মপালন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য গীতায় বিভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। যারা সকল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং আত্মাতেই সম্ভূত থাকেন তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির মানুষের জন্য, জীবের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন।  
উদ্দীপকের জয়ীতা সকল বিষয় বাসনা ত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সে জীবের জন্য, মানুষের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন। অর্থাৎ জয়ীতা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন।
- ঘ. ‘সুদীপ্তার নিকট পরমাত্মাই ঈশ্বর’- জ্ঞানী যোগী এবং ভক্ত ঈশ্বরকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করেছেন।  
জ্ঞানী জ্ঞানের দৃষ্টিতে, যোগী যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এবং ভক্ত ভক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।  
উদ্দীপকে সুদীপ্তা যোগীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন।  
যাঁরা একাত্মতা সহকারে মনের অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন, সকল কামনা-বাসনা দূর করে দিতে চেষ্টা করেন তাদেরকে যোগী বলা হয়। এদের কাছে ঈশ্বরকে লাভ করা মুখ্য কাজ। যোগীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই যোগীর কাছে জীবও ঈশ্বর। মহাযোগী ও জ্ঞানী ‘স্বামী বিবেকানন্দ এ মহাবিশ্বের সকল কিছুই বহুরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে অমর বাণী প্রচার করেছেন, “জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”  
পরিশেষে বলা যায়, সুদীপ্তা পরমাত্মা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন যোগীর দৃষ্টিতে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অর্ধ ও তার বন্ধু নিখিল কল্লবাজারের সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়েছিল। কল্লবাজারের অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল অর্ধ কল্লবাজারের। সাগরের জল, আকাশের বিচিত্র রূপ, পড়ন্ত বিকালের সূর্যের আভা, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দেখে অর্ধ ভাবে এ সবকিছুর একজন নিয়ন্ত্রক আছেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। (পাঠ-১)



- ক. ‘ঈশ্বর’ শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি কেন? ২  
গ. অর্ধ প্রকৃতির যে রূপ দেখে মুগ্ধ হলো তার নিয়ন্ত্রক কে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ‘তিনি এক ও অদ্বিতীয়’- উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত দাও। ৪

### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু।  
খ. ঈশ্বরকে আমরা সর্বশক্তিমান হিসেবে ভক্তি ও প্রার্থনা করি।  
সর্বশক্তিমান বা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি এবং প্রার্থনা করি। তিনি সকল কর্মের কর্তা এবং ফলদাতা। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বব্যাপী। এ কারণে আমরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করি।  
গ. অর্ধ প্রকৃতির যে রূপ দেখে মুগ্ধ হলো তার নিয়ন্ত্রক ঈশ্বর।  
চিত্র-১ কত বিচিত্রতা ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশে। অনন্ত আকাশ, সুউচ্চ পাহাড়, নদনদী, ঋতুচক্রের আবর্তন, দিন-রাত্রির পালাবদল, গ্রহদের আপন কক্ষপথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবর্তিত হওয়া এ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলা। কোথাও নেই কোনো সংঘাত। ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেই সুচারুভাবে চলছে এ মহাবিশ্ব। আমরা প্রকৃতির যে, রূপ দেখি তা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।  
উদ্দীপকেও দেখা যায়, অর্ধ কল্লবাজারে সমুদ্রসৈকতে গিয়েছিল। সেখানকার অনিন্দ্য সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ দেখে মুগ্ধ হয় অর্ধ। প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ সে উপলব্ধি করে এবং ভাবে যে, এসব কিছুর একজন নিয়ন্ত্রক আছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির যে রূপ তার নিয়ন্ত্রক ঈশ্বর।  
ঘ. ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়- উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।  
ঈশ্বর এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। এ সৃষ্টি তাঁর লীলার প্রকাশ। দেব-দেবীরা তাঁরই গণ বা শক্তির প্রতিভূ।  
পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মাঝে রয়েছে শৃঙ্খলা। একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক না থাকলে এ মহাবিশ্বে শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। আবার একাধিক ঈশ্বর থাকলে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হতো না। এ উপলব্ধিটি উদ্দীপকের অর্থের মধ্যে দেখা দেয়।  
উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রাণী ও অপ্রাণী যেকোনো বিষয় বা পদার্থ যে স্থান থেকে জন্মালাভ করে, মৃত্যু বা ধ্বংসের মাধ্যমে যাঁর কাছে ফিরে আসে, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।  
উপরিউক্ত আলোচনা মাধ্যমে বলা যায়, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

### প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র-১



চিত্র-২

?

- ক. চিত্র-১ কীসের প্রতীক? ১  
 খ. ঋষিরা ঈশ্বরকে কীভাবে উপলব্ধি করেন? ২  
 গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ তোমার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. 'ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না উপলব্ধি করি মাত্র'- উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. চিত্র-১ ব্রহ্মের প্রতীক।  
 খ. ঋষিরা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, ভগবান, জীবাত্মারূপে উপলব্ধি করেন।  
 গ. উদ্ভীপকে উলি-খিত চিত্র-১ নিরাকার ব্রহ্মের রূপ বা প্রতীক এবং চিত্র-২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ।  
 চিত্র-১ নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা ওঁ শব্দটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম মানে বৃহৎ। কোনো কোনো ঋষি আবার ব্রহ্মকেই আনন্দস্বরূপ বলেছেন। আর এ ব্রহ্মই পরমাত্মা।  
 চিত্র-২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের, সকল কাজের প্রভুত্বকারী। পৃথিবীতে অনৈতিক ও পাপ কাজ বেড়ে গেলে ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন, দুষ্টকে দমন করেন, নীতিবানদের রক্ষা করেন। অর্থাৎ উদ্ভীপকে চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর মধ্যে আমরা উপরোল্লিখিত বিষয়ই দেখতে পাই।  
 ঘ. 'ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না উপলব্ধি করি মাত্র'- উক্তিটি সম্পূর্ণ সঠিক।  
 কেননা ঈশ্বর নিরাকার। এ নিরাকার ঈশ্বর সর্বজীবের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করে তার লীলা প্রকাশ করছেন। উদ্ভীপকের চিত্র দুটিতেও তাই বোঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিটি ঘটনার পিছনে একটি বৃহৎ কারণ আছে। এর কারণ খুঁজতে গেলে আমরা অনেক বিষয় উপস্থাপন করতে পারি। মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি অসীম কারণ বিদ্যমান, আর এ কারণের ব্যাখ্যা হলো নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।  
 পৃথিবীর সবকিছুর মূলে সৃষ্টিকর্তা। প্রাণী, অপ্রাণী, জীব, জড়, সবকিছুর মূল তিনিই। ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন। গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য নির্দিষ্ট গতিপথ পরিভ্রমণ করে তাঁর নির্দেশে। এ গতিপথ তার অসীম জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর সবকিছু একটি শৃঙ্খলার পরিমন্ডলে আবদ্ধ রেখেছেন। তিনি অদৃশ্য থেকে আমাদের মঙ্গল করেন, সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।  
 আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু জীবদেহের সচলতার মাধ্যমে আমরা তাঁকে অনুভব করি।

### প্রশ্ন -৬৬ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নরেন একজন নির্দয় মানুষ। কোনো মানুষের কষ্ট তাকে নাড়া দিত না। একদিন এক যোগী তাকে ঈশ্বর সম্পর্কে বলেন। তিনি আরও বলেন, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বর খুশি হন। এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো করলে জীবসেবা করা হয়। আর জীবসেবা করলে ঈশ্বর সেবা করা হয়। তাই জীবকে দয়া করতে হবে। তারপর থেকে নরেনের প্রতিটি জীবের প্রতি অকৃত্রিম মায়া সৃষ্টি হয়। (পাঠ- ৪)

?

- ক. যোগী কারা? ১  
 খ. ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ কেমন? ২  
 গ. উদ্ভীপকে নরেনকে যোগী কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করছেন? ৩  
 ঘ. নরেনের কীভাবে জীবের প্রতি মায়া সৃষ্টি হলো আলোচনা কর। ৪

### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. সকল কামনা-বাসনা দূর করে একাগ্রতা সহকারে যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন তাদেরকে যোগী বলা হয়।  
 খ. ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর ভগবান।  
 যারা সংসারের বিষয় ও বৈষয়িক কর্মের মধ্যে থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তরা সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেভাবেই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করে থাকেন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। তিনি সাকার, তিনি রসময়, আনন্দময় ও গুণময়।  
 গ. উদ্ভীপকে নরেনকে যোগী 'আত্মাই ঈশ্বর' বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।  
 কেননা আত্মরূপে ঈশ্বর মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সবকিছুর মধ্যে অবস্থান করেন। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর আত্মরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

উদ্দীপকের নরেনের এ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে সে সৃষ্টি জীবের প্রতি নির্দয় ছিল। যখন যোগী তাকে আত্মাই ঈশ্বর এবং জীবে দয়া করলে ঈশ্বরকে দয়া করা হয়; তখন নরেন সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়াশীল হয়। ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা। প্রাণিদেহে পরমাত্মা জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। প্রাণিদেহে ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণে কোনো জীব বা প্রাণী কষ্ট পেলে ঈশ্বর কষ্ট পান। জীব অভুক্ত থাকলে ঈশ্বরও অভুক্ত থাকেন, জীবের দুঃখ ঈশ্বরকে মর্মান্বিত করে। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকে নরেনকে যোগী ‘আত্মাই ঈশ্বর’ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন।

ঘ. ‘আত্মাই ঈশ্বর’ যোগীর কাছে নরেন এ কথা জানতে পেরে জীবের প্রতি মায়া সৃষ্টি হলো। ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন তিনিই জ্ঞানী।

উদ্দীপকের নরেন ছিল নির্দয় মনের অধিকারী। জীবের প্রতি তার কোনো করুণা বা মমতা ছিল না। যোগীর কাছ থেকে সে জানতে পারে ঈশ্বর জীবের মধ্যে থাকেন। তিনি পরমাত্মা, পরম ব্রহ্ম, সমস্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। আর এ মহান সৃষ্টিকর্তা জীবের মধ্যে বাস করেন। তাই জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বর কষ্ট পাবেন। ঈশ্বরকে খুঁজলে জীবের মধ্যে পাওয়া যাবে। যোগীর কাছ থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে নরেনের জীবের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। এ পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করে, বলেই জীবের চেতনাশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা, জীবাত্মার ধ্বংস নেই। কেবল দেহের ধ্বংস হয়। আর দেহের এ ধ্বংসকেই বলা হয় মৃত্যু।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মই ঈশ্বর, ভগবান এবং জীবাত্মা। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

#### প্রশ্ন-৭১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হিন্দুধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের মূলে রয়েছে ঈশ্বর। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। এ ধর্ম মতে জীবের সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা। শুধু মানুষের সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়- সকল জীবের কল্যাণেই এ ধর্মের মূলকথা। যা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয়।

[বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী]

- ক. ‘সনাতন’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. “ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়”- সনাতন ধর্ম মতে কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কীভাবে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়?  
তোমার ব্যক্তিগত জীবনের আলোকে বিষয়টি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. “শুধু মানুষের নয়, সকল জীবের কল্যাণসাধনই  
হিন্দুধর্মের মূলকথা”-বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. সনাতন শব্দের অর্থ হচ্ছে চিরন্তন- যা ছিল, আছে এবং থাকবে।
- খ. ঈশ্বরের সমান দ্বিতীয় আর কেউ নেই, তাই ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।  
ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকল জীব ও বস্তুর পরিচালক। তিনি জ্যোতির্ময় নিরাকার, সর্বব্যাপী, মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল গুণের আধার। তার আদি অন্ত নেই। সকল কিছুতেই রয়েছে তিনি। তাই সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।
- গ. জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।  
জীবের সেবা করা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে পরিচিত। ঈশ্বর জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

“বহুরূপে সম্মুখে তোমারে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর  
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

আমি সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। তাই আমিও জীবসেবার প্রতি উৎসাহী। কারণ, জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজিত। জীব বিনাশ করার চেয়ে জীবন রক্ষা করা বড় ধর্ম। আমি বিশ্বাস করি ‘যত্র জীব তত্র শিব’। অর্থাৎ, যেখানে জীব সেখানেই শিব ঈশ্বর। পথে ঘাটে কোথাও দুষ্ট ছেলেরা পশুপাখির বাচ্চা নিয়ে খেলা করতে দেখলে আমি সেগুলো তাদের মায়ের কাছে রেখে আসার পরামর্শ দিই।

উদ্দীপকে শুধু মানুষ নয় হিন্দুধর্মে, সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জীবের ভেতর ঈশ্বর আছেন, তাই জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করা পবিত্র কাজ বলে আমি মনে করি। এ জ্ঞান থেকে আসে অহিংসা, আসে জীবের প্রতি ভালোবাসা। কারণ, জীব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। তাই আমি মনে করি ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকেই সেবা করা হয়।

- ঘ. “শুধু মানুষের নয়, সকল জীবের কল্যাণ সাধনই হিন্দুধর্মের মূল কথা”- এ মন্তব্যটি যথার্থ।  
ঈশ্বর আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী। সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন। ঈশ্বরকে সেবা করতে হলে জীবকে সেবা করতে হয়, জীবকে ভালোবাসতে হয়। জীবের সেবা করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। তাই বলা হয়েছে ‘যত্র জীব তত্র শিব’। শিব মানেই হলো ঈশ্বর। এখানে জীব বলতে শুধু মানুষ নয় সকল জীবকে বোঝানো হয়েছে। এ বোধ থেকে জাগ্রত হয় অন্যের প্রতি ভালোবাসা।

কারণ জীব মাত্রই মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মেও প্রতিহিংসা, জীবহত্যা, চুরি না করা, মিথ্যা বলা, অপরাধ করা পাপ। তাছাড়া অন্য ধর্মের মতে হিন্দুধর্মেও সরলতা, শিষ্টাচার ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর নিরাকার, তবে প্রকৃতির সাধনায় ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান, তখন তিনি সাকার।  
উপরিউক্ত “শুধু মানুষ নয়, সকল জীবের কল্যাণ সাধনই হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-৮** শুভ একাগ্রতা সহকারে মনের অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে ও সকল কামনা-বাসনা দূর করার চেষ্টা করে। তার মুখ্য কাজই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ। সে মনে করে ঈশ্বরই পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই সে মনে করে জীবও ঈশ্বর।

- ক. ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’ এটি কার বাণী? ১  
খ. জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর কেমন? ২  
গ. সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে শুভকে আমরা কী বলে আখ্যায়িত করব? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. জীব ও ঈশ্বর-শুভের এ ভাবনার সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

**প্রশ্ন-৯** তমাল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ে জানতে পারে জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসেবা করা যায়। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। জীবপ্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

- ক. ‘অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে’-এটি কার কবিতার পঙ্ক্তি? ১  
খ. শ্বেতাস্বতর উপনিষদ সম্পর্কে লিখ। ২  
গ. হিন্দুধর্মের গ্রন্থ পড়ে তমাল কীভাবে জীবসেবায় উদ্বুদ্ধ হবে-ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান—উদ্দীপকের এ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪



## অনুশীলনের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ শূন্যস্থান পূরণ

//

- এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কারণ —।
- ঈশ্বর শব্দের অর্থ —।
- ভক্তের নিকট ঈশ্বর —।
- যোগীদের মুখ্য উদ্দেশ্য —।

উত্তর : ১. ঈশ্বর; ২. প্রভু; ৩. ভগবান; ৪. ঈশ্বরলাভ।

### ■ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর

//

| বাম পাশ                           | ডান পাশ                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ১. ঈশ্বর যখন নিরাকার              | তিনি স্বয়ম্ভু।                         |
| ২. ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ                 | ব্রহ্মেরই আনন্দ।                        |
| ৩. ব্রহ্মের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, | সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও বস্তুর স্রষ্টা। |
| ৪. আমাদের আনন্দ                   | ব্রহ্মারই সৃষ্টি।<br>তখন তিনি ব্রহ্ম।   |

উত্তর :

- ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন তিনি ব্রহ্ম।
- ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও বস্তুর স্রষ্টা।
- ব্রহ্মের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, তিনি স্বয়ম্ভু।
- আমাদের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ।

### ■ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও

//

**প্রশ্ন ১ ১ ১** ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করছেন। তিনি সর্বব্যাপী। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাই ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

**প্রশ্ন ২ ২ ২** আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কেন?

উত্তর : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মনের বাসনা পূরণ করেন। আমরা চিরশান্তি বা মোক্ষলাভের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করি।

**প্রশ্ন ৩ ৩ ৩** পরমাত্মা বলতে কী বোঝায়?



উত্তর : পরমাত্মা হলো ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আরেক নাম। একে জীবাত্মাও বলা হয়। পরমাত্মা প্রতিটি জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাক্রিয়া আছে। এই চেতনাই হলো পরমাত্মা। এ জীবাত্মা বা পরমাত্মার ধ্বংস নেই। এ পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ, অনন্ত, অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী।

প্রশ্ন ২৪ ৥ ঈশ্বরকে অবতার বলা হয় কখন?

উত্তর : ঈশ্বর যখন দুষ্টির দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলে। যেমন : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন ও রাম প্রভৃতি।

প্রশ্ন ২৫ ৥ ঈশ্বর কখন ব্রহ্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন?

উত্তর : ঈশ্বর শব্দের অর্থ প্রভু। অর্থাৎ সব জীবের সব কাজের প্রভুত্বকারী হলেন ঈশ্বর। ব্রহ্ম যখন জীবের উপর প্রভুত্ব করেন এবং জীবকুলের সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বরকে যখন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও বস্তুর স্রষ্টা বলে ভাবা হয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে।

❑ নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও //

প্রশ্ন ১ ৥ ঈশ্বরকে ভগবান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করি এবং ভালোবাসি। তিনিও আমাদের ভালোবাসেন, দয়া করেন। আমাদের কোনোকিছুর সমস্যা বা অভাব হলে তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত হন। কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, শুধু উপলব্ধি করে ভক্তি করি। ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ভক্তের কাছে ভগবান আনন্দময়। 'ভগ' শব্দটির অর্থ ঐশ্বর্য বা গুণ। ঈশ্বরের ছয়টি গুণ- ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এ কারণে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেন ও লীলা করেন। তাই, ঈশ্বর যখন ভক্তদের কৃপা করেন তাদের দুঃখ দূর করে তাদের মঙ্গল করেন তখন তাঁকে ভগবান বলা হয়।

প্রশ্ন ২ ৥ ঈশ্বরের আত্মরূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আত্মার আরেক নাম পরমাত্মা বা জীবাত্মা। ঈশ্বর জীবের মাঝে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাক্রিয়া আছে। জীব বেঁচে থাকে। এ চেতনাই হলো আত্মা। আত্মার কোনো ধ্বংস বা বিনাশ নেই। তিনি এক দেহ থেকে আরেক দেহ ধারণ করেন। যে দেহ ত্যাগ করেন, সেই দেহের মৃত্যু ঘটে আর নতুন দেহের জন্ম ঘটে। ঈশ্বর আত্মরূপে জীবের মাঝে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ৩ ৥ ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যারা সংসারধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তরা সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বর ভগবান। তিনি সাকার, রসময়, আনন্দময় এবং গুণময়। কখনো কখনো ভগবান ভক্তের সেবা করেন এবং ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তও ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। নিজের সব কাজকে ভগবানের কাজ হিসেবে সম্পাদন করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের মনে নিবিড় ও গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে।

প্রশ্ন ৪ ৥ পাঠ্যে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনাটি লেখ এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনাটি নিম্নরূপ :

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—  
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥  
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।  
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥  
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।  
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমায় ছন্দ ॥  
চরণপদে মম চিত্ত, নিষ্পন্দিত করো হে।  
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে ॥

ব্যাখ্যা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ কবিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রার্থনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজেও যেন তেমন শৃঙ্খলা থাকে। আমরা যেন নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে সকল কাজ করতে পারি এবং বিশ্বের সব জীবের মঙ্গলসাধন করতে পারি। সব বাধাবিঘ্ন ছিন্ন করে আমরা সব মঙ্গল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মঙ্গল করেন এবং আনন্দে রাখেন।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



❑ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ কে ভক্তের ডাকে সাড়া দেন?

উত্তর : ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেন।

প্রশ্ন ২ ৥ ভগবানের যে ছয়টি গুণ রয়েছে তা কী কী?

উত্তর : ভগবানের যে ছয়টি গুণ গুণ রয়েছে তা হলো- ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

প্রশ্ন ৩ ৥ এ বিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ৪ ॥ জীবের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন কে?

উত্তর : জীবের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন ঈশ্বর ।

প্রশ্ন ৫ ॥ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক কে?

উত্তর : সবকিছুর নিয়ন্ত্রক একমাত্র ঈশ্বর ।

প্রশ্ন ৬ ॥ ভক্তের নিকট ভগবান কেমন?

উত্তর : ভক্তের নিকট ভগবান সাকার, আনন্দময় ও সর্বশক্তিমান ।

প্রশ্ন ৭ ॥ ব্রহ্মকে কখন ঈশ্বর বলা হয়?

উত্তর : ব্রহ্ম যখন জীবের উপর প্রভুত্ব করেন এবং জীবকুলের সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয় ।

প্রশ্ন ৮ ॥ ঈশ্বর ভক্তের কাছে কীভাবে আবির্ভূত হন?

উত্তর : ঈশ্বর ভক্তের কাছে ভগবানরূপে আবির্ভূত হন ।

প্রশ্ন ৯ ॥ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে কোন কাজের ফল কেমন?

উত্তর : ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ভালো কাজের ফল শুভ এবং মন্দ কাজের ফল অশুভ ।

প্রশ্ন ১০ ॥ ‘ভগ’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ‘ভগ’ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য বা গুণ ।

প্রশ্ন ১১ ॥ ঋষিরা ‘ওঁ’ প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন কেন?

উত্তর : নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা ‘ওঁ’- প্রতীকী শব্দটি ব্যবহার করেছেন ।

প্রশ্ন ১২ ॥ অবতার কাকে বলে?

উত্তর : ঈশ্বর যখন দুষ্টির দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলে ।

প্রশ্ন ১৩ ॥ জ্ঞানী শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : জ্ঞানী শব্দের অর্থ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য যুক্ত হওয়া ।

প্রশ্ন ১৪ ॥ বিবেকানন্দ ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : বিবেকানন্দ ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।

প্রশ্ন ১৫ ॥ জ্ঞানী কে?

উত্তর : যাঁরা সকল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং ব্রহ্মেই সম্বৃষ্ট থাকেন, তাদের জ্ঞানী বলা হয় ।

প্রশ্ন ১৬ ॥ শ্বেতাস্বতর কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : শ্বেতাস্বতর উপনিষদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ।

প্রশ্ন ১৭ ॥ ভক্তরা কীভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন?

উত্তর : ভক্তরা সর্বজীবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন ।

প্রশ্ন ১৮ ॥ ভক্ত কারা?

উত্তর : সংসারের যাবতীয় কাজের মধ্য থেকে যারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করে তারাই ভক্ত ।

## ■ অনুধাবনমূলক

//

প্রশ্ন ১ ॥ ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয় কেন?

উত্তর : ঈশ্বর মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন । সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা, পালনকর্তা, পৃথিবীর সবকিছু তাঁর আদেশে হয় । এজন্য তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয় ।

প্রশ্ন ২ ॥ ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয় কখন?

উত্তর : ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন তিনি ব্রহ্ম । অর্থাৎ যখন তাঁর কোনো রূপ কল্পনা করা হয় না । সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় । তাই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয় ।

প্রশ্ন ৩ ॥ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর কেমন?

উত্তর : যাঁরা সকল বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং আত্মাতেই সম্বৃষ্ট থাকেন তাঁদের জ্ঞানী বলা হয় । জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম- যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন । জ্ঞানী ব্যক্তির মানুষ্যের জন্য, জীবের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন । জ্ঞান অর্থ জানা, যোগ অর্থ যুক্ত হওয়া । জ্ঞানী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার সাথে যুক্ত হওয়া ।

প্রশ্ন ৪ ॥ ‘সবকিছুর আদি কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক’ ব্যাখ্যা কর ।

উত্তর : ‘সবকিছুর আদি কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক’-এ মন্তব্যটি যথার্থ । অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে । এ সকল গ্রহ-নক্ষত্র ও উপগ্রহসমূহ নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে, কারণ সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না । সবকিছুই একটি গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে । এ সবকিছুর আদি কারণ ঈশ্বর এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক । অন্যথায় এ মহাবিশ্বের সবকিছু যথানিয়মে আবর্তিত হতো না ।

প্রশ্ন ৫ ॥ ঈশ্বরের রূপভেদের কারণ কী?

উত্তর : নিরাকার ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে, নিজের আনন্দের জন্য নিজেকে নানা রূপে রূপায়িত করেন ।

ঈশ্বরই অবতার, তিনি যখন দুষ্টির দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন তাঁকে অবতার বলে ।

আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে । অবতার বা দেব-দেবী ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ ।

প্রশ্ন ৬ ॥ প্রার্থনায় কী বলা হয়েছে?

উত্তর : হে ঈশ্বর, আমাদের এমন দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাদের বন্ধুর চোখে দেখে। আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি। আমরা সকলেই যেন পরস্পরকে বন্ধুর চোখে দেখি।

প্রশ্ন ৭ ॥ আমরা ঈশ্বরের কাছে কী চাই?

উত্তর : ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নির্ভীকতার জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজে যেন থাকে সেই শৃঙ্খলা। সকল বাধাবিঘ্ন ছিন্ন করে আমরা সকল মঙ্গল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মঙ্গল করেন এবং আনন্দে রাখেন।

১. সংহিতা মানে-

- (ক) গান (খ) যজ্ঞ (গ) সংগ্রহ (ঘ) সমীপে

২. বেদাঙ্গের অঙ্গ নয় কোনটি?

- (ক) কল্প (খ) অলংকার (গ) শিক্ষা (ঘ) নিরুক্ত

৩. ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতারা পৃথিবীতে-

- i. আসেন না ii. অবস্থান করেন

iii. আসেন কিন্তু থাকেন না

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমা দীর্ঘদিন যাবৎ বাতের ব্যাথায় ভুগছিল। অনেক চিকিৎসার পরও উপশম হচ্ছে না বিধায় সে জগৎপুর গ্রামের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক জিতেনবাবুর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় ছয়মাস চিকিৎসার পর সীমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

৪. জিতেনবাবুর চিকিৎসাপদ্ধতি কোন বেদের অন্তর্গত?

- (ক) ঋগ্বেদ (খ) সামবেদ (গ) যজুর্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ

৫. ধর্ম ও জীবনাচরণে উক্ত বেদের ভূমিকা হচ্ছে-

- i. অনাবৃষ্টি রোধ  
ii. ব্যাধি নিরাময়  
iii. শান্তি ও শুভকর্মের মন্ত্রাদির নির্দেশনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৬. যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় কী?

- (ক) যজ্ঞ (খ) মুক্তি (গ) সাধনা (ঘ) শক্তি

৭. 'ঋক্' শব্দের অর্থ কী?

- (ক) গান (খ) কবিতা (গ) স্তুতি (ঘ) মন্ত্র

৮. হিন্দুধর্মের মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত?

- (ক) বেদ (খ) রামায়ণ (গ) মহাভারত (ঘ) উপনিষদ

৯. "ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে ব্রাহ্মণ হবেন এমনটি নয়"- কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে?

- (ক) রামায়ণে (খ) শ্রী শ্রী চন্দীতে  
(গ) উপনিষদে (ঘ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিমল বেদের একটি খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে জ্যামিতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে।

১০. বিমল বেদের কোন খন্ড অনুশীলন করে?

- (ক) যজুর্বেদ (খ) সামবেদ (গ) অথর্ববেদ (ঘ) ঋগ্বেদ

১১. বেদের উক্ত খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে-

- i. ঋতু সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন সম্ভব  
ii. বেদি নির্মাণ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন সম্ভব  
iii. সংগীত সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন সম্ভব

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণপ্রথার প্রচলন হয় কীসের ভিত্তিতে?  
 ● কাজের (খ) প্রথার (গ) জন্মের (ঘ) বংশের
১৩. আরণ্যক ও উপনিষদ কীসের অংশ?  
 (ক) ব্যাকরণের (খ) মন্ত্রের (গ) হৃদয়ের ● ব্রাহ্মণের
১৪. যজ্ঞ ও যজ্ঞপ্রণালি কোন বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয়?  
 (ক) ঋগ্বেদের (খ) সামবেদের ● যজুর্বেদের (ঘ) অথর্ববেদের
১৫. 'বেদ' মানে কী?  
 (ক) ধর্ম ● জ্ঞান (গ) শিক্ষা (ঘ) যজ্ঞ
১৬. গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে কী বলা হয়?  
 ● ধ্যান (খ) উপাসনা (গ) আরাধনা (ঘ) যোগসাধনা
১৭. কী অনুশীলন করে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে?  
 (ক) জ্ঞানযোগ (খ) ভক্তিযোগ ● কর্মযোগ (ঘ) যোগসাধনা
১৮. ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোনটি মিলন সেতু?  
 ● ভক্তি (খ) সাধনা (গ) অঞ্জলি (ঘ) প্রার্থনা
১৯. আবীরবাবু কখনো নিষ্ঠুর আচরণ করে না, তিনি কাউকে হিংসা করেন না। মনুসংহিতা অনুসারে তিনি কী লাভ করতে পারেন?  
 (ক) স্বর্গলাভ (খ) ধনসম্পদ লাভ ● মোক্ষলাভ (ঘ) অমরত্বলাভ
২০. ভক্ত ও ভগবানের মিলন সেতু কী?  
 (ক) প্রীতি ● ভক্তি (গ) শ্রদ্ধা (ঘ) ভালোবাসা
২১. বেদ পাঠ করলে জানা যায়—  
 i. সৃষ্টি সম্পর্কে ii. জীবন সম্পর্কে  
 iii. জীবনপ্রকৃতি সম্পর্কে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 গ্রামে একবার ভূমি জরিপ করতে লোকজন আসে এবং তারা জমির নকশা আয়ত ও বর্গাকারে জমির পরিমাপ করে।
২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমির পরিমাপ প্রাচীন কোন গ্রন্থে বর্ণিত? (প্রয়োগ)  
 (ক) সামবেদ ● যজুর্বেদ (গ) ঋগ্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ
২৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত আয়তবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়—  
 i. জ্যামিতিতে ii. পদার্থে iii. রসায়নে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii
২৪. কোন গ্রন্থে কর্মকে যজ্ঞ বলা হয়েছে?  
 (ক) বেদ (খ) মহাভারত (গ) রামায়ণ ● গীতা
২৫. বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়, কারণ বেদ হচ্ছে—  
 ● ঈশ্বরের বাণী (খ) ঋষিদের বাণী  
 (গ) দেবতাদের বাণী (ঘ) ব্রহ্মর্ষিদের বাণী
২৬. কোন গ্রন্থকে উপনিষদের সারকথা বলা হয়েছে?  
 (ক) বেদ (খ) গীতা ● চন্দী (ঘ) ভগবত



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



পাঠ-১-৩ : বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়, চতুর্বেদের বিষয়বস্তু ও ধর্মাচরণে চতুর্বেদের প্রভাব



### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৭. হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)  
 ● বেদ (খ) গীতা (গ) রামায়ণ (ঘ) মহাভারত
২৮. বেদ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) বিজ্ঞানীর আবিষ্কার (খ) ব্রাহ্মণের আবিষ্কার  
 ● ঋষিদের ধ্যান পাওয়া পবিত্র জ্ঞান (ঘ) বিশ্ব সমাদৃত সাহিত্য
২৯. বেদের অপর নাম কী? (জ্ঞান)  
 (ক) সাম (খ) গান ● সংহিতা (ঘ) অথর্ব

৩০. অলোকা মন্দিরে গিয়ে দেখল পুরোহিত যজ্ঞের সামনে দাতাদের স্তুতি মন্ত্রগুলো গানের সুরে গেয়ে পূজা শুরু করেন। পুরোহিত কোন দেবতার পূজা শুরু করেন? (প্রয়োগ)  
 (ক) বরুণ (খ) উষা (গ) অগ্নি (ঘ) ইন্দ্র
৩১. জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব হয় কোথা থেকে? (জ্ঞান)  
 (ক) বেদি নির্মাণ কৌশল থেকে (খ) যজ্ঞ থেকে  
 (গ) ধ্যান থেকে (ঘ) বেদ রচনা থেকে
৩২. কীভাবে ঋষিরা দেবতাদের আহ্বান করতেন? (অনুধাবন)  
 (ক) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে (খ) আগরবাতি জ্বালিয়ে  
 (গ) যজ্ঞের মাধ্যমে (ঘ) ধ্যানস্থ হয়ে
৩৩. বেদকে ছন্দস বলা হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) ছন্দবদ্ধ রচনা বলে (খ) ছন্দা রচনা করেছেন বলে  
 (গ) মধুছন্দা পাঠ করেন বলে (ঘ) ছন্দে পাঠ করা হয় বলে
৩৪. 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম' কে বলেছেন? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋষি মনু (খ) দেবর্ষি বশিষ্ঠ  
 (গ) ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র (ঘ) রাজর্ষি জনক
৩৫. 'আরণ্যক'-এর বিষয়বস্তু কী? (অনুধাবন)  
 (ক) ন্যায়দর্শন (খ) নীতিশাস্ত্র (গ) তর্কশাস্ত্র (ঘ) ধর্মদর্শন
৩৬. কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বেদব্যাস বলা হয় কেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) বেদ লিখেছেন বলে (খ) বেদপাঠ করেন বলে  
 (গ) বেদ মুখস্থ করেছেন বলে (ঘ) বেদ বিভক্ত করেছেন বলে
৩৭. বেদাঙ্গ বলতে নিচের কোন বাক্যটি বোঝায়? (অনুধাবন)  
 (ক) বেদের আদ্যান্ত (খ) বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থ  
 (গ) বেদের বিভাজন (ঘ) বেদের সূত্রাবলি
৩৮. ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া যায় কীভাবে? (অনুধাবন)  
 (ক) প্রার্থনার মাধ্যমে (খ) অঞ্জলির মাধ্যমে  
 (গ) ধ্যানের মাধ্যমে (ঘ) গভীর সাধনার মাধ্যমে
৩৯. 'ঐতরেয়, কঠ, কেন, ছান্দোগ্য'-এগুলোকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) পুরাণ (খ) উপনিষদ (গ) মহাভারত (ঘ) বেদ
৪০. বেদকে কেন বিভক্ত করা হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্যাখ্যা করার জন্য (খ) সহজে আলোচনার জন্য  
 (গ) সুবিন্যস্ত করার জন্য (ঘ) সহজে পাঠদানের জন্য
৪১. 'গীতা' কোন ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ? (জ্ঞান)  
 (ক) রামায়ণ (খ) মহাভারত (গ) বেদ (ঘ) উপনিষদ
৪২. বেদাঙ্গর বিষয়বস্তু কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) সূত্রাকার (খ) গল্পাকার (গ) অনুচ্ছেদকার (ঘ) মাত্রাবৃত্ত
৪৩. বেদাঙ্গের 'শিক্ষা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) বাক্যতত্ত্ব (গ) শব্দতত্ত্ব (ঘ) বেদতত্ত্ব
৪৪. গীতায় কর্মকে কী বলা হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) যজ্ঞ (খ) কাজ (গ) সাধনা (ঘ) দায়িত্ব
৪৫. ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য। আর এ সাহিত্যের মূলভিত্তি কোন ধর্মগ্রন্থ? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) বেদ (খ) পুরাণ (গ) রামায়ণ (ঘ) চন্দ্র
৪৬. বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি, অর্থ ও অর্থান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে নিচের কোন বেদাঙ্গে? (জ্ঞান)  
 (ক) নিরুক্ত (খ) শিক্ষা (গ) ব্যাকরণ (ঘ) ছন্দ
৪৭. বেদের মন্ত্র যথাযথ আবৃত্তির জন্য বেদাঙ্গের কোন অঙ্গটির জ্ঞান অপরিসীম? (অনুধাবন)  
 (ক) শিক্ষা (খ) কল্প (গ) ব্যাকরণ (ঘ) ছন্দ
৪৮. বেদের জ্ঞানকে কীভাবে উপলব্ধি করতে হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (খ) তপস্যার মধ্য দিয়ে  
 (গ) ভেদজ্ঞানের দ্বারা (ঘ) শিক্ষানবিস হয়ে
৪৯. সংহিতা শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 (ক) সংগ্রহ (খ) পান্ডুলিপি (গ) সমবেদনা (ঘ) আনন্দ
৫০. সংহিতা কয় ভাগ? (জ্ঞান)

- ক ৩ ● ৪ গ ৫ ঘ ৬  
৫১. বেদের অংশ কয়টি? (জ্ঞান)
- ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫  
৫২. আরণ্যক ও উপনিষদ কীসের অংশ? (জ্ঞান)
- ব্রাহ্মণ খ রামায়ণ গ গীতা ঘ পুরাণ  
৫৩. জ্ঞানের মূল অংশ কোথায় বিধৃত? (জ্ঞান)
- ক সামবেদে ● উপনিষদে গ অথর্ববেদে ঘ যজুর্বেদে  
৫৪. উপনিষদের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? (জ্ঞান)
- ক উপ+নি+সদ ● উপ+নি+সদ+ক্বিপ্  
গ উপ+নি+স+অ+দ ঘ উপ+ন+ই+সু+আদ  
৫৫. 'উপ' অর্থ কী? (জ্ঞান)
- নিকটে খ কম গ উপরে ঘ অর্থ  
৫৬. 'সদ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- অবস্থান খ প্রাপ্তি গ শিথিলকরণ ঘ পার্বণ  
৫৭. উপনিষদের বিষয়বস্তু কী? (জ্ঞান)
- ক জাগতিক জ্ঞান খ চিকিৎসা জ্ঞান গ সাহিত্য জ্ঞান ● ব্রহ্মজ্ঞান  
৫৮. উপনিষদের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
- ক লক্ষাধিক ● শতাধিক গ এককোটি ঘ সহস্রাধিক  
৫৯. প্রাচীন উপনিষদের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
- ক ৫ খ ১১ ● ১২ ঘ ২১  
৬০. বেদাঙ্গ কয় প্রকার? (জ্ঞান)
- ক ৪ খ ৫ ● ৬ ঘ ৭  
৬১. সকল ধর্মের মূল কোনটি? (জ্ঞান)
- ক গীতা খ রামায়ণ গ বাইবেল ● বেদ  
৬২. বৈদিক দেবতাদের কয়টি শ্রেণি? (জ্ঞান)
- ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫  
৬৩. 'বেদ' কে বিভক্ত করেন? (জ্ঞান)
- ক মহর্ষি পতঞ্জলি ● মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন  
গ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ স্বামী বিবেকানন্দ  
৬৪. 'ঋক্' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- স্তুতি খ ঋণ গ গণ ঘ মন্ত্র  
৬৫. ঋগ্বেদের মন্ত্র সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
- ক ১৮১০টি খ ৪৭০০টি গ ৫০০০টি ● ১০,৪৭২টি  
৬৬. বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা কে? (জ্ঞান)
- ক দুর্গা খ শিব ● ইন্দ্র ঘ গণেশ  
৬৭. 'সাম' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- গান খ সেবা গ মন্ত্র ঘ যজ্ঞ  
৬৮. সংগীত শিল্পের আদি উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
- ক ঋগ্বেদ ● সামবেদ গ যজুর্বেদ ঘ অথর্ববেদ  
৬৯. সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
- ক ৫০০ খ ১৭০০ ● ১৮১০ ঘ ১৯১০  
৭০. 'যজুঃ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- ক যমজ ● যজ্ঞের মন্ত্র গ জ্যোতিষ ঘ জ্ঞান  
৭১. 'কৃষ্ণ' যজুর্বেদের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
- তৈত্তিরীয় খ বাজসনেয়ী গ কেন ঘ কঠ  
৭২. 'বাজসনেয়ী সংহিতা' কোন গ্রন্থের অপর নাম? (জ্ঞান)
- ক কৃষ্ণ ● শুক্ল গ কঠ ঘ কেন  
৭৩. 'কৃষ্ণ যজুর্বেদে' কতটি মন্ত্র আছে? (জ্ঞান)
- ক ১০৪৭ খ ১৮০০ গ ২১৮০ ● ২১৮৪  
৭৪. 'শুক্ল যজুর্বেদে' কতটি মন্ত্র রয়েছে- (জ্ঞান)
- ক ১৮১০ ● ১৯১৫ গ ২১৮১ ঘ ১০৪৭২

৭৫. বেদের ৪র্থ ভাগ কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋগ্বেদ (খ) সামবেদ (গ) যজুর্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ
৭৬. আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের সংগ্রহ কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) যজুর্বেদ (খ) ঋগ্বেদ (গ) অথর্ববেদ (ঘ) সামবেদ
৭৭. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) অথর্বাস্থিরস (খ) চিকিৎসাবিদ্যা (গ) উপনিষদ (ঘ) শল্যবিদ্যা
৭৮. চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি উৎস কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) রামায়ণ (খ) গীতা (গ) অথর্ববেদ (ঘ) ঋগ্বেদ
৭৯. শল্যবিদ্যার আদি গ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) ঋগ্বেদ (খ) গীতা (গ) অথর্ববেদ (ঘ) রামায়ণ
৮০. সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয়— (অনুধাবন)  
 (ক) যজুর্বেদ (খ) চতুর্বেদ (গ) সংহিতা সমাহার (ঘ) বৈদিক সাহিত্য
৮১. ধর্মভিত্তিক প্রাচীন বিশাল সাহিত্যকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) ধর্মগ্রন্থ (খ) বৈদিক সাহিত্য (গ) বেদ (ঘ) গীতা
৮২. ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু কোনটি? (অনুধাবন)  
 (ক) বিধি (খ) উপাখ্যান (গ) চিকিৎসা (ঘ) উপাসনা
৮৩. অরণ্য বলতে কী বুঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) বাগান (খ) নির্জনতা (গ) মরুভূমি (ঘ) অন্যকাল
৮৪. বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা কোথায় রয়েছে? (অনুধাবন)  
 (ক) ব্রাহ্মণে (খ) উপনিষদে (গ) গীতায় (ঘ) পুরাণে
৮৫. যজ্ঞ পদ্ধতিতে উপাসনা করা হতো কোন যুগে? (অনুধাবন)  
 (ক) নব্যতার যুগে (খ) বৈদিক যুগে (গ) প্রাক মধ্যযুগে (ঘ) আধুনিক যুগে
৮৬. যে দেবতা মর্তে আসেন না তাদের কী বলা হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) মর্তের দেবতা (খ) স্বর্গের দেবতা (গ) অন্তরীশ্বরের দেবতা (ঘ) কল্যাণের দেবতা
৮৭. গুরুর নিকটে বসে যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তাকে কী বলে? (অনুধাবন)  
 (ক) গীতা (খ) বেদ (গ) উপনিষদ (ঘ) পুরাণ
৮৮. রাম গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে ধ্যান করে। তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)  
 (ক) মহাত্মা (খ) ঈশ্বর (গ) ভগবান (ঘ) ঋষি
৮৯. বেদ পাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক রকমের রচনা রয়েছে। তাকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) কঠ (খ) কেন (গ) বেদাঙ্গ (ঘ) গীতা
৯০. বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) বেদ ব্যক্তি বা পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট নয় (খ) বেদ শুধু ধ্যানলব্ধ জ্ঞান (গ) বেদ দৃষ্ট গ্রন্থ (ঘ) বেদ শুধু পুরুষের পাঠ্য
৯১. সুজাত একটি গ্রন্থ পাঠে জ্যামিতির উত্তর সম্পর্কে জানতে পারে। সুজাত কোন গ্রন্থটি পড়েছে? (প্রয়োগ)  
 (ক) অথর্ববেদ (খ) যজুর্বেদ (গ) সামবেদ (ঘ) ঋগ্বেদ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯২. স্বর্গের দেবতা— (অনুধাবন)  
 i. বিষ্ণু ii. সূর্য iii. ইন্দ্র  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯৩. উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত— (অনুধাবন)  
 i. কঠ ii. ঐতরেয় iii. বেদাঙ্গ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯৪. দিলীপ তার শরীরকে সুঠাম ও সুস্থ রাখতে চায়। এজন্য প্রয়োজন— (প্রয়োগ)  
 i. ভেষজবিদ্যা ii. আয়ুর্বেদবিদ্যা iii. রণবিদ্যা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৯৫. যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে— (অনুধাবন)

- i. বর্ষপঞ্জি সম্পর্কিত ধারণা  
iii. ঋতু সম্পর্কিত ধারণা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৬. ব্রাহ্মণের অংশ হলো—  
i. আরণ্যক  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৭. যজুর্বেদ রচিত—  
i. গদ্যরীতিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৮. অথর্ববেদ সংহিতায় নানাবিধ শুভকর্মসংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। যেমন—  
i. ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়      ii. অনাবৃষ্টি      iii. ভেষজবিদ্যা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
৯৯. 'উপনিষদের' সদৃশ ধাতুর অর্থ—  
i. সং      ii. প্রাপ্তি      iii. অবস্থান  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● iii      ঘ) i, ii ও iii
১০০. একবার সুবলদের এলাকায় প্রচণ্ড খরা হয়। তখন তারা ইন্দের কাছে প্রার্থনা করে। কারণ—  
i. ইন্দ্র শিশিরের দেবতা      ii. ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা  
iii. ইন্দ্র শক্তির দেবতা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০১ ও ১০২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাহুল গাছের লতাপাতা, মূল দিয়ে রোগীদের রোগ নিরাময় করেন। সবাই তার চিকিৎসার প্রশংসা করেন। কারণ তিনি শাস্ত্রমোতাবেক রোগের চিকিৎসা করেন।

১০১. রাহুলের চিকিৎসাপদ্ধতি কোন ধর্মগ্রন্থের বিধানমতো চলে? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক) ঋগ্বেদ      খ) সামবেদ      ● অথর্ববেদ      ঘ) যজুর্বেদ
১০২. উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে—  
i. গদ্য রীতিতে      ii. পদ্য রীতিতে      iii. গানের রীতিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০৩ ও ১০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাঁধন তার দাদুর কাছে বেদ পড়ে। দাদু তাকে কখনো সুর করে গেয়ে শোনান আবার কখনো আবৃত্তি করেও শোনান।

১০৩. বাঁধনের দাদুর সুরারোপিত অংশটুকু বেদের কোন অংশ? (প্রয়োগ)
- ক) ঋগ্বেদ      খ) যজুর্বেদ      ● সামবেদ      ঘ) অথর্ববেদ
১০৪. বেদের জ্ঞান বাঁধনকে—  
i. ঈশ্বরের প্রশংসা করতে সহায়তা করবে  
ii. প্রাচীন সংগীত সম্পর্কে ধারণা দেবে  
iii. দেবতাদের শক্তি ও গুণ সম্পর্কে ধারণা দেবে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

পাঠ-৪-৬ : শ্রীমদভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু/শ্রীমদভগবদ্গীতায় চতুর্বিধ, কর্তব্যপালন, সাম্য ও অজ্ঞ/জীবনাচরণ ও চরিত্র গঠনে শ্রীমদভগবদ্গীতার শিক্ষা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. শ্রীমদভগবদ্গীতা কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? (জ্ঞান)



- মহাভারত (খ) রামায়ণ (গ) উপনিষদ (ঘ) ঋগ্বেদ
১০৬. গীতার অপর নাম কী? (জ্ঞান)  
(ক) দ্বাদশী (খ) অষ্টাদশী ● সপ্তশতী (ঘ) অষ্টমী
১০৭. ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
● কৌরব (খ) কুরু (গ) ব্রাহ্মণ (ঘ) বৈশ্য
১০৮. পাণ্ডুর সন্তানদের কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
● পাণ্ডব (খ) কুরু (গ) কৌরব (ঘ) ব্রাহ্মণ
১০৯. ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কোন বংশের সন্তান ছিলেন? (জ্ঞান)  
● কুরু বংশের (খ) সূর্য বংশের (গ) শাক্য বংশের (ঘ) চন্দ্র বংশের
১১০. গীতায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কোনটিতে? (অনুধাবন)  
(ক) ধর্মে (খ) কর্মে ● কর্তব্যপরায়ণে (ঘ) তপস্যায়
১১১. ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কোন গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন? (জ্ঞান)  
(ক) তম (খ) সত্ত্বঃ (গ) রজঃ ● তমঃ ও রজঃ
১১২. গৌতম মশল কৃষিকাজ করে জীবন নির্বাহ করেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের গৌরব করেন। গীতা অনুসারে তিনি কোন বর্ণের লোক? (প্রয়োগ)  
(ক) বৈশ্য (খ) ব্রাহ্মণ (গ) ক্ষত্রিয় ● শূদ্র
১১৩. শাসক ক্ষত্রিয় কোন গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন? (জ্ঞান)  
(ক) তমঃ (খ) সত্ত্বঃ ● রজঃ (ঘ) তপঃ
১১৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে কেন সপ্তশতী বলা হয়? (অনুধাবন)  
● গীতায় সাতশত শ্লোক আছে বলে  
(খ) গীতায় সাত জন সতী নারীর গল্প আছে বলে  
(গ) গীতায় সাতশত স্বর্গ আছে বলে  
(ঘ) গীতায় সাতশত উপাখ্যান আছে বলে
১১৫. যারা ব্রহ্মজ্ঞানে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন তাদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)  
● ব্রাহ্মণ (খ) ক্ষত্রিয় (গ) বৈশ্য (ঘ) শূদ্র
১১৬. যে সকল কর্ম করা আবশ্যিক তাদের কী বলে? (জ্ঞান)  
● আকাঙ্ক্ষা (খ) কর্তব্য (গ) চাকরি (ঘ) কামনা
১১৭. শ্যামল বাবু ভালো ব্যবসা বোঝেন। প্রতিবছর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসায় করে তিনি ধনী হয়েছেন। প্রকৃতি গুণ ও কর্মগুণে শ্যামল বাবু কোন বর্ণের মানুষ (প্রয়োগ)  
(ক) ব্রাহ্মণ (খ) ক্ষত্রিয় ● বৈশ্য (ঘ) শূদ্র
১১৮. সুবল দাস চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করার জন্য নিয়মিত গ্রন্থাদি পাঠ করেন। তিনি কোন গ্রন্থগুলো পাঠ করেন? (প্রয়োগ)  
(ক) মহাভারত সমগ্র (খ) উপনিষদ সমগ্র  
● সমগ্র বেদ (ঘ) পুরাণ
১১৯. গীতায় কয়টি বর্ণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে? (জ্ঞান)  
(ক) ২ ● ৪ (গ) ৬ (ঘ) ৮
১২০. যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করা কাদের ধর্ম? (জ্ঞান)  
(ক) ব্রাহ্মণের ● ক্ষত্রিয়দের (গ) বৈশ্যদের (ঘ) শূদ্রদের
১২১. যারা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)  
(ক) ব্রাহ্মণ (খ) শূদ্র (গ) ক্ষত্রিয় ● বৈশ্য
১২২. “সাম্যের দৃষ্টিতে সবাইকে দেখা উচিত”- কোন ধর্মগ্রন্থের কথা? (জ্ঞান)  
● গীতার (খ) পুরাণের (গ) উপনিষদের (ঘ) রামায়ণের
১২৩. অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
● শ্রীকৃষ্ণ (খ) দুর্গা (গ) গণেশ (ঘ) কার্তিক
১২৪. গীতায় কার বাণী লিপিবদ্ধ? (অনুধাবন)  
● প্রভু শ্রীকৃষ্ণের (খ) অর্জুনের (গ) রামের (ঘ) সীতার
১২৫. সমাজের চারটি বর্ণকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)  
● চতুর্বর্ণ (খ) ঘোরবর্ণ (গ) বর্ণসমাজ (ঘ) বর্ণমালা
১২৬. কর্তব্য কাকে বলে? (অনুধাবন)  
● যা কিছু করা অবশ্যক (খ) যা করা হয়েছে  
(গ) যা করব (ঘ) যা কখনো করার দরকার নেই

১২৭. শূদ্রের সন্তানও একটি গুণ চর্চা করে ব্রাহ্মণ হতে পারে তা কী? (জ্ঞান)  
 ● সত্ত্বগুণ (খ) নিজের জোর  
 (গ) পুরোহিতের আশীর্বাদ (ঘ) রাজার আদেশ
১২৮. 'কর্তব্য পালনই ধর্ম।' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)  
 (ক) অর্জুনের (খ) রামের ● শ্রীকৃষ্ণের (ঘ) লক্ষ্মণের
১২৯. 'কর্তব্য পালনই ধর্ম।' উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে বলা হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) রামের প্রতি (খ) লক্ষ্মণের প্রতি  
 ● অর্জুনের প্রতি (ঘ) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি
১৩০. 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'-এর প্রকৃত অর্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● ছাত্রদের কাজ অধ্যয়ন করা (খ) ছাত্রদের কাজ রাজনীতি করা  
 (গ) ছাত্রদের কাজ সম্বাসী করা (ঘ) ছাত্রদের কাজ চাঁদাবাজি করা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩১. চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত— (অনুধাবন)  
 i. ব্রাহ্মণ ii. শূদ্র iii. শিক্ষক  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩২. শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হলো— (অনুধাবন)  
 i. কর্ম ii. ভক্তি iii. যুদ্ধ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩৩. গীতা বিশ্লেষণ করলে নিচের কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা ফুটে ওঠে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. কর্ম ii. জ্ঞান iii. ভক্তি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৪. যুগে যুগে ভগবান পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসতেন, কারণ— (অনুধাবন)  
 i. সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ii. দুষ্ক লোকের বিনাশের জন্য  
 iii. ধর্ম সংস্থাপনের জন্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৫. যে যেভাবেই ডাকুক ঈশ্বর তার ডাকে সাড়া দেন। কথাটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. ঈশ্বর সর্বজ্ঞা ii. ঈশ্বর শুধুমাত্র সাধুদের ডাক শোনে  
 iii. ঈশ্বর সবার মাঝে বিরাজ করেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩৬. অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন— (অনুধাবন)  
 i. কর্মযোগ সম্পর্কে ii. ভক্তিযোগ সম্পর্কে iii. জ্ঞানযোগ সম্পর্কে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৭. শংকর একজন শূদ্রের ছেলে হয়েও ব্রাহ্মণ হয়েছে। কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সে সত্য গুণে প্রভাবিত ii. ব্রাহ্মণের আত্মীয় iii. ভগবানের কৃপায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৩৮. প্রভা জ্ঞান লাভ করতে চায়। জ্ঞান লাভ করতে প্রয়োজন— (প্রয়োগ)  
 i. শ্রদ্ধা ii. সংযম iii. সাধনা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৯. আত্মার ধ্বংস নেই। কেননা আত্মা— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. অব্যয় ii. অবিদ্বন্দ্ব iii. বিনাশধর্মী  
 নিচের কোনটি সঠিক?



উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখি যে, পুলিনবাবু অত্যন্ত নীতিবান ও ধার্মিক- এঁকে তার ভক্তিপরায়ণতা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে তিনি শিল্পীকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে লালনপালন করেছেন, যা তার কর্ম। কিন্তু সন্তানরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে সুখে রাখুক এরূপ প্রত্যাশা তিনি করেন না। তাঁর কামনা-বাসনাহীন কর্ম থেকে বোঝা যায়, তিনি নিষ্কাম কর্ম করছেন। অর্থাৎ পুলিনবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিষ্কাম কর্ম ও ঈশ্বরের ভক্তির শিল্পী প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের পুলিনবাবুর পশ্চে মোক্ষলাভ করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ সম্ভব। কামনা-বাসনা মুক্ত হয়ে কাজ করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মে কর্মকর্তা কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন।

এভাবে কর্মফল ও আত্মনিবেদন করাকে বলে ভক্তি, ভক্তির মধ্য দিয়ে মানুষ লাভ করে মোক্ষ বা মুক্তি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পুলিনবাবু নিঃস্বার্থভাবে সংসারে দায়িত্ব পালন করাকে তার ধর্ম বলে মনে করেন। তিনি সবার প্রতি সমান আচরণ করেন। তিনি অত্যন্ত নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ। সব মিলিয়ে তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেন তা নিষ্কামকর্মের রূপমাত্র। নিষ্কামকর্মকারী কর্মের বিনিময়ে কিছুই আশা করেন না। তার সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এভাবে তিনি ভগবানে আত্মনিবেদন করেছেন, তার অন্তরে ভক্তি জন্মেছে। এ ভক্তিতেই তার মুক্তি হবে। মুক্তি লাভই হলো মোক্ষলাভ।

পরিশেষে বলা যায়, পুলিনবাবুর নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তির মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -২১** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিকাশদের বাড়িতে প্রতি বছর এক বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করে। এই যজ্ঞে পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রগুলোকে সুর করে পাঠ করেন এবং যজ্ঞের অন্যান্য নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেন। যজ্ঞের এক পর্যায়ে পুরোহিত মহাশয় ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘বেদের এই খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব।’

- ক. বেদ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. বেদকে অপৌরুষেয় বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বিকাশদের বাড়িতে পুরোহিত মহাশয় কোন বেদের আলোকে যজ্ঞ করেছিলেন? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের পুরোহিত মহাশয়ের উক্তিটি কী সঠিক? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান।

খ. ১ নং প্রশ্নের ‘খ’ দ্রষ্টব্য।

গ. বিকাশদের বাড়িতে পুরোহিত মহাশয় যে বেদের আলোকে যজ্ঞটি করেছিলেন সেটি হলো সামবেদ।

চতুর্বেদের মধ্যে অন্যতম হলো সামবেদ। ‘সাম’ শব্দের অর্থ গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। এরূপ যে সকল মন্ত্র গান করে বা সুর করে গাওয়া হতো তাকে বলা হতো সাম।

উদ্দীপকে বিকাশদের বাড়িতে পুরোহিত মহাশয় যে বেদের আলোকে যজ্ঞটি করেছেন সেটি হলো সামবেদ। এ সামবেদ থেকেই প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার আদি উৎসও সামবেদ। ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত স্বরের (সরগম) উৎসও সামবেদ। সামবেদ সংহিতার মন্ত্র সংখ্যা ১৮১০। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋকবেদ থেকে গ্রহণ করে সুরারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বিকাশদের বাড়িতে পুরোহিত মহাশয় সামবেদের আলোকে যজ্ঞ করেছিলেন।

ঘ. ‘বেদের এই খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব’, উদ্দীপকের পুরোহিত মহাশয়ের উক্তিটি সঠিক।

বেদ পাঠ করলে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। বেদ মানে জ্ঞান। আর এ জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন প্রগাঢ় চেষ্টা বা গভীর সাধনা। আর সাধনায় পূর্ণ নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরম পুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের উল্লেখ রয়েছে বেদ সংহিতায়। প্রত্যেক বেদের গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকে পুরোহিত মহাশয়ের উক্তিটিতেও দেখা যায় বেদ এই খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি। সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, বেদের এই খন্ড অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব।

**প্রশ্ন -৩১** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অর্থ্য ও অর্পণ দুই ভাই। তারা নিয়মিত বেদের ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা অধ্যয়ন করে। অর্থ্য বেদের যে সংহিতাটি অধ্যয়ন করে তা বর্তমানে সুর করে গান গাওয়ার আদি উৎস। আর অর্পণ বেদের যে সংহিতাটি অধ্যয়ন করে তা থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপবিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। এভাবেই দুই ভাই বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। (পাঠ-৪-৬)

?

- ক. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম কী? ১  
 খ. বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. অর্ধ্য বেদের যে সংহিতাটি অধ্যয়ন করে তার বর্ণনা দাও। ৩  
 ঘ. অর্পণের পঠিত বেদ থেকেই ভূমি পরিমাপবিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে-মূল্যায়ন কর। ৪

### ৷ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ৷

ক. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বস্পিরস।

খ. বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। ‘বেদ’ মানে জ্ঞান। আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদান্ত অন্যতম। আর বেদকে কেন্দ্র করে রচিত ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য।

গ. অর্ধ্য বেদের সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

সাম শব্দের অর্থ হচ্ছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। যেসকল মন্ত্র সুরারোপ করে গাওয়া হতো তাকে বলা হতো সাম। যে বেদে গীত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে সামবেদ সংহিতা বলা হয়। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার আদি উৎস এই সামবেদ। ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত স্বরের উৎসও সামবেদ। সামবেদ সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা হচ্ছে ১৮১০টি, এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করে সুর দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের দেখা যায়, অর্ধ্য বেদের যে সংহিতাটি অধ্যয়ন করে তা বর্তমানে সুর করে গাওয়া হয়। অর্থাৎ অর্ধ্য বেদের সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন করে।

ঘ. অর্পণ বেদের যজুর্বেদ সংহিতা অধ্যয়ন করে, যার থেকেই ভূমি পরিমাপবিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

যজুঃ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে বা আবৃত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করার সময় উদ্ভিষ্ট দেবতার সুনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়। এভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে বেদ সংকলন করা হয়েছে, তাকে যজুর্বেদ সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মপদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কিত ধারণা। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো।

কোনো যজ্ঞ ছিল দৈনন্দিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পঞ্চকালব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী এমনকি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদি নির্মাণ করা হতো। এ নির্মাণ কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপবিদ্যার উদ্ভব ঘটে। যেমনটি উদ্দীপকে দেখা যায়, অর্পণ বেদের যে সংহিতাটি অধ্যয়ন তা থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্পণের পঠিত যজুর্বেদ সংহিতা থেকেই ভূমি পরিমাপবিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।

### প্রশ্ন -৪ ৷ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পার্থদের বাড়িতে মহাধুমধাম করে গীতা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যজ্ঞ করার সময় পুরোহিত মন্ত্রগুলোকে সুরের আকারে পরিবেশন করে যজ্ঞসম্পন্ন করেন। পার্থ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যান্য পূজার সময় মন্ত্র পাঠ করা হলেও এই যজ্ঞের সময় মন্ত্রগুলো গানের আকারে গাওয়া হলো কেন? উত্তরে পুরোহিত পার্থকে বললেন, বেদ অধ্যয়ন কর, বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে; যা পড়লে তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করবে এবং সব বিষয়ই জানতে পারবে।

?

- ক. ‘বেদ’ শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. বেদকে অপৌরুষেয় বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. পুরোহিত যে বেদের আলোকে যজ্ঞটি সম্পন্ন করেছেন তার বিবরণ দাও। ৩  
 ঘ. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে পুরোহিতের বক্তব্যের সার্থকতা নিরূপণ কর। ৪

### ৷ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ৷

ক. ‘বেদ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান।

খ. ১ নং প্রশ্নের ‘খ’ দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে পুরোহিত সামবেদের আলোকে যজ্ঞটি সম্পন্ন করেছেন।

যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো ঋক্ এরকম যেসব মন্ত্র গান করে গাওয়া হতো তাকে বলা হতো সাম। যে সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার আদি উৎস এই সামবেদ। ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত স্বরের উৎসও

সামবেদ। প্রধান ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে রূপদান করা হয়েছে। সামবেদে সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা ১,৮১০টি। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো ঋগ্বেদ থেকে গ্রহণ করে সুর দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, পার্শ্বদের বাড়িতে মহাধুমধাম করে গীতা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যজ্ঞ করার সময় পুরোহিত মন্ত্রগুলোকে সুরের আকারে পরিবেশন করে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ পুরোহিত সমবেদের আলোকে যজ্ঞটি সম্পন্ন করেছেন।

ঘ. “বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে” পুরোহিতের এ মন্তব্যটি যথার্থ।

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এ বেদক একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়। বিপুলসংখ্যক গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার হচ্ছে বেদ। সেদিক থেকে বৈদেশিক সাহিত্যের গুরুত্বও অসীম। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিচয় পেতে হলে বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ঋগ্বেদের প্রশংসা করা এবং যজুর্বেদ যজ্ঞের বিষয়বস্তুসহ সমাজ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সামবেদে সেকালে গান ও রীতি সম্পর্কে জানা যায়। এ গান অর্থাৎ সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। অথর্ববেদ সংহিতায় ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি রোধ, ভেষজ বিদ্যা, শাস্তি ও নানাবিধ শুভকর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। ই অথর্ববেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। উদ্দীপকে দেখা যায়, বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে যা পড়লে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন -৫▶ নিচের চিত্রগুলো দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



অ

ই

ঈ

উ

(পাঠ-১-৩)

?

- |    |                                                                      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------|---|
| ক. | বেদ কী?                                                              | ১ |
| খ. | উলি-খিত অইঈউকে একত্রে কী বলা হয়।                                    | ২ |
| গ. | বাস্তবজীবনে বেদের শিক্ষা আলোচনা কর।                                  | ৩ |
| ঘ. | ‘অথর্ববেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ’<br>উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। | ৪ |

### ▶▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বেদ হলো ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান।
- খ. অইঈউকে একত্রে চতুর্বেদ বলে।  
প্রশ্নে অ-হলো ঋগ্বেদ, ই-হলো যজুর্বেদ, ঈ-হলো সামবেদ, উ-হলো অথর্ববেদ। বেদের এই চারটি ভাগকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।
- গ. বাস্তবজীবনে বেদের গুরুত্ব অপরিসীম।  
বেদ হলো পবিত্র জ্ঞান। আর এ পবিত্র জ্ঞান প্রাচীন ঋষিগণ ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করেন। বেদ হলো আদি ধর্মগ্রন্থ, সকল জ্ঞানের আধার। বেদে ঈশ্বরের উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি জানা যায়। সবচেয়ে মূল বিষয় হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের আদি গ্রন্থ এ বেদ থেকে। আধুনিক শল্যচিকিৎসার উদ্ভবও বেদ থেকে। বেদকে নিজের জীবনের সাথে ছাপিয়ে নিতে পারলে একটি সুন্দর জীবন উপভোগ করা সম্ভব। বেদ আমাদের জাগতিক ও ঈশ্বর জ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে। মানবজীবনে বেদের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।  
উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখতে পাই যে, চতুর্বেদে অর্থাৎ সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের চিত্র দেওয়া আছে যেগুলো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ঘ. “অথর্ববেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ”- উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।  
কারণ বেদ শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, মানুষের সার্বিক জীবনের কল্যাণের মুখপত্র। বেদের চতুর্থ ভাগ হলো অথর্ববেদ। এই অথর্ববেদকে বলা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল বা আদি গ্রন্থ। পৃথিবীর আদি গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদ জ্ঞানগর্ভে পূর্ণ। প্রাচীনকালে ঋষিরা লতাপাতা, গুল্ম ব্যবহার করে ব্যাধি নিরাময় করতেন। আর এ লতাপাতার ব্যবহারবিধি অথর্ববেদে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা আছে। লতাগুল্মের দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় আয়ুর্বেদ।  
উদ্দীপকের চিত্রগুলোতে সাম, যজু, ঋগ ও অথর্ব বেদের চিত্র দেওয়া আছে। এদের মধ্যে অথর্ববেদ হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলগ্রন্থ। আদিকালের ঋষিগণ ধ্যানে চিকিৎসার জন্য এ বেদ উদ্ভাবন করেন।  
তাই আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, আয়ুর্বেদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হলো এ অথর্ববেদ, এজন্য অথর্ববেদকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলা হয়।

প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শ্রাবণী হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছিল। এ গ্রন্থে আছে ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস-পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর এ ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য। (পাঠ-১)

- ক. বেদাঙ্গ কী? ১
- খ. বৈদিক যুগের উপাসনার পদ্ধতি কেমন ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে শ্রাবণী কোন গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছে?  
পাঠ্যবই অনুসারে উক্ত গ্রন্থের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. বেদ পাঠের সহায়ক শাস্ত্র হচ্ছে বেদাঙ্গ।

খ. বৈদিক যুগের উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ যা হোমভিত্তিক।

তখনো মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। ঋষিগণ দেবতাদের শক্তি স্মরণ করে মন্ত্রের মাধ্যমে উপাসনা করতেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেবতাদের আহ্বান করতেন।

গ. উদ্দীপকে শ্রাবণী হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে বলেছেন।

বেদ-এর চারটি বিভাগ- ১. ঋগ্বেদ সংহিতা, ২. যজুর্বেদ সংহিতা, ৩. সামবেদ সংহিতা ও অথর্ববেদ সংহিতা। ঋক্ শব্দের অর্থ স্তুতি। ঋগ্বেদের মন্ত্র ও সূক্তগুলোতে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। সাম শব্দের অর্থ গান। যে বেদে গীত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে সামবেদ সংহিতা বলা হয়। যজুঃ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে বা আবৃত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞ করতেন। আর বেদের চতুর্থ ভাগ অথর্ববেদ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নানাপ্রকার জ্ঞানের সংগ্রহ।

উদ্দীপকে শ্রাবণী হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। এ গ্রন্থে আছে ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস-পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর এ ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণটিতে বৈদিক সাহিত্যের কথা বলা হয়েছে।

বেদ আমাদের ধর্মগ্রন্থ। ‘বেদ’ মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদেরকে বলা হতো ঋষি। বেদ এ ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান ধর্মভিত্তিক জ্ঞান।

আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গ অন্যতম। এ গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ধরনের হলেও ধর্মীয় নানা দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আর এ ধর্মভিত্তিক বিশাল সাহিত্যকে বলা হয়েছে বৈদিক সাহিত্য।

#### প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোমনাথ বাবুর ছেলে ত্রিনাদ অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে প্রতিদিন গীতা পাঠ করে। সে যখন গীতা পাঠ করে তার পরিবারের সকলে উপস্থিত থেকে গীতা পাঠ শ্রবণ করে। (পাঠ-৪-৬) [ফরিদপুর জিলা স্কুল]

- ক. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের কোন পর্বের অন্তর্গত? ১
- খ. গীতার মূল আলোচ্য বিষয় কী? ২
- গ. ত্রিনাদ যে প্রতিদিন গীতা পাঠ করে এতে তার কী কী গুণের সমন্বয় ঘটেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রতিদিন গীতা পাঠ শ্রবণ করার ফলে সোমনাথ বাবুর পরিবারের সদস্যরা কিভাবে ইহকাল ও পরকালের ফল লাভ করতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত।

খ. গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে।

জ্ঞানের আলোকে মনকে আলোকিত করতে হবে। তার জন্য কর্ম করতে হবে এবং সমস্ত নিকামকর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করলেই ভক্তির উদয় হয়। এ তিনের সমন্বয়ে জীবনপথে কীভাবে চলতে হবে সেটাই গীতার মূল আলোচ্য বিষয়।

গ. ত্রিনাদ প্রতিদিন গীতা পাঠ করার ফলে তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিকাম কর্মের শিক্ষার প্রতিফল ঘটেছে।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন তার নামই গীতা। গীতা হলো জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যোগের এক অপূর্ব সমন্বয়।

উদ্দীপকের ত্রিনাদ প্রতিদিন গীতা পাঠ করার ফলে তার মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। যেসব কর্ম করা আবশ্যিক তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনই ধর্ম। গীতায় বলা হয়েছে-‘ছাত্রাণং অধ্যয়নং তপঃ’- ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন করা। তাই ত্রিনাদ নিত্য গীতাপাঠ করার ফলে সে শ্রদ্ধাবান, সংযমী ও কর্মযোগী হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছে। অর্থাৎ ত্রিনাদের জাগতিক বিষয়ের প্রতি মোহ দূর হয়েছে। তার মাঝে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে সোমনাথ বাবুর ছেলে ত্রিনাদ প্রতিদিন গীতা পাঠ করে এবং এ গীতা শ্রবণ করে তার পরিবারের সদস্যরা ইহকাল ও পরকালে পুণ্য ফল লাভ করতে পারে।

যা কিছু করার তাই কর্ম। আর যে সকল কর্ম করা আবশ্যিক তাই কর্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্তব্য পালনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,

ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়।

আমরা যে যেই স্থানে আছি, সে কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম। গীতায় আরও বলা হয়েছে- ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমীই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষ লাভ করেন। ৩. জ্ঞানী ভক্তই তাকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং এই বিশাল বিশ্বে যা কিছু আছে সবাই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

উদ্দীপকে সোমনাথ বাবুর পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন গীতা শ্রবণ করার ফলে তাদের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছে। জ্ঞানের আলোয় তাদের মন বিকশিত হয়েছে। ধর্ম অনুশীলনে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়। বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে তার পথ গীতা গ্রন্থ স্মরণের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে তারা। এর দলে ত্রিনাদের পরিবারের সকলে ইহকাল ও পরকালের মুক্তি লাভ করতে পারবে।



### সৃজনশীল প্রশ্নব্যংক



**প্রশ্ন-৮ :** বাংলাদেশের সকল প্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াতের পর হিন্দুদের একখানি পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হয়। গ্রন্থটি মহাভারতের অংশ হয়েও পুথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এ গ্রন্থে সর্বমোট সাতশত শ্লোক আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব কথা বলেছেন তারই সংক্ষিপ্ত কথা রয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

- ক. ঋগ্বেদে মোট কতটি সূক্ত রয়েছে? ১  
খ. যজুর্বেদ সংহিতা সম্পর্কে লেখ। ২  
গ. উদ্দীপকে যেগ্রন্থের নির্দেশ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. উক্ত গ্রন্থে সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-৯ :** অনুপ মল্লিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। অনুপের বাবা তাকে এ শিক্ষা দিয়েছেন। অনুপের বাবা প্রায়ই তাকে একটি পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে শোনান। এ গ্রন্থে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। স্বয়ং ভগবানই দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতারণা করে নেমে এসেছিলেন। আত্মার ধ্বংস নেই-এই গ্রন্থটি আমাদের এই শিক্ষাও দেয়। অনুপ তাই মৃত্যুকে ভয় করে না। জীবনবাজি রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানায়।

- ক. কৃষ্ণ যজুর্বেদের অপর নাম কী? ১  
খ. কর্তব্যপালন কী? ২  
গ. উদ্দীপকে কোন গ্রন্থখানির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু লিখ। ৩  
ঘ. জাতি বা বর্ণভেদ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে যা উল্লিখিত হয়েছে পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪



### অনুশীলনের প্রশ্ন ও উত্তর



#### □ শূন্যস্থান পূরণ কর //

১. বেদ ঋষিদের — পাওয়া পবিত্র জ্ঞান।
  ২. সকল উপনিষদের সার —।
  ৩. সঙ্গীতের অন্যতম আদি উৎস —।
  ৪. মর্ত্যলোকের দেবতা হলেন —।
  ৫. যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম-পদ্ধতি — সংকলিত।
  ৬. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম —।
- উত্তর :** ১. ধ্যান; ২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৩. সামবেদ; ৪. অগ্নি; ৫. যজুর্বেদ; ৬. অথর্বসিঙ্গিরস।

#### □ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর //

| বাম পাশ                          | ডান পাশ                          |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ১. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক | চতুর্বেদ।                        |
| ২. বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে      | ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। |
| ৩. সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয়   | গুণ ও কর্মগত।                    |



|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ৪. যজ্ঞের বেদিনির্মাণ কৌশল থেকেই | সংকলন।                                                       |
| ৫. জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়     | বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না।<br>এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। |

উত্তর :

১. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে।
২. বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না।
৩. সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।
৪. যজ্ঞের বেদিনির্মাণ কৌশল থেকেই ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে।
৫. জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয় গুণ ও কর্মগত।

## ■ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও //

প্রশ্ন ১। বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর : বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠে। একেই বলা হয় বৈদিক সাহিত্য। আমাদের জীবনের উৎস পরম পুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ধরনের হলেও নানা দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবে বেদকে কেন্দ্র করে বৈদিক সাহিত্য গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ২। বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্রাহ্মণ। বেদের যে অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যজ্ঞে তাদের প্রয়োগ বা ব্যবহার কথা আলোচিত হয়েছে তাকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলা হয়। ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিধি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ। এছাড়াও বেদমন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, বিরোধী মতের সমালোচনা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ৩। সংগীত চর্চায় সামবেদ-সংহিতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘সাম’ শব্দের অর্থ গান। যে বেদে গীত ঋক্ বা মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে সামবেদ সংহিতা বলে। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই তার অন্যতম আদি উৎস এই সামবেদ। যজ্ঞ, ঋষভ প্রভৃতি সমস্ত সুরের উৎসও সামবেদ। প্রধানত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে রূপদান করা হয়েছে। তাই সংগীতচর্চায় সামবেদ সংহিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ৪। যজুর্বেদ থেকে কীভাবে বর্ষপঞ্জি ও ভূমি পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় ?

উত্তর : যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে বেদ সংকলন করা হয়েছে, তাকে যজুর্বেদ সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কিত ধারণা। অন্যদিকে প্রাচীনকালে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। কোনো যজ্ঞ ছিল দৈনন্দিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পঞ্চাশবছরব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী, এমনকি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও কোনো কোনো যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদি নির্মাণ করা হতো। এ নির্মাণ কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায়।

প্রশ্ন ৫। চতুর্বর্ণ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমাদের সমাজে চারটি বর্ণ রয়েছে। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এ বর্ণ বিভাজনটি জন্মভেদে নয়। কর্মভেদে। যে যে রকম কাজ করে থাকে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— “চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গণকর্মবিভাগশঃ” অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্ব গুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারে। তাই বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত। অর্থাৎ চতুর্বর্ণ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা হলো মানুষের অবস্থান জাতি বা বর্ণভেদে বা বংশগত নয় এটি গুণ বা কর্মভিত্তিক। অর্থাৎ, কর্মই মূল। কর্ম ব্যতীত বর্ণের কোনো মূল্য নেই। স্বাভাবিকভাবে সবাই সমান। কর্মের ধরনে বা গুণে তারা বিভক্ত।

## ■ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও //

প্রশ্ন ১। ‘বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম’—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : বেদাঙ্গ বেদ পাঠের সহায়ক শাস্ত্র। বেদাঙ্গে বেদ পাঠের অনেক নিয়মনীতি ও কলাকৌশল সুন্দরভাবে তুলে ধরা আছে। ফলে বেদাঙ্গের জ্ঞান থাকলে বেদ অধ্যয়ন করা সহজ হয়। নইলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম, বেদাঙ্গ ছয় প্রকার। যথা :

শিখা : ‘শিক্ষা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব, বিশেষ করে উচ্চারণতত্ত্বসহ নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতিকে।

কল্প : ‘কল্প’ হচ্ছে নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।

ব্যাকরণ : ভাষা ব্যবহার ও অর্থগুণের জন্য ব্যাকরণের পাঠ করা প্রয়োজন।

নিরুক্ত : নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হ্রদ : বেদের যেসব মন্ত্র হ্রদবদ্ধ সেগুলোর অর্থ বোঝা এবং সঠিকভাবে আবৃত্তির জন্য হ্রদের জ্ঞান অপরিহার্য।

জ্যোতিষ : যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন ছিল। বেদাঙ্গ হলো বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থ। বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। তাই বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ২ ॥ ঋগ্বেদ- সংহিতার বিষয়বস্তু উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের অন্যতম একটি ভাগ হলো ঋগ্বেদ-সংহিতা। ঋগ্বেদে তিন বা চার পঙ্ক্তির ঋক্ বা মন্ত্র আছে। যার সংখ্যা ১০,৪৭২টি। কয়েকটি মন্ত্রের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে এক একটি সূক্ত। সমস্ত ঋগ্বেদকে দশটি মন্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সূক্তে কয়েকটি ঋক্ রয়েছে। মোট সূক্তের সংখ্যা ১,০২৮টি। সূক্তিগুলোতে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। ইন্দ্রের প্রশংসা করে একটি ঋকে বলা হয়েছে-

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন  
ইন্দ্রমর্ভে হবামহে  
যুজং বৃহেষু বজ্রিণম্ ॥

সূতরাং ইন্দ্র আমাদের সহায় এবং শত্রুদের কাছে বজ্রধারী। আমরা অনেক সম্পদের জন্য কিংবা অল্প সম্পদের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

**প্রশ্ন ৩ ॥ ‘আমাদের প্রত্যেকের চতুর্বেদ পাঠ করা আবশ্যিক’ — উক্তিটি মূল্যায়ন কর।**

**উত্তর :** চতুর্বেদ হলো বেদের চারটি সংহিতা বা ভাগের সমষ্টিগত নাম। চতুর্বেদ বিশাল এক জ্ঞান ভাণ্ডার। এজন্য আমাদের প্রত্যেকের চতুর্বেদ পাঠ করা দরকার। চতুর্বেদ পাঠ করলে সৃষ্ট বিশ্বের প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে পারি। তাদের কর্মচাক্ষুণ্যকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যজুর্বেদ পাঠ করলে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। এছাড়া জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যা সম্পর্কে জানা যায়। সামবেদে আছে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে ধারণা। বর্তমানকালের গানও সামবেদ থেকেই এসেছে। এ সম্পর্কে জানতে, সামবেদ পাঠ করা প্রয়োজন। অথর্ববেদে আছে ইন্দ্রজাল অর্থাৎ শক্রনাশ বিদ্যা, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি রোধ, ভেষজবিদ্যা, শাস্তি ও নানাবিধ শুভকর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা। এগুলো সম্পর্কে জানতে হলে অথর্ববেদ পড়তে হবে। সূতরাং বলা যায়, চতুর্বেদে আছে, পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সংগীত চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান। যার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ ও পরিপাটি করা যায়। এজন্য এগুলো জানতে ও ব্যবহার করতে আমাদের চতুর্বেদ পাঠ করা আবশ্যিক।

**প্রশ্ন ৪ ॥ ‘জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ — বিশ্লেষণ কর।**

**উত্তর :** জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয় হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এটি হিন্দুদের একটি অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ। সংক্ষেপে একে গীতা বলা হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদেশবাণীর মাধ্যমে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে মূল্যবান কথা বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। গীতায় বলা হয়েছে, জ্ঞানের আলো অনেক মূল্যবান ও শক্তিশালী, যা মন আলোকিত করে। এজন্য কর্ম করতে হবে। এ কর্ম হবে নিষ্কাম কর্ম। আর সমস্ত নিষ্কাম কর্মের ফল ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হবে। একেই বলে ভক্তি। এভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

**প্রশ্ন ৫ ॥ সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** সাম্যের শিক্ষা : সাম্য মানে সমান। অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টি সকল জীবকে সমান চোখে দেখা। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি যাঁর আচরণ সমতাপূর্ণ তিনিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এ সম্পর্কে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো যেকোনো শ্রেণি, বর্ণ, ধর্মের মানুষ বা অন্য কোনো জীবকে সমান চোখে দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাড়িতে একজন ধনী ও একজন গরিব মানুষ এলে দুজনকে সমানভাবে দেখতে হবে। কাউকে ছোট বা বড় ভাবা যাবে না। অর্থাৎ আমরা সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখব। আর ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই বলা হয়- ভক্তি হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মিলনসেতু। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, ভক্ত কামনা-বাসনা মুক্ত হবেন। তাঁর কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সাংসারিক ব্যক্তি কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করে কর্মের ফল ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। তাহলে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করা হবে। তার মনে ভক্তি জন্মাবে। ফলে ভক্তিতেই তার মুক্তি হবে। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে আদর্শ শিক্ষা আছে, যা জীবের মুক্তির অপরিহার্য উপায়।

প্রশ্ন ৬ ॥ আমাদের জীবনাচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : হিন্দুধর্মের সারকথা লিপিবদ্ধ আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বা সংক্ষেপে গীতায়। এজন্য আমাদের জীবনাচরণে গীতার অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। গীতায় আছে ভগবান দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন। এর মাধ্যমে গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয় এবং শিষ্টা দেয় মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার। এছাড়া গীতায় বলা হয়েছে, শ্রদ্ধাবান ও সংযমী ব্যক্তির জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কামনা-বাসনাহীন কর্ম করলে মোক্ষলাভ করা যায়। এ বিশাল বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান। ভক্ত জ্ঞানী হলে ভগবানকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন। গীতার এ কথাগুলো থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি, জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি। তাছাড়া গীতার জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় করা হয়েছে, যা আমাদের বাস্তব জীবনের চলার পথ দেখিয়ে দেয়।

সুতরাং বলা যায়, আমাদের জীবনাচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ॥ হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ কোনটি

উত্তর : হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ।

প্রশ্ন ২ ॥ বেদ পাঠের উপকারিতা কী?

উত্তর : বেদ পাঠ করলে শ্রুতি, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্ন ৩ ॥ যজুর্বেদ কী?

উত্তর : যজুর্বেদ মূলত মন্ত্রের সংগ্রহ।

প্রশ্ন ৪ ॥ জ্ঞান লাভে সমর্থ হবেন কারা?

উত্তর : শ্রদ্ধাবান ও সংযমী ব্যক্তির জ্ঞান লাভে সমর্থ হবেন।

প্রশ্ন ৫ ॥ অনাসক্ত কর্মযোগী কী করতে পারবেন?

উত্তর : মোক্ষলাভ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ৬ ॥ কোন ভক্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করেন?

উত্তর : জ্ঞানী ভক্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করেন।

প্রশ্ন ৭ ॥ গীতায় কর্মকে কী বলা হয়?

উত্তর : গীতায় কর্মকে যজ্ঞ বলা হয়।

প্রশ্ন ৮ ॥ জ্যোতিষ কী?

উত্তর : বৈদিক যুগে বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ বিশেষ বৈদিক যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের আবশ্যক।

## □ অনুধাবনমূলক

//

প্রশ্ন ১। ১। জীবনাচরণে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব বর্ণনা কর। [মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। জ্ঞানের আলোকে মনকে আলোকিত করতে হবে। তার জন্য কর্ম করতে হবে। এ কর্ম হবে নিষ্কাম। আর সমস্ত নিষ্কামকর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। একেই বলে ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ে কীভাবে চলতে হবে এতে সেই পথও দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২। ২। জাতি বা বর্ণভেদকে গুণ ও কর্মভিত্তিক বলা হয় কেন?

উত্তর : গুণ বা কর্মের ওপর ভিত্তি করে জাতি বা বর্ণভেদ করা হয় বলে জাতি বা বর্ণভেদকে গুণ ও কর্মভিত্তিক বলা হয়। বর্ণবিভাজন হয় জন্মভেদে নয়, কর্মভেদে। যে যেরকম কাজ করে থাকে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ', অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারেই আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আবার কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদে বংশগত নয়, গুণ ও কর্মভিত্তিক।



## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন ধাতু থেকে?

- ধৃ (খ) গম্ (গ) বদ্ (ঘ) দৃশ্

২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

- (ক) চারটি (খ) পাঁচটি (গ) আটটি (ঘ) দশটি

৩. মানুষের ধর্ম হচ্ছে-

- i. মানবতা ii. মমতা iii. মনুষ্যত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সন্তোষবাবু শিক্ষকতা করেন। তিনি নিজে পড়েন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়ান। ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষকতার আনন্দসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি সুখে আছেন।

৪. হিন্দুধর্ম অনুসারে সন্তোষবাবু কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?

- ব্রাহ্মণ (খ) ক্ষত্রিয় (গ) বৈশ্য (ঘ) শূদ্র

৫. সন্তোষবাবুকে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ-

i. কর্ম

ii. জন্ম

iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



৬. হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

- (ক) চার (খ) পাঁচ (গ) আট (ঘ) দশ

৭. মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকালকে কত বছর ধরা হয়?

- (ক) পঁচিশ (খ) পঞ্চাশ (গ) পঁচাত্তর ● একশত

৮. হিন্দুধর্মে যুগবিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় যুগ হলো-

- (ক) কলি (খ) দ্বাপর ● ত্রেতা (ঘ) সত্য

৯. কোন গুণের কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ?

- (ক) দয়া (খ) মায়া ● মনুষ্যত্ব (ঘ) সহিষ্ণুতা

১০. কোন দেবতা অল্পতেই তুষ্ট হন?

- (ক) ব্রহ্মা (খ) বিষ্ণু ● শিব (ঘ) গণেশ

১১. হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি?

- (ক) তিন ● চার

- (গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

১২. কী অনুশীলন করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে?

- ক জ্ঞানযোগ  
● কর্মযোগ

- খ ভক্তিযোগ  
ঘ যোগসাধনা



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### পাঠ-১-২ : সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩. ধৃ-ধাতুর অর্থ কী? (জ্ঞান)  
ক পালন করা ● ধারণ করা গ ধারণা দেওয়া ঘ ধার করা
১৪. মানুষের ধর্ম কোনটি? (জ্ঞান)  
ক জ্ঞান খ গরিমা গ অহংকার ● মনুষ্যত্ব
১৫. ধর্মের বিশেষ লক্ষণের বিশেষত্ব কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
● ধর্মার্থ নির্ণয় খ জীবনপ্রণালির সংবিধান  
গ বেদকে মেনে চলা ঘ ঈশ্বরের বিশ্বাস
১৬. ঋষিগণ ভগবানের বাণী লাভ করেছেন কীভাবে? (অনুধাবন)  
ক ধর্মচর্চা করে খ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে  
● ধ্যানস্থ হয়ে ঘ দৈবের মাধ্যমে
১৭. ধর্মীয় বিবি-বিধান জীবনকে শান্তিময় করে। এর যৌক্তিক কারণ হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)  
● ধর্মীয় অনুশাসন পবিত্রতা আনয়ন করে খ ধর্মীয় বিধান সম্পদশালী করে  
গ ধর্মীয় অনুশাসন কঠোর বলে ঘ ধর্মীয় সংযমহীন করে বলে
১৮. কোন শাস্ত্রের নিয়ম, নির্দেশ মেনে চললে ধর্মার্থ নির্ণয় করা সহজ হয়? (জ্ঞান)  
ক গীতাশাস্ত্র খ ন্যায়শাস্ত্র ● স্মৃতিশাস্ত্র ঘ আইনশাস্ত্র
১৯. কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)  
ক জ্ঞানের দ্বারা খ সাধনার দ্বারা  
গ বিস্তার দ্বারা ● ধর্মের বিশেষ লক্ষণ দ্বারা
২০. সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়? (জ্ঞান)  
ক ইক্ খ ষ ● মন্ ঘ ইশ্
২১. বেদের পরে সব রকম কর্তব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত কোন গ্রন্থ? (জ্ঞান)  
ক সামবেদ ● স্মৃতিশাস্ত্র গ ন্যায়শাস্ত্র ঘ উপনিষদ
২২. যা কিছু ধারণ শক্তিসম্পন্ন তাই কী? (জ্ঞান)  
● ধর্ম খ বর্ণ গ সৃষ্টি ঘ মনুষ্যত্ব
২৩. জীবনক্ষেত্রে বেদের মতকে গ্রহণ করতে হয় কেন? (অনুধাবন)  
● ধর্ম, অধর্ম মীমাংসায় খ ঐশ্বর্যশালী হতে  
গ প্রভাবশালী হতে ঘ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য
২৪. ধর্মের লক্ষণসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)  
● দুই খ তিন গ চার ঘ ছয়
২৫. 'বেদ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
ক স্মৃতিশাস্ত্র খ ঋষি গ ধর্ম ● জ্ঞান
২৬. বেদ কত প্রকার? (জ্ঞান)  
ক দুই খ তিন ● চার ঘ ছয়
২৭. জটিল পরিস্থিতিতে নির্দেশ মানতে হয় কেন? (অনুধাবন)  
ক মায়ের জন্য খ বাবার মুক্তির জন্য  
● ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের জন্য ঘ শিক্ষকের আদেশ পালনের জন্য
২৮. আদি ধর্মগ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)  
ক নির্বাণ ● বেদ গ নীতিশাস্ত্র ঘ গীতা
২৯. যে ব্যক্তির আচরণে ধর্মের প্রকাশ পায় তাকে কী বলে? (অনুধাবন)  
ক বকধার্মিক খ পুরোহিত ● সৎ ব্যক্তি ঘ শূদ্র
৩০. ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় কার কাছে? (অনুধাবন)

৩১. বাসুদেব ধর্মের পাঁচটি গুণ অনুসরণ করে একটি বিশেষগুণ অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রে তার কোনটির অধিকারী হতে হবে? (প্রয়োগ)
- ক) ভগবত                      খ) গীতা                      গ) নির্বাণ                      ● বিবেক
৩২. পরিশোধিত ব্যক্তিকে ধর্মের দৃষ্টিতে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
- ক) ধর্মের                      খ) পরিবারের                      ● মনুষ্যত্বের                      ঘ) সমাজের
৩৩. কোনটি নষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি হয়? (অনুধাবন)
- ক) খারাপ মানুষ                      খ) সাধারণ মানুষ                      ● আদর্শ মানুষ                      ঘ) বিশেষ মানুষ
৩৪. ● ধর্ম                      খ) সমাজ                      গ) পরিবার                      ঘ) রাষ্ট্র

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪. ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ হলো- (অনুধাবন)
- i. স্মৃতিশাস্ত্র                      ii. বিবেকের নির্দেশ
- iii. ধর্মচর্চা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
৩৫. মানুষত্বের অধিকারী ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে পারে না। এর যথার্থ কারণ হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. আত্মসংযমী বলে                      ii. উচ্চবংশীয় বলে
- iii. পবিত্র থাকে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
৩৬. শেখর মন্সল চুরি করে না, মিথ্যা বলে না, কাউকে হিংসা করে না এবং পবিত্র থাকে। শেখরের ক্ষেত্রে যে বস্তুব্যাটি প্রযোজ্য-
- i. মনুষ্যত্বের অধিকারী                      ii. ধার্মিক লোক
- iii. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
৩৭. অর্নব বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমেও কতিপয় বিষয়ে ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করতে পারছে না। এখন তার যেটি করা প্রয়োজন- (প্রয়োগ)
- i. মহাপুরুষের আচার-অনুসরণ                      ii. মহাপুরুষ হওয়া
- iii. মহাপুরুষের উপদেশ অনুসরণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
৩৮. যে ধরনের গুণ অনুশীলন করে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে- (অনুধাবন)
- i. হিংসা না করে                      ii. সংযম না করে
- iii. পবিত্র থেকে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
৩৯. বেদ একাধিক গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। যথা- (অনুধাবন)
- i. ঋগ বেদ, সামবেদ                      ii. বেদান্ত, সামবেদ
- iii. অথর্ববেদ, যজুর্বেদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
৪০. ধর্মের সুফল পাওয়া যায়- (অনুধাবন)
- i. ঈশ্বরের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে                      ii. পূজা-পার্বণের মধ্য দিয়ে
- iii. ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
৪১. ধর্ম শব্দের অর্থ হলো-
- i. ধারণ করা                      ii. ধারণ শক্তি
- iii. বলে দেওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোবিন্দ কুসুম যে ধর্মটি পালন করে তা একটি আদি ধর্ম। এ ধর্মের আদি গ্রন্থের নাম বেদ। তবে কালীচরণ বেদের পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্রও মেনে চলেন।

৪২. উদ্দীপকে গোবিন্দ কুসুম ধর্মটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন ধর্মের? (প্রয়োগ)
- হিন্দুধর্ম (খ) ইসলাম ধর্ম (গ) খ্রিষ্টান ধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম
৪৩. গোবিন্দ কুসুম ধর্মীয় গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)
- (ক) মহাপুরুষের বাণী (খ) ভক্তের বাণী (গ) যোগসাধনার নিয়মনীতি (ঘ) ভগবানের বাণী

## পাঠ-৩ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে কোন ধর্মের বিকাশ ঘটে? (জ্ঞান)
- (ক) বৌদ্ধ (খ) হিন্দু (গ) ব্রাহ্ম (ঘ) খ্রিষ্টান
৪৫. কর্মযোগের কথা কোথায় লেখা আছে? (জ্ঞান)
- (ক) ঈশ্বরনামা (খ) নির্বাণ (গ) ভগবত (ঘ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৪৬. কত শতকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে দেখা হয়? (জ্ঞান)
- উনবিংশ (খ) একবিংশ (গ) আঠারো (ঘ) উনিশ
৪৭. বৈদিক যুগে কোন ধর্মের বিকাশ ঘটেছে? (জ্ঞান)
- (ক) বৌদ্ধ (খ) খ্রিষ্টান (গ) নির্বাণ (ঘ) হিন্দু
৪৮. সর্বশক্তিমান কে? (অনুধাবন)
- (ক) শ্রীচৈতন্য (খ) ঈশ্বর (গ) পার্বণ (ঘ) শিব
৪৯. বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন কে? (জ্ঞান)
- (ক) কৌশিক (খ) রিতেশ (গ) শ্রীচৈতন্যদেব (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ
৫০. ভগবানকে ভক্তরা কীরূপে ভক্তি করেন? (জ্ঞান)
- (ক) বৈদিকরূপে (খ) সন্ন্যাসরূপে (গ) আকার (ঘ) সাকার
৫১. ধর্মচরণে কোনটিকে প্রাধান্য দিতে হবে? (জ্ঞান)
- (ক) বৈদিক (খ) বিশ্বাস (গ) মানবকল্যাণ (ঘ) ভক্ত
৫২. কর্মযোগ অনুশীলন করলে মানুষ কী লাভ করে? (জ্ঞান)
- (ক) স্বর্গলাভ (খ) পুনর্জন্ম (গ) মুক্তিলাভ (ঘ) পুরস্কার
৫৩. কে হিন্দু ধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটায়? (জ্ঞান)
- শ্রীরামকৃষ্ণ (খ) শ্রীচৈতন্য দেব (গ) হরিচাঁদ ঠাকুর (ঘ) শ্রীনিত্যানন্দ
৫৪. হিন্দুধর্মে মূর্তি পূজার পরিবর্তে কেমন চিন্তা আসে? (জ্ঞান)
- এক ব্রহ্মচিন্তা (খ) বহুদেবতা চিন্তা (গ) অগ্নিপূজা চিন্তা (ঘ) জীবসেবা চিন্তা
৫৫. সুখীর ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করেন। তিনি নিরাকার আরাধনা করেন। তিনি কোন শ্রেণির উপাসক? (প্রয়োগ)
- (ক) শাক্ত (খ) শৈব (গ) বৈষ্ণব (ঘ) মধ্যম
৫৬. কীভাবে বৈদিক যুগে দেবতাদের আরাধনা করা হতো? (অনুধাবন)
- (ক) পূজা করার মাধ্যমে (খ) তপস্যা করার মাধ্যমে (গ) যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে (ঘ) পশুবলি দেয়ার মাধ্যমে
৫৭. বেদের পরে উপনিষদ যুগে মানুষ কেন সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে ব্রতী হয়েছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
- মুক্তিলাভের জন্য (খ) স্বর্গে যাওয়ার জন্য (গ) মানবজীবন ফিরে পাওয়ার জন্য (ঘ) সুখী হওয়ার জন্য
৫৮. সমস্ত বিশ্বজগৎকে ভগবানের কোনটি হিসেবে মনে করতে হবে? (জ্ঞান)
- (ক) পাঠক্ষেত্র (খ) কর্মক্ষেত্র (গ) বিচরণক্ষেত্র (ঘ) মুক্তিরক্ষেত্র
৫৯. উনবিংশ শতকে মূর্তিপূজার পরিবর্তে কোনটি আসে? (জ্ঞান)
- এক ব্রহ্ম চিন্তা (খ) বগবৎ চিন্তা (গ) ধ্যান সাধনা (ঘ) যজ্ঞানুষ্ঠান
৬০. রাহুল ঈশ্বরের ভক্ত এবং সে ঈশ্বরকে সাকারে উপাসনা করে। সমাজে কোনটি প্রচলিত আছে? (জ্ঞান)
- (ক) এক ঈশ্বরে পূজা (খ) এক দেবতার পূজা

৬১. (গ) বৈষ্ণব (●) বহু দেবদেবীর পূজা  
কে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন? (জ্ঞান)  
(●) স্বামী বিবেকানন্দ (খ) স্বামী স্মরণানন্দ  
(গ) স্বামী গৌরানন্দ (ঘ) স্বামী প্রফুল্লজী
৬২. আধুনিককালে সব ধর্মের সমন্বয় ঘটে কার মাধ্যমে? (জ্ঞান)  
(ক) ভগবত (●) চৈতন্য (গ) ব্রাহ্মণ (ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. সমাজজীবন সন্ন্যাস থেকে যে দিকে যায়- (অনুধাবন)  
i. কর্ম ii. ধর্ম iii. সংকর্ম  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
৬৪. দেব-দেবীর উপাসকগণ উপাসনার ধরন নিয়ে বিভক্ত হন- (অনুধাবন)  
i. বৈষ্ণব শ্রেণিতে ii. শাক্ত শ্রেণিতে iii. শৈব শ্রেণিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii
৬৫. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হলো- (অনুধাবন)  
i. সদাচার ii. সমন্বয় iii. বিবেকের বাণী  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (●) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনন্যা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মীয় চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন সেটা অনুসরণ করে। এতে অনন্যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৬৬. অনন্যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন বক্তব্যটির? (প্রয়োগ)  
(●) মূর্তিপূজার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব  
(খ) মানবপূজায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব  
(গ) অগ্নিপূজায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব  
(ঘ) প্রকৃতিপূজায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব
৬৭. অনন্যার যে ধর্মীয় চেতনার উদ্ভূত তাতে বোঝা যায়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. হিন্দুধর্মের পুরাতন চিন্তায় প্রভাবিত ii. হিন্দুধর্মের নতুন চিন্তায় প্রভাবিত  
iii. ঈশ্বরে বিশ্বাস কম  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(●) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ক) i, ii ও iii

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### পাঠ-১-২ : বর্ণভেদ, আশ্রমধর্ম ও যুগধর্ম

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)  
(ক) উপনিষদ (খ) গীতা (গ) ভগবত (●) বেদ
৬৯. বর্ণ কত প্রকার? (জ্ঞান)  
(ক) দুই (খ) তিন (●) চার (ঘ) ছয়
৭০. মানবজীবনকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?(জ্ঞান)  
(ক) দুই (খ) তিন (●) চার (ঘ) ছয়
৭১. হিন্দুধর্মে যুগ কয়টি? (জ্ঞান)  
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (●) চার
৭২. কোনটি কুসংস্কার? (জ্ঞান)  
(ক) সমাজ (খ) ধর্ম (গ) বই (●) বর্ণপ্রথা
৭৩. বর্ণের কথা জানা যায় কোথায়? (অনুধাবন)



- ক ইলিয়ডে খ নীতিশাস্ত্রে গ ওডিসিতে ● বেদে
৭৪. শ্রমজীবী ব্যক্তির কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
- ক ব্রাহ্মণ খ বৈশ্য গ ক্ষত্রিয় ● শূদ্র
৭৫. অনিমেধ এমন এক যুগের কথা জানতে পারে যে যুগে মানুষ খুব সং ছিল। সে কোন যুগ? (প্রয়োগ)
- ক ত্রেতা ● সত্য গ দ্বাপর ঘ কলি
৭৬. ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এ চারটিকে একত্রে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
- চতুরাশ্রম খ চতুঃসংগ গ চতুর্বর্ণ ঘ চতুর্ব্রত
৭৭. কোন যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতাররূপে আসেন? (জ্ঞান)
- ক সত্য যুগে খ ত্রেতা যুগে গ দ্বাপর যুগে ● কলি যুগে
৭৮. বিশ্বামিত্র কোন বর্ণের ব্যক্তি ছিলেন? (জ্ঞান)
- ক ব্রাহ্মণ ● ক্ষত্রিয় গ বৈশ্য ঘ শূদ্র
৭৯. সমীর বাবু ৫০ বছর পরবর্তী ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে সমীর বাবুর আশ্রমধর্মের কোন পর্যায়ে আছেন? (প্রয়োগ)
- ক ব্রহ্মচার্য খ গার্হস্থ্য ● বানপ্রস্থ ঘ সন্ন্যাস
৮০. বর্ণভেদ কোন ধরনের বিষয়? (অনুসরণ)
- ক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ● বংশানুক্রমিক
- গ পেশাগত ঘ রাজনৈতিক
৮১. সুব্রত শ্রমজীবী এবং তার সমাজে চারটি বর্ণ রয়েছে। সুব্রত তাহলে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
- ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয় গ বৈশ্য ● শূদ্র
৮২. কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মব্রত হিসেবে কোনটিকে মূল্যায়ন করা হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক তপস্যা খ জ্ঞান গ যজ্ঞ ● দান
৮৩. দ্বাপর যুগের লক্ষণীয় বিষয়ে নিচের কোনটি যৌক্তিক? (জ্ঞান)
- ক সংকর্ম খ ধর্মপ্রাণ মানুষ
- অত্যাচার বৃদ্ধি ঘ ধর্ম ষোলো আনা
৮৪. বৈশ্যরা কোন ধরনের কাজ করতেন? (জ্ঞান)
- ব্যবসা-বাণিজ্য খ জ্ঞান বিতরণ
- গ শ্রম বিক্রয় ঘ দেশ রক্ষা
৮৫. ধীরেন বাবু তার ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে গুরুগৃহে পাঠালেন। আশ্রম ধর্মানুসারে ধীরেন বাবুর ছেলে কত বছর ব্রহ্মচার্য পালন করবে? (প্রয়োগ)
- ক ১৫ খ ২০ ● ২৫ ঘ ৩০
৮৬. কীসের কারণে হিন্দুধর্মে প্রাচীনকাল থেকে বর্ণ বিভাগ রয়েছে? (জ্ঞান)
- ক সম্পদের পরিমাপ ● কর্মের যোগ্যতা
- গ বংশমর্যাদা ঘ জাতির বিশুদ্ধতা
৮৭. দ্বাপর যুগের মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক তপস্যা করা খ ধ্যান করা
- গ যজ্ঞই করা ● ধর্ম সংস্থাপন করা
৮৮. তাপস চক্রবর্তী জমিতে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণ হলেও পেশাগত কারণে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)
- ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয় গ বৈশ্য ● শূদ্র
৮৯. সত্যযুগের তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
- তপস্যাই ছিল প্রধান ধর্ম খ জ্ঞানই ছিল প্রধান ধর্ম
- গ যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্ম ঘ দানই ছিল প্রধান ধর্ম

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. সত্যযুগে প্রধান ধর্ম ছিল— (অনুধাবন)
- i. ধ্যান ii. তপস্যা iii. জপ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৯১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে যেটির ভিত্তিতে চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে— (অনুধাবন)
- i. জ্ঞান ii. গুণ iii. কর্ম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. সন্তোষের সমাজে ধর্ম পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ও তার জীবন সৎকর্মময়। সন্তোষের ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য- (প্রয়োগ)

- i. যে কলিযুগে বাস করে
  - ii. সে সভ্যতার প্রাথমিক যুগের অধিকারী
  - iii. শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেনি সমাজে
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

৯৩. বর্তমান যুগ কলিযুগ। এর প্রমাণ হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. মানুষের অন্তরে এখন হিংসা বিরাজ করে
  - ii. মানুষ এখন মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত
  - iii. মানুষ এখন খুব বেশি অলস হয়ে পড়েছে
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

৯৪. অখিল তার সমাজে প্রচলিত চারটি বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। অখিলের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য- (প্রয়োগ)

- i. রাজকার্যে কুশলী
  - ii. জ্ঞান বিতরণ করা
  - iii. দেশকে রক্ষা করা
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      ● i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

৯৫. কলিযুগের বৈশিষ্ট্য হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ছলনা, মিথ্যা ও আলস্য
  - ii. নিন্দা, হিংসা ও দুঃখ
  - iii. শোক, ভয় ও দীনতা
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

৯৬. মানবসভ্যতার প্রথম যুগ যে ধরনের ছিল- (অনুধাবন)

- i. সৎকর্মময়
  - ii. দুর্বল ধর্মীয় অবস্থা
  - iii. পূর্ণধর্ম
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      ● i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নয়ন বাবু একজন শাস্ত্রীয় পণ্ডিত। তিনি তার গ্রামের সকলকে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন। তিনি বলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য এক হলেও যুগের পরিবর্তনে বিভিন্ন সময় ধর্মাচারের পরিবর্তন হয়েছে।

৯৭. নয়ন বাবুকে কোন বর্ণের মানুষ বলা যাবে? (প্রয়োগ)

● ব্রাহ্মণ                      খ ক্ষত্রিয়                      গ শূদ্র                      ঘ বৈশ্য

৯৮. নয়ন বাবু ধর্মের যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তা হলো- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. জাগতিক কল্যাণ
  - ii. পারলৌকিক কল্যাণ
  - iii. আত্মার মুক্তি
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii                      ● i ও iii                      গ ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৩, ৪ ও ৫ : ব্রত ও ব্রত পালনে করণীয়, শিবরাত্রির ব্রতকথা ও ব্রত পালনের গুরুত্ব

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. প্রতিটি ব্রতের কী রয়েছে? (জ্ঞান)

● ব্রতকথা                      খ সত্যকর্ম                      গ পুণ্যকর্ম                      ঘ সত্যকথা

১০০. কোন মাসে শিবের আরাধনা করা হয়? (জ্ঞান)

● ফাল্গুন                      খ মাঘ                      গ চৈত্র                      ঘ পৌষ

১০১. কোন তিথিতে শিবের আরাধনা করা হয়? (জ্ঞান)

ক দশমী                      খ ষষ্ঠী                      গ তৃতীয়া                      ● চতুর্দশী

১০২. শিবকে তৃতীয় গ্রহের কী দিয়ে পূজা করা হয়? (জ্ঞান)

- ঘৃত (খ) মধু (গ) পানি (ঘ) তেল  
 ১০৩. শিবকে চতুর্থ গ্রহের কী দিয়ে পূজা করা হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) তেল (খ) মধু (গ) বেল (ঘ) সরিষা
১০৪. উপবাস করলে কী হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) স্বাস্থ্য ভালো (খ) লেখাপড়া ভালো  
 ● মন পবিত্র (ঘ) অর্থ উপার্জন
১০৫. ব্যাধ যে গাছটিতে চড়ে সেটি কী গাছ ছিল? (জ্ঞান)  
 (ক) আম গাছ (খ) জাম গাছ ● বেল গাছ (ঘ) বরই গাছ
১০৬. ব্যাধ ক্রান্ত হয়ে গাছের গোড়ায় বিশ্রাম নিলেন কেন? (অনুধাবন)  
 ● ব্যাধের বোঝা খুব ভারী ছিল (খ) দ্রুত দৌড়াচ্ছিল বলে  
 (গ) বাঘে ধাওয়া দিয়েছিল বলে (ঘ) বেশি খেয়েছিল বলে
১০৭. ব্যাধ যে গাছটিতে উঠে বসলেন সেই গাছের গোড়ায় কীসের প্রতীক ছিল?  
 ● শিবলিঙ্গের (খ) দুগ্ধের (গ) সুখের (ঘ) ভাগ্যের
১০৮. ব্যাধ কীভাবে তার সংসার চালাতেন? (অনুধাবন)  
 ● পশুপাখি শিকার ও মাংস বিক্রি করে (খ) কৃষিকাজ করে  
 (গ) মোসাহেবি করে (ঘ) পেয়াদাগিরি করে
১০৯. ব্যাধ গাছের ডালে উঠেছিল কেন?  
 (ক) ফল পাড়তে (খ) ফুল পাড়তে  
 (গ) সাপের ভয়ে ● রাত হয়েছিল বলে
১১০. শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিকতায় রাত্রির ২য় গ্রহের শিবকে স্নান করাতে হয় কী দিয়ে? (জ্ঞান)  
 (ক) দুগ্ধ (খ) মধু (গ) ঘৃত ● দধি
১১১. ব্যাধ কী বিক্রি করত?  
 ● মাংস (খ) পাখি (গ) কলা (ঘ) পশু
১১২. দুর্বাষ্টমী ব্রত করলে কী হয়? (জ্ঞান)  
 ● সাত পুরুষ সুখে থাকে (খ) ব্রাহ্মণ হওয়া যায়  
 (গ) মেধাবী হওয়া যায় (ঘ) প্রচুর সম্মান পাওয়া যায়
১১৩. ব্যাধের ঘটনাটির মাধ্যমে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) যমদূতের ক্ষমতা (খ) মনসার শক্তি  
 (গ) শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ● শিব পূজার গুরুত্ব
১১৪. শিবরাত্রির ব্রতকথায় কোন নগরীর নাম পাওয়া যায়? (জ্ঞান)  
 ● বারাণসী (খ) পাটলিপুত্র (গ) মগধ (ঘ) মথুরা
১১৫. ব্যাধ শিবধামে যেতে পেরেছিল কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) শিবকে ভালোবেসে ● শিবপূজা করে  
 (গ) উপাসনা করে (ঘ) দানশীল বলে
১১৬. ভক্তরা শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে কীভাবে শিবের পূজা করে? (অনুধাবন)  
 ● জল ও বেলপাতা দিয়ে (খ) কদম ফুল দিয়ে  
 (গ) ধূপ-ধোঁয়া দিয়ে (ঘ) রংধন ঐকে
১১৭. সুধীর চতুর্দশী তিথিতে জল ও বেল পাতা দিয়ে এক দেবতাকে পূজা করে যে কোন দেবতাকে পূজা করে? (জ্ঞান)  
 ● শিব (খ) গণেশ (গ) শ্রীকৃষ্ণ (ঘ) শ্রীচৈতন্য
১১৮. বিষ্ণুপত্রে তুষ্ট হন কে?  
 ● শিব (খ) যম (গ) লক্ষ্মী (ঘ) দূত
১১৯. শিবের উপবাস ভেঙে কী করতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) অঞ্জলি (খ) ধারণ (গ) ফ্রোজা ● পারণ
১২০. শিবরাত্রি এর আগের দিনে ভক্তরা কী করেন? (জ্ঞান)  
 (ক) নিরজ ● সংযম (গ) বধ (ঘ) অন্তর্জ
১২১. কোনটিতে আলপনা আঁকা হয়? (জ্ঞান)  
 ● ব্রতে (খ) জন্মদিনে (গ) পার্বণে (ঘ) উপাসনায়
১২২. ব্রত করলে কী ফল হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) অসুখ (খ) ভালো ● বাসনা পূরণ (ঘ) খারাপ
১২৩. কোনটি ব্রতপালনের অন্তর্ভুক্ত নয়? (অনুধাবন)  
 (ক) জন্মাষ্টমী (খ) বিপত্তারিণী ● কার্তিক পূজা (ঘ) জামাইষষ্ঠী

১২৪. কোনটি ব্রতপালনের অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)  
 ক কীর্তন খ প্রার্থনা গ ধ্যান ● জামাইষষ্ঠী

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

১২৫. শিবপূজা করতে হয়- (অনুধাবন)  
 i. শিব চতুর্দশীতে ii. কৃষ্ণ চতুর্দশীতে  
 iii. অষ্টমী তিথিতে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৬. তপন ব্রত পালন করে। তপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- (প্রয়োগ)  
 i. সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় ii. সে পাপমুক্ত হতে চায়  
 iii. সে পূর্ণ অর্জন করতে চায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১২৭. ব্রত পালনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. আকাঙ্ক্ষা পূরণ ii. পুণ্য অর্জন iii. পাপ হতে মুক্তি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১২৮. অরণ্যষষ্ঠী ব্রত করলে- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সন্তান-সন্ততি দীর্ঘায়ু হয় ii. সন্তান-সন্ততির পশ্চি হয়  
 iii. সন্তানরা ঐশ্বর্যশালী হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৯. ব্যাধ দেখতে- (অনুধাবন)  
 i. খর্বাকার ii. পিঙ্গল চুল iii. সুদর্শন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩০. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ব্রত হিসেবে পালন করে থাকেন- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. বিপত্তারিণী ব্রত, জামাইষষ্ঠী ব্রত ii. জন্মাষ্টমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত  
 iii. প্রবারণা ব্রত, মাঘী পূর্ণিমা ব্রত  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩১. শিবপূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- (অনুধাবন)  
 i. শিবধাম পাওয়া যায় ii. পাপমোচন হয়  
 iii. পুণ্য অর্জন হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২ ও ১৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌরভ অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করে। সে দুর্বাষ্টমী ব্রতও পালন করে। সে বিশ্বাস করে এতে তার মনবাসনা পূর্ণ হবে।

১৩২. সৌরভ দুর্বাষ্টমী ব্রত পালন করার ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)  
 ক সন্তান-সন্ততির দীর্ঘায়ু লাভ ● সাত পুরুষ সুখে থাকা  
 গ ঐশ্বর্য লাভ ঘ আকাঙ্ক্ষা পূরণ
১৩৩. সৌরভ অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করে। এতে বোঝা যায়- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সে বিবাহিত ii. সে ঐশ্বর্যশালী হতে চায়  
 iii. সে সন্তান-সন্ততির মঙ্গল চায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কালু চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনেকেই তাকে বোঝালেও সে এ কাজ ছাড়তে পারে না। কালু একদিন চুরি করতে গিয়ে নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুকে দেখতে পায়। কালুর কাজকর্ম সম্পর্কে তার জানা থাকলেও সে কালুকে নদী থেকে টেনে তোলে।

ক. মহাভারতের কোন পর্বের ধর্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে?

?

খ. বেদকে সনাতন ধর্মের মূলভিত্তি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে বিশেষ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী কালুর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. মহাভারতের শান্তিপর্বে ধর্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

খ. ধর্ম-অধর্ম মীমাংসার প্রশ্নে বেদের মতকে গ্রহণ করতে হয় বলে বেদকে সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বলা হয়।

কারণ, বেদ সনাতন ধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদে সনাতন ধর্মের আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণসহ সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে বিশেষ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো বিবেকের বাণী।

বিপদগ্রস্ত জীবের সেবা করার শিক্ষা দেয় বিবেকের বাণী। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করতে পারে না। সবক্ষেত্রে ধর্মনির্দেশ মেনে কাজ করাটা মানবিক নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের বাণী শোনাটাই মানুষের কর্তব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চুরি করতে গিয়েই নদীতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুর বিপদ দেখতে পায়। ধর্মীয় সাধারণ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে কালুকে পাপী হিসেবে উদ্ধার করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সজলের বিবেকে বাধে। তার কাছে মনে হয়, কালুকে বাঁচানই বড় ধর্ম, না বাঁচানই বরং পাপ। সেজন্য সে কালুকে নদী থেকে টেনে তোলে।

অর্থাৎ জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ নিয়ে ধর্মধর্ম পালন করতে হয় যা কালুকে বাঁচানোর মধ্য দিয়ে সজলের শ্রেণীতে ঘটেছে।

ঘ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী কালু একজন অধার্মিক ব্যক্তি।

কেননা হিন্দুধর্মের কিছু সাধারণ লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো হলো— হিংসা না করা, চুরি না করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, দেহমনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া। মহাভারতের শান্তি পর্বে এগুলো বর্ণিত আছে। এগুলোকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে পরিশুদ্ধ মানুষ বলা যায় না।

কিন্তু কালুর মধ্যে রয়েছে চুরি করার প্রবণতা। তাকে অনেক বোঝানো হলেও সে চুরি ছাড়তে পারেনি। চুরি বদ-অভ্যাসটির

সাথে যুক্ত থাকে মিথ্যা কথা বলার বিষয়টি। চুরি করা অসংযমেরও লক্ষণ। এছাড়াও চুরি করার প্রবৃত্তি, অসংযম, মিথ্যা কথা এসব একটি মানুষের চিন্তকে কলুষিত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কালু ধর্মের দৃষ্টিতে তথা মনুষ্যত্বের সৃষ্টিতে একজন অধার্মিক ব্যক্তি।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কয়েকজন দুর্বৃত্ত বরুণকে তাড়া করলে সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। মন্দিরের পুরোহিতকে সে অনুরোধ করে যে, দুর্বৃত্তরা তার খোঁজে এলে তিনি যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় মিথ্যা বলা মহাপাপ একথা চিন্তা করে দুর্বৃত্তদের সত্য কথা বলে দেন এবং পরিণামে তারা বরুণকে হত্যা করে। পুরোহিত মহাশয় বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী অনিতা দেবীকে ঘটনাটি খুলে বললেন। ঘটনাটি শুনে স্ত্রী বললেন, “কাজটি তুমি ঠিক করনি।”

?

ক. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? ১

খ. “মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা”—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পুরোহিত মহাশয় ধর্মের কোন বিশেষ লক্ষণকে ধারণ করেননি? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অনিতা দেবীর উক্তিটির কারণ পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থের বেদ।

খ. “মানব সেবাই ঈশ্বরের সেবা” বলতে বোঝায় জীবসেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে সেবা করা।

জীবাটাই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। এই পরমাত্মা জীবাটাক্রমে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করা যায়। কারণ জীবের মধ্যে আত্মারূপে নিরাকার বা পরমাত্মা ক্রিয়াশীল। তাই জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

গ. পুরোহিত মহাশয় ধর্মগ্রন্থে বিবেকের বাণীর বিশেষ লক্ষণকে ধারণ করেননি।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। মানুষ বিবেকবান প্রাণী। সর্বক্ষেত্রে ধর্মের নির্দেশ অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন : শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সত্য বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। তবে যদি দেখা যায় মিথ্যা বললে একজন মানুষের জীবন রক্ষা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলাই ধর্ম।

উদ্দীপকে এরূপ একটি চিত্র দেখা যায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত বরুণকে তাড়া করলে যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয় এবং পুরোহিত মশাইকে সে অনুরোধ করে যে, দুর্বৃত্তরা তার খোঁজে এলে তাদের যেন তিনি ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় দুর্বৃত্তদের সত্য কথা বলে দেন এবং পরিণামে তারা বরুণকে হত্যা করে, এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এমন জটিল পরিস্থিতিতে তিনি অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর যা বিবেকের নির্দেশ গ্রহণ করতে পারতেন। অর্থাৎ পুরোহিত মহাশয় ধর্মগ্রন্থে বিবেকের বাণীর বিশেষ লক্ষণকে ধারণ করেননি।

ঘ. “কাজটি তুমি ঠিক করনি”—অনিতা দেবীর উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থ।

যদি কোনো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি ধর্ম-অধর্মের গুরুর পথে সিদ্ধান্ত না নিতে পারে সেক্ষেত্রে তার নিজস্ব বিবেকের বাণীর আশ্রয় নিতে হয়। সর্বক্ষেত্রে ধর্মের নির্দেশ মেনে চলা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। যেমন : শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে—সত্য বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। কিন্তু মিথ্যা বললে যদি একজন মানুষের জীবন রক্ষা পায়, সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থে এও লেখা আছে আশ্রিতকে রক্ষা করাও ধর্ম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত বরুণকে তাড়া করলে সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। মন্দিরের পুরোহিতকে সে অনুরোধ করে যে, দুর্বৃত্তরা তার খোঁজে এলে তিনি যেন তাদের ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় মিথ্যা বলা মহাপাপ একথা চিন্তা করে, দুর্বৃত্তদের সত্য কথা বলে দেন এবং পরিণামে বরুণকে তারা হত্যা করে। এক্ষেত্রে পুরোহিত মহাশয়ের ধর্ম রক্ষা হয়নি। এরূপ আপদকালীন পরিস্থিতিতে কারো জীবন রক্ষায় প্রয়োজনে সত্য বলা ধর্ম নয়। পুরোহিতের এ ঘটনা তার স্ত্রী অনিতা দেবী শুনে বললেন “কাজটি তুমি ঠিক করনি।”

উপরিউক্ত আলোচনায় মাধ্যমে বলা যায় ‘ধর্মের বিশেষ লক্ষণটি অনিতা দেবী ধারণ করেন তাই তার কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে তুমি কাজটি ঠিক করনি।’ পাঠ্যবইয়ের আলোকে অনিতা দেবীর উক্তিটি সঠিক।

**প্রশ্ন -৩।** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হিন্দুধর্ম ক্রমশে শিক্ষক অরবিন্দবাবু শিক্ষার্থীদের সাথে আশ্রমধর্ম ও যুগধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে ঋষিগণ মানবজীবনে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সেই ভাগ অনুযায়ী চললে মানুষ সহজে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীতে যখন ধর্ম কমে যায় এবং অধর্ম বেড়ে যায় তখন ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন। শান্তি রক্ষার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

- ক. সমাজে যারা জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত তারা কী নামে পরিচিত হতো? ১
- খ. চারযুগের আচরণের জন্য শাস্ত্রে ধর্মকর্মের নির্দেশ সংবলিত শ্লোকটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. শিক্ষক অরবিন্দের বর্ণনানুসারে আশ্রমধর্মের রীতি মেনে চলতে কীভাবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তা আলোচনা কর। ৩
- ঘ. ‘শান্তি রক্ষার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন’-শিক্ষকের এই উক্তিটির তাৎপর্য নিরূপণ কর। ৪

### ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. সমাজে যারা জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হতো।

খ. চারযুগের আচরণের জন্য শাস্ত্রে ধর্মকর্মের নির্দেশ রয়েছে। যুগধর্মের শ্লোকটি ব্যাখ্যা করা হলো :

তপঃ পরং সত্যযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

অর্থাৎ, সত্যযুগে তপস্যা ছিল প্রধান ধর্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান।

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক অরবিন্দের বর্ণনানুসারে আশ্রমধর্মের রীতি অর্থাৎ চতুরাশ্রম আশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ দিক।

প্রাচীনকালে ঋষিগণ মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এ চারটিকে একত্রে বলা হয়

চতুরাশ্রম। মানবজীবনকে মোটামুটি একশ বছর আয়ুষ্কাল ধরে প্রত্যেকটি আশ্রমে পঁচিশ বছর করে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এ সময়ে গুরুগৃহ থেকে বিদ্যা অর্জন করার বিধান। দ্বিতীয় পর্যায়- পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন। এসময়ে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে বিবাহ সম্পন্ন করে সংসারধর্ম পালন করে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মানুশীলনের জন্য বনে যাওয়ার কথা। এটি চলবে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। এ পর্যায়কে বলা হয় বানপ্রস্থ। শেষ পঁচিশ বছরে আসে সন্ন্যাস ধর্মের কথা। তখন মানুষ ধর্মানুশীলনে আত্মনিয়োগ করে। অর্থাৎ উদ্দীপকে শিক্ষক অরবিন্দের বর্ণনানুসারে আশ্রম ধর্মের উক্ত রীতি মেনে চলার মাধ্যমে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করা যায়।

ঘ. 'শান্তি রক্ষার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন'- শিক্ষকের এ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

হিন্দুধর্মের মতে যুগ হচ্ছে চারটি- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ; ধর্ম ছিল পূর্ণ ও যোল আনা। পরবর্তীতে আসে ত্রেতা যুগ। যে সময় কিছু কিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। পরবর্তী যুগকে বলা হয় দ্বাপর যুগ। এ সময়ে ধর্মের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে এসে ধর্ম ও অধর্ম সমান সমান হয়। এ সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সমাজ দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন ও সং ব্যক্তিদের দুঃখমোচন আর ধর্ম সংস্থাপন করে গেছেন। এরপর আসে কলিযুগ এবং এই সময়ের অবস্থা আরও দুর্বল হয়। অপরদিকে, অধর্ম তথা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটে। মানুষের ধর্মবোধ হারিয়ে যাওয়া উপক্রম হয়। এ অবস্থায় অবতারণা করে আসেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তার প্রচেষ্টায় সমাজে প্রেমভক্তি প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং সমাজজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, পৃথিবীতে যখন ধর্ম কমে যায় এবং অধর্ম বেড়ে যায় তখন ঈশ্বর অবতারণা করে পৃথিবীতে আসেন। শান্তি রক্ষার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, 'শান্তিরক্ষার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে সমাজে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন এবং সং ব্যক্তি ও ধর্ম সংস্থাপন করেন।

#### প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমিত্রাদেবী প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের একটি বিশেষ দিনে সংযম ও উপবাস পালনের মধ্যদিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি ব্রত পালন করেন। এ ব্রতে উপবাস থেকে উদ্ভিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে রাত্রির চার প্রহরে নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে পূজা সম্পন্ন করা হয়। সুমিত্রাদেবীর বিশ্বাস ভক্তিভরে এ ব্রত পালন করলে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পাশাপাশি সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটবে। ঈশ্বর যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ক. | প্রথম প্রহরে শিবকে কী দিয়ে স্নান করাতে হয়?                               |
| ১  |                                                                            |
| খ. | ব্রতের পূর্বে সংযম পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।                       |
| ২  |                                                                            |
| গ. | সুমিত্রাদেবী যে দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা কর। |
| ৩  |                                                                            |
| ঘ. | সুমিত্রাদেবীর ব্রত পালনের গুরুত্ব পাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর।                 |
| ৪  |                                                                            |

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. প্রথম প্রহরে শিবকে দুধ দিয়ে স্নান করাতে হয়।

খ. ব্রত পালনের পূর্বে দেহ, মনকে পবিত্র রাখতে সংযম পালন করা প্রয়োজন।

ব্রত পালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয়। বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় দেহ-মনকে পবিত্র রাখতে হয়। তাই ব্রত পালনের পূর্বে সংযম পালন করা প্রয়োজন।

গ. উদ্দীপকে সুমিত্রা দেবী শিব দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করছেন।

প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। এটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে পরিচিত। শিব মঙ্গলময়। শিব বলেন, “কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তিভরে একটিমাত্র বিল্বপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই।” বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায্য দূর করে থাকেন এবং তিনি কল্যাণকর শক্তি। তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রত পালন করা হয় সেটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে খ্যাত। এ ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তাঁর বাসনার বস্তু পেয়ে থাকেন। শিবের অনুগ্রহ তাঁর প্রতি বর্ষিত হয়।

উদ্দীপকের সুমিত্রাদেবী প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে সংযম ও উপবাস পালনের মধ্যদিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিবব্রত পালন করেন। সুমিত্রা দেবীর বিশ্বাস ভক্তিভরে শিবব্রত পালন করলে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণের পাশাপাশি সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটবে।

ঘ. উদ্দীপকের সুমিত্রা দেবীর ব্রত পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের উদ্দেশ্যে যে আরাধনা করা হয় তাকে বলা হয় শিবরাত্রি ব্রত। শিবের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রত পালন করা হয় সেটিই শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে খ্যাত। এ সম্পর্কে পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শিব বলেন, “কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তিভরে একটিমাত্র বিল্বপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই।” বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। এ ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তাঁর বাসনার বস্তু পেয়ে থাকেন। আমার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, সুমিত্রা দেবী এ শিবরাত্রি ব্রত পালন করেছেন তাঁর মনোবাসনা পূরণের জন্য। তার মনোবাসনা পূরণও হয়েছে। শুধু আকাঙ্ক্ষা পূরণই নয়, ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাস থাকার মধ্যদিয়ে দেহ ও মন সংযমী হয় এবং সাধারণ ভজনের উপযোগী হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রতিশ্রুতিতে বলা যায় যে, সুমিত্রা দেবীর পালনকৃত শিবরাত্রি ব্রত পালনের যথেষ্ট গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা রয়েছে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন -৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাধনা রানির গুরুদেব বলেছেন, ‘বাঁচতে নরের যা যা লাগে, ধর্ম বলে জানিস তারে।’ অর্থাৎ একটি মানুষের বাঁচতে ও বাড়তে যা যা লাগে তাই ধর্ম। মূলত মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব তথা ধর্মের সাধারণ কিছু লক্ষণ আছে। যেমন-হিংসা না করা। এছাড়া ধর্মের কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। এ বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম ও তা নির্ণয় করা যায়। [পাঠ-১, ২ ও ৩]

- ক. হিন্দুধর্মে কয়টি বর্ণ রয়েছে? ১  
খ. হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ প্রথা কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো অনুসরণ করে একজন মানুষ কীভাবে আদর্শ মানুষ হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. “ধর্মের বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়”-উদ্দীপকের এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত চাও। ৪

### ▶▶ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. হিন্দুধর্মে চারটি বর্ণ রয়েছে।  
খ. কর্মের যোগ্যতা অনুসারে প্রাচীনকালে হিন্দুধর্মে বর্ণবিভাগ করা হয়েছে। সমাজের সকল মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় সমান নয়। হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থ বেদ থেকে চারটি বর্ণের কথা জানা যায়। বর্ণগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।  
গ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুসরণ করে একজন মানুষ আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, দেহ-মনে পবিত্র থাকা এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া— এ পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের তথা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদি দেখা যায় একজন মানুষ অন্যকে হিংসা করে না, অপরের সম্পদ চুরি করে না, জীবনে সত্যকে ধরে রেখেছেন, পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র, চিন্তা ভাবনা পরিশুদ্ধ এবং জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী বলব। আর এরূপ পরিশোধিত ব্যক্তিই হবেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ।  
উদ্দীপকেও দেখা যায়, মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এ মনুষ্যত্ব অর্জনে কিছু লক্ষণ আছে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো অনুসরণ করে একজন আদর্শ মানুষ হওয়া যায়।  
ঘ. ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে ধর্ম ও অধর্মের মাঝে পার্থক্য করা যায়— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত। বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী—এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। এ চারটি অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়। সনাতন ধর্মের ভিত্তি মূলে রয়েছে বেদ। কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম—এর মীমাংসার জন্য বেদের মতকেই গ্রহণ করা হয়। বেদের পরে স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ম নির্দেশ মেনে চললে ধর্মোপলব্ধি নির্ণয় করা সহজ হয়। বেদে ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম। বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। এভাবে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা হয়।  
উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, ধর্মের কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে, এ বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়। উপরিউক্ত আলোচনার প্রতিশ্রুতিতে বলা যায় যে, ধর্মের বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা যায়।

### প্রশ্ন -৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এক সময়ের মেধাবী ছাত্র প্রদীপ বাবু খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। গভীর লেখাপড়ার মধ্যে থেকেও তিনি পূজা পার্বণ, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি জানতেন ব্রতপালনের মাধ্যমে জীবনে সাফল্য আসে, প্রদীপ বাবুরও এসেছিল। প্রাপ্ত বয়সে তিনি সংসারধর্ম পালন শুরু করেন। আশ্রম ধর্মের নিয়মানুযায়ী একে সময় তিনি স্ত্রী সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তীর্থ দর্শনে যান। এরপর কয়েক বছর কেটে গেলে তাঁর সন্তান একদিন হঠাৎ তাঁকে গেরুয়া পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পায়। সন্তান বাবাকে গৃহে ফিরে আসতে বললে প্রদীপ বাবু তাতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি তখন সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করেছেন। (পাঠ-৩ ও ৫)

- ক. হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ কী? ১  
খ. চতুরাশ্রম বলতে কী বোঝায় তা লেখ। ২  
গ. প্রদীপ বাবুর কৃতকর্ম থেকে কীভাবে আশ্রম ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় তা বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. প্রদীপ বাবুর ব্রত পালন ব্যক্তি জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ



►► ৬নং প্রশ্নের উত্তর ►►

- ক. হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ।
- খ. চতুরাশ্রম বলতে চারটি আশ্রমের সমষ্টিকে বোঝায়। প্রাচীনকালে ঋষিগণ মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যেমন : ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এ চারটি আশ্রমকে একসাথে বলা হয় চতুরাশ্রম।
- গ. প্রদীপ বাবুর কৃতকর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আশ্রম ধর্মপালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারি।  
আশ্রম ধর্ম হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। যেটা পালন করা প্রত্যেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীর অবশ্য কর্তব্য। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, প্রদীপ বাবু ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনার পাশাপাশি পূজাপার্বণ, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদি পালন করেছেন।  
প্রদীপ বাবুর মতো ব্রত পালনের মাধ্যমে আমরাও পড়াশোনা শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সম্পন্ন করে সংসার-ধর্ম পালন করব। এ গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্ম পালন শেষে সংসারের দায়িত্ব স্ত্রী পুত্রদের উপর ন্যস্ত করে ঈশ্বরের আত্মসমর্পণ করব। যাতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে পারি। অর্থাৎ প্রদীপ বাবুর কৃতকর্ম থেকে আশ্রম ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারি।
- ঘ. প্রদীপ বাবুর ব্রত পালন ব্যক্তি জীবনে ও সর্বক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছেন।  
হিন্দুদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা, পার্বণ ও ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। পুণ্য অর্জন ও পাপ হতে মুক্তির ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মকেই বলা হয় ব্রত। অর্থাৎ ব্রত পালনের উদ্দেশ্য হলো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু বিধিপালন। ব্যবহারিক অর্থে ব্রত শব্দের অর্থ হলো- কোনো উদ্দেশ্য সাধনে অথবা সফলতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। ব্রতপালন-ব্যক্তি জীবনে নানাভাবে প্রভাব ফেলে। অরণ্যযন্তী ব্রত করলে সন্তান-সন্ততি ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্বাষ্টমী ব্রত করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায়। অর্থাৎ যে কোনো ব্রতের মাধ্যমে ব্রতীর মনোবাসনা পূরণ হয়।  
উদ্দীপকেও দেখা যায়, এক সময়ের মেধাবী ছাত্র প্রদীপ বাবু খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। গভীর লেখাপড়ার মধ্যে থেকেও তিনি পূজাপার্বণ, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে জীবনে সাফল্য আসে, প্রদীপ বাবুরও এসেছিল।  
পরিশেষে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রদীপ বাবু ব্রত পালন করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

**প্রশ্ন -৭► নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মিতু আগামী ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে ঠাকুমার সাথে ব্রত পালন ও পূজা করবে। সে তার ঠাকুমার কাছে এ ব্রতপালন এবং পূজা সম্পর্কে জানতে চায়। ঠাকুমা তাকে সব বুঝিয়ে বলেন, তিনি বললেন, এ ব্রতের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে এবং এ ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়। (পাঠ-৩, ৪ ও ৫)

- ক. দুর্বাষ্টমী ব্রত করলে কী হয়? ১
- খ. ব্যাধ বেলগাছে রাত কাটালেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন ব্রতের কথা বলা হয়েছে? উক্ত ব্রতের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘এর ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়’-বিশ্লেষণ কর। ৪

►► ৭নং প্রশ্নের উত্তর ►►

- ক. দুর্বাষ্টমী ব্রত করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায়।
- খ. ব্যাধি মূলত প্রাণ বাঁচানোর জন্যই বেলগাছে রাত কাটিয়েছিলেন।  
একদিন ব্যাধ বনে গিয়ে প্রচুর শিকার করলেন। গভীর বন থেকে ভারী বোঝা নিয়ে ফিরতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন বেলগাছের গোড়ায়। সূর্য অস্ত গেল, রাত নামল। সেদিন ছিল চতুর্দশী তিথির অন্ধকার রাত। তাই বন্যপশুর আক্রমণের ভয়ে বাড়ি ফেরার সাহস পেলো না। অন্ধকারে বন্যপশুরা যদি আক্রমণ করে। এসব ভেবে তিনি একটি বেল গাছের ডালে শিকার করা মাংস ঝুলিয়ে রাখলেন এবং নিজেও গাছের ডালে চড়ে বসলেন।
- গ. উদ্দীপকে শিবরাত্রি ব্রতের কথা বলা হয়েছে।  
ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবব্রত পালন করা হয়।  
এ ব্রতের নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি আছে, যেমন : শিবরাত্রির আগের দিন থেকেই ভক্ত সংযম অবলম্বন করবেন। বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় দেহ ও মানকে পবিত্র রাখবেন। উপবাস থেকে সারাদিন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও শিবকে স্মরণ করবেন। শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে থাকবে রাত্রির চার প্রহরে শিবকে চারবার অর্চনা করা। প্রথম প্রহরে শিবকে স্নান করাতে হয় দুধ দিয়ে। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দিয়ে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে। প্রতিবার স্নান শেষে পূজাধ্যান করতে হবে। এভাবে সারারাত্রি পূজায় কাটবে। পরের দিন ভক্ত শিবকে পূজা দিয়ে উপবাস ভেঙে পারণ করবে।  
উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিতু ও তার ঠাকুমা ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে একটি ব্রত পালন করবে এবং সে ব্রতের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে শিবরাত্রি ব্রতের কথা বলা হয়েছে।
- ঘ. ‘শিবব্রতের ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়’-এ মন্তব্যটি যথার্থ।  
শিবব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তার বাসনার বস্তু পেয়ে থাকেন, তাঁর অনুগ্রহ ভক্তের প্রতি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়। শিব মঙ্গলময়। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায় দূর করে থাকেন। শিবশক্তি কল্যাণকর শক্তি। তাঁর অনুগ্রহ পাবার জন্যই এ শিবরাত্রি ব্রত পালন করা হয়। এ ব্রত সম্পর্কে কাহিনী শোনা যায়-এক

সময় শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছেন। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করছেন, তিনি কীসে তুষ্ট হন? শিব উত্তরে বলেন, কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তি করে একটিমাত্র বিল্বপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। হে দেবী, এ হলো আমার প্রীতিকর ব্রত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিবব্রত পালন করলে ভক্তের প্রতি শিবের অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়। পাপীও যদি শিবরাত্রিতে যথাবিধি শিবের পূজা করে, তাহলে তারও সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধাম প্রাপ্ত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিবব্রতের ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি শিবের অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়।

**প্রশ্ন -৮ ▶** নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



(পাঠ- ৩, ৪ ও ৫)

- ?**
- ক. প্রশ্নে উল্লিখিত চিত্রটি কী নির্দেশ করে? ১  
খ. প্রতিটি ব্রতের মুখ্য কাজগুলো কী? ২  
গ. ব্রতপালনের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শিবব্রত সম্পর্কে যা জান লেখ। ৪

▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. প্রশ্নে উল্লিখিত চিত্রটি শিব দেবতার প্রতীক শিবলিঙ্গ।  
খ. ব্রতপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলিও আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপবাস অবশ্য করণীয়। যে দিনে বা তিথিতে যে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় সে দিনে বা তিথিতে ভক্তগণ উপবাস থেকে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে থাকেন।  
গ. হিন্দুধর্মে ব্রত পালনের উপকারিতা অপরিসীম।  
অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথা আমাদের দানের প্রতি উৎসাহিত করে। অরণ্যযন্তী ব্রত করলে সন্তান-সন্ততি দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্বাষ্টমী ব্রত করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায় এবং দুর্বীর মতো সজীব ও আনন্দময় হয় বংশের সকলের জীবন।  
এভাবে ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাসের মধ্য দিয়ে দেহ ও মন সংযত হয়। শরীর ও মন দুইই ভালো থাকে।  
উদ্দীপকের চিত্রটির মাধ্যমেও আমরা তাই দেখতে পাই যে, শিবলিঙ্গ ব্রতপালনের অন্যতম প্রতীক। শিবলিঙ্গের পূজার মাধ্যমে ব্রতপালনের দ্বারা দেহ মন পবিত্র হয়।  
ঘ. ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। এটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে পরিচিত।  
শিব মঙ্গলময়। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায় দূর করে থাকেন। শিবশক্তি কল্যাণকর শক্তি। তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রত পালন করা হয় সেটি শিবরাত্রি ব্রত হিসেবে খ্যাত।  
উদ্দীপকের চিত্রের দ্বারা এই শিবের ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একসময় শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছেন। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করছেন, তিনি কীসে তুষ্ট হন! শিব উত্তরে বলেন, 'কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তি ভরে একটিমাত্র বিল্বপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপচারে আমার অর্চনা করলে প্রয়োজন হয় না। হে দেবী, এই হলো আমার প্রীতিকর ব্রত।  
এই ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তার বাসনার বস্তু পেয়ে থাকেন।

**প্রশ্ন -৯ ▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মৃণাল কান্তির বিশ্বাস ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ অনুসরণ করে জীবনের সকল কাজের সমাধান করেন। ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। তিনি সং এমনকি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তার মাধ্যমে মঙ্গলজনক কাজের সিদ্ধান্ত তাকে জীবনে সফল হতে সহায়তা করেছে। বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারাই মানুষের ধর্ম। [মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

[২য় পরিচ্ছেদ, পাঠ-৩]

- ?**
- ক. শিবরাত্রি ব্রত কখন হয়? ১  
খ. 'শিবরাত্রি ব্রত' এর উদ্দেশ্য কী? ২  
গ. উদ্দীপকে মৃণাল কান্তি বিশ্বাস ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্র পাঠ জীবনবধি অবলম্বন করেন কীভাবে তা বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারাই মানুষের ধর্ম-উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে ।
- খ. শিবের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য শিবরাত্রি ব্রত করা হয় ।  
শিব মঙ্গলময় দেবতা । তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায্য দূর করে থাকেন । শিব কল্যাণকর শক্তি । তার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য যে ব্রত পালন করা হয় তাকে শিবরাত্রি ব্রত বলে । সুতরাং আমরা জীব ও জগতের মঙ্গল কামনায় শিবরাত্রি ব্রত পালন করে থাকি ।
- গ. মৃণাল কান্তির বিশ্বাস তার দৈনন্দিন জীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রপাঠ জীবনবিধি অবলম্বন করে সংভাবে, সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করেন ।  
তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন । অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায় । অর্থবেদ সংহিতায় ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টিরোধ, ভেষজবিদ্যা, শাস্তি ও নানাবিধ শুভ কর্মসংক্রান্ত মন্ত্রাদি নির্দেশনা পেয়েছেন এবং এগুলো তিনি তার জীবনে প্রয়োগ করেছেন ।  
উদ্দীপকেও দেখা যায়, মৃণাল কান্তি ধর্মগ্রন্থ থেকে জ্ঞান লাভ করে সেগুলোকে জীবনে প্রয়োগ করেছেন । জীবনকে সুন্দর, সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে ভেষজবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এ জ্ঞান লাভ করেছেন । নানা রোগ-ব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায় স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন ।
- ঘ. ‘উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারাই মানুষের ধর্ম’—এ মন্তব্যটি সঠিক ।  
যে, যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সেই অবস্থার জন্য উপযুক্ত কাজ করাই ধর্ম । কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অর্জুন যখন আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাননি তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এ কথাটি বলেছিলেন । অর্জুনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয় । যুদ্ধই তোমার ধর্ম । যুদ্ধ না করলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে । কর্ম তথা কর্তব্য পালনই ধর্ম । তাই তুমি যুদ্ধ কর । পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর ।  
উদ্দীপকে বলা হয়েছে বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারাই ধর্ম । অর্থাৎ, স্থান, কাল, পাত্রভেদে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারাটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম পালন । যেমন : ‘ছাত্রণং অধ্যয়নং তপঃ ।’ অর্থাৎ, ছাত্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে অধ্যয়ন করা । একইভাবে, ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা । সুতরাং সময়ের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সময়েই নিতে হবে ।  
উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, যে যে অবস্থানেই আছে, সে কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করাই প্রকৃত ধর্ম । যদি সেটি সঠিকভাবে করা না যায় তাহলে প্রকৃত ধর্ম নষ্ট হয় ।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



- প্রশ্ন-১০** প্রখ্যাত ধর্মযাজক এক সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন । তিনি বললেন, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে । হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে যজ্ঞকর্মে, বেদান্তের ব্রহ্মসাধনায়, পৌরাণিক যুগে দেব-দেবীর উপাসনায়, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগে, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবনায় আর আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ।
- ক. বেদ কয়টি? ১
- খ. সদাচার কী? ২
- গ. শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগ অনুশীলন করে কীভাবে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে? যাজকের বক্তব্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর । ৩
- ঘ. যাজকের বক্তব্য অনুসারে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ আলোকপাত কর । ৪

- প্রশ্ন-১১** আগামীকাল ফাল্গুন মাসের চৌদ্দ তারিখ । অর্পিতা তার মায়ের সাথে ব্রত পালন করবে এবং পূজা করবে । মায়ের সাথে সমস্ত কাজে ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও সে তার মায়ের কাছে এই ব্রত এবং পূজা সম্পর্কে জানতে চায় । মা তাকে সব বুঝিয়ে বলেন । মা বলেন, এই ব্রতের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ধিত হয় ।
- ক. ক্রেতা যুগের প্রধান ধর্ম কী ছিল? ১
- খ. চতুরাশ্রম কাকে বলে? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন ব্রতের কথা বলা হয়েছে? উক্ত ব্রতের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর । ৩
- ঘ. ‘এর ফলস্বরূপ ভক্তের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ বর্ধিত হয়’— বিশ্লেষণ কর । ৪



## অনুশীলনের প্রশ্ন ও উত্তর



- শূন্যস্থান পূরণ কর //
১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ — ।
  ২. হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা — নয় ।
  ৩. আমাদের জীবনে — কে ধরে রাখতে হবে ।
  ৪. জটিল পরিস্থিতিতে — নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয় ।
  ৫. ঋত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র — বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন ।
- উত্তর : ১. বেদ; ২. জন্মগত; ৩. সত্য; ৪. বিবেকের; ৫. তপস্যার ।

- ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর //

|         |         |
|---------|---------|
| বাম পাশ | ডান পাশ |
|---------|---------|

| বাম পাশ                                               | ডান পাশ            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| ১. বহু সাধকের সাধনায়                                 | ধর্ম।              |
| ২. সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে                 | বিকশিত হচ্ছে ধর্ম। |
| ৩. বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটি | বেদ।               |
| ৪. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ                        | প্রাণী।            |
| ৫. মানুষ বিবেকবান                                     | ধর্মের লক্ষণ।      |
|                                                       | মহাভারত।           |

**উত্তর :** ১. বহু সাধকের সাধনায় **বিকশিত হচ্ছে ধর্ম**।  
 ২. সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে **ধর্ম**।  
 ৩. বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটি **ধর্মের লক্ষণ**।  
 ৪. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ **বেদ**।  
 ৫. মানুষ বিবেকবান **প্রাণী**।

#### ❑ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও //

**প্রশ্ন ১ ৥ সদাচারের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হলো সদাচার। সৎ + আচার = সদাচার। সৎ আচার বলতে বোঝায় সৎ আচার-আচরণকে। অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের আচার-আচরণে ধর্মের প্রকাশ ঘটে থাকে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম যাচাই করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই করা হলো সদাচার।

**প্রশ্ন ২ ৥ যজ্ঞকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** মানুষের মুক্তির চিন্তার কারণে যজ্ঞকর্মের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। বৈদিক যুগে ধর্মকর্ম নির্ধারিত ছিল যজ্ঞকর্মরূপে। তখন যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেবতাদের আরাধনা করা হতো। যজ্ঞকর্মের ফল স্বর্গ প্রাপ্তি হলেও মানুষের মুক্তিলাভ হতো না। কিন্তু বেদের পরে উপনিষদের যুগে মানুষের মনে মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য পায়। তাই যজ্ঞকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যায়। তারা মুক্তির জন্য এক ব্রহ্মের আরাধনা শুরু করে।

**প্রশ্ন ৩ ৥ কর্মযোগ বলতে কী বোঝায়?**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের আচার-আচরণগুলোর মধ্যে একটি অপরিহার্য উপাদান হলো কর্মযোগ। কর্মযোগের ধারণাটি গীতার। দ্বাপর যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে তখন হিন্দুধর্মে ধর্মাচরণ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। কর্মের মাধ্যমেই ধর্ম পালন শুরু হয়। অর্থাৎ কর্মের সাথে ধর্ম পালন। তবে কর্ম হতে হবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করে। কর্মের ফল ভগবানের কাছে সমর্পণ করতে হবে। একে বলে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মেই মুক্তি হবে।

**প্রশ্ন ৪ ৥ ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ। অর্থাৎ মানুষ নানা মত ও পথের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করে। একে বলে ধর্মাচরণ। ধর্মাচরণ যত বিচিত্র হোক না কেন মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ। মানুষ নানাভাবে ঈশ্বরের সম্বন্ধি অর্জন করে তার কৃপা কামনা করে। কৃপা পেলে তার মঙ্গল হয়। ফলে তার কল্যাণ হয়। অর্থাৎ মানবকল্যাণই ধর্মাচরণের মূল্য লক্ষ্য।

#### ❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও //

**প্রশ্ন ১ ৥ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো মেনে চলার কারণ ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মনু প্রত্যয় যুক্ত করে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ যা ধারণশক্তিসম্পন্ন, সেটিই ধর্ম। হিন্দুধর্মের পাঁচটি সাধারণ লক্ষণ আছে, সেগুলো হলো— হিংসা না করা, চুরি না করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, দেহমনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া। এ পাঁচটি সাধারণ লক্ষণকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মনুষ্যত্ব হলো মানুষের ধর্ম। এ মনুষ্যত্বই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাই প্রত্যেক মানুষের এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ, এ গুলোগুলো মেনে চললে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। একজন মানুষ যদি এগুলো মেনে চলে, অন্যকে হিংসা না করে, চুরি না করে, মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্য কথা বলেন, পোশাক-পরিচ্ছদে পবিত্র ও চিন্তা-ভাবনায় পরিশুদ্ধ থাকে এবং জীবন ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী থাকে, তাহলে মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারবে। হিন্দুধর্মে এরূপ পরিশোধিত মানুষকে আদর্শ মানুষ বলা হয়। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো মেনে চলার কারণ হলো মনুষ্যত্ব বা আদর্শবান মানুষ হওয়া।

**প্রশ্ন ২ ৥ হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ কর।**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। নিচে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো :

**বেদ :** হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের ঋষিগণ ধ্যানস্থ হয়ে ভগবানের বাণী লাভ করেছেন এবং সে বাণীসমূহ কালক্রমে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা বেদগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত হয়। বেদ মূলত চারটি। যথা-ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। জীবনের ক্ষেত্রে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা বিচার করতে বেদের মত গ্রহণ করতে হয়।

**স্মৃতিশাস্ত্র :** সর্বকর্ম কর্তব্যকর্মের উপদেশ নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছে বেদের মত ঠিক রেখে। স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম-নির্দেশ মেনে চললে ধর্মার্থ নির্ণয় করা সহজ হয়।

**সদাচার :** সৎ + আচার = সদাচার। সৎ ব্যক্তিদের আচার-আচরণে ধর্মের প্রকাশ ঘটে থাকে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম।

**বিবেকের বাণী :** উপরের আলোচিত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। যেমন : শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সত্য কথা বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব না ও হতে পারে। যদি দেখা যায়, মিথ্যা বললে একজন মানুষের জীবন রক্ষা পায়, তখন মিথ্যা বলাই ধর্ম। এ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়।

**প্রশ্ন ৩ ৥ বর্ণপ্রথার গৌড়মির দিকটি বিশ্লেষণ কর।**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে হিন্দুদের চারটি বর্ণের কথা জানা যায়। এগুলো হলো— ব্রাহ্মণ, ক্షিত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কর্মের ওপর ভিত্তি করে এই বর্ণের সৃষ্টি। সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা সমান নয়। কর্ম অনুযায়ী মানুষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্ণভেদের মূল লক্ষ্য ছিল পেশার উৎকর্ষ সাধন ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল সাধন করা। তখন সমাজে যারা জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত ছিল তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা ধর্মীয় গৌড়মির রূপ নিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়, ক্షিত্রিয়ার সন্তান ক্షিত্রিয় হয়, অনুরূপভাবে বৈশ্য ও শূদ্রের সন্তান জন্মগত অধিকারে পরিচিত হয়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, একই পরিবারে চার সন্তান চার রকম গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু জন্মগত কর্মবিভাজনে তাদের চারজনকে একই কর্ম করতে হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না। বর্ণভেদ পেশাগত, কখনই বংশানুক্রমিক নয়।

**প্রশ্ন ৪ ৥ হিন্দুধর্ম বিকাশের পরিচয় দাও।**

**উত্তর :** হিন্দুধর্ম হলো চিরন্তন ধর্ম। এ ধর্ম কেউ সৃষ্টি করেনি। হিন্দুধর্ম আগে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। তবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। হিন্দুধর্মে চিন্তাশীল মুনি-ঋষিগণ মানুষের কল্যাণ কামনায় ধর্মীয় আচার-আচরণে যজ্ঞকর্ম নির্ধারণ করেন। কিন্তু যজ্ঞকর্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হলেও মানুষের মুক্তিলাভ হতো না। মানুষ মুক্তিলাভের জন্য যজ্ঞকর্ম বাদ দিয়ে এক ব্রহ্মের আরাধনা করতে থাকে। কালক্রমে এ চিন্তার মধ্যেও মানুষ সম্মুখ হতে পারল না।

এরপর আসে ভক্তিবাদ। মানুষ ঈশ্বরের বিভিন্ন সাকাররূপ দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকগণ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন : শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

উনবিংশ শতকে এসে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ দিয়ে হিন্দুধর্মে অনেক আচার-আচরণে সংস্কারসাধন করা হয়। মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক ব্রহ্ম চিন্তা। অপরদিকে মূর্তিপূজার মাধ্যমে যে মানুষ ঈশ্বর লাভ করতে পারে তা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে। এভাবে যুগে যুগে, কালে কালে নানা পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের বিকাশ হয়েছে।

**প্রশ্ন ৫ ৥ শিবরাত্রি ব্রত পালনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের বহু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো শিবরাত্রি ব্রত। শিবরাত্রি পালনের উল্লেখযোগ্য যৌক্তিকতা রয়েছে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। এটি শিবরাত্রিতে ব্রত হিসেবে পরিচিত। শিবরাত্রি পালন করলে শিব সম্ভুত হন। ফলে তিনি মঙ্গল সাধন করেন। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর, অন্যায় দূর করে থাকেন। তার কৃপায় ভক্তদের কল্যাণ হয়ে থাকে। শিবরাত্রি পালনের জন্য শিবের প্রতি ভক্তিই যথেষ্ট। ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ বিশ্বপ্রবৃত্তির অঞ্জলিতে তিনি তুষ্ট হন। তাতেই ভক্তদের কল্যাণ হয় এবং মৃত্যুর পর তারা শিবধামে গমন করতে পারে।

সুতরাং শিব মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। তার কৃপা পেতে শিবরাত্রি পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক //

**প্রশ্ন ১ ৥ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ পাঁচটি।

**প্রশ্ন ২ ৥ ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ কয়টি?**

**উত্তর :** ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ চারটি।

**প্রশ্ন ৩ ৥ হিন্দুধর্মের লক্ষণসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**

**উত্তর :** হিন্দুধর্মের লক্ষণসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

**প্রশ্ন ৪ ৥ মূর্তিপূজার পরিবর্তে কোনটি আসে?**

**উত্তর :** মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক চিন্তা- যার নাম ব্রহ্মচিন্তা।

**প্রশ্ন ৫ ৥ কার কার প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটে?**

**উত্তর :** শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটে।

**প্রশ্ন ৬ ৥ শ্রীকৃষ্ণ কোন যুগে আবির্ভূত হন?**

**উত্তর :** ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

**প্রশ্ন ৭ ৥ কে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন?**

**উত্তর :** শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

**প্রশ্ন ৮ ৥ চতুরাশ্রম কাকে বলে?**

**উত্তর :** প্রাচীনকালে ঋষিরা মানবজীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। এগুলোকে একত্রে চতুরাশ্রম বলে।

**প্রশ্ন ৯ ৥ বানপ্রস্থ কাকে বলে?**

উত্তর : পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মানুশীলনের জন্য বনে যাওয়া, যা পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত চলত। এ পর্যায়কে বানপ্রস্থ বলে।

প্রশ্ন ১০ ॥ ক্ষত্রিয় কাকে বলে?

উত্তর : যারা রাজকার্যে কুশলী, দেশকে রক্ষা করার শক্তিতে দক্ষ, এই শ্রেণির লোকদেরকে বলা হয় ক্ষত্রিয়।

## ❑ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ॥ কোন শাস্ত্রের মাধ্যমে ধর্মধর্ম নির্ণয় করা সহজ হয়?

উত্তর : স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম, নির্দেশ মেনে চললে ধর্মধর্ম নির্ণয় করা সহজ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছে বেদের নির্ধারিত মতামত ঠিক রেখে।

প্রশ্ন ২ ॥ আমরা কীভাবে ধর্মধর্ম নির্ণয় করতে পারি?

উত্তর : শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সত্য কথা বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। এ নির্দেশ সবক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় মিথ্যা বললে একজন মানুষের জীবন রক্ষা হয়, তখন মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ নিয়ে ধর্মধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

প্রশ্ন ৩ ॥ কারা ধর্মীয়ভাব প্রচার করতেন?

উত্তর : মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে। হিন্দুধর্মে চিন্তাশীল মূনি স্ববিগণ মানুষের কল্যাণচিন্তায় ধর্মীয় আচার-আচরণে এমনকি পারমার্থিক চিন্তায় নতুন নতুন ধর্মীয়ভাব প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক যুগে ধর্মকর্ম নির্ধারিত ছিল যজ্ঞকর্ম রূপে। যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈদিক যুগে দেবতাদের আরাধনা করা হতো।

প্রশ্ন ৪ ॥ আমরা কোন ধর্ম অনুসরণ করব?

উত্তর : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ভাব অনন্ত, তাঁকে পাওয়ার পথও বিচিত্র। সাধনপথে যেকোনো প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে মানবের কল্যাণের জন্যই ধর্ম এসেছে। ধর্মোচরণে মানবকল্যাণকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন; তাই মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। এই ধর্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমরা জীবনে সেবাস্বার্থ অনুশীলন করব এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করতে যত্নবান হব।

প্রশ্ন ৫ ॥ কোন যুগে ধর্ম ও অধর্ম সমান ছিল?

উত্তর : দ্বাপর যুগে ধর্মের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাপ, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে যায়। এখানে ধর্ম ও অধর্ম সমান সমান হয়ে যায়। এ সময় ভগবান আবির্ভূত হয়ে সমাজে সৎ ব্যক্তিদের দুঃখমোচন করেন।

প্রশ্ন ৬ ॥ সমাজে কোনটির প্রভাবে অধর্ম দুর্বল হয়ে যায়?

উত্তর : মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা হয় সত্য যুগ। এ যুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। তাদের জীবন ছিল সংকর্মময়। তারপর কিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। তখন সমাজ হয় এক ভাগ পাপ আর তিনভাগ ধর্ম। সমাজে ধর্ম নৈতিকতার প্রভাব তখনো বেশি থাকায় অধর্ম দুর্বল হয়ে থাকে।

## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. দেশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের শতকরা কত ভাগ চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করেন?

- (ক) ৬৫% (খ) ৭৫% (গ) ৮৫% (ঘ) ৯৫%

২. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা গেলে—

- i. বেকারত্ব দূর হবে ii. পণ্যের দাম পাওয়া যাবে  
iii. বিভিন্ন রকমের ফসল পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রওশন আরা তাঁর বসতবাড়ির বাগানে কয়েকটি ফল গাছের কলম চারা ও শাকসবজির বীজ বপন করেন এবং ভালো ফলন পান। কিন্তু পরবর্তী বছর নিজের উৎপাদিত শাকসবজির বীজ থেকে সবজি চাষ করে ভালো ফলন পেলেন না।

৩. রওশন আরার লাগানো ফল গাছগুলো কী ধরনের গুণসম্পন্ন হবে?

- মাতৃগাছের মতো (খ) পিতৃগাছের মতো  
(গ) মাতৃগাছ থেকে ভালো (ঘ) মাতৃ ও পিতৃগাছের মতো

৪. রওশন আরার পরবর্তী বছর সবজি চাষ করে ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ?

- (ক) নিজের বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ  
(খ) পরের বছর একই জমিতে সবজি চাষ  
(গ) মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকা  
● মাতৃ ও পিতৃগাছের গুণাগুণ একত্রে হওয়া

## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. জাতিসংঘের অংগ সংগঠন হিসাবে কাজ করে কোনটি?

- FAO      খ) IRRI      গ) BRRI      ঘ) IPM

৬. বিশ্বের অন্যতম চাল রপ্তানীকারক দেশ কোনটি?  
 ক) চীন      খ) জাপান      ● ভিয়েতনাম      ঘ) বাংলাদেশ

৭. কৃষিকে পরিবেশ বান্ধব করতে উজ্জ্বলিত হয়েছে—  
 ক) জৈব সার      খ) রাসায়নিক সার  
 ● আইপিএম (IPM)      ঘ) হাইব্রিড ধান

৮. ভারতীয় কৃষি পণ্যের আমদানিকারক দেশ কোনটি?  
 ক) ভিয়েতনাম      ● বাংলাদেশ      গ) চীন      ঘ) জাপান

৯. সংকরায়ণ ও ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত ফসলকে বলে—  
 ● জিএম ফসল      খ) উফশী ফসল      গ) হাইব্রিড ফসল      ঘ) সুপার রাইস

১০. ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ বন্যায় ধানের উৎপাদন কত কম হয়?  
 ক) ২ লক্ষ মে. টন      ● ৩ লক্ষ মে. টন  
 গ) ৩.৫ লক্ষ মে. টন      ঘ) ৪ লক্ষ মে. টন

১১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডেইরী সমবায় প্রতিষ্ঠানটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?  
 ক) ভিয়েতনামে      ● ভারতে      গ) ফিলিপাইনে      ঘ) চীনে

১২. বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হয় নিচের কোন পণ্যসমূহ?  
 ক) ডাল, পিঁয়াজ, তেল      ● পাট, চামড়া, ইলিশ  
 গ) চিংড়ি, রসুন, পাট      ঘ) ধান, গম, ভুট্টা

১৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে?  
 ক) ১টি      খ) ২টি      ● ৪টি      ঘ) ৬টি

১৪. পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার করেছেন কোন দেশের বিজ্ঞানী?  
 ক) চীন      খ) ভারত      গ) ভিয়েতনাম      ● বাংলাদেশ

১৫. প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান, গম ও ভুট্টা উৎপাদন করে কোন দেশ?  
 ক) বাংলাদেশ      খ) ভারত      গ) ভিয়েতনাম      ● চীন

১৬. IRRI কোথায় অবস্থিত?  
 ক) ফিলিপাইন      ● ভিয়েতনাম      গ) ভারত      ঘ) চীন

১৭. ভার্মিকম্পোস্ট অর্থ হলো—  
 ক) কম্পোস্ট সার      ● কেঁচো জাত সার  
 গ) খামারজাত সার      ঘ) অণুজীব সার

১৮. কোনটি উৎপাদনে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশের কৃষিতে সবচেয়ে বড় মিল?  
 ক) গম      খ) ভুট্টা      ● ধান      ঘ) শাকসবজি

১৯. গ্রিন হাউস হলো—  
 ক) সবুজ বেষ্টনী দিয়ে পরিবেশগত উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা  
 খ) প্রাকৃতিক উপায়ে পরিবেশগত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা  
 গ) আলোর মাধ্যমে পরিবেশগত উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা  
 ● কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশগত উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা

২০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে কোন প্রভাব বেশি পড়েছিল?  
 ক) রাসায়নিক সারের অভাব      ● খাদ্যশস্যের অভাব  
 গ) বিদ্যুৎ শক্তির অভাব      ঘ) গোলাবারুদের অভাব

২১. কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে বাংলাদেশের কৃষকগণ ব্যাপকভাবে ধান-গম চাষে মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে উঠবে?  
 ক) গ্রিনহাউস প্রক্রিয়া      খ) বিজ্ঞানাগার প্রক্রিয়া  
 গ) বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া      ● জীবন-কৌশল প্রক্রিয়া

২২. কোন কৃষিজ দ্রব্যটি বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি করা হয়?  
 ক) পিঁয়াজ      খ) গরু      ● ইলিশ      ঘ) রসুন

২৩. গ্রিন হাউজ প্রক্রিয়ায় আবাদে কোন সুবিধাটি বেশি পাওয়া যায়?  
 ক) বীজ উৎপাদন সুবিধা      খ) সার সাশ্রয় সুবিধা  
 গ) সেচ সাশ্রয় সুবিধা      ● বছরব্যাপী পুষ্টি প্রাপ্ত

২৪. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটানোর কৌশল হলো—

- i. কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি ii. বংশগতির পরিবর্তন  
iii. পারী বা আগাম জাতের চাষ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. কোন দেশগুলো এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত?

- i. চীন, ভারত ও ভিয়েতনাম ii. চীন, রাশিয়া ও বাংলাদেশ  
iii. ভারত, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দবির মিয়া উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দা। জমিতে প্রচুর ধান জন্মাত। কিন্তু সিডর পরবর্তী সময়ে ধানের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়।

২৬. দবির মিয়ার জমিতে কী কারণে ধানের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়?

- লবণাক্ততার কারণে (খ) পলি পড়ার কারণে  
(গ) অতিরিক্ত পানির কারণে (ঘ) বন্যার কারণে

২৭. সমস্যা সমাধানে দবির মিয়ার কোন জাতের ধানের চাষ করা উচিত?

- i. ব্রি ধান ৪৫ ii. ব্রি ধান ৪৭ iii. ব্রি ধান ৫৬

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ ১ : কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান



#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮. কৃষি কী ধরনের প্রক্রিয়া? (জ্ঞান)  
● উৎপাদন (খ) গবেষণা (গ) পর্যবেক্ষণ (ঘ) অনুশীলন
২৯. বাংলাদেশের কৃষিতে পুষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেশকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন? (জ্ঞান)  
(ক) ১০ (খ) ২০ ● ৩০ (ঘ) ৪০
৩০. কৃষি কোন ধরনের কার্যক্রম? (অনুধাবন)  
(ক) সামাজিক ● অর্থনৈতিক (গ) গবেষণামূলক (ঘ) রাজনৈতিক
৩১. কোন ধরনের বীজে মাতৃগাছের গুণ হুবহু পাওয়া যায়? (অনুধাবন)  
(ক) সত্যিকার বীজ (খ) বীজতাত্ত্বিক বীজ  
(গ) বায়োলজিক্যাল বীজ ● অঙ্গজ বীজ
৩২. বিজ্ঞানীরা কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে কীভাবে? (অনুধাবন)  
● গবেষণার দ্বারা (খ) আলোচনার দ্বারা  
(গ) জনসভার দ্বারা (ঘ) মূল্যায়নের দ্বারা
৩৩. নিচের কোনটি অঙ্গজ প্রজননে কৃষকগণ ব্যবহার করে থাকে? (অনুধাবন)  
(ক) ধান, গম (খ) নাসপাতি, আপেল  
● আলু, কচু (ঘ) পাট, তামাক
৩৪. হরিপদ কাপালি কর্তৃক নির্বাচিত ধান কোনটি? (জ্ঞান)  
(ক) অলক ধান (খ) কাপালি ধান ● হরিধান (ঘ) পালিধান
৩৫. উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততার সমস্যা দূর করার জন্য কোন দুটি ধান উদ্ভাবন হয়েছে? (জ্ঞান)  
(ক) ব্রি ধান ৪৫ ও ৪৬ ● ব্রি ধান ৪৫ ও ৪৭  
(গ) ব্রি ধান ৪৬ ও ৪৭ (ঘ) ব্রি ধান ৪৭ ও ৫৬
৩৬. অঙ্গজ প্রজননের একটি বাড়তি সুবিধা কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) বেশি কাঠ পাওয়া যায় (খ) মায়ের সবগুণ পাওয়া যায়  
(গ) বেশি ফল পাওয়া যায় ● মাতৃগাছের সকল গুণ পাওয়া যায়
৩৭. স্ত্রী ফুলের ডিম্বাণু পুরুষ ফুলের রেণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার পর কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
(ক) পরিপক্ব (খ) নিষিক্ত ● বীজ (ঘ) বিষাক্ত
৩৮. ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের বিলম্ব জাত কোনটি?



- [ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা; জামালপুর জিলা স্কুল]
- কিরণ (খ) পলাশ (গ) হরিধান (ঘ) স্বরূপকাঠি
৩৯. বন্যা কবলিত এলাকায় কোন জাতের ধানগাছ ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে? [যশোর জিলা স্কুল; বি.এল. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ]
- (ক) ব্রি ধান-৪৫ (খ) ব্রি ধান-৪৭ ● ব্রি ধান-৫১ (ঘ) ব্রি ধান-৫৬
৪০. ব্রি ধান-৫২ পানির নিচে কত দিন টিকে থাকতে পারে? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; যশোর জিলা স্কুল; বি. এন. কলেজ, ঢাকা]
- (ক) ৫-১০ ● ১০-১৫ (গ) ১৫-২০ (ঘ) ২০-২৫
৪১. খরা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে কোন জাতের ধানগাছ? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা; যশোর জিলা স্কুল]
- (ক) ব্রি ধান-৪৪ (খ) ব্রি ধান-৫১ (গ) ব্রি ধান-৫২ ● ব্রি ধান-৫৬
৪২. অঙ্গজ প্রজননের বাড়তি সুবিধা কী? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- মাতৃগাছের সকল গুণ ছবছ পাওয়া যায় (খ) বেশি বেশি ফল পাওয়া যায়
- (গ) বংশ বৃদ্ধি ঘটে (ঘ) দ্রুত ফল উত্তোলন করা যায়
৪৩. ধানের কোন জাতটি পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) ব্রি-৪৫ (খ) ব্রি-৪৭ (গ) ব্রি-৫০ ● ব্রি-৫২
৪৪. কোন সরকার সর্বপ্রথম কৃষি ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের এই ভূখণ্ডে গড়ে তুলেন? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- ব্রিটিশ সরকার (খ) জাপান সরকার
- (গ) বাংলাদেশ সরকার (ঘ) পাকিস্তান সরকার
৪৫. কোন ধানের বীজ সংরক্ষণ করা যায় না? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) স্থানীয় (খ) ব্রিধান ● হাইব্রিড (ঘ) সুপার হাইব্রিড
৪৬. বাংলাদেশি বিজ্ঞানী কর্তৃক কী আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) হাইব্রিড ধান আবিষ্কার (খ) বারোমাসি টমেটো আবিষ্কার
- (গ) কৈ মাছের আকার বৃদ্ধি ● পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার
৪৭. সর্বোচ্চ পরিমাণে দানা ফসল উৎপাদনের কৃতিত্ব কোন দেশের? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- চীন (খ) বাংলাদেশ (গ) ভারত (ঘ) ভিয়েতনাম

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. মাঠ ফসলে গাজীপুরের কৃষকরা অঙ্গজ প্রজনন ব্যবহার করে থাকে- (প্রয়োগ)
- i. আম, লিচু, লেবু ii. কলা, কমলা, গোলাপ
- iii. নাসপাতি, আদা, হলুদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৯. কৃষি গবেষকদের উচ্চতর গবেষণা করার বিষয়গুলো হলো- (অনুধাবন)
- i. জলবায়ু ii. ফসল বিপণন
- iii. উৎপাদন পদ্ধতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫০. বন্যার শেষে ধান চাষের জন্য বিলম্ব জাত হিসেবে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্ভাবন করেছে- (প্রয়োগ)
- i. কিরণ ধানের জাত ii. দিশারী ধানের জাত
- iii. দিগন্ত ধানের জাত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৫১. জনাব নজরুল ইসলাম একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি কৃষিকাজ হিসেবে করে থাকেন- (প্রয়োগ)
- i. ফসলের পুষ্টিমান বাড়ান
- ii. ফসলের রোগবালাই চিহ্নিত করেন
- iii. ফসলের বীজ ও নতুন নতুন জাত উন্নয়ন করেন
- নিচের কোনটি সঠিক?

৫২. অঙ্গজ প্রজননের সুবিধা হলো— [ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- i. মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ হুবহু পাওয়া যায়  
ii. গাছের বংশবৃদ্ধি করা সহজ হয়  
iii. ফসলের উৎপাদন খরচ কম হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৩. অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে পেয়ে থাকি— [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা; বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা; বরিশাল জিলা স্কুল]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- i. কলা, আম, কমলা      ii. হলুদ, রসুন, লিচু  
iii. মূলা, মরিচ, কফি  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৪. কৃষিতত্ত্ব ছাড়া বিজ্ঞানের যে শাখাগুলো কৃষির সঙ্গে জড়িত তা হলো— [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- i. মৃত্তিকা বিজ্ঞান  
ii. উদ্যানতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব  
iii. উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৫. উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষে প্রয়োজন— [কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- i. সার ও সেচ  
ii. সেচ ও পরিচর্যা  
iii. আধুনিক যন্ত্রপাতি  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৬. কৃষির মূলশ্রেণী নিয়ে কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদান হলো— [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- i. এর গঠন আবিষ্কার  
ii. এর অণুজীব ও তাদের উপকারিতা আবিষ্কার  
iii. পশুপাখির রোগ নিরাময় ব্যবস্থা আবিষ্কার  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৭. বৃষ্টিরোপণ সরকারিভাবে উৎসাহিত করায় কৃষক আকৃষ্ট হচ্ছে— [মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- i. সামাজিক বনায়নের দিকে      ii. উপকূলীয় বনায়নের দিকে  
iii. কৃষি বনায়নের দিকে  
নিচের কোনটি সঠিক?
৫৮. লবণাক্ত এলাকায় জন্মাতে পারে— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
- i. ব্রিধান-৪৫      ii. ব্রিধান-৪৬      iii. ব্রিধান-৪৭  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) ii ও iii      ● i ও iii      ঘ) i, ii ও iii



#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খুলনার বাসিন্দা ইদ্রিস তার জমিতে দিশারী চাষ করতে চায়। এ সম্পর্কে তথ্য নিতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে গেলে গবেষক প্রয়োজনীয় ধারণা দিলেন। পাশাপাশি ইদ্রিসের এলাকার এ সম্পর্কে তথ্য নিতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষক তাকে দুটি ধানের নাম বললেন।

৫৯. ইদ্রিসের নির্বাচন করা দিশারী কোন জাতের? (প্রয়োগ)

- বিলম্ব জাত (খ) হাই ব্রিড  
 (গ) লবণাক্ততা দূর করার জাত (ঘ) খরা জাত  
 ৬০. ইন্ডিসের এলাকায় সমস্যা সমাধানে গবেষক যেসব ধানের নাম বললেন- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. ব্রি ধান-৫১ ii. ব্রি ধান-৪৫ iii. ব্রি ধান-৪৭  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ ২ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষির আধুনিকায়ন

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬১. দুর্ভিক্ষ সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল কোন সময়? (জ্ঞান)  
 (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে (খ) ভাষা আন্দোলনে  
 (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ● দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে  
 ৬২. পাকিস্তান আমলে কত সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৯৫০ সালে (খ) ১৯৫৬ সালে ● ১৯৬১ সালে (ঘ) ১৯৬৫ সালে  
 ৬৩. অর্থকরী ফসলের গবেষণার জন্য কোথায় গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) নাটোর ● ঈশ্বরদী (গ) পাবনা (ঘ) বগুড়া  
 ৬৪. পূর্ব বাংলায় কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় কত দশকে? (জ্ঞান)  
 ● ষাটের দশকে (খ) সত্তরের দশকে  
 (গ) আশির দশকে (ঘ) নব্বইয়ের দশকে  
 ৬৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষে পূর্ব বাংলায় কত পরিমাণ লোক মারা যায়? (অনুধাবন)  
 (ক) শত শত (খ) হাজার হাজার ● লক্ষ লক্ষ (ঘ) কোটি কোটি  
 ৬৬. পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)  
 (ক) ঢাকা (খ) ঈশ্বরদী ● রংপুর (ঘ) রাজশাহী  
 ৬৭. প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও কোন ধান বেশি ফলন দেয়? (অনুধাবন)  
 (ক) হাইব্রিড (খ) হাইব্রিড ওয়েল ● হাইব্রিড রাইস (ঘ) হাইব্রিড নাইন  
 ৬৮. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়;  
 বিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ঢাকায় ● গাজীপুর (গ) কুমিল-য় (ঘ) বরিশালে  
 ৬৯. কোন সেনাদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করেন? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ  
 বিদ্যালয়]  
 (ক) ভারতীয় সেনা ● জাপানি সেনা  
 (গ) পাকিস্তানি সেনা (ঘ) ভিয়েতনামি সেনা  
 ৭০. ব্রিটিশ সরকার ঢাকার কোথায় কৃষি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন? [ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) খিলগাঁওয়ে (খ) গুলশানে  
 ● শেরেবাংলা নগরে (ঘ) মতিঝিলে  
 ৭১. ব্রিটিশ সরকার কোথায় ডেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?  
 [গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা; ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]  
 (ক) ঢাকায় ● কুমিল-য় (গ) চট্টগ্রামে (ঘ) রাজশাহীতে  
 ৭২. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে স্থাপন করা হয়?  
 [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ১৯৫৮ (খ) ১৯৫৯ (গ) ১৯৬০ ● ১৯৬১  
 ৭৩. কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ATEI ● AETI (গ) AEIT (ঘ) AIET  
 ৭৪. পশু চিকিৎসা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে সংক্ষেপে কী বলে?  
 [মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) VIT ● VTI (গ) IVT (ঘ) VTEI  
 ৭৫. বাংলাদেশের প্রধান কৃষি ফসল কোনটি? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]  
 ● ধান (খ) পাট (গ) গম (ঘ) আখ  
 ৭৬. কৃষির মূল শ্রেণি কোনটি?

- [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
৭৭. (ক) পানি (●) মাটি (গ) বীজ (ঘ) সার  
বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে?
- [সাতারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
৭৮. (●) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪  
বর্তমানে কোন ধান সবচেয়ে বেশি ফলন দেয়?
- [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
- (ক) আমন (খ) বোরো (●) হাইব্রিড (ঘ) ইরি

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৯. জাপানি সেনাদের হাতে পড়ার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও আসামের খাদ্যগুলো করেছিল- (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. ধংস ii. পশ্চিমে স্থানান্তর iii. বিতরণ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (●) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৮০. গ্রামীণ কর্মসংস্থান জোগায়- (অনুধাবন)  
i. উন্নতজাতের মুরগির খামার ii. উন্নতজাতের হাঁসের খামার  
iii. গরুর খামার  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii

### পাঠ ৩ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষির অগ্রগতি

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে কতটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল? (জ্ঞান)  
(●) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
৮২. স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে কতটি কৃষি কলেজ চালু ছিল? (জ্ঞান)  
(●) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
৮৩. কৃষিকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব করার জন্য বর্তমানে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)  
(ক) কৃত্রিম সার প্রয়োগ (খ) রাসায়নিক সার প্রয়োগ  
(●) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (ঘ) কীটনাশক প্রয়োগ
৮৪. বাংলাদেশ কোন দেশের নিকট থেকে হাইব্রিড ধান সংগ্রহ করে? (জ্ঞান)  
(●) চীন (খ) রাশিয়া (গ) আমেরিকা (ঘ) ভারত
৮৫. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সংক্ষেপে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
(●) IRRI (খ) PLO (গ) OIC (ঘ) IPL
৮৬. ভারতের কোন অঞ্চল কৃষিপ্রধান নয়? (অনুধাবন)  
(ক) পার্বত্য (খ) সমতল (●) মরু (ঘ) পাহাড়ি
৮৭. এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত কোন দেশ? (অনুধাবন)  
(ক) ফিনল্যান্ড (খ) স্টকহোম (গ) সুইডেন (●) ভিয়েতনাম
৮৮. বাংলাদেশের তুলনায় চীনের কৃষি ব্যবস্থা কেমন? (প্রয়োগ)  
(●) উন্নত (খ) অনুন্নত (গ) উন্নয়নশীল (ঘ) নির্ভরশীল
৮৯. ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের কৃষিতে কোন বিষয়টি মিল পাওয়া যায়? (অনুধাবন)  
(●) ধান চাষ (খ) পাট চাষ (গ) আখ চাষ (ঘ) গম চাষ
৯০. IMP হলো? [সাতারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা (●) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা  
(গ) সমন্বিত বীজ ব্যবস্থাপনা (ঘ) সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনা
৯১. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ কোনটি?  
[সবুজ কানন স্কুল এন্ড কলেজ, সিরাজগঞ্জ]  
(ক) চীন (খ) জাপান (●) বাংলাদেশ (ঘ) পাকিস্তান
৯২. বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ কোনটি? [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) ভারত খ) বাংলাদেশ ● চীন ঘ) জাপান
৯৩. কোন দেশে খাদ্য ঘাটতি নেই? [গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) বাংলাদেশ ● চীন গ) পাকিস্তান ঘ) শ্রীলংকা
৯৪. বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও ভিয়েতনাম এ চারটি দেশের প্রধান উৎপাদিত ফসল কোনটি? [ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; উত্তরা হাইস্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
- ক) পাট ● ধান গ) গম ঘ) চা
৯৫. বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মানুষদের প্রধান খাদ্য কী? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
- ভাত খ) মাংস গ) রশ্টি ঘ) বার্লি
৯৬. চীনের আধুনিক জাতগুলো আগে প্রচলিত জাতগুলোর তুলনায় বর্তমানে হেক্টর প্রতি কত গুণ ফলন দিচ্ছে? [যশোর জিলা স্কুল]
- ক) চার গুণ খ) পাঁচ গুণ গ) ছয় গুণ ● সাত গুণ
৯৭. ফসলের মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার কম ব্যয়বহুল পদ্ধতি কোনটি? [গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
- বংশগতির পরিবর্তন খ) গ্রিনহাউসে চাষ
- গ) লাইন শনাক্তকরণ ঘ) নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ সৃষ্টি
৯৮. সুপার হাইব্রিড ধানের বীজের গুণাগুণ কত প্রজন্ম পর্যন্ত অশুল থাকে? [মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪
৯৯. কোন দেশের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে? [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
- ভারত খ) জাপান গ) শ্রীলংকা ঘ) ভুটান
১০০. কোনটির দ্রুত বৃদ্ধি দ্বারা বাংলাদেশ ও ভারত সমস্যাগ্রস্ত? [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়]
- জনসংখ্যা খ) বন্যা গ) নিরাপত্তা ঘ) রোগব্যাধি
১০১. ভারত বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় কত গুণ বড়? [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বি.এন কলেজ, ঢাকা]
- ক) ত্রিশ খ) চল্লিশ ● পঞ্চাশ ঘ) ষাট
১০২. ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা কত ভাগ জোগান দিয়ে থাকে? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, বি. এন. কলেজ, ঢাকা]
- ২০ খ) ৩০ গ) ৪০ ঘ) ৫০
১০৩. অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত জাত কোনটি? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- ক) দিশারি খ) হরিধান ● হরিপদ ঘ) ন্যায়পাল
১০৪. উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও বেশি ফলন দেয় কোনটি? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- ক) দেশী ধান ● হাইব্রিড রাইস
- গ) পিওর লাইন ঘ) টিএলএস ধান বীজ
১০৫. পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট কোথায় অবস্থিত? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- ঢাকা খ) ঈশ্বরদী গ) রংপুর ঘ) রাজশাহী

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৬. চীনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে— (অনুধাবন)
- i. পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা ii. পরিকল্পিত বণ্টন ব্যবস্থা
- iii. কৃষকের মানসিকতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১০৭. ভারতে কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলো হলো— (অনুধাবন)
- i. সমগ্র মরু অঞ্চল ii. সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল
- iii. সমগ্র সমতল ভূমি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৮. গবাদিপশুর ঘাটতি মেটাতে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে- (অনুধাবন)

- i. গোখাদ্য উৎপাদনে      ii. ঘাস উৎপাদনে  
iii. বালাই ব্যবস্থাপনায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনির হোসেনের বাড়ির পাশের পুকুরে অনেক কচুরিপানা। এছাড়া বাড়িতে কয়েকটি গরু আছে। এসব কচুরিপানা এবং গরুর গোবর দিয়ে তিনি এক প্রকার পরিবেশবান্ধব সার তৈরি করলেন।

১০৯. মনির হোসেনের তৈরি করা সারটির নাম কী? (প্রয়োগ)

- ক) সবুজ সার      ● কম্পোস্ট সার      গ) ইউরিয়া সার      ঘ) ভার্মিকপোস্ট

১১০. মনির হোসেনের তৈরি সারটিকে পরিবেশবান্ধব বলার কারণ হলো এর মাধ্যমে- (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. পরিবেশ দূষণ রোধ হয়      ii. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হয়  
iii. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

### পাঠ ৪ : এশীয় ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষির তুলনা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. নিচের কোন দেশের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম? (জ্ঞান)

- ক) চীন      খ) ভারত      গ) বাংলাদেশ      ● ভিয়েতনাম

১১২. বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিজাত উৎপাদন হেক্টর প্রতি বেশি হওয়ার প্রধান কারণ কতটি? (জ্ঞান)

- দুটি      খ) তিনটি      গ) চারটি      ঘ) পাঁচটি

১১৩. সুপার হাইব্রিড ধানের উদ্ভাবক কোন দেশ? (জ্ঞান)

- ক) ভারত      খ) জাপান      গ) ভিয়েতনাম      ● চীন

১১৪. চীনের ধান গবেষকদের দাবি অনুযায়ী আগামী প্রজন্মের জাতগুলো এখনকার চাইতে কতগুণ উৎপাদন দেবে? (জ্ঞান)

- দ্বিগুণ      খ) তিনগুণ      গ) চারগুণ      ঘ) পাঁচগুণ

১১৫. দেশের মোট কতভাগ ধান বীজ চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ করেন? (জ্ঞান)

- ক) ৮০ ভাগ      ● ৮৫ ভাগ      গ) ৯০ ভাগ      ঘ) ৯৫ ভাগ

১১৬. আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার কাদের দখলে আছে? (জ্ঞান)

- চীন      খ) ভারত      গ) পাকিস্তান      ঘ) লন্ডন

১১৭. বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট নাম কী? (জ্ঞান)

- ক) WHO      খ) BRRI      ● BIRRI      ঘ) BIRI

১১৮. BIRRI কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

- বাংলাদেশে      খ) ভারতে      গ) ভিয়েতনামে      ঘ) ফিলিপাইনে

১১৯. বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় কেমন? (অনুধাবন)

- ক) উন্নত      ● অনুন্নত      গ) অনির্ভরশীল      ঘ) অমুখাপেশী

১২০. ভিয়েতনামের কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ কী? (অনুধাবন)

- সংগঠিত কৃষক সমাজ      খ) সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন  
গ) প্রচুর বৃষ্টিপাত      ঘ) প্রাকৃতিক সুফল

১২১. উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত বুঝায় কোনটি দ্বারা? (অনুধাবন)

- HYV      খ) FAO      গ) BRRI      ঘ) IPM

১২২. নিচের কোন দেশটির প্রধান ফসল ধান নয়? (অনুধাবন)

- ক) ভারত      খ) বাংলাদেশ      গ) চীন      ● ইরান

১২৩. ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের কৃষিতে কোন বিষয়টি মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)

- ধান চাষ      খ) পাট চাষ      গ) আলু চাষ      ঘ) আখ চাষ

১২৪. রমেশ ভিয়েতনামের একজন বিখ্যাত কৃষক। সে কোন সংগঠনের সদস্য? (প্রয়োগ)

- ক) রাজনৈতিক      খ) ধর্মীয়      ● সমবায় ঘ) সাংস্কৃতিক
১২৫. কোন দেশগুলোর প্রধান উৎপাদন ধান নয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
- মিশর, আফগানিস্তান      খ) মিয়ানমার, নেপাল
- গ) বাংলাদেশ, ভারত      ঘ) চীন ও ভিয়েতনাম
১২৬. সুপার হাইব্রিড ধানের বড় অসুবিধা কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
- বীজ গুণাগুণ ভাল না হওয়া      খ) ফলন নষ্ট হওয়া
- গ) ফসল উৎপাদন নষ্ট হওয়া      ঘ) দাম কম হওয়া

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৭. অতি উচ্চ ফলনশীল টার্মিনেটর টাইপ সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদন— (অনুধাবন)
- i. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
ii. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
iii. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
১২৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা— (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. বিপুল      ii. ক্রমবর্ধমান      iii. সম্পদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i      খ) i ও ii      গ) iii      ● i, ii ও iii
১২৯. জনবহুল দেশ— (অনুধাবন)
- i. বাংলাদেশ      ii. ভারত      iii. চীন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কাসেম উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করেন। বর্তমানে তিনি এক প্রকার ধানের জাতের নাম শুনেছেন যা পূর্বের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ফলন দেয়।

১৩০. কাসেম যে ধানের জাতের কথা শুনেছে তার নাম কী? (প্রয়োগ)
- ক) আউশ      খ) আমন      ● সুপার হাইব্রিড      ঘ) ইরি
১৩১. কাসেমের শোনা নতুন জাতের বীজের অসুবিধা হলো— (অনুধাবন)
- i. কৃষক বীজ উৎপাদন করে      ii. বিদেশ থেকে আনতে হয়
- iii. এক প্রজন্মই গুণাগুণ শেষ হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ ৫ : বাংলাদেশ ও ভারত এবং বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩২. কত বছর আগে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন অনগ্রসর ও দুর্বল ছিল? (জ্ঞান)
- ক) ১০      খ) ১৫      গ) ২০      ● ২৫
১৩৩. ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিচের কোনটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে? (অনুধাবন)
- ক) বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে      খ) বিশ্বের বিজ্ঞান ব্যবস্থাকে
- বিশ্বের কৃষিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে      ঘ) বিশ্বের উৎপাদন নেতৃত্ব দিচ্ছে
১৩৪. ভিয়েতনাম কৃষকগণ নিচের কোনটির সদস্য? (অনুধাবন)
- সমবায় সংগঠনের      খ) কৃষি সংগঠনের
- গ) সংগঠিত সংগঠনের      ঘ) সাংস্কৃতিক সংগঠন
১৩৫. নিহাল ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনের একজন সদস্য। তাদের এ সংগঠনটি কেমন? (প্রয়োগ)
- ক) সংগঠিত      খ) নামকরা      গ) সরকারি      ● শক্তিশালী ও সৃজনশীল
১৩৬. বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে মাঠ প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে? (জ্ঞান)
- ক) ভারত      ● চীন      গ) ভিয়েতনাম      ঘ) মালয়েশিয়া

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

১৩৭. ভারত কৃষিতে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ- (প্রয়োগ)  
 i. সংগঠিত কৃষক ii. কৌশলগত উন্নয়ন  
 iii. বিজ্ঞানগত উন্নয়ন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৮. ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে- (অনুধাবন)  
 i. ভারতীয় কৃষিকে ii. বাংলাদেশের কৃষিকে  
 iii. বিশ্বের কৃষিকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৩৯. ভারতের কৃষিক্ষেত্রে গত ষাট-সত্তর বছরে প্রভূত উন্নয়ন সাধনের কারণ হলো তাদের- (অনুধাবন)  
 i. কৃষক সমাজ সংগঠিত  
 ii. কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে অভূতপূর্ব অগ্রগতি  
 iii. অন্যান্য খাতের চেয়ে কৃষিতে বেশি অর্থ ব্যয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৪০. ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো- (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. শক্তিশালী ii. স্বজনশীল iii. প্রকৃতিনির্ভর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ● i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii
১৪১. আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। এ রকম আরও দেশ হলো- [খুলনা জিলা স্কুল; পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. ভারত ii. চীন iii. অস্ট্রেলিয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৪২. ভারতে রয়েছে- [মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; সাতশীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. বরফাবৃত অঞ্চল ii. অনুর্বর খরাপ্রবণ অঞ্চল  
 iii. নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৪৩. ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো- [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]  
 i. কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়  
 ii. কৃষি সংস্থাগুলোর নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে  
 iii. স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৬ : ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

১৪৪. ফসলের ক্ষেত্রে মৌসুম নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ কোনটি? (জ্ঞান)  
 ক আবহাওয়ার তারতম্য খ পৃষ্ঠির সহজপ্রাপ্যতা  
 গ পানির সহজপ্রাপ্যতা ● দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা
১৪৫. জেনেটিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলকে কী বলে? (জ্ঞান)  
 ● জিএম ফসল খ এএমফসল গ ডিএনএ ফসল ঘ আরএম ফসল
১৪৬. কোন পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদন ব্যয় বেশি? (জ্ঞান)  
 ক কৃত্রিম খ জমিতে ● গ্রিন হাউজ ঘ কাচের ঘরে



১৪৭. জিএম ফসলের অপর নাম কী? (জ্ঞান)  
 ● জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ (খ) জেনেটিক্যাল ক্রপ  
 (গ) জেনেটিক ফুড (ঘ) জেনেটিক্যাল মডিফাইড
১৪৮. মৌসুম নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ কোনটি? (অনুধাবন)  
 ● দিনের দৈর্ঘ্য (খ) স্বল্প সময়  
 (গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘ) কৃষকের অসচেতনতা
১৪৯. কৃত্রিম পরিবেশ উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যয় কেমন? (অনুধাবন)  
 ● অনেক বেশি (খ) অনেক কম (গ) স্বাভাবিক (ঘ) প্রকৃতি নির্ভর
১৫০. কোন পদ্ধতিতে চাষ করলে ফসলে রোগবালাই কম ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) প্রাকৃতিক উপায়ে ● গ্রিন হাউজ প্রক্রিয়ায়  
 (গ) সার প্রয়োগ করে (ঘ) জৈব সার প্রয়োগ করে
১৫১. গ্রিনহাউস প্রক্রিয়া পরিবেশের ওপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলে? (অনুধাবন)  
 (ক) আবহাওয়া শীতল হয় (খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়  
 (গ) অক্সিজেন বিপুল হয় ● শীতকারক প্রভাব ফেলে
১৫২. মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে জিনগত পরিবর্তন সাধন করে কোন ফসল পাওয়া যায়? (জ্ঞান)  
 ● জিএম ফসল (খ) নাবি ফসল (গ) হাইব্রিড ফসল (ঘ) উফসী ফসল
১৫৩. সংকরায়ন ও ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত ফসলকে কী বলে? (জ্ঞান)  
 ● জিএম (খ) হাইব্রিড (গ) উফসী (ঘ) নাবী
১৫৪. অতিমাত্রায় যন্ত্রাংশ নির্ভর উৎপাদন কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ● কৃত্রিমভাবে উৎপাদন (খ) জেনেটিক উৎপাদন  
 (গ) প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদন (ঘ) সেচ ব্যবস্থায় উৎপাদন
১৫৫. ফসলের নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে মতিন সাহেব কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার (খ) পরীক্ষণ পদ্ধতি  
 (গ) সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ● ফসলের বংশ গতির পরিবর্তন

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৬. কৃত্রিম পরিবেশে ফসল উৎপাদনের অন্যতম শর্ত হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ii. যান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনা  
 iii. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৫৭. গ্রিনহাউসে ফসল ফলানোর সমস্যা হলো— (অনুধাবন)  
 i. উৎপাদন ব্যয় কম ii. অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর  
 iii. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৫৮. গ্রিন হাউজে ফসল ফলানোর সুবিধা হলো— (অনুধাবন)  
 i. রোগবালাই কম হয় ii. ফসল স্বাস্থ্যসম্মত হয়  
 iii. উৎপাদন ব্যয় কম হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অস্ত্র একটি ঘরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত উপায়ে দিবাদৈর্ঘ্য, পর্যাপ্ত আলো, উত্তাপ ও বায়ুর আর্দ্রতা ইত্যাদি সরবরাহ করে স্ট্রবেরি ও টমেটো উৎপাদন করল।

[পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]

১৫৯. উক্ত পদ্ধতিতে ফসলগুলোর কোনটির ওপর নির্ভরশীলতা দূর করা যায়?  
 ● মৌসুম (খ) পানির চাহিদা (গ) পুষ্টির চাহিদা (ঘ) আর্দ্রতার চাহিদা
১৬০. উক্ত পদ্ধতিতে চাষ করার শর্ত হলো—  
 i. দামি ফসল হতে হবে

ii. চুক্তির ভিত্তিতে লাভজনক বাজার পেতে হবে

iii. উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিমন সাহেব এক মৌসুমের ফসল অন্য মৌসুমে চাষ করে লাভবান হতে চান। এর উপায় জানতে তিনি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নেন।

[বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা]

১৬১. লিমন সাহেব কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন?

● গ্রিন হাউস

খ) রোড হাউস

গ) ব-উ হাউস

ঘ) নেট হাউস

১৬২. লিমন সাহেব উৎপাদন করতে পারবেন—

i. ক্যাপসিকাম

ii. স্ট্রবেরি

iii. টমেটো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

## এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৩. বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে— (অনুধাবন)

i. রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে

ii. জীবকৌশল বিজ্ঞানে অগ্রগতির ফলে

iii. পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কারের ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

● ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

১৬৪. ভারতের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের—(অনুধাবন)

i. ঐতিহাসিক সম্পর্ক

ii. সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

iii. কূটনৈতিক সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

১৬৫. ফসল যেকোনো মৌসুমে উৎপাদনের জন্য— (প্রয়োগ)

i. বীজ বপন করতে হবে

ii. মৌসুম নির্ভরতা মুক্ত করতে হবে

iii. গ্রিন হাউজ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

● i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মিজানের বাড়ির পাশের জলাশয়ে কিছু কচুরিপানা রয়েছে। তাছাড়া বাড়িতে কয়েকটি গরু রয়েছে। এসব গরুর গোবর ও কচুরিপানা একত্রে মিশিয়ে মিজান একটি পরিবেশবান্ধব সার তৈরি করল।

১৬৬. মিজানের তৈরিকৃত সারটির নাম কী? (প্রয়োগ)

ক) ইউরিয়া সার

খ) সবুজ সার

● কম্পোস্ট সার

ঘ) টিএসপি সার

১৬৭. উক্ত সারটি—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. পরিবেশ দূষণ রোধ করে

ii. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে

iii. রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

● i, ii ও iii

## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন -১৮ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কৃষিনির্ভর এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ করেন। তাদের উঁচু জমিগুলো অনেক সময়ই খালি পড়ে থাকে। ফলে চাষিরা ঐ সময়ে বেকার বসে থাকেন। জমিতে ফসল না থাকা ও বেকারত্বের কারণে দিশেহারা কৃষকরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলে কৃষি কর্মকর্তা চাষিদের মৌসুমনির্ভরতা মুক্ত বিভিন্ন ফসলের জাত চাষাবাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ধানসহ বিভিন্ন শাকসবজির মৌসুমনির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করে এনায়েতপুরের চাষিরা বর্তমানে স্বাবলম্বী।

- ক. জিএম ফসল কী?
- খ. সুপার হাইব্রিড ধানের চাষ চাষিদের বীজের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে— ব্যাখ্যা কর।
- গ. ফসল চাষে সফলতা পেতে এনায়েতপুরের চাষিরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে এনায়েতপুরের চাষিরা কীভাবে স্বাবলম্বী হয়েছিল— বিশেষ-ষণ কর।

#### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ফসলের মৌসুমনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ফসলের বংশগতিতে পরিবর্তন আনার ফলে ঐ ফসলের যে পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায় তাকে জিএম ফসল বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বলে।
- খ. সুপার হাইব্রিড ধানের বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। কারণ এ ধরনের ধানের বীজের গুণাগুণ এক প্রজন্মেই শেষ হয়ে যায়। কৃষকরা এ ধরনের ধানের বীজ নিজেরা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারে না। তাদেরকে বীজ ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এভাবেই সুপার হাইব্রিড ধানের চাষ চাষিদের বীজের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে।
- গ. ফসল চাষে সফলতা পেতে এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা কৃষি কর্মকর্তার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। তাঁর যৌক্তিক সুপারামর্শে চাষিরা মৌসুমনির্ভরতা মুক্ত বিভিন্ন ফসল চাষ করা শুরু করেন এবং সফল হন।
- উদ্দীপকে এনায়েতপুরবাসীর গৃহীত পদক্ষেপে তারা কৃষিকর্মকর্তার পরামর্শমতো মৌসুমনির্ভরতা মুক্ত ফসল চাষ করেন। এ ধরনের ফসল সারাবছর চাষ করা যায়। ফলে এখন তারা সারাবছরই চাষ কাজ করতে পারেন। তাছাড়া বাজারে এ ধরনের ফসলের চাহিদাও বেশি। যেটি মৌসুম নির্ভর ফসলে সম্ভব নয়।
- উপরে উল্লিখিত যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা ফসল চাষে সফলতা লাভ করেন।
- ঘ. কৃষি কর্মকর্তা এনায়েতপুরের চাষিদের মৌসুমনির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এনায়েতপুরের চাষিরা আগে মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ করত। এতে তাদের কৃষিজমি পতিত থাকত এবং তারাও বেকার থাকত। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে এনায়েতপুরের চাষিরা মৌসুমনির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ শুরু করে। বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুব বেশি। এসব আগাম ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ঋতুনির্ভর না হওয়ায় যেকোনো সময় তা মাঠে চাষ করা যায়। এতে মাঠ চাষহীন অবস্থায় থাকে না এবং সারাবছর কৃষকরা কর্মব্যস্ত থাকে। এতে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারাবছর কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ঋতুনির্ভরতাহীন ফসল চাষ করা হলে বাজারে কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ে। তাই মৌসুমনির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করা সবদিক থেকে লাভজনক। এনায়েতপুরের কৃষকেরা এ লাভজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বলে তাদের জমিগুলোতে সারাবছরই ফসল উৎপাদন হতে থাকল। বাজারে চাহিদাসম্পন্ন এসব ফসল তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলল।

#### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কৃষক রফিক টেলিভিশনে ভিয়েতনামের কৃষির উপর একটি প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনে ভিয়েতনামের কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, চাষাবাদের ধরন ও চাষিদের কার্যক্রমের চিত্র দেখানো হয়। একপর্যায়ে উপস্থাপক বললেন, বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারার কারণে পিছিয়ে আছে। রফিক টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে ভিয়েতনামের চাষিদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তার এলাকায় চাষিদের সংগঠিত করেন।

- ক. কৃষি কী?
- খ. আদি কৃষির উৎপত্তি সাধারণ মানুষের হাতেই— ব্যাখ্যা কর।
- গ. রফিক কীভাবে তার এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উপস্থাপকের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

#### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ফসল, পশুপাখি, মাছ ও বনচাষ করতে মাটির জৈবিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে কৃষি বলা হয়।
- খ. আদি সমাজে মানুষ ফলমূল আহরণ ও শিকার করে জীবনধারণ করত। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত গাছ থেকে ফল আহরণ করার সাথে সাথে তারা তাদের নিকটবর্তী স্থানে বীজ বপন করে গাছপালা উৎপাদনও শুরু করে। তখন থেকেই কৃষির সূচনা ঘটে। দৈনন্দিন প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষের হাতে আদি কৃষির উৎপত্তি।

গ. রফিক টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে ভিয়েতনামের চাষীদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং তার এলাকার চাষীদের সংগঠিত করে। সে কৃষকদের বোঝায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য দরকার কৃষক সমবায় সংগঠন। ভিয়েতনামের প্রতিটি কৃষক কোনো না কোনো সমবায় সংগঠনের সদস্য। সেখানকার কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এত শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% জোগান দিয়ে থাকে এবং স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আর্থিক সহায়তা দেয়। তারা এসব সংস্থার নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণেও ভূমিকা রাখে।

ঘ. উপস্থাপকের মন্তব্যটি হলো, বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারার কারণে পিছিয়ে আছে।—মন্তব্যটি সঠিক বলে আমি মনে করি।

শিল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত। তারা কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। ফলে তারা কৃষিতেও উন্নত। এবং তাদের দেশের কৃষি শিল্পে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কৃষিতে পিছিয়ে আছে। এর মূল কারণ কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারা। কৃষি প্রযুক্তির কল্যাণে চীনের মতো উন্নত দেশগুলো একই পরিমাণ জমিতে বাংলাদেশের তুলনায় ৭ গুণ বেশি শস্য উৎপাদন করে। তাদের কৃষিতে স্বল্প শ্রমিকের কাজের বিনিময়ে যে সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের ৭০-৮০ ভাগ জনশক্তিকে কৃষি কাজে লাগিয়েও তা সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। আর স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান নিতান্তই কম। তাই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উপস্থাপকের মন্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-৩▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চীন বিশ্বের মধ্যে একটি বৃহত্তম জনবহুল দেশ। তা সত্ত্বেও দেশটি কৃষি ক্ষেত্রে বেশ উন্নত। এর প্রধান কারণ চীন মৌসুম নিরপেক্ষ ও হাইব্রিড জাতের বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন সক্ষম। আমরাও এ ধরনের কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়েকগুণ বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি। এগুলো নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারি।

- ক. FAO এর পূর্ণরূপ কী? ১  
খ. ভারতকে কেন বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ বলা হয়েছে? ২  
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির সাথে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার তুলনা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটির মতো মৌসুম নিরপেক্ষ ও হাইব্রিড জাতের ফসল চাষ করে আমরাও লাভবান হতে পারি— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. FAO এর পূর্ণরূপ Food and Agricultural Organization.

খ. ভারত একটি বৃহৎ দেশ। এর ভৌগোলিক পরিবেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারতে মরু, পার্বত্য ও সমতল অঞ্চল বিদ্যমান। এর কৃষি পরিবেশও বৈচিত্র্যময়। মরু অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলই কৃষি প্রধান। শস্য, ফুল, ফল, সবজি, মাংস, দুধ, ডিম এমন কোনো কৃষিজ পণ্য নেই যা ভারতে উৎপন্ন হয় না কিংবা বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতের বিচিত্র ভৌগোলিক ও কৃষি পরিবেশের কারণে ভারতকে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটি হলো চীন। নিম্নে চীনের কৃষি ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার তুলনা করা হলো :

বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত। চীন ধানের বংশগতির পরিবর্তন এমনভাবে ঘটিয়েছে যে, তাদের অধিকাংশ ধান আর মৌসুম নির্ভর নয়। এই জাতগুলো প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। চীনের গবেষকরা আরও উন্নতজাতের ধানের জন্য গবেষণা করছেন। তারা আশা করছেন আগামী প্রজন্মের ধানের জাতগুলো এখনকার চাইতে দ্বিগুণ উৎপাদনে সক্ষম হবে। কিন্তু এ উচ্চফলনশীল ধানের বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। এক প্রজন্মই বীজের গুণাগুণ শেষ হয়ে যায়। এ কারণে চীনা কৃষকরা ধানের বীজের জন্য পরনির্ভরশীল।

বাংলাদেশ কৃষিতে চীনের থেকে অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা কিছু উন্নত জাতের ধান বীজ আবিষ্কার করলেও তা অধিক প্রচলিত নয়। প্রচলিত অধিকাংশ ধানের জাত এখনও মৌসুম নির্ভর। কিন্তু ধান বীজের জন্য বাংলাদেশের কৃষকদের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ধান বীজ সংরক্ষণ করা যায় এমন উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

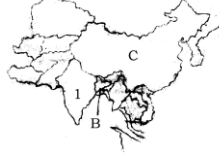
উপরিউক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশ কৃষিতে চীনের মতো অগ্রসর না হলেও সম্ভাবনাময় একটি দেশ।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশটি হলো চীন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ চীন। পূর্বে চীনে খাদ্যঘাটতি থাকলেও বর্তমানে চীন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি বর্তমানে চীন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে একমাত্র উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে। চীন ধানের বংশগতির পরিবর্তন এমনভাবে ঘটিয়েছে যে, ধানের জাত আর মৌসুম নির্ভরশীল নেই। এই হাইব্রিড জাতগুলো পূর্বের প্রচলিত জাতগুলোর চাইতে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। এভাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ চীন তার জনগণের খাদ্য ঘাটতি মিটিয়ে খাদ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রুত আয়তনের তুলনায় জনবহুল একটি দেশ। বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে এদেশের কৃষি জমি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ চীন ও ভিয়েতনাম থেকে খাদ্য আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফসলের জাত মৌসুম নির্ভর হওয়ায় বছরের বাকি সময় কৃষকরা বেকার থাকেন সাথে কৃষি জমিও খালি পড়ে থাকে। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের জাত এ অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। তাছাড়া হাইব্রিড অর্থাৎ উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর ফলে বাংলাদেশ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ চীন ও ভিয়েতনাম থেকে মৌসুম নিরপেক্ষ ও হাইব্রিড জাত সংগ্রহ করছে এবং এদেশের কৃষি পরিবেশে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন -৪▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. IRRI এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? ১  
খ. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কৃষির একটি অবদান ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. চিত্রে B চিহ্নিত দেশটির শ্রেণীতে ধান ফসলের উন্নতির পর্যায় ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. চিত্রে I ও C চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত দেশের কৃষির তুলনামূলক অবস্থা মূল্যায়ন কর। ৪

▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. IRRI এর ইংরেজি পূর্ণরূপ হলো *International Rice Research Institute*.
- খ. প্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং কৃষি এক সুতোয় গাঁথা। বাংলা নববর্ষ এরূপ একটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এই উৎসবটি কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এছাড়াও নবান্ন উৎসব, পিঠা উৎসব, বিভিন্ন নাচ, গান, কবিতা, শ্লোক জুড়ে কৃষির প্রভাব লক্ষ করা যায়।
- গ. B চিহ্নিত দেশ ধান ফসলের শ্রেণীতে ধাপে ধাপে উন্নতি করেছে। এখানে B চিহ্নিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় গতশতকের ষাটের দশকে। প্রধান কৃষি ফসল ধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন স্বাদগন্ধের কম ফলনশীল স্থানীয় জাতগুলোর পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল ইরি-ব্রি ধানের চাষ শুরু করা হয়। এ ক্ষেত্রে (BRRI) তথা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবদান অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত যতগুলো উচ্চ ফলনশীল ধান জাত (HYV) উদ্ভাবন করেছে সেগুলোর বীজ ধানখেতেই উৎপাদন করা যায়। চাষিরা পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ যেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। অর্থাৎ ধানবীজের জন্য দেশের চাষিদের এক ধরনের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য জোর গবেষণা চালাচ্ছে। শীঘ্রই হয়তো বাংলাদেশের চাষিরা এই উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যেই অনেক চাষিরা রপ্ত করেছেন। কারণ কয়েকটি বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানি তাদের এ কাজে সহযোগিতা করেছে। বর্তমানে চাষিরা উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ এবং প্রতিকূল অবস্থা সহনশীল ধান বীজ ব্যবহার করে ধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে চলেছেন।
- ঘ. চিত্রে I ও C চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে ভারত ও চীন কে বোঝানো হয়েছে। এ দুটি দেশের কৃষির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের জন্য কৃষি পরিবেশ বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় এ কৃষি পরিবেশের জন্য শস্য, ফুল, ফল, সবজি, মাংস, দুধ, ডিম এমন কোনো কৃষিজ পণ্য নেই, যা ভারতে উৎপন্ন হয় না বা বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান যা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ। এদেশের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে চীন ফসলের বংশগতির পরিবর্তন এমনভাবে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশ ফসল আর মৌসুম নির্ভরশীল নেই। প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষমতা চীনা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের কজায় রয়েছে। চীনের ধান গবেষকগণ দাবি করছেন আগামী প্রজন্মের ধান জাতগুলো এখনকার চাইতে দ্বিগুণ উৎপাদন দেবে। বাংলাদেশে সদ্য প্রযুক্তি হাইব্রিড ধান বীজের একটা বড় জোগানদার চীন।
- উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দুইটি দেশই কৃষিতে উন্নত।

**প্রশ্ন -৫▶** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চাটমোহর উপজেলার নিরুশ শ্রাবণ মাসের তীব্র গরম ও বৃষ্টির দিনে সবজি কেনার জন্য বাজারে গিয়ে লক্ষ করে বাবুল নামে একজন শিশু যুবক টমেটো বিক্রি করছেন। নিরুশ টমেটো বিক্রতার কাছে দাম জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রতি কেজি ১০০ টাকা। দাম শুনে নিরুশ অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চায়। উত্তরে বাবুল বলেন, এ সময় টমেটো উৎপাদনের জন্য স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে বিশেষ কৌশলে ঘর তৈরি করতে হয়। বাবুল আরও বলেন, এর ফলে আমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছি।

?

- ক. *Food and Agricultural Organization* এর সংশ্লিষ্ট রূপ লিখ? ১
- খ. অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে মাতৃগাছের গুণাগুণ হ্রাস বজায় থাকে- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. বাবুলের টমেটো উৎপাদন কৌশলের পূর্বশর্তগুলো লিখ। ৩
- ঘ. উদ্ভিদকে উলি-খিত প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের কর্মহীনতা দূর হবে- মূল্যায়ন কর। ৪

### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. *Food and Agricultural Organization* এর সংশ্লিষ্ট রূপ হলো *FAO*.
- খ. অঙ্গজ উপায়ে বাংশবিস্তারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানে মাতৃগাছের গুণাগুণ হ্রাস বজায় থাকে। কারণ ফুলের পরাগায়নের সময় পিতৃগাছের গুণাগুণ যুক্ত হওয়ার যে সুযোগ জীবতাত্ত্বিক বীজে থাকে, অঙ্গজ প্রজননে সেই আশঙ্কা থাকে না। এর ফলে নতুন সৃষ্ট উদ্ভিদে মাতৃউদ্ভিদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে।
- গ. বাবুল শীতকালীন ফসল টমেটো শ্রাবণ মাসে চাষের জন্য স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে বিশেষ কৌশলে এক প্রকার ঘর তৈরি করেন। এরূপ চাষ পদ্ধতির জন্য কিছু পূর্বশর্তও রয়েছে। যেমন—
১. ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি সম্পর্কে জানা আবশ্যিক।
  ২. প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করা।
  ৩. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ শক্তির প্রবাহ নিশ্চিতকরণ। লাভজনকভাবে এই ধরনের বিশেষ ফসলে এই কৌশল ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে এই ফসলগুলোর বাজারমূল্য অনেক বেশি।
- অর্থাৎ নিখুঁত আয়োজন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারলে প্রায় যেকোনো ফসল এই উপায়ে উৎপাদন করা সম্ভব।
- ঘ. উদ্ভিদকে উল্লিখিত প্রচেষ্টা বলতে শ্রাবণ মাসে বাবুলের টমেটো উৎপাদন ও বিক্রয়ের প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের কর্মহীনতা দূর হবে।
- দেশের কৃষকেরা এখনও সনাতন পদ্ধতিতে ফসল চাষ করে থাকেন। তারা এখনও ফসল চাষ করার জন্য নির্দিষ্ট মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। যার ফলে কৃষকরা বছরের কিছু সময় বেকার থাকেন। উদ্ভিদকের বাবুলের পদ্ধতিটি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে, কৃষকরা সবসময় চাষের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারবে। কারণ এ পদ্ধতিতে চাষ করলে মৌসুমের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে ফসলের রোগবালাই কম হয়। বারোমাসি উৎপাদনের এ পদ্ধতির বিকল্প নেই। এটি কৃষকদের বেকারত্ব দূর করে কর্মব্যস্ত করে তোলে।
- সুতরাং বলা যায়, এরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার কৃষকদের কর্মহীনতা দূর করবে।



### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন -৬৬ নিচের উদ্ভিদপকি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবিদা একজন আদিম যুগের নারী। যিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে, গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন হয় এবং মা গাছের গুণাগুণসহ বড় হয়। পরে সে গাছ মায়ের মতো ফল দেয়। তার এই অতিশুদ্ধ আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

?

- ক. হরিধান নামের ধান কে নির্বাচন করেছেন? ১
- খ. বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সমস্যা দূরীকরণে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা কোন ধরনের ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন? ২
- গ. আবিদা কীভাবে সংগৃহীত বীজ থেকে চারা গজাতে পারেন বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বীজের বংশবিস্তার পদ্ধতি উদ্ভিদকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. বিনাইদহের হরিপদ কাপালি হরিধান নামে একটি ধান নির্বাচন করেছেন।
- খ. বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সমস্যা দূরীকরণে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। এজন্য বন্যার শেষে ধান চাষের জন্য বিলঙ্গ জাত হিসেবে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কিরণ ও দিশারি নামে দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। সম্প্রতি বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ব্রি ধান-৫২ নামে আরও দুটি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতের ধান দুটি পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে।

গ. উদ্ভীপকের আবিদা সঠিকভাবে বীজ সংরক্ষণ করে বীজ থেকে চারা গজাতে পারেন। যেকোনো গাছের বীজ থেকে ঐ গাছের চারা উৎপাদন হয়।

আবিদাকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত বীজ পরিষ্কার করে ভালোভাবে রোদে শুকাতে হবে। তারপর তাকে সেই শুকানো বীজ শীতল, শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে। নতুন প্রজন্মের গাছে উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত বীজকে উপযুক্ত সময় ও উপযুক্ত জায়গায় তিনি বুনবেন। মাটিতে বীজ ধানের পদ্ধতি হলো শক্ত কিছু দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি নরম করে তাতে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই চারাগাছ গজাবে। উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবিদা গাছের উৎকৃষ্ট চারা গজাতে পারেন।

ঘ. উদ্ভীপকের আবিদা দেখেছেন গাছের বীজ থেকে ঐ গাছের চারা উৎপাদিত হয়, এটি বীজের বংশবিস্তার। এই ধরনের প্রজননে মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ ছবছ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেকোনো গাছের বীজ থেকে ঐ গাছের চারা উৎপাদন হয় এবং মা গাছের গুণাগুণসহ বড় হয়ে মা গাছের মতো একই ফলন দেয়। স্ত্রী ফুলের ডিম্বাণু পুরুষ ফুলের রেণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার পর এ বীজ ফলের ভেতর বা বিশেষ শোঁত্রে বাইরে পরিপক্ব হয়। পরবর্তী প্রজন্মের গাছের ভূণ এই বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে বা বিদ্যমান থাকে। উপযুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশে এই ভূণ জেগে ওঠে। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসে। এবং বড় হয়ে মায়ের গুণাগুণ বহনকারী গাছ হয়।

#### প্রশ্ন -৭▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাপলা পত্রিকায় বাংলাদেশে ভিয়েতনাম, ভারত ও চীন থেকে খাদ্য আমদানির জন্য সংবাদটি পড়ল। কিন্তু আমদানি পরিভাষাটি বুঝতে না পেরে বাবাকে বিজ্ঞাসা করল। বাবা তাকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, বাংলাদেশ এখন অন্য দেশ থেকে আমদানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষির আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে।

- ক. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ কোনটি? ১
- খ. চীনের কৃষি ব্যবস্থা কেমন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত ভারত ও ভিয়েতনামের কৃষি ব্যবস্থার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকে শাপলার বাবার উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ হলো বাংলাদেশ।
- খ. সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো চীনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হলেও চীনে খাদ্য ঘাটতির কথা শোনা যায় না। প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষমতা চীনা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের কজায় রয়েছে। এ দেশটির কৃষক সমাজ অত্যন্ত সুদৃঢ়।
- গ. ভারত ও ভিয়েতনামের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত।  
ভারত এশিয়া মহাদেশের একটি বৃহত্তম দেশ। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দেশও বটে। ভারতের কিছু মরু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলই কৃষি প্রধান। কৃষি পরিবেশেও দেশটি বৈচিত্র্যময়। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরী সমবায় প্রতিষ্ঠান যা বাকি বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। ভারতের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কাজে লাগছে না, বিশ্বও উপকৃত হচ্ছে।  
অপরদিকে ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সৃজনশীল। ভিয়েতনামের অগ্রগতিতে তাদের কৃষক সমাজ ও কৃষির অবদান বিরাট। বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ আজ ভিয়েতনাম। কৃষি প্রযুক্তি বিকাশে গত কয়েক বছরে এদের সাফল্য বিস্ময়কর। কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এত শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% যোগান দেয়। স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা আর্থিক সহায়তা দেয়।
- ঘ. উদ্ভীপকে শাপলার বাবা বাংলাদেশের কৃষির আধুনিক যুগের কথা বলেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে দেশে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি কলেজ, একটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কয়েকটি কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ছিল। বর্তমানে দেশে চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এর পাশাপাশি প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পশুপালন অনুষদ চালু আছে। বর্তমানে সকল কৃষি ফসলের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার রয়েছে। প্রতিবছর শহর ও গ্রামাঞ্চলে কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষিকে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব করার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা IPM সহ উত্তম কৃষি কার্যক্রমে কৃষকদের উৎসাহিত ও দৃষ্টি করে তোলার বিবিধ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশে পোল্ট্রি একটি কৃষি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাজারে মাছের একটা বড় অংশ এখন আসছে চাষকৃত মাছ থেকে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কৃষিপ্রযুক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফসলের উপর প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নত জাতের ফসল উদ্ভাবিত হচ্ছে। বায়োটেকনোলজি বা জীব কৌশল বিজ্ঞানে অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী কর্তৃক পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।  
তাই বলা যায়, শাপলার বাবার উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

#### প্রশ্ন -৮▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

$B$ ,  $I$  ও  $V$  এই তিনটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হচ্ছে ধান উৎপাদন।  $I$  ধান ছাড়াও অন্যান্য ফসল উৎপাদনে  $B$  থেকে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে,  $V$  এর কৃষকদের অগ্রগতি  $B$  এর চেয়ে দ্রুত।  $B$ -এর ইতোমধ্যে  $V$  থেকে বেশ কিছু মাঠ প্রযুক্তি আত্মীকৃত হয়েছে। এছাড়াও পাট, চামড়া, ইলিশ ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া প্রায় সকল কৃষিপণ্য ভারত থেকে  $B$  দেশে রপ্তানি হয়।

- ক. ভারত গোটাবিশ্বের জন্য অনুকরণীয় কেন? ১
- খ. ধানসহ ভারত আর কী কী উৎপাদনে বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে? ২
- গ.  $V$  ও  $B$  দেশের কৃষি ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩
- ঘ.  $I$  ও  $B$  দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪

#### ৮নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারত রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান যা সারাবিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ।
- খ. ভারত ধানসহ অন্যান্য শস্য, ডাল, ফসল, ফুল, শাকসবজি, ভোজ্য তেলবীজ, তুলা, আখ ইত্যাদি মাঠ ও উদ্যান ফসল, পোলট্রি, ডেইরি, মৎস্য অর্থাৎ প্রায় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে।
- গ. উলি-খিত  $V$  দেশটি হলো ভিয়েতনাম ও  $B$  হলো বাংলাদেশ। ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের কৃষিতে সবচেয়ে বড় মিল ধান উৎপাদন। তবে এখানে দৃশ্যত ভিয়েতনামের কৃষকদের অগ্রগতি বাংলাদেশের চেয়ে দ্রুত। পঁচিশ বছর আগে যেখানে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন অনগ্রসর ও দুর্বল ছিল। এখন ভিয়েতনাম কৃষিজ উৎপাদনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গতি পাওয়ার প্রধানতম কারণ হলো ভিয়েতনামের কৃষক সমাজ অত্যন্ত সংগঠিত। ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সৃজনশীল। ভিয়েতনামে এমন কৃষক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি কোনো না কোনো সমবায় সংগঠনের সদস্য নন। কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এত শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% জোগান দিয়ে থাকে। এমনকি স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আর্থিক সহায়তা দেয় এবং এই সকল সংস্থার নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম থেকে বেশ কিছু মাঠ প্রযুক্তি আত্মীকৃত হয়েছে।
- উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ভিয়েতনামের কৃষি ব্যবস্থা বাংলাদেশ থেকে উন্নত। তবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশও উন্নত হচ্ছে।
- ঘ.  $I$  উলি-খিত দেশটি হলো ভারত। আর  $B$  দ্বারা বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। ভারত আমাদের পাল্লবর্তী দেশ। এদেশের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কৃষির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ দুই দেশেরই ঐতিহ্যের অঙ্গ। দুটি দেশই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সমস্যাগ্রস্ত।
- তা সত্ত্বেও ভারতের কৃষি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক অগ্রসর। একই ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশীদার হওয়ার পরও গত ষাট-সত্তর বছরে এই ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের ধারা চলেছে। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হলো এই যে ভারতের কৃষক বাংলাদেশের কৃষকদের চেয়ে অনেক সংগঠিত; আর অপর প্রধান কারণ হলো কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শুধু ভারতের কৃষিকেই নয় বিশ্বের কৃষিকেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অবশ্য ভারতে কাজের ক্ষেত্রও সুবিশাল।
- বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশগুণ বড় এই দেশটিতে কৃষি পরিবেশের বৈচিত্র্য একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ অপরদিকে ততটাই সম্ভাবনাময়। অন্যদিকে বাংলাদেশের কৃষি সম্ভাবনাময় হলেও সমৃদ্ধ নয়।
- পাট, চামড়া, ইলিশ ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া প্রায় সকল কৃষিপণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়।

#### প্রশ্ন -৯১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশের মাটি বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি সমস্যা দ্বারা জর্জরিত। উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানকালে বিজ্ঞানীরা নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এছাড়া কৃষির মূল ক্ষেত্র নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলোর কারণে শস্যের উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ক. কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় স্থাপন করা হয়? ১
- খ. কৃষি উৎপাদন অগ্রগতি জীবনায়াত্রায় কীরূপ প্রভাব ফেলেছে? ২
- গ. উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কৃষির মূলক্ষেত্র নিয়ে গবেষণার কারণে কৃষিতে যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

#### ৯নং প্রশ্নের উত্তর



- ক. গাজীপুরে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়।
- খ. কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। সময়ের সাথে সাথে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। উৎপাদন বৈচিত্র্য বাড়ছে, সেই সাথে সাথে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে পুঁজির ব্যবহার। মাছ, মুরগি ও ডিম উৎপাদন প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও উন্নত হয়েছে।
- গ. বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা হলো বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রভৃতি। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। তার ফলস্বরূপ, বন্যার শেষ ধান চাষের জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিকল্প জাত হিসেবে কিরণ ও দিশারি নামে দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া, সম্প্রতি বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ব্রি ধান-৫২ নামে আরও দুটি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। এই দুটি জাতের ধান পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
- বন্যার মতো খরা ও লবণাক্ততা কৃষকদের নিকট অনেক বড় সমস্যা। এজন্য, বিজ্ঞানীরা ব্রি-৫৬ নামের ধান উদ্ভাবন করেছেন। উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততার সমস্যা দূরীকরণে ব্রি ধান-৪৫ ও ব্রি ধান-৪৭ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকে কৃষির মূলক্ষেত্র বলতে মাটিকে বোঝানো হয়েছে।
- কৃষির মূল ক্ষেত্র হলো মাটি বা জমি, এটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার নিরন্তর প্রয়াস চলছে। ইতিমধ্যে মাটির গঠন, প্রকারভেদ, মাটির উর্বরতা, মাটিতে বসবাসকারী অণুজীব ও এদের উপকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ফসলি উদ্ভিদ, গবাদি পশুপাখি, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন, নিরাময় ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিগুলো কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে।
- ফলে, স্বাস্থ্যসম্মত সুস্বাদু খাদ্য উৎপাদনে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশগতিবিজ্ঞান আজ কৃষিতে ব্যাপক সাফল্য এনে দিয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, যব প্রভৃতি শস্যের উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এ আলোচনা থেকে বলা যায়, মাটি নিয়ে গবেষণা কৃষির উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

#### প্রশ্ন -১০▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাহ জামাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে তার পিতার জমিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমন্বিত কৃষি কাজ শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সাফল্য পান এবং এলাকার অসচ্ছল কৃষকদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তার সাফল্য কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. বাংলাদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা কয়টি? ১
- খ. ‘আদি কৃষির উৎপত্তি ও বিকাশ সাধারণ মানুষের হাতেই’- ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. শাহ জামালের কৃষিকাজ উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর-ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. এলাকার কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বাংলাদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা ৪টি।
- খ. আদি সমাজে মানুষ ফলমূল আহরণ ও পশু শিকার করে জীবন ধারণ করত। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত গাছ থেকে ফল আহরণ করার সাথে সাথে তারা তাদের নিটকবর্তী স্থানে বীজ বপন করে গাছ পালা উৎপাদন শুরু করে। এভাবেই সাধারণ মানুষের হাতে কৃষি সূচনা ও বিকাশ লাভ করে।
- গ. শাহ জামাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে তার পিতার জমিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাষ শুরু করেন। কৃষি কাজে আধুনিকায়ন শুরু হয় ষাট দশকে। আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে বয়ে এনেছে ব্যাপক সাফল্য। অর্থাৎ চাষের জন্য সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির চাহিদা কৃষিতে বাড়তে থাকে।
- বিভিন্ন স্বাদ-গন্ধের কম ফলনশীল স্থানীয় ধান জাতগুলোর পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল ইরি-ব্রি ধানের চাষ শুরু করা হয়। এজন্য চাষের জন্য সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। উদ্দীপকের শাহজামাল হাইব্রিড রাইস নামে এক ধরনের ধান প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করে। নিয়মকানুন মেনে সে চাষ করেছে বলেই উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও এই ধান বেশি ফলন দিয়েছে। তাই বলা যায় শাহ জামালের কৃষি কাজ প্রযুক্তি নির্ভর ছিল।
- ঘ. উদ্দীপকের শাহ জামালের এলাকার কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো কৃষিক্ষেত্রে শাহজামালের সফল হওয়া। প্রাচীনকাল থেকে কৃষিই ছিল এদেশের মানুষের অন্যতম অবলম্বন। সময়ের ধারাবাহিকতায় সেই প্রাচীন কৃষিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে বয়ে এনেছে ব্যাপক সাফল্য।
- উদ্দীপকের শাহ জামাল তার এলাকায় কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের ফসল চাষ করেছে যা তাকে অধিক ফলন দিয়েছে। নিয়মকানুন মেনে যে হাইব্রিড রাইস নামে ধান চাষ করেছে বিধায় উচ্চফলনশীল ধানের চেয়েও বেশি ফলন পেয়েছে। এসব কারণে গ্রামের কৃষকরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদনের এরূপ অগ্রগতি গ্রামীণ কৃষকের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন

এনেছে। সুতরাং বলা যায়, উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও বেশি ফলন পাওয়ার জন্য গ্রামীণ কৃষকেরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

**প্রশ্ন -১১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

চীনের কৃষি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। এর প্রধান কারণ মৌসুম নিরপেক্ষ ও হাইব্রিড জাতের ফসল চাষ। এ ধরনের ফসল চাষ করে আমরাও কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়াতে পারি এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি ফসল বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. ব্রিটিশ সরকারের পোড়ামাটি নীতি কী ছিল? ১
- খ. এদেশের কৃষির উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের দেশটির সাথে বাংলাদেশের কৃষির তুলনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ফসল চাষ করে আমরা কীভাবে লাভবান হতে পারি? বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি সেনাদের ভয়ে বাংলা ও আসামের খাদ্যশস্য পশ্চিমে স্থানান্তর করা হয়েছিল নয়তো ধ্বংস করা হয়েছিল। এটিই ছিল ব্রিটিশ সরকারের পোড়ামাটি নীতি।
- খ. এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য ব্রিটিশ সরকার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। যেমন- আসাম ও বাংলার জন্য ঢাকার শেরে বাংলা নগরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট, কুমিল-য় একটি ভেটেরিনারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খুলে ডিগ্রি পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে কৃষি বিভাগ নামে একটি বিশেষায়িত দপ্তর চালু করা হয়।
- গ. উদ্দীপকে উলি-খিত দেশটি হলো চীন। চীনের কৃষিব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার অনেক পার্থক্য রয়েছে। কারণ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো চীনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত দেশ। ফসলওয়ারি তুলনা করলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল কৃষিজাত ফসল উৎপাদন হেক্টর প্রতি চীনে বেশি। কারণ জিনগত অর্থাৎ বংশগত পরিবর্তন এমনভাবে তারা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের অধিকাংশ ধানের জাতে মৌসুমনির্ভরশীলতা আর নেই। এ জাতগুলো আগে প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে ধান বীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের বীজ ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকলেও চলে। কেননা দেশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের অন্তত ৮৫% চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI) এ পর্যন্ত যতগুলো উচ্চ ফলনশীল ধান জাত (HYV) উদ্ভাবন করে কৃষকের হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলোর বীজ ধানখেতেই উৎপাদন করা যায় এছাড়া চীনের কৃষি ব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর।
- ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ফসল হলো হাইব্রিড ও মৌসুম নিরপেক্ষ জাতের ফসল। মৌসুমনির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করে কৃষকেরা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পারবে-
১. বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুবই বেশি। এসব অসময়ের ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা উভয়েই আগাম ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় করে বাড়তি পয়সা উপার্জন করতে পারে।
  ২. ঋতুচক্র সংশ্লিষ্ট কর্মহীনতা দূর হয়ে কৃষককে মোটামুটি সারা বছর কর্মব্যস্ত রাখতে পারে।
  ৩. একই কারণে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
  ৪. 'মঙ্গা' বা এই ধরনের সাময়িক দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।
  ৫. বাজারে কৃষিপণ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে।
  ৬. পুষ্টি সমস্যার সমাধান সহজতর করতে পারে।
  ৭. আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতে পারে।
  ৮. কৃষি গবেষণাকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করা যায়।

অপরদিকে, হাইব্রিড জাতের ফসল চাষ করেও আমরা লাভবান হতে পারি। হাইব্রিড জাতের ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য ফসলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এ কারণে অল্প জমিতে ফসল চাষ করে আমরা বেশি ফলন পেতে পারি এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারি।

**প্রশ্ন -১২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

নড়াইলের কৃষক করিম টিভিতে ভারতের কৃষির উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত ভারতের কৃষিক্ষেত্রে অগ্রসরতা ও দেশটির কৃষি পরিবেশের বৈচিত্র্য সম্পর্কে দেখানো হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের কৃষি প্রযুক্তি যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে। [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ কোনটি? ১

- খ. ভারতকে কেন বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ বলা হয়? ২
- গ. কৃষিক্ষেত্রে ভারতের অগ্রসরতার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'বাংলাদেশ আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে কৃষিক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে' -বিশে-ষণ কর। ৪

#### ১২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ বাংলাদেশ।
- খ. ভারত একটি বৃহৎ দেশ। এদেশের মরু অঞ্চল থেকে শুরু করে বরফাবৃত অঞ্চল, নিচু জলাভূমি থেকে শুরু করে পার্বত্য অসমতল ভূমি, অনুর্বর খরাপ্রবণ এলাকা থেকে নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চলও রয়েছে। দেশের এক অঞ্চলে যখন তুষারস্নাত শীতকাল অন্য অঞ্চলে তখন গ্রীষ্ম বা বসন্তকাল। এজন্য ভারতকে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ বলা হয়।
- গ. ভারতের কৃষি বাংলাদেশের চাইতে অনেক অগ্রসর। একই ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশীদার হওয়ার পরও গত ষাট-সত্তর বছরে এই ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের ধারা চলেছে। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হলো এই যে ভারতের কৃষক বাংলাদেশের কৃষকদের চাইতে অনেক সংগঠিত; আর অপর প্রধান কারণ হলো কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শুধু ভারতের কৃষিকেই নয় বিশ্বের কৃষিকেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান- যা বাকি বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ। এসব কারণে ভারতের কৃষি আমাদের থেকে অনেক উন্নত।
- ঘ. ভারত কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। এর কারণ বিশে-ষণ করলে যেসব বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারতের কৃষি অনেকাংশেই প্রযুক্তি নির্ভর। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর কারণেই তারা এ উন্নতি নিশ্চিত করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু কৃষি উপযোগী হলেও এখনও অনেকাংশেই প্রকৃতি ও দেশি প্রযুক্তি নির্ভর। বাংলাদেশে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান নিত্যনতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনও করছে। কিন্তু নানা অব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত অসুবিধা ও সঠিক উদ্যোগের অভাবে কৃষকরা এসব প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে ভারতের মতো সফলতা লাভ করতে পারছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সঠিক সেচপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারায় বাংলাদেশের অনেক জমি খরা মৌসুমে অনাবাদি থেকে যায়। কিন্তু যদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ দেওয়া যায় তবে এ সমস্যা থাকবে না।
- সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারার কারণেই কৃষিক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

#### প্রশ্ন -১৩▶ নিচের চিত্র লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. মৌসুম নির্ভরশীলতা কী? ১
- খ. আগাম জাত চাষ করা হয় কেন? ২
- গ. চিত্রের পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের শর্তগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে কোনো ফসল উৎপাদনে চিত্রের পদ্ধতিটির উপযোগিতা যাচাই কর। ৪

#### ১৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ফসল চাষের জন্য মৌসুমের উপর নির্ভর করাকে মৌসুম নির্ভরশীলতা বলে।
- খ. বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুব বেশি। অসময়ের এসব ফসল উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা যায়, যা কৃষক ও খুরচা বিক্রেতা উভয়কেই লাভবান করে। অসময়ে ফল ও সবজি বাজারে সরবরাহের উপায় হলো আগাম জাত চাষ করা। এ কারণেই কৃষকরা আগাম জাত চাষ করেন।
- গ. চিত্রের পদ্ধতিটি হলো গ্রিনহাউজ, যেখানে ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ পরিবর্তন না করেই ফসল উৎপাদন করা হয়। এই কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক পূর্বশর্ত হলো ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং পরীক্ষিত তথ্যাদি জানা। দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল নিরবচ্ছিন্ন শক্তির (বিদ্যুৎ) নিশ্চিত প্রবাহ। নিখুঁত আয়োজন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারলে যে কোন উদ্যান ফসল উৎপাদনে এই কৌশল অবলম্বন সম্ভব।

ঘ. চিত্রের গ্রিনহাউজ পদ্ধতিতে পরিবেশগত যাবতীয় উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রয়োজনীয় সুখম পুষ্টি সরবরাহ করে উদ্যান ফসল উৎপাদন করা হয়। তবে যেকোনো উদ্যান ফসল এ পদ্ধতিতে চাষ করা গেলেও এর উৎপাদন খরচ অনেক বেশি পড়ে। কারণ এ প্রযুক্তিটি অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর। এ প্রযুক্তিটি স্বল্প পরিসরে চাহিদাসম্পন্ন ফসলের উৎপাদনের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের কৃষকরা বেশিরভাগই দরিদ্র এবং লেখাপড়ায় অজ্ঞ। তাদের এ প্রযুক্তি ব্যবহার করার আর্থিক সামর্থ্য যেমন নেই, তেমন নেই এর কারিগরি জ্ঞান। এমনকি বাংলাদেশে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়েও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের পুরোপুরি সামর্থ্য ও সুবিধা বিদ্যমান নেই। তাই বিপুল পরিমাণে ফসল উৎপাদনে চিত্রের পদ্ধতি অর্থাৎ গ্রিনহাউজ পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



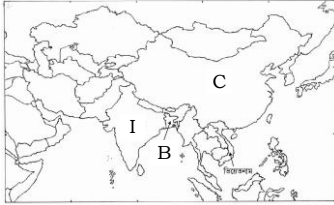
**প্রশ্ন -১৪ ▶** কৃষি বিজ্ঞানের স্যার জনাব মুহিত ক্লাসে এশিয়া মহাদেশের একটি দেশের কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন এই দেশটির কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় গত শতকের ষাটের দশকে। বর্তমানে দেশটিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কৃষি ও ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়েছে। ফলে দেশটির কৃষি উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি শুরু হয়েছে এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনের চালচিত্রেও পরিবর্তন এসেছে।

- ক. *BIRRI*-এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? ১  
খ. বাংলাদেশের কৃষকরা ধান বীজের জন্য পরিনির্ভরশীল নয় ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. জনাব মুহিত সাহেব ক্লাসে যে দেশের কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. মুহিত সাহেবের আলোচিত ঐ দেশটির কৃষির সাথে চীন দেশের কৃষির তুলনামূলক অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন -১৫ ▶** মৌসুমি জলবায়ুর পরিবর্তন ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফসলকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করতে পারলে যেকোনো মৌসুমে ফসলটি উৎপাদন করা যায়। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

- ক. ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ কোনটি? ১  
খ. আমাদের দেশের কৃষকেরা পাট উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন কেন? ২  
গ. উদ্ভিদপকের বিজ্ঞানীদের গবেষণারত ফসলগুলোর উপযোগিতাসমূহ উল্লেখ কর। ৩  
ঘ. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার বিশেষ একটি কৌশল উদ্ভিদপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## প্রশ্ন -১৬ ▶



- ক. কোন দেশ কৃষিতে উন্নত? ১  
খ. এশিয়া মহাদেশের কোন দেশগুলো ধান উৎপাদনে প্রধান? ২  
গ. C চিহ্নিত দেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে প্রধান কেন ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ১৯৭১ সালের পর থেকে B চিহ্নিত দেশের কৃষিতে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন -১৭ ▶** শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল ছাত্র ভারতের কৃষি বিষয়ক সুবিধাসমূহ সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে ভারতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা লক্ষ্য করে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের কৃষি ও কৃষি ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত। সেখান থেকে ফিরে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ও ভারতের মতো উন্নত করার প্রতিজ্ঞা করে।

- ক. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? ১  
খ. বাংলাদেশ কৃষির উৎপাদন খরচ বাড়ছে কেন? ২  
গ. উদ্ভিদপকে উল্লিখিত দেশটির কৃষিতে উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে কতটুকু সফল হতে পারবে বিশ্লেষণ কর। ৪



## অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ শূন্যস্থান পূরণ //

১. বন্যা, খরা ..... বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা।
২. শিল্পোন্নত দেশগুলো ..... উন্নত।
৩. ফসলের শ্রেণীভেদে দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা ..... নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ।

উত্তর : ১. লবণাক্ততা; ২. কৃষিতেও; ৩. মৌসুম।

### ■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর //

প্রশ্ন ১ ॥ ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কী?

উত্তর ॥ দিনের দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে একেক মৌসুমে একেক ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়, একেই ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা বলে।

প্রশ্ন ২ ৥ কৃষিতে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কীভাবে কমানো যায়?

উত্তর ৥ সবুজ সারের ব্যবহার, কম্পোস্ট সার তৈরি এবং কেঁচো জাত সার বা ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ করে কৃষিতে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কমানো যায়।

প্রশ্ন ৩ ৥ বাংলাদেশের কোন কোন কৃষিপণ্য ভারতে রপ্তানি হয়?

উত্তর ৥ বাংলাদেশের পাট, চামড়া, ইলিশ ইত্যাদি পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়।

প্রশ্ন ৪ ৥ গ্রিন হাউজ কী?

উত্তর ৥ বদ্ধ ঘরের পরিবেশে উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্যে, পর্যাপ্ত আলোয়, উত্তাপে, বায়ুর আর্দ্রতায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ফসল চাষ করাকে গ্রিন হাউজ বলে।

#### ❑ রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

//

প্রশ্ন ১ ৥ ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার উপযোগিতা বর্ণনা কর।

উত্তর : ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার উপযোগিতা :

১. বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুবই বেশি। এসব অসময়ের ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা উভয়ে বাড়তি পয়সা উপার্জন করতে পারে।
২. বিশেষ করে আগাম ফসল বাজারজাত করতে পারলে বেশি দাম পাওয়া যায়।
৩. ঋতুচক্র সংশ্লিষ্ট কর্মহীনতা দূর হয়ে কৃষককে মোটামুটি সারাবছর কর্মব্যস্ত রাখতে পারে।
৪. একই কারণে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারাবছর কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
৫. 'মঙ্গা' বা এ ধরনের সাময়িক দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।
৬. বাজারে কৃষিপণ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে।
৭. পুষ্টি সমস্যার সমাধান সহজতর করতে পারে।

প্রশ্ন ২ ৥ ভারত ও বাংলাদেশের কৃষির তুলনামূলক বিবরণ দাও।

উত্তর : ভারত ও বাংলাদেশের কৃষির তুলনামূলক বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

| বাংলাদেশ                                                          | ভারত                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| i. বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান।                                     | i. ভারতের প্রধান ফসলও ধান।                                 |
| ii. বাংলাদেশের কৃষক সংগঠিত নয়।                                   | ii. ভারতের কৃষক অনেক বেশি সংগঠিত।                          |
| iii. কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে।                | iii. কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারত অনেক উন্নত।               |
| iv. বাংলাদেশে ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করেছে। | iv. ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান। |
| v. বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ তুলনামূলকভাবে কম বৈচিত্র্যময়।          | v. ভারতের কৃষি পরিবেশ খুবই বৈচিত্র্যময়।                   |

প্রশ্ন ৩ ৥ কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে ফসল উৎপাদন কৌশল বর্ণনা কর।

উত্তর : ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ পরিবর্তন না করেই এই কৌশলে যেকোনো ফসল উৎপাদন করা যায়। এখানে উল্লিখিত মাঠে বা উদ্যানে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন না করে গ্রিনহাউসে তা উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ বদ্ধ ঘরে কৃত্রিম উপায়ে ঐ ফসলের উপযুক্ত দিবাদৈর্ঘ্য, পর্যাপ্ত আলো, উত্তাপ, বায়ুর আর্দ্রতাসহ পরিবেশগত যাবতীয় উপাদান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম পুষ্টি সরবরাহ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। এই কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক পূর্বশর্ত হলো ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং পরীক্ষিত তথ্যাদি জানা। দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন শক্তির (বিদ্যুৎ) নিশ্চিত প্রবাহ। নিখুঁত আয়োজন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারলে প্রায় যেকোনো উদ্যান ফসল এই কৌশল অবলম্বনে সম্ভব হলেও অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর এই পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। বাজারমূল্য বেশি এমন বিশেষ বিশেষ ফসলের উৎপাদন ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপাদনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এই কৌশলে যৌক্তিক কারণেই অসীম পরিমাণে কোনো ফসল উৎপাদন করা যায় না।

তাহাড়া এই বিশেষ কৌশল নির্ভর উৎপাদন আয়োজনে সম্পন্ন করে এই আয়োজন অলস বসিয়ে রাখায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত লাভজনক বাজার পেলে (চুক্তির ভিত্তিতে) প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন চালু রাখতে পারলে ক্রমশঃ উৎপাদন ব্যয় কমে আসতে পারে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলে ফসলকে রোগবলাই থেকে রক্ষা করার খাতে ব্যয় প্রায় নেই। ফসলও হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত।



#### অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



#### ❑ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

//

**প্রশ্ন ১ ৥ ‘হাইব্রিড রাইস’ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল ধান সব ধরনের নিয়ম কানুন মেনে চাষ করলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও বেশি ফলন পাওয়া যায় তাকে ‘হাইব্রিড রাইস’ বলে।

**প্রশ্ন ২ ৥ শিল্পোন্নত দেশগুলো কিসে উন্নত?**

**উত্তর :** শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত।

**প্রশ্ন ৩ ৥ দারিদ্র্যের একটা দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে কৃষিপ্রধান কোন দেশগুলো?**

**উত্তর :** দারিদ্র্যের একটা দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো।

**প্রশ্ন ৪ ৥ কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য জমিতে কী প্রয়োগ হয়?**

**উত্তর :** কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে জমিতে সবুজ সার, কম্পোস্ট তৈরি করে প্রয়োগ করা হয়।

**প্রশ্ন ৫ ৥ গবাদি পশুর খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য কী করা হয়?**

**উত্তর :** গবাদি পশুর খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত গো খাদ্য ও ঘাস উৎপাদন, সাইলো তৈরি করা হয়।

**প্রশ্ন ৬ ৥ বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ কোনটি?**

**উত্তর :** বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম।

**প্রশ্ন ৭ ৥ বাংলাদেশের তুলনায় কোন দেশ কৃষিতে অনেক উন্নত?**

**উত্তর :** বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত।

**প্রশ্ন ৮ ৥ কোন বীজের এক প্রজন্মে গুণাগুণ শেষ হয়ে যায়?**

**উত্তর :** সুপার হাইব্রিড বীজের এক প্রজন্মে গুণাগুণ শেষ হয়ে যায়।

**প্রশ্ন ৯ ৥ ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মিল কোথায়?**

**উত্তর :** ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মিল ধান উৎপাদনে।

**■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর //**

**প্রশ্ন ১ ৥ বাংলার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে কীভাবে?**

**উত্তর :** গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরিকাঠামোতেও বাংলা ভাষার জয় এবং কৃষিসহ বিভিন্ন পেশার বিকাশ, পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন আনে ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়। জারি, সারি, ভাটিয়ালি চর্চার পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক মধ্যবিত্তের মনোজগতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, লালন, হাসন রাজা, সুকান্ত ব্যাপক প্রভাব ফেলতে থাকেন। কৃষকের সাংস্কৃতিক জীবন ও জনমানুষের সাংস্কৃতিক ভাবনায় চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চারণ কবি খনার নানা মন্তব্য ‘খনার বচন’ নামে খ্যাত। আর এভাবে বাংলার বিভিন্ন জন মানুষের প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে বাংলার সাংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

**প্রশ্ন ২ ৥ বিজ্ঞানীরা কীভাবে কৃষিতে অবদান রাখছে?**

**উত্তর :** কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখার কর্মকাণ্ড জড়িত। কৃষিতত্ত্ব ছাড়াও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৃষিযন্ত্র ও শক্তি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শাখার বিজ্ঞানীরা তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অবদান রাখছেন।

**প্রশ্ন ৩ ৥ বর্তমান দেশে কীভাবে দ্রুত কৃষি অগ্রগতি হচ্ছে?**

**উত্তর :** বর্তমানে বাংলাদেশে চারটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে, আছে একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার গবেষণা করে থাকেন। গবেষণার ফলাফল উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীরা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেন। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

**প্রশ্ন ৪ ৥ কোন দেশগুলো ধান উৎপাদনে প্রধান এবং কোন মহাদেশে অবস্থিত?**

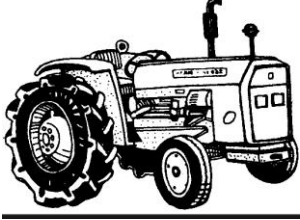
**উত্তর :** বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম চারটি দেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এই দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক কারণেই যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। চারটি দেশের প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান। চারটি দেশের জনগণ প্রধানত ভাত খেয়ে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে চীন, ভারত ও বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ। অবশ্য ভিয়েতনাম ততটা নয়।

**প্রশ্ন ৫ ৥ সুপার হাইব্রিড ধানের অসুবিধা কী?**

**উত্তর :** ‘সুপার হাইব্রিড’ ধানের একটি বড় ধরনের অসুবিধা তা ইতোমধ্যে চিন্তার কারণ হয়েছে, তা হলো এসব অত্যাধুনিক ধানের বীজ রাখা যায় না। এক প্রজন্মেই বীজের গুণাগুণ শেষ। চীনের বর্তমান আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এসব ফসল হয়তোবা সহায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে।

**প্রশ্ন ৬ ৥ ভ্যারাইটি বা কালটিভার বলতে কী বুঝ?**

**উত্তর :** ভ্যারাইটি বা কালটিভার বলতে বোঝায়, যেসব জাত অভিজ্ঞ কৃষকের পর্যবেক্ষণ, চয়ন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৌসুমনির্ভরতা এড়িয়ে বিপুল লাইন শনাক্ত ও উন্নয়ন করা যায়। এসব জাতকে মাঠ পর্যায়ে স্বীকৃতি পেতে হবে।



## দ্বিতীয় অধ্যায় কৃষি প্রযুক্তি



### পাঠ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি



- ধান চাষে নাইট্রোজেন সম্বলিত ইউরিয়ার ব্যবহার প্রধান।
- দানাদার ইউরিয়ার সারের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য মেশিনের সাহায্যে এটাকে গুটি ইউরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পাঁচ থেকে সাত দিন পূর্বে ২০×২০ সে.মি. লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার দূরত্বে ধানের চারা রোপণ করতে হবে।
- ধানের চারা রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মাটি শক্ত হওয়ার আগে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা জরুরি।
- গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: ১. গরু নির্বাচন ও ক্রয় করা, ২. বাসস্থান নির্মাণ, ৩. রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ও ৪. খাদ্য সরবরাহ।
- যদি ফসলে শারীরিক কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়- যেমন ফসলের বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে না, দেখতে দুর্বল ও লিকলিকে, ফুল অথবা ফল বারে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে ফসলের কোনো না কোনো রোগ হয়েছে। নানা লক্ষণে ফসলের রোগ প্রকাশ পায়। নিচে কতকগুলো রোগাক্রান্ত ফসলের লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :
  ১. **দাগ :** ফসলের পাতায়, কাণ্ডে বা ফলের গায়ে নানা ধরনের দাগ বা স্পট দেখা দেয়।
  ২. **ধসসা রোগ :** পাতা ঝলসে যায়।
  ৩. **মোজাইক :** ফসলের পাতায় গাঢ় ও হালকা হলদে-সবুজ এর ছোপ ছোপ রং দেখা যায় এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ।
  ৪. **ঢলে পড়া :** অনেক সময় ফসলের কাণ্ড ও শিকড় রোগে আক্রান্ত হলে ফসলের শাখাগুলো মাটির দিকে ঝুলে পড়ে।
  ৫. **পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া :** ভাইরাসজনিত কারণে ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়।
- **মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ :** শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে-
  ১. কাষিত ফসল বিন্যাস, শস্যের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
  ২. খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং কৃষি পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনা।
  ৩. প্রচলিত শস্যবিন্যাসে উন্নত ফসলের জাত ও কলাকৌশলের সংযোগ ঘটানো।
  ৪. বীজের সাশ্রয় করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।
  ৫. প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।
- **মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার :**
  ১. আলুর সাথে রিলে ফসল হিসাবে পটলের চাষ।
  ২. আলুর সাথে রিলে ফসল হিসাবে করলার চাষ।
  ৩. মিশ্র ফসল হিসাবে আলু ও লাল শাকের চাষ।



### অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. মৃত পশুর সৎকারে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 

(ক) ডিউটি
(খ) ফরমালিন

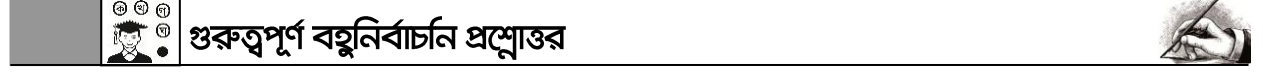
● ক্লোরিন
(ঘ) ফসফরাস
২. গরুকে ইউরিয়া ও বোলাগুড় খাওয়ানোর উপায়-
  - i. খড়ের সাথে মিশিয়ে
  - ii. দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে
  - iii. পানির সাথে মিশিয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 

● i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিনা বেগমের বাড়ির আঙিনায় ৩মি. × ৪মি. আকৃতির উঁচু খালি জায়গা রয়েছে। ব্যাংক থেকে শুল্ক স্বাগ গ্রহণ করে উক্ত জায়গায় গোশালা নির্মাণ করে গরুর মোটাতাজাকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

৩. রিনা বেগম তার আঙিনায় কয়টি গরুর বাসস্থান নির্মাণ করতে পারবেন?  
 (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
৪. রিনা বেগমের খামারটি তার পরিবারে কী ধরনের সুফল বয়ে নিয়ে আসবে?  
 (ক) আমিষের ঘাটতি পূরণ করবে (খ) শর্করার ঘাটতি পূরণ করবে  
 (গ) গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে (ঘ) দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে



৫. ধান গাছের বাদামী দাগ রোগ—  
 (ক) ভাইরাসজনিত রোগ (খ) ছত্রাকজনিত রোগ  
 (গ) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ (ঘ) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ
৬. কোন পদ্ধতিতে চাষ করলে মাটির গঠন উন্নত হয়?  
 (ক) শূন্য চাষ (খ) রিলে চাষ (গ) মিশ্র চাষ (ঘ) সাধি ফসলের চাষ
৭. ফসল বিন্যাসে কোন জাতীয় ফসলের চাষ করলে রাসায়নিক সারের চাহিদা কম লাগে?  
 (ক) মাঠ ফসল (খ) সীম জাতীয় ফসল  
 (গ) তৈলবীজ জাতীয় ফসল (ঘ) গোখাদ্য
৮. রোপা আমনের ক্ষেত্রে ১ গ্রাম ওজনের জন্য কয়টি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করতে হয়?  
 (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
৯. নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) ধানের সাথে পাটের চাষ (খ) আলুর সাথে করল্লার চাষ  
 (গ) আলুর সাথে লাল শাকের চাষ (ঘ) করল্লার সাথে পটলের চাষ
১০. শূন্য চাষে কৃষকের কত সপ্তাহ সময় বাঁচে?  
 (ক) ১-২ সপ্তাহ (খ) ২-৩ সপ্তাহ (গ) ৩-৪ সপ্তাহ (ঘ) ৪-৫ সপ্তাহ
১১. ফসলের পাতায় ছোপ ছোপ রং কি রোগের লক্ষণ?  
 (ক) মোজাইক রোগ (খ) ধসা রোগ  
 (গ) ঢলে পড়া রোগ (ঘ) পাতা কুকরে যাওয়া রোগ
১২. ইউরিয়া সারে উদ্ভিদের কোন পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে?  
 (ক) ফসফরাস (খ) নাইট্রোজেন (গ) সালফার (ঘ) কার্বন
১৩. নিচের কোন ফসলটি মোজাইক রোগে আক্রান্ত হয়?  
 (ক) ধান (খ) শিম (গ) গম (ঘ) মুগ
১৪. কোন রোগ হলে মুরগি সাদা রংয়ের মল ত্যাগ করে?  
 (ক) বসন্ত (খ) গামবোরো (গ) রাণীক্ষেত (ঘ) কলেরা
১৫. গরু মোটাতাজাকরণে ৩টি গরুকে দৈনিক কী পরিমাণ ঝোলাগুড় খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে?  
 (ক) ২০০-৩০০ গ্রাম (খ) ৩০০-৪০০ গ্রাম  
 (গ) ৬০০-৯০০ (ঘ) ৯০০-১২০০ গ্রাম
১৬. রোগ প্রতিরোধে কোন পদক্ষেপটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করতে হয়?  
 (ক) স্যানিটেশন (খ) টিকা প্রদান (গ) পৃথককরণ (ঘ) চিকিৎসা প্রদান
১৭. একজন মানুষের দৈনিক কত গ্রাম মাংস খাওয়া দরকার?  
 (ক) ২৪ গ্রাম (খ) ১২০ গ্রাম (গ) ১১৫ গ্রাম (ঘ) ২৫০ গ্রাম
১৮. ইউরিয়া সারে উদ্ভিদের কোন পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে?  
 (ক) ফসফরাস (খ) নাইট্রোজেন (গ) সালফার (ঘ) কার্বন
১৯. শস্য পর্যায়ে ফলে কোনটির ব্যবহার কমে যায়?  
 (ক) কীটনাশক (খ) বীজ (গ) ভূমি (ঘ) কৃষি যন্ত্র
২০. জমিতে দানাদার ইউরিয়া সারের ব্যবহারে কত ভাগ নাইট্রোজেন অপচয় হয়?  
 (ক) ৫০ ভাগ (খ) ৬০ ভাগ (গ) ৭০ ভাগ (ঘ) ৮০ ভাগ
২১. মুরগির ঘরে ধূলাবালি প্রবেশের কারণে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়?  
 (ক) তাপমাত্রা জনিত (খ) আর্দ্রতা জনিত  
 (গ) পুষ্টি জনিত (ঘ) শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত
২২. কোন সময় থেকে বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয়?



- ক) ষাটের দশকে ● পঞ্চাশের দশকে  
 গ) চল্লিশের দশকে ঘ) সত্তরের দশকে
২৩. বীজতলার চারা হলদে দেখালে কত গ্রাম হারে ইউরিয়া ছিটাতে হয়?  
 ক) ২৫০ গ্রাম খ) ৩১০ গ্রাম ● ২৮০ গ্রাম ঘ) ৩৫০ গ্রাম
২৪. ইউরিয়া সার গুটি আকারে ফসলের জমিতে এক মৌসুমে কয়বার প্রয়োগ করতে হয়?  
 ক) চারবার খ) তিনবার গ) দুইবার ● একবার
২৫. ফসলের রোগ প্রতিরোধের জন্য কী করা উচিত?  
 i. জমি আগাছা মুক্ত রাখা  
 ii. মাটি আলাদা না করা  
 iii. মাটি শোধন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) ii ও iii ● i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ – ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাকিব পুকুরে কয়েকটি মাছের মধ্যে ক্ষত ও লাল দাগ দেখতে পেয়ে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলেন। মৎস্য কর্মকর্তা সাকিবকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন।

২৬. সাকিবের পুকুরে কি রোগ হয়েছিল?  
 ক) ফুলকা পচা রোগ খ) লেজের পচা রোগ  
 ● ক্ষতরোগ ঘ) পাখনা পচা রোগ
২৭. সাকিবকে মৎস্য কর্মকর্তা পরামর্শ দিতে পারেন—  
 i. আক্রান্ত মাছ ধরে পুঁতে ফেলা ii. পুকুর শুকিয়ে সকল মাছ ধরে ফেলা  
 iii. পুকুরে চুন ও লবন প্রয়োগ করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
২৮. সাকিব পুকুরের মাছের রোগটি হওয়ার কারণ কী?  
 ক) পুকুরে পানির স্বচ্ছতা  
 ● পুকুরের পরিবেশ সম্পর্কে সাকিবের অসচেতনতা  
 গ) পুকুরে অপরিষ্কার খাদ্য সরবরাহ  
 ঘ) অধিক শীতের প্রকোপ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

লাবিব তাঁর জমিতে ফুলকপি চাষ করার জন্য ৩ মিটার × ১ মিটার আকারের ৩টি বেড তৈরি করে তাতে বীজ বপন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২৯. লাবিব তাঁর উক্ত বেডগুলোতে কি পরিমাণ বীজ বপন করতে পারবে?  
 ক) ৪৫ – ৬০ গ্রাম খ) ৩০ – ৩৬ গ্রাম  
 গ) ৭০ – ৮০ গ্রাম ঘ) ৮০ – ১০০ গ্রাম
৩০. লাবিব ৩টি বেডকে একটি বেডে পরিণত করলে কি হবে?  
 ক) অধিক পরিমাণে চারা পাবে ● সেচ ও নিকাশ অসুবিধা হবে  
 গ) সেচের পানি খরচ কম হবে ঘ) সার ব্যবহারের পরিমাণ কম হবে



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### পাঠ ১ : খান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার



### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. কোন সার মৌসুমে একবার ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)  
 ক) দানাদার ইউরিয়া ● গুটি ইউরিয়া গ) পটাশ ঘ) ফসফেট
৩২. জমিতে কত সেন্টিমিটার পানি থাকলে গুটি সার ব্যবহার সহজ হয়? (জ্ঞান)  
 ক) ১-৩ সেন্টিমিটার ● ২-৩ সেন্টিমিটার  
 গ) ৩-৪ সেন্টিমিটার ঘ) ৫-৬ সেন্টিমিটার
৩৩. দানাদার ইউরিয়া সারকে মেশিনের সাহায্যে গুটি ইউরিয়া রূপান্তরের কারণ কী? (অনুধাবন)  
 ● সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য খ) মানুষের লাভের জন্য  
 গ) বহনের সুবিধার জন্য ঘ) প্রয়োগের সুবিধার জন্য

৩৪. কুরবান জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে কত সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার দূরত্বে ধানের চারা রোপণ করতে হবে? (প্রয়োগ)  
 ●  $20 \times 20$  সেন্টিমিটার (খ)  $15 \times 15$  সেন্টিমিটার  
 (গ)  $10 \times 10$  সেন্টিমিটার (ঘ)  $12 \times 12$  সেন্টিমিটার
৩৫. চারা রোপণের পর কখন গুটি সার প্রয়োগ করা হয়? (প্রয়োগ)  
 (ক) গভীর কাদা মাটিতে ● মাটি শুষ্ক হওয়ার আগে  
 (গ) হাঁটু পরিমাণ পানিতে (ঘ) শুষ্ক মাটিতে
৩৬. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) শিকড় শুষ্ক হয় ● নাইট্রোজেনের সঞ্চার হয়  
 (গ) গাছকে হাইড্রোজেন সরবরাহ করে (ঘ) সময় কম লাগে
৩৭. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে কত ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 (ক) ৫-১০ ভাগ (খ) ১০-১৫ ভাগ ● ১৫-২০ ভাগ (ঘ) ২০-২৫ ভাগ
৩৮. গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন সঞ্চার হয়?  
 [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল, যশোর জিলা স্কুল]  
 (ক) ১৫-২০% ● ২০-৩০% (গ) ২৫-৩৫% (ঘ) ৩০-৪০%
৩৯. আকার যদি ২.৭ গ্রাম হয় তবে বোরোতে কয়টি গুটি ব্যবহার করা যাবে?  
 [সিভিল এভিয়েশন স্কুল]  
 ● ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
৪০. ধান চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের মধ্যে প্রধান কোনটি?  
 [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]  
 (ক) জিপসাম (খ) টিএসপি (গ) এমপি ● ইউরিয়া
৪১. গুটি ইউরিয়া ওজন যদি ১.৮ গ্রাম হয় তবে বোরোতে কতটি গুটি প্রয়োগ হবে?  
 [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ১টি ● ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
৪২. গুটি ইউরিয়া কত সেন্টিমিটার মাটির গভীরে গুঁতে দিতে হবে?  
 [সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 (ক) ৫ ● ১০ (গ) ১৫ (ঘ) ২০
৪৩. ধানের চারা রোপণের কত দিনের মধ্যে গুটি সার প্রয়োগ করতে হয়?  
 [ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]  
 ● ৫-৭ (খ) ৭-৯ (গ) ১০-১২ (ঘ) ১২-১৪
৪৪. ধান চাষে ব্যবহৃত সারের মধ্যে কোন সার প্রধান? [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ]  
 ● ইউরিয়া (খ) পটাশ (গ) ফসফরাস (ঘ) ডিএপি

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. দানাদার ইউরিয়ার অসুবিধা হলো— (প্রয়োগ)  
 i. বেশি বার প্রয়োগ করতে হয় ii. পানিতে দ্রুত মিশে যায়  
 iii. বেশি অপচয় হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৪৬. দানাদার ইউরিয়া মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. দানাদার সার ii. গুটি ইউরিয়া  
 iii. ইউরিয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ● ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii
৪৭. কিস্তিতে কয়েক বার প্রয়োগ করা যায়— (প্রয়োগ)  
 i. গুটি ইউরিয়া ii. গুটি সার  
 iii. দানাদার ইউরিয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i (খ) ii ● iii (ঘ) i, ii ও iii

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. গো-খাদ্য তৈরিতে কত লিটার পানি দিতে হয়? (জ্ঞান)  
 ক ১৬ কেজি খ ১৮ কেজি ● ২০ লিটার ঘ ২২ কেজি
৪৯. গো-খাদ্য তৈরিতে ২০ কেজি পানিতে কত কেজি ইউরিয়ার দ্রবণ মেশাতে হয়? (জ্ঞান)  
 ● ১ কেজি খ ২ কেজি গ ৩ কেজি ঘ ৪ কেজি
৫০. একজন মানুষের দৈনিক কত গ্রাম মাংস খাওয়া দরকার? (জ্ঞান)  
 ক ২৪ গ্রাম খ ১১৫ গ্রাম ● ১২০ গ্রাম ঘ ২৫০ গ্রাম
৫১. গরু মোটাতাজাকরণে ৩টি গরুকে দৈনিক কী পরিমাণ ঝোলাগুড় খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে? (প্রয়োগ)  
 ক ২০০-৩০০ গ্রাম খ ৩০০-৪০০ গ্রাম  
 গ ৬০০-৯০০ গ্রাম ● ৯০০-১২০০ গ্রাম
৫২. নিচের কোন শ্রেণির গরু মোটা তাজাকরণের জন্য ভালো? (অনুধাবন)  
 ক বকন গরু খ ষাঁড় গরু গ গাভী গরু ● বলদ গরু
৫৩. গরু মোটাতাজাকরণে কোন বয়সের গরু ক্রয় করা দরকার? (অনুধাবন)  
 ● দেড়-দুই বছর খ দুই-আড়াই বছর  
 গ দুই-তিন বছর ঘ তিন-সাড়ে তিন বছর
৫৪. মানুষ গরুর মাংস থেকে নিচের কোনটি পায়? (অনুধাবন)  
 ক শর্করা খ পানি ● আমিষ ঘ তেল
৫৫. একটি গরু রাখার জন্য কত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট জায়গায় ঘর নির্মাণ করবে? (প্রয়োগ)  
 ● ১.৫ মিটার × ২ মিটার খ ২ মিটার × ২.২৫ মিটার  
 গ ২.২৫ মিটার × ২.৪০ মিটার ঘ ২.৫০ মিটার × ৩ মিটার
৫৬. গরুর সংক্রামক রোগের প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? (জ্ঞান)  
 ক পানি খাওয়ানো খ ওষুধ খাওয়ানো ● টিকা দেওয়া ঘ গোসল করানো
৫৭. একটি গরুকে প্রতিদিন কত কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে? (জ্ঞান)  
 ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫
৫৮. শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য কোনগুলো? (জ্ঞান)  
 ● খড়কুটা, ভুট্টা খ ঘাস পানি গ লবণ পানি ঘ ইউরিয়া ও ঝোলাগুড়
৫৯. ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড়ের সাথে ঝোলাগুড় মেশানো হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ক ১০০-২০০ গ্রাম খ ২০০-৩০০ গ্রাম  
 গ ৩০০-৩৫০ গ্রাম ● ৩০০-৪০০ গ্রাম
৬০. গরুর মোটাতাজাকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে কোন খাদ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ক ভাত-পানি খ খড়কুটা গ লবণ-পানি ● ইউরিয়া ও ঝোলাগুড়
৬১. ইউরিয়া ও ঝোলা গুড় মেশানো খাদ্য গরুকে কয়ভাবে খাওয়ানো যায়?

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

- ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪
৬২. দুটি গরুকে দৈনিক কী পরিমাণ ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে?

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

- ক ৩ কেজি খ ৪ কেজি ● ৬ কেজি ঘ ৮ কেজি
৬৩. কত বয়সের গরু মোটাতাজাকরণের জন্য নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে?

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ; ভি. জে. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]

- ক ৬-১২ মাস খ ১২-১৮ মাস ● ১৮-২৪ মাস ঘ ২৪-৩০ মাস
৬৪. কোনটিতে খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে? [খুলনা জিলা স্কুল]  
 ক ভাঙা গম খ খড় ● হাড়ের গুঁড়া ঘ কুড়া
৬৫. খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরিতে ইউরিয়া ও পানির পরিমাণ কত? [সিভিল এডিয়েশন স্কুল]  
 ক ১ : ৫ খ ১ : ১০ গ ১ : ১৫ ● ১ : ২০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬. সবুজ কাঁচাঘাস, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতিতে থাকে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. খনিজ লবণ

ii. ভিটামিন

iii. চর্বি

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৬৭. পশুর শর্করা ও চর্বি পাওয়া যায়— (অনুধাবন)

i. খড়কুটা থেকে

ii. ভুট্টা-গমভাঙা থেকে

iii. ছোলাবাদাম থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাসান সাহেব বাজার থেকে ৫টি ষাঁড় গরু কিনে আনেন। এরপর তাদের ইউরিয়া মিশ্রিত খড় খাওয়ানো শুরু করেন। [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

৬৮. হাসান সাহেব কত বর্গমিটারের ঘর তৈরি করবেন?

- (ক) ১০      ● ১৫ (গ) ২০      (ঘ) ৫০

৬৯. তিনি কত কেজি ইউরিয়া মিশ্রিত খড় গরুগুলোকে খাওয়াবেন?

- (ক) ১০      (খ) ১২ ● ১৫      (ঘ) ৫০

### পাঠ ৩ : ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭০. মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা কী দ্বারা আক্রান্ত হয়? (জ্ঞান)

- অণুজীব      (খ) বাতাস  
(গ) অক্সিজেন      (ঘ) নাইট্রোজেন

৭১. ধসসা রোগের প্রধান লক্ষণ কী? (জ্ঞান)

- (ক) কান্ধ পচা      ● পাতা বলসানো  
(গ) দাগ লাগা      (ঘ) হলুদ হওয়া

৭২. মোজাইক কোন অণুজীবজনিত রোগের লক্ষণ? (জ্ঞান)

- (ক) ছত্রাক      ● ভাইরাস      (গ) ব্যাকটেরিয়া      (ঘ) জীবাত্ম

৭৩. ভাইরাসজনিত রোগের কারণে ফসলের পাতায় কী ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়? (জ্ঞান)

- পাতা কুঁকড়িয়ে যায়      (খ) পাতা ঝরে যায়  
(গ) পাতা বলসে যায়      (ঘ) পাতা হলুদ হয়

৭৪. নিচের কোন গাছে মোজাইক রোগ দেখা যায়? (অনুধাবন)

- (ক) আম      (খ) পটোল      (গ) আনারস      ● টেঁড়স

৭৫. নিচের কোনটির কারণে ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়? (অনুধাবন)

- (ক) ছত্রাক      ● ভাইরাস  
(গ) আলো      (ঘ) পানি

৭৬. ঢলে পড়া রোগ নিচের কোন উদ্ভিদে হয়? [খুলনা জিলা স্কুল]

- (ক) টেঁড়স      (খ) মুগ      ● বেগুন      (ঘ) ধান

৭৭. হলুদ-সবুজ মেশানো ছোপ ছোপ দাগ কোন রোগের লক্ষণ?

- (ক) দাগ      (খ) ইয়েলো-গ্রিন-স্পট      ● মোজাইক      (ঘ) ধসসা

৭৮. মোজাইক রোগ কোন অণুজীব দ্বারা হয়?

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; খুলনা জিলা স্কুল]

- ভাইরাস      (খ) ব্যাকটেরিয়া      (গ) ছত্রাক      (ঘ) অ্যামিবা

৭৯. ধান গাছে বাদামি দাগ কী কারণে হয়? [রংপুর জিলা স্কুল]

- (ক) ব্যাকটেরিয়া      ● ছত্রাক      (গ) ভাইরাস      (ঘ) পরজীবী

৮০. সাধারণত কোন ফসলে মোজাইক রোগের লক্ষণ দেখা যায়?

[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

- ক ধান খ পাট গ গম ● মুগডাল
৮১. ধানের বাদামি দাগ রোগের কারণ কী? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
- ক ভাইরাস খ ব্যাকটেরিয়া গ নেমাটোড ● ছত্রাক
৮২. ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া রোগের কারণ কী?
- ক ব্যাকটেরিয়া ● ভাইরাস গ ছত্রাক ঘ কৃমি
৮৩. টেঁড়সের পাতায় ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাওয়ার কারণ কী?
- ক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ খ ছত্রাকের আক্রমণ
- ভাইরাসের আক্রমণ ঘ নীলাভ শৈবালের আক্রমণ
৮৪. কোন উদ্ভিদে মোজাইক রোগ হয়? [উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
- ক পাট খ ধান ● টেঁড়স ঘ গম
৮৫. টেঁড়সে কোন রোগ দেখা যায়? [যশোর জিলা স্কুল]
- মোজাইক খ ধ্বংস রোগ গ ঢলে পড়া ঘ দাগ রেখা
৮৬. কোন গাছটির পাতায় কুকড়িয়ে যাওয়া রোগ হয়?
- [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- ক বেগুন খ টেঁড়স ● টমেটো ঘ মরিচ
৮৭. ফসলের বেশির ভাগ দাগ কিসের কারণে হয়?
- [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
- ছত্রাক খ ব্যাকটেরিয়া গ ভাইরাস ঘ কৃমি
৮৮. শূন্য চাষে কত দিন সময় বাঁচে? [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
- ক ১-২ সপ্তাহ খ ২-৩ সপ্তাহ ● ৩-৪ সপ্তাহ ঘ ৪-৫ সপ্তাহ
৮৯. ধান গাছের বাদামি দাগ রোগ কী জনিত? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক ভাইরাস ● ছত্রাক গ ব্যাকটেরিয়া ঘ পরজীবী

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. একটি গাছে রোগের লক্ষণ দেখা যায়— (অনুধাবন)
- i. পাতায় ii. কাণ্ডে iii. শিকড়ে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৯১. ফসলের রোগ প্রতিরোধের উপায়— (প্রয়োগ)
- i. বীজ শোধন ii. আগাছা পরিষ্কার iii. সেচ দেওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৯২. গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্য হলো— [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ]
- i. দ্রুত গরুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ii. দুধ সরবরাহ বৃদ্ধি
- iii. খামার থেকে দ্রুত লাভবান হওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
৯৩. ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য— [খুলনা জিলা স্কুল]
- i. কাঁচা ঘাস ii. খড়ের গুঁড়া iii. ঝোলাগুড়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৪. গরুকে ঝোলাগুড় ও ইউরিয়া খাওয়ানোর উপায়— [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
- i. খড়ের সাথে মিশিয়ে ii. দানাদার খাদ্যের সাথে
- iii. পানির সাথে মিশিয়ে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৯৫. ধ্বংস রোগ হয়— [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]
- i. ধানে ii. আলুতে iii. বেগুনে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      (খ) i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৯৬. গাছ কীভাবে রোগে আক্রান্ত হয়?

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

i. ছত্রাক দ্বারা

ii. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা

iii. ভাইরাস দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      ● i ও iii      (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

৯৭. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে চাষ করা যায়—

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]

i. মসুর

ii. ধান

iii. ভুট্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) ii ও iii      ● i ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাশেম এ বছর তার জমিতে টেঁড়স উৎপাদন করেছে। সে টেঁড়স জমিতে গিয়ে দেখল উৎপাদন ভালো হয়েছে। কিন্তু কিছু গাছের পাতায় গাঢ় ও হালকা হলুদ-সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দেখা দিয়েছে।

৯৮. হাশেমের জমিতে ফসলের রোগের নাম— (অনুধাবন)

(ক) ছত্রাক

(খ) ঢলে পড়া

● মোজাইক

(ঘ) পাতা কঁকড়ানো

৯৯. রোগটি অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ— (অনুধাবন)

i. সেচ

ii. রোগাক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলা

iii. রোগাক্রান্ত গাছ মাটিতে পুঁতে ফেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii      ● ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

### পার্শ্ব ৪ : মৃত পশুপাখি ও মাছের ব্যবস্থাপনা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০০. মৃত পশুর রোগজীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম কোনটি? (অনুধাবন)

● বাতাস

(খ) পানি

(গ) মাটি

(ঘ) স্পর্শ

১০১. রোগাক্রান্ত পশুর মৃত্যুর পর কী করতে হবে? (অনুধাবন)

(ক) পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে

(খ) পুড়িয়ে ফেলতে হবে

● মাটি চাপা দিতে হবে

(ঘ) যেমন আছে তেমন রেখে দিতে হবে

১০২. মৃত পশুকে কত ফুট গভীর গর্তে মাটি চাপা দিতে হবে? (জ্ঞান)

(ক) ১ ফুট

(খ) ২ ফুট

(গ) ৩ ফুট

● ৪ ফুট

১০৩. মৃত পশুকে মাটি চাপা দেওয়ার পর গর্তের উপরের স্তরে কী দিতে হবে? (জ্ঞান)

(ক) ফরম্যালডিহাইড

(খ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড

● চুন

(ঘ) ভিনেগার

১০৪. মৃত পাখিকে গর্তে মাটি চাপা দিয়ে মাটির উপরে কী ছিটিয়ে দিতে হবে? (জ্ঞান)

(ক) চুন

● ডিডিটি

(গ) ভিনেগার

(ঘ) ব্লিচিং পাউডার

১০৫. রোগাক্রান্ত মৃত মাছ গর্তে নিক্ষেপ করে কী ছিটিয়ে দিতে হবে? (জ্ঞান)

(ক) চুন

(খ) ডিডিটি

● ব্লিচিং পাউডার

(ঘ) ছাই

১০৬. মৃত পাখির সৎকারে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]

(ক) ফরমালিন

(খ) চুন

● ডিডিটি

(ঘ) ব্লিচিং পাউডার

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৭. মৃত পশুর সৎকারের জন্য ব্যবহৃত গর্তটি— (অনুধাবন)

i. খামার ও বসতবাড়ি থেকে দূরে হতে হবে

ii. উঁচু স্থানে হতে হবে

iii. ৪ ফুট গভীর হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৮. মৃত মাছ মাটি চাপা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত গর্তটি— (অনুধাবন)

- i. পুকুর থেকে অনেক দূরে হতে হবে যেন সেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে প্রবেশ না করে  
ii. ৩ ফুট গভীর হতে হবে  
iii. মাছের সংখ্যানুযায়ী প্রশস্ত হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাবেরা বেগম হাঁস-মুরগির চাষ করে সংসারের খরচ চালান। রোগাক্রান্ত একটি মুরগি মারা যাওয়ার পর তিনি সেটিকে বাড়ির পাশে বনে ফেলে দেন। কিছুদিন পর দেখা গেল রোগটি মহামারী আকারে সুস্থ হাঁস-মুরগির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

১০৯. সর্বপ্রথমে মৃত মুরগিটিকে কীভাবে সংকার করা উচিত ছিল? (অনুধাবন)

- ক) পুড়িয়ে      ● গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে  
গ) পানি ভাসিয়ে      ঘ) টুকরো টুকরো করে চারিদিকে ছড়িয়ে

১১০. মহামারী আকারে অনেক পাখির মৃত্যু হলে কীভাবে সংকার করতে হবে? (প্রয়োগ)

- ক) গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে  
খ) গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে  
গ) মৃতদেহ একত্রিত করে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে  
● বড় গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে ডিডিটি ছিটিয়ে দিতে হবে

### পাঠ ৫ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১. মাঠ ফসলে বহুমুখীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কয়টি? (জ্ঞান)

- ক) ১টি      ● ২টি      গ) ৩টি      ঘ) ৪টি

১১২. একাধিক ফসলের এক সাথে চাষকে কী বলে? (জ্ঞান)

- ক) শূন্য চাষ      খ) একক চাষ      গ) রিলে চাষ      ● মিশ্র ও সাথি চাষ

১১৩. ফসল কর্তনের পূর্বে আরেকটি বীজবপনকে কী বলে? (জ্ঞান)

- ক) শূন্য চাষ      ● রিলে চাষ      গ) মিশ্র চাষ      ঘ) সাথি চাষ

১১৪. ফসলের বিন্যাসের ফলে নিচের কোনটি দেখা যায়? (অনুধাবন)

- ক) মাটির উর্বরতা কমে যায়      খ) মাটির শক্তি কমে যায়  
● মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়      ঘ) মাটির শক্তি একই রকম থাকে

১১৫. শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য কোনটি? (অনুধাবন)

- ক) উৎপাদন কমানো      ● বাজার একচেটিয়াকরণ  
গ) উৎপাদন ব্যয়বহুল করা      ঘ) কম খরচে উৎপাদন

১১৬. বন্যার পানি নেমে গেলে মসুর, ভুট্টা, রসুন বীজ বপন করার পদ্ধতিকে কী বলে? (প্রয়োগ)

- শূন্য চাষ পদ্ধতি      খ) রিলে চাষ      গ) পূরণ চাষ পদ্ধতি      ঘ) মিশ্র চাষ

১১৭. কৃষকের আয় নির্ভর করে কিসের ওপর? (উচ্চতর দক্ষতা)

- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর      খ) আয়ের ওপর  
গ) ফসল কেনাবেচার ওপর      ঘ) জমির উর্বরতার ওপর

১১৮. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কৃষকের কত সময় বাঁচে? [রংপুর জিলা স্কুল]

- ক) ২-৩ সপ্তাহ      ● ৩-৪ সপ্তাহ      গ) ৪-৫ সপ্তাহ      ঘ) ৬-৭ সপ্তাহ

১১৯. শূন্য চাষ অর্থ কী? [সেন্ট যোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]

- বিনা চাষে ফসল ফলানো      খ) শুকানো মাঠে চাষ  
গ) অধিক ফলনশীল বীজ      ঘ) অধিক ফসল উৎপাদন

১২০. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কোনটি লাগানো হয়? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

- ধান      খ) সরিষা      গ) করলা      ঘ) লালশাক

১২১. মিশ্র ফসল হিসেবে মসুরের সাথে নিচের কোন ফসলটি চাষ হয়?

- সরিষা                      (খ) আউশ                      (গ) টমেটো                      (ঘ) আলু
১২২. জমি চাষ না করেই ফসল চাষ করাকে বলে—  
[সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) রিলে চাষ                      (খ) বিনাচাষ                      ● শূন্য চাষ                      (ঘ) মিশ্র চাষ
১২৩. কোন পদ্ধতিতে একটি ফসল তোলার পূর্ব মুহূর্তে আরেকটি ফসল চাষ করা হয়? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) রিলে চাষ                      ● শূন্য চাষ                      (গ) মিশ্র চাষ                      (ঘ) একক চাষ
১২৪. আলুর সাথে কোন ফসল মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করলে কয়েকবার ফসল তোলা যায়? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
(ক) আম                      (খ) করলা                      (গ) মসুর                      ● লাল শাক

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৫. শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হলো— (অনুধাবন)  
i. কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন  
ii. কৃষি পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব কমানো  
iii. বীজের সাশ্রয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii                      (খ) ii ও iii                      (গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
১২৬. মিশ্র ও সাথি চাষের উদ্দেশ্য হলো— (অনুধাবন)  
i. পোকামাকড় কম হয়                      ii. রোগবালাই কম হয়  
iii. আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
কুড়িগ্রামে এ বছর খুব বন্যা হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে করিম মিয়া বিনা চাষে ফসল উৎপাদন করে কম সময়ে অধিক লাভবান হন।

১২৭. বিনা চাষে করিম মিয়ার সময় বেঁচেছে— (প্রয়োগ)  
(ক) ২-৩ সপ্তাহ                      ● ৩-৪ সপ্তাহ                      (গ) ৫-৬ সপ্তাহ                      (ঘ) ৬-৭ সপ্তাহ
১২৮. করিম মিয়া যে পদ্ধতিতে চাষ করেছেন সেই পদ্ধতিতে কোন ধরনের ফসল বোনা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. মসুর                      ii. রসুন                      iii. ভুট্টা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
(ক) i ও ii                      (খ) i ও iii                      (গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### পাঠ ৬ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. রবি কিসের নাম? (জ্ঞান)  
(ক) রোগের                      (খ) টিকার                      ● ফসলের মৌসুমের                      (ঘ) ওষুধের
১৩০. রিলে চাষ হিসেবে আলুর জমিতে করলার চারা গজানো হয় কিসে? (জ্ঞান)  
(ক) হাড়িতে                      (খ) মাটিতে                      (গ) টিনে                      ● পলিব্যাগে
১৩১. আলু গাছের উচ্চতা কত সেমি হলে মাটি সারি বরাবর তুলে দিতে হয়? (জ্ঞান)  
(ক) ২-৩ সেন্টিমিটার                      (খ) ৩-৪ সেন্টিমিটার  
● ৫-৬ সেন্টিমিটার                      (ঘ) ৭-৮ সেন্টিমিটার
১৩২. এক জমিতে বারবার একই ধরনের ফসল উৎপাদন করলে ফসলের জমি কী হয়? (জ্ঞান)  
● অনুর্বর                      (খ) উর্বর                      (গ) পুষ্টি সমৃদ্ধ                      (ঘ) উন্নত
১৩৩. বাংলাদেশে কয়টি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হয়? (জ্ঞান)  
(ক) দুইটি                      ● তিনটি                      (গ) চারটি                      (ঘ) পাঁচটি
১৩৪. মিশ্র সাথি ফসলের সুবিধা কোনটি? (অনুধাবন)  
● রোগ বালাই হ্রাস                      (খ) মাটি উর্বরতা হ্রাস  
(গ) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস                      (ঘ) শ্রম হ্রাস
১৩৫. শস্য পর্যায় বিধি অনুযায়ী চাষাবাদে কৃষকের জমি কী করা হয়? (জ্ঞান)



- (ক) ছোট করা (খ) বড় করা (গ) পানি দেয়া (ঘ) খস করা
১৩৬. আলু উত্তোলন শেষ হয় কোন মাসে? (অনুধাবন)  
 (ক) জানুয়ারি-মার্চ (খ) ফেব্রুয়ারি-মার্চ  
 (ক) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (ঘ) জানুয়ারি-এপ্রিল
১৩৭. সাথি চাষের ক্ষেত্রে আখের সাথে কোনটি চাষ করা যায়? (প্রয়োগ)  
 (ক) আখের সাথে কলা (খ) আখের সাথে তিল  
 (ক) আখের সাথে সরিষা (ঘ) আখের সাথে আলু
১৩৮. মিশ্র চাষ হিসেবে মসুরের সাথে কোনটি চাষ করা যায়? (প্রয়োগ)  
 (ক) আলু (খ) টমেটো (ক) সরিষা (ঘ) তিল
১৩৯. আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে চাষ হয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) মসুর (খ) বেগুন (ক) পটোল (ঘ) তিল
১৪০. মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কয়টি?

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

- (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
১৪১. আলুর সাথে রিলে চাষে কোন ফসলটি জনপ্রিয়? [উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 (ক) করলা (খ) টমেটো (গ) মসুর (ঘ) পটোল
১৪২. আলুর জমিতে রিলে ফসল পটোল চাষে কোন সারি ফাঁকা রাখা হয়? [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 (ক) দ্বিতীয় (ক) তৃতীয় (গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৩. বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন করা হয়— (অনুধাবন)  
 i. রবি মৌসুমে ii. খরিপ-১ মৌসুমে iii. খরিপ-২ মৌসুমে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৪৪. সাথি ফসল হিসেবে আখের সাথে চাষ করা হয়— (প্রয়োগ)  
 i. সরিষা ii. টমেটো iii. মসুর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৪৫. রিলে ফসল হিসেবে আলুর সাথে চাষ করা হয়— (প্রয়োগ)  
 i. পটোল ii. মসুর iii. করলা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (ক) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৪৬. মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. উৎপাদন খরচ কমানো ii. অধিক উৎপাদন  
 iii. অধিক আয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৪৭. লাল শাক— [খুলনা জিলা স্কুল]  
 i. স্বল্পমেয়াদি ii. দ্রুত বর্ধনশীল iii. আলুর সাথি ফসল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৮ ও ১৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কৃষক আশেক আলী ও বিধা জমির সারিতে আলু লাগিয়েছেন। এর সাথে মিশ্র পদ্ধতিতে কিছু শস্য আবাদের পরিকল্পনা করেছেন। [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

১৪৮. উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিচের কোন ফসলটির চাষ ভালো হবে?  
 (ক) পটোল (খ) করলা (গ) লালশাক (ঘ) কলা
১৪৯. উল্লিখিত উদ্ভিদপত্রের ফসলের সাথে রিলে ফসল হিসেবে চাষ করা যাবে—

- i. মসুর  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii
- ii. পটোল  
খ i ও iii
- iii. করলা  
● ii ও iii
- ঘ i, ii ও iii

পাঠ ৭: শস্য পর্যায়ে ধারণা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫০. শস্য পর্যায় কী? (জ্ঞান)  
ক উন্নত কৃষি খ উন্নত ধান ● উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ঘ চাষ
১৫১. শস্য পর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য জমিকে কয় খণ্ডে ভাগ করা হয়? (জ্ঞান)  
ক ৩ বা ৪ খ ৩ বা ৫ ● ৩ বা ৬ ঘ ৪ বা ৫
১৫২. শস্য পর্যায়ে ফলে মাটিতে কী যুক্ত হয়? (জ্ঞান)  
ক হাইড্রোজেন ● নাইট্রোজেন গ কীটপতঙ্গ ঘ অক্সিজেন
১৫৩. শস্য পর্যায়ে সুবিধা কী? (জ্ঞান)  
ক পানির অপচয় বেশি ● ফসলের ফলন বাড়ে  
গ পোকাকার উপদ্রব বেশি ঘ ফসলের ফলন কমে
১৫৪. নিচের কোনটি থেকে সবুজ সার হয়? (অনুধাবন)  
ক আগাছা থেকে খ ইউরিয়া সার থেকে ● ধৈর্য চাষে ঘ আগাছা থেকে
১৫৫. শস্য পর্যায় প্রযুক্তির সুবিধা কোনটি? (অনুধাবন)  
● গবাদি পশুর খাবার ব্যবস্থা খ সার কম লাগে  
গ গবাদি পশুর খাবার ব্যবস্থা হয় না ঘ সময় বেশি লাগে
১৫৬. কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর জন্য কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে হবে? (জ্ঞান)  
ক শস্য পর্যায়ে ফসল কমাতে খ সাধারণভাবে জমি চাষ করবে  
● শস্য পর্যায়ে ফসল ফলাবে ঘ জটিলভাবে জমি চাষ করবে
১৫৭. শস্য ঋতুর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করাকে কী বলে? (জ্ঞান)  
ক কম ব্যয় খ কম সময় ● শস্য পর্যায় ঘ শস্য খামার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৮. শস্য পর্যায়ে গুরুত্ব হলো— (অনুধাবন)  
i. শস্য উৎপাদনের ঝুঁকি কমাতে ii. শস্য উৎপাদনের ঝুঁকি বাড়ায়  
iii. গবাদি পশুর খাবারের জন্য ঘাস চাষ করা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৫৯. শস্য পর্যায়ে ফলে— [অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
i. মাটির গাছের পুষ্টি বজায় থাকে  
ii. গাছ পরিমিত পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে  
iii. আগাছার আক্রমণ বৃদ্ধি পায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৬০. শস্য পর্যায় প্রযুক্তির সুবিধা— [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]  
i. রোগ ও পোকাকার উপদ্রব কম হয় ii. ফসলের ফলন বাড়ে  
iii. আগাছার উপদ্রব কম হয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৬১. শস্য পর্যায়ে সুবিধা— [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]  
i. রোগ বালাই কম হয় ii. রাসায়নিক সার কম লাগে  
iii. পানির অপচয় কম  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি দেখে ১৬২ ও ১৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৬২. শস্য পর্যায় প্রচলন রয়েছে— (অনুধাবন)  
 (ক) বাংলাদেশে (খ) ভারতে (গ) পাকিস্তানে ● বিশ্বের সব দেশে
১৬৩. বিভিন্ন ফসলের শস্য পর্যায়ের সুবিধা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. ফসলের ফলন বাড়ে ii. পানির অপচয় কম  
 iii. সব ধরনের রোগ ভালো হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ ৮ : শস্য পর্যায়ের ব্যবহার

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৪. কৃষকদের জমিতে ফসলগুলো কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? (জ্ঞান)  
 (ক) ১ (খ) ২ ● ৩ (ঘ) ৪
১৬৫. দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ কোন কৃষি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)  
 ● ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪
১৬৬. চার বছর মেয়াদি শস্য পর্যায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জমিকে কত খণ্ডে ভাগ করতে হবে? (জ্ঞান)  
 (ক) ৩ ● ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬
১৬৭. নিচের কোনটি খ-৪ এর খরিপ-১ এর দ্বিতীয় বছরের ফসল? (অনুধাবন)  
 (ক) মুগ ও আলু (খ) মাসকলাই (গ) পাট ও মুগ ● পাট ও বোনা আউশ
১৬৮. কোন জেলা কৃষি পরিবেশ-১ এর অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)  
 ● দিনাজপুর (খ) পাবনা (গ) সিলেট (ঘ) রাজশাহী
১৬৯. কৃষকরা কী অনুযায়ী চাষ করেন? (অনুধাবন)  
 (ক) আবহাওয়া (খ) জলবায়ু ● মৌসুম (ঘ) বায়ু
১৭০. রহিম মিয়া তার জমি প্রথম খণ্ডে প্রথম বছর রবি চাষ বোরো বুনলে পরের বছর কী বুনবে? (জ্ঞান)  
 (ক) মুগ (খ) পাট ● ফুলকপি (ঘ) বেগুন
১৭১. সারা বছরে কয়টি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হয়?  
 ● ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬
১৭২. কোনটি রবি মৌসুমের ফসল? [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 ● বোরো (খ) মুগ (গ) মাসকলাই (ঘ) পাট
১৭৩. নিচের কোনগুলো খরিপ-১ মৌসুমের ফসল?  
 (ক) গম-বোরো ধান ● পাট-বোনা আউশ  
 (গ) মুগ-ফুলকপি (ঘ) সরিষা-রোপা আমন

[সিভিল এভিয়েশন স্কুল; যশোর জিলা স্কুল]

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৪. সাধারণত কৃষকরা জমিতে যেসব ফসল ফলান সেগুলোকে ভাগ করেন— (অনুধাবন)  
 i. রবি শস্য হিসেবে  
 ii. খরিপ-১ শস্য হিসেবে  
 iii. খরিপ-২ শস্য হিসেবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
১৭৫. কৃষি পরিবেশ-১ এর অন্তর্ভুক্ত জেলা—  
 [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সিলেট]  
 i. পঞ্চগড়

- ii. ঠাকুরগাঁও  
iii. যশোর  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও ii ঘ ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি দেখে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৭৬. তৃতীয় বছর প্রথম খন্ডে গোল আলু চাষ করলে পরের বছর কী চাষ করতে হবে? (অনুধাবন)

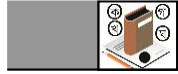
ক ভুট্টা খ পাট গ পেয়ারা ● গম

১৭৭. শস্য পর্যায়ে জমিতে কোন মৌসুমভিত্তিক ফসল ফলাবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রবি ii. খরিপ-১ iii. খরিপ-২

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii



### এ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১৭৮. কৃষি পরিবেশ-১ এর অন্তর্ভুক্ত জেলা—(অনুধাবন)

i. পঞ্চগড় ii. ঠাকুরগাঁও  
iii. দিনাজপুর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৯. একই ফসল একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করলে— (প্রয়োগ)

i. ফলন কম হয় ii. মাটির উর্বরতা কমে যায়  
iii. পোকামাকড় দেখা দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮০. রিলে চাষের উদ্দেশ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সেচের সীমাবদ্ধতা দূর করা ii. শ্রম ঘাটতি দূর করা  
iii. অধিক সময়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮১. মৃত পশু মাটি চাপা দেওয়ার সময় গর্তের উপরের স্তরে ছিটিয়ে দিতে হবে— (প্রয়োগ)

i. চুন ii. ছাই iii. ডিডিটি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অরুণ মোটাজাকরণের উদ্দেশ্যে ২টি গরু ক্রয় করে পালন শুরু করেন। তিনি নিয়মিত প্রয়োজনীয় সব খাদ্য দেন এবং পরিচর্যা করেন।

১৮২. অরুনের গরুগুলোর জন্য কী পরিমাণ ঝোলা গুড় দরকার? (প্রয়োগ)

ক ৩০০-৪০০ গ্রাম খ ৪০০-৫০০ গ্রাম  
গ ৫০০-৭০০ গ্রাম ● ৬০০-৮০০ গ্রাম

১৮৩. অরুণ তার গরুগুলোর শর্করা, আমিষ ও চর্বি চাহিদা পূরণের জন্য নিয়মিত খাওয়া— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. গম বা ভুট্টা ভাঙা ii. খড়-কুটা ও ঝোলাগুড়  
iii. কাঁচাঘাস ও হাড়ের গুঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii



## অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন-১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনির এক একর জমিতে পরপর কয়েক বছর ধান চাষ করে দেখল প্রতি বছর ধানের ফলন কমে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলাপ করলে তিনি মনিরকে শস্য পর্যায় অবলম্বন করার পরামর্শ দেন।

- ক. শস্য পর্যায় কী?  
খ. শস্য পর্যায়ে ধৈধ্বা চাষ করা সুবিধাজনক কেন?  
গ. মনির তার জমিতে কীভাবে শস্য পর্যায় করবেন? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. মনির কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করলে কীভাবে লাভবান হবেন? বিশ্লেষণ কর।

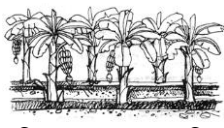
### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মাটির উর্বরতা বজায় রেখে একখন্ড জমিতে শস্য ঋতুর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয় তাই শস্য পর্যায়।  
খ. ধৈধ্বা চাষ করলে জমিতে আগাছার উপদ্রব হয়, পোকাকার কম আক্রমণ হয়, মাটিতে নাইট্রোজেন সংরক্ষিত থাকে। ধৈধ্বা চাষে জমিতে সারের চাহিদাও পূরণ হয়। তাই শস্য পর্যায়ে ধৈধ্বা চাষ সুবিধাজনক।  
গ. মনিরকে শস্য পর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তার সমগ্র জমিকে তিন বা চার খন্ডে ভাগ করতে হবে। প্রথম বছর খন্ডগুলোতে রবি, খরিপ-১, খরিপ-২ মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসল ফলাতে হবে। প্রথম বছর শেষে দ্বিতীয় বছরে প্রথম খন্ডের ফসল দ্বিতীয় খন্ডে, দ্বিতীয় খন্ডের ফসল তৃতীয় খন্ডে এবং তৃতীয় খন্ডের ফসল প্রথম খন্ডে চাষ করতে হবে। দ্বিতীয় বছরের পরে তৃতীয় বছরে একইভাবে বিভিন্ন ফসলের খন্ড পরিবর্তন করতে হবে। তৃতীয় বছরে ফসলের আবর্তন শেষ হয় এবং প্রত্যেক ফসলই প্রতি খন্ডে একবার করে চাষ করা সম্পন্ন হয়। চতুর্থ বছরে আবার প্রথম বছরের অনুক্রমভাবে চাষ করবে।  
ঘ. মনির কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী শস্য পর্যায় করলে নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন :  
i. শস্য পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়;  
ii. মাটির পুষ্টির সমতা বজায় থাকে;  
iii. আগাছার উপদ্রব কম হয়;  
iv. রোগ-পোকাকার উপদ্রব কম হয়;  
v. পানির অপচয় কম হয়;  
vi. ফসলের ফলন বাড়ে;  
vii. গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা হয়;  
viii. বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদন হয় বলে মাটিতে গাছের পুষ্টি বজায় থাকে;  
ix. কীটনাশকের ব্যবহার কম হয়, তাই ফসল উৎপাদনে ব্যয় কমে।

### প্রশ্ন-২▶ নিচের ১ নং ও ২ নং চাষ পদ্ধতির চিত্র দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



চিত্র : ১নং চাষ পদ্ধতি



চিত্র : ২নং চাষ পদ্ধতি

- ক. সাথি ফসল কাকে বলে?  
খ. রিলে চাষের মাধ্যমে কীভাবে সময়ের অভাব দূর করা যায়?  
গ. চিত্রের কোন চাষ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কম ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. চিত্রের কোন চাষ পদ্ধতিটি কৃষি পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারে সশীল, তা বিশ্লেষণ কর।

### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. একাধিক ফসল যা ভিন্ন সময়ে পাকে, বাড়-বাড়তির ধরন ভিন্ন, মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে এগুলোকে একত্রে সাথি ফসল বলে।  
খ. কৃষকরা একটি শস্যে ফুল আসার পর কিন্তু কর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে কতিপয় সুবিধা পাওয়ার জন্য শিম জাতীয় বীজ বপন করেন। একেই রিলে চাষ বলা হয়। সাধারণ চাষে প্রথম ফসল কেটে মাঠ পরিষ্কার করার পর অন্য ফসলের বীজ রোপণ করা হয়। কিন্তু রিলে চাষে প্রথম ফসল কাটার এক সপ্তাহ পূর্বে দ্বিতীয় ফসলের বীজ বপন করার কারণে এক থেকে দেড় সপ্তাহ সময় বেঁচে যায়।

গ. উদ্ভীপকে ১নং চাষ পদ্ধতি হচ্ছে সাথি ফসল পদ্ধতি। আর ২নং পদ্ধতি হচ্ছে একক চাষ পদ্ধতি। একক চাষ পদ্ধতির চেয়ে সাথি ফসল চাষে খরচ কম লাগে।

১নং চিত্রে সাথি পদ্ধতিতে আখের সাথে আলুর চাষ দেখানো হয়েছে। ২নং চিত্রে এককভাবে কলার চাষ দেখানো হয়েছে। আখের ফলন পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। বারবার সেচ দিতে হয়। আখ চাষে শ্রমিক খরচও প্রচুর।

আলু স্বল্পকালীন ফসল। আখের সাথে আলুর চাষ করলে আলুর জন্য অতিরিক্ত কোনো খরচ করতে হয় না বললেই চলে। আখ চাষের সেচ ও শ্রমিকের খরচে আলুর চাষ করে বাড়তি আয় করা যায়। কিন্তু ২নং চাষ পদ্ধতি একক চাষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র কলার চাষ করা হচ্ছে। অপর কোনো চাষ করতে হলে সেই চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও শ্রমিক খরচ প্রয়োজন হবে। এ কারণে বলা যায়, ১নং চাষ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম।

ঘ. উদ্ভীপকে ১নং চাষ পদ্ধতিতে আখের সাথে সাথি ফসল হিসেবে আলুর চাষ দেখানো হয়েছে। এটি একটি রিলে চাষ পদ্ধতি। অন্য দিকে ২নং পদ্ধতিতে কলার একক চাষ দেখানো হয়েছে। রিলে পদ্ধতিতে চাষ করলে তা কৃষি পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

▶ রিলে চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণ করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে একক চাষে তা করা যায় না।

▶ কাঙ্ক্ষিত ফসল বিন্যাস করা যায়। এতে শস্যের আবাদ বাড়ে। একক চাষে তা সম্ভব হয় না।

▶ বীজের সশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায়।

▶ একক ফসল চাষে কোন কারণে ফসল বিনষ্ট হলে চাষি ক্ষতির সম্মুখীন হন। অন্যদিকে রিলে ফসল চাষ পদ্ধতিতে সে ভয় থাকে না।

▶ সার প্রয়োগ সশ্রয়ী হয় যা মাটির গুণাগুণ ঠিক রাখে।

▶ সেচের পানির অপচয়রোধ হয়। এতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কম পড়ে।

উক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় রিলে ফসল চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে, শস্য বহুমুখীকরণ করে খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা যায় এবং কৃষি পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনা যায়।



## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্ভীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মনিরা যুব উন্নয়ন হতে গবাদী পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পাঁচটি ঐড়ে বাছুর কিনে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন। সঠিক খাদ্য, প্রয়োজনীয় যত্ন ও পরিচর্যা গরুগুলো কয়েক মাসের মধ্যে বেশ মোটাতাজা হয়। পরবর্তীতে গরুগুলো বিক্রি করে মনিরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন। গ্রামের অনেকেই মনিরার মতো গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নিয়ে সচ্ছলতা লাভ করেন।



ক. মোটাতাজাকরণ কী? ১

খ. গরু মোটাতাজাকরণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. মনিরা উদ্ভীপকে উল্লেখিত গরুগুলোর জন্য দৈনিক কী পরিমাণ ইউরিয়া মেশানো খড় ও ঝোলা গুড় ব্যবহার করছেন? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মনিরার উদ্যোগটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক— তোমার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

### ▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶

ক. যে প্রক্রিয়ায় গরুকে অল্প সময়ে মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বাজারজাত করা যায় এবং অধিক লাভ পাওয়া যায় সেটিই হলো গরু মোটাতাজাকরণ।

খ. জনগণের প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ ও অধিক লাভের জন্য পশু মোটাতাজাকরণ করা প্রয়োজন।

পশু সম্পদের উন্নতি না হলে জনগণকে প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ করা যাবে না। কেননা দিন দিন গো-মাংস সরবরাহ কমে যাচ্ছে ফলে জনগণের আমিষের অভাব দেখা দিচ্ছে। আর এই সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যেই পশু মোটাতাজাকরণের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে পশুকে মোটাতাজা করে বাজারজাত করে অধিক লাভ পাওয়া যায় এবং জনগণের আমিষের অভাব দূর করা যায়।

গ. মনিরা গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কম দামে পাঁচটি ঐড়ে বাছুর ক্রয় করেন। পরিমিত পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিনি গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য ও ঝোলাগুড় মিশ্রিত খড় খাওয়ান।

মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ার সাধারণত একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় ব্যবহার করা হয়।

অতএব, মনিরা প্রতিদিন পাঁচটি গরুর জন্য (৫ × ৩) কেজি বা ১৫ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় ব্যবহার করেছেন।

এ প্রক্রিয়ায় একটি গরুকে প্রতিদিন ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় খড়ের সাথে মিশ্রিত খাওয়াতে হয়। অতএব মনিরা পাঁচটি গরুর জন্য প্রতিদিন ৫ × (৩০০ – ৪০০) গ্রাম = ১৫০০-২০০০ গ্রাম অর্থাৎ ১.৫-২.০ কেজি ঝোলাগুড় ব্যবহার করেছেন।

ঘ. উদ্ভীপকে উল্লেখিত মনিরার গৃহীত উদ্যোগটি হলো গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প।

মনিরা যুব উন্নয়ন থেকে গবাদী পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পাঁচটি ঐঁড়ে বাছুর কিনে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন। মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক খাদ্য, প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও পরিচর্যার মাধ্যমে গরুগুলোকে মোটাতাজা করে তোলেন। এরপর গরুগুলোকে বিক্রি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে গরুগুলো আশানুরূপ মোটাতাজা হওয়ায় মনিরা আর্থিকভাবে লাভবান হন। মনিরার সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকেই গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন এবং সাফল্য লাভ করেন।

মনিরার গৃহীত উদ্যোগটি যেমন মনিরাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে তেমনি অন্যরাও যুব উন্নয়ন হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। তাছাড়া এ প্রকল্পের ফলে জনসাধারণের আর্মিষের চাহিদাও সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মনিরার উদ্যোগটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক।

**প্রশ্ন-৪ ▶** আমিন তার বোরো ধানের জমিতে চারা লাগানোর পর কিছু কিছু ধানের পাতায় গাঢ় বাদামি দাগ লক্ষ করেন। বিষয়টি নিয়ে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময় কৃষি কর্মকর্তা তাকে ধানের জমিতে প্রচলিত দানাদার ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দেন ও এর প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন। পরামর্শ অনুযায়ী গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করায় আমিন কম খরচে উচ্চ ফলন পান।

- ক. ইউরিয়া মিশ্রিত খড় তৈরিতে এক কেজি ইউরিয়ার জন্য কতটুকু পানি লাগবে? ১
- খ. রিলে চাষে সময় স্বল্পতা কীভাবে দূর হয় ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. আমিনের ধানের রোগটির কারণ ও প্রতিকার লেখ। ৩
- ঘ. আমিনের জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ইউরিয়া মিশ্রিত খড় তৈরিতে এক কেজি ইউরিয়ার জন্য ২০ লিটার পানি লাগবে।
- খ. একটি ফসলের ফুল আসার পর কিন্তু ফসল কাটার প্রায় এক সপ্তাহ আগে কতিপয় সুবিধা পাওয়ার জন্য শিম জাতীয় বীজ বপন করাকে রিলে চাষ বলা হয়। ফসল কর্তনের ৭-১০ দিন আগেই অন্য ফসল বপন করা হয় বলে রিলে চাষে সময়ের স্বল্পতা দূর হয়।
- গ. আমিন একজন বোরো ধান চাষী। তিনি তার জমিতে চারা লাগানোর কিছুদিন পর কিছু কিছু ধানের পাতায় গাঢ় বাদামি দাগ লক্ষ করেন। এটি ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ।  
আমিন তার জমিতে নিম্নরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা নিতে পারেন :
- তিনি তার জমিতে জীবাণুমুক্ত বীজ বপন করবেন।
  - বীজ বপনের পূর্বে তিনি বীজ শোধন করলে বীজ বহনকারী ছত্রাক দমন করার মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা যায়।
  - আমিন তার জমিকে আগাছামুক্ত রাখবেন।
  - রোগাক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলবেন বা মাটিতে পুতে ফেলবেন। নতুবা অন্য রোগাক্রান্ত গাছও আক্রান্ত হয়ে যাবে।
- আমিন উল্লিখিত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- ঘ. আমিন তার বোরো ধানের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে থাকেন।  
আমিন ধানের জমিতে দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ করতেন। সঠিক সময় পর্যাপ্ত সার সরবরাহ করার লক্ষ্যে তাকে একটি জমিতে কিস্তিতে কয়েক বার সার প্রয়োগ করতে হতো। এই সার দ্রুত পানিতে মিশ্রিত হয়ে যায়, ফলে চুঁইয়ে মাটির নিচে গাছের শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যায়। ফলে তার প্রয়োগকৃত সারের ৭০% অপচয় হয় এবং সার বাবদ বেশি খরচ হয়। অন্যদিকে সার প্রয়োগের জন্য তাকে দু-তিনবার পরিশ্রম করতে হয়। আমিন যদি গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করেন তবে তিনি প্রতি ফসলের মৌসুমে মাত্র একবার সার প্রয়োগ করেই আশানুরূপ ফলন লাভ করতে সমর্থ হবেন। গুটি ইউরিয়া ধীরে ধীরে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। ফলে জমিতে নাইট্রোজেন ঘাটতি হয় না, ২০-৩০ ভাগ নাইট্রোজেনের সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে ফলনও ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।  
সুতরাং, আমিন দানাদার ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে সার বাবদ খরচ কমবে ও ফলন বাড়বে এবং তিনি অধিক লাভবান হবেন।

**প্রশ্ন-৫ ▶** রফিক ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিছু মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করে। একটি খামার শুরু করে নিয়মিত পরিচর্যা করতে থাকে। হঠাৎ একদিন সকালে সে লক্ষ করল তার খামারের কয়েকটি বাচ্চা চুনের মতো পাতলা মল ত্যাগ করছে ও ঝিমঝিম। রফিক বিষয়টি নিয়ে দ্রুত প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'লাভজনকভাবে মুরগি পালনের জন্য সঠিক স্যানিটেশন অতীব জরুরি'। প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে বর্তমানে রফিক একজন সফল খামারী।

- ক. মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগের কারণ কী? ১
- খ. ফসল বিন্যাসে শিম জাতীয় শস্য আবাদে ব্যবস্থা রাখতে হয় কেন? ২
- গ. রফিকের মুরগির বাচ্চাগুলোর উক্ত রোগটির লক্ষণগুলো

লেখ। ৩

ঘ. সফলভাবে মুরগি পালনের জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার  
উক্তিটি যথার্থ-বিষয়টি মূল্যায়ন কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগের কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া।
- খ. ফসল বিন্যাসে শিম জাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ এতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং সারের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে কৃষকের  
আবাদের ফলন বাড়ে, ব্যয় কমে ও আয় বৃদ্ধি পায়।
- গ. রফিক মুরগিগুলোর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে বুঝলো যে মুরগিগুলোর রোগীক্ষেত রোগ হয়েছে। সে লক্ষ করল—
১. মুরগিগুলোর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছিল এবং হা করে নিশ্বাস নিচ্ছিল।
  ২. মুখ দিয়ে লাল পড়ছিল এবং নাক দিয়ে সর্দি বারছিল।
  ৩. চুনের মতো সাদা পাতলা পায়খানা করছিল।
  ৪. মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ করে বিমোহিত।
  ৫. ডিমপাড়া মুরগি ডিমপাড়া বন্ধ করে দিয়েছিল।
  ৬. মুরগির ঘাড় বেঁকে যাচ্ছিল এবং পাখনা নিচের দিকে বুলে পড়েছিল। এভাবেই বুঝলো যে  
মুরগিগুলোর রোগীক্ষেত রোগ হয়েছে।

ঘ. প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার উক্তিটি হলো, “লাভজনকভাবে মুরগি পালনের জন্য সঠিক স্যানিটেশন অতীব জরুরি”। লাভজনক খামার গড়তে হলে—  
মুরগির বাসস্থান সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মুরগির বিষ্ঠা ও আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে। মুরগির খাবার পাত্র, পানির পাত্র  
পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস আগমন ও নির্গমনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থানে জীবাণুনাশক  
ঔষধ ছিটাতে হবে এবং বাসস্থান শুকনো রাখতে হবে। অসুস্থ মুরগিগুলোকে সুস্থ মুরগি হতে আলাদা করে রাখতে হবে যাতে সুস্থ মুরগিগুলো  
অসুস্থ না হয়ে পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে মুরগিকে রোগপ্রতিরোধকারী টিকা দিতে হবে।  
উল্লিখিতভাবে, মুরগিগুলোর জন্য ভালো বাসস্থান, খাদ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে খামার লাভজনক হবে।

**প্রশ্ন-৬** ▶ উদ্যোগী কৃষক সামাদ সাহেবের নেতৃত্বে চুনাখালী গ্রামের কয়েকজন কৃষক কুমিল্লার সরকারি শস্য বহুমুখীকরণ খামার পরিদর্শনে যান।  
সেখানে তারা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নির্দেশনায় তিনটি জমির ফসল ঘুরে ঘুরে দেখেন ও চাষ পদ্ধতি শিখে নেন। তারা একই সাথে প্রথম জমিতে  
আলু ও আখ, দ্বিতীয় জমিতে গম, ভুট্টা ও মুগ এবং তৃতীয় জমিতে আলু ও করলা চাষ দেখে মুগ্ধ হন। এলাকায় ফিরে তাদের একই জমিতে একই  
খরচে এ ধরনের ফসল উৎপাদন একদিকে যেমন সচ্ছলতা এনে দিয়েছে অন্য দিকে দিয়েছে ফসলের বৈচিত্র্যতা।

- ক. গবাদিপশুর বাদলা রোগ কীভাবে ছড়ায়? ১
- খ. একই জমিতে একই ফসল বছরের পর বছর চাষ  
করলে ফলন কম হয় কেন? ২
- গ. চুনাখালী গ্রামের কৃষকদের দেখা তৃতীয় জমির  
ফসলের চাষ পদ্ধতি লেখ। ৩
- ঘ. নতুন ফসল চাষ পদ্ধতি সামাদ সাহেবের এলাকায়  
একদিকে যেমন এনেছে সচ্ছলতা অন্যদিকে এনেছে  
ফসলের বৈচিত্র্যতা-বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. গবাদিপশুর বাদলা রোগ ক্ষতস্থান ও মলের মাধ্যমে ছড়ায়।
- খ. একই জমিতে একই ফসল বছরের পর বছর চাষ করলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। পোকা-মাকড় ও রোগসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়।  
তাই ফসলের ফলন কমে যায়।
- গ. চুনাখালী গ্রামের কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে রিলে চাষের মাধ্যমে আলুর সাথে করলা চাষ শুরু করেন।  
এই পদ্ধতিতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সারিতে আলু বীজ লাগাতে হয় এবং দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরি করতে হয়। আলু লাগানোর পর  
পলিব্যাগে করলা চারা তৈরি করে এবং জানুয়ারি মাসে দুই সারির মাঝের নালায় উক্ত চারা রোপণ করতে হয়। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে  
সমস্ত আলু উত্তোলন করেন। ফলে করলা গাছ খুব দ্রুত বড় হয় এবং মার্চ থেকে করলা ধরতে থাকে।  
এভাবে উল্লিখিত উপায়ে তৃতীয় জমিতে ফসল চাষ করে।
- ঘ. কৃষকের আয় নির্ভর করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর। মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা  
সম্ভব।

মাঠ ফসল বহুমুখীকরণে কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ এবং খামার  
যান্ত্রিকীকরণ করা হয়। যেমন-মিশ্র বা সাথি ফসলের চাষ হতে কৃষক অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। শূন্য চাষ পদ্ধতিতে বা বিনা চাষে  
ফসলের ফলালে সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়। আবার ফসল বিন্যাসে শিম জাতীয় শস্য আবাদের ব্যবস্থা থাকলে সারের চাহিদা হ্রাস পাবে



এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে তিনটি মৌসুমেই বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে ব্যয় কম হয় এবং আয় বেশি হয়।

অতএব, বলা যায়, নতুন চাষ পদ্ধতি যেমন এনেছে আর্থিক সচ্ছলতা তেমন এনেছে ফসলের বৈচিত্র্যতা।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



### প্রশ্ন-৭ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আগামী কুরবানী ঈদের জন্য তাসিন গরু কিনেছে। কিন্তু সে মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না। তাই থানা পশুসম্পদ কর্মকর্তার নিকট জানতে চায়। তিনি তাসিনকে মোটাতাজাকরণ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয় এবং মাঠকর্মীকে বলে তাসিনকে সাহায্য করতে। কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী যাঁড় মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।

- ক. ইউরিয়া সারের প্রধান উপাদান কী? ১  
খ. বিভিন্ন রোগ ফসলের কেন হয়? ২  
গ. তাসিন গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে কী ধরনের খাবার সরবরাহ করেছিলেন? ৩  
ঘ. তাসিনের গরু মোটাতাজাকরণের পরামর্শ কী উপকারে লেগেছিল বলে মনে কর। ৪

### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ইউরিয়া সারের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন।  
খ. জীবের চারপাশে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ আরও অনেক অণুজীব আছে যারা রোগবোলাই ছড়ায়। গাছপালা এসব অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।  
গ. তাসিন গরু মোটাতাজাকরণ পশুসম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি জেনেছেন গরু মোটাতাজাকরণ করতে হলে কী কী খাদ্য কী পরিমাণে ও কীভাবে দিতে হবে। তিনি ঠিক সেভাবেই তার গরুগুলোকে খাবার সরবরাহ করেছিলেন। সাধারণত গরুকে এমন খাবার দিতে হবে যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বেশি থাকে। খৈল, খড়, ভুট্টা বা গম, বোলাগুড়, ইত্যাদিতে আমিষ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য থাকে। আর সবুজ কাঁচা ঘাস, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদিতে খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে। ইউরিয়া ও বোলাগুড় মেশানো খাদ্য পশু মোটাতাজাকরণের সহায়ক। এ জাতীয় খাবার তাসিন তার খামারের গরুগুলোকে সরবরাহ করেছিল।  
ঘ. হ্যাঁ, পশুসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ তাসিনের উপকারে লেগেছিল।  
আমিষের সরবরাহ বাড়াতে হলে সনাতন গরু ছাগল পালন পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনে অতি দ্রুত গরু ছাগলের স্বাস্থ্য উন্নয়ন অল্প সময়ে পরিমিত খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে গরুর মোটাতাজাকরণের কোনো বিকল্প নেই।  
গরুর মোটাতাজাকরণ কেবল গরুর খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। গরু নির্বাচন থেকে শুরু করে বাসস্থান নির্মাণ, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা ইত্যাদিও জড়িত। যথাযথ পরামর্শ বা ট্রেনিং ছাড়া সঠিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ সম্ভব না। এর অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সফলভাবে গরু পালন করে লাভবান হন।  
উপরিউক্ত আলোচনার থেকে এটা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, তাসিন কর্মকর্তার পরামর্শ না নিলে তার পক্ষে সফলতা অর্জন সম্ভব ছিল না।

### প্রশ্ন-৮ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সেলিনা বেগম একটি গরু কিনে বড় করে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গরু কেনার পূর্বে কৃষি কর্মকর্তা তাকে সঠিক গরু নির্বাচন ও পালন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর গরুর কাশী বৃদ্ধি না হওয়ায় সেলিনা বেগম আবার কৃষি কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ চাইলেন। কৃষি কর্মকর্তা গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খড় খাওয়াতে বললেন।

- ক. একজন মানুষের দৈনিক কত গ্রাম মাংসের প্রয়োজন হয়? ১  
খ. গরু মোটাতাজাকরণ বলতে কী বোঝ? ২  
গ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসারে গরু পালনে সেলিনা বেগমকে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে? ৩  
ঘ. কৃষি কর্মকর্তার নির্দেশিত গো-খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ৪

### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. একজন মানুষের দৈনিক ১২০ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন হয়।  
খ. গরু মোটাতাজাকরণ অর্থ হচ্ছে পরিমিত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য আমিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়ায় পশুকে এমন খাদ্য দেওয়া হয় যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন সাধারণ খাদ্যের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ থাকে।  
গ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসারে গরু পালনে সেলিনা বেগমকে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

১. **গরু নির্বাচন ও ক্রয় :** বলদ গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ভালো। এজন্য দেড়-দুই বছর বয়সের ঐঁড়ে বাছুর ক্রয় করতে হবে।
২. **বাসস্থান নির্মাণ :** প্রতিটি গরুর জন্য ১.৫ মিটার × ২ মিটার জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হবে।
৩. **রোগ ব্যাধির চিকিৎসা :** রোগব্যাধি গরুকে পঙ্গু করে দেয়। এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।
৪. **খাদ্য সরবরাহ :** গরু মোটাতাজাকরণে খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। তাই গরুর মোটাতাজাকরণে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে।

উলি-খিত পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে সেলিনা বেগম কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসারে গরু পালন করতে পারে।

ঘ. কৃষি কর্মকর্তা নির্দেশিত গো-খাদ্যটি হলো ইউরিয়া মিশ্রিত খড়। নিচে খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

১. প্রথমে একটি ডোল নিয়ে এর চারপাশ কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।
২. এরপর একটি বালতিতে ২০ লিটার পানি নিতে হবে।
৩. এই পানিতে ১ কেজি ইউরিয়ার দ্রবণ তৈরি করতে হবে।
৪. ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া দ্রবণ খড়ের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে চেপে চেপে ভরতে হবে।
৫. এভাবে সম্পূর্ণ ডোল খড় দিয়ে ভরতে হবে।
৬. ডোলে খড় ভরা সম্পূর্ণ হলে এর মুখ ছালা বা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
৭. ১০-১২ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকাতে হবে।
৮. এরপরই খড় গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হবে।
৯. সাধারণ একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।
১০. খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০-৪০০ গ্রাম বোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

উলি-খিত বিষয়গুলো ভালোভাবে খেয়াল রেখে খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে উন্নতমানের গো-খাদ্য তৈরি করতে হবে।

#### প্রশ্ন-৯ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিম মিয়া শুধুমাত্র ধান চাষ করতেন। অভিজ্ঞ চাষি করিম মিয়ার পরামর্শে তিনি বেগুন চাষ শুরু করেন। গাছ বড় হলে রহিম মিয়া দেখলেন কিছু কিছু বেগুন গাছের শাখা মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে। অভিজ্ঞ চাষি করিম মিয়া ফসলের রোগটি চিহ্নিত করেন এবং মহামারী ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। পরের মৌসুমে বেগুন চাষের সময় এ রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু পরামর্শও দিলেন।

ক. কোন অণুজীবের আক্রমণে ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়?

১

খ. ফসলের সংক্রামক রোগের মহামারী রূপ প্রতিরোধের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? ২

গ. রহিম মিয়ার ফসলে কী রোগ হয়েছিল তার লক্ষণ উল্লেখ করে চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত ফসলের রোগ প্রতিরোধে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে তুমি মনে কর? ৪

#### ▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. ভাইরাসের আক্রমণে ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়।

খ. ফসলের সংক্রামক রোগ জমির একটি রোগাক্রান্ত গাছ থেকে অন্য সুস্থ গাছে এমনকি পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ কারণে সংক্রামক রোগ সহজেই মহামারী আকার ধারণ করে। এ মহামারী প্রতিরোধ করতে নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

গ. রহিম মিয়ার ফসলে মাটির দিকে ঢলে পড়া রোগ হয়েছিল। এ রোগের লক্ষণ হলো : বেগুন গাছের কাণ্ড ও শিকড় রোগাক্রান্ত হলে তারা শাখায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দিতে পারে না। ফলে শাখা মাটির দিকে ঝুলে পড়ে। বেগুন গাছের উক্ত লক্ষণ বেগুনের ঢলে পড়া রোগের লক্ষণের সাথে মিলে যায়।

উপরিউক্ত লক্ষণ অনুসারে বলা যায়, রহিম মিয়ার ফসলে বেগুনের ঢলে পড়া রোগ হয়েছিল।

ঘ. উল্লিখিত ফসলের রোগটি হলো বেগুনের ঢলে পড়া রোগ। ফসলের রোগটি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

১. **জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার করা :** বীজের মাধ্যমে ফসলের রোগ ছড়াতে পারে। তাই কৃষককে নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে।
২. **বীজ শোধন :** অনেক সময় বীজ নিজেরাই রোগ বহন করে। তাই বীজ শোধন করতে হবে। এজন্য ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হয়।
৩. **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফসল আবাদ করা :** ফসলের খেতে আগাছা থাকলে ফসল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ আগাছা অনেক রোগের উৎস। তাই আগাছা পরিষ্কার করে চাষাবাদ করতে হবে।
৪. **রোগাক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা :** এক গাছ রোগাক্রান্ত হলে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। যাতে রোগ পুরো মাঠে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নতুন মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

**প্রশ্ন-১০ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

হারুন হাসান একটি কৃষি প্রযুক্তি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শেষ অংশে প্রশিক্ষক মৃত পশু, পাখি ও মাছের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি কৃষকদের সামনে চুন, ডিডিটি ও ব্লিচিং পাউডার প্রদর্শন করেন এবং মৃত প্রাণী ব্যবস্থাপনায় এগুলোর ব্যবহার আলোচনা করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতিতে হারুন সাহেব কিছু পার্থক্য দেখতে পেলেন।

ক. কত ফুট গভীর গর্ত করে মৃত পশু মাটি চাপা দিতে হবে?

১

খ. বসতবাড়ি বা খামার থেকে দূরে মৃত হাঁস-মুরগির সৎকারের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মৃত পশু, পাখি ও মাছের সৎকারে উদ্দীপকে উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার আলোচনা কর। ৩

ঘ. মৃত পশু, পাখি ও মাছের ব্যবস্থাপনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. মৃত পশু ৪ ফুট গভীর গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে।

খ. রোগাক্রান্ত হাঁস মুরগির মৃত দেহ থেকে রোগজীবাণু সুস্থ ও জীবিত পাখিকে আক্রান্ত করতে পারে। এ কারণে মৃত পাখিকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। বসতবাড়ি বা খামারের কাছে এ গর্ত করলে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে রোগজীবাণু খামারে প্রবেশ করতে পারে। গৃহপালিত হাঁস মুরগি মাটি আঁচড়িয়ে মৃতদেহ বের করে পরিবেশ দূষিত করতে পারে। এসব কারণে বসতবাড়ি বা খামার থেকে দূরে মৃত হাঁস মুরগির সৎকার করা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলো হলো চুন, ডিডিটি ও ব্লিচিং পাউডার। নিম্নে মৃত পশু, পাখি ও মাছের সৎকারে চুন, ডিডিটি ও ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার আলোচনা করা হলো:

**মৃত পশু সৎকার :** মৃত পশু সৎকারে চুন বা ডিডিটি ব্যবহৃত হয়। মৃত পশু পরিবেশ দূষিত করে, রোগজীবাণু বাতাসে ছড়ায় ও সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে। তাই ৪ ফুট গভীর গর্ত করে পশুকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। গর্তের ওপরের স্তরে ডিডিটি বা চুন ছিটিয়ে এর উপর মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

**মৃত পাখির সৎকার :** মৃত পাখির সৎকারে ডিডিটি ব্যবহার করা হয়। মৃত পাখি দ্রুত সৎকার করা না হলে রোগজীবাণু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুস্থ ও জীবিত পাখিকে আক্রান্ত করে। খামারে মহামারী আকারে অনেক পাখির মৃত্যু হলে বড় গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে মাটির ওপর ডিডিটি ছিটিয়ে দিতে হয়।

**মৃত মাছের সৎকার :** মৃত মাছের সৎকারে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে অনেক মাছ এক সাথে মরলে পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও পরিবেশ দূষিত করে। এ অবস্থা থেকে পরিব্রাজনের জন্য জাল দিয়ে মৃত মাছগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে। যেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে প্রবেশ করবে না সেখানে তিন ফুট গভীর ও মাছের সংখ্যানুযায়ী প্রশস্ত গর্ত করতে হবে। তারপর গর্তে মৃত মাছ নিক্ষেপ করে এর ওপর ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলো হলো চুন, ডিডিটি এবং ব্লিচিং পাউডার। এসব রাসায়নিক দ্রব্যগুলো ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগবিধির কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিচে প্রয়োগবিধির তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

মৃত পশু সৎকারের সময় যে গর্তে পশুকে মাটি চাপা দেওয়া হয় সে গর্তের ওপরের স্তরে চুন বা ডিডিটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আবার মাটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মৃত পাখির সময় ডিডিটি ব্যবহৃত হলেও প্রয়োগবিধি ভিন্ন। এক্ষেত্রে গর্তে মৃত পাখি ফেলে মাটি চাপা দিয়ে মাটির ওপর ডিডিটি ছিটিয়ে দিতে হয়। ব্লিচিং পাউডার শুধুমাত্র মৃত মাছের সৎকারে ব্যবহৃত হয়। ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের জন্যও নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে গর্তে মাছ নিক্ষেপ করে, মাছের উপরেরই ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাটি চাপা দিয়ে গর্ত করা হয়।

**প্রশ্ন-১১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

হাবিব জমিতে একক ফসল হিসেবে আলু চাষ করেন। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। অন্যদিকে সমীর আলুর চাষ করলেও তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। হাবিব এ সম্পর্কে সমীরের নিকট পরামর্শ চাইলেন। সমীর তাকে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটোল ও মিশ্র ফসল হিসেবে লালশাক চাষের পরামর্শ দিলেন।

ক. বাংলাদেশে কয়টি মৌসুমে ফসল চাষ করা যায়? ১

খ. মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিশ্র চাষটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিলে চাষে কৃষক কীভাবে লাভবান হন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমে ফসল চাষ করা যায়।

খ. মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. অধিক উৎপাদন; ২. অধিক আয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিশ্র চাষটি হলো আলু ও লালশাকের চাষ।

আলুর সাথে লালশাকের চাষ একটি ভালো মিশ্র চাষ। সারিতে আলুর চাষ করা হয়। আলু গাছের উচ্চতা ৫-৬ সেন্টিমিটার হয় তখন সারি বরাবর প্রথম মাটি তোলা হয়। এই তোলা মাটিতে লালশাকের বীজ বপন করা হয়। আলু ও লালশাক দুটোই সমান সমান বাড়তে থাকে। লালশাক দ্রুত বর্ধনশীল। তাই কয়েক দফা শাক ওঠানো হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত লালশাক ওঠানো যায়। লালশাক তোলা পরে আলু বড় হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিলে চাষটি হলো আলুর সাথে পটোলের রিলে চাষ। রিলে ফসল অর্থ হচ্ছে একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে আর একটি ফসলের চাষ শুরু করা। আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটোলের চাষ বেশ জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কৃষকরা আগাম চাষ করেন। ৫৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করা হয় এবং আলু লাগানো হয়। প্রতি তৃতীয় সারি ফাঁকা রেখে সে সারিতে ডিসেম্বরে পটোলের ডগা রোপণ করা হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আলু উত্তোলন শেষ হয়। পটোল বড় হতে থাকে এবং মার্চ মাস থেকে পটোল ধরতে থাকে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষক একই সেচ খরচে, একই শ্রম খরচে এবং প্রায় একই সময়ে দুইটি ফসল উৎপাদন করে বাড়তি আয় করতে পারেন। এ প্রযুক্তিতে পটোলের জন্য বাড়তি সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া রিলে চাষ দ্বারা মাটির গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

#### প্রশ্ন-১২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাশেম তার ১০ বিঘা জমিতে প্রধানত ধান ও পাট চাষ করেন। কিন্তু তার তেমন লাভ হয় না। তাই কৃষি কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। তিনি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে উন্নত প্রযুক্তি-শস্য পর্যায়ে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। [খুলনা জিলা স্কুল]

- ক. রিলে চাষ কী? ১
- খ. রিলে চাষের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. হাশেম যে প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. হাশেমের প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচনে যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ কর।

৪

#### ▶▶ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে আর একটি ফসলের চাষ শুরু করাই হলো রিলে চাষ।

খ. রিলে চাষের ফলে একই সেচে একই শ্রম খরচে এবং প্রায় একই সময়ে কৃষক দুইটি ফসল পান। তাছাড়া রিলে চাষের ফলে মাটির গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

গ. হাশেম যে প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হলো শস্য পর্যায়ে। শস্য পর্যায়ের সুবিধাগুলো হলো :

১. শস্য পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহারে মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়;
২. মাটির পুষ্টির সমতা বজায় থাকে;
৩. আগাছার উপদ্রব কম হয়;
৪. রোগ-পোকার উপদ্রব কম হয়;
৫. পানির অপচয় কম হয়;
৬. ফসলের ফলন বাড়ে;
৭. গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা হয়।

ঘ. হাশেমের প্রযুক্তিটি হলো শস্য পর্যায়ে। শস্য পর্যায়ে প্রযুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচনে যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হলো :

১. পরপর একই ফসলের চাষ না করা;
২. একই শিকড়বিশিষ্ট ফসলের চাষ না করা;
৩. ফসলের পুষ্টির চাহিদার কম বেশি অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা;
৪. ফসলের তালিকায় ডাল ফসল অন্তর্ভুক্ত করা;
৫. সবুজ সার যেমন: ধৈলিচা চাষ করা;
৬. গবাদি পশুর খাবারের জন্য ঘাসের চাষ করা;
৭. খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষ করা;
৮. শস্য উৎপাদনের ঝুঁকি কমাতে।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-১৩ ▶**

| সময়    | খণ্ড-১                                                 | খণ্ড-২                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ১ম বছর  | রবিঃ বোরো<br>খরিপ ১ : পাট<br>খরিপ ২ : পতিত             | রবিঃ গোল আলু<br>খরিপ-১ : মাষ কলাই<br>খরিপ-২ : রোপা আমন |
| ২য় বছর | রবিঃ গোল আলু<br>খরিপ-১ : মাষ কলাই<br>খরিপ-২ : রোপা আমন | রবিঃ বোরো<br>খরিপ-১ : পাট<br>খরিপ-২ : পতিত             |

- ক. শূন্য চাষ অর্থ কী? ১  
খ. শস্য পর্যায় ব্যবহার করা হয় কেন? ২  
গ. উদ্ভীপকের ছকে কী বোঝানো হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শস্য পর্যায় ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকেরা কতটুকু উপকৃত হয় বলে তুমি মনে কর। ৪

**প্রশ্ন-১৪ ▶** সফি খান ১০টি গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট গেলে, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাদি সাহেব গরু মোটাতাজাকরণের পদ্ধতি, খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে বললেন।

- ক. ঢেড়শের মোজাইক কী? ১  
খ. গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্য কী? ২  
গ. সাদি সাহেবের কাছ থেকে সফি খান গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কোন বিষয়গুলো জানলেন-ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. সাদি সাহেবের পরামর্শে সফি খান খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে কীভাবে গোখাদ্য তৈরি করবে-ব্যাখ্যা কর। ৪

**প্রশ্ন-১৫ ▶**

| গুটি ইউরিয়া         | দানাদার ইউরিয়া      |
|----------------------|----------------------|
| কম ব্যবহারে বেশি ফলন | বেশি ব্যবহারে কম ফলন |
| পরিবেশবান্ধব         | পরিবেশবান্ধব নয়     |

- ক. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে শতকরা কতভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়? ১  
খ. দানাদার গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের নিয়ম লেখ। ২  
গ. উদ্ভীপকের গুটি ইউরিয়া সারের মাত্রা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্ভীপকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-১৬ ▶** ফাতেমা বেগম তার বাড়িতে একটি গরুর ফার্ম করার পরিকল্পনা করেন। এ কারণে তিনি দুটি গরু ক্রয় করলেন। তিনি কিছুদিন পর লক্ষ্য করলেন যে তার গরুগুলোর স্বাস্থ্য ঠিকমতো ভালো হচ্ছে না। এরপর তিনি মোটাতাজাকরণ সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলেন। এখন তিনি জানেন তার গরুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে তাকে কী ধরনের খাদ্য গরুদের দিতে হবে।

- ক. মোটাতাজাকরণ কী? ১  
খ. গরু মোটাতাজাকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২  
গ. ফাতেমা বেগম তার ফার্মের গরুগুলোকে কী ধরনের খাবার সরবরাহ করেছিলেন? ৩  
ঘ. গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণটি ফাতেমা বেগমের কী উপকারে লেগেছিল বলে তুমি মনে কর। ৪

**প্রশ্ন-১৭ ▶** হারুন একজন দরিদ্র কৃষক। একখন্ড জমিই তার সম্বল। এ জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমেই তার সংসার চলে। একজন অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শে এবার হারুন রবি মৌসুমে একটি শস্যে ফুল আসার পর কিন্তু কর্তনের এক সপ্তাহ আগে শিম জাতীয় ফসলের বীজ বপন করেন।

- ক. শূন্য চাষ কী? ১  
খ. শস্য বহুমুখীকরণের ২টি সুবিধা লেখ। ২  
গ. হারুন কীভাবে উক্ত পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হবে আলোচনা কর। ৩  
ঘ. হারুনের অবলম্বনকৃত পদ্ধতিটি বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-১৮ ▶** শিশির বিক্রমপুরের একজন আলু চাষি। সে তাঁর জমিতে তিন বছর ধরে আলু চাষ করে আসছে। তাঁর জমির পরিমাণ কম বলে শুধুমাত্র একটি ফসল চাষ করে সংসার চালাতে কষ্টকর হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় প্রতিবেশী একজন কৃষক তাকে আলুর সাথে লালশাক চাষ করার পরামর্শ দিলেন।

- ক. শূন্য চাষ অর্থ কী? ১  
খ. ফসলবিন্যাসে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী? ২  
গ. শিশিরের মিশ্র চাষ পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শিশিরের জন্য চাষ পদ্ধতিটি কতটুকু কার্যকর ও লাভজনক হবে বলে তুমি মনে কর— বিশ্লেষণ কর। ৪

**অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**

**প্রশ্ন-১৯** ▶ বিধবা মালিহা বেগম যুব উন্নয়ন থেকে গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কম দামে ৫টি এঁড়ে বাছুর ক্রয় করেন। পশুর জন্য পরিমিত পুষ্টির চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে তিনি গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খড় ও ঝোলা গুড় মিশ্রিত খড় তৈরি করে খাওয়ান। কয়েক মাসের মধ্যেই তার গরুগুলো বেশ মোটাতাজা হয়ে ওঠে। সঠিক খাদ্য সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় যত্ন ও পরিচর্যার কারণে মালিহা বেগম কুরবানীর ঈদে গরুগুলো বিক্রি করে বেশ লাভবান হন। তার দেখাদেখি গ্রামের অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ খামার শুরু করেছে। [স. বো. '১৩] [অধ্যায় : ১ম ও ২য়]

- ক. মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগ কোন জীবাণু দ্বারা হয়? ১
- খ. বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল মুরগির শ্বাসকষ্টজনিত রোগ প্রতিরোধ করে-ব্যখ্যা কর। ২
- গ. মালিহা বেগমের গরুগুলোর জন্য দৈনিক কতটুকু ঝোলাগুড় লাগবে বের করে। ৩
- ঘ. মালিহা বেগমের উদ্যোগটি দেশের আমিশের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে-বিশ্লেষণ কর। ৪

### ▶▶ ১৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগ হয়।
- খ. উচ্চ মাত্রার অ্যামোনিয়া এবং ধূলাবালি মুরগির শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রধান কারণ। মুরগির ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে ঘরের আর্দ্রতা কমে, অ্যামোনিয়া ও ধূলাবালির মাত্রা কমে যায়। ফলে মুরগির শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
- গ. মালিহা বেগম গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কম দামে ৫টি এঁড়ে বাছুর ক্রয় করেন। পরিমিত পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিনি গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খড় ও ঝোলাগুড় মিশ্রিত খড় খাওয়ান।
- প্রতিদিন একটি গরুকে ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় খড়ের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়াতে হয়। মালিহা বেগমের ৫টি এঁড়ে বাছুরের জন্য প্রতিদিন  $৫ \times (৩০০-৪০০) = ১৫০০ - ২০০০$  গ্রাম অর্থাৎ ১.৫ - ২.০ কেজি ঝোলাগুড় প্রয়োজন।
- ঝোলা গুড় মিশ্রিত খড় খাওয়ালে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং গাভীর দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়।
- ঘ. বিধবা মালিহা বেগম যুব উন্নয়ন থেকে গবাদি পশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য খামার গড়ে তোলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করেন।
- বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশের জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটাতে ধান ও শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পশু সম্পদের উন্নতি তেমন হয়নি। সাধারণত একজন লোকের দৈনিক ১২০ গ্রাম আমিশের দরকার হয়। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন মাত্র ২৪ গ্রাম আমিশ খেয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ আমিশ ঘাটতি পূরণে আমাদের দেশে পশুপালন বাড়তে হবে। মালিহা বেগম গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের অধীনে ৫টি এঁড়ে বাছুর ক্রয় করে পুষ্টিসম্মত খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্যবৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হন। এই স্বাস্থ্যবান গরুর অধিক মাংস দেশের আমিশ উৎপাদনে যোগ হচ্ছে। মালিহা বেগম গরু মোটাতাজাকরণের পাশে পাশে দুধ উৎপাদনও করতে পারেন।
- এভাবে তিনি দেশে বিদ্যমান আমিশ ঘাটতি পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।



### অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



#### □ শূন্যস্থান পূরণ কর

//

- ..... ইউরিয়া ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পায়।
- পশু মোটাতাজাকরণে সহায়ক খাদ্য ..... ও .....।
- ধানগাছের বাদামি দাগ রোগের কারণ .....।
- কৃষকেরা ..... মাসে আগাম আলু চাষ করেন।

উত্তর : ১. গুটি; ২. ইউরিয়া, ঝোলাগুড়; ৩. ছত্রাক; ৪. অক্টোবর-নভেম্বর।

#### □ বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

| বামপাশ                            | ডানপাশ                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ১. ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়     | অধিক আয়              |
| ২. মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে | শ্রীত সৃষ্টি করে      |
| ৩. বাংলাদেশে জলবায়ু              | উন্নত কৃষি প্রযুক্তি  |
| ৪. শস্য পর্যায় একটি              | ভাইরাসের কারণে        |
|                                   | আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন |

উত্তর :

১. ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায় ভাইরাসের কারণে।
২. মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য অধিক আয়।
৩. বাংলাদেশে জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন।
৪. শস্য পর্যায় একটি উন্নত কৃষি প্রযুক্তি।

#### ■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

//

প্রশ্ন ১ ১ ১ শস্য পর্যায় কী?

উত্তর : মাটির উর্বরতা বজায় রেখে এক খণ্ড জমিতে শস্য ঋতুর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয় তাই শস্য পর্যায়।

প্রশ্ন ২ ২ ২ মিশ্র ফসল চাষ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মিশ্র ফসলের চাষ বলতে একাধিক ফসল, যা ভিন্ন সময়ে পাকে, বাড়-বাড়তির ধরন ভিন্ন, মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে, এগুলোর একত্রে চাষকে বোঝায়। মিশ্র ফসলে পোকামাকড়, রোগবালাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়।

প্রশ্ন ৩ ৩ ৩ সংক্রামক বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ভাইরাসজনিত বা ব্যাকটেরিয়াজনিত যেসব রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়ায় তাদেরকে সংক্রামক রোগ বলে।

প্রশ্ন ৪ ৪ ৪ মোটাতাজাকরণ কী?

উত্তর : পশু মোটাতাজাকরণ অর্থ হচ্ছে পরিমিত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য আমিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

#### ■ রচনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

//

প্রশ্ন ১ ১ ১ গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা লেখ।

উত্তর : নিম্নে গুটি ইউরিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করা হলো :

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা :

- ক. গুটি ইউরিয়া ফসলের এক মৌসুমে একবার ব্যবহার করা হয়।
- খ. গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারে ২০-৩০ ভাগ নাইট্রোজেনের সাশ্রয় হয়।
- গ. গুটি ইউরিয়া ধীরে ধীরে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।
- ঘ. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ফলন ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের অসুবিধা :

- ক. গুটি ইউরিয়া অভিজ্ঞতা ছাড়া যে কেউ ব্যবহার করতে পারে না। কারণ এটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।
- খ. গুটি ইউরিয়া মাটিতে একটি একটি করে পুঁতে দিতে হয়। তাই অনেক সময় ব্যয় হয়।
- গ. গুটি ইউরিয়া ভেজা মাটি ছাড়া দেয়া যায় না।

সতর্কতার সাথে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার চাষব্যয় হ্রাস এবং ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ২ ২ ২ খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরির পদ্ধতি :

- ক. প্রথমে একটি ডোল নিয়ে এর চারপাশ কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।
- খ. এরপর একটি বালতিতে ২০ লিটার পানি নিতে হবে।
- গ. এই পানিতে ১ কেজি ইউরিয়ার দ্রবণ তৈরি করতে হবে।
- ঘ. ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া দ্রবণ খড়ের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে চেপে চেপে ভরতে হবে।
- ঙ. এভাবে সম্পূর্ণ ডোল খড় দিয়ে ভরতে হবে।
- চ. ডোলে খড় ভরা সম্পূর্ণ হলে এর মুখ ছালা বা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ছ. ১০-১২ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকাতে হবে।
- জ. এরপরই খড় গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হবে।
- ঝ. সাধারণ একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।
- ঞ. খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০-৪০০ গ্রাম বোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

উলি-খিত উপায়ে গরুকে খাওয়ালে গরু সহজে মোটাতাজা হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৩ ৩ ৩ মাছের শ্বিতরোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লেখ।

উত্তর : দূষিত পানির কারণে মাছের শ্বিত রোগের সৃষ্টি হয়। এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে মাছের শরীরে লাল লাল দাগ পড়ে। পরে ক্রমে ক্রমে এই লাল দাগে শ্বিতের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত মাছ স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে না।

প্রতিকার : মাছের শ্বিত রোগ হলে নিচের ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করতে হবে :

- ক. রোগাক্রান্ত মাছ জাল দিয়ে ধরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- খ. পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন ও লবণ ছিটিতে হবে। কয়েকদিন পরপর ২/৩ বার চুন ও লবণ প্রয়োগ করা যায়।
- গ. পুকুর আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৪ ৪ ৪ শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে :



- ক. কাক্ষিত ফসল বিন্যাস শস্যের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।  
 খ. খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং কৃষি পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব কমিয়ে আনা।  
 গ. প্রচলিত শস্যবিন্যাসে উন্নত ফসলের জাত ও কলাকৌশলের সংযোগ ঘটানো।  
 ঘ. বীজের সাশ্রয় করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।  
 ঙ. প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১১ সার কী ধরনের প্রযুক্তি?

উত্তর : সার একটি রাসায়নিক প্রযুক্তি।

প্রশ্ন ১২ ধান চাষে নাইট্রোজেন সংবলিত প্রধান সার কোনটি?

উত্তর : ধান চাষে নাইট্রোজেন সংবলিত প্রধান সার হলো ইউরিয়া।

প্রশ্ন ১৩ গুটি ইউরিয়া সার এক মৌসুমে কয়বার ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : গুটি ইউরিয়া সার এক মৌসুমে একবার ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন ১৪ ধানের চারা রোপণের কতদিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া সার দিতে হয়?

উত্তর : ধানের চারা রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া সার দিতে হয়।

প্রশ্ন ১৫ পশুকে কোন ধরনের খাদ্য বেশি দিতে হবে?

উত্তর : পশুকে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য বেশি দিতে হবে।

প্রশ্ন ১৬ সাধারণত একটি গরুকে প্রতিদিন কত কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় দেয়া হয়?

উত্তর : সাধারণত একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় দেয়া হয়।

প্রশ্ন ১৭ গরু মোটাতাজাকরণে সহায়ক দুইটি উপাদান কী?

উত্তর : গরু মোটাতাজাকরণে সহায়ক দুইটি উপাদান হলো- ১. ইউরিয়া ও ২. বোলাগুড়।

প্রশ্ন ১৮ ধস রোগের লক্ষণ কী?

উত্তর : ধস রোগের লক্ষণ হলো পাতা ঝলসে যাওয়া।

প্রশ্ন ১৯ মৃত পাখি সংকারে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : মৃত পাখি সংকারে ডিডিটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২০ মৃত মাছের সংকারে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : মৃত মাছের সংকারে ব্লিচিং পাউডার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২১ শূন্য চাষে কৃষকের কয় সপ্তাহ সময় বাঁচে?

উত্তর : শূন্য চাষে কৃষকের ৩-৪ সপ্তাহ সময় বাঁচে।

প্রশ্ন ২২ রিলের চাষের উদ্দেশ্য কয়টি?

উত্তর : রিলে চাষের উদ্দেশ্য ৩টি।

প্রশ্ন ২৩ আলুর সাথে পটোলের রিলে চাষে কৃষকরা কখন আলু চাষ করেন?

উত্তর : আলুর সাথে পটোলের রিলের চাষে কৃষকরা অক্টোবর-নভেম্বর আলু চাষ করেন।

প্রশ্ন ২৪ আলুর সাথে পটোলের রিলের চাষে কোন মাসে আলু উত্তোলন শেষ হয়?

উত্তর : আলুর সাথে পটোলের রিলের চাষে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আলু উত্তোলন শেষ হয়।

প্রশ্ন ২৫ মিশ্র ফসল হিসেবে আলু ও লালশাকের চাষে কখন আলু তোলা হয়?

উত্তর : মিশ্র ফসল হিসেবে আলু ও লালশাকের চাষে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়।

প্রশ্ন ২৬ বাংলাদেশে কয়টি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে তিনটি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা হয়।

প্রশ্ন ২৭ রিলে ফসলের অর্থ কী?

উত্তর : একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে আরেকটি ফসল উৎপাদনকে রিলে ফসল বলে।

### □ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১১ গুটি ইউরিয়ার পরিচয় দাও।

উত্তর : ধান চাষে অনেক সার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে নাইট্রোজেন সংবলিত ইউরিয়া প্রধান। দানাদার ইউরিয়া সারের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য মেশিনের সাহায্যে এটাকে গুটি ইউরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২ ফসল গাছের রোগের লক্ষণগুলো কেমন?

উত্তর : ফসলের পাতায় বা কাণ্ডে নানা প্রকার দাগ কোনো ফসলের পাতায় ঘরের মেঝের মোজাইকের মতো হলুদ সবুজ মেশানো ছোপ ছোপ রং। কোনো ফসলের শিকড় পচা বা ঢলে পড়া এগুলো হচ্ছে গাছের রোগের লক্ষণ।



প্রশ্ন ৩ ৥ মৃত মাছ সংকারে গর্ত করার সময় কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে?

উত্তর : মৃত মাছ সংকারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে :

ক. গর্তটি হতে হবে পুকুর থেকে দূরে যেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে প্রবেশ করে না।

খ. গর্তের গভীরতা তিন ফুট হতে হবে।

গ. মাছের সংখ্যানুযায়ী গর্তটি প্রশস্ত হতে হবে।

প্রশ্ন ৪ ৥ রোগাক্রান্ত মৃত পাখি সংকার করতে হবে কেন?

উত্তর : রোগাক্রান্ত মৃত পাখি থেকে রোগজীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ ও জীবিত পাখি আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। এসব রোগ থেকে সুস্থ ও জীবিত পাখিকে নিরাপদ রাখার জন্য মৃত পাখিকে দ্রুত সংকার করতে হবে।

প্রশ্ন ৫ ৥ মৃত পশুকে কীভাবে সংকার করতে হবে?

উত্তর : মৃত পশুকে খামার ও বসতবাড়ি থেকে দূরে সংকার করতে হবে। এজন্য ৪ ফুট গভীর গর্ত করে পশুকে মাটি চাপা দিতে হবে। মাটি চাপা দেওয়ার সময় গর্তের উপরের স্তরে চুন বা ডিডিটি ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৬ ৥ বেগুনের ঢলে পড়া রোগের লক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর : বেগুনের ঢলে পড়া রোগে ফসলের কান্ড ও শিকড় আক্রান্ত হয়। ফলে খাদ্য শাখায় পৌঁছতে পারে না। এ কারণে শাখা মাটির দিকে ঝুলে পড়ে। গাছের এ লক্ষণ দেখে বোঝা যায় বেগুন গাছ ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত।

প্রশ্ন ৭ ৥ ফসলের বিন্যাস বলতে কী বোঝ?

উত্তর : ফসলবিন্যাস অর্থ হচ্ছে কৃষক সারাবছর বা ১২ মাস তার

জমিতে কী কী ফসল ফলাবেন তার একটা পরিকল্পনা করা। ফসলবিন্যাস করা হয় মাটির গুণাগুণ, পানির প্রাপ্যতা, চাষ পদ্ধতি, শস্যের জাত, ঝুঁকি, আয় এসব বিষয় বিবেচনা করে। ফসলবিন্যাসে একটি শিম জাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করে সারের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব এবং তাতে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর : ক. আলুর সাথে পটোলের চাষ; খ. আলুর সাথে করলার চাষ।

প্রশ্ন ৮ ৥ সাথি ও রিলে চাষ কোনটির সাথে কোনটির হয় তালিকা লেখ।

উত্তর : সাথি ও রিলে চাষ যেসব ফসলে হয় :

| চাষ পদ্ধতি | তালিকা                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| সাথি       | ১. আখের সাথে টমেটোর চাষ;<br>২. আখের সাথে সরিষার চাষ;<br>৩. আখের সাথে মসুরের চাষ। |



## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১। কোনটি মানবীয় সম্পদ?

- (ক) অর্থ (খ) পার্ক (গ) শক্তি (ঘ) গয়না

২। শক্তির অপচয় রোধ করা যায়—

- i. স্বাধীনভাবে কাজ করলে  
ii. সরঞ্জাম হাতের নাগালে রাখলে  
iii. একই ধরনের কাজ পাশাপাশি করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

৮ম শ্রেণির ছাত্রী সুমিতা লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখে। নিজের তৈরি বিভিন্ন নকশা-সামগ্রী ব্যবহার করে ঘরকে সাজায়।

৩। সুমিতার মাঝে কোন ধরনের সম্পদের প্রভাব দেখা যায়?

- (ক) অর্থ  
(খ) গৃহের সরঞ্জাম  
(গ) সদিচ্ছা  
(ঘ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

৪। উক্ত সম্পদ ব্যবহারে পরিবারের কোন ধরনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব—

- i. আর্থিক ii. সামাজিক  
iii. শিক্ষামূলক

নিচের কোনটি সঠিক?





## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



পাঠ-১ : গৃহ সম্পদ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ২১। গৃহ ব্যবস্থাপনায় কীসের ব্যবহার অপরিহার্য?  
[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
- (ক) দক্ষতা (খ) শক্তি (●) গৃহ সম্পদ (ঘ) মনোভাব
- ২২। কোনটি ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়? (জ্ঞান)
- (ক) বাজেট (●) গৃহ সম্পদ  
(গ) সময়-তালিকা (ঘ) শক্তি ব্যবস্থাপনা
- ২৩। সম্পদের সঠিক ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
- (ক) আধুনিক জীবনযাপনের জন্য (●) পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য  
(গ) সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য (ঘ) মানসিক প্রশান্তির জন্য
- ২৪। লক্ষ্য অর্জনে সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা হয়? (অনুধাবন)
- (ক) যেকোনো একটি সম্পদ এককভাবে  
(খ) যেকোনো দুইটি সম্পদ একত্রিতভাবে  
(●) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদ যৌথভাবে  
(ঘ) পরস্পর সম্পর্কহীন সম্পদ যৌথভাবে
- ২৫। জ্ঞান কী ধরনের সম্পদ? (জ্ঞান)
- (●) মানবীয় (খ) অমানবীয়  
(গ) অবস্তুগত (ঘ) পারিবারিক
- ২৬। সাহেদের নিকট এখন ২০,০০০ টাকা আছে। এই সম্পদের বিনিময়ে সে কোন সম্পদটি সংগ্রহ করতে পারবে? (প্রয়োগ)
- (ক) জ্ঞান (খ) আগ্রহ (●) আসবাবপত্র (ঘ) মনোবল
- ২৭। গৃহ সম্পদ কত প্রকার?  
[উত্তরা হাই স্কুল, ঢাকা]
- (●) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
- ২৮। কীভাবে সীমিত সম্পদের দ্বারাও সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করা যায়?  
[সরকারি পি.এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]
- (ক) সম্পদ সঞ্চয় করে (●) পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার করে  
(গ) সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে (ঘ) অন্যকে ধার দিয়ে
- ২৯। দ্রব্যের কোন গুণ দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়? (জ্ঞান)
- (●) উপযোগ (খ) সীমাবদ্ধতা  
(গ) ক্ষমতাসীলতা (ঘ) মালিকানাধীনতা
- ৩০। সকল সম্পদেরই কম বেশি কোনটি রয়েছে?  
[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
- (ক) চাহিদা (খ) মূল্য (গ) সীমাবদ্ধতা (●) উপযোগিতা
- ৩১। সম্পদের উপযোগ বলতে কী বোঝায়? [লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- (ক) সীমাবদ্ধতা (খ) মূল্য  
(●) প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা (ঘ) মালিকানাধীনতা
- ৩২। টেবিল চেয়ারকে সম্পদ বলা হয় কেন? [পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]
- (ক) এগুলো যৌথ সম্পদ বলে  
(খ) এগুলো ক্রয় করতে অর্থ ব্যয় হয় বলে  
(●) এগুলো ব্যবহার করে পড়ালেখা করা হয় বলে  
(ঘ) এগুলো ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বলে
- ৩৩। সম্পদের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
- (●) সীমাবদ্ধতা (খ) অনুপযোগিতা (গ) মালিকানাধীনতা (ঘ) সম্পর্কহীনতা
- ৩৪। একজন ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন কত ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রয়েছে? (জ্ঞান)
- (ক) ১২ (খ) ১৮ (●) ২৪ (ঘ) ৩০
- ৩৫। কোন সম্পদটি হস্তান্তরযোগ্য নয়? (জ্ঞান)

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যতিন খুব ভালো গান গায়। ভবিষ্যতে নামকরা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য সে নিয়মিত গান অনুশীলন করে।

৪৭। অনুচ্ছেদটিতে যতিনের কোন ধরনের সম্পদের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)

- মানবীয়                      খ) অমানবীয়                      গ) বস্তুগত                      ঘ) হস্তান্তরযোগ্য

৪৮। উক্ত সম্পদ ব্যবহার করে যতিন— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে                      ii. নিজের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে

iii. পরিবারের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ i ও iii                      গ ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### পাঠ-২ : সময় ও শক্তির পরিকল্পনা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯। লক্ষ্য সামনে রেখে যেকোনো কাজ করতে একই সাথে কয়টি সম্পদ ব্যবহার করতে হয়?(জ্ঞান)

- দুই                      খ) তিন                      গ) চার                      ঘ) পাঁচ

৫০। মানুষের জীবনে কোন সম্পদ সবার জন্য সমান? (জ্ঞান)

- ক) অর্থ                      ● সময়                      গ) শক্তি                      ঘ) বিদ্যা

৫১। সময়-তালিকা প্রণয়ন করার সময় কী করতে হবে? (অনুধাবন)

- ক) বয়স অনুযায়ী কাজ ভাগ করতে হবে  
খ) ব্যক্তিগত পছন্দকে অগ্রাধিকার দিতে হবে  
● দৈনিক করণীয় কাজগুলো নির্ধারণ করতে হবে  
ঘ) যৌথ কাজে নিজের সুবিধা আগে দেখতে হবে

৫২। সময়-তালিকা নমনীয় হওয়া প্রয়োজন কেন?(অনুধাবন)

- ক) যৌথভাবে কাজ করার জন্য                      ● প্রয়োজনে রদবদল করার জন্য  
গ) কাজের অনীহা দূর করার জন্য                      ঘ) কঠিন কাজের পর বিশ্রাম নেয়ার জন্য

৫৩। পরিকল্পনা অনুযায়ী শক্তির সদ্যবহার করলে কী হয়? (অনুধাবন)

- ক) শক্তি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়                      খ) বেশি শক্তি দিয়ে কম কাজ করা যায়  
গ) কাজে অনীহা ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়                      ● শক্তির অপচয় রোধ করা যায়

৫৪। ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিলে কী হয়? (অনুধাবন)

- ক) সময়মতো কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে  
খ) কাজের সময় সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় থাকে  
● কাজটি আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে সমাপ্ত করা যায়  
ঘ) কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হয়

৫৫। কাজ ভাগ করে নিতে হবে কীভাবে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট]

- ক) চাহিদা অনুসারে                      ● বয়স অনুসারে  
গ) সময় অনুসারে                      ঘ) শক্তি অনুসারে

৫৬। শক্তির সদ্যবহারে কোনটি প্রয়োজন? (জ্ঞান)

- ক) অর্থ                      খ) জ্ঞান                      ● পরিকল্পনা                      ঘ) সম্পদ

৫৭। কোনটির মাধ্যমে করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা হয়?

[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

- ক) বাজেট                      ● সময়-তালিকা  
গ) শক্তি ব্যবস্থাপনা                      ঘ) বাজারের তালিকা

৫৮। শায়লা বেগম ধীর গতিতে কাজ করেন। তার কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতার জন্য কোনটি দরকার? (প্রয়োগ)

- ক) কাজের লোক রাখা                      খ) কাজ কমিয়ে দেওয়া  
● সময়-তালিকা মেনে চলা                      ঘ) ঘড়ি ধরে কাজ করা

৫৯। বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন করা সম্ভব হবে কোন ক্ষেত্রে? (জ্ঞান)

- সময়-তালিকা মেনে চললে                      খ) হালকা কাজ করলে  
গ) কাজ না করলে                      ঘ) ইচ্ছামতো কাজ করলে

- ৬০। সময়-তালিকা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)  
 (ক) সাপ্তাহিক কাজ নির্ধারণ (খ) বিশ্রামের সময় না রাখা  
 (গ) কঠিন কাজগুলো একসাথে রাখা ● গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেয়া অগ্রাধিকার
- ৬১। যৌথভাবে কাজ করতে গেলে কোন বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে? (জ্ঞান)  
 (ক) কাজ কম করা (খ) কাজ বেশি করা  
 ● অন্যের সুবিধা-অসুবিধা (ঘ) মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া
- ৬২। মানবীয় কোন সম্পদটির যথাযথ ব্যবহারের ফলে পরিবারের অনেক লক্ষ্য অর্জিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) জ্ঞান (খ) দক্ষতা (গ) আগ্রহ ● শক্তি
- ৬৩। সারাদিনের কর্ম তালিকা তৈরি করতে হয় কোনটির ক্ষেত্রে? (জ্ঞান)  
 (ক) বাজেট ● শক্তি পরিকল্পনা (গ) বিনোদন (ঘ) অর্থ পরিকল্পনা
- ৬৪। আগ্রহ ও আনন্দের সাথে কাজ সমাপ্ত করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)  
 (ক) দলগতভাবে কাজ করে (খ) কাজের মাঝে অবসর সময় পেলে  
 ● ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী কাজ পেলে (ঘ) পরবর্তী কাজ জানা থাকলে
- ৬৫। কাজের স্পৃহা বাড়ায় কোনটি? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ]  
 (ক) অর্থ উপার্জন (খ) প্রশংসা ● মানসিক তৃপ্তি (ঘ) অবসর

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৬৬। লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করার জন্য একই সাথে ব্যবহার করতে হয়— (অনুধাবন)  
 i. অর্থ ii. শক্তি iii. সময়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৬৭। মানুষের জীবনে সময় এমনই এক সম্পদ যা— (অনুধাবন)  
 i. একেবারেই সীমিত ii. সবার জন্য সমান  
 iii. ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৬৮। নীলা সময়-তালিকা প্রণয়ন করেছে। এর ফলে সে যে সুবিধাগুলো পাবে— (প্রয়োগ)  
 i. করণীয় কাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবে  
 ii. প্রতিটি কাজে কতটুকু সময় ব্যয় হয় তার ধারণা পাবে  
 iii. বিভিন্ন রকম সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ পাবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৬৯। শাকিলা দ্রুত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি সময় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে বিবেচনায় আনতে হবে— (প্রয়োগ)  
 i. দৈনিক করণীয় কাজগুলো ii. বিশ্রাম, ঘুম ও অবসর সময়  
 iii. যৌথ কাজে নিজের সুযোগ-সুবিধা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৭০। শক্তিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করলে— (অনুধাবন)  
 i. কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় ii. শক্তি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়  
 iii. কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ৭১। শক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমাদের যা করণীয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সারাদিনের একটা কর্ম তালিকা করা  
 ii. বয়স এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী কাজ ভাগ করা  
 iii. কাজ সহজকরণ এবং শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৭২। কাজ সহজকরণ ও শ্রম লাঘবের সঠিক উপায় হলো— (অনুধাবন)

- i. অর্থ পরিকল্পনা করা                      ii. বাড়ির সঠিক নকশা করা  
iii. বিভিন্ন শ্রম লাঘব সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

৭৩। পরিবারের কাজগুলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলে একজনের ওপর সব কাজের চাপ পড়ে না। তবে কাজগুলো ভাগ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. প্রত্যেক সদস্যের বয়স                      ii. প্রত্যেকের কাজের দক্ষতা  
iii. প্রত্যেকের পছন্দ ও সুবিধা-অসুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

৭৪। সময়ের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যে কারণে—

[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]

- i. সময়ের অপচয় না করা                      ii. কম সময়ে বেশি কাজ  
iii. নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

৭৫। সময়ের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্য—

(অনুধাবন)

- i. কম সময় ব্যয় করে বেশি কাজ করা                      ii. সময়ের অপচয় না করা  
iii. কম কাজ করে সময় বাঁচানো

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

৭৬। কাজ সহজকরণের উপায়গুলো হলো— [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- i. উপযুক্ত স্থানে সরঞ্জাম রাখা                      ii. সময় পরিকল্পনা করা  
iii. শ্রম বিভাজন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

৭৭। শ্রম লাঘবের সরঞ্জামগুলো হলো—

[বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা]

- i. রাইস কুকার                      ii. ফ্রিজ                      iii. ওয়াশিং মেশিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোকেয়া বেগম নিজের কাপড় নিজেই ধুয়ে নেন। এছাড়া তিনি স্বামী ও সন্তানদের কাপড়ও ধৌত করেন। এ কাজের জন্য তিনি ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন।

৭৮। অনুচ্ছেদে কোন বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) মানবীয় সম্পদ                      খ) অর্থ পরিকল্পনা  
গ) সময় পরিকল্পনা                      ● শ্রম লাঘব সাজসরঞ্জাম

৭৯। উক্ত বিষয় রোকেয়া বেগমের—

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সময় সাশ্রয় করে                      ii. শক্তি সাশ্রয় করে  
iii. অর্থ সাশ্রয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-৩ : অর্থ পরিকল্পনা

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮০। পরিবারের প্রধান বস্তুগত সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)

- ক) জমি                      খ) গয়না                      ● অর্থ                      ঘ) গাড়ি

৮১। অর্থ পরিকল্পনার প্রধান কৌশল কোনটি? (জ্ঞান)

- ক) চাহিদা খ) আয় হিসাব গ) ব্যয় হিসাব ● বাজেট
- ৮২। অর্থ পরিকল্পনা করতে কয়টি মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়? (জ্ঞান)
- ক) দুই ● তিন গ) চার ঘ) পাঁচ
- ৮৩। কীসের ভিত্তিতে আমাদের চাহিদা তৈরি হয়? (জ্ঞান)
- লক্ষ্যের খ) সম্পদের গ) আয়ের ঘ) ব্যয়ের
- ৮৪। সাবিনা পরিবারের অর্থ পরিকল্পনা করবে। এজন্য তাকে প্রথমে কোন কাজটি করতে হবে? (প্রয়োগ)
- ক) পরিবারের মোট আয় নিরূপণ খ) পরিবারের মোট ব্যয় নিরূপণ
- গ) পরিবারের শিশুদের চাহিদা নিরূপণ ● পরিবারের লক্ষ্য স্থির করা
- ৮৫। অর্থ পরিকল্পনাকে কাজে লাগানোর জন্য কোনটি আবশ্যিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক) সঠিক অর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন খ) সঠিক বাজেট প্রণয়ন
- বাজেট বাস্তবায়ন ঘ) সদস্যদের মতামত
- ৮৬। পরিবারের সকল খরচ মেটাবার পরও মিতুর হাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। মিতু কোন ধরনের বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়ন করে? (প্রয়োগ)
- ক) সুখম বাজেট খ) ঘাটতি বাজেট
- উদ্বৃত্ত বাজেট ঘ) অতিরিক্ত বাজেট
- ৮৭। বাজেটের সুবিধা কোনটি? (জ্ঞান)
- ক) অর্থ অপচয় বাড়ায় ● অর্থ অপচয় রোধ করে
- গ) ব্যয় বৃদ্ধি করে ঘ) দুর্ভোগ ফিরিয়ে আনে
- ৮৮। বাজেট কোনো কাজে আসে না কোন কারণে? [উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
- ক) লিখিত না হলে খ) ঘাটতি বাজেট হলে
- বাস্তবায়ন না হলে ঘ) অভিজ্ঞদের পরামর্শ না নিলে
- ৮৯। কোনটির অভাবে অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো অপূর্ণ থেকে যায়? (জ্ঞান)
- পরিকল্পনা খ) মূল্যায়ন গ) নিয়ন্ত্রণ ঘ) সংগঠন
- ৯০। বাজেট কী? [সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]
- অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা খ) অর্থ আয়ের পূর্ব পরিকল্পনা
- গ) অর্থ কম ব্যয়ের পরিকল্পনা ঘ) অর্থ সঞ্চয়ের পরিকল্পনা
- ৯১। বাজেটে ব্যয়ের খাতগুলো কীসের ভিত্তিতে সাজানো হয়? (জ্ঞান)
- অগ্রাধিকার খ) পছন্দ গ) পরিকল্পনা ঘ) মূল্য
- ৯২। নিচের কোনটি পরিবারের সদস্যদের মিতব্যয়ী করে? (জ্ঞান)
- ক) শক্তি পরিকল্পনা খ) সময় তালিকা
- বাজেট ঘ) দলীয় আলোচনা
- ৯৩। বিভিন্ন পরিবারের বাজেট বিভিন্ন রকম হতে পারে কোনটির তারতম্যের জন্য? (জ্ঞান)
- আয় খ) শক্তি গ) জ্ঞান ঘ) সময়
- ৯৪। অর্থ পরিকল্পনার সময় আগে কোনটি স্থির করে নিতে হয়? [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) আয় ● লক্ষ্য গ) ব্যয় ঘ) চাহিদা
- ৯৫। অর্থ ব্যয়ের তালিকা তৈরি করার সময় দ্রব্যের কোন দিকটি বিবেচনা করতে হবে? (জ্ঞান)
- ক) স্থায়িত্ব খ) গুণাগুণ ● বাজারদর ঘ) চাহিদা
- ৯৬। সুখম বাজেট তৈরি করা হয় কেন? [বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
- ক) বাড়তি আয়ের জন্য খ) খরচ কমানোর জন্য
- আয় ও ব্যয়ের সমতার জন্য ঘ) ব্যয়ের তুলনায় আয় বৃদ্ধির জন্য
- ৯৭। যেকোনো পরিবারের জন্য কোন ধরনের বাজেট সবচেয়ে উত্তম? [বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
- ক) অসম ● উদ্বৃত্ত গ) সুখম ঘ) ঘাটতি
- ৯৮। কোন বাজেটে বাড়তি অর্থ থেকে যায়? [লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) সুখম ● উদ্বৃত্ত গ) ঘাটতি ঘ) অসম

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৯৯। অর্থের সাথে পরিবারের সম্পর্ক হলো— (অনুধাবন)
- i. অর্থ পরিবারের প্রধান বস্তুগত সম্পদ
- ii. প্রতিটি পরিবারেই কম-বেশি অর্থ থাকে
- iii. পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে



নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০০। মালিহা তার পরিবারের জন্য একটি সঠিক অর্থ পরিকল্পনা তৈরি করতে চান। এজন্য তার যেসব বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে— (প্রয়োগ)

- i. পরিবারের মোট আয়ের পরিমাণ  
ii. পরিবারের ব্যয়ের বিভিন্ন খাতসমূহ  
iii. পরিবারের সকল সদস্যের সম্ভব প্রবণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০১। পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করলে— (অনুধাবন)

- i. পরিবারে অর্থ সংকট দেখা দিবে না  
ii. যেকোনো পরিস্থিতি সহজে মোকাবিলা করা যাবে  
iii. ছোটদের চাহিদাগুলো আগে পূরণ করা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০২। ঘাটতি বাজেটের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)

- i. আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয়      ii. পরিবারে ঋণের বোঝা বাড়ায়  
iii. ভবিষ্যতের জন্য কোনো সম্ভব থাকে না

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৩। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ের সুফল হলো— (অনুধাবন)

- i. চাহিদা পূরণ হয়      ii. অর্থের অপচয় হয় না  
iii. কাউকে ধার দিতে হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৪। অর্থ পরিকল্পনা করতে হলে— (অনুধাবন)

- i. পরিবারের লক্ষ্য স্থির করতে হবে  
ii. পরিবারের আয়কৃত অর্থের পরিমাণ জানতে হবে  
iii. পরিবারের ব্যয় খাতগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৫। বাজেট করা প্রয়োজন— (অনুধাবন)

- i. আয় ব্যয় সমতার জন্য      ii. অর্থের অপচয় রোধের জন্য  
iii. গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৬। মিসেস জাকিয়া প্রতি মাসে বাজেট তৈরির মাধ্যমে অর্থের পরিকল্পনা করেন। এর ফলে তিনি— (প্রয়োগ)

- i. অর্থের অপচয় রোধ করেন      ii. সচ্ছলতা অর্জন করেন  
iii. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা পূরণ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০৭। অর্থ পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে করণীয় হলো— (অনুধাবন)

- i. অর্থ পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা      ii. ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা  
iii. সংশোধনের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১০৮। ঘাটতি বাজেট— (অনুধাবন)

- i. কখনো কাম্য নয়      ii. আয় ও ব্যয় সমান করে  
iii. ঋণের বোঝা বাড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবেদ সাহেব প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা আয় করেন। চলতি মাসে ছেলের চিকিৎসা খাতে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা খরচ হওয়ায় মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই টাকা শেষ হয়ে যায়। ফলে তিনি অর্থ সংকটে পড়েন।

১০৯। জাবেদ সাহেবের অর্থ সংকটে পড়ার কারণ কোনটি? (প্রয়োগ)

- ক) অপরিবর্তিত অর্থ ব্যয়      খ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি  
● পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি      ঘ) অতিরিক্ত বাজারদর

১১০। উক্ত কারণে জাবেদ সাহেবের পরিবারে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আয় ও ব্যয়ের সমতা নষ্ট হবে      ii. পরিবারে ঋণের বোঝা সৃষ্টি হবে  
iii. আর্থিক সচ্ছলতা আসবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-৪ : পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ■ পৃষ্ঠা-৯

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১১। নিচের কোনটি পরিবারের যৌথ সম্পদ?

[নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

- ক) গহনা      খ) পোশাক      ● বাতি      ঘ) মোবাইল ফোন

১১২। প্রত্যেক পরিবারেই কম-বেশি যৌথ সম্পদ থাকে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনটি থাকা প্রয়োজন? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) সহযোগিতার মনোভাব      খ) প্রতিযোগিতার মনোভাব  
গ) সহমর্মিতার মনোভাব      ● স্বার্থ ত্যাগের মনোভাব

১১৩। পারিবারিক যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে কোনটি প্রয়োজন?

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক) সমঝোতা ও দায়িত্বশীলতা      ● সমঝোতা ও সহনশীলতা  
গ) সমঝোতা ও পরিমিতবোধ      ঘ) সমঝোতা ও সুসম্পর্ক

১১৪। নীপা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, একই রুমে তার বোন অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে। এক্ষেত্রে বাতির পরিবর্তে সে কোনটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)

- ক) টর্চ      ● টেবিল ল্যাম্প      গ) মোমবাতি      ঘ) চার্জার

১১৫। একই আলোতে করা যায় এমন কাজগুলোর জন্য আলাদা আলো ব্যবহার করলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) কাজের সুবিধা হয়      খ) কাজে ব্যাঘাত ঘটে  
গ) অর্থ সাশ্রয় হয়      ● অর্থের অপচয় ঘটে

১১৬। একাধিক সদস্যের কক্ষে কীভাবে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে হয়? (অনুধাবন)

- ক) সকল সদস্যের অনুমতি নিয়ে      ● পরিস্থিতি বুঝে সমঝোতার সাথে  
গ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর বন্ধ রেখে      ঘ) যার যার সুবিধা অনুযায়ী

১১৭। বাড়ির বড়রা গৃহের কোন যৌথ সম্পদটি আগে ব্যবহার করবেন? (জ্ঞান)

- ক) অর্থ      খ) টেলিফোন      ● খবরের কাগজ      ঘ) বাতি

১১৮। যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান)

- ক) খবরের কাগজ      খ) টেলিভিশন  
গ) রেডিও      ● টেলিফোন

১১৯। লায়লা তাদের গৃহের সম্পদগুলোর দেখাশোনা করে। সে তাদের গৃহের কোন যৌথ সম্পদটি তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখবে? (প্রয়োগ)

- ক) গ্যাস বিল      খ) টেলিফোন বিল      ● খবরের কাগজ      ঘ) গল্পের বই

১২০। টয়লেটের মেঝে সব সময় কেমন রাখতে হয়? (জ্ঞান)

- শুকনা      খ) ভেজা      গ) পিচ্ছিল      ঘ) জীবাণুযুক্ত

১২১। কুয়ার চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কাদের? (জ্ঞান)

- ক) গৃহ ব্যবস্থাপকের      খ) কাজের লোকের  
গ) প্রতিবেশীদের      ● সকলের

১২২। খবরের কাগজের কোন ধরনের খবর জানার জন্য সবাই উদ্বীষ থাকে? (জ্ঞান)

- (ক) আনন্দদায়ক (খ) দুঃখজনক  
(গ) উদ্বেজনাপূর্ণ (ঘ) রাজনৈতিক

১২৩। পত্রিকার উদ্বেজনাপূর্ণ খবর কীভাবে উপভোগ করা যায়?

[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

- (ক) পর্যায়ক্রমে পড়ার মাধ্যমে (খ) একজনে জোরে পড়ার মাধ্যমে  
(গ) অবসর সময়ে পড়ার মাধ্যমে (ঘ) সমবোতার মাধ্যমে

১২৪। পরিবারের সদস্যদের টেলিফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনটি মনে রাখতে হবে? (জ্ঞান)

- (ক) ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যাবে (খ) বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে  
(গ) শুধু প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে (ঘ) কেবল বড়রা ব্যবহার করবে

১২৫। কলতলার কোথায় বসে কাজ করলে সুবিধা হয়? (জ্ঞান)

- (ক) কলের ঠিক নিচে (খ) আলাদা জায়গায়  
(গ) নিজ সুবিধামতো (ঘ) অন্যের পছন্দমতো

১২৬। কলতলার পানির অপচয় কীভাবে বন্ধ করা যায়?

[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

- (ক) কাজ শেষে কল বন্ধ করে (খ) পানি কম খরচ করে  
(গ) প্রতিযোগিতা করে (ঘ) পানি ব্যবহার না করে



### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৭। পরিবারের যৌথ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হলো— (অনুধাবন)

- i. বাতি ii. টয়লেট iii. হাতঘড়ি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৮। যৌথ সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকা আবশ্যিক— (অনুধাবন)

- i. সহনশীলতা ও উদারতা ii. সমবোতা ও আন্তরিকতা

iii. প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৯। একাধিক সদস্যের কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম হলো— (অনুধাবন)

- i. যার বেশি বাতাস প্রয়োজন, সে পাখার নিচে থাকবে  
ii. যার কম বাতাস প্রয়োজন, সে পাখা থেকে দূরে থাকবে  
iii. কেউ অসুস্থ থাকলে, পাখা আন্তে চালাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩০। মনিকে তার মা তাদের বাসার খবরের কাগজগুলো গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব দিয়েছে। কাগজগুলো সে গুছিয়ে রাখবে— (প্রয়োগ)

- i. তারিখ অনুযায়ী ii. সব পৃষ্ঠা সাজিয়ে

iii. খবরের গুরুত্ব অনুযায়ী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩১। পরিবারের যেসব সদস্যদের টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে— (প্রয়োগ)

- i. যারা ভোরে অফিসে যায় ii. যারা স্কুল-কলেজে যায়

iii. যারা বয়সে বড়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩২। টয়লেট ব্যবহারে যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল দেয়া প্রয়োজন— (অনুধাবন)

i. টয়লেটের মেঝে যেন সব সময় শুকনা থাকে

ii. টয়লেটের মেঝে যেন পিচ্ছিল না হয়ে যায়

iii. টয়লেট যাতে নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

১৩৩। মিতুদের বাড়িতে সকল সদস্যের কাজ করার জন্য একটি মাত্র কল রয়েছে। তাই কলতলায় কাজ করার সময় মিতু যে নিয়মগুলো মেনে চলবে—  
(প্রয়োগ)

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii

- i. কলের ঠিক নিচে বসে কাজ করবে না  
ii. কাজ শেষে কল ভালোভাবে বন্ধ করবে  
iii. পানি আলাদা জায়গায় নিয়ে কাজ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii

১৩৪। কুয়া ব্যবহারের সঠিক নিয়ম হলো— (অনুধাবন)

- i. অকারণে বালতি আটকে রাখা যাবে না  
ii. পানি তোলা শেষে বালতি নিচে ফেলে রাখতে হবে  
iii. নিজের পানি তোলা শেষে অন্যকে সুযোগ দিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

১৩৫। গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখলে— (অনুধাবন)

- i. সবার শরীর ভালো থাকে  
ii. সবার মন ভালো থাকে  
iii. গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৬ ও ১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনিকাদের গৃহের আঙিনাটি বেশ বড়। একসময় তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখানে খেলা করত। কিন্তু বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় গাছ আঙিনাটি ভরে যাওয়ায় ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

১৩৬। মনিকাদের গৃহের আঙিনাটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব কার? (প্রয়োগ)

- ক মনিকার মায়ের      খ বাড়ির মালির  
গ পরিবারের বড়দের      ● পরিবারের সবার

১৩৭। মনিকাদের গৃহের আঙিনাটি আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে যদি— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. অপ্রয়োজনীয় গাছ তুলে ফেলা হয়  
ii. রাতে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়  
iii. নিয়মিত ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাশেদা ও সোনিয়া দুই বান্ধবী। দু'জনই গৃহের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সচেতন। রাশেদা আয় অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। পরিবারের আর্থিক কোনো সমস্যায় রাশেদাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। অন্যদিকে সোনিয়াকে

সদস্যদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। প্রায়ই মাসের শেষের দিকে তাকে পরিচিত একটি দোকান থেকে বাকিতে চাল কিনতে হয়। হঠাৎ ২/৩ দিন আগে সোনিয়ার ছোট ছেলে অপু অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য রাশেদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি ছেলের চিকিৎসা করেন।

- ক. কোন সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়?  
খ. মানবীয় সম্পদ কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ।  
গ. উদ্দীপকে সোনিয়ার এই পরিস্থিতির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে রাশেদা ও সোনিয়ার পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

- ক. গৃহ সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা সম্ভব নয়।
- খ. যে সম্পদগুলো দেখা বা পরিমাপ করা যায় না অথচ ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জন করা যায় তাকে মানবীয় সম্পদ বলে। যেমন : মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা, শক্তি, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি। এ সম্পদগুলো চর্চা বা অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়।
- গ. সোনিয়ার এই পরিস্থিতির কারণ হলো সঠিক অর্থ পরিকল্পনার অভাব। তিনি পরিবারের অর্থ পরিচালনার জন্য বাজেট তৈরি করেন না। ফলে তাকে পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে হিমশিম খেতে হয়। সীমিত অর্থকে যদি বাজেটের মাধ্যমে খরচ করা হয় তবে কখনও অর্থ সংকটে পড়তে হয় না। বাজেট করে অর্থ ব্যয় করলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখা যায়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়। পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করতে হবে যাতে অধিক প্রয়োজনগুলো আগে পূরণ করা যায়। সোনিয়া যদি অর্থ পরিকল্পনা করে অর্থ ব্যয় করতেন তাহলে তাকে অর্থ ধার করতে হতো না। যেহেতু সোনিয়া পরিকল্পনার দ্বারা অর্থ ব্যয় করেন না তাই তাকে অর্থ সংকটে পড়তে হয়।
- ঘ. রাশেদা ও সোনিয়া দুজনেই পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণে সচেতন। তবে রাশেদা পরিকল্পিত জীবনযাপন করেন। তাই পরিবারের কোনো সংকট সময়ে তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না। অন্যদিকে সোনিয়া অপরিিকল্পিত জীবনযাপন করেন। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেন না এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোও পূরণ করতে পারেন না। এতে করে মাঝে মাঝে তাকে অর্থ সংকটে পড়তে হয়। সোনিয়া যদি রাশেদার মতো পরিকল্পিতভাবে অর্থ ব্যয় করতেন তাহলে তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না। ছেলের অসুস্থতার সময় রাশেদার কাছ থেকে টাকা নিতে হতো না। ভবিষ্যতের জন্য তিনি নিজেই সঞ্চয় করে রাখতে পারতেন এবং যেকোনো পরিস্থিতি সহজেই মোকাবিলা করতে সক্ষম হতেন।

#### প্রশ্ন-২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শুভ ও নেলী দুই ভাইবোন। শুভ তার শোবার ঘরে বসে পড়ছে। আর নেলী বসার ঘরে বসে পড়াশোনা করছে। বিষয়টি দেখে মা নেলীকে শুভর ঘরে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। বড় ঘরটিতে একটিমাত্র ফ্যান থাকায় নেলী বাতাস পাচ্ছিল না। ফলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নেলী ঘেমে উঠে। শুভ বিষয়টি দেখে বোন নেলীকে ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে বসতে বলে।

- ক. গৃহ সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
- খ. শক্তির যথাযথ ব্যবহার বলতে কী বোঝায়?
- গ. শুভ ও নেলীকে একই ঘরে পড়তে দেওয়ার মাধ্যমে মা তার পরিবারের কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক- তুমি কি এ বিষয়ে একমত? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

#### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. গৃহ সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- খ. শক্তির যথাযথ ব্যবহার বলতে বোঝায় কম শক্তি ব্যবহার করে বেশি কাজ করা। শক্তিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। শক্তির এই অপচয় রোধের জন্য প্রয়োজন শক্তির যথাযথ ব্যবহার।
- গ. শুভ ও নেলীকে একই ঘরে পড়তে দিয়ে মা তাদের পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন। কেননা শুভ ও নেলী দুজন দুই ঘরে বসে পড়ছিল। এতে বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছিল। বিদ্যুৎ এক ধরনের যৌথ সম্পদ। এ ধরনের সম্পদ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেসব কাজ একসাথে করা যায় তার জন্য আলাদা আলো ও পাখার ব্যবস্থা করলে বেশি বিদ্যুৎ খরচের কারণে অর্থের অপচয় হয়। শুভ ও নেলী যদি এক ঘরে বসে পড়ে তাহলে বিদ্যুতের সাশ্রয়ের সাথে সাথে অর্থের অপচয় রোধ হবে। তাই তাদের মা পরিস্থিতি ও কাজের ধরনের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাসের যৌথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করে পারিবারিক যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করলেন।
- ঘ. যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শুভ ও নেলীর মধ্যে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক- এ বিষয়ে আমি একমত। কারণ আমাদের প্রতিটি গৃহে এমন কতগুলো নিত্যব্যবহার্য জিনিস থাকে, যা পরিবারের যৌথ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিবারের সব সদস্য যৌথভাবে সে সম্পদগুলো ব্যবহার করে থাকে। যৌথ সম্পদগুলো ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলার ফলে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। পারিবারিক যৌথ সম্পদ ব্যবহারে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা জরুরি। শুভ ও নেলীর ফ্যান ব্যবহারের বিষয়টিতে স্বার্থত্যাগের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। শুভ নেলীর কষ্ট উপলব্ধি করে বোন নেলীকে ফ্যানের বাতাস পাওয়া যায়, এমন জায়গায় গিয়ে বসার পরামর্শ দেয়। এভাবে যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে একজনের সাথে অন্যজনের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই বলা যায়, পরিবারই যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মানসিকতা গড়ে তোলে যা ভবিষ্যতে স্বার্থত্যাগে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।



গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

দরিদ্র পরিবারের ৮ম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী সুমি। নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় স্কুলের কিছু পরীক্ষার খাতা স্বল্পমূল্যে কিনে ঠোঙ্গা বানায় এবং তা কয়েকটি দোকানে বিক্রি করে। তাছাড়া মার সাথে ঘরের সামনে খালি জায়গায় শাক-সবজি চাষ করে। এতে তার পড়াশোনায় তেমন ক্ষতি হয় না। বরাবরই সে পরীক্ষায় প্রথম হয়।

- ক. সম্পদ কী? ১  
খ. শক্তির যথাযথ ব্যবহার- ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. সুমি পরিবারের অভাব পূরণে কোন সম্পদের ব্যবহার করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে সুমির কর্মকাণ্ডের পেছনে ইচ্ছাশক্তি ও সামাজিক সুবিধাদির ভূমিকা অপরিসীম- মূল্যায়ন কর।

৪

**▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. সম্পদ হচ্ছে আমাদের সকল চাহিদা পূরণের হাতিয়ার।

খ. শক্তি একটি মানবীয় সম্পদ। এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যেকোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সে যত্নবান কম শক্তি ব্যবহার হয়। শক্তিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে তা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্রান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। তাই শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর ফলে শক্তির অপচয় রোধ করা যায়।

গ. সুমি পরিবারের অভাব পূরণের মানবীয় সম্পদ ব্যবহার করেছে। প্রতিটি পরিবারের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিটা মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়। সুমিদের পরিবারেও কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং তা পূরণের জন্য তারা সকলেই সচেষ্ট। সুমি মেধাবী ছাত্রী এটা তার বিশেষ মানবীয় সম্পদ। তাছাড়া পরিবারের সচ্ছলতার জন্য সে তার মানবীয় সম্পদ মেধা, বুদ্ধি, আগ্রহ, দক্ষতা ইত্যাদি দ্বারা পরিবারের অভাব পূরণ করেছে। এই সম্পদগুলো দেখা যায় না, পরিমাপও করা যায় না। কিন্তু এই সম্পদগুলোর ব্যবহার দ্বারা অনেক লক্ষ্য অর্জন করা যায়। মানবীয় সম্পদগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরও পরিবারের অনেক উন্নয়ন ঘটানো যায়। যেমনটা উদ্দীপকে সুমি করেছে।

ঘ. উদ্দীপকে সুমির কর্মকাণ্ডের পিছনে ইচ্ছাশক্তি ও সামাজিক সুবিধাদির ভূমিকা অপরিসীম। সুমি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রী। তাই তাকে জীবন পরিচালনার তাগিদে জীবিকার্জনে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তার এ ব্যস্ততা তাকে পিছিয়ে দিতে পারেনি। বরং ইচ্ছা শক্তির জোরে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়। উদ্দীপকের সুমির তাই পড়াশোনার তেমন ক্ষতি হয় না বরং বরাবরই সে পরীক্ষায় প্রথম হয়। তার এ সাফল্যের পিছনে ইচ্ছাশক্তির সাথে সামাজিক সুবিধাদিও কাজ করেছে। সে স্কুল, বাজার ও প্রধান শিক্ষকের সহায়তার মতো সামাজিক সুবিধাদি সঠিকভাবে কাজে লাগায়। এই সুবিধাদির অভাব থাকলে তার পক্ষে সাফল্য অর্জন করা দুষ্কর ছিল। সুতরাং আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুমির কর্মকাণ্ডের পেছনে ইচ্ছাশক্তি ও সামাজিক সুবিধাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন-৪▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

পূর্ণি ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনায় তার বেশ আগ্রহ। শিক্ষকগণের বুঝিয়ে দেয়া পাঠ আয়ত্ত করার পাশাপাশি সে শিক্ষামূলক বিভিন্ন বইপত্র পড়ে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে সে নিজের হাতেই তার স্কুলের জামা ধুয়ে দেয়। মাঝে মাঝে বেড়াতেও যায়। গেল অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সে সকল বিষয়ে A+ পায়। পূর্ণি বিশ্বাস করে, তার সফলতার পেছনে বিশেষ একটি সম্পদের পরিকল্পনার অবদান অনেক বেশি।

- ক. শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য কোনটি প্রয়োজন?১  
খ. “সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়”- কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. পূর্ণি কোন সম্পদটির পরিকল্পনার কথা বলেছে?- ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. জীবনে সফলতা আনার জন্য আমাদের সকলেরই পূর্ণিকে অনুসরণ করা উচিত- বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

ক. শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

খ. মানবজীবনে সময় এমন একটি সম্পদ, যা সবার জন্য সমান এবং একেবারেই সীমিত। তাই সবারই সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। সময়মতো সব কাজ করলে কাজ জমে যায় না এবং সকল প্রয়োজনীয় কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। আর সময়ের কাজ সময়ে না করলে কাজ জমে যায় ও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণেই প্রচলিত বচনে বলা হয়, সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

গ. পূর্ণি সময় সম্পদটির পরিকল্পনার কথা বলেছে। কারণ মানুষের জীবনে সময় এমনই এক সম্পদ, যা সবার জন্য সমান এবং একেবারেই সীমিত। এই সীমিত সময়ের মধ্যে যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থবহ কাজ দিয়ে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে, জীবনে সে তত বেশি সফলকাম হবে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রতিদিন আমাদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই একে বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ চাহিদা অনুযায়ী আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। সে কারণেই সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের কম সময়ে বেশি কাজ করা ও সময়ের অপচয় যেন না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এজন্য আমাদের সবাইর সময় পরিকল্পনা থাকা উচিত। উদ্দীপকের পূর্ণি সময় পরিকল্পনা

করে কাজ করে বলে সফল হতে পেরেছে বলেই সে এর পরিকল্পনার কথা বলেছে।

- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পূর্ণির সফলতার পেছনে যে বিশেষ বিষয়টির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা হলো সময় পরিকল্পনা। কখন কোন কাজ করবে তার জন্য একটি সময় পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করে। ফলে তার সময়ের সদ্ব্যবহার হয় এবং সকল কাজ সময়মতো শেষ হয়ে যায়। তাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। আমাদেরও উচিত সময় পরিকল্পনা করে কাজ করা। কারণ সময় পরিকল্পনা করে কাজ করলে করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা জন্মে; সময়মতো কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে; কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে। প্রতিটা কাজে কতটুকু সময় ব্যয় হয় তার ধারণা জন্মে এবং সময় মতো কাজ শেষ করা যায়। বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। ফলে জীবনে সকল কাজে সফলতা অর্জন করা যায়। উদ্দীপকের পূর্ণিও সময় পরিকল্পনা করে কাজ করায় সফলতা অর্জন করতে পেরেছে তাই আমাদেরও উচিত তাকে অনুসরণ করা।

#### প্রশ্ন-৫▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গৃহকর্তী শিমু একাই ঘরের কাজ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেন। প্রায়ই তিনি উপড় হয়ে ঘর বাডু দেন। ইদানীং তিনি কোমরে ব্যথা অনুভব করছেন। শিমুর শাণ্ডি বিষয়টি বুঝতে পেরে শিমুকে বলেন, “সঠিকভাবে কাজ করলে কাজ সহজ ও শক্তির অপচয় কম হয়।”



- ক. বাজেট কী? ১  
খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. শিমুর কোমর ব্যথা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. শিমুর শাণ্ডির পরামর্শটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বাজেট হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা।
- খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে সীমিত সম্পদকে বোঝায়। এটা সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন- একজন ব্যক্তির সারা দিন-রাত মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টা সময়, যা একেবারেই সীমিত। আবার একটা পরিবারের সীমিত আয় বা সীমিত জায়গা ইত্যাদি সম্পদের সীমাবদ্ধতাই নির্দেশ করে।
- গ. শিমুর কোমর ব্যথা হওয়ার কারণ হলো শক্তির পরিকল্পনা না করা।  
অর্থ ও সময়ের মতো শক্তি পরিবারের একটি অন্যতম সম্পদ যা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবারের অনেক লক্ষ্য অর্জিত হয়। তাই যে কোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন কম শক্তি ও শ্রম ব্যয় হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত শিমু প্রায়ই উপড় হয়ে ঘর বাডু দেন। ফলে তার সঠিক দেহভঙ্গি বজায় থাকে না। আর কাজের সময় সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় না থাকার কারণে তার কোমর ব্যথা হয়েছে। তাছাড়া এভাবে কাজ করলে অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় হয়। কাজ করার সময় সঠিক দেহ ভঙ্গিতে কাজ করা প্রয়োজন। উদ্দীপকের শিমু উপড় না হয়ে যদি দাঁড়িয়ে ঘর বাডু দিতেন তাহলে তার কোমর ব্যথা হতো না, শক্তিও কম খরচ হতো। তাই বলা যায়, শক্তি পরিকল্পনার অন্যতম বিবেচ্য বিষয় সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় না রাখার জন্যই শিমুর কোমর ব্যথা হয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকে শিমু গৃহকর্তী হওয়ায় ঘরের সব কাজ তিনি একাই সম্পন্ন করেন। শিমুর কাজ করার কৌশল দেখে তার শাণ্ডি কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে করার পরামর্শ দেন। সারাদিনের কাজের তালিকাটি সময় অনুযায়ী সাজাতে এবং কোন কাজে কেমন শক্তি লাগবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে বলেন। একটি কাজ ভালোভাবে শেষ করার জন্য একই সময়ে কেবল একটি কাজ হাতে নিতে হবে। কাজের সময় দুই হাত ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও সঠিক দেহ ভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করতে হবে এবং ভারি কাজের পর হালকা কাজ করতে হবে। কাজ সহজকরণ ও শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে। শিমু এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে কাজ করলে কম শক্তি ব্যয় করে সহজে অনেক কাজ করতে পারবেন এবং কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তি আসবে না। সুতরাং শিমুর শাণ্ডির পরামর্শটি যুক্তিযুক্ত।



#### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন-৬▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সিরাজ আলী একজন মুদি দোকানদার। তার একার উপার্জনে সংসার চালাতে স্ত্রী আরিফাকে হিমশিম খেতে হতো। ছেলেমেয়েদের কোনো বাড়তি চাহিদা তিনি পূরণ করতে পারতেন না। তাই তিনি ঘরে বসে বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈরি করা শুরু করেন। সিরাজ আলী সেগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। এতে তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধি পায় এবং আরিফা তাদের সংসারের চাহিদাগুলো ভালোভাবে পূরণ করতে সক্ষম হন।



- ক. ঘাটতি বাজেট কাকে বলে? ১  
খ. ‘সম্পদের ব্যবহার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল’- ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. সিরাজ আলীর পরিবারের অভাব পূরণে কোন সম্পদের ভূমিকা বেশি? বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. “পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে উক্ত সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার আবশ্যিক।” উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।
- খ. যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো সম্পদকে এককভাবে ব্যবহার না করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক সম্পদকে একত্রে ব্যবহার করা হয়। কারণ কাজ করতে গেলেই আমাদের অর্থ, সময়, শক্তি, দক্ষতা ইত্যাদি সম্পদগুলো প্রয়োজন হয়। আর এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদগুলো যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।
- গ. সিরাজ আলীর পরিবারের অভাব পূরণে মানবীয় সম্পদের ভূমিকা বেশি। কেননা সিরাজ আলী একজন মুদি ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায় পরিচালনায় তাকে নগদ অর্থের তুলনায় বুদ্ধি, দক্ষতা, আগ্রহ ইত্যাদি অনেক বেশি ব্যবহার করতে হয়। আর বুদ্ধি, দক্ষতা, আগ্রহ মানবীয় গুণাবলীর অন্তর্গত। সিরাজ আলীকে পরিবারের চাহিদা পূরণে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য তার স্ত্রী আরিফা ঘরে বসে বাঁশ ও বেত দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করে সিরাজ আলীর মাধ্যমে সেগুলো বাজারে বিক্রি করেন। এভাবে পরিবারের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে আরিফার বুদ্ধি, দক্ষতা ও আগ্রহ ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ পরিবারের লক্ষ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য সিরাজ আলী এবং তার স্ত্রী আরিফা নিজেদের পরিবারের যে সম্পদগুলো ব্যবহার করছেন সেগুলোর মধ্যে মানবীয় সম্পদের পরিমাণই বেশি।
- ঘ. পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে সিরাজ আলীর পরিবারের অভাব পূরণে সর্বাধিক সহায়তাকারী মানবীয় সম্পদের পাশাপাশি বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার আবশ্যিক। কেননা মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার ছাড়া কোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। উদ্দীপকে সিরাজ আলীর সামান্য উপার্জন দিয়ে পরিবারের লক্ষ্য পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন স্ত্রী আরিফা। পরবর্তীতে তিনি তার বুদ্ধি, দক্ষতা ও আগ্রহ প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলি ব্যবহার করে পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হন। কিন্তু আরিফা যদি এসব মানবীয় গুণাবলির অধিকারী না হতেন অর্থাৎ তাদের পরিবারে যদি এই মানবীয় সম্পদগুলো না থাকত তাহলে সিরাজ আলীর একার উপার্জনে পরিবারের চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হতো না। সিরাজ আলীর পরিবারের মতো আরও এমন অনেক পরিবার আছে যাদের তেমন অর্থ নেই কিন্তু মানবীয় সম্পদ আছে যেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে তারা তাদের পরিবারের চাহিদাগুলো সহজেই পূরণ করতে পারবেন। সুতরাং প্রতিটি পরিবারকে তাদের বস্তুগত এবং মানবীয় সম্পদগুলো যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবারের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হতে হবে।

#### প্রশ্ন-৭▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হোসনে আরা তার পরিবারের সব কাজ নিজ হাতে করেন। কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি সময়ের দিকে খেয়াল করেন না। সারাদিনই তিনি একটার পর একটা কাজ করেন। কাপড় ধোয়ার মতো ভারী কাজ এবং হালকা কাজের পার্থক্যও করেন না। তিনি মনে করেন সব কাজই সমান।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- ক. সম্পদ কী? ১
- খ. গৃহ সম্পদ ছাড়া পরিবারে কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় না— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কোন কৌশল অবলম্বন করলে হোসনে আরাকে সারাদিন কাজ করতে হতো না? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. হোসনে আরার মতো তুমিও কি মনে কর সব কাজই সমান? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. সম্পদ হচ্ছে আমাদের সকল চাহিদা পূরণের হাতিয়ার।
- খ. গৃহ ব্যবস্থাপনায় গৃহ সম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। গৃহের প্রতিটি কাজের জন্যই গৃহ সম্পদ প্রয়োজন। প্রতিটি কাজের জন্য যেমন আমাদের অর্থ, জমিজমা, বাড়ি, বস্তুসামগ্রী ইত্যাদি বস্তুগত সম্পদের প্রয়োজন তেমনি শক্তি, সময়, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি মানবীয় সম্পদেরও প্রয়োজন। এই উভয় প্রকার সম্পদ ছাড়া পরিবারের কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় না।
- গ. সময়-তালিকা করে কাজ করলে হোসনে আরাকে সারাদিন কাজ করতে হতো না। সময়-তালিকা আমাদের সীমিত সময়ে অধিক কাজ করতে এবং সময়ের অপচয় রোধ করতে সহায়তা করে। হোসনে আরা কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো সময়-তালিকা অনুসরণ করেন না। তিনি সারাদিন এলোমেলোভাবে একটার পর একটা কাজ করেন। কোন কাজে কত সময় ব্যয় হলো তার প্রতি খেয়াল রাখেন না। তার কোনো কাজ সময়মতো শেষ হয় না বিধায় তাকে সারাদিন কাজ করতে হয়। কিন্তু তিনি যদি সময়-তালিকা তৈরি করে সেই অনুযায়ী প্রতিদিন কাজ করতেন তাহলে তিনি তার করণীয় কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারতেন। তার মধ্যে সময়মতো কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠত। প্রতিটা কাজে তার কতটুকু সময় ব্যয় হয় তার ধারণা জন্মাতো। তার কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ত। ফলে তার সব কাজ সময়মতো শেষ হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে তাকে এভাবে সারাদিন কাজ করতে হতো না।
- ঘ. হোসনে আরার মতো আমি মনে করি না যে সব কাজই সমান। কারণ আমি জানি হালকা কাজে সময় কম লাগে এবং কম শক্তি ব্যয় হয়। তাই হালকা কাজে আমরা ততটা ক্লান্ত হই না। একটা হালকা কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা আরেকটা হালকা বা ভারী কাজ করতে পারি। কিন্তু যেকোনো ভারী কাজে অনেক সময় লাগে এবং অধিক শক্তি ব্যয় হয়। তাই ভারী কাজ করার পর আমাদের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমরা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তাই আমাদের কোনো ভারী কাজের পর হালকা কাজ এবং সম্ভব হলে বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এতে শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয় এবং নতুন করে কাজ করার শক্তি পাওয়া যায়। হোসনে আরা এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেন না বলেই যেকোনো কাজে তার সময় ও শক্তি বেশি খরচ হয়। তাই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সব কাজ কখনও সমান হতে পারে না।



**প্রশ্ন-৮ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

নিখিল ও নাদিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের দম্পতি। তারা দুজনেই চাকরি করেন এবং প্রতি মাসে তাদের উভয়ের মোট আয় ৩০,০০০ টাকা। এই সীমিত অর্থ দ্বারা পরিবারের যাবতীয় চাহিদা যথাযথভাবে পূরণের লক্ষ্যে প্রতি মাসের প্রথমে নাদিয়া একটি বাজেট প্রস্তুত করেন। বাজেট অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করায় মাস শেষে তার আয় ও ব্যয় সমান হয়।

- ক. উপযোগ কী? ১  
খ. কীভাবে অর্থের অপচয় রোধ করা যায়? ২  
গ. নাদিয়া তার পরিবারের জন্য যে ধরনের বাজেট প্রস্তুত করেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩  
ঘ. উক্ত বাজেট করার সময় নাদিয়ার কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখার প্রয়োজন পড়ে? বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. উপযোগ হচ্ছে দ্রব্যের সেই গুণ যা দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়।  
খ. অর্থ পরিবারের একটি অন্যতম ও প্রধান বস্তুগত সম্পদ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন উপায়ে এই অর্থ উপার্জন করে থাকে। আমাদের চাহিদা অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় অর্থ খুবই সীমিত। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করতে পারলে আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ করার পাশাপাশি অর্থের অপচয় রোধ করা যায়।  
গ. নাদিয়া তার পরিবারের জন্য সুশম বাজেট প্রস্তুত করেন। সুশম বাজেটে আয় ও ব্যয়ের অর্থ সমানভাবে মিলে যায়। এ ধরনের বাজেটে অর্থ সংকটে পড়তে হয় না। নাদিয়া মাসের প্রথমেই পারিবারিক বাজেট তৈরি করেন এবং বাজেট অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করেন। সীমিত অর্থ দ্বারাই পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করেন। বাজেট অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করায় মাস শেষে তার আয় ও ব্যয় সমান হয়, যা সুশম বাজেটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুশম বাজেট ছাড়া অর্থ ব্যয় করলে অর্থ সংকটে যেমন পড়তে হয় তেমনি প্রয়োজনীয় চাহিদাও পূরণ হয় না। সুশম বাজেট অর্থের অপচয় রোধ করে এবং পরিবারে সচ্ছলতা আনতে সাহায্য করে।  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাদিয়া প্রতি মাসের শুরুতে পরিবারের সীমিত আয় দ্বারা পরিবারের চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ করার লক্ষ্যে একটি বাজেট প্রস্তুত করেন। উক্ত বাজেটটি যথাযথভাবে করার জন্য তার তিনটি মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখার প্রয়োজন পড়ে। প্রথমত, নাদিয়ার পরিবারের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ভিত্তিতে তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে চাহিদা তৈরি হয়। তাই নাদিয়াকে তার পারিবারিক লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে বাজেট তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়ত, নাদিয়াকে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিদের অর্জিত মোট আয় নিরূপণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাকে তার ও তার স্বামীর অর্জিত আয় একত্রিত করে পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়। তৃতীয়ত, নাদিয়াকে যে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয় তা হলো পরিবারের ব্যয়ের খাতগুলো। তাকে পরিবারের ব্যয়ের খাতগুলো প্রয়োজনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজাতে হয় এবং কোন খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে নাদিয়া তার পরিবারের জন্য বাজেট তৈরি করেন বলেই তিনি তাদের পরিবারের সীমিত আয় দ্বারা সফলভাবে তার পরিবারের ব্যয়কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

**প্রশ্ন -৯ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

ফরিদা বেগম একজন গৃহকর্তা। তিনি সারাদিন ঘরের বিভিন্ন কাজকর্ম করেন। পারিবারিক সকল দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। তিনি সীমিত সম্পদের মধ্যে সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন। তার প্রতিটি কাজেই পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

- ক. অর্থ ও বস্তুসামগ্রী কোন ধরনের সম্পদ? ১  
খ. যৌথ সম্পদ হিসেবে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের উপায় লেখ। ২  
গ. ফরিদা বেগম কীভাবে সীমিত সম্পদের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন মেটান? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ফরিদা বেগম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদের যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

**▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶**

- ক. অর্থ ও বস্তুসামগ্রী হচ্ছে অমানবীয় সম্পদ।  
খ. একটি কক্ষে একাধিক সদস্য থাকতে পারে। যার বেশি বাতাসের প্রয়োজন সে পাখার সোজাসুজি নিচে বসবে। আর যার কম বাতাসের প্রয়োজন সে পাখা থেকে দূরে থাকতে পারে। অসুস্থ কোনো সদস্যের পাখার বেশি বাতাসে ক্ষতি হলে আস্তে পাখা চালাতে হবে।  
গ. ফরিদা বেগম বাজেট করে সীমিত সম্পদের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন মেটান। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য সীমিত অর্থের ভবিষ্যৎ খরচের পরিকল্পনাই হচ্ছে বাজেট। এই বাজেট তৈরি করার জন্য ফরিদা বেগম প্রথমে তার পরিবারের লক্ষ্য স্থির করে নেন। তারপর তিনি বিভিন্ন আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়গুলো হিসাব করে নেন। সবশেষে পরিবারের ব্যয়ের খাতগুলো নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাতগুলো সাজান। তিনি পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি তালিকা তৈরি করেন। প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম

সঠিকভাবে জেনে তা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর কোন খাতে কত ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিও খেয়াল রাখেন। এভাবেই ফরিদা বেগম সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সব প্রয়োজন মেটান।

- ঘ. ফরিদা বেগম একজন গৃহিণী। গৃহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাকে বহুমুখী অবদান রাখতে হয়। তাকে একদিকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় অপরদিকে বুদ্ধি খাটিয়ে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে বিভিন্ন রকম সম্পদ একত্রে প্রয়োগ করতে হয়। তিনি যদি কেবল বাড়িঘর, আসবাবপত্র পরিষ্কার করে শারীরিক পরিশ্রম করেন তবে তার গৃহের অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশ অকেজো থেকে যাবে। কেননা বাজেট প্রণয়ন, খাবার মেনু পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্য ফরিদা বেগমের মেধা ও বুদ্ধি খাটানো আবশ্যিক। যেকোনো কাজ করার জন্যই অর্থ, সময়, শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি একাধিক সম্পদ ব্যবহার করতে হয়। ফরিদা বেগমও শক্তি ও বুদ্ধির মতো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদগুলো গৃহ পরিচালনায় ব্যবহার করে পরিবারের সদস্যদের সফল চাহিদা মেটাতে সক্ষম হোন। সুতরাং বলা যায়, ফরিদা বেগম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সম্পদের যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করেন।

#### প্রশ্ন-১০ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রহিতের জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের খবর খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। সবাই সে খবর পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে খবরের কাগজ টানাটানি শুরু করে। তাদের মা এ ধরনের খবর পড়ার কৌশল বললেন এবং যৌথ সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে সহনশীল হওয়ার কথা বললেন। [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. কোন সম্পদ সবার জন্য সমান এবং সীমিত? ১  
খ. সময়-তালিকার প্রয়োজন কেন ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. রহিতের মা ফল প্রকাশের মতো খবর কীভাবে পড়ার কথা বললেন? বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. “সহনশীলতাই যৌথ সম্পদ ব্যবহারে সহায়ক”—রহিতের মায়ের উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

#### ▶◀ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶◀

- ক. সময় সবার জন্য সমান এবং সীমিত।  
খ. সীমিত সময়ে অধিক কাজ করা এবং সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজন সময় তালিকা। সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করলে সময় মতো কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে এবং অবসর ও বিনোদনের সময় পাওয়া যায়।  
গ. রহিতের মা ফল প্রকাশের মতো খবর জোরে পড়ার কথা বললেন। খবরের কাগজ হলো যেকোনো সংবাদ প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ বিশেষ কিছু খবর প্রকাশ করে। তেমনই একটি খবর রহিতের জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এমন উত্তেজনাপূর্ণ খবর পড়ার জন্য সবাই উদ্বীর্ণ থাকে। তাই সবাই খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করতে থাকে। রহিতের মা বললেন এমন খবর একজন জোরে পড়বে এবং অন্যরা তা শুনবে। এতে সবাই এক সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। রহিতের মায়ের পরামর্শ মতো তারা সেভাবেই খবর পড়ে এবং মিলিতভাবেই আনন্দ প্রকাশ করে। এই ধরনের মনোভাব পারিবারিক বন্ধনকে আরও মজবুত করে।  
ঘ. সহনশীলতাই যৌথ সম্পদ ব্যবহারে সহায়ক- রহিতের মায়ের এই উক্তিটি যথার্থ। কারণ আমাদের পরিবারের বেশির ভাগ সম্পদই যৌথ সম্পদ। এই সম্পদগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। পারিবারিক যৌথ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। উদ্দীপকে রহিতের জেএসসি পরীক্ষার ফল দেখার জন্য সবাই খবরের কাগজ টানাটানি করছিল। এমন পরিস্থিতিতে খবরের কাগজ ছিঁড়ে যেতে পারত। একের সাথে অন্যের মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারত। এমন আনন্দময় পরিবেশ একটু সমঝোতার অভাবে নষ্টও হয়ে যেতে পারত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সকলের সহযোগিতায় আমরা একসঙ্গে অনেক আনন্দময় পরিবেশ উপভোগ করতে পারি। অর্থাৎ সহনশীলতার মাধ্যমে যৌথ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হয়।



#### সৃজনশীল প্রশ্নব্যংক



প্রশ্ন-১১ ▶ মিনা ও রিনা দুই বোন হলেও স্বভাবে একেবারে আলাদা। মিনা রুটিন করে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করে। কিন্তু রিনা টিভি দেখে সময় নষ্ট করে। ফলে মিনা পরীক্ষার সময় অনেক না পড়েও ভালো ফলাফল করে। অন্যদিকে রিনা পরীক্ষার সময় দিনরাত পড়েও ফেল করে। তখন মিনা রিনাকে বলে, “সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়।

- ক. প্রতিদিন আমাদের জন্য কত সময় বরাদ্দ আছে? ১  
খ. পারিবারিক বাজেট কেন করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. “সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়” উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. “দুই বোনের মধ্যে মিনাই সঠিক।”—যুক্তিসহকারে তোমার মত দাও। ৪

**প্রশ্ন-১২** ▶ মিসেস মনিরা একজন কর্মজীবী গৃহিণী। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অফিস ও গৃহের সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। তিনি পরিকল্পনার মাধ্যমে সময় ও অর্থের ব্যবহার, রান্না করা, ঘর গোছানো যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। ফলে তিনি কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েন না এবং সময়মতো পরিবারের সদস্যদের সব রকমের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

ক. কোন সম্পদটি সবার জন্য সমান? ১

খ. উদ্ধৃত বাজেট ভালো কেন? ২

গ. মিসেস মনিরা অফিস ও গৃহের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেও কেন ক্লান্ত হয়ে পড়েন না? কারণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'মিসেস মনিরার মতো মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব'—উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### □ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ১ ১ গৃহ সম্পদ কী?

উত্তর : গৃহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত সম্পদগুলোকে গৃহ সম্পদ বলে।

প্রশ্ন ২ ২ ১ ব্যক্তিবিশেষে কোন সম্পদের তারতম্য ঘটে?

উত্তর : ব্যক্তিবিশেষে শক্তি সম্পদের তারতম্য ঘটে।

প্রশ্ন ৩ ৩ ১ বাজেট মূল্যায়ন কী?

উত্তর : বাজেট কতটুকু ফলপ্রসূ হলো তা মূল্যায়ন করাই বাজেট মূল্যায়ন।

প্রশ্ন ৪ ৪ ১ যৌথ সম্পদ ব্যবহারে কোনটি ত্যাগ করতে হয়?

উত্তর : যৌথ সম্পদ ব্যবহারে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

প্রশ্ন ৫ ৫ ১ যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম কোনটি?

উত্তর : যোগাযোগের অন্যতম সহজ মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন।

### □ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ১ ১ সম্পদের উপযোগ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : উপযোগ হচ্ছে দ্রব্যের সেই গুণ যা দ্বারা মানুষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। সকল সম্পদেরই কমবেশি উপযোগিতা রয়েছে। অর্থাৎ সকল

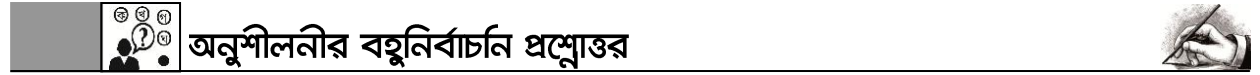
সম্পদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে। তবে সম্পদ ভেদে এর তারতাম্য দেখা যায়। যেমন : টেবিল, চেয়ার ব্যবহার করে আমরা পড়ালেখা করি। তাই এগুলো সম্পদ।

**প্রশ্ন ২ ॥ সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন কেন?**

**উত্তর :** মানুষের জীবনে সময় এমনই এক সম্পদ যা সবার জন্য সমান এবং একেবারেই সীমিত। এই সীমিত সম্পদের মধ্যে যে ব্যক্তি যতবেশি অর্থবহ কাজ দিয়ে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে, জীবনে সে ততবেশি সফলকাম হবে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি সবারই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ৩ ॥ কীভাবে অর্থ পরিকল্পনা করতে হবে?**

**উত্তর :** পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় এনে অর্থ পরিকল্পনা করতে হবে। অন্যান্য পরিকল্পনার মতো অর্থ পরিকল্পনার সময় পরিবারের সকল সদস্যের উপস্থিতি ও তাদের মতামত বা পছন্দ-অপছন্দের গুরুত্ব দিতে হবে। পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করলে পরিবারে অর্থ সংকট দেখা দেবে না এবং যে কোনো পরিস্থিতি সহজেই মোকাবিলা করা যাবে।



- ১। কোনটি মৌমাছি কামড়ালে ঘষে লাগাতে হয়?
  - (ক) ডেটল (খ) টুথপেস্ট
  - পিঁয়াজের রস (ঘ) নারকেল তেল
- ২। সাপে কাটা ব্যক্তির বাঁধন কত মিনিটের বেশি রাখা যাবে না?
  - (ক) ১০ মিনিট (খ) ২০ মিনিট ● ৩০ মিনিট (ঘ) ৪০ মিনিট
- ৩। সাপে কাটলে দংশিত স্থান কত সে.মি. গভীর করে কাটা উচিত?
  - এক সে.মি. (খ) দুই সে.মি. (গ) তিন সে.মি. (ঘ) চার সে.মি.
৮. নিচের কোনটি বড় দুর্ঘটনা?
  - (ক) চোখে কিছু পড়া (খ) কানে কিছু ঢুকে যাওয়া
  - (গ) গলায় কিছু আটকে যাওয়া ● হাড় ফাটা ও ভেঙে যাওয়া
৯. শরীরের কোথাও কেটে গেলে কাটা স্থানটি উঁচু করে রাখতে হয় কীসের জন্য?
  - (ক) রোগীর আরামের (খ) চিকিৎসার
  - (গ) মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহের ● রক্ত পড়া বন্ধ করার
১০. পিঁপড়া কামড় দিলে কীসের রস ঘষে লাগাতে হয়?
  - পেঁয়াজ (খ) আদা (গ) রসুন (ঘ) শসা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যৌথ পরিবারের মেয়ে রুমা স্কুল থেকে ফিরে পানি খেতে যায়। ঘরে পানি না পেয়ে সে কলতলায় পানি আনতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে প্রচণ্ড ব্যথা পায়।

১১. রুমার দুর্ঘটনার জন্য দায়ী- (প্রয়োগ)
  - i. অসাবধানতা ii. দায়িত্বহীনতা iii. অসচেতনতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১২. রুমার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য করণীয়- (উচ্চতর দক্ষতা)
  - i. সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করা ii. কলের নিচে বসে কাজ করা
  - iii. কাজ শেষে কল বন্ধ রাখা
 নিচের কোনটি সঠিক?
  - (ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



পাঠ-১ : গৃহ পরিবেশে নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা

**সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

১৩. আমাদের আশ্রয়স্থল কোনটি? (জ্ঞান)
  - (ক) থিয়েটার ● গৃহ (গ) রাস্তা (ঘ) স্কুল

১৪. গৃহে নিরাপত্তা না থাকলে কী হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) স্বাস্থ্য ভালো থাকে (খ) অর্থ বাঁচে  
 (গ) কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে (ঘ) দুর্ঘটনা ঘটে
১৫. নিরপত্তারূপ ছাদের চারপাশে কী থাকতে হয়? [বিদ্যাময়ী গভ. গার্লস হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]  
 (ক) ফুলের টব (খ) রেলিং (গ) খোলা ইট (ঘ) গাছের ডাল
১৬. আসবাবপত্র ভেঙে গেলে কী করতে হবে? (অনুধাবন)  
 (ক) রেখে দিতে হবে (খ) ফেলে দিতে হবে  
 (গ) দিয়ে দিতে হবে (ঘ) তুলে রাখতে হবে
১৭. কোথায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে?(জ্ঞান)  
 (ক) রাস্তায় (খ) খেলার মাঠে (গ) ছাদে (ঘ) সিঁড়িতে
১৮. বৈদ্যুতিক সুইচ ভেঙে গেলে কী করতে হবে? [এ কে উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা]  
 (ক) মেরামত করতে হবে (খ) রাবার ভরে দিতে হবে  
 (গ) তুলা দিয়ে আটকাতে হবে (ঘ) ভেঙে ফেলতে হবে
১৯. কাচের টুকরা, পিন পড়লে কী করতে হবে? (অনুধাবন)  
 (ক) জমিয়ে রাখতে হবে (খ) খেলা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে  
 (ঘ) তুলে ফেলে দিতে হবে (ঘ) শোপিচ বানাতে হবে
২০. কোনটি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে? (অনুধাবন)  
 (ক) ওষুধ (খ) খেলনা (গ) খাবার (ঘ) পোশাক
২১. কোনটিতে ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে? (অনুধাবন)  
 (ক) ছাদে (খ) বাসে (ঘ) ম্যানহোলে (ঘ) সিঁড়িতে
২২. মেঝেতে পানি পড়লে কী করতে হবে? (অনুধাবন)  
 (ক) ঝাড়ু দিতে হবে (খ) মুছে ফেলতে হবে  
 (গ) ফ্যান ছাড়তে হবে (ঘ) কাজের লোককে বলতে হবে
২৩. প্রাথমিক চিকিৎসার বাসকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রাথমিক ব্যবস্থা (খ) ফাস্ট ইউস  
 (গ) ফাস্ট স্টেপ (ঘ) ফাস্ট এইড বক্স
২৪. জনাব শাহেদ প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে এনে তার পরিবারের জন্য একটি ফাস্ট এইড বক্স তৈরি করলেন। এই বক্সটি তিনি কোথায় রাখবেন?  
 (প্রয়োগ)  
 (ক) বাড়ির ছাদে (খ) বসার ঘরে  
 (ঘ) নিরাপদ জায়গায় (ঘ) গোপন জায়গায়
২৫. প্রাথমিক চিকিৎসার বাসে কোন সরঞ্জামটি রাখা অনুচিত? (অনুধাবন)  
 (ক) ছুরি (খ) কাঁচি (গ) ডেটল (ঘ) দা

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. গৃহ পরিবেশের নিরাপত্তা রক্ষার্থে করণীয় বিষয়গুলো হলো—  
 [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]  
 i. সিঁড়িতে, ছাদের চারপাশে রেলিং তৈরি করা  
 ii. পরিবারের সকলে দলবদ্ধভাবে কাজ করা  
 iii. রান্না শেষে চুলা নিভিয়ে ফেলা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৭. গৃহে পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে—  
 [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ]  
 i. সিঁড়িতে ii. গুদাম ঘরে iii. রান্নাঘরে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৮. গৃহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিখা তার পরিবারের জন্য বয়ে আনতে পারবে —(প্রয়োগ)  
 i. শান্তি ii. কল্যাণ iii. স্বাস্থ্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২৯. বাড়িতে রাখা জরুরি জিনিসটিও কখনো কখনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে—  
 (উচ্চতর দক্ষতা)

i. খাবার ii. ওষুধ iii. কীটনাশক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. শাহীন একটি ফাস্ট এইড বক্স তৈরি করতে চান। এজন্য তার যেসব সরঞ্জাম প্রয়োজন- (প্রয়োগ)

i. স্পিরিট ii. নেইল কাটার iii. কার্বলিক অ্যাসিড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শামীমা চৌধুরী প্রতিদিন বাথরুম, রান্নাঘর ও মেঝে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করেন। তিনি গৃহের সরঞ্জামাদি যথাস্থানে রাখেন। অপরদিকে তার প্রতিবেশী শারমিন বেগম এসব ব্যাপারে উদাসীন।

৩১. শামীমা চৌধুরী কোন বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দেন? (প্রয়োগ)

ক গৃহের সৌন্দর্য খ গৃহের বিন্যাস  
● গৃহের নিরাপত্তা ঘ গৃহের পরিপাটি

৩২. শারমিন বেগম উদাসীন থাকার ফলে- (উচ্চতর দক্ষতা)

i. গৃহের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে  
ii. পরিবেশ দূষিত হবে  
iii. পরিবারের সদস্যদের আঘাতপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

### পাঠ-২ : বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩. দুর্ঘটনা কত প্রকার?

● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৩৪. নিচের কোনটি ছোট দুর্ঘটনা?

ক হাড় ফাটা খ তড়িতাহত ● কেটে যাওয়া ঘ আঙুলে পোড়া

৩৫. আঙুলের চাপ লাগলে সেই স্থান কেমন হয়? [বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক সাদা খ লাল ● নীল ঘ কালো

৩৬. চাপা লাগা স্থানে কী করতে হবে?

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টে পাবলিক স্কুল, নাটোর]

ক গরম স্যাকা দিতে হবে খ গরম পানি দিতে হবে

● ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে ঘ পরিষ্কার পানি ঢালতে হবে

৩৭. বরফখন্ড কাপড়ে পেঁচিয়ে ধরতে হয় কোন দুর্ঘটনায়? (জ্ঞান)

ক নখের কোণা দেবে গেলে খ কাটা ফুটলে

● আঙুলে চাপ লাগলে ঘ চোখে কিছু পড়লে

৩৮. স্যাভলন ব্যবহার করতে হবে কোন ক্ষেত্রে? (অনুধাবন)

ক চোখে কিছু পড়লে খ আঙুলে চাপ পড়লে

● নখের কোণা দেবে গেলে ঘ জিহ্বা কেটে গেলে

৩৯. চোখে কিছু পড়লে কী দিয়ে ধুতে হবে? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]

ক ডাবের পানি ● পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি

গ গরম পানি ঘ লবণ পানি

৪০. রান্নার সময় হাতে গরম ভাপ লাগলে আক্রান্ত স্থানে কোনটি লাগাতে হবে? (জ্ঞান)

ক ডেটল খ নেভানুল ক্রিম গ স্পিরিট ● বরফ

৪১. কোন ক্ষেত্রে টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হয়? (অনুধাবন)

ক নখের কোণা দেবে গেলে খ পেশীতে চাপ লাগলে

গ কাঁটা ফুটলে ● গরম ভাপ লাগলে

৪২. দা বা ছুরি দিয়ে হাত কেটে গেলে কী করতে হয়? (অনুধাবন)

ক চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় খ গরম ভাপ লাগাতে হয়

গ ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হয় ● নেভানুল ক্রিম লাগাতে হয়

৪৩. মৌমাছি, পিঁপড়া কামড়ালে কোনটির রস ঘষে লাগাতে হবে?

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা]

- পিঁয়াজ                      (খ) রসুন                      (গ) আদা                      (ঘ) হলুদ

৪৪. ভাত খাওয়ার সময় মিজানের গলায় মাছের কাঁটা আটকে যায়। কাঁটা নামানোর জন্য সে কী খাবে? (প্রয়োগ)

- (ক) ডাবের পানি                      (খ) গরম দুধ                      ● পাকা কলা                      (ঘ) মিষ্টি আপেল

৪৫. চোখে কিছু গেলে কোনোক্রমেই হাত দিয়ে চোখ ঘষা উচিত নয়। কারণ এতে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- কি) চোখ নষ্ট হতে পারে  
খ) চোখ ফেটে যেতে পারে  
● চোখের অনেক ক্ষতি হতে পারে  
ঘ) চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে

৪৬. কানে পিঁপড়া বা পোকা ঢুকলে কী করা উচিত? [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

- কি কানে তেল দেওয়া ● কিছু সময় শ্বাস বন্ধ রাখা  
গ কটনবার দিয়ে কান খোঁচানো ঘ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা

৪৭. কিছু সময় শ্বাস বন্ধ রাখা উচিত কোন ক্ষেত্রে?

[অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

- (ক) কীটপতঙ্গ দংশনে ● কানে কিছু ঢুকলে  
 (গ) গলায় কিছু আটকালে ঘ) কাঁটা ফুটলে

☐ ☐
 বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. ছোট দুর্ঘটনা ঘটলে— (অনুধাবন)

- i. মারাত্মক আকার ধারণ করে না
  - ii. জীবনের মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়
  - iii. প্রাথমিক চিকিৎসায় সেরে যায়
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ☐ ক  $i$  ও  $ii$ 
                 
 ☒ গ  $i$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঘ  $ii$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঙ  $i, ii$  ও  $iii$

৪৯. ছোট দুর্ঘটনা হিসেবে ধরা হয়- (অনুধাবন)

- i. হাড় ফেটে যাওয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?

- ☐ ক  $i$  ও  $ii$ 
                 
 ☐ খ  $i$  ও  $iii$ 
                 
 ☒ গ  $ii$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঘ  $i$ ,  $ii$  ও  $iii$

৫০. রান্নার সময় গরম ভাপ লাগলে আক্রান্ত স্থানে—

[এ কে উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা; কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]

- i. ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হবে
  - ii. নারিকেল তেল বা টুথপেস্ট লাগাতে হবে
  - iii. গরম পানি ঢালতে হবে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- $i$  ও  $ii$                       (খ)  $i$  ও  $iii$                       (গ)  $ii$  ও  $iii$                       (ঘ)  $i$ ,  $ii$  ও  $iii$

৫১. দা বা ছুরি দিয়ে শরীরের কোনো স্থান কেটে গেলে— (অনুধাবন)

- i. পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়  
ii. ক্ষতস্থানে লবণ পানি দিতে হয়  
iii. ক্ষতস্থান উঁচু করে রাখতে হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ☐ ক  $i$  ও  $ii$ 
                 
 ☒ গ  $i$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঘ  $ii$  ও  $iii$ 
                 
 ☐ ঙ  $i, ii$  ও  $iii$

৫২. রাব্বি মাঠে খেলতে গেলে তাকে একটি কীট দংশন করলে তার মা তার ক্ষতস্থানে লেবুর রস ঘষে লাগায়। তাকে দংশন করা কীটটি হতে পারে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সাপ                      ii. পিঁপড়া                      iii. মৌমাছি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক)  $i$  ও  $ii$                       (খ)  $i$  ও  $iii$                       ●  $ii$  ও  $iii$                       (ঘ)  $i$ ,  $ii$  ও  $iii$

৫৩. গলায় কিছ আটকে গেলে—

- i. পাকা কলা খেতে হয়  
ii. শুকনা ভাত খেতে হয়  
iii. গরম দধ খেতে হয়

- নিচের কোনটি সঠিক?
- $i$  ও  $ii$                       (খ)  $i$  ও  $iii$                       (গ)  $ii$  ও  $iii$                       (ঘ)  $i$ ,  $ii$  ও  $iii$

৫৪. চোখে কিছু পড়লে হাত দিলে- (অনুধাবন)

[নওয়াব ফয়জুল্লাহ সারকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

- i. চোখ জ্বালা করতে পারে ii. চোখের অনেক ক্ষতি হতে পারে  
iii. চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫৫. কানে পিঁপড়া ঢুকলে—

(অনুধাবন)

- i. খুবই অস্বস্তি লাগে ii. কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখতে হয়  
iii. প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাতুল বারান্দায় বসে ছুরি দিয়ে আম কেটে কেটে খাচ্ছিল। হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে আম কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে।

৫৬. উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে রাতুলের মা'র করণীয় হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. ক্ষতস্থান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা  
ii. ক্ষতস্থান কাপড় দিয়ে চেপে ধরা  
iii. ক্ষতস্থান উঁচু করে ধরে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. জীবাণুনাশক ওষুধ হিসেবে রাতুলের মা কোনটি ব্যবহার করতে পারবে? (প্রয়োগ)

- (ক) পিয়াজের রস ● নেভনল ক্রিম (গ) নারকেল তেল (ঘ) লবণ পানি

### পাঠ-৩ : বড় দুর্ঘটনা (অজ্ঞান হওয়া, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা)

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৮. বড় দুর্ঘটনায় কীসের ঝুঁকি থাকে? (জ্ঞান)

- (ক) আর্থিক ক্ষতির (খ) স্বাস্থ্যহানির  
● মৃত্যুর (ঘ) অজ্ঞান হওয়ার

৫৯. প্রাথমিক চিকিৎসা আহত ব্যক্তিকে কী দিতে পারে? (জ্ঞান)

- (ক) ঘুম ● আরাম (গ) বিশ্রাম (ঘ) অস্বস্তি

৬০. বড় দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত কোনটি? (অনুধাবন)

- (ক) কীটপতঙ্গের দংশন ● আগুনে পোড়া  
(গ) চোখে কিছু পড়া (ঘ) গলায় কিছু আটকে যাওয়া

৬১. মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ কমে গেলে কী হয়?(অনুধাবন)

- (ক) মানুষ ভয় পায় (খ) মানুষ দুর্বল হয়ে যায়  
(গ) মানুষ মারা যায় ● মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়

৬২. অত্যধিক গরম, গ্লুধা, ভয়, দুঃসংবাদ ইত্যাদি কারণে কী হয়?

[নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা]

- মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে (খ) মাংসপেশিতে চাপ পড়ে  
(গ) মাংসপেশী নীল হয় (ঘ) দেহে রক্ত চলাচল কমে

৬৩. অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে কী করতে হবে? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- (ক) শরীরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে ● চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে  
(গ) গরম দুধ খাওয়াতে হবে (ঘ) নাড়ির স্পন্দন লক্ষ্য করতে হবে

৬৪. কেউ অজ্ঞান হলে নিচের কোনটি করতে হবে? [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]

- (ক) মাটিতে গড়াগড়ি করতে হবে  
(খ) চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে  
● কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে  
(ঘ) বাঁশের চটা দিয়ে পা বেঁধে দিতে হবে

৬৫. অজ্ঞান হলে মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সরবরাহের জন্য কী করতে হবে?

[আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার;



- ক) মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে  
খ) শরীরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে  
গ) চোখে, মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে  
● পা উঁচু করে রাখতে হবে
৬৬. দুর্বলতাবশত হঠাৎ করে শিখার মা অজ্ঞান হয়ে গেলে শিখা তার দুই পাটি দাঁতের মাঝে রুমাল গুঁজে দেয়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
ক) তার মা যাতে শ্বাস নিতে পারে  
● তার মা'র যাতে দাঁতে দাঁত লেগে না যায়  
গ) তার মা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে  
ঘ) তার মা যাতে ওষুধ খেতে পারে
৬৭. পোড়া জায়গায় কতক্ষণ পানি ঢালতে হয়? (জ্ঞান)  
ক) ৫-১০ মিনিট  
খ) ৮-১২ মিনিট  
● ১০-১৫ মিনিট  
ঘ) ১২-১৫ মিনিট
৬৮. রান্না করার সময় শাকিলার হাতে গরম তেল গড়ে। ক্ষতস্থানে সে কী দিবে? (প্রয়োগ)  
ক) গরম পানি  
● বরফ  
গ) আদার রস  
ঘ) গরম দুধ
৬৯. বিষধর সাপ কামড়ালে কয়টি দাঁতের চিহ্ন দেখা যায়? (জ্ঞান)  
ক) এক  
● দুই  
গ) তিন  
ঘ) চার
৭০. বিষধর সাপে কাটার চিহ্ন কোনটি? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা]  
● :  
খ) ∴  
গ) ::  
ঘ) ∵
৭১. সাপে কাটলে দংশিত স্থান কতটুকু গভীর করে কাটতে হবে?

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- $\frac{1}{2}$  ইঞ্চি বা ১ সে.মি.  
খ) ১ ইঞ্চি বা ২ সে.মি.  
গ) ২ ইঞ্চি বা ৩ সে.মি.  
ঘ)  $2\frac{1}{2}$  ইঞ্চি বা  $3\frac{1}{2}$  সে.মি.

৭২. সাপটি যদি বিষধর না হয় তাহলে আক্রান্ত স্থান কী দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে?(জ্ঞান)  
ক) গরম পানি  
খ) ঠাণ্ডা পানি  
● জীবাণুনাশক  
ঘ) চুন পানি

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৩. বড় দুর্ঘটনায় মানুষ— (অনুধাবন)  
i. মারাত্মকভাবে আহত হয়  
ii. মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হয়  
iii. প্রাথমিক চিকিৎসায় আরাম পায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
● i, ii ও iii
৭৪. বড় দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত হলো— (অনুধাবন)  
i. আঙুনে পোড়া  
ii. কাঁটা ফুটে যাওয়া  
iii. হাড় ফাটা ও ভেঙে যাওয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
● i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii
৭৫. আমরা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি— (অনুধাবন)  
i. অত্যধিক গরমে  
ii. অত্যধিক দুর্বলতায়  
iii. সুসংবাদ শুনে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
ঘ) i, ii ও iii
৭৬. ঝর্ণা কোনো কারণবশত অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এক্ষেত্রে বাড়ির লোকদের যা করণীয়— (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. তার পা উঁচু করে রাখা  
ii. তার শরীরের কাপড় ঢিলা করে দেওয়া  
iii. তার চোখে, মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii  
খ) i ও iii  
গ) ii ও iii  
● i, ii ও iii

৭৭. মোহনার অসাবধানতার কারণে তার বস্ত্রে আগুন ধরে যায়। এ অবস্থায় তার যা করণীয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলা      ii. মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া  
iii. ক্ষতস্থানে ঠাণ্ডা পানি ঢালা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii

৭৮. কারও বস্ত্রে আগুন লাগলে তাকে জড়িয়ে ধরতে হবে—(অনুধাবন)

- i. ভারী কাঁথা দিয়ে      ii. সিনথেটিক কাপড় দিয়ে  
iii. মোটা চটের বস্ত্র দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      ● i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

৭৯. মাঠে ফুটবল খেলার সময় রাকিনের এক বন্ধুকে সাপে দংশন করল। এ অবস্থায় তার যা করণীয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. আক্রান্ত স্থানের উপরে পর পর দুইটি বাঁধন দেওয়া  
ii. দংশিত স্থান কেটে চাপ দিয়ে রক্ত বের করা  
iii. বন্ধুকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রনি তার বাবার সাথে বারান্দায় বল ছোড়াছুড়ি খেলছিল। বলটি হঠাৎ গড়িয়ে বাগানে চলে গেলে রনিও বাগানে ছুটে যায়। কিছুক্ষণ পর রনির চিৎকার শুনে তার বাবা বুঝতে পারে তাকে সাপে কেটেছে।

৮০. রনির বাবার সর্বপ্রথম কী করণীয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক সাপটিকে খোঁজা      খ পরিবারের সবাইকে ডাকা  
● সাপটি বিষধর কিনা তা লক্ষ করা      ঘ রনিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

৮১. ক্ষতস্থান হতে বিষযুক্ত রক্ত বের করতে রনির বাবা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করবে— (প্রয়োগ)

- i. ধারালো রেড      ii. স্যাভলন      iii. নারকেল তেল

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ i ও iii      গ ii ও iii      ঘ i, ii ও iii

### পাঠ-৪ : হাড় কাটা ও ভেঙে যাওয়া, পানিতে ডোবা, তড়িতাহত

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮২. পড়ে গিয়ে কোন দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে? (জ্ঞান)

- হাড় ফাটা      খ কাঁটা ফুটা      গ সাপে কাটা      ঘ তড়িতাহত

৮৩. কোনোক্রমেই ভাঙা হাড় কী করা যাবে না? (অনুধাবন)

- ক কাউকে দেখানো      ● সোজা করা  
গ কিছুর উপর রাখা      ঘ স্পর্শ করা

৮৪. কাউকে পানিতে ডুবে যেতে দেখলে কী করতে হবে? (অনুধাবন)

- ক নিজে পানিতে নামতে হবে      খ সেখান থেকে সরে যেতে হবে  
● বড়দের সাহায্য চাইতে হবে      ঘ পুলিশের সাহায্য নিতে হবে

৮৫. সাঁতার শেখার সময় রুনি পুকুরের পানিতে ডুবে গেল। তাকে পানি থেকে তুলে এনে প্রথমে কী লক্ষ করতে হবে? (প্রয়োগ)

- ক চোখ      খ হাত      গ পেট      ● শ্বাসক্রিয়া

৮৬. ডুবন্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে তোলার পর কীভাবে রাখতে হবে? (অনুধাবন)

- চিৎ করে শুইয়ে      খ কাত করে শুইয়ে  
গ হেলান দিয়ে বসিয়ে      ঘ সোজা করে দাঁড়িয়ে

৮৭. পানিতে ডুবে গেলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় কীভাবে?

- ক মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে      খ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে  
● শ্বাসনালী ও ফুসফুসে পানি ঢুকে      ঘ পানিতে অক্সিজেন না থাকায়

৮৮. বাঁশ দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় কোন ব্যক্তিকে? (অনুধাবন)

[নওয়াব ফায়জুল্লাহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]



ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রতন ও লিখন পুকুর পাড়ে বল খেলছিল। হঠাৎ করে লিখন পানিতে পড়ে যায়।

৯৮. লিখনকে সাহায্য করার জন্য রতন লিখনের দিকে ছুড়ে মারবে- (প্রয়োগ)

i. কাঠের তক্তা

ii. লোহার খুঁচ

iii. গাছের ডালপালা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

● i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

৯৯. রতনের জন্য কোন কাজটি একেবারেই অনুচিত হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

● নিজে পানিতে নামা

খ বড়দের সাহায্য চাওয়া

গ ভাসমান বস্তু ছুড়ে মারা

ঘ লিখনকে সাহায্য করা



### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন-১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রোকসানা বেগমের গৃহে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় এখানে- সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। গত মাসে রোকসানা বেগমের ছোট ছেলে জাওয়াদ বাথরুমে পিছলে পড়ে হাত ভেঙে ফেলে। এছাড়া একদিন আগে মেঝেতে পড়ে থাকা বে-ডের সাহায্যে তার মেয়ে মিতুর পা কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। মা হাতের কাছে থাকা জীবাণুনাশক দ্রব্য এবং পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। পরবর্তীতে মা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. গৃহের কোন পরিবেশ ক্রান্তি দূর করে?

খ. “গৃহ আমাদের স্বস্তির স্থল”- বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিতুর দুর্ঘটনায় মায়ের গৃহীত ব্যবস্থাটি কি নামে পরিচিত?

তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রোকসানার গৃহ পরিবেশ নিরাপদ কি? বিশেষ-মণ কর।

### ▶▶ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও পরিপাটি পরিবেশ ক্রান্তি দূর করে।

খ. গৃহ হলো পরিবারের আশ্রয়স্থল। সারা দিনের কাজকর্ম শেষে আরাম ও বিশ্রামের জন্য মানুষ ফিরে আসে নিজ গৃহে। ক্রান্ত এই মানুষগুলোকে শান্ত করতে চাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি গৃহ পরিবেশ। নিরাপদ গৃহ পরিবেশ নিশ্চিত হলেই মানুষ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম শেষে মানুষ গৃহকে ভাবতে পারে স্বস্তির স্থল।

গ. মিতুর দুর্ঘটনায় তার মায়ের গৃহীত ব্যবস্থাটি প্রাথমিক চিকিৎসা নামে পরিচিত। হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা বা তাকে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা। রুমাদের গৃহে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তাদের গৃহের পরিবেশ নিরাপদ নয়। এ কারণেই মেঝেতে পড়ে থাকা ব্লেন্ডে মিতুর পা কেটে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। শরীরের কোনো জায়গা ব্লেন্ড কিংবা দা, ছুরি, বাঁটি ইত্যাদিতে কাটলে ক্ষতস্থান কাপড়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে ধরে রক্তপ্রবাহ বন্ধের চেষ্টা চালাতে হয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ হলে জীবাণুনাশক যেমন- স্যান্ডলন, ডেটল, নেভানল ক্রিম ইত্যাদি লাগিয়ে দিতে হয়। গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কাটা স্থান বেঁধে দিতে হয়, যেমনটা মিতুর মা করেছেন। ক্ষত বেশি হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। এই কাজটাও মিতুর মা করেছেন। মিতুকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগ পর্যন্ত মিতুর মায়ের গৃহীত এসব ব্যবস্থাই হলো প্রাথমিক চিকিৎসা।

ঘ. রোকসানার গৃহ পরিবেশ নিরাপদ নয়। কারণ তিনি তার গৃহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন। তাই তার গৃহে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব হয় না। পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। যেকোনো সময় জিনিসপত্র শরীরে লেগে ব্যথা বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমনটা মিতুর ক্ষেত্রে হয়েছে। রোকসানা বেগম অভ্যাসবশত ব্লেন্ড যথাস্থানে রাখেননি বলেই মেঝেতে ব্লেন্ডটি পড়েছিল, যাতে মিতুর পা কেটে গেছে। গৃহ পরিবেশ নিরাপদ রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মেঝেতে শ্যাওলা জমতে না দেয়া। রান্নাঘর ও বাথরুমের মেঝের পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দূর করার জন্য ঝাড়ু দিতে হয়। রোকসানা বেগম বাথরুম যথাসময়ে ঝাড়ু দিতেন না। সে কারণেই পিচ্ছিলিয়ে গিয়ে জাওয়াদের হাত ভেঙে যায়। অর্থাৎ রোকসানা বেগমের এ ধরনের কাজ অসচেতনতার পরিচায়ক। গৃহ পরিবেশ এ রকম রেখে দিলে শুধু বাচ্চারা নয়, পরিবারের বড়রাও যেকোনো সময় দুর্ঘটনার শিকার হবেন। তাই গৃহের নিরাপত্তার স্বার্থে, গৃহ পরিবেশ নিরাপদ করতে রোকসানা বেগমের এমন অভ্যাস দ্রুত বর্জন করে গৃহের পরিবেশ উন্নত করা উচিত।

প্রশ্ন-২ ▶



রাতুলের বন্ধু তকীরের পায়ে সাপ কামড় দেয়। রাতুল চিত্রের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে। কিছুসময় যাওয়ার পর এক প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠে পায়ের এই বাঁধন ৩০ মিনিটের বেশি রাখা ঠিক নয়। এতে বাঁধনের অংশে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়টা বুঝতে পেরে রাতুল ও তার বন্ধুরা মিলিত হয়ে তকীরের পায়ের যথাযথ ব্যবস্থা করে।

- ক. প্রাথমিক চিকিৎসা কী?  
খ. আঙনে পুড়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা হয় কেন?  
বুঝিয়ে লেখ।  
গ. তকীর ক্ষতস্থানে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. চিত্রের আক্রান্ত স্থানের উপর বাঁধন দেওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

#### ২০৭ প্রশ্নের উত্তর

- ক. হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে, আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা বা তাকে সাময়িকভাবে আরাম দেয়ার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।  
খ. শরীরের কোনো অংশ আঙনে পুড়ে গেলে পোড়া অংশে যাতে ফোসকা না পড়ে সেজন্য ক্ষতস্থানে ঠাণ্ডা পানি বা বরফ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত পোড়া জায়গায় ১০-১৫ মিনিট ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হয়।  
গ. উদ্দীপকে তকীরকে সাপে কামড় দেয়। তার বন্ধুরা দেখে তকীরের পায়ে দুই দাঁতের চিহ্ন। এতে তারা বুঝতে পারে যে, তাকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এজন্য তারা সাপে কাটার সাথে সাথে বিষ রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে যাতে শরীরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য আক্রান্ত স্থানের উপরে পর পর দুটি শক্ত বাঁধন দেয়। তারপর ধারালো রেড আঙনে পুড়িয়ে জীবাণু মুক্ত করে তা দিয়ে দংশিত স্থান আধা ইঞ্চি গভীর করে কেটে চাপ দিয়ে রক্ত বের করে দেয়। তারা তকীরকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং তাকে গরম দুধ খেতে দেয়। তকীরকে সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত করতে তারা তাকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়।  
ঘ. সাপে কাটার সাথে সাথে বিষ রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আক্রান্ত স্থানের ওপরে পর পর দুইটি বাঁধন দিতে হয়। রাতুলের বন্ধু তকীরের পায়ে সাপ কামড় দেয়। রাতুল আক্রান্ত স্থানের ওপর বাঁধন দেয়। এতে দেহের অন্যান্য স্থানের সাথে ঐ স্থানের রক্ত প্রবাহ সাময়িক বন্ধ থাকে। এতে বিষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কারণ বিষ ছড়িয়ে পড়লে তকীরের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতো। তবে বাঁধন কোনক্রমেই ৩০ মিনিটের বেশি রাখা যাবে না। কারণ এতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে বাঁধনের নিচের অংশে পচন ধরতে পারে। মূলত রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সাপের কামড়ের ওপর শক্ত করে দুটি বাঁধন দিতে হয়। তাই চিত্রের আক্রান্ত স্থানের ওপর বাঁধন দেওয়া যৌক্তিক।



#### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন -৩১** নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রীষ্মকালের এক দুপুরে মায়া স্কুল থেকে হেঁটে বাসায় ফিরছিল। বাসার সামনে আসার পর তার ছোট ভাই মুরাদের চিৎকার শুনতে পায়। মুরাদ বাগানে খেলতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সাথে হাত আটকিয়ে যায়। মায়া কাঠের তক্তা দিয়ে আঘাত করে ভাইকে বৈদ্যুতিক তার থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে অজ্ঞান হয়ে যায়।

- ক. ফাস্ট এইড বক্স কাকে বলে? ১  
খ. গলায় কিছু আটকে গেলে করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. মায়া কোন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. মুরাদের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তার পরিবারের করণীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩০৮ প্রশ্নের উত্তর

- ক. প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি যে বাক্সে রাখা হয় তাকে ফাস্ট এইড বক্স বলে।  
খ. অনেক সময় মাছের কাঁটা, হাড়ের টুকরা গলায় আটকে যায় ফলে ঢোক গিললে ব্যথা লাগে, অস্বস্তিবোধ হয়। এ ক্ষেত্রে যা করণীয়—  
■ অনেক সময় শুকনা ভাত মুঠা করে না চিবিয়ে গিলে খেলে কাঁটা নেমে যায়।  
■ পাকা কলা খেলেও কাঁটা নেমে যায়।  
■ প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

- গ. মায়া বড় দুর্ঘটনার শিকার। বড় দুর্ঘটনা বলতে সেসব দুর্ঘটনাকে বোঝায় যেগুলো ঘটলে মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয় ও মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এসব দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা ক্ষতির হাত থেকে আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করে সাময়িক আরাম দিতে পারে। উদ্দীপকে মায়া গ্রীষ্মের দুপুরে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরায় তার শরীর দুর্বল ছিল। এমতাবস্থায় ছোট ভাই মুরাদের চিৎকার শুনে সে দৌড়ে বাগানে যায় এবং কাঠের তক্তা দিয়ে আঘাত করে ভাইকে বৈদ্যুতিক তার থেকে সরায়। শারীরিক দুর্বলতা এবং ভাইয়ের দুর্ঘটনায় ভয় পাওয়ায় সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে সুস্থ করে না তুললে তার জীবনে মৃত্যুর মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। তাই বলা যায়, মায়া বড় দুর্ঘটনার শিকার।
- ঘ. মুরাদ বাগানে খেলতে গিয়ে তড়িতাহত হয়েছে। তার এই দুর্ঘটনার জন্য তার পরিবারের লোকজনের অসচেতনতাই দায়ী। এই অসচেতনতার কারণে তার পরিবারের যেকোনো সদস্যের যেকোনো সময় মৃত্যুর মতো ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তার পরিবারের নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক—
১. প্রতি মাসে বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে মেরামত করা।
  ২. কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে ত্রুটি ধরা পড়লে সাথে সাথে তা বদলে ফেলা বা মেরামত করা।
  ৩. মাঝে মাঝে ঘরের বৈদ্যুতিক সুইচ, মেইন সুইচ ইত্যাদি পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে বদলে ফেলা।
  ৪. তড়িতাহত হওয়ার কারণগুলো পরিবারের বড় সবাইকে জানানো এবং এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা।
৫. পরিবারের কেউ তড়িতাহত হলে তাকে কীভাবে তড়িতমুক্ত করতে হবে এবং কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে তার পরিবারের সবাইকে শেখানো।
- উপরিউক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পাদন করা গেলে মুরাদের পরিবার তড়িতাহতের মতো দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

#### প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অয়ন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে প্রাইভেট পড়তে যায়। বাসায় ফিরে এসে সময় না থাকায় সে না খেয়েই স্কুলে চলে যায়। স্কুলে সমাবেশ ক্লাস করার সময় সে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে তার বান্ধবী সিলভী তাকে চিৎ করে শুইয়ে কোমরের বেল্ট খুলে দিয়ে তার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

- ক. হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিকতায় কী হয়? ১
- খ. শরীরের তাপ কীভাবে নির্ণয় করা হয়? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. অয়ন কোন দুর্ঘটনার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অয়নের সুস্থতায় সিলভীর পদক্ষেপ মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিকতায় নাড়ির গতি বেড়ে যায়।
- খ. শরীরের তাপ মাপার জন্য ক্লিনিক্যাল বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার বগলের নিচে বা মুখের ভেতরে জিহ্বার নিচে রাখা হয়। দেহের তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে থার্মোমিটারের অভ্যন্তরে থাকা পারদ আয়তনে বেড়ে যায় এবং ক্রমশ ওপরের দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে উঠে পারদ স্থির হয়ে যায়, সেটাই শরীরের তাপ নির্দেশ করে।
- গ. অয়ন বড় ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। বড় দুর্ঘটনা বলতে সেসব দুর্ঘটনাকে বোঝায় যেগুলো ঘটলে মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয় ও মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এসব দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা ক্ষতির হাত থেকে আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করে সাময়িক আরাম দিতে পারে। উদ্দীপকে অয়ন সকালে প্রাইভেট পড়ে না খেয়ে স্কুলে যায়। তাই তার শরীর শূন্য দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বল শরীর নিয়ে প্রাত্যহিক সমাবেশের কার্যক্রম পালন করার সময় সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার বান্ধবী সিলভী তাকে সুস্থ করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নিলে তার জীবনে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। তাই বলা যায়, অয়ন বড় দুর্ঘটনার শিকার।
- ঘ. অয়ন যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল তা হলো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। এটি একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা। অয়ন যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন সিলভী তাকে চিৎ করে শুইয়ে কোমরের বেল্ট খুলে দিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকে যা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীর সুস্থতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের জন্য পা উঁচু করে রাখতে হয়। ভিড় কমিয়ে মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। শরীরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হয়। হাত ও পায়ের তালু ম্যাসেজ করতে হয়। দাঁতে দাঁত লেগে গেল কিনা তা লক্ষ রাখতে হয়। জ্ঞান ফিরে আসলে গরম দুধ বা শরবত খাওয়াতে হয়। অয়নের সুস্থতার জন্য সিলভী এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তাই বলা যায়, সিলভীর নেওয়া পদক্ষেপ অয়নের সুস্থতার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল।

#### প্রশ্ন-৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাহী বন্ধুদের নিয়ে আম পাড়তে গিয়ে মৌমাছির কামড় খেয়ে চিৎকার শুরু করে। চিৎকার শুনে তার মা ছুটে আসতে গিয়ে বাঁশের শাল তার পায়ে ঢুকে যায়। রাহীর দাদি রাহীর মৌমাছির কামড়ের জায়গায় পিঁয়াজের রস ঘষে দেন এবং রাহীর মায়ের পায়ের কাটা সুঁচ দিয়ে বের করে আনেন।

- ক. অজ্ঞান রোগীর জ্ঞান ফিরলে কী খাওয়াতে হবে? ১  
খ. অজ্ঞানে পুড়ে গেলে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

২

- গ. রাহীর দাদি কোন পদ্ধতিতে রাহী ও তার মাকে সাময়িক আরাম দেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে রাহীর দাদির পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. অজ্ঞান রোগীর জ্ঞান ফিরলে তাকে গরম দুধ বা শরবত খাওয়াতে হবে।  
খ. শরীরের কোনো অংশ অজ্ঞানে পুড়ে গেলে পোড়া অংশে যাতে ফোসকা না পড়ে সেজন্য ক্ষতস্থানে ঠাণ্ডা পানি বা বরফ ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত পোড়া জায়গায় ১০-১৫ মিনিট ঠাণ্ডা পানি ঢালতে হয়।  
গ. রাহীর দাদি প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে রাহী ও তার মাকে সাময়িক আরাম দেন। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে হাতের কাছের জিনিস দিয়ে তার অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। এই চিকিৎসার নিয়ম অনুযায়ী বোলতা, মৌমাছি, পিপড়া, ভীমরুল ইত্যাদি কামড়ালে পিঁয়াজের রস বা লেবুর রস ঘষে লাগাতে হয়। আবার হাতে পায়ে কাঁটা ফুটলে সুচ অজ্ঞানে পুড়িয়ে জীবাণু মুক্ত করে কাঁটায়ুক্ত স্থানের চামড়া সুচ দিয়ে সরিয়ে কাটা বের করে আনতে হয়। তারপর স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ফেলতে হয়। উদ্দীপকে রাহী আম পাড়তে গেলে তাকে মৌমাছি কামড়ালে রাহীর দাদি পিঁয়াজের রস ঘষে দেন। এতে রাহী সাময়িকভাবে আরাম পায়। আবার রাহীর চিৎকার শুনে রাহীর মা ছুটে আসতে গেলে বাঁশের শাল তার পায়ে ঢুকে যায়। এক্ষেত্রে রাহীর দাদি সুচ পুড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করে শালযুক্ত স্থানের চামড়া সুচ দিয়ে সরিয়ে বাঁশের শাল বের করে আনেন। এরপর স্থানটি স্যাভলন দিয়ে মুছে দেন। এভাবেই রাহীর দাদি রাহী ও তার মাকে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে সাময়িক আরাম দেন।  
ঘ. অসাবধানতাবশত বাড়িতে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ফলে মানুষ নানা রকম আঘাত পেয়ে থাকে। এ আঘাত যেন না বাড়ে এবং অবনতির দিকে না যায় সেজন্য সাময়িকভাবে আরাম দেওয়া জরুরি। এ কাজটি একজন প্রাথমিক চিকিৎসকই করতে পারেন। তিনি তার নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা আহত ব্যক্তির আরামের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে রাহীর দাদি প্রাথমিক চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীকে কোনো চিকিৎসা দেন না কিন্তু রোগী যাতে বিপদমুক্ত থাকে সে ব্যবস্থা করেন। রাহীর দাদিও ঠিক তাই করেছিলেন। রাহীকে মৌমাছি কামড়ালে তিনি আক্রান্ত স্থানে পিঁয়াজের রস ঘষে দেন। আবার রাহীর মায়ের পায়ে শাল সুচ দিয়ে বের করে দেন। এভাবে তিনি রাহী ও তার মায়ের আরামের ব্যবস্থা করেন। অতএব রাহীর দাদির মতো প্রত্যেকেরই উচিত যে কোনো দুর্ঘটনায় বিচলিত না হয়ে রোগীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।



#### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন-৬ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফরিদা বানু একজন দর্জি। তার ঘরে পিন, সুই, কাঁচি প্রভৃতি যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। বাচ্চারা প্রায়ই হাত পা কেটে ফেলে। বাচ্চাদের দিকে নজর রাখতে গিয়ে তার সেলাই কাজে প্রচুর বিলম্ব হয়। কাস্টমারদের যথাসময়ে তিনি কাপড় সরবরাহে ব্যর্থ হন।

- ক. বিষধর সাপের কামড়ে কয়টি দাঁতের চিহ্ন থাকে? ১  
খ. প্রত্যেক গৃহে ফাস্ট এইড বক্স থাকা জরুরি— বুঝিয়ে লেখ। ২

- গ. ফরিদা বানুর বাচ্চাদের দুর্ঘটনামুক্ত রাখার উপায় ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে যে কারণটি বর্তমান তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বিষধর সাপের কামড়ে দুটি দাঁতের চিহ্ন থাকে।  
খ. আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির কাছেই হাসপাতাল থাকে না। আবার হাসপাতাল থাকলেও যাতায়াত কিংবা বিভিন্ন কারণে হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া কঠিন হয়। কিন্তু হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ডাক্তার না পেলেও তার সাময়িক আরামের ব্যবস্থা করতে হয়। তাই গৃহে ছোট ছোট দুর্ঘটনা মোকাবিলায়, অসুস্থ রোগীর সেবার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি নিয়ে একটি ফাস্ট এইড বক্স থাকা খুবই জরুরি।  
গ. বাচ্চাদের দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে ফরিদা বানুর যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। তার অসচেতনতা গৃহ পরিবেশ অনিরাপদ করে তুলেছে। উদ্দীপকের আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু বাচ্চা নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও তার গৃহ পরিবেশ নিরাপদ নয়। যেকোনো মুহূর্তে তিনিও দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। তাই সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য তাকে কাপড় কাটার পর কাঁচিটি যথাস্থানে রাখতে হবে। কোনো কারণে সেলাই কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে কাঁচি নিয়ে যেতে হলে তা চোখে চোখে রাখতে হবে। কাজ শেষে আবার সেটি সেলাই কক্ষের নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। কাপড় সেলাই বা সুইয়ের কাজ শেষে তাও অনুরূপভাবে যথাস্থানে রাখতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে কাঁচি, সুই, পিন প্রভৃতি জিনিস যেন বাচ্চাদের নাগালের বাইরে থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত

আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, যেন অসাবধানতাবশত এসব জিনিস কোথাও পড়ে থাকলে চলতে-ফিরতে স্পষ্ট করে দেখা যায়। এক কথায় ফরিদা বানুর সচেতনতা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টাই পারে তার বাচ্চাদের দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে।

- ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো ফরিদা বানু কাস্টমারদের যথাসময়ে কাপড় সরবরাহে ব্যর্থ হন। তার এই ব্যর্থতার কারণ হলো কাপড় সেলাইয়ে বিলম্ব হওয়া। আবার বিলম্ব হওয়ার পেছনেও রয়েছে অনেক কারণ। তার বাচ্চার প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। হাত-পা কেটে ফেলে। এদের গুরুত্ব্য করতে হয় ফরিদা বানুকে। তারা যেন পুনরায় দুর্ঘটনাকবলিত না হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয় তাকে। এসব করতে গিয়েই মূলত ফরিদা বানুর সেলাইয়ে প্রচুর সময় লেগে যায়। অথচ তিনি একটু সচেতন হলেই তার সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তার ঘরে সুই, কাঁচি প্রভৃতি ছড়ানো ছিটানো থাকে। তার উচিত এসব জিনিস যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা। সর্বদা খেয়াল রাখা উচিত এগুলো যেন বাচ্চাদের নাগালের বাইরে থাকে। ঘরে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা করা উচিত যেন অসাবধানতাবশত এসব জিনিস পড়ে থাকলে হাঁটা-চলার সময় দেখতে পাওয়া যায়। ফরিদা বানু এসব বিষয়ে সচেতন নয় বলেই তার গৃহ পরিবেশটি অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। এতে তার বাচ্চারা যেমন কষ্ট পাচ্ছে, তেমনি তিনিও ব্যর্থ হচ্ছেন সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করে কাস্টমারদের কাপড় সরবরাহ করতে।

#### প্রশ্ন-৭ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিতু তার বান্ধবী রিফাকে নিয়ে ছাদে যায়। সেখানে একটি পড়ে থাকা তারকে পা দিয়ে সরাতে গিয়ে রিফা তড়িতাহত হয়। মিতু দৌড়ে গিয়ে একটি লাঠি এনে রিফাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর রিফাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আমাদেরকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ক. গলায় মাছের কাঁটা আটকালে কোন ফল খেতে হয়?

১

?

খ. ছোট দুর্ঘটনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিতু কীভাবে রিফাকে সুস্থ করে তুলল? বর্ণনা কর।

৩

ঘ. ডাক্তারের বক্তব্যটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

#### ▶▶ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. গলায় মাছের কাঁটা আটকালে পাকা কলা খেতে হয়।

খ. যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটেলে মারাত্মক আকার ধারণ করে না, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সহজেই সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় সেগুলো ছোট দুর্ঘটনা। ছোট দুর্ঘটনাগুলো হচ্ছে— ছোট আঘাত, কেটে যাওয়া, কীটপতঙ্গের দংশন, কাঁটা ফুটে যাওয়া, গলায় কিছু আটকে যাওয়া, চোখে কিছু পড়া, কানে কিছু ঢুকে যাওয়া ইত্যাদি।

গ. মিতুর বান্ধবী রিফা ছাদে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারকে পা দিয়ে সরাতে গিয়ে তড়িতাহত হয়। তড়িতাহত ব্যক্তিকে কেউ খালি হাতে স্পর্শ করলে সে নিজেও তড়িতাহত হয়। তাই তড়িতাহত ব্যক্তিকে হাতে রাবারের দস্তানা অথবা রাবারের স্যাঙ্গেল পায়ে দিয়ে উদ্ধার করতে হয়। উদ্দীপকে মিতু রিফাকে হাত দিয়ে না ধরে লাঠি দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়। তারপর মিতু দেখেছে রিফার শ্বাসক্রিয়া চলছে কিনা। কারণ শ্বাসক্রিয়া চলাচল না করলে তাকে রিফার মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হতো। তড়িতাহত মিতু রিফাকে কাঠের উপর শুইয়ে মালিশ করে তার রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করেছে। এভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে মিতু রিফাকে সুস্থ করে তুলল।

ঘ. ডাক্তারের বক্তব্যটি হলো— প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান আমাদেরকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করে। তার এই বক্তব্যটি সঠিক কেননা আমাদের জীবনে যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই পারে। আর প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে বিপদ অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। কিন্তু যদি প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে আহত ব্যক্তি অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রিফাকে মিতু যেভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছে তা প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই অনুসরণীয়। কেননা প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান যেভাবে রিফাকে আশঙ্কামুক্ত করেছে তেমনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানে এ পদ্ধতির বিকল্প নেই। তাই যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটার পর আরো বড় কোনো বিপদকে প্রতিহত করতে প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অপরিহার্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ডাক্তারের মন্তব্যটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন-৮ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিরনের চাচার বাড়িতে সবসময় মাছ ধরার জন্য একটা নৌকা বাঁধা থাকে। বিকেলে মিরন তার চাচাতো ভাই বাবলুকে নিয়ে নৌকা চালাতে যায়। হঠাৎ পা পিছলে মিরন পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। মিরনকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে বাবলু চিৎকার করে তার বাবাকে ডাকে। তিনি এসে মিরনকে পানি থেকে টেনে তোলেন। তারপর মিরনের মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসক্রিয়া চালু করেন।

?

ক. হাড় ফাটা কীরূপ দুর্ঘটনা? ১

খ. কী কী উপায়ে আমরা তড়িতাহত হই? ২

গ. মিরনকে উদ্ধার করার জন্য বাবলুর বাবার গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুর্ঘটনাটিতে মিরনের কোনোরূপ মৃত্যুবুঁকি ছিল কি? তোমার উত্তর বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶



- ক. হাড় ফাটা বড় দুর্ঘটনা।
- খ. আমরা অনেক সময় অসাবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে তড়িতাহত বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হই। তড়িতাহত বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কোনক্রমেই তাকে খালি হাতে স্পর্শ করা উচিত নয়। এতে সে নিজেও তড়িতাহত হতে পারে। অনেক সময় ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকলে সে তারের সংস্পর্শে আসলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে হয়। কেউ তড়িতাহত হলে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বা গৃহের ভাঙা সুইচে হাত দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- গ. সাঁতার জানা না থাকায় মিরন তার চাচাতো ভাই বাবলুর সাথে নৌকা চালাতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। তাই বাবলু মিরনকে উদ্ধার করার জন্য চিৎকার করে তার বাবাকে ডাকে। তিনি এসে মিরনকে উদ্ধার করেন। এজন্য তাকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হয়েছিল।
- ◆ তিনি সাঁতরে গিয়ে পুকুরের মাঝখান থেকে মিরনকে কাছে টেনে এনেছেন।
  - ◆ মিরনকে পানি থেকে তুলে তার শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ির স্পন্দন লক্ষ্য করেছেন। পানিতে ডুবে যাওয়ায় মিরনের নাক-মুখ দিয়ে পানি ঢুকে তার শ্বাসনালি ও ফুসফুসে চলে গিয়েছিল। তাই তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
  - ◆ নিঃশ্বাস পড়ছে না দেখে তিনি মিরনকে মাথা নিচু করে কাত করে শুইয়ে দিয়েছেন। মুখের চোয়াল দুই পাশ থেকে শক্ত করে ধরে মুখ হাঁ করে শ্বাসনালি খুলে দেয়ার জন্য দুটি আঙুলে পরিষ্কার কাপড় পেঁচিয়ে মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে পোট ও বুকে চাপ দিয়েছেন। এতে ভিতরের পানি গলা দিয়ে বের হয়ে এসেছে।
  - ◆ মিরনের মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করেছেন।
- ঘ. উদ্দীপকে মিরন নৌকা চালাতে গিয়ে পা পিছলে পুকুরের পানিতে ডুবে যাচ্ছিল। তার এই দুর্ঘটনায় অনেকখানি মৃত্যুবুঁকি বিদ্যমান ছিল। কেননা, সে সাঁতার জানে না। আর এ ধরনের ব্যক্তির পানিতে ডুবে গেলে তাদের নাক-মুখ দিয়ে পানি ঢুকে শ্বাসনালি ও ফুসফুসে চলে যায়। ফলে তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সে মৃত্যুমুখে ধাবিত হয়। মিরন পানিতে পড়ে যাওয়ার পর তার নাক-মুখ দিয়েও পানি শ্বাসনালি ও ফুসফুসে চলে গিয়েছিল। তাই তার শ্বাসক্রিয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার চাচা দ্রুত পানি থেকে তুলে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসক্রিয়া চালু করলে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু চাচা যদি তাকে সময়মতো পানি থেকে তুলতে না পারতেন তাহলে তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ মিরন যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তা বড় দুর্ঘটনা এবং এই দুর্ঘটনায় তার অনেকখানি মৃত্যুবুঁকি বিদ্যমান ছিল।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



- প্রশ্ন-৯** ▶ নান্দীমার মা তরকারি কাটা শেষে বাঁটি নামিয়ে যাননি। ঘরের মেঝেতে বাঁটিটি দাঁড় করিয়ে তিনি ভাতের মাড় নামাতে গেলেন। কিছুক্ষণের ব্যবধানে ছোটোছুটি করতে করতে নান্দীমা বাঁটির দ্বারা পায়ে আঘাত পেলে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল।
- ক. আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম কী? ১
- খ. কীটপতঙ্গের দংশনে কী করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. নান্দীমা তার গৃহে যে দুর্ঘটনার শিকার হলো তা এড়ানোর উপায় বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. নান্দীমাকে আরাম প্রদানে তার মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক- বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-১০** ▶ গত বছর বর্ষায় বর্ণার ছোট ভাই তার চাচার সাথে দাদু বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। বর্ণার দাদু বাড়ির কাছে একটি নদী আছে যা বর্ষার পানিতে ভরা থাকে। সাঁতার না জানা সত্ত্বেও শখ করে তার ভাই নদীতে গোসল করতে নামে। হঠাৎ করে সে ডুবে যেতে থাকে। ভয়ে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। সৌভাগ্যবশত বর্ণার চাচা এ সময় উপস্থিত হয়ে তার ভতিজাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেন।

ক. শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ির স্পন্দন লক্ষ রাখতে হয় কোন ক্ষেত্রে? ১

খ. প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণার চাচা কীভাবে ভতিজার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন? ৩

ঘ. বর্ণার ভাইকে উদ্ধার পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ কীসের মাধ্যমে গৃহ পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়?

উত্তর : পরিবারের সকলের সচেতনতা ও সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে গৃহ পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ২ ৥ বড় ধরনের দুর্ঘটনায় কীসের ঝুঁকি থাকে?

উত্তর : বড় ধরনের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

প্রশ্ন ৩ ৥ সাপে দংশিত ব্যক্তিকে কী খাওয়াতে হবে?

উত্তর : সাপে দংশিত ব্যক্তিকে গরম দুধ ও চা খাওয়াতে হবে।

প্রশ্ন ৪ ৥ কীসের কারণে তড়িতাহত হয়?

উত্তর : অসাবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে তড়িতাহত বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

### ■ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে, জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা বা তাকে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাই প্রাথমিক

চিকিৎসা। বাড়িতে, স্কুলে বা খেলার মাঠে হঠাৎ কারও কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ অসুস্থ হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। তাই আমাদের সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ২। ২। হাতে বা পায়ে কাঁটা ফুটলে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়?**

**উত্তর :** হাতে বা পায়ে কাঁটা ফুটলে কাটা তোলার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কাঁটা দেখা গেলে চিমটা দিয়ে তুলে ফেলতে হয়। আর কাঁটা দেখা না গেলে সুচ আগুনে পুড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করে কাঁটায়ুক্ত স্থানের চামড়া সুচ দিয়ে সরিয়ে কাঁটা বের করে আনতে হবে। তারপর স্থানটি জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

**প্রশ্ন ৩। ৩। সাপে কাটলে শক্ত বাঁধন দিতে হয় কেন?**

**উত্তর :** সাপে কাটার সাথে সাথে দড়ি বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে ক্ষত স্থানের উপরে পর পর দুটি শক্ত বাঁধন দিতে হয়। বাঁধনগুলো এমনভাবে দিতে হয় যেন শিরার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয় কিন্তু ধমনির রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে। রক্তে যাতে বিষ মিশে যেতে না পারে সেজন্যই এরূপ শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়।

## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১। স্বাভাবিক অবস্থায় কিশোর-কিশোরীর প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন কত হয়ে থাকে?

- (ক) ৬০-৭৫ বার (খ) ৬৫-৮০ বার  
(গ) ৮০-৯০ বার (ঘ) ৯০-১০০ বার

২। অসুস্থ ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ হতে হবে-

- i. কোলাহলপূর্ণ ii. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন iii. আলো-বাতাসপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তনু স্কুল থেকে ফেরার পথে বৈশাখী বাড়-বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি আসে। বাড়ি এসে ঠাণ্ডা পানি পান করে। কিছুক্ষণ পর তনু কাশতে শুরু করে এবং তার সর্দি ও জ্বর দেখা দেয়। মা তনুর ছোট ভাই প্রবকে তনুর ব্যবহৃত রুম্মাল ধরতে নিষেধ করেন।

৩। প্রবকে তনুর ব্যবহৃত রুম্মাল ধরতে মানা করার কারণ রোগটি-

- i. সংক্রামক ii. বংশগত iii. বায়ুবাহিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত রোগীর জন্য করণীয়-

- (ক) নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সপ্তাহে একবার ধোয়া  
(খ) ব্যবহৃত পোশাক অল্প রোদে শুকানো  
(গ) দরজা-জানালায় পর্দার ব্যবহার না করা  
(ঘ) ব্যবহৃত সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা

## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫। কোন রোগে নাড়ির গতি বেড়ে যায়?

- (ক) জ্বর (খ) সর্দি (গ) জন্ডিস (ঘ) ডায়ারিয়া

৬। কিডনি আক্রান্ত রোগীদের কোন খাদ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে?

- (ক) ভাত, রুটি, আলু (খ) মাছ, মাংস, ডিম  
(গ) ফল, সবজি, পানি (ঘ) ঘি, মাখন, তেল

৭। রোগীর ঘরের ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি?

- (ক) নীরবতা (খ) পরিচ্ছন্নতা  
(গ) বায়ু চলাচল (ঘ) আলোর ব্যবহার

## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম ও পরিচ্ছন্নতা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮। নিচের কোনটি সংক্রামক রোগ?

- (ক) রিকট (খ) হাম (গ) ডায়াবেটিস (ঘ) জ্বর

- ৯। অসুস্থ ব্যক্তির যত্নের দরকার হয় কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) চোখে ঝাপসা দেখায় (খ) মস্তিষ্ক কাজ না করায়  
 (গ) হাত অবশ থাকায় (ঘ) শরীর দুর্বল থাকায়
- ১০। রোগীর কক্ষ কোনটি থাকা অতি জরুরি? (জ্ঞান)  
 (ক) বুক সেলফ (খ) সেলাই মেশিন (গ) থার্মোমিটার (ঘ) টেলিভিশন
- ১১। রোগীর ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলো রোগীর কক্ষ রাখতে হয় কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) অন্যের চোখের আড়ালে রাখার জন্য  
 (খ) শিশুদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য  
 (গ) অন্যদের ব্যবহার না করতে দেয়ার জন্য  
 (ঘ) প্রয়োজনে হাতের কাছে পাওয়ার জন্য
- ১২। প্রাথমিক চিকিৎসার বাস্তব কোথায় রাখা দরকার? (জ্ঞান)  
 (ক) বারান্দায় (খ) রোগীর ঘরে (গ) বসার ঘরে (ঘ) খাবার ঘরে
- ১৩। জনাব তৌফিক একটি হাসপাতালে রোগীর কক্ষ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। দায়িত্ব পালনে তিনি কোন বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) রোগীর শারীরিক অবস্থা (খ) রোগীর কক্ষের সাজসরঞ্জাম  
 (গ) রোগীর কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘ) রোগীর কক্ষের সুযোগ-সুবিধা
- ১৪। রোগীর ঘরের পর্দা কী রঙের হওয়া উচিত? (জ্ঞান)  
 (ক) লাল (খ) সাদা (গ) নীল (ঘ) কালো
- ১৫। রোগীর ব্যবহৃত লেপ, তোষক ইত্যাদি মাঝে মাঝে কী করতে হয়? (অনুধাবন)  
 (ক) কড়া রোদে দিতে হয় (খ) বাতাসে মেলে রাখতে হয়  
 (গ) পরিবর্তন করতে হয় (ঘ) আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হয়
- ১৬। রাশেদার মা অসুস্থ। রাশেদা তার মায়ের কক্ষ মোছার জন্য কোনটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)  
 (ক) সাবান (খ) ফিনাইল (গ) হারপিক (ঘ) ডিটারজেন্ট
- ১৭। রোগীর ঘরের দরজা ও জানালার খিল কী দিয়ে মুছতে হবে? (জ্ঞান)  
 (ক) শুকনা কাপড় (খ) ডেটল পানি (গ) ডিটারজেন্ট (ঘ) ঠাণ্ডা পানি
- ১৮। হাসপাতালে রোগীদের কক্ষগুলো প্রতিদিন ফিনাইল বা ডেটল দিয়ে ভালো করে মোছা হয়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) কক্ষগুলো ঠাণ্ডা রাখা (খ) কক্ষগুলো উজ্জ্বল রাখা  
 (গ) কক্ষগুলো শুষ্ক রাখা (ঘ) কক্ষগুলো জীবাণুমুক্ত রাখা
- ১৯। রোগীর রুমে কোন ধরনের ঘড়ি রাখতে হবে? [উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 (ক) বড় ঘড়ি (খ) সাইরেন দেওয়া ঘড়ি  
 (গ) ছোট ঘড়ি (ঘ) সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি
- ২০। রোগীর ঘরের ছাদ কোন ধরনের হলে ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) ইটের (খ) টিনের (গ) কাঠের (ঘ) ছনের
- ২১। কক্ষের মেঝে কাঁচা হলে সেখানে পানি পড়লে কী করা উচিত? (জ্ঞান)  
 (ক) লেপা (খ) ঢেকে ফেলা (গ) ঝাড়ু দেওয়া (ঘ) মোছা
- ২২। রোগীর সরঞ্জাম কোথায় রাখতে হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) বসার স্থানে (খ) শোবার স্থানে (গ) নির্দিষ্ট স্থানে (ঘ) গোপন স্থানে
- ২৩। অসুস্থ ব্যক্তিকে কেমন পরিবেশে রাখা প্রয়োজন? (জ্ঞান)  
 (ক) কোলাহলপূর্ণ (খ) স্বাস্থ্যকর (গ) সাজানো (ঘ) গোছানো
- ২৪। রোগীর কক্ষ কেমন হতে হবে? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]  
 (ক) দূষণমুক্ত (খ) দূষণযুক্ত (গ) জীবাণুযুক্ত (ঘ) অপরিচ্ছন্ন

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ২৫। রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য প্রয়োজন— (অনুধাবন)  
 i. সঠিক চিকিৎসা ii. যথাযথ শুশ্রূষা  
 iii. মুখরোচক দামি খাবার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
- ২৬। নীলয়ের বয়স ১২ বছর। টিকা নেওয়া না থাকলে সে যেসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে— (প্রয়োগ)  
 i. হাম ii. কাশি iii. বসন্ত  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ২৭। রোগীর কক্ষ যেমন হলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়— (অনুধাবন)  
 i. ছিমছাম ii. খোলামেলা iii. কোলাহলপূর্ণ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      ৳ i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ২৮। জামিলা খাতুনের ছোট মেয়ে চৈতি খুব অসুস্থ। তার কক্ষে জামিলা খাতুন রাখবেন— (প্রয়োগ)  
 i. কম হিটার ii. ওয়াশিং মেশিন iii. ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ● i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ২৯। রাজন খুব অসুস্থ। তার কক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে তার মায়ের যা করণীয় — (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. কোলাহলমুক্ত রাখা ii. আলো-বাতাস ঢুকতে দেওয়া  
 iii. অতিরিক্ত আসবাবপত্র না রাখা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ● i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩০। রোগীর ঘরে পর্দা ব্যবহার করলে— (অনুধাবন)  
 i. মশা মাছি প্রবেশ করতে পারে না  
 ii. ধূলাবালি প্রবেশ করতে পারে না  
 iii. কড়া রোদ প্রবেশ করতে পারে না  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ৳ i ও iii      ● ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩১। মালিহার বাবা খুব অসুস্থ। তাকে দ্রুত সুস্থ করার জন্য তার ঘরের যেসব জিনিস প্রতিদিন ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার— (প্রয়োগ)  
 i. তোয়ালে ii. মশারি iii. বিছানার চাদর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ৳ i ও iii      ৳ ii ও iii      ● i, ii ও iii
- ৩২। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ— (অনুধাবন)  
 i. রোগীর অসুস্থতা বাড়ায় ii. রোগীর খাদ্য চাহিদা বাড়ায়  
 iii. রোগীর জন্য নিরাপদ নয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ● i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩৩। প্রতিদিন সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখতে হয় রোগীর ব্যবহৃত— (অনুধাবন)  
 i. প্লেট ii. কাঁথা iii. বেডপ্যান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ● i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩৪। নাজমা তার অসুস্থ মায়ের কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখে। সে তার মায়ের কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম পরিষ্কার করতে ব্যবহার করে— (প্রয়োগ)  
 i. ফিনাইল ii. ভিম iii. ব্লিচিং পাউডার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৳ i ও ii      ৳ i ও iii      ৳ ii ও iii      ● i, ii ও iii
- ৩৫। রোগীর দ্রুত সুস্থ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো রোগীর কক্ষ— (অনুধাবন)  
 i. আরামদায়ক হওয়া ii. দূষণমুক্ত হওয়া iii. বিলাসবহুল হওয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      ৳ i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩৬। রোগীর ব্যবহৃত প্রতিদিনের পোশাক ধুতে ব্যবহার করা উচিত— (অনুধাবন)  
 i. সাবান পানি ii. গরম পানি  
 iii. ঠাণ্ডা পানি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      ৳ i ও iii      ৳ ii ও iii      ৳ i, ii ও iii
- ৩৭। রোগীর কক্ষের দরজা ও জানালায় যে রঙের পর্দা ব্যবহার করা ভালো— (অনুধাবন)

- i. সাদা                      ii. সবুজ                      iii. হালকা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

৩৮। রোগীর জন্য আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষের প্রয়োজন— [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ]

- i. আরাম করতে                      ii. বিশ্রাম করতে                      iii. কাজ করতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিতুর দাদি খুব অসুস্থ। তার শুশ্রূষার জন্য মিতুর বাবা একটি আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। মিতু তার দাদির কক্ষটি এক ধরনের জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করে। কক্ষটি আলো-বাতাসপূর্ণ ও কোলাহলমুক্ত।

- ৩৯। মিতু তার দাদির কক্ষটি পরিষ্কার করতে কোনটি ব্যবহার করে? (প্রয়োগ)  
ক) ভিম                      খ) ব্লিচিং পাউডার                      গ) হারপিক                      ● ফিনাইল  
৪০। উক্ত কক্ষের ব্যবস্থা করার ফলে— (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. তিনি তাড়াতাড়ি নিরাময় লাভ করবেন  
ii. তিনি বিশ্রাম নিতে পারবেন  
iii. তিনি যথাযথ যত্নে থাকতে পারবেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

### পাঠ-২ : রোগীর পরিচর্যা

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৪১। যেকোনো রোগীর জন্য কোন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)  
ক) পোশাক                      ● পরিচর্যা                      গ) ব্যবহার                      ঘ) খাবার  
৪২। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের তাপমাত্রা কত থাকে? (জ্ঞান)  
ক) ৯৩.৪° ফারেনহাইট                      খ) ৯৩.৫° ফারেনহাইট  
গ) ৯৪.৮° ফারেনহাইট                      ● ৯৮.৪° ফারেনহাইট  
৪৩। থার্মোমিটারের সাথে সংযুক্ত বাত্মিট কী দিয়ে পূর্ণ থাকে? (জ্ঞান)  
ক) কপার                      খ) লোহা                      গ) তামা                      ● পারদ  
৪৪। তাপমাত্রা জানার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে থার্মোমিটার কয় মিনিট রাখতে হয়? (জ্ঞান)  
● ২                      খ) ৪ গ) ৮                      ঘ) ৬  
৪৫। দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার রেকর্ড রাখলে কী হয়? (অনুধাবন)  
ক) রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে  
খ) রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে  
● ডাক্তারের পক্ষে রোগ নির্ণয় সহজ হয়  
ঘ) ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসা করা কঠিন হয়  
৪৬। ধমনির স্ফীতির হারকে কী বলে? (জ্ঞান)  
ক) শরীরের গতি                      ● নাড়ির গতি                      গ) জ্বরের গতি                      ঘ) পাকস্থলীর গতি  
৪৭। নাড়ির গতি নির্ণয়ের জন্য কোনটি আবশ্যিক? (জ্ঞান)  
ক) হাতঘড়ি                      খ) দেয়াল ঘড়ি  
গ) মিনিটের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি                      ● সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি  
৪৮। নাড়ির গতি অনুভব করার জন্য কী করতে হবে? (জ্ঞান)  
ক) বুকের উপর হাত রাখতে হবে  
খ) পেটের উপর হাত রাখতে হবে  
● কজিতে ধমনির উপর আঙুল রাখতে হবে  
ঘ) বগলে থার্মোমিটার স্থাপন করতে হবে  
৪৯। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করার জন্য কোনটি দরকার হয়? (প্রয়োগ)  
ক) ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার                      খ) ম্যানোমিটার  
● সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি                      ঘ) মিনিটের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি

- ৫০। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে সদ্যজাত শিশুর নাড়ির স্পন্দন কত?  
[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]  
ক) ১১০-১২০ বার খ) ১২০-১৩০ বার  
● ১৩০-১৪০ বার ঘ) ১৪০-১৫০ বার
- ৫১। প্রিয়তির বাবার জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। তার মা তার নাড়ির স্পন্দন মাপলেন। প্রিয়তির বাবার স্বাভাবিক নাড়ির গতি কত হওয়া প্রয়োজন?  
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]  
● ৬০-৭২ বার খ) ৬৫-৮০ বার  
গ) ৮০-৯০ বার ঘ) ১১০-১২০ বার
- ৫২। মিতুর বয়স ১৩ বছর। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে তার নাড়ির স্পন্দন কতবার হওয়া প্রয়োজন?  
ক) ৬০-৭০ খ) ৬৫-৮০ ● ৮০-৯০ ঘ) ৯০-১০০
- ৫৩। থার্মোমিটারের গায়ে কত ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে?  
[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ; ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়]  
● ৯৪-১০৮ খ) ৯৮-১০৪ গ) ৯০-১০০ ঘ) ৯৫-১০৫
- ৫৪। থার্মোমিটারের মাঝখানে কেমন ছিদ্র থাকে?  
[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]  
● সরু ছিদ্র খ) মোটা ছিদ্র গ) লম্বা ছিদ্র ঘ) বড় ছিদ্র
- ৫৫। জ্বর হলে নাড়ির গতি কেমন থাকে? (জ্ঞান)  
ক) কমে ● বাড়ে গ) অস্বাভাবিক ঘ) স্বাভাবিক
- ৫৬। কীসের স্পন্দনের সাথে সাথে শরীরের রক্তবাহী ধমনী স্ফীত হয়? (জ্ঞান)  
ক) শিরার ● হৃৎপিণ্ডের গ) রক্তের ঘ) নাড়ির
- ৫৭। তাপমাত্রা রেকর্ডের পর থার্মোমিটারের পারদ কীভাবে যথাস্থানে নামাতে হয়? (অনুধাবন)  
ক) ফুঁ দিয়ে খ) তাপ দিয়ে গ) বরফ দিয়ে ● ঝাঁকুনি দিয়ে
- ৫৮। রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার বুক বা পেটের ওঠানামার জায়গায় হাত রেখে কোনটি নির্ণয় করা যায়? (জ্ঞান)  
ক) নাড়ির গতি খ) শরীরের তাপমাত্রা  
গ) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ● শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- ৫৯। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার পরিচর্যার ব্যাপারে— (অনুধাবন)  
i. সচেতন হতে হবে ii. যথাযথ যত্ন নিতে হবে  
iii. কঠোর নীতি মানতে হবে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৬০। যেকোনো রোগীর ক্ষেত্রেই পরিচর্যার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)  
i. এটি ছাড়া মৃত্যু নিশ্চিত  
ii. এর দ্বারা সহজে রোগমুক্তি ঘটে  
iii. এর অভাবে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- ৬১। রোগীর পরিচর্যার মধ্যে যে বিষয়গুলো পড়ে তা হলো— (অনুধাবন)  
i. শরীরের তাপ নির্ণয় ii. নাড়ির গতি নির্ণয়  
iii. শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৬২। মিতুর জ্বর হওয়ায় তার মা তার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার রেকর্ড করেছে। তার এই কাজটি চিকিৎসককে যেসব ক্ষেত্রে সাহায্যে করবে— (প্রয়োগ)  
i. সঠিক রোগ নির্ণয়ে ii. উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দিতে  
iii. উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
- ৬৩। যেসব ক্ষেত্রে নাড়ির গতি বেড়ে যেতে পারে— (অনুধাবন)

- i. জ্বর হলে ii. ব্যায়াম করলে  
iii. হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিকতায়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪। রোগীর রোগের অবস্থা সঠিকভাবে জানতে যেসব তালিকা ব্যবহার হয়—

- i. তাপমাত্রার ii. নাড়ির গতির  
iii. শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৫। চিকিৎসকের পরামর্শে সেতুর মায়ের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি সঠিকভাবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সেতুর করণীয় — (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া  
ii. তার বুক বা পেটের ওঠানামার জায়গায় হাত রাখা  
iii. খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নির্দেশ দেয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬। তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার রাখা যায়—

- [ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]  
i. বগলের নিচে ii. জিহ্বার নিচে iii. কানের নিচে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭। শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের সময় লক্ষ রাখা প্রয়োজন— (অনুধাবন)

- i. পারদ ৯৪ ডিগ্রিতে আছে কিনা  
ii. নির্দিষ্ট স্থানে থার্মোমিটার ২ মিনিট স্থাপন করা  
iii. তাপমাপার পর ঝাঁকুনি দিয়ে দেখা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৮। নাড়ির গতি দেখার সময় রোগীর হাত থাকবে— (অনুধাবন)

- i. সহজ ii. শক্ত iii. স্বাভাবিক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিমুর দাদু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়িতে ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি শিমুর দাদুর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ লিখে দিলেন এবং শিমুকে তার দাদুর তাপমাত্রা, নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির রেকর্ড রাখতে বললেন।

৬৯। দাদুর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ে শিমু কোনটি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)

- থার্মোমিটার খ ফ্যাদোমিটার গ স্পিডোমিটার ঘ ওডোমিটার

৭০। শিমু তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে চিকিৎসকের জন্য সহজ হয়ে যাবে— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সঠিক রোগ নির্ণয় ii. উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেয়া  
iii. তাড়াতাড়ি রোগ উপশম করা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

## পাঠ-৩ : রোগীর শারীরিক ও মানসিক যত্ন

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭১। অসুস্থ ব্যক্তির একজন শুশ্রূষাকারী দরকার হয় কেন? (অনুধাবন)

- ক নিজে কথা বলতে পারে না বলে  
● নিজের কাজ নিজে করতে পারে না বলে  
গ রোগীর মন খারাপ থাকে বলে



- |  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

৮৯। রোগীর সুস্থতার জন্য প্রয়োজন— (অনুধাবন)  
*i.* পরিচর্যা *ii.* শারীরিক যত্ন *iii.* মানসিক যত্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৯০। রোগীর পথ্য বিবেচনার বিষয়গুলো হলো—

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

i. পরিপাক শক্তি ও খাদ্য উপাদান

ii. রোগীর বয়স ও রুচি

iii. রোগের প্রকৃতি ও তীব্রতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৯১। তীব্র জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে যেসব পথ্য দিতে হয়—

(অনুধাবন)

i. শরবত

ii. স্যালাইন

iii. ডাবের পানি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৯২। রোগীর শারীরিক যত্নের দিকগুলো হলো—

(অনুধাবন)

i. ওষুধ সেবন ও পোশাক-পরিচ্ছদ

ii. বিনোদনের ব্যবস্থা ও সুসম্পর্ক

iii. পথ্য নির্বাচন ও পরিবেশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৯৩। বেশি দুর্বল রোগীকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম হলো—

(অনুধাবন)

i. চামচ

ii. ফিডিং কাপ

iii. ওয়াটার হিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৯৪। রোগীকে সবসময় পরিবেশন করতে হয়—

(অনুধাবন)

i. টাটকা খাবার

ii. মসলাযুক্ত খাবার

iii. সহজপাচ্য খাবার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৯৫। রোগীকে পোশাক পরাতে হয়—

(অনুধাবন)

i. নরম সুতি কাপড়ের

ii. ঢিলেঢালা

iii. আরামদায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৯৬। শায়লার বাবা খুব অসুস্থ। শায়লা তার অসুস্থ বাবার দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে—

(প্রয়োগ)

i. প্রতিদিন দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করে দিবে

ii. প্রতিদিন গোসল করাবে বা শরীর মুছে দিবে

iii. নিয়মিত নখ কেটে দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

৯৭। মানসিক যত্ন রোগীকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। তাই রোগীর মন ভালো রাখার জন্য আমাদের করণীয়—

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. সময়মতো তাকে ওষুধ সেবন করানো

ii. সবসময় তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

iii. ধৈর্য ও সহনুভূতির সাথে তার সেবা-শুশ্রূষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৯৮। রোগীর মানসিক যত্নের অন্তর্ভুক্ত হলো—

(অনুধাবন)

i. তাকে একা না রাখা

- ii. প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দেয়া  
iii. শৈশব ও সহানুভূতির সাথে তার সব কষ্ট জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৯৯। কম মসলাযুক্ত নরম পথ্য দিতে হয় যেসব রোগীকে – (অনুধাবন)

- i. কিশোরীদের      ii. শিশুদের      iii. বয়স্কদের

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii



### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহিদ সাহেব কিডনি রোগে ভুগছেন। ডাক্তার তার রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত করার পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এজন্য তার শারীরিক যত্নের মতো মানসিক যত্নের ব্যাপারেও তার পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

১০০। জাহিদ সাহেবের কোন ধরনের খাবারের পরিমাণ কমাতে হবে? (প্রয়োগ)

- ক) কার্বোহাইড্রেট জাতীয়      গ) চর্বিযুক্ত  
খ) প্রোটিনযুক্ত      ঘ) ক্যালরিবহুল

১০১। তার মানসিক যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয়— (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. তাকে সাহস জোগানো  
ii. তাকে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া  
iii. তার শখ অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii  
খ) i ও iii



### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন-১১ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুই-তিন সপ্তাহ ধরে মুন্না জ্বরে ভুগছে। জ্বর কখনো থাকে আবার থাকে না। মা ছেলের মাথা ধুয়ে দেন ও গা স্পঞ্জ করেন। এতেও জ্বর না কমায়ে মা চিন্তিত হয়ে ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার সব শুনে মুন্নার দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন এবং পথ্যের ব্যাপারে সচেতন হতে বলেন। মুন্না তেমন কিছুই খায় না। মা ছেলেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যালরিবহুল, সহজপাচ্য ও টাটকা খাবার তৈরি করে বারবার খেতে দেন।

ক. সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা কতো?



- খ. জ্বর মাপার জন্য কী ধরনের থার্মোমিটার প্রয়োজন? বুলিয়ে লেখ।  
গ. ডাক্তার কেন মুন্নার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন— ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. মায়ের দেয়া পথ্য পরিবেশন মুন্নার সুস্থতার জন্য যথার্থ কিনা— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

খ. জ্বর মাপার জন্য ক্লিনিক্যাল বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার প্রয়োজন হয়। থার্মোমিটার একটি লম্বা ও সরু গোলাকার কাচের নল। থার্মোমিটারের গায়ে ৯৪ ডিগ্রি থেকে ১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। থার্মোমিটারের মাঝখানে সরু ছিদ্র থাকে। আর নলের একপাশে ছোট একটা বাবুলে পারদপূর্ণ থাকে। দেহের তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসলে পারদ আয়তনে বেড়ে উপরের দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে ওঠে পারদ স্থির হয় সেটাই শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুন্না দুই-তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছে। তার জ্বরের মাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে। জ্বর কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না। ডাক্তার রোগ নির্ণয়ের জন্য মুন্নার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দেহের তাপমাত্রা থাকে ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু জ্বর বা যেকোনো রোগে আক্রান্ত হলে দিনের বিভিন্ন সময়ে এ তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়। তাপমাত্রার এই পরিবর্তনের হার বা মাত্রা যদি রেকর্ড করে রাখা যায় তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নির্ণয় সহজ হয় এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেওয়া সহজ হয়। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রোগের উপশম হয়। এজন্যই ডাক্তার মুন্নার দেহের তাপমাত্রা পরিবর্তনের হার রেকর্ড করতে বলেন।

ঘ. মায়ের দেয়া পথ্য পরিবেশন মুন্নার সুস্থতার জন্য যথার্থ। কেননা দীর্ঘদিনের জ্বরে মুন্নার শরীরে পুষ্টিহীনতা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া জ্বরের

কারণে তার শরীরে পানিশূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় তার জন্য সঠিক পথ্য গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। আর তার জন্য সঠিক পথ্য নির্বাচনে তার রোগের প্রকৃতি ও তীব্রতা, তার বয়স ও রুচি, পরিপাক শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ সকল রোগে একরকম পথ্য দেওয়া যায় না। রোগ বিশেষে কোনো কোনো বিশেষ পুষ্টি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুন্নার মতো জ্বরে ভোগা রোগীদের ক্যালরিবহুল খাবারের পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে খাবারটি সহজপাচ্য কিনা। নিশ্চিত করতে হবে টাটকা খাবার। মুন্নার মা মুন্নাকে উপযুক্ত ক্যালরিবহুল, সহজপাচ্য ও টাটকা খাবার খেতে দিচ্ছেন। মুন্না কোনো কিছু খেতে চায় না। তাই মুন্নার মা মুন্নাকে একবারে অধিক পরিমাণ খাবার না দিয়ে অল্প অল্প করে বারবার খেতে দিচ্ছেন। সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি এ ধরনের পথ্য জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের রোগ নিরাময়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যায়, মায়ের দেয়া পথ্য মুন্নাকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করবে।



## অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন-২** ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিতার বেশ জ্বর এবং শরীরে লাল লাল দানা দেখা দিয়েছে। তাই তার মা তাকে বাড়ির দক্ষিণের আলো বাতাসপূর্ণ কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তার কক্ষে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখেন। তিনি মনে করেন রোগীর শুশ্রূষার সাথে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলে।

- ক. নির্দিষ্ট স্থানে থার্মোমিটার কত মিনিট রেখে তাপমাত্রা জানা যায়? ১
- খ. কীভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করা যায়? ২
- গ. মা রিতার কক্ষে যেসব সরঞ্জাম রেখেছেন তার একটি তালিকা কর। ৩
- ঘ. রিতার মায়ের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে আলোচনা কর। ৪

▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. নির্দিষ্ট স্থানে থার্মোমিটার ২ মিনিট রেখে তাপমাত্রা জানা যায়।
- খ. শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করতে হলে সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি দরকার। শ্বাসক্রিয়ার গতি জানতে হলে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বুক বা পেটের ওঠানামার জায়গায় একটি হাত রেখে রোগীকে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে বলতে হবে। বুক বা পেট প্রতি এক মিনিটে কতবার ওঠানামা করছে তা গণনা করে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করা হয়।
- গ. রিতার বেশ জ্বর তাছাড়া তার শরীরে লাল লাল দানা দেখা দিয়েছে। এসব লক্ষণ দেখে রিতার মা বুঝতে পারেন তার হাম রোগ হয়েছে। হাম একটি সংক্রামক রোগ। তাই তিনি রিতাকে আলাদা কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়া তিনি রিতার পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো তার কক্ষে সাজিয়ে রাখেন। নিচে রিতার কক্ষে রাখা সরঞ্জামগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো—  
১. ক্লিনিকেল থার্মোমিটার; ২. ঔষধ মাপার কাপ ও চামচ; ৩. ফিডিং কাপ, গ্লাস, প্লেট, জগ; ৪. গরম ও ঠান্ডা পানির ব্যাগ; ৫. ঘড়ি ও টর্চলাইট; ৬. প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স; ৭. বালতি মগ।
- ঘ. রিতার মায়ের ধারণা রোগীর শুশ্রূষার সাথে সাথে কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে পারে। তার এই ধারণার সাথে আমি একমত। কারণ রোগীর কক্ষের ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথমেই কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হয়। কক্ষের আসবাবপত্র, রোগীর পোশাক পরিচ্ছদ, বিছানা, বালিশ, চাদর সবকিছুই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হয়। রোগীর ঘর ও বাথরুম ফিনাইল বা ডেটল পানি দিয়ে মুছতে হয়। রোগীর কক্ষে যেন মশা মাছি উপদ্রব না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়। রিতার রোগটি সংক্রামক। তাই তার পরিবার ও আশেপাশের লোকজন এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উপরোক্তভাবে রিতার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখলে রোগটি অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারবে না এবং সেও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠবে। সুতরাং রিতার মায়ের ধারণাটি সঠিক।

**প্রশ্ন-৩** ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মালিহার কয়েক দিন ধরে জ্বর। তার বাবা সঠিক পন্থায় নিয়মিত তাপমাত্রা রেকর্ড করায় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দিতে সুবিধা হয়। চিকিৎসক মালিহার নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে গিয়ে বলেন যে, নাড়ির স্পন্দন যথাযথভাবে অনুভব করার জন্য চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

- ক. ১ বছর বয়স্ক শিশুর প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন কত? ১
- খ. রোগীর দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কেন? ২
- গ. মালিহার বাবার তাপমাত্রা রেকর্ড করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসকের কথাটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

## ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ১ বছর বয়স্ক শিশুর প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন ১১০-১২০ বার।
- খ. রোগীর দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে না রাখলে রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করে না। উপরন্তু তার অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া তার শরীর ও মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় বলে কেউ তার কাছে আসতে চায় না। ফলে রোগী একাকীত্বতায় ভোগে। তাই রোগীকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তার দেহ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- গ. উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মালিহার বাবা সঠিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রা রেকর্ড করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাপমাত্রা রেকর্ড করার জন্য তিনি একটি ক্লিনিক্যাল বা ফারেনহাইট থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। মালিহার তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটারটি তিনি মালিহার বগলের নিচে বা মুখের ভিতরে জিহ্বার নিচে ২ মিনিট রাখেন। জ্বরে আক্রান্ত মালিহার দেহের সংস্পর্শে এসে ঐ থার্মোমিটারের পারদ আয়তনে বেড়ে যায় এবং ওপরের দিকে অগ্রসর হয়। যেখানে উঠে পারদ স্থির হয়ে যায়, সেটাই শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। সেই তাপমাত্রাটি তিনি লিখে রাখেন। পারদপূর্ণ স্থানের বিপরীত দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে পারদ যথাস্থানে নামিয়ে আনেন। এভাবে তিনি দৈনিক কয়েকবার মালিহার তাপমাত্রা রেকর্ড করেন যা চিকিৎসককে সঠিক ব্যবস্থাপত্র নিতে সহায়তা করে।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসক বলেছেন যে, নাড়ির স্পন্দন যথাযথভাবে অনুভব করার জন্য চিকিৎসক ও রোগী উভয়কেই কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের তালে তালে রক্তবাহী ধমনিগুলো নিয়মিত স্ফীতি হয়। ধমনির এই স্ফীতির হারই নাড়ির গতি। যেকোনো রোগীর ক্ষেত্রে এ গতির হার জানা খুব জরুরি। সাধারণত হাতের কজিতে আঙুল রেখে স্পষ্টভাবে নাড়ির গতি অনুভব করা যায়। নাড়ির গতি নির্ণয়ের সময় একটি সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত ঘড়ি সামনে রাখতে হয়। এ গতি দেখার জন্য রোগীর হাত সহজ ও স্বাভাবিক রাখতে হয়। বৃদ্ধো আঙুলের নিচে হাতের তিনটি আঙুলের প্রান্তভাগ রাখতে হয়। তারপর হালকাভাবে চাপ দিলে ধমনির স্পন্দন অনুভব করা যায়। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চিকিৎসক যাতে রোগীর নাড়ির গতি স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন তার জন্য রোগীকেও ভূমিকা রাখতে হয়। অর্থাৎ হাতের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। অতএব উদ্দীপকের চিকিৎসকের কথা যথেষ্ট যৌক্তিক।

### প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নাজিমউদ্দিন সাহেব একজন প্যারালাইসড রোগী। তিনি হাঁটতে পারেন না। তার মেয়ে নীলা তাকে প্রতিদিন গোসল করাতে না পারলেও গা মুছে দেয়। নিয়মিত নখ কেটে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়। শোওয়া অবস্থায় মাথায় পানি ঢেলে শুকনো গামছা দিয়ে মাথা মুছে দেয়। কিন্তু তিনি দিনদিন চূপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে কোনো উদ্দীপনা নেই। চিকিৎসক নীলাকে বললেন, ‘শারীরিক যত্নের মতো তার মানসিক যত্নের প্রয়োজন’।

- ক. কেন রোগে কার্ভোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন?
- ১
- খ. রোগীর পরিচর্যা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে শারীরিক যত্নের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাবার শারীরিক যত্নের মতো মানসিক যত্নে নীলার করণীয় আলোচনা কর। ৪

## ▶▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ডায়াবেটিস রোগে কার্ভোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।
- খ. রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের শরীর ও মন দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় নিজের কাজটাও নিজে করতে পারে না। তাই এ সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের পরিচর্যা দায়িত্ব নিতে হয়। রোগীকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তার প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে সহানুভূতির সাথে তার পরিচর্যা করতে হয়।
- গ. উদ্দীপকে শারীরিক যত্নের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়মিত দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আমরা জানি, নিয়মিত দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি। অসুস্থ ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করতে পারে না বলে শুশ্রূষাকারীকে তার যত্ন নিতে হয়। প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর এবং খাওয়ার পর রোগীর দাঁত, মুখ পরিষ্কার করে দিতে হয়, রোগীকে প্রতিদিন গোসল করানো সম্ভব না হলে, গা মুছে দিতে হয়। শোওয়া অবস্থায় মাথা ধোয়ালে মগ বা বদনার সাহায্যে ধীরে ধীরে মাথায় পানি ঢালতে হয়। এরপর শুকনো গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে দিতে হয়। নিয়মিত রোগীর নখ কেটে দিতে হয়। দিনে দুই-তিন বার চুল আঁচড়ে দিতে হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত নাজিমউদ্দিন প্যারালাইসড রোগী বলে তার মেয়ে নীলা তাকে প্রতিদিন গোসল করাতে না পারলেও গা মুছে দেয়। নিয়মিত নখ কেটে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়। শোওয়া অবস্থায় মাথায় পানি ঢেলে শুকনো গামছা দিয়ে মাথা মুছে দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে নিয়মিত অসুস্থ ব্যক্তির দেহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
- ঘ. নীলাকে তার বাবার শারীরিক যত্নের মতো মানসিক যত্নের প্রতিও সচেতন থাকতে হবে। কেননা শারীরিক যত্নের মতো রোগীর মানসিক যত্ন তাকে দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। এজন্য নীলাকে তার বাবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তার প্রতি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক হবে না। তাকে ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে তার বাবার সব কষ্ট জেনে, তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। তিনি দিনদিন চূপচাপ হয়ে যাচ্ছেন এবং উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছেন। তাই তাকে একা রাখা ঠিক হবে না। তার সাথে কথা বলার জন্য পাশে কেউ রাখতে হবে। তার মন ভালো রাখার জন্য, তার শখ অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাকে খোলা জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে তার মন প্রফুল্ল থাকবে। তার মনে প্রশান্তি ভাব আনার জন্য তার কক্ষ সাজিয়ে রাখতে হবে। তার মনোবল

অটুট রাখার জন্য গুরুতর অবস্থায়ও তার মনে সাহস জোগাতে হবে। তাহলে তিনি পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠবেন। পরিশেষে বলা যায়, নীলাকে উল্লিখিত কাজগুলো যথযথভাবে সম্পাদন করে তার বাবার মানসিক যত্ন নিশ্চিত করতে হবে।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



**প্রশ্ন-৫ ▶** মেঘনার দাদি গ্রামে থাকেন। বর্তমানে তিনি খুব অসুস্থ। এজন্য মেঘনার বাবা তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দাদি কোন ঘরে থাকবে এবং সেখানকার বিছানা বা পর্দা কী ধরনের হবে এ নিয়ে মেঘনার চিন্তার অন্ত নেই। তার মাও বিভিন্নভাবে তাকে সাহায্যে করছে।

ক. থার্মোমিটারের গায়ে কত থেকে কত ডিগ্রি পর্যন্ত দাগকাটা থাকে? ১

খ. তাপমাত্রা নির্ণয়ের সময় কী কী বিষয় লক্ষ রাখতে হবে তা লিখ। ২

গ. মেঘনা কীভাবে তার দাদির জন্য কক্ষ নির্বাচন করবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মেঘনার মায়ের সহযোগিতা তার দাদির যত্নে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-৬ ▶** নিশি টাইফয়েডে ভুগছে। কিছুদিন থেকে তার খাওয়ার প্রতি অরুচি। জ্বরের মাত্রা বাড়ে ও কমে। নাড়ি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মা খেয়াল করেননি। তিনি নিশিকে ডাক্তারের কাছে নিলে ডাক্তার তার তাপমাত্রা, নাড়ি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দন রেকর্ড করতে বলেন। তিনি আরও বলেন, সঠিক রেকর্ড দেখে রোগীকে সঠিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা সম্ভব।

ক. পথ্য কী? ১

খ. রোগীর মানসিক যত্ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নিশির মা নিশির তাপমাত্রা রেকর্ড করার সময় কোন বিষয়গুলো খেয়াল করবেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নিশির সুস্থতার ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



### ■ জ্ঞানমূলক

//

**প্রশ্ন ১ ১ ১** তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময়ের জন্য কী প্রয়োজন?

**উত্তর :** তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত শুশ্রূষা প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ২ ২ ২** রোগীর কক্ষ ব্যবস্থাপনায় কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

**উত্তর :** রোগীর কক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৩ ৩ ৩** নাড়ির গতি কী?

**উত্তর :** ধমনির স্ফীতির হারকে নাড়ির গতি বলে।

**প্রশ্ন ৪ ৪ ৪** কোন রোগে লবণ গ্রহণ ক্ষতিকর?

**উত্তর :** উচ্চ রক্তচাপে লবণ গ্রহণ ক্ষতিকর।

## □ অনুধাবনমূলক //

প্রশ্ন ১ ৥ রোগীকে কীভাবে মাথা ধোয়াতে হয়?

উত্তর : রোগীকে বিছানায় শোওয়া অবস্থায় মাথা ধোয়াতে হয়। এজন্য রোগীর বালিশে রাবার ক্লথ এমনভাবে বিছিয়ে নিতে হয় যেন একপ্রান্ত পিঠের তলা পর্যন্ত আসে। অপর প্রান্ত খাটের পাশে রাখা বালতিতে পড়বে। মগ বা বদনার সাহায্যে ধীরে ধীরে মাথায় পানি ঢালতে হয়। এরপর শুকনো গামছা দিয়ে মাথা মুছে দিতে হয়।

প্রশ্ন ২ ৥ সব রোগের একই রকম পথ্য হয় না কেন?

উত্তর : অসুস্থ রোগীর বিশেষ চাহিদা অনুসারে তাকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাকে পথ্য বলে। রোগীর বয়স, প্রকৃতি ও রোগের তীব্রতা অনুযায়ী রোগীর খাদ্য ভিন্ন হয়। যে কোনো রোগীর পরিপাক শক্তি ও রুচি বিবেচনা করে তার জন্য সুষম পথ্যের ব্যবস্থা করলে রোগী সহজেই রোগমুক্ত হতে পারে। তাই সব রোগের পথ্য একই রকম হয় না।



## অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১। আমাদের সকলের মস্তিষ্কের তলদেশে কোন গ্রন্থি অবস্থিত?

- (ক) থাইরয়েড গ্রন্থি (খ) পিটুইটারি গ্রন্থি  
(গ) অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (ঘ) শুক্রাশয় গ্রন্থি

২। বয়ঃসন্ধিগ্ণে কোন ধরনের পরিবর্তনের জন্য শক্তি বেশি গুণ্য হয়?

- (ক) দৈহিক বৃদ্ধি (খ) মনোভাবের তারতম্য  
(গ) বন্ধুত্বের আধিক্য (ঘ) কঠোর শাসন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৫ বছরের কণা প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যায়। সন্ধ্যার পর আজ এ বন্ধুর জন্মদিন, কাল ও বন্ধুর জন্মদিন লেগেই আছে। তার স্বাধীন চলাফেরা বাবা-মা মেনে নেন না। প্রায়ই তাকে এ বিষয়ে বকাঝকা করেন এবং কণার উপর গুলি হন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত কণার এই আচরণের কারণ-

- (ক) বাবা-মার অধিক খেয়াল  
(খ) স্বাধীনভাবে চলাফেরা  
(গ) বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা  
(ঘ) সুনির্দিষ্ট বয়সে মানসিক পরিবর্তন

৪। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কণার-

- i. পরিবারের সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে  
ii. মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে  
iii. শারীরিক দৃষ্টিভ্রাস পেতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



## গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১। কোন হরমোন দৈহিক বৃদ্ধি পরিয়ন্ত্রণ করে?

- (ক) গ্রোথ হরমোন (খ) ইস্ট্রোজেন হরমোন  
(গ) টেস্টোস্টেরন হরমোন (ঘ) গোন্যাডোট্রপিক হরমোন

৬. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন চলে কোন গতিতে?

- (ক) ধীর (খ) দ্রুত (গ) মধুর (ঘ) সাবলীল

৭. গোন্যাডোট্রপিক হরমোন নিঃসরণ হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারি (খ) অ্যাড্রেনাল (গ) থাইরয়েড (ঘ) শুক্রাশয়

৮. গ্রন্থি কী?

- (ক) ত্বক (খ) হরমোন  
(গ) একগুচ্ছ কোষ (ঘ) রাসায়নিক পদার্থ



## অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



পার্শ্ব-১ : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

□ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯. বয়ঃসন্ধিকাল বলতে কোন বয়সকালকে নির্দেশ করে?

[ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়, ঢাকা]

- (ক) ৮/৯ বছর থেকে ১৬/১৭ বছর বয়স পর্যন্ত  
(খ) ৯/১০ বছর থেকে ১৭/১৮ বছর বয়স পর্যন্ত  
● ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়স পর্যন্ত  
(ঘ) ১১/১২ বছর থেকে ১৯/২০ বছর বয়স পর্যন্ত

১০. মানুষের দ্রুত পরিবর্তনের সময় কোনটি? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

- (ক) শৈশবকাল ● বয়ঃসন্ধিকাল (গ) যৌবনকাল (ঘ) প্রৌঢ়কাল

১১. যৌন পরিবর্তন কী? (জ্ঞান)

- (ক) এক ধরনের রোগ (খ) এক ধরনের শারীরিক সমস্যা  
● এক ধরনের বিকাশ (ঘ) এক ধরনের মানসিক সমস্যা

১২. একটি শিশু কীভাবে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়? (অনুধাবন)

- (ক) শৈশবকালের দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে  
● বয়ঃসন্ধিকালের যৌন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে  
(গ) যৌবনকালের যৌন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে  
(ঘ) প্রৌঢ়কালের পূর্ণতা লাভের মধ্য দিয়ে

১৩. ঝড়-ঝঞ্ঝার বয়স বলা হয় কোন সময়কে? (জ্ঞান)

- (ক) শৈশবকাল ● বয়ঃসন্ধিকাল (গ) যৌবনকাল (ঘ) প্রৌঢ়কাল

১৪. বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য কোনটি?

[সিলভার বেলস গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]

- পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া (খ) ভয় পাওয়া  
(গ) আনন্দিত হওয়া (ঘ) সাহসী হওয়া

১৫. শিশু ১২ বছর বয়সের এক কিশোরী। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকলে সে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? (প্রয়োগ)

- (ক) আনন্দময় পরিস্থিতিতে (খ) জটিল পরিস্থিতিতে  
● অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে (ঘ) নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে

১৬. কৈশোরকালের সীমারেখা কোনটি? (জ্ঞান)

- (ক) ১০-১২ বছর (খ) ১০-১৫ বছর  
● ১০-১৯ বছর (ঘ) ১৫-২২ বছর

১৭. কৈশোরকালের কোন সময়টা বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)

- ১০/১১ থেকে ১৪/১৫ (খ) ১৩/১৪ থেকে ১৬/১৭  
(গ) ১৫/১৬ থেকে ১৮/১৯ (ঘ) ১৮/১৯ থেকে ২২/২৩

১৮. বয়ঃসন্ধিতে দেহের আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয়। বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) বয়ঃসন্ধির গুরুত্ব (খ) বয়ঃসন্ধির প্রয়োজনীয়তা  
● বয়ঃসন্ধির বৈশিষ্ট্য (ঘ) বয়ঃসন্ধির প্রকারভেদ

১৯. কোন পরিবর্তনের কারণে ছেলেমেয়েরা পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে? (অনুধাবন)

- (ক) জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি (খ) কর্মের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি  
● অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি (ঘ) কর্মে উদ্বীপনা বৃদ্ধি

২০. নির্দিষ্ট বয়সের আগেই নীলার যৌন পরিবর্তন শুরু হয়েছে। নীলাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

- অকাল পরিপক্ব (খ) বিলম্বিত পরিপক্ব  
(গ) অনাকাঙ্ক্ষিত পরিপক্ব (ঘ) কাঙ্ক্ষিত পরিপক্ব

২১. মিথিলার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে যৌন পরিবর্তন শুরু হয়েছে। মিথিলার ক্ষেত্রে কোন কারণটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)

- (ক) বংশ (খ) আবহাওয়া ● অপুষ্টি (ঘ) খাদ্যাভ্যাস



বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২. বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (অনুধাবন)

- i. ওজন বৃদ্ধি পাওয়া ii. উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া

iii. বিভিন্ন যৌন পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii



২৩. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে— (অনুধাবন)
- i. বয়ঃসন্ধিক্ষণকে আনন্দের বয়স মনে হবে  
ii. মনটা সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে  
iii. জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
২৪. শায়লার বয়স এখন দশ বছর সাত মাস। সে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কে জানবে — (প্রয়োগ)
- i. সহজভাবে পরিবর্তনগুলোকে মেনে নেয়ার জন্য  
ii. অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য  
iii. সমাজের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
২৫. বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা দ্রুত বাড়তে থাকে — (অনুধাবন)
- i. উচ্চতায়                      ii. ওজনে                      iii. বয়সে  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
২৬. নীতুর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে যৌন পরিবর্তন শুরু হয়। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে — (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. তার খাদ্যাভ্যাস                      ii. তাদের বংশের ধারা  
iii. তার আবাসস্থলের আবহাওয়া  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
২৭. ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বলা হয়—  
[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. অকাল পরিপক্ব                      ii. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত                      iii. বিলম্বিত পরিপক্ব  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মীরার বয়স ৯ বছর ৩ মাস। এ সময় হঠাৎ একদিন তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। এতে সে ভয় পেয়ে যায়।

২৮. যৌন পরিবর্তন শুরু হওয়ার সময় বিবেচনায় মীরাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)
- অকাল পরিপক্ব                      খ) সুযম পরিপক্ব  
গ) অনাকাঙ্ক্ষিত পরিপক্ব                      ঘ) বিলম্বিত পরিপক্ব
২৯. মীরার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটার পেছনে ভূমিকা থাকতে পারে — (উচ্চতর দক্ষতা)
- i. অপুষ্টির                      ii. আবহাওয়ার                      iii. বংশধারার  
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

### পাঠ-২ : বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের কারণ

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন কত বছর থেকে শুরু হয়? (জ্ঞান)
- ক) ১৫/১৬                      খ) ১১/১২                      গ) ৯/১০                      ● ১০/১১
৩১. বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের জন্য কোনটি দায়ী? (জ্ঞান)
- ক) আচরণ                      খ) আবহাওয়া                      গ) বয়স                      ● হরমোন
৩২. হরমোন কোন ধরনের পদার্থ? (জ্ঞান)
- ক) সরল                      খ) জৈব                      গ) জটিল                      ● রাসায়নিক
৩৩. মানুষের শরীরের রাসায়নিক পদার্থ কীসের সাথে মিশে যায়?  
[হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]
- ক) মাংসের সাথে                      খ) হাড়ের সাথে

- রক্তের সাথে (ঘ) মলমূত্রের সাথে
৩৪. মানুষের বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়- [হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]  
 (ক) রক্ত নিঃসরণের ফলে ● হরমোন নিঃসরণ কম বা বেশি হলে  
 (গ) ডিম্বাশয় নিঃসরণের ফলে (ঘ) মূত্র নিঃসরণের ফলে
৩৫. হরমোন নিঃসরণ কম বা বেশি হলে বিকাশের ধারা বিঘ্নিত হয়। এই কথাটির সঠিক তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 (ক) হরমোন পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত  
 ● হরমোন দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে  
 (গ) হরমোন শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে  
 (ঘ) হরমোন সামাজিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে
৩৬. মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন? (জ্ঞান)  
 ● গ্রোথ (খ) ইন্সট্রোজেন (গ) টেস্টোস্টেরন (ঘ) গোন্যাডোট্রপিক
৩৭. মানুষের লম্বা হওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি একান্ত আবশ্যিক? (অনুধাবন)  
 (ক) পিটুইটারি গ্রন্থি কর্মক্ষম থাকা ● গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ হওয়া  
 (গ) ইন্সট্রোজেনের নিঃসরণ বন্ধ হওয়া (ঘ) গোন্যাডোট্রপিকের দ্রুত নিঃসরণ
৩৮. গ্রোথ হরমোনের কাজ কী? (অনুধাবন)  
 ● অস্থি সুগঠিত করা (খ) ডিম্বাশয়কে পূর্ণতা দেয়া  
 (গ) শুক্রাণু তৈরি করা (ঘ) যৌন লক্ষণ প্রকাশ করা
৩৯. গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ বন্ধ হলে কোনটি ঘটে? (অনুধাবন)  
 (ক) মানুষ রোগা হয়ে যায় (খ) মানুষ খাটো হয়ে যায়  
 (গ) মানুষের জনন গ্রন্থি পক্ব হয় ● মানুষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়
৪০. গোন্যাডোট্রপিক হরমোনের কাজ কী? (অনুধাবন)  
 (ক) বিভিন্ন অস্থি সুগঠিত করা ● ছেলেদের শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটানো  
 (গ) জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা (ঘ) মেয়েদের ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে
৪১. হরমোন নিঃসরণের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? (অনুধাবন)  
 (ক) পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ইন্সট্রোজেন নিঃসরিত হয়  
 (খ) শুক্রাশয় গ্রন্থি থেকে গোন্যাডোট্রপিক নিঃসরিত হয়  
 (গ) ইন্সট্রোজেন নিঃসরণের পর টেস্টোস্টেরন নিঃসরিত হয়  
 ● গোন্যাডোট্রপিক নিঃসরণের পর টেস্টোস্টেরন নিঃসরিত হয়
৪২. কোন গ্রন্থি থেকে টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরিত হয়? (জ্ঞান)  
 (ক) গ্রোথ (খ) পিটুইটারি ● শুক্রাশয় (ঘ) ডিম্বাশয়
৪৩. বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করায় জাবেদের মুখে দাড়ি, গোঁফ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে লোম গজায়। এজন্য কোন হরমোন প্রধান দায়ী?  
 (প্রয়োগ)  
 (ক) গ্রোথ হরমোন ● টেস্টোস্টেরন হরমোন  
 (গ) গোন্যাডোট্রপিক হরমোন (ঘ) ইন্সট্রোজেন হরমোন
৪৪. বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় যা ডিম্বাশয়কে পূর্ণতা দেয়, ঋতুস্রাবসহ বিভিন্ন যৌন পরিবর্তন ঘটায়। এই বিশেষ হরমোনটির নাম কী? (প্রয়োগ)  
 ● ইন্সট্রোজেন হরমোন (খ) গ্রোথ হরমোন  
 (গ) টেস্টোস্টেরন হরমোন (ঘ) গোন্যাডোট্রপিক হরমোন
৪৫. ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরিত হয় কোন হরমোন? (জ্ঞান)  
 (ক) গ্রোথ ● ইন্সট্রোজেন (গ) টেস্টোস্টেরন (ঘ) গোন্যাডোট্রপিক
৪৬. ছেলেমেয়েরা কোন বৈশিষ্ট্য অর্জন শুরুর পর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে? (জ্ঞান)  
 (ক) প্রাথমিক যৌন ● মাধ্যমিক যৌন  
 (গ) শৈশবের শারীরিক (ঘ) যৌবনের শারীরিক
৪৭. মাহেন্দ্র ইদানীং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তার এরূপ আকর্ষণ সৃষ্টির কারণ কী? (প্রয়োগ)  
 (ক) তার বারো বছর পূর্ণ হয়েছে (খ) সে কৈশোরে পদার্পণ করেছে  
 (গ) তার গ্রোথ গ্রন্থি বৃদ্ধি পেয়েছে ● সে যৌন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে
৪৮. বয়ঃসন্ধিকালে কীভাবে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা কমানো যায়? (অনুধাবন)  
 (ক) বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো গোপন রাখে  
 ● নির্ভরযোগ্য কারো কাছে বিষয়গুলো প্রকাশ করে  
 (গ) সহপাঠীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে  
 (ঘ) ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে



৪৯. হরমোন হচ্ছে এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা— (অনুধাবন)  
*i.* স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় *ii.* সরাসরি রক্তে মিশে যায়  
*iii.* রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* খ *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ● *i, ii* ও *iii*
৫০. মানবদেহে হরমোন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* দেহের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায় *ii.* দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে  
*iii.* মন দুশ্চিন্তামুক্ত রাখে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● *i* ও *ii* খ *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫১. যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রোথ হরমোন নিঃসৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ—  
 [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]  
*i.* লম্বা হয় *ii.* ওজনে বাড়ে *iii.* হাড় সুগঠিত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* ● *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫২. অল্প কিছুদিনের মধ্যে মিজান বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করবে। তখন তার দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হবে — (প্রয়োগ)  
*i.* গোন্যাডোট্রপিক হরমোন *ii.* টেস্টোস্টেরন হরমোন  
*iii.* ইস্ট্রোজেন হরমোন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● *i* ও *ii* খ *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫৩. বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করলে রাক্ষির শুক্রাশয় গ্রন্থি থেকে বিশেষ এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হবে। তখন তার মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখা যাবে — (প্রয়োগ)  
*i.* মুখে দাড়ি, গোঁফ ওঠা *ii.* উরু ও নিতম্ব ভারী হওয়া  
*iii.* শরীরের বিভিন্ন স্থানে লোম গজানো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* ● *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫৪. বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হয়। এই ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হলো—(উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* পিটুইটারি গ্রন্থি *ii.* টেস্টোস্টেরন হরমোন  
*iii.* গোন্যাডোট্রপিক হরমোন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* ● *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫৫. ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হলে — (অনুধাবন)  
*i.* ডিম্বাশয় পূর্ণতা পায় *ii.* ঋতুস্রাব শুরু হয়  
*iii.* যৌন লক্ষণ প্রকাশ পায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* খ *i* ও *iii* ● *ii* ও *iii* ঘ *i, ii* ও *iii*
৫৬. যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে হরমোন নিঃসরণের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি — (উচ্চতর দক্ষতা)  
*i.* জনন গ্রন্থির ক্ষরণ ও কাজ নিয়ন্ত্রণ করে  
*ii.* যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে  
*iii.* যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক *i* ও *ii* খ *i* ও *iii* গ *ii* ও *iii* ● *i, ii* ও *iii*
৫৭. গোন্যাডোট্রপিক হরমোনের কাজ হলো— (অনুধাবন)  
*i.* ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করা *ii.* জনন গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করা  
*iii.* জনন গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

● ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১১ বছর বয়সে মিতুর ঋতুস্রাব শুরু হয়। পূর্ব ধারণা না থাকায় সে ভয় পেয়ে যায় এবং মাকে বিষয়টি জানায়। মা বলেন, “বয়ঃসন্ধিকালে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় বলে সকল মেয়ের জীবনেই এমনটি ঘটে।

৫৮. অনুচ্ছেদটিতে মিতু তার মাকে কী হিসেবে দেখেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক সমবয়সী                      খ সহকারী  
গ কঠোর শাসক                      ● নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি

৫৯. উল্লিখিত হরমোনটি মিতুর দেহে আরও যেসব পরিবর্তন আনবে— (প্রয়োগ)

- i. তার ডিম্বাশয়কে পূর্ণতা দিবে                      ii. তার উরু ও নিতম্ব ভারি করবে  
iii. তার বুক স্ফীত করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii                      খ i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ i, ii ও iii

### পাঠ-৩ : বয়ঃসন্ধিকালে পরিবারের সাথে খাপখাওয়ানো

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬০. অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিক্ষণের সন্তানরা মা-বাবাকে কী মনে করে? (জ্ঞান)

- ক সময় উপযোগী অভিভাবক                      খ সবচেয়ে ভালো বন্ধু  
গ স্বৈরাচারী শাসক                      ● বর্তমান যুগের অনুপযুক্ত

৬১. ছেলেমেয়েরা কখন স্বাধীনভাবে চলতে পছন্দ করে? (জ্ঞান)

- ক শৈশবে                      ● বয়ঃসন্ধিক্ষণে  
গ যৌবনকালে                      ঘ প্রাপ্তবয়সকালে

৬২. সুমন বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর। বয়সের কারণে সে কোন কাজটি পছন্দ নাও করতে পারে? (প্রয়োগ)

- ক স্বাধীনভাবে চলা                      খ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া  
● নিজ কাজে বড়দের হস্তক্ষেপ                      ঘ পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নেয়া

৬৩. বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলেমেয়েরা কী ভেবে গুরু হয়? (অনুধাবন)

- ক তাদের স্বাধীনতা দেয়া হচ্ছে                      খ তাদের সাহায্য করা হচ্ছে  
গ তাদের দায়িত্বহীন ভাবা হচ্ছে                      ● তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে

৬৪. কোন বয়সে ছেলে ও মেয়েদের আচরণে পার্থক্য করা হয় না? (জ্ঞান)

- শৈশবে                      খ কৈশোরে                      গ যৌবনে                      ঘ প্রৌঢ়ত্বে

৬৫. বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের শক্তি বেশি ক্ষয় হয় কেন? (অনুধাবন)

- ক খেলাধুলা করার কারণে                      খ পড়াশোনা করার কারণে  
● শারীরিক পরিবর্তনের কারণে                      ঘ অসুস্থ থাকার কারণে

৬৬. কোনো কারণে পরিবারের চাহিদাগুলো পূরণ করতে না পারলে কী হয়? (অনুধাবন)

- ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়  
খ ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়  
● ছেলেমেয়েদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়  
ঘ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়

৬৭. সাক্ষিরের মা-বাবা সবসময় তার চলাফেরা, কাজকর্মে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তাদের এরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক সাক্ষিরকে ভালো ছাত্রে পরিণত করা  
● সাক্ষিরকে উৎকৃষ্টভাবে গড়ে তোলা  
গ সাক্ষিরের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা  
ঘ সাক্ষিরকে দায়িত্ববোধ শিখানো

৬৮. মা-বাবা কোন বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রে টের নাও পেতে পারেন? (জ্ঞান)

- সন্তানের চাহিদা                      খ নিজেদের চাহিদা  
গ সন্তানের ভালোবাসা                      ঘ নিজেদের দায়িত্বহীনতা

৬৯. পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অসুবিধা মা-বাবাকে বললে কী হয়? (অনুধাবন)

- ক নিজেদের দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায়  
খ নিজেদের দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায়

- গ) পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠে  
 ● পরিস্থিতির জটিলতা অনেক কম হয়
৭০. দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ত বয়স কোনটি? (জ্ঞান)  
 ক) শৈশব ● বয়ঃসন্ধিক্ষণ গ) যৌবন ঘ) প্রৌঢ়ত্ব
৭১. মা-বাবার দেয়া দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হবে? (জ্ঞান)  
 ক) স্বাধীনভাবে খ) উদাসীন হয়ে  
 ● মনোযোগ সহকারে ঘ) অমনোযোগী হয়ে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭২. বয়ঃসন্ধিকালে মা-বাবার সাথে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক প্রায়ক্ষেত্রেই উন্নতির দিকে না গিয়ে অবনতির দিকে যায়। এরূপ পরিস্থিতির জন্য দায়ী মূলত — (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মা-বাবা ii. সন্তানরা iii. আত্মীয়স্বজন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৭৩. বয়ঃসন্ধিক্ষণের সন্তানদের সাথে মা-বাবার মনোভাবে পার্থক্য থাকে — (অনুধাবন)  
 i. মা-বাবার গোঁড়ামির কারণে ii. বয়সের পার্থক্যের কারণে  
 iii. সামাজিক বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৭৪. বয়ঃসন্ধিক্ষণে পদার্পণ করার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানদের সাথে তাদের মা-বাবার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। সম্পর্কের এরূপ অবনতির সম্ভাব্য কারণ হতে পারে — (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. মনোভাবের পার্থক্য ii. পারিবারিক বিধিনিষেধ  
 iii. দায়িত্ব পালনে অনীহা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৫. রাখি বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরী। বয়সের প্রভাবে তার সাথে তার মা-বাবার মতবিরোধ ঘটতে পারে — (প্রয়োগ)  
 i. নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা নিয়ে ii. একা একা বাইরে যাওয়া নিয়ে  
 iii. বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৬. বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের দেহের অধিক শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। এ কারণে তার মধ্যে যে লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে— (প্রয়োগ)  
 i. কাজে অনীহা ii. পড়াশোনায় একঘেয়েমি  
 iii. সৃজনশীল কাজে অতি উৎসাহ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৭৭. বয়ঃসন্ধিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেসব চাহিদা থাকে—(অনুধাবন)  
 i. পোশাক ii. শিক্ষার উপকরণ iii. বন্ধুদের মতো বেড়ানো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৮. মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো —(অনুধাবন)  
 i. তার জ্ঞান ii. তার বুদ্ধি iii. তার কাজ করার ক্ষমতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৭৯. সায়েমের বয়স ১২ বছর। ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে তাকে যেসব কৌশল অবলম্বন করতে হবে সেগুলো হলো — (প্রয়োগ)  
 i. পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া ii. কৌশলী হওয়া  
 iii. অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঋতু স্বাধীনভাবে চলতে পছন্দ করে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পণ করার পর তার মা-বাবা বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

৮০. মা-বাবার আচরণে ঋতুর মনে হতে পারে— (প্রয়োগ)

- i. মা-বাবা তাকে অধিক ভালোবাসে
  - ii. মা-বাবা তার প্রতি অন্যায্য করছে
  - iii. মা-বাবা তার প্রতি অবিচার করছে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      ● ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii

৮১. উক্ত ধারণা ঋতুর মনে দৃঢ়ভাবে বসে গেলে কী ঘটবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) মা-বাবার সাথে সম্পর্কের উন্নতি                      ● মা-বাবার সাথে সম্পর্কের অবনতি
- গ) মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি                      ঘ) মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি

### পাঠ-৪ : বয়ঃসন্ধিকালে সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানো

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮২. একটি শ্রেণিতে বছরে আমরা কত ঘণ্টা সময় কাটায়? (জ্ঞান)

- ক) পাঁচশর বেশি                      খ) সাতশর বেশি
- এক হাজারের বেশি                      ঘ) দুই হাজারের বেশি

৮৩. স্কুলের পরিবেশে ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারলে কী হয়? (জ্ঞান)

- পরবর্তী জীবনে খাপ খাওয়ানো সহজ হয়
- খ) পরবর্তী জীবনে খাপ খাওয়ানো কঠিন হয়
- গ) পরবর্তী জীবনে খাপ খাওয়ানো যায় না
- ঘ) পরবর্তী জীবনে সফল মানুষ হওয়া যায়

৮৪. রাকিন মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা তার ভালো লাগে না। এর অন্যতম কারণ কী হতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) সে বেশির ভাগ সময় অসুস্থ থাকে
- খ) সে পড়াশোনায় উপযুক্ত পরিবেশ পায়নি
- পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু তার কাছে স্পষ্ট না
- ঘ) বিষয়বস্তু তাকে না বুঝে মুখস্থ করতে হয়

৮৫. পাঠের বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বুঝলে কী হয়?

- ক) সেটা আর পড়তে হয় না                      ● সেটা মনে রাখা সহজ হয়
- গ) সেটা মুখস্থ করতে হয় না                      ঘ) সেটা প্রয়োগ করা কঠিন হয়

৮৬. ক্লাসে সকল শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকের কাছ থেকে এক রকম আচরণ পায় না কেন? (অনুধাবন)

- ক) তাদের মেধার জন্য                      ● তাদের আচরণের জন্য
- গ) তাদের আর্থিক অবস্থার জন্য                      ঘ) তাদের সামাজিক মর্যাদার জন্য

৮৭. যতিন সবসময় তার সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, বিপদে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে। তার এরূপ আচরণ তাকে কোন ক্ষেত্রে সফলতা এনে দিবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) পরিবারের সাথে খাপ খাওয়ানো                      ● সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানো
- গ) স্কুলের সাথে খাপ খাওয়ানো                      ঘ) পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো

৮৮. বাবলু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য সে কী করবে? (প্রয়োগ)

- ক) স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করবে                      খ) শিক্ষকের প্রশ্নে চুপ থাকবে
- গ) দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখাবে                      ● পড়াশোনায় মনোযোগী হবে

৮৯. একজন জনপ্রিয় ছেলে বা মেয়ের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)

- নিয়মিত লেখাপড়া করে                      খ) সবাইকে হিংসা করে
- গ) সকলের সাথে বাগড়া করে                      ঘ) সকলকে বিপদে ফেলে

৯০. শাকিলা ক্লাসের সবার কাছে জনপ্রিয় হতে চায়। এজন্য সে নিচের কোন কাজটি করবে? (প্রয়োগ)

- ক) পড়াশোনায় অমনোযোগী হবে                      খ) স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করবে
- সকলকে সহযোগিতা করবে                      ঘ) সবাইকে মিথ্যা বলবে

৯১. বয়ঃসন্ধিক্ষণে আত্মীয়স্বজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়, তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হয়। এরূপ আচরণের যৌক্তিকতা কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

- ক) অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ      ● সুসম্পর্ক বজায় রাখা  
 গ) পারিবারিক দ্বন্দ্ব দূর করা      ঘ) প্রতিরোধ কৌশল শেখা
৯২. স্কুলে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম উপায় কোনটি? (জ্ঞান)  
 ক) স্কুলের নিয়ম মেনে চলা  
 খ) ক্লাসে ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া  
 গ) পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমে অংশ নেওয়া  
 ● পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৩. বয়ঃসন্ধিক্ষণে পরিবারের বাইরে ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় – (অনুধাবন)  
 i. স্কুলে      ii. সময়বসায়ীদের দলে      iii. প্রতিবেশীর বাড়িতে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৪. বয়ঃসন্ধিকালে সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর অন্তর্ভুক্ত হলো – (অনুধাবন)  
 i. স্কুলের সাথে খাপ খাওয়ানো      ii. সহপাঠীর সাথে খাপ খাওয়ানো  
 iii. সমবয়সী দলের সাথে খাপ খাওয়ানো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
৯৫. মাহীন অষ্টম শ্রেণির ফাস্ট বয়। স্কুলে তাকে যে বিষয়গুলোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হয় – (প্রয়োগ)  
 i. মা-বাবার আচরণ      ii. সহপাঠীর আচরণ      iii. প্রত্যেক বিষয়ের পড়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      ● ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৬. শিক্ষকদের প্রশংসা ও উৎসাহ স্কুলের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ায়, লেখাপড়ায় সফলতা এনে দেয়। এ লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের যা করণীয় – (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. ক্লাসে মনোযোগী হওয়া  
 ii. শিক্ষকের প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেয়া  
 iii. যথাসময়ে শ্রেণির কাজ সম্পন্ন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
৯৭. জুবারেরকে তার স্কুলের কোনো শিক্ষক পছন্দ করেন না। এর কারণ হলো – (প্রয়োগ)  
 i. সে পড়াশোনায় অমনোযোগী      ii. সে প্রায়ই অসুস্থ থাকে  
 iii. সে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      ● i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৮. শেখার কাজটি অনেক বেশি সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে – (অনুধাবন)  
 i. শিক্ষকের সহায়তায়      ii. ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে  
 iii. স্কুল কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থাপনায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৯৯. ক্লাসের সহপাঠী এবং শিক্ষক সবার কাছে তৃণা পছন্দের পাঠী। এর কারণ হলো – (উচ্চতর দক্ষতা)  
 i. সে নিয়মিত লেখাপড়া করে      ii. সে সবার সাথে বন্ধুর মতো মেশে  
 iii. সে সকলকে সহযোগিতা করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii
১০০. ক্লাসে জনপ্রিয় হওয়ার উপায় হলো – (অনুধাবন)  
 i. খেলাধুলায় অংশ নেয়া      ii. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা  
 iii. প্রদর্শনীতে দলের সক্রিয় সদস্য হওয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ● i, ii ও iii

১০১. বয়ঃসন্ধিক্ষণে সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ — (অনুধাবন)

- i. সমবয়সী দলে খাপ খাওয়ানো ii. আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নেওয়া  
iii. পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রুমি ও সুমী দুজনেই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। রুমিকে তার শিক্ষকরা ভালোবাসে, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করে। অন্যদিকে ক্লাসের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা সুমীকে অপছন্দ করে।

১০২. শিক্ষকদের আচরণ রুমির পড়াশোনায় কীরূপ প্রভাব ফেলবে? (প্রয়োগ)

- ক অনীহা জন্মাবে ● সফলতা দিবে  
গ অমনোযোগী করবে ঘ আগ্রহ কমাবে

১০৩. স্কুলে সুমীর আচরণ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে — (উচ্চতর দক্ষতা)

- i. সে অন্যদের সাথে ঝগড়া করে  
ii. সে খেলাধুলার সময় নিয়ম মানে না  
iii. সে গঠনমূলকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii



### অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন-১▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জয়া ও রিমি ১৪ বছরের যমজ দুই বোন। তারা সবসময়ই টিভি দেখা, ঘুরে বেড়ানো, সাজগোজ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। স্কুলের শিক্ষকরা তাদের লেখাপড়া কিংবা ভাষাশিক্ষা কোনো দিকেই মনোযোগ নেই বলে মাকে জানান। মেয়েদের এই পরিবর্তন মা কিছুতেই মেনে নেন না। আবার তিনি মেয়েদের সাথে সকল কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশও করেন না।



- ক. কোন বয়সকে আমরা কৈশোরকাল বলে থাকি?  
খ. হরমোন নিঃসরণ যথাযথভাবে না হলে কী হয়?  
গ. জয়া ও রিমির সমস্যার কারণ উলে-খ করে তা ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. জয়া ও রিমির মায়ের ভূমিকা তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ▶▶ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সকে আমরা কৈশোরকাল বলে থাকি।  
খ. হরমোন নিঃসরণ যথাযথভাবে না হলে বিকাশের ধারা বিঘ্নিত হয়। হরমোন নিঃসরণ কম বা বেশি হলে দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছেলেদের শুক্রাশয় যথাযথভাবে বৃদ্ধি পায় না, সঠিক সময়ে দাড়ি, গোঁফ, লোম গজায় না। হরমোনের অভাবে মেয়েদের সময়মতো ঋতুস্রাব হয় না এবং তাদের ডিম্বাশয় পূর্ণতা পায় না।  
গ. জয়া ও রিমির সমস্যার কারণ হলো বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন। তারা দুজনই বয়ঃসন্ধিকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টি পার করছে। তাই তাদের মধ্যে আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে এবং সে কারণেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন—তারা স্বাধীনভাবে চলতে পছন্দ করে। তাদের কাজে বড়দের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। পরিবারের আরোপিত বিধিনিষেধ তারা মানতে চায় না। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ক্যালরি বা শক্তি ক্ষয় বেশি হয়। এ বাড়তি চাহিদা পূরণ না হলে কাজে অনীহা, যেকোনো কাজে বিরক্তি, পড়াশোনায় একঘেয়েমি ও ক্লান্তি আসে। এ সময় মা-বাবা লেখাপড়ায় আরো বেশি সময় ব্যয় ও মনোযোগী হওয়ার উপর জোর দেন। আর সে কারণে সন্তানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং মা-বাবার সাথে দূরত্ব বাড়ে। মূলত বয়ঃসন্ধিকালের কারণেই জয়া ও রিমির মধ্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে।  
ঘ. জয়া ও রিমির মায়ের ভূমিকা তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে না। কারণ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকায় তাদের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এ সমস্যাগুলো সবার সাথে আলোচনা করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে মা-ই হতে পারেন সবচেয়ে সহায়ক ও নির্ভরশীল ব্যক্তি। একমাত্র তিনিই পারেন বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কে সন্তানদের স্পষ্ট ধারণা দিয়ে, তাদের করণীয় সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা করতে। উদ্দীপকে বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাবে জয়া ও রিমির মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন



এসেছে। তাদের মা তাদের এ পরিবর্তনের বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না আবার তাদের সাথে এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনাও করছেন না। এ বিষয়গুলো মেয়ে দুটির দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে না বরং ক্ষতির কারণ হবে। মায়ের উচিত মেয়ে দুটির বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই পরিবর্তন মেনে নিয়ে তাদেরকে সঠিক আচরণ শিক্ষা দেওয়া। তবেই জয়া ও রিমির প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ সাধিত হবে।

#### প্রশ্ন -২▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১০ম শ্রেণির জাভেদের ২ বছরের ছোট বোন কণা। ছোট থেকে দুই ভাই-বোন এক সঙ্গে বড় হচ্ছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে। কিছুদিন ধরে বাবা-মা জাভেদের কিছু পরিবর্তন খেয়াল করেন। সে নিজেকে আড়াল করে চুপি চুপি সেলুনে যায়। লুকিয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে। কণাও স্কাট, টপ এসব পরতে চায়। সেও আগের মতো নেই। কণা চিত্র জগতের বই, বড়দের বই এসব থেকে বড়দের নানা কিছু জানতে চেষ্টা করে। মা বিষয়টি খেয়াল করেন। তাদের এ পরিবর্তনগুলো বাবা-মা সহজ করে বুঝিয়ে দেন। মা কণার বয়সের উপযোগী বই উপহার দেন।

ক. কৈশোরকালের অন্য একটি নাম কী?

খ. বয়ঃসন্ধি বয়সকে ঝড়-ঝঞ্ঝার বয়স বলা হয় কেন?

?

গ. জাভেদের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ঘ. জাভেদ ও কণার সঙ্গে বাবা-মার সহজ সম্পর্ক ওদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক-কথাটি বিশেষ-ষণ কর।

#### ▶▶ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. কৈশোরকালের অন্য একটি নাম হলো বয়ঃসন্ধিকাল।

খ. বয়ঃসন্ধিকাল দ্রুত পরিবর্তনের সময়। এসময় শারীরিক পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি শিশু পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে। এই পরিবর্তনের ধরন ও কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাদের মন সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাই বয়ঃসন্ধিক্ষণ বয়সকে ঝড়-ঝঞ্ঝার বয়স বলা হয়।

গ. জাভেদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বয়ঃসন্ধিক্ষণ বলতে আমরা ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সকে বুঝি। এসময় ছেলেমেয়েদের দেহের আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয়। তাদের উচ্চতা ও ওজন দ্রুত বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিতে তারা পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যৌন পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনের জন্য ছেলে এবং মেয়েদের বাহ্যিকভাবে চেনা যায়। ছেলেদের মুখে দাঁড়ি ও গোফ গজায়। এ পরিবর্তনগুলো বোঝার জন্য তারা বারবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা উদ্দীপকের জাভেদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সে নিজেকে আড়াল করে চুপি চুপি সেলুনে যায়। লুকিয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে। এগুলো সবই তার বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন।

ঘ. জাভেদ ও কণার সাথে তাদের বাবা-মার সহজ সম্পর্ক তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে। কারণ তারা দুজনেই বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিশোর-কিশোরী। এসময় হরমোনজনিত কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে এসব পরিবর্তনের প্রভাবে তাদের কারো কারো জীবনে অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ বয়সে তাদের মধ্যে অজানা জগৎ সম্পর্কে জানার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারা অনেক কিছু করতে চেষ্টা করে। এ সময় সঠিক তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে অনেকে বিপথগামী হয়ে পড়ে। তাই এ সময় প্রত্যেক বাবা-মাকে তাদের সন্তানের চাহিদার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। উদ্দীপকে জাভেদের বাবা-মা সবসময় সন্তানদের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে তা যথাযথভাবে পূরণ করার চেষ্টা করেন। কোনো সমস্যা দেখলে সে বিষয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। সন্তানদের সাথে তাদের এরূপ সম্পর্ক জাভেদ এবং কণাকে যে কোনো মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সহায়তা করছে।



#### গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন -৩▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সোমার বয়স ১৪ বছর। ইদানীং সাজগোজের প্রতি সোমার আগ্রহ বেড়ে গেছে। মায়ের শাড়ি পরে আয়নায় নিজের চেহারা বারবার দেখে এবং টিভি সিরিয়াল দেখার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেছে। মা বিষয়টি বুঝতে পরে সোমার সাথে এই পরিবর্তন নিয়ে আলাপ করেন।

ক. গ্রন্থি কী?

১

খ. শারীরিক পরিবর্তনের জন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ দায়ী? ব্যাখ্যা কর।

?

২

গ. সোমার আচরণের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোমার ক্ষেত্রে মায়ের সহযোগিতা কতটুকু কার্যকর- মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. গ্রন্থি হলো একগুচ্ছ কোষ যা বিশেষ কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে।

- খ. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন নির্গত হয়ে তাদের দেহে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায়। যেমন : গ্রোথ হরমোন ছেলেমেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়, গোনাদোট্রপিক হরমোন শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ঘটায় এবং মেয়েদের ডিম্বাশয়কে পূর্ণতা দেয়। এসব হরমোন এক ধরনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ। তাই শারীরিক পরিবর্তনের জন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থই দায়ী।
- গ. বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রভাবে সোমার আচরণে পরিবর্তন এসেছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণ বলতে আমরা ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর বয়সকে বুঝি। এসময় ছেলেমেয়েদের দেহের আকার-আকৃতি পরিবর্তন হয়। তাদের উচ্চতা ও ওজন বাড়তে দ্রুত বাড়তে থাকে। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিতে তারা পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে। এ পরিবর্তিত রূপকে সবার সামনে প্রকাশ করতে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আনে এবং তারা তাদের এই পরিবর্তিত রূপ দেখার জন্য বার বার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা উদ্দীপকের সোমার মধ্যেও লক্ষণ করা যায়। সে ইদানীং সাজগোজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। তাছাড়া সে প্রায়ই তার মায়ের শাড়ী পড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। মূলত বয়ঃসন্ধিক্ষণের শারীরিক পরিবর্তনের কারণেই তার আচরণে এরূপ পরিবর্তন এসেছে।
- ঘ. সোমার ক্ষেত্রে তার মায়ের সহযোগিতা অত্যন্ত কার্যকর। কেননা বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এসব পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকে না বলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এ সমস্যাগুলো সবার সাথে আলোচনা করা অসম্ভব। তাই এক্ষেত্রে মা-কেই এগিয়ে আসতে হয়। একমাত্র তিনিই পারেন পরিবর্তনগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে সন্তানদের সমস্যা দূর করতে। উদ্দীপকে ১৪ বছর বয়সী সোমার মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে সোমার মা সোমার সাথে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো কী, কেন এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে, এক্ষেত্রে তার কী করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তার এই সহযোগিতা সোমার বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

#### প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুমুর বয়স ১৪ বছর। লেখাপড়ার চাইতে টিভি দেখা কিংবা বেড়ানোতেই সে বেশি আনন্দ পায়। মা খেয়াল করেন টিভির বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোতেই মুমুর আগ্রহ বেশি। একদিন স্কুল ছুটির পর মাকে না বলে সে বান্ধবীর বাসায় চলে যায় এবং বাসায় ফিরতে তার সন্ধ্যা হয়ে যায়। এসব ব্যাপার নিয়ে মা উপদেশমূলক কিছু বলতে চাইলে সে মন খারাপ করে এবং তারপর থেকে সে মাকে কিছুটা এড়িয়ে চলে।

- ক. হরমোন কী? ১
- খ. যৌন পরিবর্তনের সময়কাল একেক জনের একেক রকম হয় কেন? ২
- গ. মুমুর মাকে এড়িয়ে চলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মা ও মেয়ের দূরত্ব নিরসনে উভয়ের করণীয় আলোচনা কর। ৪

#### ▶ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶

- ক. হরমোন হলো এক ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ।
- খ. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের যৌন পরিবর্তন দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি বা দেরিতে পরিবর্তন কোনোটাই দুঃচিন্তার বিষয় নয়। কারণ বংশগত কারণ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি কারণেই এই পরিবর্তন একেক জনের একেক রকম হয়। অপুষ্টির কারণেও পরিবর্তন দেরিতে আসতে পারে।
- গ. মুমুর এখন বয়ঃসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। এ সময়ে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইদানীং মুমু লেখাপড়ার চাইতে টিভি দেখায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সে বেড়াতে যেতে বেশি পছন্দ করছে। মাকে না বলেই বান্ধবীর বাসায় চলে যাচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে মা উপদেশ দিতে চাইলে মুমু মন খারাপ করে ও মাকে এড়িয়ে চলে। কারণ বাবা-মা ও এ বয়সী ছেলেমেয়েদের মনোভাবে অনেক পার্থক্য থাকে। যেমন- বাবা-মা যে টিভি অনুষ্ঠান পছন্দ করেন, তাদের তা ভালো লাগে না। বয়সের পার্থক্য, সামাজিক বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট মনোভাবের পার্থক্যের জন্য বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। তারা অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মাকে বর্তমান সময়ের অনুপযোগী মনে করে। এ কারণে বাবা-মায়ের নির্দেশ অমান্য করে এবং এড়িয়ে চলে। মুমুও ঠিক একই কারণে তার মাকে এড়িয়ে চলছে।
- ঘ. বাবা-মায়ের মধ্যে সন্তানের জন্য ভালোবাসার কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে মনোভাবে পার্থক্য দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা বাবা-মাকে বর্তমান সমাজের অনুপযোগী মনে করে। আবার তারা স্বাধীনচেতা হয় বলে বাবা-মায়ের বিধিনিষেধ তাদের কাছে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ বলে মনে হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুমু তার মাকে না বলে বান্ধবীর বাসায় চলে গেলে তার মা তাকে কিছু উপদেশ দেন। এতে মুমু মন খারাপ করে এবং মাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। এতে করে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় যা কখনোই কাম্য নয়। তাই তাদের মধ্যকার দূরত্ব নিরসনে উভয়েরই এগিয়ে আসা উচিত। যেমন মুমুর উচিত তার চাহিদাগুলো তার মাকে বলা; মন দিয়ে লেখাপড়া করা; বাবা-মা ও অন্য সদস্যদের সম্মান করা; মাকে না বলে কোথাও না যাওয়া। আবার মুমুর মায়েরও তার সন্তানের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত। এসকল দিক যদি দুজনেই সঠিকভাবে মেনে চলেন তবেই তাদের মধ্যকার দূরত্ব নিরসন হবে।

#### প্রশ্ন-৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৮ম শ্রেণির ছাত্র দিপূর মধ্যে হঠাৎ করে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রায় ক্ষেত্রে সে বাবা-মায়ের সাথে রাগারাগি করে, বাইরে যেতে চায়, পড়াশোনার প্রতি অনীহা, কারো সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, মা এতে চিন্তিত হন। এ অবস্থায় দিপূর চাচি তার মাকে বলেন, “এটি দিপূর একটি বিশেষ সময়। মা-বাবার সাথে সহজ সম্পর্কই দিপূর বিভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।”



- ক. কোন বয়সটিকে কৈশোরকাল বলে? ১  
 খ. কৈশোরকালকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলা হয় কেন? ২  
 গ. দিপূর আচরণগত পরিবর্তনের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।  
 ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে দিপূর চাচির উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।  
 ৪

### ৬৬ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. ১০-১১ বছর থেকে ১৮-১৯ বছর বয়সকে কৈশোরকাল বলা হয়।  
 খ. কৈশোরকাল দ্রুত পরিবর্তনের সময়। এ সময় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি শিশু পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে। এই পরিবর্তনের ধরন ও কারণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে অনেক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এসব কারণে মন সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাই এ সময়টাকে ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল বলে মনে করা হয়।  
 গ. দিপূর আচরণগত পরিবর্তনের কারণ হলো বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে গোনাদোট্রপিক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন নিঃসরণের ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। শরীরের এই পরিবর্তন তাদের আচরণগত পরিবর্তনও আনে। ফলে মা-বাবার সাথে তাদের মনোভাবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তারা পারিবারিক বিধিনিষেধে ঝুঁকি থাকে। লিঙ্গ অনুযায়ী আচরণ মেনে নিতে চায় না। তারা পড়াশোনা, পারিবারিক দায়িত্ব, কাজের বিষয়ে বিরক্তি ও অনীহা দেখায়। তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের দিপূর মধ্যেও এ ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায়। সে প্রায়ই বাবা-মায়ের সাথে রাগারাগি করে; বাহিরে যেতে চায়; পড়াশোনায় অনীহা দেখায়; কারো সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। তার এসব আচরণগত পরিবর্তনের জন্য তার বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনই দায়ী।  
 ঘ. দিপূ বয়ঃসন্ধিক্ষেপে অবস্থান করছে। এ সময় দ্রুত শারীরিক বর্ধন হয় বলে এর প্রভাব আচরণেরও প্রকাশ পায়। শারীরিক পরিবর্তনের ফলে কিশোর-কিশোরীরা নানা বিষয়ে কৌতূহল বোধ করে। এ সময় তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়, বড়দের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কোনো কারণে তারা যদি তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তাদের পছন্দনীয় আচরণ না পায় তাহলে পরিবারের সদস্যদের প্রতি তাদের আচরণও পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা বাবা-মায়ের সাথে রাগারাগি করে, পড়াশোনা করতে চায় না। বয়ঃসন্ধিক্ষেপের এই জটিল সময়ে বাবা-মা পারে কিশোর-কিশোরীদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং গ্রহণযোগ্য আচরণ করার বিষয়ে সহযোগিতা করতে। অনেক সময় বাবা-মা সন্তানের চাহিদা টের পায় না। সেক্ষেত্রে সন্তানদের উচিত তাদের চাহিদার কথা খোলামেলাভাবে বাবা-মায়ের কাছে প্রকাশ করা। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অসুবিধা বা শারীরিক কোনো সমস্যা থাকলে তা বাবা-মাকে জানানো। তবে সন্তানরা যাতে তাদের যেকোনো সমস্যা বাবা-মাকে জানাতে পারে তেমন পরিবেশ বাবা-মাকেই তৈরি করতে হবে। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের অর্থনৈতিক চাহিদার বিষয়েও বাবা-মাকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই দিপূর চাচির বক্তব্য সঠিক।



### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



#### প্রশ্ন-৬৬ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাইমা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। সে এখন ১৩ বছরে পা দিয়েছে। সে তার শারীরিক পরিবর্তনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে আগের মতো খেলাধুলা করে না। অপরদিকে একই বয়সী নাদিয়া এ সময়ের পরিবর্তন সম্পর্কে মার কাছে আগেই জেনেছে। নাদিয়া মার কাছে আরো শুনেছে মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছেলে এবং মেয়েদের বাহ্যিকভাবে আলাদা করে চেনা যায়।



- ক. জনন গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে কোন গ্রন্থি? ১  
 খ. বয়ঃসন্ধিকাল কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২  
 গ. রাইমার তার পরিবর্তন সম্পর্কে জানা থাকলে কী সুবিধা হতো? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. নাদিয়া ছেলে এবং মেয়েদের বাহ্যিকভাবে আলাদা করে চিনতে পারায় যে কারণটি জানে তা কি সঠিক? তোমার উত্তর বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৬৬ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ৬৬

- ক. জনন গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারি গ্রন্থি।  
 খ. বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের শৈশব এবং যৌবনের মধ্যে সেতু রচনা করে। এ সময় অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি শিশু পূর্ণবয়স্কের রূপ ধারণ করে। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  
 গ. ১৩ বছর বয়সী রাইমা এখন তার বয়ঃসন্ধিকালে রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালের প্রভাবে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তার কিছু জানা না থাকায় সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু তার যদি এই পরিবর্তনগুলোর কথা জানা থাকত তাহলে সে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পেত-  
 ১. পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব-প্রস্তুতি নিতে পারত।

২. সহজভাবে পরিবর্তনগুলো মেনে নিতে পারত।
৩. বড়দের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পারত।
৪. পরিবারের ছোটদের পূর্ব-প্রস্তুতি দিতে পারত।
৫. অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে নিজেকে সামাল দিতে পারত।
৬. সহজে পরিবার বা সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে পারত।

ঘ. নাদিয়া তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছে মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্যের কারণেই ছেলে এবং মেয়েদের বাহ্যিকভাবে আলাদা করে চেনা যায়। তার জানাটি সঠিক। কেননা বয়ঃসন্ধিকালের মাধ্যমিক যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : ছেলেদের মুখে দাড়ি, গোঁফ ওঠা; গলার স্বরের পরিবর্তন; মেয়েদের বুক স্ফীত হওয়া ইত্যাদি। সাধারণত এই পরিবর্তনগুলো শুরু হয়ে শেষ হতে প্রায় চার বছরের মতো সময় নেয়। এই সময়কাল কারো কারো ক্ষেত্রে কম বা বেশি হতে পারে। আবার পরিবর্তনও কারো ক্ষেত্রে কিছুটা আগে, কারো ক্ষেত্রে কিছুটা পরে শুরু হতে পারে। যেসব ছেলেমেয়ের নির্দিষ্ট বয়সের অনেক আগে যৌন পরিবর্তন শুরু হয়, তাদের অকাল পরিপক্ব বলা যায়। আর যাদের নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু পরে এ পরিবর্তন শুরু হয়, তাদের বিলম্বিত পরিপক্ব ছেলে বা মেয়ে বলা হয়। তাড়াতাড়ি পরিবর্তন বা দেরিতে পরিবর্তন কোনোটিই দুশ্চিন্তার কোনো বিষয় নয়। বংশগত কারণ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি কারণে এই পরিবর্তনের সময়কাল একেক জনের একেক রকম হয়। যেমন : মায়ের তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হলে মেয়েরও তাড়াতাড়ি পরিবর্তন শুরু হতে পারে। আবার, অপুষ্টির কারণে পরিবর্তন দেরিতে আসতে পারে। তবে আগে বা পরে যখনই এই পরিবর্তনগুলো শুরু হোক তা ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সুতরাং নাদিয়া ছেলে এবং মেয়েদের বাহ্যিকভাবে আলাদা করে চিনতে পারার যে কারণটি জানে তা পুরোপূর্ণ সঠিক।

#### প্রশ্ন-৭ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ক্লাসে সায়ালা বেগম আজ মানবদেহের বিভিন্ন গ্রন্থি, গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন এবং মানবদেহে সেসব হরমোনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি মীরােকে জিজ্ঞেস করলেন— “তোমার মতো বয়সী ছেলেমেয়েদের হরমোন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন?” উত্তরে মীরা বলল— “হরমোন সম্পর্কে জানা থাকলে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো আমাদের আচরণকে কম বিঘ্নিত করবে।” তারপর সায়ালা বেগম বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন কোন হরমোন কী কাজ করে তা ছক আকারে লিখে আনতে বললেন।

ক. কোন সময়টা বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

১

?

খ. নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় কেন? ২

গ. মীরা তার বাড়ির কাজ কীভাবে লিখে আনবে? বর্ণনা কর।

৩

ঘ. মীরার উত্তরের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ▶▶ এনং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

ক. কৈশোরকালের প্রথম দিক অর্থাৎ ১০/১১ থেকে ১৪/১৫ বছর সময়টা বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

খ. মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে যে হরমোন তার নাম গ্রোথ হরমোন। এই হরমোন যতদিন ক্ষরিত হয় ততদিন মানুষ লম্বা হয়। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মানবদেহে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। তখন মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়।

গ. সায়ালা বেগম বাড়ির কাজ হিসেবে মীরাদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন কোন হরমোনের কী কাজ তা ছক আকারে লিখে আনতে বলেছেন। এক্ষেত্রে মীরা তার বাড়ির কাজটি নিম্নোক্তভাবে লিখে আনবে—

| হরমোন<br>নিঃসরণের<br>উৎস | নিঃসৃত<br>হরমোনের নাম | নিঃসৃত হরমোনের কাজ                                                            |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| পিটুইটারি                | গোনাডোট্রপিক          | জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, পরিপক্বতা, ক্ষরণ ও কাজ নিয়ন্ত্রণ।                       |
| শুক্রাশয়                | টেস্টোস্টেরন          | ছেলেদের যৌনোপ্তের বৃদ্ধি, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা, শুক্রাণু উৎপাদন। |
| ডিম্বাশয়                | ইস্ট্রোজেন            | বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের যৌন লক্ষণ প্রকাশের সহায়তা, ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করা।   |

উপরিউক্ত হরমোনগুলো বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের নির্ধারিত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে তাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচনা করে।

ঘ. মীরার উত্তরটি সঠিক এবং যথার্থ। কেননা বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দেহে বিভিন্ন পরিবর্তন তাদের চিন্তিত ও উদ্ভিগ্ন করে। যেহেতু এই পরিবর্তনগুলোর জন্য প্রধান দায়ী হরমোন, তাই বয়ঃসন্ধিকালে মনের উৎকণ্ঠা কমাতে তাদের বিভিন্ন ধরনের হরমোন এবং এদের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মীরা তার ক্লাসে জেনেছে যে, মানবদেহে বিশেষ কতগুলো গ্রন্থি আছে যেখান থেকে একটি

নির্দিষ্ট সময়ে হরমোন নিঃসৃত হয় এবং সেই হরমোন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহে নানা পরিবর্তন ঘটায়। যেমন : গ্রোথ হরমোন মানুষের আকৃতিকে লম্বা করে এবং বিভিন্ন অস্থি সুগঠিত করে। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গোনাদোট্রপিক হরমোন ছেলেদের শুক্রাশয় এবং মেয়েদের ডিম্বাশয়কে পূর্ণতা দেয়। টেস্টোস্টেরন হরমোন ছেলেদের শুক্রাণু তৈরিসহ বিভিন্ন যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী। ইস্ট্রোজেন হরমোনের কারণে মেয়েদের দেহের পরিবর্তন, ঋতুস্রাবসহ বিভিন্ন যৌন পরিবর্তন হয়। বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের এই ভূমিকা সম্পর্কে জানা থাকলে কিশোর-কিশোরীদের মনে কোনো উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা জন্মাবে না। ফলে তাদের আচরণ কম বিঘ্নিত হবে। সুতরাং মীরার উত্তরটিই সঠিক।

#### প্রশ্ন-৮ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৩ বছর পূর্ণ হওয়ায় ফাহিমের মধ্যে বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তনগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সে এখন স্বাধীনভাবে চলতে পছন্দ করে। কেউ তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে সে ক্ষেপে যায়। তার মনে হয় যে তার প্রতি অন্যায়, অবিচার করা হচ্ছে। ইদানীং তার মা-বাবা তার কাজকর্ম ও চলাফেরায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তাই মা-বাবার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। কিন্তু ফাহিম তার মা-বাবাকে খুব ভালোবাসে এবং সে তার মা-বাবার সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়।

- ক. বয়ঃসন্ধিক্ষণ কীসের উপযুক্ত সময়? ১
- খ. বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা ভালো লাগে না কেন? ২
- গ. ফাহিম কোন বয়সের সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ফাহিমের করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ▶▶ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶▶

- ক. বয়ঃসন্ধিক্ষণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ত সময়।
- খ. বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্কুলে খাপ খাওয়াতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়ের পড়া, শিক্ষক, সহপাঠীর আচরণ, ক্লাস রুটিন ইত্যাদি অনেক কিছু তাদের কাছে নতুন মনে হয়। বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ও মুখস্ত প্রশ্নের উত্তর এ বয়সে কঠিন মনে হয়। তাই তাদের স্কুলের পড়াশোনা ভালো লাগে না।
- গ. ফাহিম বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ ধরনের কিছু হরমোনের কারণে মানুষের দেহে এবং মনে বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এসব পরিবর্তনের কারণে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের সাথে পরিবারের বিশেষ করে মা-বাবার সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। প্রায় ক্ষেত্রেরই এই সম্পর্ক অবনতির দিকে যায়। এ জন্য মা-বাবা এবং সন্তান উভয়কেই দায়ী করা যায়। উদ্দীপকে বিভিন্ন কারণে ফাহিমের সাথে তার মা-বাবার সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। প্রধান কারণ হিসেবে মা-বাবার সাথে ফাহিমের মনোভাবের পার্থক্যকে উল্লেখ করা যায়। ফাহিম স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। কিন্তু তার মা-বাবা ইদানীং তার কাজকর্মে, চলাফেরায় নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করছেন। তাদের এরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করার কারণ হলো ফাহিমকে উৎকৃষ্টভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু ফাহিমের কাছে মনে হচ্ছে তারা ফাহিমের প্রতি অন্যায়, অবিচার করছে। ফলে ফাহিমের সাথে তার মা-বাবার সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে।
- ঘ. উদ্দীপকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রভাবে মা-বাবার সাথে ফাহিমের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। উক্ত পরিস্থিতি কোনো সন্তান বা মা-বাবার কাছে কখনই কাম্য নয়। তাই ফাহিমও উক্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তার মা-বাবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এজন্য তাকে বিশেষ কিছু কাজ সম্পাদন করতে হবে। নিচে মা-বাবার সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে ফাহিমের করণীয় বিশ্লেষণ করা হলো :

- মা-বাবা ও অন্য সদস্যদের যথাযোগ্য সম্মান ও ভালোবাসা দিতে হবে।
- স্কুলের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।
- মা-বাবা যে দায়িত্ব দেন, তা মনোযোগের সাথে পালন করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- যে কোনো সমস্যায় বাবা-মা, ভাইবোনের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

উপরিউক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে মা-বাবার সাথে ফাহিমের দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ দূর হবে, সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং পরিবারের পরিবেশকে অনেক আনন্দ ও সুখের মনে হবে।

#### প্রশ্ন-৯ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাহিয়াতের বয়স ১৩ বছর। এ বয়সে অনেকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। কিন্তু বাবা-মার সঠিক পরামর্শ শুনে সে এসব সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। বাবার বদলির কারণে আজ প্রথম দিন নতুন স্কুলে যাচ্ছে। পথের মধ্যে সে ভাবতে থাকে বন্ধুরা কেমন হবে? আমাকে পছন্দ করবে কিনা? শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব কী?

[মনিপুর হাই স্কুল, মিরপুর, ঢাকা]

- ক. ডিম্বাশয়ের পূর্ণতার জন্য দায়ী কোন হরমোন? ১
- খ. অকাল পরিপক্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মাহিয়াতের বাবা-মা তাকে কীভাবে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মাহিয়াতের অবনা থেকে কী উপলব্ধি করা যায়? বিশ্লেষণ কর।

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ১৭

- ক. ডিম্বাশয়ের পূর্ণতার জন্য দায়ী গোনাডোট্রোপিক হরমোন।
- খ. বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলো শুরু হয়ে শেষ হতে প্রায় চার বছরের মতো সময় লাগে। এ পরিবর্তনগুলো কারো ক্ষেত্রে কিছুটা আগে, কারো ক্ষেত্রে কিছুটা পরে শুরু হতে পারে। যেসব ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট বয়সের অনেক আগে এ পরিবর্তন শুরু হয়, তাদের অকাল পরিপক্ব বলে।
- গ. মাহিয়াতের বাবা-মা মাহিয়াতকে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ দিয়ে তাকে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছে। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে দ্রুত পরিবর্তনের সময়। এ সময়ের পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে কিশোর-কিশোরীদের জীবনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধানে বাবা-মা সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারেন। উদ্দীপকে বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হওয়ায় মাহিয়াতের জীবনেও কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সে তখন এ সমস্যাগুলোর কথা তার বাবা-মাকে জানায়। তারা প্রথমে তাকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেন। তারপর এ নিয়ে ভীত না হয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা এবং সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে বলেন।
- যেকোনো সমস্যায় পরিবারের সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে সমাধান করতে বলেন। মাহিয়াত তার মা-বাবার পরামর্শ মেনে নেয় এবং তার সমস্যা সমাধানে সফল হয়। তাই বলা যায়, বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা সমাধানে মাহিয়াতের বাবা-মা তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছে।
- ঘ. মাহিয়াতের ভাবনা থেকে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে, স্কুলে আমাদের অনেক কিছুর সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। যেমন : প্রত্যেক বিষয়ের পড়া, শিক্ষক, সহপাঠীর আচরণ, ক্লাস রুটিন ইত্যাদি অনেক কিছু। শিক্ষকরা সব ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে এক রকম আচরণ করেন না। যারা ভদ্র, বিনয়ী, ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের কথা শোনে, সেসব ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকরা বেশি প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করেন। আর যারা স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করে, পড়াশোনায় অমনোযোগী তাদের শিক্ষকরা পছন্দ করেন না। শিক্ষকের প্রশংসা ও উৎসাহ পাওয়া স্কুলের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অগ্রহ বাড়ায়, লেখাপড়ায় সফলতা দেয়। তাই সকল ছাত্রছাত্রীর উচিত মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকের পাঠদান শোনা। যেকোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকলে শিক্ষকের কাছে বুঝে নেওয়া। শিক্ষকের প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেওয়া। যথাসময়ে শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ সম্পন্ন করা। দলীয় কাজে নিজের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া ও যথাযথভাবে তা পালন করা। স্কুলের নিয়ম মেনে চলা। পরিশেষে বলা যায়, নতুন স্কুলে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সকল ছাত্রছাত্রীর উপরিউক্ত নিয়মগুলো মেনে চলা আবশ্যিক।



### সৃজনশীল প্রশ্নব্যংক



**প্রশ্ন-১০** অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রুবির বয়স বারো শেষ হয়ে তেরো শুরু হয়েছে। তাই তার মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো আসতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। কেউ তাকে এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোকে কোনো জটিল অসুখ ভেবে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে এখন আর আগের মতো খেলাধুলা করে না, কথাও বলে অনেক কম। বাইরে বের হতেও সে এখন অস্বস্তিবোধ করে।

- ক. কোন সময়টা বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ১
- খ. প্রাথমিক যৌন বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রুবির মধ্যে কী ধরনের শারীরিক পরিবর্তন আসতে পারে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে রুবির এমন অস্বস্তিবোধ হতো না- বিশ্লেষণ কর। ৪

**প্রশ্ন-১১** ▶ তমালিকা এ বছর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। সে নিয়মিত লেখাপড়া করে। কারো সাথে কখনো ঝগড়া করে না। যে কেউ বিপদে পড়লে তমালিকা তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়। এসব কারণে সহপাঠী এবং শিক্ষক সবার কাছেই সে খুব প্রিয়। শিক্ষকরা তমালিকাকে খুব ভালোবাসে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা দেন। এসব দেখে রাধিকার খুব ভালো লাগে। সেও তমালিকার মতো সবার কাছে জনপ্রিয় হতে চায়।

ক. পাঠের বিষয়টি কখন মনে রাখা সহজ হয়?১

খ. মা-বাবা কেন সম্ভানদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন? ২

গ. ক্লাসে সবার জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য রাধিকাকে কী করতে হবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. স্কুলের সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটি বয়ঃসন্ধিকালে সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর সহায়ক- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪



## অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন ১** ১ ৥ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?

**উত্তর :** পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে গোনাদোট্রপিক হরমোন নিঃসৃত হয়।

**প্রশ্ন ২** ২ ৥ ইস্ট্রোজেন হরমোন কোথা থেকে প্রস্রাবিত হয়?

**উত্তর :** মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রস্রাবিত হয়।

**প্রশ্ন ৩** ৩ ৥ বয়ঃসন্ধিগ্ণে শারীরিক পরিবর্তনের জন্য কোনটি বেশি ক্ষয় হয়?

**উত্তর :** বয়ঃসন্ধিগ্ণে শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ক্যালসিয়াম বা শক্তি বেশি ক্ষয় হয়।

**প্রশ্ন ৪** ৪ ৥ স্কুলে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম উপায় কোনটি?

**উত্তর :** স্কুলে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম উপায় হলো স্কুলের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

### □ অনুধাবনমূলক

//

**প্রশ্ন ১** ১ ৥ বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন দ্রুত ঘটে কেন?

**উত্তর :** বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তার জন্য দায়ী আমাদের দেহে উৎপন্ন কিছু রাসায়নিক পদার্থ যা হরমোন নামে পরিচিত। এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটায় এবং দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বয়ঃসন্ধিকালে নির্দিষ্ট কিছু হরমোন যেমন গ্রোথ হরমোন, গোনাদোট্রপিক হরমোন, টেস্টোস্টেরন হরমোন, ইস্ট্রোজেন

